উইলবার স্মিথ

অ্যাসেগাই

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

অ্যাসেগাই

অ্যাসেগাই

মূল : উইলবার স্মিথ
অনুবাদ সাদেকুল আহসান কল্লোল

জিনিয়াস পাবলিকেশন্স

অ্যাসেগাই
মূল : উইলবার স্মিথ
অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল
স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০

প্রকাশক
মোঃ হাবিবুর রহমান
জিনিয়াস পাবলিকেশন্স
২৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৮৭৫৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

অক্ষর বিন্যাস
সিফাত কম্পিউটার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার (৫ম তলা)
ঢাকা ১১০০

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন

মুদ্রণ
জিনিয়াস প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

ASSEGAI by WILBUR SMITH Translated by Sadequl Ahsan Kollol. Published by Genius Publications, Printed by Genius Printers. First Edition Book Fair 2010.

ISBN 984 70355 0051 4

Price Tk. 400.00 only, US $ 15 only

উৎসর্গ

অনুবাদপ্রিয় ভক্তদের উদ্দেশে

৯ আগস্ট, ১৯০৬, যুক্তরাজ্য, বৃটিশ ডোমিনিয়ন আর ভারতবর্ষের সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বার্ষিকী। কাকতালীয়ভাবে, আজই হিজ ম্যাজেস্টির অনুগত প্রজা, দি কিং'স আফ্রিকান রাইফেলসের, সবাই যাকে কার নামেই চেনে, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন প্রথম রেজিমেন্ট, সি কোম্পানীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট লিওন কোর্টনীর উনিশতম জন্মদিন। জন্মদিনটার লিওন সাম্রাজ্যের মুকুটমণি, বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার গহীন অভ্যন্তরে গ্রেট রিফট ভ্যালির ঢালে নানদি বিদ্রোহীর একটা দলকে ধাওয়া করতেই ব্যস্ত থাকে।

নানদিরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী এক যুদ্ধবাজ জাতি। গত দশ বছর তারা বিচ্ছিন্নভাবে থেকে থেকেই বিদ্রোহ করেছে, বিশেষ করে তাদের প্রধান ওঝা আর উপশমকারী শামান যখন ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে, একটা বিশাল কালো সাপ আগুন আর ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে তাদের উপজাতির মাঝে মৃত্যু আর বিপর্যয় বয়ে আনবে। রেলপথের জন্য বৃটিশ উপনিবেশিক প্রশাসন যখন রেললাইন বসান শুরু করে, যার পরিকল্পনা হয়েছিল ভারত মহাসাগরের তীরের মোমবাসা বন্দর থেকে ছয়শ মাইল অভ্যন্তরে লেক ভিক্টোরিয়া অব্দি, নানদিরা দেখে সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী পরিপূর্ণ হতে চলেছে এবং অভ্যুত্থানের ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা কয়লায় আবার হাপরের বাতাস পড়ে। রেলপথ নাইরোবিতে পৌঁছে তারপরে রিফট ভ্যালির মাঝ দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হতে শুরু করা মাত্র অভ্যুত্থানের তীব্রতা বেড়ে যায়, এবং নানদি গোষ্ঠী লেক ভিক্টোরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

কার রেজিমেন্টের কম্যান্ডিং অফিসার, কর্নেল পেনরোড ব্যালেন্টাইন যখন উপনিবেশের গভর্নরের কাছ থেকে ডেসপ্যাচটা রিসিভ করে যাতে তাকে উপজাতীয় গোষ্ঠীর পুনঃঅভ্যুত্থানের এবং রেলপথের সম্ভাব্য গতিপথ বরাবর নির্জন সরকারী আউটপোস্টে আক্রমণের বিষয়টা জানান হয়েছিল, তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "বেশ, আমার মনে হয় ব্যাটাদের আরেকবার বেশ ভালো একটা ডলানি আমাদের দিতে হবে।" এবং তিনি নাইরোবিতে অবস্থিত তার তৃতীয় ব্যাটালিয়নকে ব্যারাক থেকে বের হয়ে আক্ষরিক অর্থে ঠিক সেটাই করার নির্দেশ দেন।

লিওন কোর্টনীর দিনটা অন্যভাবে কাটাবার পরিকল্পনা ছিল, প্রস্তাবটা সবকিছু ভণ্ডুল করে দেয়। সে এক তরুণী বিধবাকে চিনত যার স্বামী সম্প্রতি কলোনি মাত্র গড়ে উঠতে শুরু করা রাজধানী নাইরোবির কয়েক মাইল বাইরে নগোঙ পাহাড়ে তাদের কফি *শামবায়* সিংহের আক্রমণে নিহত হয়েছে। নির্ভীক ঘোড়সওয়ার আর বলের মুক্তহস্ত স্ট্রাইকার হবার কারণে লিওনকে তার স্বামীর পোলো দলের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে খেলবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। অবশ্য, একজন তরুণ

অধস্তন সামরিক অফিসার হবার কারণে, তার পক্ষে ঘোড়ার একটা পুরো আস্তাবলের ব্যয় নির্বাহ করা অসম্ভব হলেও, ক্লাবের অনেক ধনী সদস্য খুশী মনেই তার পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তরুণীর পরলোকগত স্বামীর পোলো দলের সদস্য হিসাবে লিওনের কতকগুলো বিশেষ সুবিধা ছিল, বা সে অন্তত তাই মনে করতো। একটা ভদ্রোচিত সময় অতিবাহিত হবার পরে, সদ্য বিধবা তরুণী যখন তার এই তীক্ষ্ণ দুঃখবোধের ঝাপটা খানিকটা সামলে নিয়েছে, সে তাদের *শামবায়* যায় তার আন্তরিক শোক আর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। বিধবা রমণী শোকের ধাক্কা বেশ ভালোই কাটিয়ে উঠেছে দেখতে পেয়ে সে পুলকিত বোধ করে। বিধবার বেশে লিওনের তাকে তার পরিচিত অন্য মেয়েদের চাইতেও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

ভ্যারিটি ও'হার্না, এটাই সেই বিধবা রমণীর নাম। যাই হোক, যখন চামড়ার বন্ধনী সজ্জিত পোষাক, সাথে নিচু করে নামিয়ে পরা টুপি, কাঁধের দু'পাশে সিংহ আর হাতির রেজিমেন্টাল ব্যাজ, এবং পালিশ করা বুট পরিহিত পরিপূর্ণ যুবকের দিকে তাকায়, সে তার শান্ত অভিব্যক্তি আর আন্তরিক চাহনির মাঝে এক ধরনের নিষ্পাপতা আর উদগ্রীবতা দেখতে পায় যা তার নিজের মাঝে নারীসুলভ প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলে প্রথমে যাকে তার নিজের কাছেই মাতৃসুলভ বলে মনে হয়েছে। খামারবাড়ির প্রশস্ত ছায়াঘেরা বারান্দায় জেন্টেলম্যান'স রেলিশের পুরু স্তর দেয়া স্যান্ডউইচ আর চা দিয়ে সে তাকে আপ্যায়ন করে। শুরতে লিওন তার উপস্থিতিতে বেশ লাজুক আর আড়ষ্ঠ থাকলেও মহিলা তার আভিজাত্যের ছোঁয়ায় এবং মৃদু আইরিশ বাচনভঙ্গিতে কথা বলে যা বেচারাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে, তাকে দক্ষতার সাথে খোলস থেকে বের করে নিয়ে আসে। এরপরের সময়গুলো আশ্চর্য দ্রুততায় অতিক্রান্ত হয়। শেষপর্যন্ত সে যখন বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ায় তিনি তাঁর সাথে সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং নিজের হাত বাড়িয়ে ধরেন বিদায় সম্ভাষণের অভিপ্রায়ে। 'আশেপাশে যদি আবার আসেন তবে অনুগ্রহ করে আসলে খুশীই হব, লেফটেন্যান্ট কোর্টনী। মাঝেমাঝে এই নিঃসঙ্গতা আমাকে পাগল করে তোলে।' তার কণ্ঠস্বর ছিল মোলায়েম আর সুললিত এবং তার ছোট হাত রেশমের মত কোমল।

ব্যাটালিয়নের সর্বকনিষ্ঠ অফিসার হবার কারণে, লিওনের দায়িত্ব ছিল বহুবিধ আর কষ্টসাধ্য তাই দু'সপ্তাহের আগে সে আর ভদ্রমহিলার নিমন্ত্রণ রক্ষার সুযোগ পায় না। চা আর স্যান্ডউইচ শেষ হবার পরে তিনি তাকে তার মৃত স্বামী শিকারের রাইফেলগুলো দেখাবার জন্য বাসার ভিতরে নিয়ে আসেন যা তিনি বিক্রি করতে চান। 'পরিতাপের বিষয় হল, আমার স্বামী বেশি টাকা-পয়সা রেখে যেতে পারেননি, বাধ্য হয়েই আমাকে এগুলোর জন্য ক্রেতা খুঁজতে হচ্ছে। আপনি সামরিক বাহিনীর সদস্য, তাই আমার আশা এসবের মূল্য সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে।'

'মিসেস. ও' হার্না, আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশীই হব।'

'আপনি খুব ভালোমানুষ। আপনাকে বন্ধু বলেই আমার মনে হয় এবং যে কারণে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি।'

বেচারা তার কথার উত্তর দেবার মত কোনো শব্দ খুঁজে পায় না। এবার সে তার গভীর নীল চোখের দিকে ফাঁদে পড়া সিংহের আর্তিতে তাকিয়ে থাকে, যার মোহে সে বেশ ভালোভাবেই আটকেছে।

'আমি কি তোমাকে লিওন বলতে পারি?' তিনি জানতে চান এবং সে কোনো উত্তর দেবার আগেই অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়েন। 'ওহ, লিওন! আমি খুব একা, নিঃসঙ্গ' অস্পষ্ট স্বরে কথা বলেই তিনি তার বাহুতে এলিয়ে পড়েন।

সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার মনে হয় এভাবেই তাকে শান্ত করা সম্ভব। পালকের মত হালকা তার শরীর এবং নিজের সুন্দর মুখটা তার কাঁধে রেখে বেচারার বিব্রতভাবকে আরও উসকে দেন। পরবর্তী ঘটনাগুলো পরে চিন্তা করতে গিয়ে সে দেখেছে স্মৃতিতে কেবলই পরমানন্দের অস্পষ্টতা। তার মনে নেই কিভাবে তারা তার শোবার ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল। বিশাল কাঠ-পেতলের এক রাজকীয় বিছানা, এবং তার উপরে বিছান পালকের গদিতে তারা যখন গিয়ে একসঙ্গে সমাহিত হয় তরুণী বিধবা তাকে স্বর্গের একটা ঝলক অবলোকনের সুযোগ দেয় এবং আজীবনের জন্য লিওনের অস্তিত্বের ফালক্রামে একটা পরিবর্তন এনে দেন।

সেই ঘটনার পরে অনেক মাস কেটে গেছে, এখন রিফট ভ্যালির এই গনগণে রোদের মাঝে নিওম্বির জেলা প্রশাসকের সদর দপ্তরের চারপাশে কলাবাগানের ভিতরে, সাতজন *আসকারির* দলটাকে, স্থানীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া উপজাতি সৈন্য, বেয়নেট উচিয়ে বেশ বর্ধিত বিন্যাসে নেতৃত্ব দেবার সময়ে, লিওন তার উপরে আরোপিত দায়িত্বের চাইতে ভ্যারিটি ও'হার্নার স্তনের কথাই বেশি ভাবছিল।

তার বামপাশের বাহু বরাবর সার্জেন্ট ম্যানইয়রো মুখের তালুতে জিহ্বা ঠেকিয়ে সংকেত দেয়। মৃদু সংকেত ধ্বনিটা ভ্যারিটির রঙ্গশালা থেকে লিওনকে বাস্তবে এনে আছড়ে ফেলে এবং সে সতর্ক হয়ে যায়। সে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে দায়িত্ব থেকে সরে এসেছিলো। পেমবা চ্যানেলে মাছ ধরার সময়ে পানির গভীরে কোনো বড় মার্লিন বড়শিতে ঠোকর দিলে যেভাবে ছিপের সুতো টানটান হয়ে যায় তেমনিভাবে এক তরাসে তার দেহের প্রতিটা স্নায়ু টানটান হয়ে উঠে। বিরতির ভঙ্গিতে সে তার ডান হাত তুলে এবং তার দু'পাশের *আশকারির* দলটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখের কোণ দিয়ে সে তার সার্জেন্টের দিকে তাকায়।

ম্যানইয়রো মাসাইদের একজন *মোরানি*। প্রায় ছ'ফুটের উপরে লম্বা লোকটা তার গোত্রের এক নিখুঁত প্রতিভূ আবার বুলফাইটারের মতই ছিমছাম নিটোল দেহসৌষ্ঠব, খাকি উর্দি পরিহিত অবস্থায় আর তার মর্যাদা বোঝাবার জন্য মাথায় বেনী করা ফেজে তাকে পুরোদস্তুর আফ্রিকান যোদ্ধার মতই দেখায়।

লিওন তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে এবং শকুনের দলটাকে দেখতে পায়। নিওম্বির জেলা প্রশাসকের সদর দপ্তরের ছাদের অনেক উপরে ডানার সাথে ডানা মিলিয়ে অশুভ বিমূর্ততায় দু'টো উড়ছে।

'কপাল আর ভেজাল!' লিওন বিরক্তি চেপে আস্তে করে বলে। আসলে সে এখানে কোনো সমস্যা আশা করছিলো না, পশ্চিমে সত্তর মাইল দূরে অভ্যুত্থানের কেন্দ্রস্থল বলে তাকে বলা হয়েছিল। নানদি উপজাতি এলাকার ঐতিহ্যগত সীমারেখার বাইরে এই সরকারি আউটপোস্টের অবস্থান। এটা মাসাই এলাকা। লিওনের উপরে আদেশ ছিল তার অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে সরকারী *বোমার* জনবল বৃদ্ধি করা যাতে উপজাতি এলাকায় অভ্যুত্থানের আশঙ্কা দেখা দিলে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে সম্ভাবনাটা সম্পূর্ণতায় পর্যবসিত হয়েছে।

নিওম্বির জেলা প্রশাসকের নাম হেগ টার্ভে। নাইরোবির সেটলার'স ক্লাবে টার্ভে দম্পতির সাথে লিওনের আলাপ হয়েছিল গত বছরের বড়দিনের সময়ে। লিওনের চেয়ে চার কি পাঁচ বছরের বড় কিন্তু স্কটল্যান্ডের মত একটা এলাকার সে হর্তাকর্তা। শক্ত লোক হিসাবে এলাকায় ইতিমধ্যেই সে সুনাম অর্জন করেছে ছন্নছাড়া বিদ্রোহীদের কোনো দল তার *বোমায়* সুবিধা করতে পারার কথা না। কিন্তু ছাদের উপরে বৃত্তাকারে উড়তে থাকা পাখি দু'টা, মৃত্যুর বার্তাবাহী এক অশুভ সংস্কারের বাহক।

লিওনের হাতের ভঙ্গিতে তার *আসকারিরা* লঙ-ব্যারেলড এন-ফিল্ডের চেম্বারে .৩০৩ কার্তুজ ব্রিচ বোল্টের কারিশমায় সজ্জিত হয়ে যায়। আরেকটা ভঙ্গি এবার দলটা সতর্কতার সাথে যুদ্ধংদেহী বিন্যাসে সামনে এগোয়।

লিওন ভাবে, মাত্র দুইটা শকুন। ব্যাটারা মনে হয় খামোখাই উড়ছে। কিছু হয়ে থাকলে আরও সাঙ্গপাঙ্গ থাকার কথা ছিল... তখনই ঠিক তার সামনে কলাগাছের পাতার আড়ালে ভারী ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পায় এবং আরেকটা শকুন আড়াল ছেড়ে শূন্যে উড়ে। আতঙ্কের শিহরণ লিওনকে আবিষ্ট করে। নির্বোধ পাখিটা সামনে নেমে আসার মানেই ওখানে কোথাও মাংস পড়ে রয়েছে, মৃতদেহ।

আবার সে থামবার সংকেত দেয়। ম্যানউয়রোর দিকে একটা আঙ্গুল নির্দেশ করে, সে একা সামনে এগোয়, ম্যানইয়রো ঠিক পেছনে থাকে। যদিও সে নিরব নিঃশব্দ ভঙ্গিতে এগোয় কিন্তু আরও পূতিমাংস ভোজীর উপস্থিতির জন্য সতর্ক থাকে। যূথবদ্ধ বা একলা নীল আকাশে মেঘকে সঙ্গী করে উড়তে ঘুরতে থাকা সঙ্গীর সাথে যোগ দিতে ডানার ঝাপটানিতে তারা উড়তে পারে।

শেষ কলাগাছটা লিওন অতিক্রম করে এবং উন্মুক্ত প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রান্তে নিজেকে দেখতে পায়। সামনেই *বোমার* মাটির দেয়াল চুনকামের আস্তরণে সেজে চমকাচ্ছে। মূল ভবনের সদর দরজাটা হাট করে খোলা। বারান্দা আর মাটি বাধান প্যারেড-গ্রাউন্ডের উপরে ভাঙা আসবাবপত্র আর সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। *বোমায়* লুটতরাজ হয়েছে।

হেগ টার্ভে আর তার স্ত্রী, হেলেন, খোলা স্থানে হাত-পা টানটান করে প্রসারিত করে রয়েছে। তাদের কারো দেহে একটা সুতোও নেই এবং তাদের পাঁচ বছরের মেয়েটার মৃতদেহ পাশেই পড়ে আছে। কচি মেয়েটার বুকে একটা চওড়া ফলার নানদি *অ্যাসেগাই* আমূল গেঁথে রয়েছে। মেয়েটার ক্ষুদ্র শরীরের পুরো রক্ত বিশাল ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে এসেছে বলে উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার দেহের চামড়া লবণের মত চকচকে সাদা দেখায়। তার বাবা-মা দু'জনকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কাঠের তীক্ষ্ণ শলাকা মাটির সাথে তাদের হাত-পা'কে গেঁথে রেখেছে।

তিক্ত ঢোক গিলে লিওন ভাবে, নানদি হারামজাদার দল মিশনারীদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু শিখেছে। প্যারেড-গ্রাউন্ডের প্রান্ত বরাবর বেশ সময় নিয়ে সে জরিপ করে, আলামত খোঁজে যাতে বোঝা যায় আক্রমণকারীর দল এখনও কাছেই আছে। সে নিশ্চিত হয় যে তারা চলে গেছে, ছিটান জঞ্জালের মাঝ দিয়ে সে তখনই কেবল সতর্কতার সাথে সামনে এগোয়। মৃতদেহের কাছাকাছি পৌঁছালে সে দেখতে পায় হেগকে নির্মমভাবে পৌরুষহীন করা হয়েছে আর হেলেনের স্তনও উধাও। শকুনের দল ক্ষতস্থানকেই কেবল বৃদ্ধি করেছে। দু'টো মৃতদেহের চোয়ালই কাঠের গোঁজ দিয়ে হা-করান। লিওন তাদের কাছে পৌঁছলে থামে এবং মাথা নিচু করে তাকায়। 'মুখ হা-করে খোলা কেন?' সার্জেন্ট তার পাশে এসে দাঁড়ালে কিসওয়াহিলি ভাষায় সে জানতে চায়।

'তারা তাদের ডুবিয়ে মেরেছে,' ম্যানইয়রো নির্বিকারভাবে একই ভাষায় উত্তর দেয়। লিওন তখন লক্ষ করে তাদের মাথার নিচে কোনো তরলের শুকিয়ে যাবার দাগ রয়েছে। তারপরে খেয়াল করে নাকের ফুটো মাটির দলা দিয়ে বন্ধ– খোলা মুখে শেষ নিশ্বাসটা টানার জন্য বেচারাদের বাধ্য করা হয়েছে।

'ডুবিয়ে মেরেছে?' বুঝতে না পেরে লিওন মাথা নাড়ে। তখনই হঠাৎ পেশাবের তীব্র ইউরিয়ার ঝাঁঝ তার নাকে ঝাপটা দেয়। 'খোদা, না!'

'হ্যাঁ,' ম্যানইয়রো বলে। 'শত্রুদের নানদিরা এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকে। খোলা মুখে তারা পেশাব করতে থাকে যতক্ষণ না বেচারা শ্বাসরুদ্ধ না হয়। নানদিরা মানুষের জাত না, বেবুনের সাথেই শালাদের মিল বেশি।' নিজের উপজাতীয় বিদ্বেষ আর শত্রুতা লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই সে করে না।

'কাজটা যারা করেছে আমি তাদের খুঁজে বের করতে চাই,' ক্রোধ চেপে নিদারুণ বিরক্তিতে সে বিড়বিড় করে।

'আমি তাদের খুঁজে বের করতে পারব। বেশিদূর যায়নি হতচ্ছাড়ার দল।'

বিবমিষা উদ্রেককারী নৃশংসতা থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাদের মাথার উপরের হাজার ফিট উঁচু ঢালের দিকে তাকায়। সে তার মাথার নরম টুপিটা নামিয়ে ওয়েবলি সার্ভিস রিভলভার ধরা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভ্রুর ঘাম মোছে। অনেক কষ্ট করে নিজের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে সে পুনরায় নিচের দিকে তাকায়।

'প্রথমে আমরা এদের সমাধিস্থ করবো,' ম্যানইয়রোকে সে বলে। 'পাখিদের খোরাক হিসাবে আমরা তাদের ফেলে রাখতে পারি না।'

সতর্কতার সাথে তারা পুরো দপ্তরটায় তল্লাশি চালায় এবং পরিত্যক্ত দেখতে পায় ঝামেলার প্রথম গন্ধ পেতেই সরকারী কর্মচারীর দল যে পালিয়ে গেছে তার নিদর্শন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। লিওন তারপরে ম্যানইয়রো আর তিনজন *আসকারি*কে পাঠায় কলা-বাগানে তল্লাশি করতে আর *বোমা*র বাইরের সীমানা সুরক্ষিত করতে।

সবাই যখন কাজে ব্যস্ত, সে তখন অফিস ভবনের পিছনে টার্ভের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত ছোট্ট কুটিরে প্রবেশ করে। এখানেও সে লুটতরাজের চিহ্ন দেখতে পায় কিন্তু লুটেরাদের নজর এড়িয়ে গেছে এমন একটা কাপবোর্ডে সাদা কাপড়ের একটা স্তূপ খুঁজে পায়। যতটা নেয়া সম্ভব সে তুলে নিয়ে বাইরে আসে। টার্ভে দম্পতিকে গেঁথে রেখেছে যে কাঠের টুকরো সেগুলো সে তুলে ফেলে তারপরে মুখ থেকে গোঁজ অপসারণ করে। বেশ কয়েকটা দাঁত ভাঙা দেখতে পায় এবং দু'জনেরই ঠোঁট বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। নিজের ক্যান্টিনের পানি দিয়ে রুমাল ভিজিয়ে সে তাদের মুখ থেকে রক্ত আর পেশাবের দাগ পরিষ্কার করে। সে তাদের হাত-পা সোজা করতে চেষ্টা করে কিন্তু রাইগর মর্টিসের কারণে ব্যর্থ হয়। সে তাদের দেহ সাদা চাদরে মোড়ে।

সাম্প্রতিক বৃষ্টির কারণে কলা-বাগানের মাটি নরম এবং ভেজা। সে আর অন্য *আসকারি*রা যখন সম্ভাব্য হামলা প্রতিহতের উদ্দেশ্যে পাহারা দেয় তখন বাকি চার *আসকারি* তাদের পরিখা খননের যন্ত্রপাতি দিয়ে পুরো পরিবারের জন্য একটা কবর খোঁড়ে।

পাহাড়ী ঢালের শীর্ষদেশে, আকাশের সীমারেখার ঠিক যেন নিচেই এবং নিচ থেকে কোনো আগন্তুকের নজর এড়াবার জন্য ছোট একটা ঝোপের আড়ালে, তিনজন মানুষ তাদের রণ বর্শার উপরে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে, বকের বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে অনায়াসে তারা এক পায়ের উপরে ভারসাম্য বজায় রাখে। তাদের সামনে রিফট ভ্যালির জমি একটা প্রশস্ত সমতল ভূমির মত প্রসারিত, যার খয়েরী ঘাসের প্রান্তরে বুনো এ্যাকাসিয়া, লতাগুল্মের ঝোপঝাড় ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেখতে শুষ্ক মনে হলেও ঘাসগুলো খেতে মিষ্টি আর সেজন্য মাসাইদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম, যারা তাদের লম্বা-শিংঅলা, পিঠে কুঁজ গরুর পাল এখানে চড়ায়। নানদিদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের কারণে অবশ্য এখন তারা তাদের পাল দক্ষিণে আরো দূরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। গরুচোর হিসাবে নানদিদের বেশ নাম রয়েছে।

ভ্যালীর এই অংশটা অবশ্য বন্য প্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত, প্রান্তরের যেদিকেই চোখ ফেরান যাবে সেখানেই তাদের সংখ্যা গিজগিজ করছে। দূর থেকে সোনালী প্রেক্ষাপটে জেব্রাগুলোকে খুরের ঘায়ে তোলা ধুলোর মতই ধূসরিত দেখায়, সম্ভাব্য বিপদের আঁচে তাদের দুরন্ত দাপাদাপিতে যার উদ্ভব, কনগনি, গনু হরিণ আর মহিষের দলকে কালো দাগের মত মনে হয়। এ্যাকাসিয়া গাছের সমতল মাথার উপরে জিরাফের

মাথাকে মনে হয় টেলিগ্রাফের পোল, আর এ্যান্টিলোপের দল গ্রীষ্মের দাবদাহের মাঝে অপ্রাসঙ্গিক তেলতেলে বুদ্বুদের মত নাচে, ঝিকমিক করে। এখানে সেখানে কালো আগ্নেয় শিলার মত চলমান কিছু একটা দেখা যায়, সমুদ্রগামী জাহাজের মত, পৃথুল আয়েসে অপাঙক্তেয় জন্তু জানোয়ারের ভীড়ে, প্রচ্ছন্ন সার্ডিন মাছের ঝাঁক বিচ্ছিন্ন করে নড়েচড়ে বেড়ায়। তারা পাথর না অমিত বলশালী মোটা চামড়ার জীব, গণ্ডার আর হাতি।

দৃশ্যটার প্রকৃতি আর প্রাচুর্য একাধারে চূড়ান্ত সম্ভ্রম আর ভীতি উদ্রেককারী, কিন্তু টঙের তিনজন প্রহরীর কাছে সেটা আম ব্যাপার। তাদের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল ঠিক তাদের নিচে অবস্থিত খুদে ভবনের সমষ্টিটা। খাড়া ঢালের ঠিক পায়ের কাছ থেকে একটা ঝর্ণার উৎপত্তি হয়েছে, সরকারী *বোমার* ভবনগুলো ঘিরে যে সবুজের আস্তরণ তাদের সঞ্জীবনী সুধার উৎসস্থল।

তিনজনের ভিতরে বয়স্কজনের পরনে চিতার চামড়ার ঘাগড়া এবং একই সোনালী আর কালোর ফুটকি তোলা চামড়ায় তৈরি টুপি তার মাথায়। নানদি উপজাতির সর্বোচ্চ ওঝার স্মারক সম্মান এই টুপি। তার নাম আরাপ সাময়্যি এবং গত দশ বছর ধরে অনাহূত সাদা চামড়ার মানুষ আর তাদের নারকীয় যন্ত্র সজ্জার, যা তার পূর্ব-পুরুষের পবিত্র মাটি দূষিত করার উপক্রম করেছে, বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। তার সাথী দু'জন লোকের দেহে যুদ্ধের উল্কি আঁকা: তাদের চোখের চারপাশ লাল গিরিমাটি দিয়ে বৃত্তাকারে রঞ্জিত, নাকের উপরে একটা লাল দাগ এবং গালেও একই রঙের বাড়াবাড়ি। তাদের খালি বুক শকুনের মত দেখতে গিনি প্যাখির লেজের মত করে চুন দিয়ে রঞ্জিত। তাদের পরনের ঘাগড়া তৈরি হয়েছে গ্যাজেলের চামড়া দিয়ে আর মাথার টুপিতে রয়েছে মাংসাশী গেনেট আর বাঁদরের চামড়া।

'*মজুনগু* আর তার বেজন্মা মাসাই কুত্তারা ফাঁদের অনেক ভিতরে চলে এসেছে,' আরাপ সাময়্যি বলে। 'আমি আরও বড় দল আশা করেছিলাম, কিন্তু সাত মাসাই আর একটা *মজুনগুও* খারাপ শিকার না।'

'ব্যাটারা করে কি?' চোখ ধাঁধান আলোর ঝলকানি থেকে চোখ বাঁচিয়ে দূরারোহ ঢালের নিচে তাকিয়ে, পাশে দাঁড়ান নানদি ক্যাপ্টেন জানতে চায়।

'আমাদের ফেলে আসা শ্বেতাঙ্গ বর্জ্যগুলো মাটিচাপা দেবার জন্য তারা গর্ত খুড়ছে,' সাময়্যি বলে।

'বর্শাগুলো নিচে পাঠাবার জন্য উপযুক্ত সময় কি হয়েছে?' তৃতীয় যোদ্ধা উদগ্রীব ভঙ্গিতে জানতে চায়।

'সময় হয়েছে,' মহান ওঝা রায় প্রদানের ভঙ্গিতে বলে। 'কিন্তু *মজুনগুকে* আমার জন্য রেখো। আমি তার চাকু দিয়েই তার অণ্ডকোষ কাটতে চাই। ওটা দিয়ে আমি শক্তিশালী ওষুধ তৈরি করবো।' চিতার চামড়া দিয়ে তৈরি বন্ধনীর সাথে সংযুক্ত *পানগার* বাঁট সে স্পর্শ করে। খর্বকায় একটা চাকু, যার পাতটা ছড়ান চওড়া, হাতাহাতি

যুদ্ধে নানদিদের পছন্দের অস্ত্র। 'তাঁকে পৌরুষহীন করার সময় আমি তার আর্তনাদ শুনতে চাই, চিতাবাঘ দাঁতাল শুকরের টুটি কামড়ে ধরলে যেমন আর্তনাদ বের হয়। যত জোরে সে চিৎকার করবে ওষুধ তত শক্তিশালী হবে।' কথাটা শেষ করেই সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং দৃপ্ত পায়ে হেঁটে এসে আবার বন্ধুর পাথুরে দেয়ালের চূড়ায় উঠে এবং তার পেছনের বদ্ধ জায়গার ভাঁজের ভিতরে তাকায়। ঘাসের উপরে সারিবদ্ধভাবে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তার যোদ্ধারা শান্ত সমাহিত হয়ে রয়েছে। সাময়্যি তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে আর সাথে সাথে অপেক্ষমান *ইম্পি*, কোনো শব্দ না করে স্পিঙয়ের মত লাফিয়ে দাঁড়ায় যাতে নিচের শিকার কিছু সন্দেহ করতে পারে।

'শস্য কাটার সময় হয়েছে!' সাময়্যি বলে।

'বর্শার ঘাইয়ের জন্য সে প্রস্তুত,' সমস্বরে তার যোদ্ধারা সম্মতি জানায়।

'চলো সবাই, নিচে গিয়ে ফসল কাটি।'

সম্পদ গ্রহণের অভিপ্রায়ে সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত। লিওন ম্যানইয়রোর উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লে, সে তার লোকদের শান্তভাবে আদেশ দেয়। দু'জন লাফিয়ে গর্তে নামে এবং বাকিরা কাপড়ে মোড়ান পুটলিটা তাদের হাতে দেয়। তারা অদ্ভুত আকৃতির বড় অবয়ব দু'টো সমাধির মেঝেতে পাশাপাশি রাখে এবং ছোটটা বড় দু'টোর মাঝে গোঁজের মত গুঁজে দেয়, হতভাগ্য একটা দল মৃত্যু যাদের চিরতরে একত্রিত করেছে।

লিওন তার নরম টুপিটা মাথা থেকে সরায় এবং সমাধির প্রান্তে এক হাটু ভেঙে বসে। ম্যানইয়রো খুদে বাহিনীটাকে বন্দুকের নল নিচু করে তার পেছনে এক সাঁড়িতে দাড়াবার আদেশ দেয়। লিওন প্রভুর প্রার্থনা পাঠ করা আরম্ভ করে। *আসকারি*রা এক বর্ণও বোঝে না, কিন্তু অন্য আরো সমাধিতে উচ্চারিত হবার কারণে তারা এর গুরুত্ব বেশ ভালো করেই জানে।

'প্রভু পরমেশ্বর, তার প্রজ্ঞা আর মহিমা, অনন্ত আর অসীম, আমেন!' লিওন প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে যায় কিন্তু তার আগেই দাবদাহের ঝলকে স্তব্ধ হয়ে থাকা আফ্রিকার দুপুরের চেপে বসা নিরবতা কর্ণবিদারী দুর্বোধ্য রণহুঙ্কারে খানখান হয়ে যায়। স্যাম ব্রাউন বেল্টে সংযুক্ত হোলস্টারে বিশ্রাম নেয়া ওয়েবলির বাঁটে তার হাত যেন ছোবল দেয় এবং একই সাথে দৃষ্টি চক্রাকারে দূরের প্রেক্ষাপটে বিদ্ধ করে।

কলাগাছের ঘন সবুজ দেয়াল ঘামে ভেজা শরীরের একটা দঙ্গল উগরে দেয়। চারপাশ থেকে তারা আসে, উদ্যত বর্শা বিচিত্র প্রাণ সংহারী ভঙ্গিতে আন্দোলিত করতে করতে। বর্শা আর *পানগা*র চকচকে ফলায় সূর্যের আলো ঠিকরে যায়। কাঁচা চামড়ার ঢালে মুগুরের মাথা দিয়ে মৃত্যুর বোল তুলে উঁচুতে লাফ দিতে দিতে তারা খুদে সৈন্যবাহিনীর দিকে মারণ বিস্তারী মহিমায় ছুটে যায়।

'আমাকে অনুসরণ কর!' হুঙ্কার দিয়ে উঠে লিওন। 'আমার চারপাশে! লোড! লোড! লোড!' *আসকারি*র দলটা প্রশিক্ষিত নির্ভুলতায় প্রতিক্রিয়া জানায়, সাথে সাথে

তার চারপাশে একটা আটসাট বৃত্ত তৈরি করে তারা দাঁড়িয়ে যায়, বন্দুক থাবা বসাতে প্রস্তুত, বেয়নেট শত্রুর উদ্দেশ্যে শাণিত। দ্রুত নিজেরা কতখানি পানিতে পড়েছে সেটা জরিপ করতে গিয়ে লিওন দেখে *বোমার* মূল দালানের কাছাকাছি অংশটা ছাড়া চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলেছে। নানদি বাহিনী ওটা অতিক্রম করা সময়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ায়, তাদের ব্যূহে একটা সরু ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।

'গুলি শুরু কর!' লিওন রগ ফুলিয়ে আদেশ দেয়, এবং ঢালের আওয়াজ আর রণ হুঙ্কারে সাত রাইফেলের ঝলসে উঠার শব্দ চাপা পড়ে যায়। সে কেবল এক নানদিকে ভূমিশয্যা নিতে দেখে, কলোবাস বানরের চামড়া দিয়ে তৈরি ঘাগড়া আর টুপি তার পরনে। সীসার বুলেটের অমোঘ ধাক্কায় তার মাথা ঝটকা দিয়ে পিছনে যায় এবং খুলির পেছনে মগজের একটা রক্তাক্ত মেঘের জন্ম হয়। গুলিটা কে করেছে লিওন জানে: ম্যানইয়রো, একজন দক্ষ নিশানাবাজ এবং ঝাকের ভিতর থেকে শিকার খুঁজে নিতে লিওন তাকে দেখেছে তারপরেই সে কেবল নিশানার কথা বিবেচনা করে।

প্রধান সেনাপতি ভূমিশয্যা নিতেই আক্রমণের ধার হোঁচট খায়, কিন্তু পিছনের চিতাবাঘের চামড়া আবৃত প্রধান ওঝার তীক্ষ্ণ হুঙ্কারে, আক্রমণকারীরা আবার একত্রিত হয় এবং ঘূর্ণির মত ধেয়ে আসে। লিওন বুঝতে পারে, এই ওঝাটাই পালের গোদা, অভ্যুত্থানের কুখ্যাত নেতা, স্বয়ং আরাপ সাময়্যি। সে তাকে লক্ষ্য করে দ্রুত দু'বার ট্রিগার চাপে কিন্তু দূরত্বটা পঞ্চাশ গজেরও বেশি আর ছোট ব্যারেলের ওয়েবলি স্বল্প-পাল্লার হাতিয়ার। দু'টি বুলেটই কোনো হেলদোল তুলতে ব্যর্থ হয়।

'আমাকে অনুসরণ কর!' লিওন আবার হুঙ্কার দেয়। 'বৃত্ত ভাঙো! আমাকে অনুসরণ কর!' নানদি বাহিনীর সরু ফাটলের পেছনে, মূল ভবন লক্ষ করে, সে তাদের একটা তীক্ষ্ণ সরল রেখায় নেতৃত্ব দিয়ে দৌড়ে নিয়ে যায়। খাকি পোষাক পরিহিত খুদে বাহিনীটা প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময় নানদিরা আবার সামনে এগোয় এবং ফাঁকটা বন্ধ করে ফেলে। চোখের পলকে দু'দলের ভিতরে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

'ব্যাটাদের বেয়নেটের ধার কাকে বলে দেখাও!' রণ উন্মাদনায় বিকৃত মুখ লক্ষ করে ওয়েবলির ট্রিগার দেবে সে চিৎকার করে বলে। সামনের মানুষটা ঝুপ করে পড়ে যেতেই তার পেছনে উদয় হয় আরেকটা মুখের। ম্যানইয়রো, তার বেয়নেটের লম্বা রূপালি ফলার পুরোটা ঢুকিয়ে দেয় লোকটার বুকে এবং টপকে লাশের উপর দিয়ে যাবার সময় ফলাটা বের করে নেয়। লিওন তার পিছনেই থাকে এবং বিশৃঙ্খলার মাঝ দিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে পৌঁছাবার আগে, বুলেট আর বেয়নেটের মিলিত কোরাসে আরও তিনজনকে তারা শুইয়ে দেয়। খুদে বাহিনীর কেবল তারাই এখন পর্যন্ত পায়ের উপরে টিকে আছে। বাকী সবাই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

একেকবারে তিনটা ধাপ টপকে লিওন বারান্দায় পৌঁছে এবং সোজা খোলা সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। তার পেছনে ম্যানইয়রো দরজার পাল্লা সশব্দে বন্ধ করে দেয়। দু'জনেই এরপরে জানালার কাছে দৌড়ে যায় এবং নানদিরা সেখান দিয়ে প্রবেশ

করতে চাইলে আগ্নেয়াস্ত্রের আগুনে তাদের ঝলসে দেয়। লক্ষ্যভেদে তারা এতটাই পারঙ্গমতা দেখায় যে মুহূর্তের মাঝে লাশের ঢিপি জমে উঠে সিঁড়িতে। বাকীরা হতাশ হয়ে পিছু হটে, তারপরে থাবা গুটিয়ে নিয়ে কলা-বাগানের আড়ালে ছড়িয়ে যায়।

পিস্তলে গুলি ঢুকাবার অবসরে জানালায় দাঁড়িয়ে লিওন তাদের চলে যেতে দেখে। 'সার্জেন্ট, তোপখানার কি অবস্থা?' ম্যানইয়রোকে জানালার কাছে ডেকে নিয়ে সে জানতে চায়।

ম্যানইয়রোর টিউনিকের হাতা কোনো নানদির *পানগায়* চিরে গেছে কিন্তু রক্তপাত তেমন না হওয়াতে সে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। সে তার রাইফেলের ব্রিচ বোল্ট খুলে ম্যাগাজিনে গুলি সাজায়। 'বাওয়ানা, এই দু'টো ক্লিপই আমার শেষ সম্বল,' সে উত্তর দেয়, 'কিন্তু ওখানে আরো আছে।' প্যারেড-গ্রাউন্ডের চারপাশে অর্ধ-উলঙ্গ নানদি যোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত, মরার আগে যাদের নিয়ে মরেছে, ভূমিশয্যা নেয়া *আসকারি*দের গুলির ফালিস্কা সে জানালা দিয়ে ইশারায় দেখায়।

'নানদি ভূতগুলো আবার কাণ্ড কিদ্দির শুরু করার আগে আমরা বের হব এবং নিয়ে আসব,' লিওন তাকে বলে।

ম্যানইয়রো তার রাইফেলের ব্রিচ বোল্ট সশব্দে বন্ধ করে এবং জানালার গোবরাটে অস্ত্রটা ঠেকনা দেয়।

লিওন তার পিস্তল হোলস্টারের জিম্মায় দিয়ে দরজার কাছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং প্রয়াসের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। ম্যানইয়রো তার মুখের দিকে তাকালে লিওন তাকে দেঁতো হাসি উপহার দেয়। লম্বা মাসাই দানবটা পাশে থাকলে সে সবসময়ে নিরাপদ বোধ করে। লিওন লন্ডন থেকে রেজিমেন্টে যোগ দেয়ার জন্য আসবার পরে থেকেই দানবটা তাকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে। এক বছরের একটু বেশি হবে কিন্তু এরই ভিতর তাদের মাঝে আলাদিন আর দৈত্যের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 'সার্জেন্ট, প্রস্তুত তুমি?' সে জানতে চায়।

'বরাবরের মত, বাওয়ানা।'

'রাইফেল সামলে!' লিওন রেজিমেন্টের রণ-হুঙ্কার দেয় এবং দরজা থেকে ছিটকে বের হয়। তারা দু'জনে একসাথে বের হয়ে আসে। রক্তে ভিজে সিঁড়ি পিচ্ছিল এবং লাশও জমে আছে তাই লিওন পাশের নিচু বেষ্টনীর উপর দিয়ে লাফ দেয় এবং মাটিতে নেমেই দৌড়াতে শুরু করে। সে তার কাছের *আসকারি*টার দিকে দৌড়ে যায় এবং হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। সে দ্রুত হাতে তার গুলির ফালিস্কার বন্ধনী খুলে এবং ভারী বোঝাটা কাঁধে ঝোলায়। তারপরে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে এবং পরের লোকটার দিকে দৌড় শুরু করে। তার কাছে পৌঁছাবার আগেই কলা-বাগানের আড়াল থেকে একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ভেসে আসে। লিওন সেটাকে পাত্তা না দিয়ে লাশের পাশে বসে। গুলির আরেকটা ফালিস্কা কাঁধে ঝোলাবার আগে সে আর মুখ তুলে তাকায় না। তারপরে নানদিরা আবার প্যারেড-গ্রাউন্ডে উপস্থিত হলে সে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়।

'ফিরে চল আর পায়ে খুরের বোল তোল!' গুলির ফালিস্কায় জর্জরিত ম্যানইয়রোকে সে চিৎকার করে আদেশ দেয়। লিওন এক মৃত *আসকারির* পাশ থেকে রাইফেল নেয়ার জন্য থমকে থামে, তুলে নিয়েই বারান্দার দেয়ালের দিকে দৌড়ে যায়। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাবার জন্য সেখানে সে থামে। ম্যানইয়রো তার কয়েক গজ পেছনে আর সবচেয়ে কাছের আগুয়ান নানদি লাফাঙ্গাটা তার পঞ্চাশ গজ পেছনে কিন্তু দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'আরেকটু তেজ আনো পায়ে,' সে ঘোঁতঘোঁত করে বলে। তারপরেই তার চোখে পড়ে ধাওয়াকারীদের একজন কাঁধ থেকে নামিয়ে বিশাল এক ধনুকের আড় বাঁধছে। লিওন চিনতে পারে ব্যাটারা এটা দিয়ে হাতি শিকার করে। হঠাৎ তার ঘাড়ের কাছে একটা শিরশির অনুভূতি জন্ম নেয়। নানদির পোলারা বাঘা তীরন্দাজ। 'নিকুচি করি, দৌড়াও!' সে ম্যানইয়রোকে উদ্দেশ্য করে বলে দেখে, ধনুর্ধর সেই নানদি একটা লম্বা তীর ধনুকে জোতেছে, ধনুকটা তুলে নিয়ে সে ছিলাটা তার ঠোটের কাছে টেনে আনে। তারপরে তীরটা ছেড়ে দিলে সেটা সোজা উপরে গিয়ে নিরবে মারণ রেখায় ধেয়ে যায়। 'সামলে দেখো!' লিওন আর্তনাদ করে উঠে কিন্তু সতর্ক করে লাভ হয় না, তীরের গতি তারচেয়েও দ্রুত। অসহায়ভাবে সে তীরটাকে ম্যানইয়রোর অরক্ষিত পৃষ্ঠদেশ লক্ষ করে ছুটে যেতে দেখে।

'খোদা!' লিওন বিড়বিড় করে। 'খোদা, রহম কর!' এক মুহূর্তের জন্য খাড়া নেমে আসা দেখে সে ভাবে, তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হবে, তারপরে বুঝতে পারে সেটা নিশানায় আঘাত হানতে যাচ্ছে। সে ম্যানইয়রোর দিকে এক পা এগিয়ে তারপরে থমকে থেমে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। তীরটার লক্ষ্যভেদ করাটা ম্যানইয়রোর শরীরের কারণে সে দেখতে পায় না কিন্তু লোহার ফলার মাংসভেদ করে গেঁথে যাবার বীভৎস *থ্যাচ* শব্দ তার ঠিকই কানে আসে এবং ম্যানইয়রো ঘুরে যায়। তীরের ফলা তার উরুর পেছনের অংশে গভীর ভাবে গেঁথে গেছে। সে আরেক পা সামনে যাবার প্রয়াস নেয় কিন্তু আহত পা তাকে নোঙরের মত আটকে রাখে। লিওন নিজের গলা থেকে গুলির ফালিস্কা আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে বারান্দার দেয়ালের উপর দিয়ে খোলা দরজার ভিতরে ছুড়ে দেয়। তারপরে সে উল্টো পথ ধরে। ম্যানইয়রো তার সুস্থ পায়ে লাফাতে লাফাতে তার দিকে এগিয়ে আসে, অন্যটা থেকে তীরের বেরিয়ে থাকা অংশ দুলতে থাকে। আরেকটা তীর তাদের দিকে ছুটে আসে এবং কানের বিঘত খানেক পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে সেটা উড়ে গিয়ে বারান্দার দেয়ালে আছড়ে পড়লে লিওন বিকম্পিত হয়।

সে ম্যানইয়রোর কাছে পৌঁছে ডান হাত বগলের নিচে গলিয়ে দিয়ে তার সার্জেন্টের দেহটা আকড়ে ধরে। সে তাকে অশালীন ভঙ্গিতে তুলে নিয়ে দেয়ালের দিকে ছুটে যায়। লিওন অবাক হয়, মাসাই দানোটা লম্বা হলেও ওজনে হাল্কা। লিওন তার চেয়ে নিদেনপক্ষে বিশ পাউন্ড ভারী যার পুরোটাই মাংসপেশী। সেই মুহূর্তে তার শক্তিশালী দেহের প্রতিটা পেশী আতঙ্ক আর আশঙ্কার শক্তিতে বলীয়ান। দেয়ালের

কাছে পৌঁছে সে ম্যানইয়রোকে দেয়ালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয় বেচারা দূরে একটা স্তূপের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। তারপরে সে নিজে এক লাফে টপকে আসে। আরো তীর মৃত্যুর শ্লোগান তুলে তার চারপাশ দিয়ে ছুটে যায়, কিন্তু লিওন এখন আর তোয়াক্কা করে না, ম্যানইয়রোকে একটা শিশুর মত কোলে তুলে নিয়ে সে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। ধেয়ে আসা নানদি উপদ্রবের প্রথম যোদ্ধাটা এতক্ষণে তাদের পিছনে দেয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হয়।

সে ম্যানইয়রোকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে মৃত *আসকারির* কাছ থেকে কুড়িয়ে আনা রাইফেলটা তুলে নেয়। খোলা দরজার দিকে আবার ঘোরার ফাঁকে সে ব্রীচে একটা তাজা কার্তুজ তুলে আনে এবং হাচড়পাচড় করে দেয়াল বেয়ে উঠে আসা নানদির মুখে মৃত্যু লিখে দেয়। সে আবার দ্রুত বোল্ট টানে এবং গুলি করে। রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি হলে সেটা নামিয়ে রেখে দরজা আছড়ে বন্ধ করে। দরজাটা ভারী মেহগনীর তক্তা দিয়ে তৈরি এবং চৌকাঠ পুরু দেয়ালের অনেক গভীরে প্রবিষ্ট। নানদির দল পঙ্গপালের মত অন্যদিকে আছড়ে পড়লে, সে কেবল একটু নড়েচড়ে উঠে। লিওন তার পিস্তল বের করে দরজার প্যানেলে দু'টো গুলি করলে, ওপাশ থেকে ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ শোনা যায়, তারপরে নিরবতা। তাদের পুনরায় ফিরে আসার জন্য লিওন অপেক্ষা করে। সে তাদের ফিসফিসানি আর পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। হঠাৎ দূরের দেয়ালের জানালার একটা রঙিন মুখ ব্যাদান করে উঠে। লিওন পিস্তল তাক করে কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই তার পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ হয়। মাথাটা উবে যায়।

লিওন ঘুরে তাকায় এবং দেখে অন্য জানালার পাশে ঠেকনা দিয়ে রাখা রাইফেলটার কাছে ম্যানইয়রো মেঝের উপর দিয়ে নিজেকে ছেচড়ে নিয়ে গেছে। জানালার গবরাটে ভর দিয়ে নিজেকে সুস্থির করে ভালো পায়ের উপরে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আবার জানালায় গুলি করে এবং লিওন মাংসে বুলেটের আঘাত করার নিখাঁদ শব্দ শুনতে পায় এবং তারপরেই আরেকটা দেহ বারান্দা থেকে খসে পড়ার শব্দ ভেসে আসে। '*মোরানি!* যোদ্ধা!' সে হাফাতে হাফাতে বলে আর সাথে সাথে ম্যানইয়রোর মুখ ঝলমল করে উঠে হাসিতে।

'বাওয়ানা, আমার উপরে সব কাজ চাপিয়ে দিও না। অন্য জানালাটা তুমি দেখো।'

লিওন হোলস্টারে পিস্তলটা গুঁজে রেখে ছো মেরে খালি রাইফেলটা তুলে নেয় এবং ম্যাগাজিনে কার্তুজ ভরার অবসরে সে দৌড়ে খোলা জানালার কাছে যায়–দু'টো ক্লিপ, দশ রাউন্ড। লি-এনফিল্ড একটা মার্জিত অস্ত্র। তার হাতে এটার উপস্থিতিতে সে ভালো বোধ করে।

জানালার কাছে পৌঁছে সে প্রথমে গুলির একটা তাণ্ডব বইয়ে দেয়। তারা দু'জনে প্যারেড-গ্রাউন্ডে অবিরাম গুলি করতে থাকলে নানদিরা মন খারাপ করে কলা-বাগানের

আড়ালে দৌড়ে যায়। ম্যানইয়রো দেয়াল ধরে আস্তে বসে পড়ে এবং হেলান দেয়, পা দুটো সামনে ছড়ায়, তীরের অংশ যাতে মাটি স্পর্শ না করে সেজন্য আহত পা মুড়ে অন্যটার উপরে রাখে।

শেষবারের মত প্যারেড-গ্রাউন্ডে চোখ বুলিয়ে শত্রুদের আবার ফিরে না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে, লিওন জানালা থেকে সরে আসে এবং তার সার্জেন্টের কাছে যায়। সে তার সামনে উবু হয়ে বসে এবং বাণটা ধরে পরীক্ষা করে। ম্যানইয়রো ব্যথায় কুচকে যায়। লিওন আরেকটু চাপ দেয় কিন্তু লোহার ফলা অনড় গেঁথে থাকে। ম্যানইয়রো যদিও কোনো শব্দ করে না তবুও মুখ থেকে ঝরে পড়া ঘামে তার টিউনিকের সামনেটা ভিজে যায়।

'আমি এটা বের করতে পারব না অগত্যা শরটা ভেঙে ক্ষতস্থান বেধে দেয়া ছাড়া গতি নেই,' লিওন বলে।

ম্যানইয়রো নির্বিকারভাবে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে তার বড় সাদা পরিপাটি দাঁত বের করে হাসে। তার কানের লতি জন্মের পরেই ফুটো করা হয়েছে এবং সেটাকে আংরে টেনে বড় করা হয়েছে গজদন্তের চাকতি ধারণের জন্য যা তার মুখে একটা হাড় বজ্জাত, পাজি ভাব এনে দিয়েছে।

'রাইফেল সামলে!' ম্যানইয়রো বলে, আর এই পরিস্থিতিতে লিওনের সবচেয়ে প্রিয় অভিব্যক্তির এমন আধো অনুকরণ এতটাই চমকপ্রদ শোনায় যে লিওন অট্টহাসি দিয়ে উঠে এবং একই সাথে ক্ষতমুখ থেকে বের হয়ে থাকা বাণের বাকলের তৈরি অবশিষ্টাংশ ভেঙে দেয়। ম্যানইয়রো চোখ বন্ধ করে, কিন্তু মুখে একটাও আওয়াজ করে না।

লিওন *আসকারির* কাছ থেকে নিয়ে আসা কোমরবন্ধের থলিতে একটা ফিল্ড ড্রেসিং খুঁজে পায় এবং তীরের বের হয়ে থাকা অংশটা ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেয় যাতে সেটা নড়াচড়া করতে না পারে। তারপরে সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কুশলতা পরখ করে দেখে। সে তার নিজের কোমর বন্ধনীর সাথে আটকানো পানির বোতলটা এবার খুলে নিয়ে তাতে একটা লম্বা চুমুক দেয়, তারপরে ম্যানইয়রোর দিকে সেটা এগিয়ে দেয়। মাসাই দানোটা নাজুক ভঙ্গিতে ইতঃস্তত করে, অফিসারের বোতল থেকে কোন *আসকারি* কখনও পানি পান করে না। ভ্রু কুচকে লিওন এবার সেটা তার হাতে গুঁজে দেয়। 'নিকুচি করি তোমার, নাও,' সে বলে। 'আর এটা আমার আদেশ!'

ম্যানইয়রো তার মাথাটা পিছনে হেলিয়ে বোতলটা মুখের উপরে ধরে। ঠোঁট দিয়ে বোতলের মুখ স্পর্শ না করে সে পানি সোজা তার গলায় ঢালে। ঢোক গেলার সময় কেবল তার কণ্ঠার হাড় তিনবার নড়ে। তারপরে সে মুখটা শক্ত করে আটকায় এবং লিওনকে বোতলটা ফেরৎ দেয়। 'মধুর মত মিষ্টি,' সে বলে।

'অন্ধকার নামার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে কেটে পড়ব,' লিওন বলে।

ম্যানইয়রো কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। 'আমরা কোনদিক দিয়ে যাব?'

'আমরা যেপথে এসেছি ঠিক সেই পথে।' বহুবচনের উপরে লিওন একটু জোর দেয়। 'আমাদের দ্রুত রেললাইনের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

ম্যানইয়রো আবার তার সেই অনাবিল হাসি হাসে।

'*মোরানি*, এতে এত হাসির কি আছে?' লিওন কপট গাম্ভীর্যে জানতে চায়।

'রেললাইন এখান থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে,' ম্যানইয়রো তাকে মনে করিয়ে দেয়। নিজের জখম পায়ে গুরুত্বের সাথে হাত বুলিয়ে সে পরিহাসের সাথে মাথা নাড়ে। 'বাওয়ানা, যখন তুমি যাবে, তুমি একাই যাবে।'

'ম্যানইয়রো তুমি পালাবার কথা ভাবছো? জানো এজন্য আমি তোমাকে গুলি করতে পারি–' জানালায় একটা নড়াচড়া লক্ষ করে সে কথাটা শেষ করে না। সে রাইফেলটা তুলে নিয়ে প্যারেড-গ্রাউন্ড লক্ষ করে দ্রুত তিনবার গুলি করে। একটা বুলেট জীবন্ত কিছুকে আঘাত করে, কারণ ব্যথা আর ক্রোধে ভরা আর্তনাদ তারপরেই শোনা যায়। 'বেবুন আর তার সাঙ্গপাঙ্গর দল,' অভিযোগের সুরে বলে লিওন। কিসওয়াহিলিতে দেয়া গালিটায় বেশ সন্তুষ্টির রেশ ফুটে উঠে। রাইফেলটা কোলের উপরে নিয়ে সে সেটা রিলোড করে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সে বলে, 'আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব।'

ম্যানইয়রো আবার তার সেই বিটকেলে হাসিটা দিয়ে আপাত ভদ্রতায় জানতে চায়, 'নানদি হুডুমদের অর্ধেক তোমায় ধাওয়া করবে, বাওয়ানা, এর ভিতরে দু'দিন আপনি আমাকে বয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি কি তাই বললেন আমি শুনলাম?'

'মাথামোটা সার্জেন্টের মাথায় অন্য পরিকল্পনা থাকলে আমাকে শোনান হোক,' লিওন ভাববাচ্যে কথা বলে।

'দু'দিন!' ম্যানইয়রো ভাবে। 'আপনাকে কি বলবো "ঘোড়া"।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ কথা বলে না, এবং তারপরে লিওন জানতে চায়, 'কথা বল, জ্ঞানী গর্দভ। আমাকে জ্ঞানের বাণী শোনাও।'

ম্যানইয়রো চুপ করে থেকে তারপরে বলে, 'এটা নানদিদের এলাকা না। এই চারণভূমি আমার লোকদের। এসব বিশ্বাসঘাতক কুকুরের দল মাসাইদের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে।'

লিওন মাথা নাড়ে। তার ফিল্ড ম্যাপে সেরকম কোনো সীমারেখা চিহ্নিত করা নেই, তাকে প্রদত্ত আদেশেও সে ধরনের কোনো পৃথকীকরণ পরিষ্কার না। উপজাতিদের অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিতকরণের দ্যোতনার বিষয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্ভবত জানে না, কিন্তু সাম্প্রতিক এই বিদ্রোহ শুরু হবার আগে লিওন ম্যানইয়রোর সাথে এসব এলাকায় লম্বা টহল দিয়েছে। 'তুমি আমাকে সেটা বলেছ, আমি জানি। ম্যানইয়রো এখন তোমার পরিকল্পনাটা আমাকে বলো।'

'আপনি যদি রেললাইনের দিকে যান–'

লিওন তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'তুমি বোধহয় *আমরা* বোঝাতে চাইছ।'

সম্মতির ভঙ্গিতে ম্যানইয়রো তার মাথাটা সামান্য কাত করে। 'আমরা যদি রেললাইনের দিকে যাই তবে আবার আমরা নানদি এলাকায় গিয়ে পড়ব। তারা হায়েনার মত সাহসী হয়ে তখন আমাদের ধাওয়া করবে। আমরা যদি উপত্যকা দিয়ে যাই. ' ম্যানইয়রো তার চিবুকটা দিয়ে দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বলে ' আমরা তাহলে মাসাই এলাকায় প্রবেশ করব। সেখানে প্রতিবার পা ফেলার সময়ে নানদি বেল্লিকগুলোর তলপেট প্রতিবার ভয়ে কুকড়ে উঠবে। তারা আমাদের বেশিদূর অনুসরণ করবে না।'

বিষয়টা লিওন ভেবে দেখে তারপরে সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে তার মাথা নাড়ে। 'দক্ষিণে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই আর তোমার পা কেতরে গিয়ে কেটে ফেলার অবস্থায় পৌঁছাবার আগেই আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

'দক্ষিণে একদিনেরও কম সহজ হাঁটাপথের দূরত্বে আমার মায়ের *ম্যানইয়াত্তা* অবস্থিত,' ম্যানইয়রো তাকে জানায়।

লিওন চমকে উঠে চোখ পিটপিট করে। কেন জানি ম্যানইয়রোর বাবা-মা থাকতে পারে ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি। তারপরে সে নিজেকে সামলে নেয়। 'তোমার ডাক্তারের প্রয়োজন, তোমাকে ঐ তীরের ফলা পেড়ে ফেলার আগেই কাউকে প্রয়োজন যে সেটা বের করতে পারবে।'

'আমার মা এলাকার বিখ্যাত চিকিৎসক। সমুদ্র থেকে বিশাল হ্রদের মধ্যবর্তী সবাই ওঝা হিসাবে তার অসীম দক্ষতার কথা জানে। সিংহের থাবা আর বর্শা বা তীরের ফলায় আহত আমাদের অনেক *মোরানি*কে মা সুস্থ করে তুলেছে। নাইরোবির সাদা ওঝারা কল্পনাও করতে পারবে না এমন সব শক্তিশালী ওষুধ তার জিম্মায় রয়েছে।' ম্যানইয়রো ক্লান্তিতে এবার দেয়ালে হেলান দেয়। তার চামড়ায় এখন একটা হাল্কা ছাই ভাব দেখা যায় এবং ঘামে বাসি মাখনের দুর্গন্ধ। তারা পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে তারপরে লিওন মাথা নাড়ে।

'বেশ কথা। আমরা দক্ষিণের উপত্যকা দিয়েই যাব। চাঁদ ওঠার আগে অন্ধকার থাকতেই আমরা রওয়ানা হচ্ছি।'

কিন্তু ম্যানইয়রো হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে বসে এবং শিকারী কুকুর যেভাবে দূরাগত কোনো ঘ্রাণ নাকে নিতে চেষ্টা করে ঠিক সেভাবে সে ভ্যাপসা বাতাসে শ্বাস নেয়। 'না, বাওয়ানা। যেতে হলে, আমাদের এই মুহূর্তে যেতে হবে। আপনি গন্ধ পাচ্ছেন না?'

'ধোঁয়া!' রুদ্ধশ্বাসে লিওন বলে। 'শালারা আমাদের আগুন লাগিয়ে বের করার ধান্ধা করেছে।' সে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। প্যারেড-গ্রাউন্ড খাঁ-খাঁ করে কিন্তু সে জানে তারা আর এই পথ দিয়ে আসবে না: বাড়ির পিছনের অংশে কোন জানালা নেই। সেখান দিয়েই তারা আসবে। সে তার কাছের কলাগাছের পাতা খুব ভাল করে দেখে। একটা বাতাস তাদের আলোড়িত করছে। 'বাতাস পূর্বদিক থেকে বইছে,' সে আনমনে বিড়বিড় করে। 'তাতে আমাদেরই সুবিধা।' সে ম্যানইয়রোর

দিকে তাকায়। 'আমরা সাথে খুব বেশি কিছু নিতে পারব না। অতিরিক্ত এক আউন্সও মারাত্মক হতে পারে। রাইফেল আর ফালিস্কার কথা ভুলে যাও। আমরা কেবল বেয়নেট নেব আর প্রত্যেকে একটা করে পানির বোতল। এই ব্যস।' কথার বলার মাঝেই সে তাদের খুঁজে পাওয়া চাদরের স্তুপের দিকে এগিয়ে যায়। একটা সিঙ্গেল লুপের সাথে সে তিনটা কটিতে পরার বেল্ট আটকায়, মাথা দিয়ে গলিয়ে ডান কাঁধের উপর সেটা রাখে। বেল্টগুলো তার বাম কটির নিচে ঝুলে থাকে। সে একটা পানির বোতল কানের কাছে নিয়ে ঝাকায়। 'অর্ধেকের কম আছে।' নিজেরটায় উদ্ধার করে আনা বোতলের পানিতে ভরে সে ম্যানইয়রোর বোতলটা পূর্ণ করে। 'আমরা যা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না সেটা এখানেই সাবাড় করে যাব।' অন্য বোতলে অবশিষ্ট যা ছিল তারা তা দিয়ে নিজেদের তৃপ্ত করে।

'চল, সার্জেন্ট, গতরটা তোল।' লিওন ম্যানইয়রোর বগলের নিচে হতি রেখে এবং তাকে পায়ের উপরে তুলে দাঁড় করায়। সার্জেন্ট ভাল পায়ের উপরে ভর দিয়ে ধাতস্থ হবার ফাঁকে সে পানির বোতল, বেয়নেট কোমরের চারপাশে আটকায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের মাথার উপরের শনের চালে ভারী একটা কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হয়।

'মশাল!' লিওন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে। 'ব্যাটারা বাসার পিছনের দেয়াল বেয়ে উঠেছে আর এখন বীরের মত ছাদে মশাল ছুড়ে মারছে।' তাদের উপরে আরেকটা ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা যায়, এবং পোড়ার গন্ধ এবার ঘরের ভিতর বেশ ভালোই টের পাওয়া যায়।

'যাবার সময় হয়েছে,' কালো ধোঁয়ার লকলকে একটা মেঘ জানালার দিকে ভেসে যায় তারপরে খোলা প্যারেড-গ্রাউন্ডের উপর দিয়ে বাতাসের সাথে আড়িআড়িভাবে ভেসে বাগানের দিকে রওয়ানা হলে লিওন বিড়বিড় করে বলে। তারা দূরে নানদিদের উত্তেজিত চিৎকার আর বিলাপের মত গানের সুর শুনতে পায়, মুহূর্তের জন্য ধোঁয়া সরে যায় তারপরে আবার এত নিবিড়ভাবে নেমে আসে যে তারা এক হাত সামনের কিছু দেখতে পায় না। আগুনের পটপট শব্দ এখন একটা ভোঁতা গর্জনে পরিণত হয়েছে, নানদিদের আওয়াজও চাপা পড়ে যায় এবং ধোঁয়া এখন উত্তপ্ত আর শ্বাসরোধী। লিওন তার শার্টের নিচের অংশ ছিড়ে নিয়ে ম্যানইয়রোকে দেয়। 'মুখ ঢেকে নাও!' সে আদেশের সুরে বলে এবং নিজের রুমাল দিয়ে নিজের নাকমুখ ভালো করে আবৃত করে নেয়। তারপরে সে ম্যানইয়রোকে জানালার গবরাটের কাছে তুলে এবং তারপরে লাফ দেয়।

ম্যানইয়রো তার কাঁধে ভর দিয়ে থাকে এবং লাফাতে থাকে আর এভাবেই তারা দ্রুত বারান্দার বেষ্টনী দেয়ালের কাছে পৌঁছোয়। দেয়াল ঘেষে বাঁক নেয়ার সময় লিওন পারিপার্শ্বিকের অবস্থান নির্ণয়ের ভিত্তি হিসাবে এটাকে ব্যবহার করে। তারা এর উপর দিয়ে এবার গড়িয়ে যায় এবং ভারী ধোঁয়ায় ধাতস্থ হবার জন্য থমকায়। ছাদ থেকে খসে পড়া আগুনের হলকা তাদের হাত-পায়ের অনাবৃত স্থানে হুল ফোটায়। তারা দ্রুত

সামনে এগোয় মানে ম্যানইয়রো এক পায়ে যত দ্রুত হাঁটতে পারে, মৃদু বাতাসের প্রবাহকে লিওন তাদের পিছনে রাখে। ধোঁয়া তাদের দু'জনেরই শ্বাসরোধ করে, চোখ জ্বলতে থাকে আর অবিরাম পানি পড়ে যায়। তারা কাশির সাথে যুদ্ধ করে, মুখ আবৃত থাকার কারণে শ্বাসরোধের কেবল শব্দ পাওয়া যায়। তারপরে সহসা বাগানের প্রথম গাছের মাঝে নিজেদের দেখতে পায়।

ধোঁয়া এখনও তীব্র, এবং তার ভিতরে তারা হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে থাকে, বেয়নেট হননের আঘাত হানতে প্রস্তুত, যেকোনো সময়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। লিওন টের পায় ম্যানইয়রো এর ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। *বোমা* থেকে বের হবার পরে সে দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করেছে, ম্যানইয়রো এক পায়ে তার ধকল সামলাতে পারেনি। ইতিমধ্যেই সে নিজের পুরো ভর লিওনের কাধে চাপিয়ে দিয়েছে।

'সন্তুষ্টিজনক দূরত্ব তৈরি করার আগে থামার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারবো না,' লিওন ফিসফিস করে বলে।

'আমি এক পায়ে তোমার দু'পায়ের মত দ্রুত আর জোরে যেতে পারব,' শ্বাস নিতে নিতে বলে ম্যানইয়রো।

'বিশিষ্ট হামবাক ম্যানইয়রো কি এ বিষয়ে একশ শিলিং বাজি রাখার সাহস করে?' কিন্তু সার্জেন্ট কোনো লাগসই জবাব দেবার আগেই লিওন অজানা আশঙ্কায় নিরবে তার বাহু আকড়ে ধরে। তারা থমকে থেমে সামনের ধোঁয়ার মাঝে কিছু দেখা বা শোনার চেষ্টা করে। শব্দটা তারা আবার শুনতে পায়: দূরে কেউ কর্কশ কণ্ঠে কাশছে। লিওন তার কাঁধ থেকে ম্যানইয়রোর হাতটা সরিয়ে শব্দ না করে কথা বলে, 'এখানে অপেক্ষা করো।'

বেয়নেট ধরা হাত সামনে বাড়িয়ে রেখে নিচু হয়ে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে সে সামনে যায়। বেয়নেট দিয়ে সে আগে কখনও মানুষ মারেনি কিন্তু প্রশিক্ষণের সময়ে প্রশিক্ষক তাকে মারণ মুদ্রা রপ্ত করিয়েছে। মানুষের মত একটা অবয়ব তার সামনে আবছাভাবে দেখা যায়। লিওন চিতাবাঘের মহড়া নেয় এবং বেয়নেটের বাঁট নাকল-ডাস্টারের মত ব্যবহার করে লোকটার মাথার পাশে এত জোরে আঘাত করে যে সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। নানদির গলা সে মোক্ষম প্যাচে আঁকড়ে ধরে এবং ফুসফুসের বাতাস ভেসে শব্দ হয়ে ঠোঁটে পৌঁছার আগেই থামিয়ে দেয়। কিন্তু মুশকিল হল নানদির পোয়ের সারা গায়ে জবজব করে তেল মাখান। মাছের মত পিচ্ছিল হয়ে আছে সে আর আতঙ্কে এখন মোচড় খায় দারুণ ত্রাসে। সে লিওনের বজ্রমুষ্টি থেকে প্রায় বের হয়ে গিয়েছিল কিন্তু লিওনের বেয়নেট ধরা হাত তার মোচড়াতে থাকা শরীর আঁকড়ে ধরে এবং নানদির পাজরে বেয়নেটের সূচাল অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দেয়, মাংসের স্তরে ইস্পাতের সুচাল ফলা ঢুকে যাওয়া অনুভব করে সে নিজেই চমকে উঠে।

নানদির নড়াচড়া এবার দ্বিগুণ হয়। সে চিৎকার করতে চায় কিন্তু লিওন তার গলা আঁকড়ে থাকে এবং বেচারার আর্তনাদগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম

প্রয়াসে বেয়নেটের ফলা তার বক্ষপিঞ্জরের ভেতরটার দফারফা করে দেয়। লিওনও বাইরে থেকে মোচড় দিয়ে, ঘুরিয়ে তার সাধ্যমত চেষ্টা করে। নানদি লোকটা হঠাৎ খিচুনী দিয়ে উঠে আর তার গলা দিয়ে গাঢ় লাল রক্ত ছিটকে বের হয়। লিওনের হাতের উপরে সেটা ছড়িয়ে পড়ে এবং মুখেও ছিটেফোটা লেগে যায়। নানদি লোকটা একবার প্রবলভাবে নড়ে উঠে এবং তারপরে তার বাহুর উপরে নেতিয়ে পড়ে।

মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে এটা বোঝার জন্য লিওন কয়েক সেকেন্ড বেশি তাকে ধরে থাকে। তারপরে দেহটা ছেড়ে দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয় এবং হোচট খেতে খেতে ম্যানইয়রোকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে ফিরে আসে। 'চলো,' কর্কশ কণ্ঠে সে বলে এবং তারা আবার সামনে এগোয়, ম্যানইয়রো হেঁচড়ে টলতে টলতে তাকে আঁকড়ে থাকে।

তাদের পায়ের নিচের মাটি হঠাৎ নিচু হয়ে যায় এবং তারা একটা অগভীর স্রোতস্বিনীর কর্দমাক্ত ঢালু তীরে গড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়া এখানে অপেক্ষাকৃত হাল্কা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লিওন বুঝতে পারে তারা ঠিক রাস্তাতেই এসেছে। *বোমার* দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারায় তারা এসে পড়েছে।

সে পানিতে হাঁটু ভেঙে বসে এবং আনত হয়ে আজলা ভর্তি পানি মুখে ছিটায়, জ্বলতে থাকা চোখে পানি দেয়, হাত থেকে নানদির রক্ত ঘষে উঠায়। তারপরে বুভুক্ষের পানি পান করে, ম্যানইয়রোও। লিওন কুলকুচি করে এবং থু করে ফেলে দেয়, ধোঁয়ার কারণে তার গলা খচখচ করছে।

সে ম্যানইয়রোকে সেখানে রেখে আবার হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ের উপরে উঠে আসে এবং ধোঁয়ার মাঝে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। দূর থেকে ভেসে আসা দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়। সেখানে কয়েকমিনিট অপেক্ষা করে সে শক্তি সঞ্চয় করে এবং নিজেকে আশ্বস্ত করে যে কাছাকাছি আর কোনো নানদি যোদ্ধা নেই, তারপরে আবার তীর বেয়ে পিছলে নিচে নেমে আসে যেখানে অগভীর পানির কাছে সে ম্যানইয়রোকে গুটিসুটি অবস্থায় রেখে গিয়েছিল।

'দেখি তোমার পায়ের কি অবস্থা।' সে সার্জেন্টের পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তার আহত পা-টা কোলের উপরে তুলে নেয়। ফিল্ড ড্রেসিংটা কর্দমাক্ত আর ভিজে আছে। সে ড্রেসিংটা খুলে এবং পালাবার সময়ের প্রবল নড়াচড়ার ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করে। ম্যানইয়রোর উরু বিকটভাবে ফুলে উঠেছে, ক্ষতস্থানের চারপাশের মাংসপেশীতে তীরের ফলার আগুপিছু করার কারণে কালশিটে পড়ে গেছে। ক্ষতমুখের চারপাশ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। 'কি সুন্দর দৃশ্য,' সে বিড়বিড় করে বলে এবং আলতো করে হাঁটুর নিচে হাত দেয়। ম্যানইয়রো কোনো প্রতিবাদ করে না কিন্তু লিওনের হাত মাংসের গভীরে গেঁথে থাকা কিছু স্পর্শ করলে ব্যথার তীব্রতায় তার চোখের মণি বড় বড় হয়ে উঠে।

লিওন আলতো করে শিস দিয়ে উঠে। 'এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?' ম্যানইয়রোর ঊরুর হাঁটুর ঠিক উপরের মাংসপেশীতে চামড়ার ঠিক নিচে কিছু একটা আটকে আছে। তর্জনী দিয়ে সেটা স্পর্শ করলে ম্যানইয়রো কুঁকড়ে যায়।

'তীরের মাথা এটা,' সে ইংরেজী বিস্মিত কণ্ঠে বলে আবার পর মুহূর্তে কিসওয়াহিলিতে একই কথা পুনরাবৃত্তি করে। 'ব্যাটা তোমার পায়ের পেছন থেকে ফুঁড়ে সামনে চলে এসেছে।' ম্যানইয়রোর যন্ত্রণার পরিমাপ করা সম্ভব না এবং এই পরিস্থিতিতে লিওন সেটা অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে করে। সে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। সন্ধ্যের বাতাস ধোঁয়ার তীব্রতা কমিয়ে এনেছে এবং পড়ন্ত সূর্যের বিদায়ী রশ্মিতে সে পশ্চিমের উপত্যকার পাহাড়ী ঢালের চূড়া দেখতে পায়।

'আমার মনে হয় এখনকার মত আমরা তাদের থাবা এড়াতে পেরেছি আর শীঘ্রই চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাবে,' ম্যানইয়রোর মুখের দিকে না তাকিয়ে সে বলে। 'তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম নিতে পার। সামনের রাতের জন্য তোমার শক্তি সঞ্চয় করা দরকার।' লিওনের চোখ এখনও ধোঁয়ার কারণে খচখচ করে। সে চোখ বন্ধ করে এবং জোর করে পাতা চেপে ধরে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ বন্ধ করে রাখতে পারে না। *বোমার* দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলে সে সতর্ক হয়ে উঠে।

'ব্যাটারা আমাদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করছে!' ম্যানইয়রো বিড়বিড় করে এবং তারা স্রোতস্বিনীর তীরের আরও ঢালে নেমে আসে। কলা-বাগানে নানদিরা চাপাস্বরে একে অন্যের সাথে কথা বলে, অনেকটা রকেথর দাঘী অনুসরণরত শিকারীর মত এবং লিওন টের পায় তার একটু আগের আশা বালির বাঁধের মত ভেঙে গেছে। হায়েনার দল তাদের বুটের ছাপ অনুসরণ করছে। নরম মাটিতে তাদের দু'জনের মিলিত ওজন অন্ধও দেখতে পাবে। স্রোতস্বিনীর বুকে ম্যানইয়রো আর সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না তাই সে বেয়নেট বের করে তীরের ঢাল বেয়ে মাথার কাছে উঠে আসে। অনুসন্ধানী দল নিচের দিকে তাকালে এবং তাদের দেখতে পেলে সে অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থাকবে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সমস্যা হল কতজনকে তাকে থামাতে হবে ব্যাটারা অন্যদের সর্তক করে দেবার আগে। কণ্ঠস্বর আরও এগিয়ে আসে যতক্ষণ না মনে হয় একদম তীরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত না পৌঁছে। লিওনও ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে কিন্তু সেই মুহূর্তে *বোমার* দিক থেকে সম্মিলিত একটা চিৎকার ভেসে আসে। তার মাথার উপরের লোকগুলো উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে এবং যে পথে এসেছে সেই পথেই ফিরে যায়।

সে তীরের চড়ায় ম্যানইয়রোর কাছে ফিরে আসে। 'আর একটু হলে আমাদের কম্ম আজ সাবাড় হত,' তার পায়ের পট্টি আবার বাধার মাঝে সে বলে।

'তারা ফিরে গেল কেন?'

'আমার মনে হয় আমার খুন করা লোকটার মৃতদেহ তারা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এটা বেশিক্ষণ তাদের আটকে রাখতে পারবে না। তারা আবার ফিরে আসবে।'

সে ম্যানইয়রোকে টেনে তুলে, তার ডানহাত নিজের কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে দেয় এবং টানা আর ছ্যাচড়ানোর একটা মাঝামাঝি পর্যায়ের কার্যক্রমে তাকে তীরের মাথায় তুলে নিয়ে আসে।

বিশ্রামে ম্যানইয়রোর কোনো উপকার হয়নি। বসে থাকার জড়তা ক্ষতস্থান আর তার চারপাশের জখম মাংসপেশীকে আড়ষ্ঠ করে তুলেছে। ম্যানইয়রো যখন তার উপরে ভর দেয়ার চেষ্টা করে সেটা ভার নিতে অপারগতা জানায় লিওন সময়মত ধরে না ফেললে সে সোজা নিচে গড়িয়ে পড়ত।

'এখন থেকে আমাকে আক্ষরিক অর্থেই ঘোড়া বলতে পার।' সে ম্যানইয়রোর দিকে পিঠ করে দাঁড়ায় একটু ঝুঁকে এবং তাকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আহত পাটা হাঁটুর কাছে স্বাধীনভাবে দোল খেলে সে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে, তারপরে নিজেকে সামলে নেয় আর একটাও শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হয় না। লিওন জালের মত কোমরবন্ধনী দিয়ে তার জন্য একটা ঝুলন্ত আসনের মত করে তারপরে পা প্রসারিত করে ম্যানইয়রো তার পিছনে সটান বসে আছে এমন ভঙ্গিতে সে সোজা হয়, অনেকটা বাঁশের মাথায় বানর বসে থাকার মত। লিওন কোনো বাড়তি নড়াচড়া প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাদের ভাল করে ধরে যেন ঠেলাগাড়ির দুটো হাতল তারপরে উপত্যকার পাদদেশ লক্ষ করে হাঁটা শুরু করে। চাষ করা বাগানের ভিতর থেকে তারা ধোঁয়ার মাঝে বের হয়ে আসে, যা তাদের এতক্ষণ পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছে, ধূসর ফিতার মত চারপাশ দিয়ে বয়ে যায়। অবশ্য সূর্য প্রায় অস্ত যেতে বসেছে, উপত্যকার ঢালের মাথায় একটা অগ্নিগোলকের মত ঝুলে আছে এবং তাদের চারপাশে অন্ধকার দ্রুত ছেয়ে আসে।

'পনের মিনিট,' সে কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে। 'আমাদের কেবল প্রয়োজন।' সে এরই মধ্যে ঢালের পাদদেশের ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। তাদের আড়াল করে রাখার মত যথেষ্ট ঘন আর ভূপ্রকৃতির মাঝের ফাটল আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দূর থেকে ততটা বোঝা যায় না। শিকারী আর সৈনিকের যুগপৎ অনুভূতি আর চোখ ব্যবহার করে লিওন তাদের শ্রমসাধ্য প্রয়াস আড়াল করতে ব্যবহার করে। স্বস্তির পরশ বুলিয়ে অন্ধকার তাদের আর তাদের পারিপার্শ্বিকের উপর নেমে আসতেই রেস আবার নিছের আশাবাদী মোহনায় জোয়ারের টান অনুভব করে। আপাত দৃষ্টিতে তারা অনুসরণকারীদের পেছন থেকে খসাতে পেরেছে, কিন্তু এখনই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। সে হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে এবং ম্যানইয়রো যাতে ঝাঁকি না খায় সেজন্য আলতো করে একপাশে কাত হয়। কেউই কিছুক্ষণ কথা বলে না তারপরে লিওন উঠে বসে এবং কোমরবন্ধনীর পটি আলগা করে যাতে সার্জেন্ট তার আহত পা সোজা করতে পারে। পানির বোতলের মুখ খুলে সেটা সে ম্যানইয়রোর দিকে এগিয়ে দেয়। দু'জনের পানি খাওয়া শেষ হলে, সে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। পিঠের প্রতিটা মাংসপেশী আর পেশীতন্তু প্রতিবাদ জানায়, বিশ্রামের দাবী তারা জোরেশোরেই জানান দেয়। 'সবেতো মাত্র শুরু,' সে নিজেকে কঠোরভাবে মনে করিয়ে দেয়। 'কাল সকাল নাগাদ মজা আমরা সবাই টের পাব।'

সে চোখ বন্ধ করেই আবার খুলে ফেলে পায়ের ডিমের মাংসপেশী অনশন করে বসেছে। উঠে বসে দ্রুত সে ব্যথার স্থানটা মালিশ করতে শুরু করে।

ম্যানইয়রো তার বাহু স্পর্শ করে। 'বাওয়ানা, তোমার তুলনা নেই। খাঁটি ইস্পাত দিয়ে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তুমি মাথামোটা না, আমরা দুজন এখানে মারা গেলে সবাই আমাদের তাই ভাববে। একটা পিস্তল আমাকে দাও আর তুমি এগিয়ে যাও। আমি এখানে থাকি আর কোনো নানদির ব্যাটা তোমার পিছু নিলে আমি তার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

'বাচাল মূর্খ দানব!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে লিওন গর্জে উঠে। 'তুমি কেমন মেয়েমানুষ? আমরা এখনও শুরুই করিনি আর তুমি তোবারকের কথা বলছ। কথা না বাড়িয়ে আমার পিঠে উঠে বসো, নইলে তুমি যেখানে শুয়ে আছ সেখানে আমি থুতু ফেলব।' সে জানে তার রাগটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ব্যাথা আর ভয় তাকে ছেয়ে রেখেছে।

ম্যানইয়রোকে এবার পটির ফোকর গলাতে সময় বেশি লাগে। প্রথম একশ গজ বা আনুমানিক সেই দূরত্ব পর্যন্ত লিওনের মনে হয় পায়ের ব্যথার কাছে সে হেরে যাবে। নিরবে একটু আগে ম্যানইয়রোকে করা অপমানে এবার নিজেকে সে জর্জরিত করে। কোর্টনী, নাকি কান্না। এখন কে কাঁদছে? মনের সমস্ত জোর দিয়ে সে ব্যথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করে এবং একটা সময়ে আস্তে আস্তে তার পায়ে শক্তি ফিরে আসে। প্রতিবারে এক পা। সে তার পায়ের কাছে মিনতি করে পা ফেলা অব্যাহত রাখতে। আর এক পা। এই শেষ। এবার আরেক পা। এবং তারপরে আবার প্রথম থেকে শুরু।

সে জানে বিশ্রাম নিতে একবার থামলে সে আর এগোতে পারবে না এবং রিফট ভ্যালীর পূর্বদিকে মাটি থেকে অনেক উপরে অর্ধেক চাঁদ উঠা পর্যন্ত সে বিরাম দেয় না। আকাশের বুকে তার চমকপ্রদ গতিপথ সে মুগ্ধ হয়ে দেখে। ঘন্টা বাজিয়ে সময় জানাবার মতই এটা পরিষ্কারভাবে তাকে সময়ের সঙ্কেত দিয়ে যায়। তার পিঠে ম্যানইয়রো মরা মানুষের মত নিথর পড়ে থাকে, কিন্তু লিওন জানে সে বেঁচে আছে কারণ তার ঘামে ভেজা শরীরে সে তার জরাক্রান্ত দেহের তাপ অনুভব করে।

তার ডানদিকে পশ্চিমের ঢালের লম্বা কালো দেয়ালের পেছনে চাঁদ অস্ত যাওয়া শুরু করতে, গাছের নিচে অপার্থিব সব ছায়া হঠাৎ জেগে উঠে। লিওনের মন তার সাথে শুরু করে মতিবিভ্রমের খেলা। তার নাক বরাবর সামনে ঘাসের আড়াল ছেড়ে হঠাৎ কালো-কেশরের একটা সিংহের আবির্ভাব ঘটে। লিওন ঝটকা দিয়ে হোলস্টার থেকে ওয়েবলি বের করে জন্তুটার দিকে তাঁক করে কিন্তু শর্ট ব্যারেলের উপর দিয়ে ভালো করে তাকাতেই সিংহটা উইপোকার ঢিবিতে পরিণত হয়। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সে হেসে উঠে। 'পাগলের আলামত! এরপরে নির্ঘাত আসমোডিয়াস আর হবলিংকঙ্কস দেখব,' সে জোরে চেঁচিয়ে বলে।

ডান হাতে পিস্তল ধরে সে হেঁচড়ে হাঁটতে থাকে, অপার্থিব অশরীরী অবয়ব তার সামনে ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। আকাশের মাঝপথে ঝুলে থাকা চাঁদের নিচে,

অঞ্জলি দিয়ে পানি চুইয়ে যাবার মত তার শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু শক্তি নিঃশেষ হতে থাকে। সে টলমল করতে থাকে প্রায় পড়ে যাবার মত অবস্থা। অমিত এক প্রয়াসে সে তার পা শক্ত করে এবং নিজের ভারসাম্য ফিরে পায়। পা দুটো ফাঁক করে মাথা নুইয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সে হেরে গেছে এবং সেটা বুঝতে পারে।

সে অনুভব করে ম্যানইয়রো তার পিঠে নড়ে উঠে, এবং তারপরে, অবিশ্বাস্য, মাসাই ভূতটা গান গাইতে আরম্ভ করে। ম্যানইয়রোর কণ্ঠ সাভান্নার ঘাসের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সকালের প্রথম বাতাসের মত হাল্কা বলে, লিওন প্রথমে শব্দগুলো ধরতে পারে না। তারপরে তার পরিশ্রান্ত মন সিংহের গানের অর্থ ধরতে পারে। মাসাইদের ভাষা, মাআআ সামান্যই বুঝতে পারে লিওন– যতটুকু জানে তা ম্যানইয়রোর কাছেই শেখা। জটিল, সুক্ষ্ম, আর কঠিন একটা ভাষা, এমন আর হয় না। অবশ্য ম্যানইয়রো ধৈর্য্যশীল শিক্ষক আর লিওনেরও নতুন ভাষা শেখার একটা সহজাত ঝোঁক রয়েছে।

লিঙ্গাগ্র ছেদনের সময় তরুণ মাসাই *মোরনী*কে সিংহের গান শেখান হয়। পা সোজা করে, পাখি আকাশে উড়ার মত অনায়াস ভঙ্গিতে হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে দীক্ষাদানের শুরু, তাদের লাল টোগার মত দেখতে *শুকা* আলখাল্লা তাদের চারপাশে পাখির ডানার মত ঝাপটাতে থাকে।

আমরা সবাই সিংহশাবক
গর্জে উঠে দুনিয়া কাঁপাই
বর্শার মত দাঁত আমাদের
বর্শার মত থাবা
দূর হঠ যাও বন্য কুকুর
দূর হঠ যাও আগন্তুক
বালা তাকিও না ও চোখে আমাদের পানে
আমাদের সৌন্দর্য্য ছোঁয়ার স্পর্ধাও কোরো না
সিংহের সহজাত ভাই আমরা
আমরা তরুণ সিংহছানা
আমরা মাসাই।

আশেপাশে অন্যান্য দুর্বল গোত্রের উপরে লুটতরাজ চালাবার সময়ে মাসাইরা এ গান গেয়ে থাকে। হাতে খালি *অ্যাসেগাই* নিয়ে বীরত্ব প্রমাণের জন্য তারা যখন সিংহের মুখোমুখি হয় তখনও এই গানই তাদের কণ্ঠ কাঁপায়। যুদ্ধের সময়ে এই গান গেয়েই তারা শক্তি সঞ্চয় করে। এটাই মাসাইদের রণ-সঙ্গীত। ম্যানইয়রো আবার গাইতে শুরু করে। এবার লিওনও তার সাথে যোগ দেয়, শব্দ ভুলে গেলে সুরের সাথে সাথে গুনগুন করতে থাকে। ম্যানইয়রো তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে

'গাও! তুমিও আমাদেরই একজন। সিংহের মত তোমার হৃদয় আর মহান কৃষ্ণ কেশরীর মত তোমার শক্তি। মাসাইয়ের স্পর্ধা আর বলে বলীয়ান। গাও!'

তারা টলমল করতে করতে দক্ষিণে যায়। গানের মন্ত্রমুগ্ধ করা সুর লিওনের পা-কে সচল রাখে। চেতন অচেতনের মাঝে তার বোধ ভেসে রয়। টের পায় তার পিঠে ম্যানইয়রো গভীর আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যায়। সে হোচট খায় কিন্তু এখন সে আর একলা না। প্রিয় আর পছন্দের মুখগুলো অন্ধকারের মাঝে ভেসে উঠতে থাকে। তার বাবা আর চারভাইকে সে দেখতে পায় হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে, কিন্তু সে কাছে যাবার চেষ্টা করলে তারা মিলিয়ে যায় এবং কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে। প্রতিটা মন্থর, ভারী পদক্ষেপের সাথে সাথে করোটির ভিতরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে আবার কখনও কেবল শব্দের ঝনঝনানি। অন্যসময়ে অগণিত কণ্ঠের চিৎকার, উলুধ্বনি, আর ঢাক-ঢোলের শব্দ। সে চেষ্টা করে বেসুরো আওয়াজ উপেক্ষা করতে, কারণ যন্ত্রণাটা তাকে অস্থির করে তোলে।

অপচ্ছায়াদের দূরে সরাতে সে চিৎকার করে 'আমাকে একলা থাকতে দাও! আমাকে যেতে দাও!' তারা সরে যায়, এবং সে সামনে এগিয়ে যায় যতক্ষণ না ঢালের প্রান্তভাগে দিনের সূর্য উঠে না আসে। সহসা তার পা আর নির্দেশ মানতে চায় না এবং মাথায় গুলি খাওয়া লোকের মত সে সটান পড়ে যায়।

সূর্যদেবের তীক্ষ্ণ বর্শার খোঁচা তার শার্টের পিছনে বিঁধলে তার জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু মাথা তুলতে গিয়েই মুশকিলে পড়ে। তারা মাথা এমন চক্কর দিয়ে উঠে যে সে মনে করতে পারে না সে কোথায় আছে আর কিভাবে সেখানে এসেছে। তার শ্রবণশক্তি আর ঘ্রাণের অনুভূতি তার সাথে বেয়ারা আচরণ করতে থাকে: সে ভাবে গরু গন্ধ আর শক্ত মাটির উপরে খুরে আঘাত আর তাদের হাম্বা রব শুনতে পায়। তারপরে সে মানুষের গলাও শুনতে পায়। ছোট ছোট ছেলের–তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পরস্পরকে ডাকছে। তাদের একজন যখন হেসে উঠে, তখন সেটাকে কল্পনার চাইতে বাস্তব বলেই বেশি মনে হয়। সে ম্যানইয়রোর কাছ থেকে গড়িয়ে দূরে সরে যায়, এবং শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে উঠে। সে চারদিকে ঝাপসা দেখে, ধূলা আর সূর্যের আলোর তীব্রতার কারণে চোখ কুচকে থাকে।

সে রঙবেরঙের, কুঁজঅলা, ছড়ান শিংএর গরু দেখে। ম্যানইয়রো আর সে যেখানে শুয়ে আছে তার পাশ দিয়ে গরুগুলো দৌড়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলোও আসল- তিনজন উলঙ্গ, হাতে কেবল লাঠি যা দিয়ে দাবড়ে তারা গরুর পাল পানি খাওয়াতে নিয়ে যায়। সে দেখে তাদের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করা হয়েছে, তারমানে তাদের দেখে যা মনে হয় বয়স তার চেয়ে বেশি, খুব সম্ভবত তের কি পনের হবে। মাআআ ভাষায় তারা এক অপরকে ডাকে, কিন্তু সে তাদের কথা বুঝতে পারে না। আরেকটা অমিত প্রয়াসে লিওন তার ব্যথা জর্জরিত কাঠামোটা বসার ভঙ্গিতে নিয়ে আসে। দলের লম্বা ছেলেটার চোখে এই নড়াচড়া ধরা পড়ে এবং সে সাথে সাথে বেমক্কা থেমে যায়। আতঙ্কিত

চোখে সে লিওনের দিকে তাকায়, বোঝাই যায় পালাবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু মাসাই তায় আবার *মোরনি* হতে চলেছে বলে কর্তব্যবোধের অনুশাসন ভয় নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আটকে রাখে।

'তুমি কে?' হুমকি দেয়ার মত করে সে তার হাতের লাঠি আন্দোলিত করে কিন্তু গলার স্বর কেঁপে ভেঙে যায়।

লিওন সাধারণ শব্দ আর তার আচরণ বুঝতে পারে। 'আমি শত্রু না,' সে কর্কশ কণ্ঠে বলে। 'আমি একজন বন্ধু যে তোমার সাহায্য চায়।'

বাকি দুই ছেলে অচেনা কণ্ঠস্বর শুনে থেমে যায় এবং চেহারায় ভূত দেখার মত অভিব্যক্তি নিয়ে তাদের সামনে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। দলের বড় আর সাহসী ছেলেটা লিওনের দিকে কয়েক পা এগিয়েও যায়, কিন্তু তারপরে থেমে গিয়ে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকে। সে মাআআতে আরেকটা প্রশ্ন করে, কিন্তু লিওন বুঝতে পারে না। উত্তর দেবার বদলে সে নিচু হয়ে ম্যানইয়রোকে তার পাশে তুলে বসায়। 'ভাই!' সে বলে। 'এই লোকটা তোমার ভাই!'

ছেলেটা তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসে এবং কাছ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে। তারপরে সে তার সাথীদের দিকে ঘুরে এবং হাত নেড়ে তাদের কিসব বলে বোঝায় যার ফলে তারা সাভান্নার উপর দিয়ে দৌড়ে যায়। লিওন কেবল একটা কথা বোঝে ছেলেটার 'ম্যানইয়রো!'

ছোট ছেলে দু'জন আধ মাইল দূরে একটা বসতির দিকে দৌড়ে যায়। ঘরগুলো মাসাই রীতি অনুযায়ী খড়ের এবং চারপাশে কাটাঝোপের একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটা মাসাই গ্রাম, *ম্যানইয়াত্তা*। বাইরে খোঁটা দিয়ে তৈরি একটা খোয়াড় রাতে মূল্যবান গরুর পাল তারা সেখানে রাখে। বয়স্ক ছেলেটা এবার লিওনের দিকে এগিয়ে আসে এবং তার সামনে উবু হয়ে বসে। সে ম্যানইয়রোকে দেখিয়ে ভয় আর বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, 'ম্যানইয়রো!'

'হ্যাঁ, সেটাইতো বলছি, ম্যানইয়রো,' লিওনও তারসাথে একমত হয় এবং তার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

খুশীতে ছেলেটা চিৎকার করে উঠে এবং আরেকটা উত্তেজিত কথা বলে। লিওন কেবল 'চাচা' শব্দটা বুঝতে পারে, কিন্তু বাকীটা তার সামর্থ্যে কুলায় না। সে চোখ বন্ধ করে এবং শুয়ে পড়ে সূর্যের আলোর জন্য হাত চোখের উপরে দিয়ে রাখে। 'ক্লান্ত,' সে বলে। 'ভীষণ ক্লান্ত।'

সে আবার জ্ঞান হারায় এবং এবার যখন চোখ খুলে নিজেকে গ্রামবাসীদের একটা জটলার মাঝে দেখতে পায়। তারা মাসাই, এই ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই। তাদের ছিদ্র করা কানের লতিতে অলঙ্কৃত চাকতি বা খোদাই করা নস্যির ডিবা। লম্বা লাল আলখাল্লার নিচে তাদের দেহ নিরাভরন, তাদের জননাঙ্গ গর্বিত আর জাঁকালোভাবে দৃশ্যমান। নারী পুরুষের ভিতর মেয়েরা একটু লম্বা। ডিমের মত করে

তাদের মাথা কামান এবং জটিলভাবে তৈরি করা পুঁতির মালার কয়েক গাছি তাদের উন্মুক্ত স্তনের উপরে ঝুলে আছে। ছোট পুঁতি দিয়ে তৈরি অ্যাপ্রোনে তাদের জননেন্দ্রিয় কোনোমতে ঢাকা।

লিওন হাচড়পাচড় করে উঠে বসার জন্য আর তারা আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কমবয়সীরা হাসতে হাসতে একে অন্যকে খোচায় তাদের মাঝে এমন আজব একটা চিড়িয়া দেখতে পেয়ে। তাদের কেউই সম্ভবত সাদা চামড়ার মানুষ আগে দেখেনি। তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সে প্রায় চিৎকারের সুরে জানতে চায় 'ম্যানইয়রো!' সে তার সঙ্গীর দিকে দেখায়। 'মা? ম্যানইয়রোর মা?' সে জানতে চায়। তারা বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়।

তাদের ভিতরে কমবয়সী আর সুদর্শনা এক মেয়ে প্রথমে বুঝতে পারে সে কি বলতে চাইছে। "লুসিমা!' সে চিৎকার করে বলে এবং হাত দিয়ে পাহাড়ী ঢালের পূর্বে নীল সীমান্তরেখা দেখায়। অন্যেরা উৎফুল্ল কণ্ঠে এবার তার সাথে যোগ দেয়, 'লুসিমা মা!'

বোঝা যায় এটা ম্যানইয়রোর মায়ের নাম। সবাই পরিস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে পেরে খুশী হয়। লিওন ম্যানইয়রোকে দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাবার অঙ্গভঙ্গি করে পূর্ব দিকে দেখায়। 'ম্যানইয়রোকে লুসিমার কাছে নিয়ে যাও।' আত্ম-উপলব্ধির কারণে একটা নিরবতা নেমে আসে এবং সবাই পরস্পরের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সেই সুন্দরী মেয়েটাই আবার তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে। সে পা দাপাদাপি করে ছেলেদের কিসব বলে বোঝায়। তারা ইতস্তত করলে ভীতিকর নিষ্ঠুর দর্শন যোদ্ধাদের উপর সে খালি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চড় ঘুষি মেরে তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে, সুন্দর করে বেণী করা চুল টেনে যা তা অবস্থার সৃষ্টি করে যতক্ষণ না তারা মেয়েটার দাবী লজ্জিত মুখে অট্টহাসি দিয়ে মেনে না নেয়। দু'জন দৌড়ে গিয়ে গ্রাম থেকে দুটো লম্বা শক্ত বাঁশ নিয়ে আসে। এর সাথে তারা চামড়ার তৈরি কোণায় গিঁট দেয়া একটা হ্যামক সংযুক্ত করে। তৈরি হয় *মুসিলা*, স্ট্রেচার। দেখতে দেখতে ম্যানইয়রোর অচেতন শরীরটা তারা সেটার তুলে নিয়ে চারজন চারপ্রান্ত ধরে তুলে ধর এবং পুরো দলটা দুলকি চালে পূর্বদিকে রওয়ানা হয় লিওনকে সেই বালুময় প্রান্তরে ফেলে রেখে। ছেলেদের গান আর মেয়েদের উলুধ্বনি দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়।

লিওন চোখ বন্ধ করে, উঠে দাঁড়াবার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে যাতে দলটাকে সে অনুসরণ করতে পারে। চোখ খুলে সে কাউকে সামনে দেখতে পায় না। তিন নেড়া মাথার রাখাল ছেলে যারা তাকে আবিষ্কার করেছিল তাদেরকে সে একসারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের ভিতরে ঢ্যাঙাটা আদেশব্যঞ্জক ভঙ্গিতে কিছু একটা বলে। লিওন বাধ্যগতভাবে হাঁটুর উপরে গড়িয়ে কোনোমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটা এবার তার দিকে এগিয়ে এসে অধিকারের ভঙ্গিতে হাত ধরে। 'লুসিমা,' সে জানতে চায়।

তার বন্ধু এবার এসে লিওনের আরেক হাত ধরে। সেও হাত টেনে বলে, 'লুসিমা'।

'বেশ কথা। মনে হয় আর কোনো বুদ্ধিও নেই,' হাল ছেড়ে দিয়ে লিওন বলে। 'চল, লুসিমার কাছেই যাই।' সে বড় ছেলেটার বুকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেয়। 'নাম? তোমার নাম কি?' সে মাআআতে জানতে চায়। ম্যানইয়রো তাকে পুরো বাক্যটা বলতে শিখিয়েছে।

'লইকত!' ছেলেটা গর্বিত ভঙ্গিতে বলে।

'লইকত, বাবা আমরা লুসিমা মায়ের কাছে যাব। আমাকে পথ দেখাও।'

তাদের মাঝে খোঁড়াতে থাকা লিওনকে, ম্যানইয়রোর স্ট্রেচারবাহীদের অনুসরণ করে, তারা দূরের নীল পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চলে।

উপত্যকার উপর দিয়ে তাদের যাত্রার সময়ে লিওন প্রশস্ত সমভূমির বুক চিরে সটান উঠে যাওয়া একটা নিঃসঙ্গ পাহাড়ের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা বোধহয় পূর্বের পাহাড়ের ঢালের একটা উপস্তম্ভ, কিন্তু তারা নিকটবর্তী হলে সে দেখতে পায় এটা একা দাঁড়িয়ে আছে, ঢালের কোনো অংশ না। এখন তার মহিমা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় দূর থেকে যা আদৌ বোঝা যায়নি। পিছনের রিফট ভ্যালীর চেয়েও এটা উঁচু আর খাড়া। পাহাড়ের নিচের ঢালু জায়গায় রাজকীয় চেহারার ছাতাকৃতি এ্যাকাশিয়া দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু যতই উচ্চতা বেড়েছে তারা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ঘন সন্নিবেশিত পাহাড়ী ঝোপঝাড়ের কাছে, যা ইঙ্গিত করে যে মেঘের উপরে ধুসর পাথুরে দেয়াল ঘেরা চূড়ার অবস্থান অনেকটাই মানুষ নির্মিত কোন দূর্গের মতন মসৃণ।

বিশাল এই প্রাকৃতিক বুরুজের যতই নিকটবর্তী তারা হয়, লিওন লক্ষ্য করে পাহাড়ের চূড়া একটা অতিকায় বনভূমি দ্বারা আবৃত। স্পষ্টতই বোঝা যায় মেঘের দল তাদের বারিসিঞ্চন করেছে। দূর থেকেও তার চোখে পড়ে গাছের উপরের শাখাগুলোতে পুষ্পিত অর্কিড আর মস ছেয়ে আছে। কনের আচলের মত লম্বা গাছগুলোর পর্ণরাজি বিভিন্ন ফুলের সমাহারে শোভিত। চূড়ার ঠিক নিচের কিনারে ঈগল আর অন্যান্য মাংসাশী পাখি বাসা বেধেছে এবং বিশাল ডানায় ভর করে শূন্য নীল আকাশে তারা উড়ে বেড়ায়।

মধ্য দুপুরে লিওন তার তিন সাঙ্গপাঙ্গসহ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে। ম্যানইয়রো আর তার স্ট্রেচারবাহীদের অনেক পিছনে পড়েছে তারা, পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা হয়ে খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পথের অর্ধেকটা তারা ইতিমধ্যে অতিক্রম করে ফেলেছে। লিওন কেতরে কোনোমতে প্রথম দুইশ ফিট উঠে তারপরে পথের ধারে এক এ্যাকাশিয়ার ছায়ায় হেদিয়ে বসে পড়ে। এই পাথুরে পথে নিজের শক্তিতে আর এক

পাও এগোবার শক্তি তার নেই। সে একটা পা কোলের উপরে তুলে নিয়ে জুতার ফিতা খুলতে শুরু করে। জুতাটা পা থেকে টেনে খোলার সাথে সাথে সে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে। তার মোটা উলের মোজায় রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। আড়ষ্ঠভাবে মোজাটা খুলে হতাশভাবে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মোজার সাথে ত্বকের একটা বড় অংশ আলুর খোসার মত উঠে এসেছে এবং তার গোড়ালীর কাছটা দগদগ করছে। পায়ের তালুতে বিক্ষিপ্তভাবে ফোস্কা গলে থেবড়ে রয়েছে এবং পায়ের আঙ্গুল দেখে মনে হবে শেয়ালে কামড়েছে। মাসাই ছেলে তিনটি অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তার ক্ষত পর্যবেক্ষণ করে এবং তা নিয়ে নিজেদের ভিতরে পৈশাচিক উল্লাসে আলোচনা করে।

তারপরে লইকত আবার নেতৃত্ব নেয় এবং এক নাগাড়ে অগ্রক্রয়মূলক ডাকের মত নির্দেশ দেয় যা শুনে অন্য দুজন দৌড়ে এ্যাকাশিয়া গাছের নিচে ধূসর সবুজ লতাগুল্মের মাঝে চড়ে বেড়ান মাসাইদের লম্বা শিংগরুর একটা ছোট পালের কাছে একটা ঝোপের নিকটে যায়। কয়েকমিনিটের ভিতরে দু'হাতে যতটা আটান সম্ভব ঠিক ততটাই কাঁচা গোবর নিয়ে আসে। লিওন যখন বুঝতে পারে তার ফোস্কায় ওটা দিয়ে সে পুলটিস বাধার তাল করছে তখন সে বেকে বসে লইকতের নষ্টামি বরদাশত করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু ছেলের দল নাছোড়বান্দার মত অনুরোধ করতে থাকলে সে বাধ্য হয়ে শার্টের হাতা ছিড়ে নিয়ে রক্তাক্ত পা ওটা দিয়ে জড়ায়। তারপরে জুতাজোড়া একসাথে গিঁট দিয়ে কাঁধে ঝোলায়। লইকত তার গরু তাড়ানোর লাঠি লিওনের দিকে বাড়িয়ে ধরলে সে সেটা গ্রহণ করে, তারপরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার উঠা শুরু হয়। প্রতি পদক্ষেপের সাথে সাথে সিঁড়ি আরও খাড়া হতে থাকে এবং সে আবার হোঁচট খাওয়া শুরু করে। লইকত তার কমরেডদের দিকে তাকায় এবং আরেকদফা কঠোর অনলবর্ষী নির্দেশ দেয়, যা শুনে তারা শীর্ণ পায়ে প্রজাপতির ছন্দ এনে সোজা উপরে উঠতে শুরু করে।

লিওন আর লইকত ক্রমশ মিইয়ে আসা গতিতে উর্ধ্বমুখে তাদের অনুসরণ করে, লিওনের ব্যান্ডেজ বাধা পা থেকে রক্তপাত শুরু হলে পাথরের বুকে তার ছাপ পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আরেকবার ধপাস করে পাথরের উপরে বসে পড়ে অসহায়ভাবে উচ্চতার দিকে তাকিয়ে, যা পরিষ্কারভাবে তার সাধ্যের নাগালের বাইরে। লইকত তার পাশে বসে তাকে একটা লম্বা জটিল কাহিনী শোনান শুরু করে। লিওন কিছু শব্দ বুঝতে পারে কিন্তু ক্রমশ দেখা যায় লইকত জাত অভিনেতা। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধংদেহী একটা দৃশ্যকল্প অভিনয় করে দেখায়, যা দেখে লিওন আন্দাজ করে কিভাবে নিজের বাবার গরুর পাল সিংহের আগ্রাসী থাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে সেটা বোঝাতে চায়। পুরো বিষয়টায় তার লাঠি হাতে লাফান বাতাসে কল্পিত শত্রুকে আঘাত করা সহ রক্তহিম করা চিৎকার অনেক কিছু ছিল। গত কয়েকদিনের ধুন্ধুমার কাণ্ডের পরে তার উপস্থাপনা একটা প্রশান্তির পরশ বয়ে আনে। লিওন নিজের জেলো পায়ের কথা ভুলে যায় এবং ছেলেটার আন্তরিক উদ্ভট আচরণ দেখে হাসতে থাকে।

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে এমন সময়ে উপর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। লইকত তাদের পরিচয় জানতে চাইলে, আলখাল্লা পরিহিত ছয়জন *মোরানির* একটা দল, দ্রুত পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। ম্যানইয়রোকে যে *মুশিলায়* বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা সেটাই আবার নিয়ে এসেছে। তাদের কথামত লিওন সেটায় উঠে বসে এবং সাথে সাথে চারজন লোক বাঁশটা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তারপর পাহাড়ের খাড়া পথ ধরে তারা দ্রুতগতিতে উঠতে শুরু করে।

পাহাড়ের সমতল শীর্ষদেশের ধারে তারা উঠে আসলে, লিওন কাছেই অতিকায় গাছের নিচে আগুন জ্বলতে দেখে। *মুশিলা*–বাহকের দল দ্রুত তাকে সেদিকে নিয়ে যায় এবং তারা কাটা ঝোপ আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা গরুর খাটালে পৌঁছে। একটা বিশাল ঝাকড়া ডুমুর গাছের চারপাশে বিশটার মত কুঁড়েঘর বৃত্তাকারে খোলা স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। মাসাইভূমিতে আগে টহল দেবার সময়ে লিওন যেসব বাসা দেখেছে তারচেয়ে অনেক বেশি নিপুণ এখানকার কারিগর। খোয়াড়ের গরুগুলোও স্বাস্থ্যবান এবং বিশাল। আগুনে তাদের চামড়া চকচক করে এবং শিংগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম।

আগুনের কাছ থেকে বেশ কয়েকজন নারী পুরুষ আগন্তুককে দেখার জন্য উঠে আসে। লোকগুলোর *শুকাস* অনেক উন্নতমানের এবং মহিলাদের গায়ে দামী পুঁতি আর গজদন্তের মূল্যবান সুন্দর অলঙ্কার। কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটা সমৃদ্ধ গ্রাম। লিওনের *মুশিলার* চারপাশে জড়ো হয়ে সবাই তাকে প্রশ্ন করতে থাকে এবং যুবতীদের কেউ কেউ আব্রু ভেঙে তার মুখে হাত বুলায় এবং তার জীর্ণ কাপড় টেনে দেখে। মাসাই রমণীরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তাদের পক্ষপাত কখনও গোপন করার চেষ্টা করে না।

সহসা চারপাশের লোকদের কণ্ঠস্বর নিরব হয়ে যায়। কুঁড়েঘর থেকে এক রাজোচিত নারীমূর্তি তাদের দিকে হেঁটে আসে। গ্রামবাসীরা সরে তার জন্য সরু রাস্তা করে দেয় এবং সে সোজা *মুশিলার* দিকে হেঁটে আসে। তার দু'পাশে দু'জন দাসী মশাল বহন করছে। লিওনের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে তার লম্বা মাতৃসুলভ অবয়ব মশালের সোনালী আলোয় রাঙিয়ে তুলে। বাতাসে মাঠের ঘাস যেমন নুইয়ে যায় ঠিক সেভাবে গ্রামবাসীরা অভিবাদন জানায় এবং তাদের মাঝে দিয়ে তিনি অতিক্রম করলে পেছনে ভক্তি আর সম্ভ্রম সুলভ ফিসফিস আলাপচারিতা শোনা যায়।

'লুসিমা!' তারা ফিসফিস করে বলে এবং মৃদু তালি দেবার ফাঁকে তার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। লিওন অনেক কষ্টে *মুশিলা* থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। সে ঠিক তার সামনে এসে থামে এবং কালো সম্মোহনী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আমি তোমাকে দেখছি, লুসিমা,' সে তাকে সম্ভাষণ জানায় কিন্তু অনেকক্ষণ বোঝা যায় না সে কথাটা শুনেছে কিনা। সে লম্বায় প্রায় তারই সমান। ধূমায়িত মধুর মত তার

গায়ের রঙ, মশালের আলোয় উজ্জ্বল আর নিভাঁজ। সে যদি সত্যি সত্যিই ম্যানইয়রোর মা হয়ে থাকে তবে তার বয়স নিশ্চিতভাবেই পঞ্চাশের অনেক উপরে কিন্তু তাকে বিশ বছর কম বয়স মনে হয়। তার নিরাভরন স্তন সুঠাম আর গোলাকার। তার উল্কি আঁকা পেটে বয়স বা সন্তান প্রসব কোনো দাগ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। তার নিখুঁত নিওলিটিক দেহকাঠামো লক্ষণীয় এবং তার কালো চোখের দৃষ্টি এতটাই ধারালো যে সেটা মনে হয় তার মনের গোপন স্থানে অনায়াসেই পৌঁছে যায়।

'নিডিও,' সে প্রত্যুত্তরে বলে। 'হ্যাঁ। আমি লুসিমা। আমি তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। নিওম্বি থেকে তোমাদের নৈশ পদযাত্রার প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল।' লিওন হাফ ছেড়ে বাঁচে যে তিনি মাআআ ছাড়া কিসওয়াহিলিও জানেন। তাদের ভিতরে কথাবার্তা বলা এখন বেশ সহজ হবে। কিন্তু তার কথার অর্থ সে বুঝতে পারে না। সে কিভাবে জানলো যে তারা নিওম্বি থেকে আসছে? অবশ্য ম্যানইয়রো জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলে থাকলে সেটা আলাদা কথা।

'ম্যানইয়রো আমার কাছে আসার পর থেকে কোনো কথা বলেনি। সে এখনও ছায়ার দেশের গভীরে বিচরণ করছে,' লুসিমা তাকে আশ্বস্ত করে।

সে বেকুব মানে। তার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর সে এমনভাবে দিলো যেন কথাটা সে শুনতে পেয়েছে।

'আমি তোমার সাথে ছিলাম, তোমাকে আগলে ছিলাম,' সে পুনরাবৃত্তি করে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে কথাটা বিশ্বাস করে। 'আমি দেখেছি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে এনেছো এবং আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছো। এই কাজের জন্য তুমিও আমার আরেক সন্তানে পরিণত হয়েছো।' সে তার হাত ধরে। তার স্পর্শ শীতল এবং হাড়ের মত শক্ত। 'এসো, তোমার পা আমাকে দেখাও।'

'ম্যানইয়রো কোথায়?' লিওন জানতে চায়। তুমি বললে সে বেঁচে আছে কিন্তু এযাত্রা কি সে টিকতে পারবে?'

'সে আঘাত পেয়েছে এবং তার রক্তে শয়তানের আনাগোনা। খুব শক্ত লড়াই হবে, এবং ফলাফল কি হবে বলা যায় না।'

'আমি তাকে দেখতে চাই,' লিওন অনুরোধের সুরে বলে।

'আমি তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু সে এখন ঘুমিয়ে আছে। সামনের পরীক্ষার জন্য তাকে শক্তি ফিরে পেতে হবে। দিনের আলো ছাড়া আমি তার তীরের ফলা বের করতে পারব না। তখন একজন শক্তিশালী লোকের সাহায্য আমার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোমারও বিশ্রাম প্রয়োজন, তোমার অমিত শক্তিরও তো একটা সীমা আছে। পরে আমাদের ওটা দরকার হবে।'

সে তাকে কুঁড়েঘরগুলোর একটাতে নিয়ে যায় এবং সে নিচু প্রবেশ পথ দিয়ে ঝুঁকে ভিতরের ধোঁয়াটে মৃদু আলোয় প্রবেশ করে। লুসিমা তাকে দূরের দেয়ালের কাছে বানরের চামড়ার গালিচার স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করে। সে গিয়ে একটা টেনে নিয়ে নরম

লোমের উপর আরাম করে বসে। লুসিমা তার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে এবং পা থেকে ন্যাকড়াগুলো সরায়। সে যখন এটা নিয়ে ব্যস্ত তার ভৃত্য মেয়েরা তখন কুঁড়েঘরের মাঝে রান্নার আগুনের উপরে দাঁড়ান তেপায়া পাত্রে ঔষধি তৃণলতার একটা মিশ্রণ প্রস্তুত করে। লিওন জানে কোনো দূর্বল গোত্র থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে এবং নাম যাই হোক তারা আসলে কৃতদাস। মাসাইরা তাদের প্রয়োজনমত গরু, মেয়ে তুলে নিয়ে আসে, অন্য গোত্র প্রতিবাদের কথা চিন্তাও করে না।

পাত্রের মিশ্রণ প্রস্তুত হলে মেয়েরা পাত্রটা লিওন যেখানে বসে আছে সেখানে নিয়ে আসে। লুসিমা তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখে এবং আরেকটা লাউয়ের পাত্র থেকে কটু গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা তরল যোগ করে। তারপরে সে তার দুই পা একবার একবার করে তাতে ডোবায়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পুরো শক্তি ব্যবহার করে সে চিৎকার করে ওঠা ঠেকায়, কারণ তরলটা বোধহয় মাত্র ফুটিয়ে নামান হয়েছে এবং লতাগুল্মগুলোর রস ঝাঁঝালো এবং ক্ষারীয়। তিন রমণী তার প্রতিক্রিয়া মনোযোগ সহকারে দেখে এবং নিজেদের ভিতরে অনুমোদনের দৃষ্টি বিনিময় করে যখন সে একটা নির্বিকার অভিব্যক্তি আর দার্শনিকসুলভ নিরবতা বজায় রাখে। লুসিমা তার পা একবারে একটা করে তুলে আনে এবং তারপরে মোটা কাপড়ের ফালি দিয়ে তাদের মুড়ে দেয়। 'এখন তুমি খেয়ে একটা ঘুম দেবে,' সে বলে এবং মেয়েদের একজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লে সে একটা লাউয়ের পাত্র নিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে বসে দু'হাত দিয়ে ভক্তি সহকারে এগিয়ে দেয়। লিওন পাত্রের উপাদানগুলোর এক ঝলক গন্ধ পায়। একটা মাসাই শক্তিবর্ধক- লিওন সেটা ফিরিয়ে দেবার কথা কল্পনাতেও আনে না। সেটা করলে তার গৃহকর্তাকে অপমান করা হবে। সে নিজেকে শক্ত করে এবং পাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে আসে।

'টাটকা বানান হয়েছে,' লুসিমা তাকে আশ্বস্ত করে। 'আমি নিজের হাতে মিশিয়েছি। এটা তোমার শক্তি ফিরিয়ে দেবে আর পায়ের ক্ষতও দ্রুত নিরাময় করবে।

সে এক ঢোক মুখে দেয় এবং তার পেট জবাব দিয়ে দিতে চায়। পানীয়টা উষ্ণ কিন্তু মুশকিল উপাদান নিয়ে। ষাড়ের তাজা রক্তের সাথে মেশান দুধ তার গলার ভেতরে মসৃণ জেলীর মত একটা প্রলেপ ফেলে দেয়। সে পাত্র খালি না হওয়া পর্যন্ত ঢোক গিলা বন্ধ করে না। তারপরে সে পাত্রটা নামিয়ে রাখে এবং বজ্রপাতের মত শব্দ করে উদগার তুলে। দাসী মেয়ে দুটি আনন্দে কথা বলে উঠে, এমনকি লুসিমা পর্যন্ত হেসে ফেলে।

'শয়তান তোমার পেট থেকে উবে গেল,' সম্মতির সুরে সে বলে। 'এখন তুমি অবশ্যই ঘুমাতে যাবে। 'সে তাকে জোর করে গালিচার উপরে শুইয়ে দেয় এবং আরেকটা দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়। সীসার মত ভারী চোখের পাতা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে আসে।

সে আবার যখন চোখ খুলে তখন সকালের সূর্যের আলো কুঁড়েঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। লইকত দরজার কাছে সরদলের পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে লিওনের জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে নড়তে দেখে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে। সে দ্রুত তার কাছে এগিয়ে আসে এবং পায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে প্রশ্ন করে।

'এখনই ঠিক বলা যাবে না,' লিওন উত্তর দেয়। তার শরীরের প্রতিটা মাংসপেশী আড়ষ্ঠ হয়ে থাকলেও মাথা চমৎকার কাজ করছে। সে উঠে বসে পায়ের ব্যান্ডেজ খুলতে থাকে। সে অবাক হয়ে দেখে যে ফোলা আর ব্যথা অনেকটাই কমে গেছে।

'ড. লুসিমা শেয়ালের তেল,' সে দেঁতো হেসে বলে। ম্যানইয়রোর কথা মনে পড়ার আগ পর্যন্ত সে খোশমেজাজেই থাকে।

সে দ্রুত পায়ের ব্যান্ডেজ বাধে, এবং দরজার বাইরে রাখা পানিভার্তি মাটির পাত্রের দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যায়। সে তার শার্টের বাকি যা টিকে ছিল তা খুলে ফেলে এবং মুখ আর চুল থেকে ধুলো ঘামের আস্তরণ পরিষ্কার করে। সে পানি থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে অর্ধেক গ্রাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তার চারপাশে বৃত্তাকারে বসে রয়েছে, তার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি গভীর পর্যবেক্ষণ করছে।

'ভদ্রমহিলাগণ,' মেয়েদের সে সম্ভাষণ জানায়। 'আমি একটু হাল্কা হতে চাই। পদ্ধতিটা পর্যবেক্ষনের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারছি না।' সে লইকতের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজার দিকে হেঁটে যায়।

সে ফিরে এসে দেখতে পায় লুসিমা তার জন্য অপেক্ষা করছে। 'এসো,' সে আদেশের ভঙ্গিতে বলে। 'আরম্ভ করার সময় হয়েছে।' তার পাশের কুঁড়েঘরে তাকে নিয়ে সে ঢুকে। বাইরের প্রখর সূর্যালোক থেকে এসে ভেতরটা অন্ধকার মনে হয় এবং তার চোখ ধাতস্থ হতে একটু সময় নেয়। আগুনে কাঠ পোড়ার গন্ধে ভিতরের বাতাস ভারী হয়ে আছে এবং আরেকটা সূক্ষ্ম গন্ধ, ঘাম আর মাংসে পচন ধরার বীভৎস গন্ধ তার সাথে মিশে আছে। আগুনের পাশে একটা বাঁদরের চামড়ার গালিচায় ম্যানইয়রো উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে যায়। তার মনে আশঙ্কার ডাকতে শুরু করেছে। ম্যানইয়রো মৃতের মত পড়ে আছে, তার গায়ের চামড়া স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়েছে। আগুনে রান্নার পরে রান্নার পাত্রের নিচে জমে থাকা কালির গুঁড়ার মত রঙ হয়েছে। পিঠের মাংসপেশী দেখে মনে যেন হবে সমস্ত শক্তি হারিয়েছে। তার মাথা একপাশে কাত করা চোখ দুটো অক্ষিকোটরের ভিতরে বসে গেছে। আধ খোলা চোখের পাতার পেছনে তাদের নদীর তীরে কুড়িয়ে পাওয়া কোয়ার্টজের গোলাকার নুড়ির মত দেখায়। হাঁটুর উপরের অংশ ভীষণ ফুলে রয়েছে এবং ভাঙা তীরের চারপাশ দিয়ে বের হয়ে আসা পূঁজের গন্ধে কুঁড়েঘরের ভিতরের বাতাস ভারী হয়ে আছে।

লুসিমা হাততালি দিতে চারজন লোক এসে হাজির হয়। তারা ম্যানইয়রোর স্ট্রেচারের চারকোণা ধরে সেটা বাইরে নিয়ে এসে খোঁয়াড়ের খোলা জায়গার ঠিক মাঝে

দাঁড়িয়ে থাকা মুকুউ গাছের ছায়ায় নিয়ে আসে। তারা তাকে সেখানে নামিয়ে রাখলে, লুসিমা তার আলখাল্লা খুলে ফেলে অনাবৃত বুকে তার পাশে দাঁড়ায়। সে মৃদুকণ্ঠে লিওনের উদ্দেশ্যে বলে: 'তীরের ফলা যে পথে ঢুকেছে সেপথে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আমাকে এটা উল্টোদিক দিয়ে বের করতে হবে। ঘাটা পেকে গেছে। গন্ধ পাচ্ছ না। তারপরেও সে তীরের ফলা সহজে বের করতে দেবে না।' দাসীদের একজন তার হাতে গণ্ডারের খড়গের বাঁটযুক্ত একটা ছোট চাকু ধরিয়ে দেয়, অন্যজন একটা মাটির আগুনপাত্র এনে, তার মাথার চারপাশে ঘুরাতে থাকে, কয়লাগুলো গনগনে করে তুলতে। কয়লাগুলো লাল হয়ে উঠলে সে সেটা তার মনিবের সামনে রেখে দেয়। লুসিমা চাকুর ফলাটা আগুনের উপরে রেখে ধীরে ধীরে নাড়াতে থাকে যতক্ষণ না পাতটা লাল হয়ে উঠে। তারপরে সে সেটা আরেকটা পাত্রে ডোবায়, গন্ধে মনে হয় লিওনের পাও সে এই তরল দিয়েই চিকিৎসা করেছিল। পাত্রের তরলে বুদবুদ উঠলে মনে হয় ধাতু শীতল হয়েছে।

চাকুটা একহাতে ধরে লুসিমা তার ছেলের পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। কুঁড়েঘর থেকে যে চারজন *মোরানি* তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে লুসিমার সাথে তাদের দু'জন ম্যানইয়রোর মাথার কাছে, বাকি দু'জন পায়ের কাছে বসে। সে শান্তভাবে লিওনের দিকে তাকিয়ে তাকে বলে 'তুমি এটা আর ওটা. করবে।' সে তাকে বিশদভাবে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। 'তুমি যদিও আমাদের ভিতরে সবচেয়ে শক্তিশালী কিন্তু এটা তোমার পুরো শক্তি নিংড়ে নেবে। তার মাংসের ভিতরে তীরের ফলাটা বেশ জাঁকিয়ে আটকে আছে।' সে এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার সন্তান, আমার কথা বুঝতে পেরেছো?'

'বুঝতে পেরেছি, মা।' সে এবার তার কোমরের কাছে ঝোলান একটা চামড়ার থলি খুলে সেটার ভিতর থেকে একটা পাতলা সাদা সুতোর গুটি বের করে। 'এই সুতোটা তুমি ব্যবহার করবে।' সে তার হাতে সুতাটা দেয়। 'চিতাবাঘের ক্ষুদ্রান্ত দিয়ে এটা নিজেই তৈরি করেছি। বেশ শক্ত। এর চেয়ে শক্ত সুতো আর হয় না।' সে আবার তার থলির ভিতরে হাত ঢুকায়। এবার হাতির মোটা চামড়ার একটা বড় টুকরো বের করে। সে আলতো করে ম্যানইয়রোর মুখটা হা করায় এবং চোয়ালের মাঝে চামড়ার টুকরাটা রেখে বিড়ালের ক্ষুদ্রান্ত দিয়ে তৈরি একটা দড়ির টুকরো দিয়ে সেটা পেচিয়ে দেয় যাতে ম্যানইয়রো হাতির চামড়াটা বের করে ফেলতে না পারে।

'ব্যথা চরমে পৌঁছালে দাঁতভাঙার হাত থেকে এটা তাকে বাঁচাবে,' সে ব্যাখ্যা করে।

লিওন মাথা ঝাঁকায় কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে মুখ বাধার অর্থ আসলে ছেলে চিৎকার করে উঠে যেন মায়ের মর্যাদা ধূলিস্যাৎ করতে না পারে।

'তাকে চিত করে শোয়াও,' লুসিমা চার *মোরানি*কে বলে, 'কিন্তু খুব আস্তে করে।' তারা ম্যানইয়রোকে চিৎ করাবার সময়ে তীরের মাথাটা সে আগলে রাখে যাতে বাদরের

চামড়ার গালিচায় সেটা আটকে না যায়। তারপরে সে কাঠের দুটো টুকরো পায়ের নিচে জখমের দু'পাশে রাখে মাটি থেকে উপরে আর একটা শক্ত ভিতের উপরে সেটা স্থাপন করতে। 'তাকে এবার শক্ত করে চেপে ধর,' *মোরানি*দের উদ্দেশ্যে সে বলে।

সে এবার পায়ের আহত জায়গার পাশে নিজে ভালো করে বসে এবং দুহাত ক্ষতস্থানের উপরে রাখে। সতর্কতার সাথে সে ম্যানইয়রোর ঊরুর সামনের অংশ স্পর্শ করে এবং গরম ফুলে থাকা চামড়ার নিচে তীরের মাথার অবস্থান অনুভব করে। সে খড়গের বাঁটযুক্ত চাকুটা ঠিক স্থানে এনে মাআআতে একটা মন্ত্র আওড়াতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে একঘেয়ে ভঙ্গিতে ম্যানইয়রো মাথা নাড়তে থাকে এবং তারপরে মুখে গোজা চামড়ার পাশ দিয়ে তার মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসে।

হঠাৎ, মন্ত্রপাঠে কোনো ধরণের ছেদ না ফেলে, লুসিমা চাকুর ফলাটা সজোরে চামড়ায় প্রবেশ করায়। কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই সেটা কালো মাংসপেশীর অভ্যন্তরে গেঁথে যায়। ম্যানইয়রো শক্ত হয়ে যায় তার দেহের সব মাংসপেশী ফুলে উঠে। চাকুর ফলা তীরের ধাতব মাথায় ঘষা খায় এবং খুলে যাওয়া ক্ষতস্থান থেকে পূঁজ বের হয়ে আসে। লুসিমা এবার চাকুটা নামিয়ে রেখে ক্ষতস্থানের দু'পাশে চাপ দেয়। তীরের তীক্ষ্ণ মাথা ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে আসে এবং সেই সাথে বাঁকান কাঁটার প্রথম সাড়ি দেখা যায়।

ধরা পড়া অসংখ্য নানদি অস্ত্র লিওন আগে দেখেছে বলে তীরের ফলার অপ্রচলিত গড়ন দেখে সে অবাক হয় না। লুসিমার কড়ে আঙ্গুলের মত মোটা একটা লোহার পাত্রের পা দিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছে। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ফরাসী নাইটদের বিরুদ্ধে মধ্যযুগে ইংলিশ তীরন্দাজের দল যে ধরনের তীর ব্যবহার করত সে রকম একটা বড় কাঁটা এতে নেই, হাতি মারতে গভীরে গেঁথে যাবার জন্য সেটাকে তৈরি করা হয়েছে। মাংসের গভীরে ঢুকে যাবার জন্য কয়েকসারি ক্ষুদ্র খাঁজ রয়েছে। কোনোটাই মাছের ছোট কাঁশের চেয়ে বড় না। কিন্তু সংখ্যায় অসংখ্য আর পিছনের দিকে বেঁকে থাকার কারণে তীর যেদিকে প্রবেশ করেছে সেদিক দিয়ে সেটা টেনে বের করা অসম্ভব।

'তাড়াতাড়ি করো,' লুসিমা লিওনকে বলে। বেঁধে ফেলো এটা!'

সে চিতার ক্ষুদ্রান্তের সুতায় ফসকা গেরো তৈরি করে প্রস্তুত ছিল এবং ফলার মাথায় প্রথম সারি খাঁজের পেছনে সেটা কেবল গলিয়ে দেয়। 'আমার কাজ শেষ,' গেরোটা শক্ত করে এঁটে দিয়ে সে বলে।

'বরখন ওকে শক্ত করে ধর। নড়তে যেন না পারে আর সুতোটা পাকাতে থাক নাহলে খাঁজের ধারে লেগে কেটে যাবে,' লুসিমা *মোরানিদের* সতর্ক করে দিয়ে বলে। তারা তাদের মিলিত ওজন দিয়ে ম্যানইয়রোর নিথর শরীর চেপে ধরে।

'টানো,' লুসিমা লিওনকে অনুরোধ করে, 'বাছা, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে টানো। এই অশুভ জিনিসটা তার শরীর থেকে বের করো।'

লিওন চিতাবাঘের ক্ষুদ্রান্ত দিয়ে তৈরি সুতাটা নিজের কব্জিতে তিনবার জড়িয়ে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে। সে পাতলা সুতোটায় তার ডান হাতের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ

করার সাথে সাথে লুসিমা আবার মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে। সে সতর্ক থাকে ব্লেডের মত ধারাল খাঁজে যেন স্পর্শ না করে বা ঝাকি না খায়। ধীরে ধীরে সে সুতার উপরে চাপ বৃদ্ধি করে। সে টের পায় সুতোটা সামান্য প্রসারিত হয় কিন্তু তীরের ফলার ভিতরে কোনো হেলদোল দেখা যায় না, সেটা অনড় থাকে। অন্য হাতের কব্জিতে এবার আরেকটা পাক দেয় সে সুতোটা এবং নড়তে থাকে যতক্ষণ না তার কাঁধ তীরের ফলার প্রবেশ পথের সাথে সমকোণে না আসে। সে আবার টানতে থাকে। এবার দু'হাতে, হাতের তালুতে সুতো মাংস কেটে বসে গেলেও সে সেটা পাত্তা দেয় না। ছেঁড়া শার্টের নিচে তার শরীরের মাংসপেশী ভাগ ভাগ হয়ে ফুলে উঠে। তার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয় এবং গলার চারপাশের রগ ফুলে উঠে।

'টানো,' লুসিমা ফিসফিস করে বলে, 'আর মহান মকুবা মকুবা, মহানদের মাঝে মহান দেবতা তোমার বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত করুন।'

ম্যানইয়রো এতক্ষণে কাটা মাছের মত দাপাতে শুরু করেছে। চারজনও তাকে চেপে রাখতে পারছে না। মুখে গোজা হাতির চামড়ার চারপাশ দিয়ে গভীর উচ্চকিত শব্দ বের হয় এবং রক্তজমা, বুনো চোখ দুটো বিস্ফারিত যেন অক্ষিকোটরের ভিতরে থেকে বের হয়ে আসবে। আটকান তীরের মাথা ফাঁক হওয়া ফুলে উঠা চামড়া সাথে করে উপরে উঠে আসে কিন্তু ফলার খাঁজ তখনও শব্দ করে আচকে থাকে।

'টানো!' লুসিমা অনুনয়ের কণ্ঠে বলে। 'তোমার গায়ে সিংহের শক্তি। এটা ম'বোগোর শক্তি মহান বুনো মোষ।'

তীরের ফলা এবার একটু নড়ে। একটা মৃদু, ছেড়ার শব্দে দ্বিতীয় সারির খাঁজ বের হয় তারপরে তৃতীয় সারি। অবশেষে দু' ইঞ্চি লম্বা কালো জঙধরা ধাতুর টুকরোটা ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসে। লিওন শেষ টান দেবার আগে একটু থেমে শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। তারপরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে যতক্ষণ না চোয়াল ফুলে উঠে এবং আবার টান দেয়। আরেক ইঞ্চি লোহার টুকরো যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হয়ে আসে। তার পেছন পেছন কালো দূষিত রক্ত আর গোলাপি পূজের একটা স্রোত দেখা দেয়। দুর্গন্ধে এমনকি লুসিমা পর্যন্ত শিউরে উঠে কিন্তু রক্তপূঁজের মিশ্রণ আপাতদৃষ্টিতে তীরের ফলাকে পিচ্ছিল করে দেয় যা এখন ক্ষতস্থানের বাইরে কোনো অশুভ বস্তুপিণ্ড ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

লিওন পিছিয়ে এসে এবং আতঙ্কিত চোখে তার ধ্বংসযজ্ঞের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো মুখের মত ক্ষতস্থানটা মুখ ব্যাদান করে রয়েছে, রক্ত আর পূঁজ ছেড়ে যাওয়া মাংসপেশী থেকে বেরিয়ে আসছে। যন্ত্রণাসহ্য করতে না পেরে ম্যানইয়রো হাতির চামড়া চিবিয়ে নিজের জিহ্বা কামড়ে বসেছে। তাজা রক্ত তার চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে নামে। সে এখন পাগলের মত ছটফট করছে আর *মোরানি*র দল তাদের সর্বশক্তি আর ওজন দিয়ে তাকে চেপে ধরে রেখেছে।

'ম'বোগো পা শক্ত করে ধরে রাখো,' লুসিমা লিওনকে বলে। তার এক দাসী ক্লিপস্প্রিংগার এ্যান্টিলোপের একটা লম্বা পাতলা শিং এনে দেয়, যা একটা অমসৃণ

ফানেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সে ফানেলের তীক্ষ্ণ প্রান্ত ক্ষতস্থানের গভীরে প্রবেশ করালে ম্যানইয়রোর ধস্তাধস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হয়। মেয়েদের একজন লুসিমার ঠোঁটের কাছে একটা পাত্র ধরলে তাতে রক্ষিত তরল পদার্থ লুসিমা মুখে নেয়। কয়েক ফোঁটা তার চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়লে গন্ধ শুঁকে লিওন বুঝতে পারে রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য ব্যবহৃত কোনো একটা তরল। লুসিমা ফানেলের প্রশস্ত প্রান্তে মুখটা রেখে বংশীবাদকের অনুকরণে নিজের মুখস্থিত তরল ক্ষতস্থানের গভীরে প্রবেশ করায়। আরেকবার মুখ ভর্তি করে নিয়ে সে একই কাজ করে। ক্ষতমুখ দিয়ে বাড়তি তরল বুদবুদের সাথে বের হয়ে আসে দূষিত রক্ত এবং অন্যান্য পদার্থও সাথে বের হয়ে আসে।

'তাকে এবার উপুড় কর,' *মোরানি*দের সে আদেশ দেয়। ম্যানইয়রো আপত্তি জানালেও তারা তাকে পেটের উপরে উপুড় করলে লিওন তার পিঠে চেপে বসে নিজের সমস্ত ওজন দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। লুসিমা এবার তীরের প্রবেশ পথে শিংটা প্রবেশ করায় এবং পেকে উঠা মাংসপেশীর গভীরে তরল পদার্থের মিশ্রণটা প্রবেশ করায়।

'অনেক হয়েছে,' অবশেষে সে বলে। 'বিষ আমি ধুয়ে বের করে এনেছি।' সে শিংটা পাশে সরিয়ে রেখে শুকনো লতাগুল্মের আস্তরণ ক্ষতস্থানের মুখে স্থাপন করে এবং মোটা কাপড়ের ফালি দিয়ে তাদের শক্ত করে বেধে দেয়। ম্যানইয়রোর ধস্তাধস্তি এই পর্যায়ে কমে আসে এবং সে মরার মত ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

'আমাদের কাজ শেষ। আমি এর বেশি আর কিছু করতে পারতাম না,' সে বলে। 'এখন পুরো ব্যাপারটা পূর্বপুরুষদের দেবতা আর অন্ধকারের অশুভ শক্তির উপরে নির্ভর করছে। তিনদিনের ভিতরে আমরা ফলাফল জানতে পারব। তাকে এবার তার কুঁড়েঘরে নিয়ে যাও।' সে লিওনের দিকে মুখ তুলে তাকায়। 'ম'বোগো তুমি আর পর্যায়ক্রমে তার শিয়রে বসে থেকে এই আসন্ন লড়াইয়ে তাকে শক্তি যোগাবে।'

পরবর্তী দিনগুলোতে একটা অনিশ্চয়তার মাঝে ঝুলতে থাকে ম্যানইয়রো। মাঝে মাঝে সে এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে যে লিওন তার বুকে মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চিত হয় যে সে বেঁচে আছে। অন্যসময় সে বিছানায় হাঁসফাঁস করে, মোচড়ায়, ঘামে সারা শরীর তার ভিজে যায়, জ্বরে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে। লুসিমা আর লিওন তার শিয়রের দু'পাশে বসে থাকে, অদম্য কাঁপুনিতে নিজের কোনো ক্ষতি করে ফেলার হাত থেকে তাকে বিরত রাখে। এসময় রাতগুলো দীর্ঘ মনে হয় এবং তারা কেউই একফোঁটাও ঘুমায় না। ঘরে জ্বলতে থাকা আগুনে বসে নিচু স্বরে তারা নিজেদের ভিতরে কথা বলতে থাকে।

'আমার মনে হয় তোমার সঙ্গীসাথীদের মত সাগরে অবস্থিত কোনো দূরবর্তী দ্বীপে তোমার জন্ম হয়নি, তোমার জন্ম হয়েছে এই আফ্রিকার বুকে,' লুসিমা তাকে বলে। লিওন এখন আর তার এই অপার্থিব উপলব্ধি ক্ষমতায় অবাক হয় না। সে উত্তরও সাথে

সাথে দেয় না এবং লুসিমা বলতে থাকে,' একটা বিশাল নদীর উত্তর তীরের কোথাও তোমার জন্ম হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সে বলে। 'তুমি ঠিকই বলেছো। জায়গাটার নাম কায়রো আর নদীটা হল নীল নদ।'

'তুমি এই ভূমির সন্তান এবং তুমি কখনও এই স্থান ত্যাগ করে কোথাও যাবে না।'

'আমি কখনও সে কথা চিন্তাও করি না,' সে উত্তর সেয়। সে সামনে এগিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করে এবং কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে চুপ থাকে। 'আমি তোমার মাকে দেখতে পাচ্ছি,' সে বলে। 'খুবই বিবেচক এক মহিলা। তোমাদের দু'জনে আত্মার দিক দিয়ে খুব কাছাকাছি। সে চায়নি যে তুমি তাকে ছেড়ে চলে আস।'

লিওনের চোখে খেদের কালো ছায়া নেমে আসে।

'আমি তোমার বাবাকেও দেখছি। তার জন্যই তুমি তোমার মাকে ছেড়ে চলে এসেছো।'

'সে আমার সাথে ছোট ছেলের মত আচরণ করতো। আমি করতে চাই না এমন কাজ সে আমাকে দিয়ে জোর করে করাতে চাইতো। আমি করতে অস্বীকার করতাম। সে আমার সাথে ঝগড়া করে গিয়ে মায়ের সাথে অশান্তি করতো।'

'সে তোমাকে কি করতে বলতো?' উত্তরটা ইতিমধ্যে জানে এমন একটা ভঙ্গিতে লুসিমা জানতে চায়।

'আমার বাবা ছিল অর্থের পিশাচ। অর্থ ছাড়া বাকী সবকিছু, তার স্ত্রী কিংবা তার সন্তান ছিল তার কাছে মূল্যহীন। তিনি ছিলেন একজন নির্দয় মানুষ, আর আমি তাকে পছন্দ করতাম না। আমার মনে হয় আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি তাকে ভক্তি করি না। তিনি চাইতেন আমি তার সাথে কাজ করি, তিনি যা করেন আমিও তাই করি। সেটা ছিল একটা নিরানন্দ, হতাশাময় জীবনের হাতছানি।'

'আর তুমি বাসা ছেড়ে পালিয়ে এলে।'

'আমি মোটেই পালাইনি। আমি হেঁটে চলে এসেছি।'

'তুমি কি করতে চাও জীবনে?' লুসিমা জানতে চায়।

তাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। 'সত্যি কথা বলতে, আমি নিজেও সেটা জানি না, লুসিমা মা।'

'তুমি সেটা এখনও খুঁজে পাওনি,' সে জানতে চায়।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ে। তারপরে সে ভ্যারিটি ও'হার্নার কথা ভাবে, 'হয়তো,' সে বলে। 'হয়তো আমি কাউকে খুঁজে পেয়েছি।'

'না। তুমি যে মেয়েটার কথা ভাবছো সে না। সে আরও অনেক মেয়ের ভিতরে একজন মাত্র।'

নিজেকে সামলাবার আগেই সে প্রশ্নটা করে বসে: 'তুমি কিভাবে তার কথা জানো?' তারপরে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়: 'অবশ্যই। তুমি নিশ্চয়ই সেখানে ছিলে। এবং তুমি আরও অনেক কিছুই জানো।'

সে মুচকি হাসে, এবং অনেকক্ষণ তারা কোনো কথা বলে না। একটা উষ্ণ, সুখপ্রদ নিরবতা। সে তার সাথে একটা অদ্ভুত বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে বুঝতে পারে, এমন একটা নৈকট্য যেন সে আসলেই তার জন্মদাত্রী মাতা।

'আমি এখন যা করছি এটা করতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না,' সে অবশেষে বলে।

এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে সে ভাবেনি, কিন্তু কথাটা বলার সময়ে সে বুঝতে পারে এটাই সত্যি।

'সৈনিক হবার কারণে তোমার যেটা ইচ্ছে করে তুমি সেটা করতে পার না,' সে সম্মতি জানায়। 'বুড়ো মানুষটার আদেশ তোমার শোনা উচিত।'

'তুমি বুঝতে পারবে,' সে বলে। 'আমি চিনি না এমন লোকদের তাড়া করে হত্যা করার ব্যাপারটা আমার একেবারেই পছন্দ হয় না।'

'ম'বোগো, তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে পথ দেখাই?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।'

সে এরপরে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলে লিওনই আবার কথা শুরু করার চেষ্টা করতে যায়। তখন সে খেয়াল করে লুসিমার চোখ দুটো বড়বড় হয়ে আছে কিন্তু মণিটা মাথার ভিতরে উল্টে ঢুকে যাওয়াতে আগুনের আলোয় কেবল সাদা অংশটা দেখা যায়। একটা ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে সে তার পশ্চাদ্‌দেশের উপরে বসে দুলছে এবং কিছুক্ষণ পরে সে কথা বলতে শুরু করে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর এখন নিচু, ঘড়ঘড়ে একঘেয়ে শোনায়। 'দু'জন লোক আছে। এদের ভিতরে কেউই তোমার বাবা না, কিন্তু দুজনেই বাবার চেয়ে বেশি আপন তোমার,' সে বলে। 'আরেকটা রাস্তা আছে। তোমার উচিত মহান ধূসর মানুষদের রাস্তা অনুসরণ করা যারা মানুষ না। হাঁপানী রোগীর মত লম্বা শনশনে ভঙ্গিতে সে শ্বাস নেয়। 'বন্য জন্তুর গোপন পথ চিনতে শেখো এবং অন্য লোকেরা তোমাকে তোমার এই জ্ঞান আর প্রজ্ঞার কারণে সম্মান করবে। ক্ষমতাশীল লোকদের সাথে তোমার উঠাবসা হবে, আর তারা তোমাকে তাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করবে। তোমার জীবনে অনেক মেয়ে আসবে কিন্তু তাদের ভিতরে কেবল একজনই সবাইকে সরিয়ে টিকে থাকবে। আকাশের মেঘের ভিতর থেকে নেমে আসবে এই মেয়ে। অন্যদের মত তারও অনেক রূপ তুমি দেখবে।' সে কথা বন্ধ করে এবং তার কণ্ঠনালীতে শ্বাস আটকানোর মত একটা শব্দ হয়। এক অপার্থিব শিহরণে লিওন বুঝতে পারে যে সে এখন অতিপ্রাকৃত কথনরীতির সাথে যুদ্ধ করছে। অবশেষে সে নিজেকে ভীষণভাবে একটা ঝাঁকি দেয় এবং চোখ পিটপিট করে তাকায়। তার চোখের মণি আবার নিচে নেমে আসে এবং সে যখন তার মুখের দিকে তাকায় লিওন তার কালো মণি দেখতে পায়। 'আমি যা বলেছি, তার প্রতি গুরুত্ব দিও, সোনা,' সে মৃদুকণ্ঠে বলে। 'সিদ্ধান্ত নেবার সময় খুব শীঘ্রই আসবে তোমার জীবনে।'

'তুমি কি বলছো আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না।'

'সময়ে সব তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে,' সে তাকে আশ্বস্ত করে বলে। 'আমাকে যখনই তোমার দরকার হবে দেখবে আমি তোমার পাশেই আছি। আমি তোমার মা নই বটে, কিন্তু আমি তোমার মায়ের চেয়েও বড় কিছুতে পরিণত হয়েছি।'

'মা, তুমি শব্দসলুকের ভাষায় কথা বলছো,' সে অভিযোগের কণ্ঠে বলতে লুসিমা মমতাপূর্ণ কিন্তু হেয়ালীময় একটা হাসি হাসে।

সকালের দিকে ম্যানইয়রোর জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু তাকে খুব দুর্বল আর বিভ্রান্ত দেখায়। সে উঠে বসতে চায় কিন্তু তার সামর্থ্যে কুলায় না। সে ঝাপসা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'কি হয়েছিল? এটা কোন জায়গা?' তারপরে সে তার মাকে চিনতে পারে। 'মা, আমি কি সত্যি দেখছি? আমি ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি। আমি ঘোরের ভিতরে ছিলাম।'

'লনসোনইয় পাহাড়ের উপরে আমার *ম্যানইয়াতায়* তুমি নিরাপদে রয়েছো,' সে তাকে বলে। 'তোমার পা থেকে নানদিদের তীরটা আমরা বের করেছি।'

'তীর? হ্যাঁ, মনে পড়েছে. .নানদিরা?'

দাসী মেয়েদের একজন তাকে ষাড়ের রক্ত আর দুধ মিশ্রিত একপাত্র তরল এনে দিলে, সে বুভুক্ষের মত পান করে, কিছু তরল তার বুকে গড়িয়ে পড়ে। দম নেবার জন্য সে আবার শুয়ে পড়ে। তখনই, প্রথমবারের মত, কুঁড়েঘরের ভিতরের আধো অন্ধকারে লিওনকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকতে দেখে। 'বাওয়ানা!' এবার সে নিজে উঠে বসতে পারে। 'তুমি এখনও আমার সাথে আছো?'

'আমি এখানেই আছি,' লিওন নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে।

'কতদিন? আমরা নিওম্বি থেকে কবে এসেছি?'

'সাত।'

'নাইরোবি সদরদপ্তরের ওরা মনে করবে হয় তুমি মারা গেছ বা পালিয়েছো।' সে লিওনের শার্ট আঁকড়ে ধরে ভীষণভাবে ঝাকায়। 'বাওয়ানা তোমার সদরদপ্তরে একটা রিপোর্ট করা উচিত ছিল। আমার জন্য তুমি নিশ্চয়ই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে না।'

'তুমি হাঁটার মত সুস্থ হলে আমরা একসাথে নাইরোবি যাব।'

'না, বাওয়ানা, না। আপনার এখনই ফিরে যাওয়া উচিত। আপনি জানেন যে মেজর আপনার বন্ধু না। সে সমস্যা তৈরি করবে আপনার জন্য। আপনি এখনই যান আমি একটু সুস্থ হয়ে আপনাকে অনুসরণ করবো।'

'ম্যানইয়রো ঠিক কথাই বলেছে,' লুসিমা কথার মাঝে কথা বলে উঠে। 'এখানে থেকে তুমি আর কিছু সাহায্য করতে পারবে না। নাইরোবিতে তোমার প্রধানের কাছেই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।' লিওন সময়ে হিসাব গুলিয়ে ফেলেছে, কিন্তু এখন সে

অপরাধীচিত্তে অনুভব করে যে তিন সপ্তাহের বেশি হয়ে গেছে সে তার সদরদপ্তরের সাথে শেষ যোগাযোগ করেছে। 'লইকত তোমাকে রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। দেশের ঐ অংশটা সে ভালোই চেনে। তার সাথে যাও,' লুসিমা কণ্ঠে ব্যগ্রতা ফুটিয়ে বলে।

'আমি যাব,' সম্মতি জানিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। রওয়ানা হবার জন্য তার কোনো ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তার সাথে কোনো অস্ত্র বা কোন ধরনের ব্যাগ নেই, এবং পোষাক বলতে তার পরনের এই ছেঁড়া খাকি।

লুসিমা তাকে একটা মাসাই *সুকা* পরতে দেয়। 'তোমাকে এরচেয়ে বেশি সুরক্ষা দেবার সামর্থ্য আমার নেই। এটা তোমাকে সূর্য আর ঠাণ্ডা দুটো থেকেই রক্ষা করবে। নানদিরা লাল *সুকা* ভূতের মত ভয় পায়– এমনকি সিংহও এটা দেখলে উল্টো দিকে পালায়।'

'সিংহও?' হাসি চেপে লিওন বলে।

'সেটা সময় হলেই দেখতে পাবে।' লুসিমাও পাল্টা হেসে উত্তর দেয়।

সিদ্ধান্ত নেবার এক ঘন্টার ভিতরে সে আর লইকত বেরিয়ে পড়ে। গত বর্ষার সময়ে ছেলেটা তার বাবার গরুর পাল চড়াতে উত্তরের রেললাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এবং এলাকাটা সে ভালোই চেনে।

লিওনের পা জুতো পরার মত সুস্থ কেবল হয়েছে। সে লইকতের পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাহাড় থেকে নিচের সমভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পাদদেশে পৌঁছে জুতার ফিতা খুলে বাধার জন্য একটু থামে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে পাহাড়ের খাঁজের ধারে লুসিমা ক্ষুদ্র কিন্তু সন্দেহাতীত অবয়ব দেখা যায়। সে বিদায়ে ভঙ্গিতে এক হাত তুলে কিন্তু সে অঙ্গভঙ্গিটার মানে বুঝতে পারে না। তার বদলে সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং প্রান্তভাগ থেকে সরে যায়।

তার পা আরেকটু ধাতস্থ হতে সে আর দ্রুত লইকতকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। ছেলেটা তার গোত্রের লোকের মতই লম্বা, ছন্দোবদ্ধ পায়ে সমভূমির উপর দিয়ে হেঁটে যায়। হাঁটার সময়ে যাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে সে তার উপরেই রানিং কমেন্ট্রি করা শুরু করে দেয়। কিছুই তার উজ্জ্বল চোখের মণির দৃষ্টি এড়াতে পারে না যা তিনশ গজ দূরে ঘন কাঁটাঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা কুদু ষাঁড়ের ধুসর বায়বীয় রূপ নিমেষেই চিনতে পারে।

তারা যে সমতল ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সেখানে জীবন্ত প্রাণী গিজগিজ করছে। তাদের চারপাশে লাফালাফি করতে থাকা এ্যান্টিলোপকে লইকত পাত্তা দেয় না কিন্তু অন্য যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সে নিজের মন্তব্য জানাতে দ্বিধা করে না। ইত্যবসরে, ভাষার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকের কারণে লিওন মাআআর অনেক শব্দ আয়ত্ত করে নিয়েছে বলে ছেলেটার বকবকানি সে মোটামুটি ভালোই বুঝতে পারে।

লনসোনইয় পাহাড় থেকে রওয়ানা দেবার সময়ে তারা সাথে কোনো খাবার নেয়নি এবং লিওন একটু অবাকই হয়েছিল কিভাবে তারা এতটা পথ না খেয়ে পাড়ি দেবে চিন্তা করে, কিন্তু তার দুশ্চিন্তা না করলেও চলতো– লইকত বিচিত্র কিসিমের পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে যার ভিতরে রয়েছে ছোট পাখি, এবং তার ডিম, পঙ্গপাল আর অন্যান্য সব পোকা, বুনো ফল এবং মূল, একটা বনমোরগ যাকে সে ডানা ঝাপটিয়ে পালাবার সময় তার গরু চড়াবার লাঠির এক ঘায়েল করে এবং একটা ধেড়ে মনিটর গিরগিটি তৃণভূমির উপরে প্রায় আধমাইল দাবড়ে নিয়ে পিটিয়ে মারে। গিরগিটির মাংস খেতে মুরগীর মাংসের মতই লাগে এবং তিনদিন খেতে পারবে এত মাংস ছিল কিন্তু মুশকিল হল ততদিনে মাংসের টুকরোয় চিত্রাভ নীল ডুমো মাছি আর তার মোটা সাদা ছানা রীতিমত বসতি বানিয়ে ফেলে।

লিওন আর লইকত প্রতিরাতে একটা ছোট আগুনের পাশে ঘুমায়, সারা দেহ *শুকায়* আবৃত করে যা তাদের ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচায় এবং খুব ভোরে যাত্রা শুরু করে যখন আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। তৃতীয় দিন সকালে, সূর্য তখনও দিগন্তসীমার নিচে চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার লইকত হঠাৎ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চাশ গজ দূরে একটা চ্যাপ্টা মাথা এ্যাকাসিয়া গাছের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। 'হো, গরু হন্তারক, তোমাকে পেন্নাম যাই,' সে চিৎকার করে বলে।

'সে কে?' লিওন জানতে চায়।

'তুমি কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? ম'বোগো চোখ খোলো, তাকাও।' লইকত তার লাঠিটা দিয়ে আবার নির্দেশ করে। লিওন কেবল তখনই তাদের আর গাছের মাঝে খয়েরী ঘাসের ভিতরে দুটো ছোট কালো গোছা দেখতে পায়। গোছার একটা ঝাঁকি খায় আর পুরো দৃশ্যপট চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠে। লিওন একটা ধেড়ে সিংহের দিকে তাকিয়ে আছে, ঘাসের ভিতরে গুঁড়ি মেরে লম্বা হয়ে শুয়ে কৃপাহীন হলুদ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার গোলাকার কানের কালো উপরিভাগ ছিল গোছাটা এতক্ষণে বোঝা যায়।

'হা খোদা!' লিওন এক পা পিছিয়ে যায়।

লইকত হাসে। 'ব্যাটা জানে আমি মাসাই। আমি দাবাড় দিলে লেজ তুলে ভাগবে।' সে তার লাঠি আন্দোলিত করে। 'কিহে, বুড়ো খোকা, শীঘ্রই আমার দীক্ষাদানের দিন আসবে। তখন তোমার সাথে দেখা হবে, তখনই দেখা যাবে আমাদের ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ।' সাহসের পরীক্ষার কৃত্যানুষ্ঠানের কথা সে বোঝাতে চায়। পুরুষ বলে গণ্য হতে গেলে আর পছন্দের নারীর কুড়েঘরের সামনে বর্শা গাঁথার অধিকার পেতে হলে প্রত্যেক তরুণ *মোরানি*কে অবশ্যই সিংহের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে তার চওড়া ফলার *অ্যাসেগাই* দিয়ে তাকে মারতে হবে।

'গরু চোরের ওস্তাদ, আমাকে ভয় কর। আমাকে ভয় কর, কারণ আমার হাতেই তোমার মৃত্যু হবে!' লইকত তার লাঠিটা বর্শার মত তুলে ধরে এবং সিংহের দিকে

ছন্দোবদ্ধ পায়ে এগিয়ে যায়, তার পায়ে মারণ নাচের বোল। লিওন অবাক হয়ে দেখে সিংহটা উঠে দাঁড়ায়, ঠোঁট উল্টে ভয় দেখান গর্জন করে এবং তারপরে ঘাসের আড়ালে হারিয়ে যায়।

'ম'বোগো, তুমি আমার সাহস দেখেছো?' লইকত বিজয়োল্লাসে বলে। 'তুমি দেখেছো সিমবা কেমন আমাকে দেখে পালাল? আমার কাছ থেকে তুমি ওকে পালাতে দেখেছো? ব্যাটা জানে আমি একজন *মোরানি*। আপদটা জানে আমি একজন মাসাই।'

'ব্যাটা বাঘা পাগল!' লিওন তার মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল করে। 'তুমি আমাদের দু'জনেরই কম্ম আরেকটু হলেই কাবার করেছিলে।' সে স্বস্তির হাসি হাসে। লুসিমার কথা তার মনে পড়ে, এবং তার কাছে মনে হয় শত শত বছর ধরে মাসাইরা নিরন্তরভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সিংহ শিকার করে আসছে, পশুটার মনের গভীরে অবচেতনে তারই একটা গভীর ছাপ পড়েছে। লম্বা লাল-আলখাল্লাধারী অবয়ব মানেই এখন তাদের কাছে মৃত্যুভয়।

লইকত বাতাসে লাফ দেয়, উল্লাসে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে একটা পাক খায় এবং তাকে উত্তরদিকে নিয়ে চলে। তাদের পথ চলার সময়ে, লইকত পরামর্শ চালিয়ে যায়। চলার গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে অতিক্রম করার সময়ে সে বড় একটা জন্তুর পায়ের ছাপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় এবং কি ধরনের প্রাণী সেটা সৃষ্টি করছে তার একটা বর্ণনা দেয়। বুনো প্রকৃতি আর তার প্রাণীদের সম্পর্কে ছেলেটার জ্ঞানের বহর লিওনকে বিস্মিত করে। অবশ্য তার এই সাবলীলতার কারণ বুঝতে খুব একটা মাথা খাটাতে হয় না; হাঁটতে শেখার সময় থেকেই সে তার গোত্রের গবাদি পশুর পাল চড়িয়ে আসছে। ম্যানইয়রো তাকে বলেছে যে ছোট একটা রাখাল ছেলেও সবচেয়ে বন্ধুর উপত্যকায় কোনো হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশুকে কয়েকদিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে সক্ষম। কিন্তু সে সত্যিই অবাক হয় যখন লইকত আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে একটা পায় মিলিয়ে যাওয়া গোলাকার পায়ের ছাপ খুঁজে বের করে। সূর্যের তাপে মাটি শক্ত হয়ে আছে এবং নুড়িপাথরে জায়গাটা ঢাকা। লিওন এই ছেলেটার সাহায্য ছাড়া কখনও এই মদ্দা হাতির পায়ের ছাপ খুঁজে পেত না কিন্তু লইকত পায়ের ছাপটার প্রতিটা খুঁটিনাটি এবং সূক্ষ্ম দ্যোতনা অবলীলায় বলতে থাকে।

'আমি এই ধেড়েটাকে চিনি। আমি প্রায়ই ওকে দেখি। তার দাঁত এই এত্ত বড়...' সে মাটিতে একটা দাগ টানে এবং তারপরে তিনটা বড়বড় পায়ের ধাপ ফেলে সেখানে আরেকটা দাগ দেয়। সে তার গোত্রের মহান ধূসর দলপতি।'

লুসিমাও ঠিক একই বর্ণনা করেছিল: মহান ধুসর লোকদের অনুসরণ করো যারা মানুষ না। সে সময়ে লিওন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি কিন্তু এখন তার মনে হয় সে হাতির কথাই বোঝাতে চেয়েছিল। উত্তরে হাঁটতে হাঁটতে সে মনে মনে কথা নিয়ে ভাবে। বুনো পশুদের অনুসরণ করতে সবসময়েই সে শিহরণ অনুভব করে। তার বাবার লাইব্রেরীতে যতগুলো শিকারের বই ছিল মহান শিকারীদের লেখা সবগুলো তার

পড়া। বেকার, সেলাস, গর্ডন-কামিংস, কর্ণওয়ালিস হ্যারিস এবং বাকি আর যারা আছে সবার অভিযান তার মুখস্ত। বাবার ব্যবসায় যোগ না দিয়ে কারে যোগ দেবার অন্যতম কারণ বুনো পরিবেশের হাতছানি। টাকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত না এমন সব কাজই তার বাবার কাছে 'বেকার'। কিন্তু লিওন শুনেছে যে সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ তাদের তরুণ অফিসারদের বন্যপশু শিকারের পৌরুষদীপ্ত উদ্যোগ প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। ক্যাপ্টের কর্ণওয়ালিস হ্যারিসকে পুরো এক বছরের ছুটি দেয়া হয়েছিল ভারতে তার কর্মস্থল ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকার অজানা বনাঞ্চলে শিকার অভিযান চালাতে। লিওনও তার ছেলেবেলার নায়কদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে চায় কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।

কারে যোগ দেবার পর থেকেই সে বেশ কয়েকবার বন্যপশু শিকারের জন্য ছুটির আবেদন করেছে কিন্তু প্রতিবারই তাকে নিরাশ হতে হয়েছে। তার কমান্ডিং অফিসার, মেজর স্নেল, তার আবেদনপত্র প্রতিবারই হাতে পাওয়া মাত্র নাকচ করে দিয়েছেন। 'কোর্টনী তুমি যদি ভেবে থাক যে বীরত্বপূর্ণ সাফারি পরিচালনার সুযোগ পাবার জন্য তুমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছ তবে বলবো ভুল ভেবেছো,' সে বলেছে। 'যাও, মনোযোগ দিয়ে দায়িত্ব পালন করো। এসব বালখিল্যতা শোনার সময় আমার নেই।' এখন পর্যন্ত টহলের সময়ে *আসকারি*দের জন্য মাংস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছোট এ্যান্টিলোপ, গ্রান্ট'স আর টমসন'স গ্যাজেল– সবাই যাদের টমিস বলে– শিকারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু তার চারপাশের চমকপ্রদ জীবজন্তু বিশাল সমারোহ যতবারই সে দেখে তার হৃদয় টগবগ করে উঠে। শিকারে যাবার জন্য তার মন আনচান করে উঠে।

সে ভাবতে থাকে 'মহান ধূসর লোকদের অনুসরণ' করার পরামর্শ দিয়ে দিয়ে লুসিমা কি বোঝাতে চেয়েছে যে গজদন্ত শিকারীর পেশা তার বেছে নেয়া উচিত। কৌতূহল সৃষ্টিকারী একটা সম্ভাবনা। লইকতের পিছনে সে মনের ফুর্তিতে হাঁটতে শুরু করে। জীবন তার কাছে মধুময় আর সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হয়। জীবনের প্রথম সামরিক অভিযানে সে সম্মানের সাথেই শেষ করেছে। তার চেয়েও বড় কথা ভ্যারিটি ও'হার্না নাইরোবিতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ জীবন বড় সুন্দর, বড় মধুময় সন্দেহ নেই।

লনসোনইয় পর্বত থেকে যাত্রা করার পাঁচদিন পরে লইকত পূর্ব দিকে হাঁটা শুরু করে এবং গ্রেট রিফট ভ্যালীর ঢালের উঁচুনিচু ভূমিতে বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় নিয়ে আসে। তারা একটার উপরে উঠে এবং নিচের ছায়াময় উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্যের আলোয় দূরে কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠে। লিওন চোখের উপরে বাঁকা করে হাত রাখে। 'হ্যাঁ, ম'বোগো,' লইকত বলে। 'ওটাই তোমার লোহার সাপ।'

গাছের উপরে লোকোমোটিভের নিয়মিত বিরতিতে ছাড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী সে দেখতে পায় এবং বাষ্পীয় হর্নের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে।

'আমি এখান থেকেই তোমার কাছে বিদায় নেব। চাইলেও তুমি এখানে পথ হারাতে পারবে না,' লইকত কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বলে। 'গরুর পালের যত্ন নেবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

বিষণ্ন মনে লিওন তার চলে যাওয়া দেখে। ছেলেটার প্রাণবন্ত সঙ্গ তার ভালোই লাগত। তারপরে মন থেকে সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে টিলা থেকে নামতে শুরু করে।

লোকোমোটিভের চালক তার কামরার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে সামনে লাইনের পাশে একটা লম্বা অবয়বকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। লাল গিরিমাটি রঞ্জিত আলখাল্লা দেখে তিনি সাথে সাথে বুঝতে পারেন লোকটা মাসাই। ইঞ্জিন আরও নিকটবর্তী হলে লোকটা আলখাল্লাটা খুলে ফেলতে ট্রেনচালক দেখে ছেঁড়া খাকি পোষাক পরিহিত এক শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্রুত ব্রেকের লিভার টান দেয় এবং ইস্পাতের রেইলের উপরে জান্তব একটা শব্দ করে বাষ্পের মেঘের ভিতরে লোকোমোটিভটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

ব্যাটালিয়ন সদরদপ্তরে সশস্ত্র প্রহরায় লেফটেন্যান্ট লিওন কোর্টনীকে, যখন কিং'স আফ্রিকান রাইফেলসের, প্রথম রেজিমেন্ট, তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার মেজর ফ্রেডারিক স্নেলের সামনে হাজির করা হলে, তিনি চোখ না তুলে নিবিষ্ট মনে তার সামনে রাখা কাগজ পড়তে থাকেন।

কমান্ডের পোস্টটার তুলনায় স্নেলের বয়স একটু বেশিই। মাহ্‌দির বিরুদ্ধে সুদানে তেমন কোনো পারদর্শিতা প্রদর্শন ছাড়াই সে যুদ্ধ করেছে এবং তারপরে যুদ্ধ করেছে এই দক্ষিণ আফ্রিকায় ধূর্ত বোয়ারদের সাথে। অবসর নেবার বয়স তার হয়ে এসেছে এবং সে জন্য সে সন্ত্রস্ত। আর্মি থেকে অবসর নেবার সময়ে সে যে পেনশন পাবে সেটা দিয়ে ব্রাইটন বা বোর্নিমাউথের মত শহরে সে আর তার চল্লিশ বছর বয়সী স্ত্রী কোনোমতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটাতে পারবে। ম্যাগী স্নেল, নিরক্ষীয় অঞ্চলের আর্মি ব্যারাকে পুরো জীবনটা কাটিয়েছে, যা তার ত্বককে হলুদ করে ফেলেছে, জীবনের প্রতি আগ্রহকে দিয়েছে তিক্ত করে আর রসনাকে করেছে ক্ষুরধার।

স্নেল ছোটখাট একটা লোক। তার লালচে-হলুদ বর্ণের চুল এখন ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে এবং অধিকাংশ উঠে গিয়ে রোদে পোড়া টাক মাথার চারপাশে সাদা কয়েকগাছি টিকে আছে। তার মুখ চওড়া কিন্তু ঠোঁট পাতলা। তার চোখ গোলাকার, ধূসর নীল আর সামান্য বাইরের দিকে সামান্য বের হয়ে আছে, যা তার ডাক নামের সার্থকতা ব্যাখ্যা করে 'ফ্রেডি দি ফ্রগ'।

ঠোঁটের ফাঁকে ধরে রাখা পাইপটার স্থান বদল করে, কষে একটা টান দিতে সেটা গড়গড় শব্দ করে উঠে। হাতে লেখা কাগজের গোছাটা পড়ে তার ভ্রু কুচকে উঠে। সে এখনও চোখ তুলে তাকায়নি কিন্তু পাইপটা হাতে নিয়ে অফিসের দেয়ালে সেটা বাড়ি

দেয়, যা সাদা চুনকামের গায়ে নিকোটিনের হলুদ বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার সেটা মুখে পুড়ে নথির প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যায়। সে পুনরায় সেটা আরেকবার পড়ে তারপরে কাগজটা সুন্দর করে ভাঁজ করে সামনে রেখে অবশেষে মুখ তুলে তাকায়।

'প্রিজনার! এ্যাটেনশন!' নিরাপত্তা রক্ষীদের দলনেতা সার্জেন্ট মেজর ম'ফিফি হুঙ্কার দেয়। লিওন তার জীর্ণ বুটজোড়া সিমেন্টের মেঝেতে খটাস করে বাড়ি দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে।

চোখেমুখে বিরক্তি নিয়ে স্নেল তার দিকে তাকায়। সদরদপ্তরের গেটে তিনদিন আগে হাজির হবার পরে লিওনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন থেকে মেজর স্নেলের আদেশে তাকে ডিটেনশন ব্যারাকে রাখা হয়েছে। কাপড় বদলাবার বা শেভ করার কোনো সুযোগই সে পায়নি। তার চোয়ালে বেশ কয়েকদিনের খোচাখোচা দাড়ি গোফের জঙ্গল। ইউনিফর্মের যা অবশিষ্ট আছে তাও ছেঁড়া আর নোংরা। শার্টের হাতা খুলে ফেলা হয়েছে। তার উন্মুক্ত হাত-পায়ে উল্কি এঁকেছে কাঁটা ঝোপঝাড়। কিন্তু তার এই বিধ্বস্ত অবস্থায়ও স্নেলকে তার সামনে অকিঞ্চিৎকর দেখায়। জীর্ণ পোষাক পরিহিত অবস্থাতেও লিওন কোর্টনী লম্বা আর শক্তিশালী দেহের অধিকারী তার পুরো অভিব্যক্তি থেকে এক ধরনের নিষ্পাপ আত্ম-বিশ্বাস বিকিরিত হয়। স্নেলের স্ত্রী, কারো বা কোনোকিছুর প্রশংসা করা যার স্বভাবে নেই সেও পর্যন্ত একবার তরুণ সুদর্শন কোর্টনীর প্রশংসা করেছিল। 'আমি তোমাকে বলতে পারি, বেশ কিছু মেয়ের হৃদয়ে আগুন জ্বালাবে এই ছেলে,' নিজের স্বামীকে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিল।

স্নেল এখন তিক্তভাবে চিন্তা করে, আর কোনো মেয়ের হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে হবে না। আমি সেটা নিশ্চিত করবো। তারপরে সে উচ্চকণ্ঠে অবশেষে বলে 'তো কোর্টনী, এবার তোমার জারিজুরি শেষ।' তার সামনে রাখা কাগজের গোছার উপরে সে টোকা দেয়। 'তোমার রিপোর্ট আমি তাজ্জব হয়ে পড়ছিলাম।'

'স্যার!' লিওন সম্মতি জানায়।

'বিশ্বাস করা কষ্টকর এটা।' স্নেল মাথা নাড়ে। 'এমনকি তোমার জন্যেও যে ঘটনা তুমি বর্ণনা করেছো যোগ্যতা সম্পন্ন না।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিন্তু তার এই হতাশাজনক চেহারার আড়ালে সে নিজের উৎফুল্লভাবটা লুকিয়ে রাখে। এই উদ্ধত তরুণ নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে সময়টা উপভোগ করে। গত একবছর সে এই মুহূর্তটার প্রতীক্ষা করছিলো। 'আমি ভাবছি তোমার চাচা যখন এই অসাধারণ রিপোর্টটা পড়বেন তার কেমন লাগবে।'

লিওনের চাচা কর্নেল পেনরড ব্যালানটাইন, রেজিমেন্টের কমান্ডার। স্নেলের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট হলেও র‍্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তাদের ভিতরে এখনই বিস্তর ফারাকের জন্ম হয়েছে। স্নেল জানে তার বাধ্যতামূলক অবসর নেবার পরে ব্যালানটাইন সম্ভবত জেনারেলের মর্যাদায় উন্নীত হবে এবং সাম্রাজ্যের কোনো সুন্দর অংশে একটা পুরো ডিভিশনের নেতৃত্ব দেবে। তারপরে নাইটহুড় তখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

জেনারেল স্যার পেনরড ব্লাডি ব্যালানটাইন! স্নেল ভাবে। সে লোকটাকে ঘৃণা করে এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার এই ভাস্তেকেও সে ঘৃণা করে। তার সারাটা জীবন সে কেবল ব্যালানটাইনের মত লোকদের তার চারপাশ দিয়ে অনায়াসে কেবল উপরে উঠে যেতে দেখেছে। বেশ, সেই বুড়ো হাভাতেটার কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই কিন্তু তার এই তরুণ ভাস্তের ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা।

সে তার পাইপের প্রান্তটা দিয়ে নিজের মাথা চুলকায়। 'তারপরে কোর্টনী বল ব্যারাকে ফেরার পর গত তিনদিন আমি তোমাকে কেন আটকে রেখেছি সেটা কি তোমার নিরেট মাথায় ঢুকেছে?'

'স্যার!' লিওন তার মাথার উপর দিয়ে পিছনের সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার অভিব্যক্তির মানে যদি হয় "নো, স্যার" সেক্ষেত্রে তোমার রিপোর্টটা আমি আরেকবার তোমার সামনে পড়তে চাই এবং আমার কাছে বেখাপ্পা ঠেকেছে যে জায়গাগুলো সেটা তোমাকে দেখাতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

'স্যার! নো, স্যার!'

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। জুলাইয়ের ষোল তারিখে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল সাতজনের একটা ডিটাচমেন্ট নিয়ে অবিলম্বে নিওম্বির জেলা প্রশাসকের সদরদপ্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার জন্য এবং সেখানে পৌঁছে সম্ভাব্য নানদি হামলা থেকে সদরদপ্তর রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছিল। তোমাকে তাই বলা হয়েছিল, তাই না?'

'স্যার! ইয়েস স্যার!'

আদেশ অনুযায়ী তুমি তোমার অধীনস্ত ডিটাচমেন্ট নিয়ে ষোল তারিখেই রওয়ানা হয়ে যাও কিন্তু তারপরের বারো দিনেও তোমরা নিওম্বি পৌঁছাতে পারনি, অথচ মাসি সাইডিং পর্যন্ত তোমরা ট্রেনে করে গিয়েছিলে। সেখান থেকে নিওম্বির দূরত্ব একশ বিশ মাইলেরও কম। তার মানে দাঁড়ায় তোমরা দিনে দশ মাইল করে পথ পাড়ি দিয়েছো।' স্নেল রিপোর্টটা থেকে চোখ তুলে তাকায়। 'ব্যাপারটাকে মোটেই জোর কদমে হেঁটে যাওয়া বলা যায় না। তুমি কি সেটা স্বীকার কর?'

'স্যার রিপোর্টে আমি এর কারণ উল্লেখ করেছি।' লিওন তখনও এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্নেলের মাথার উপরে নিকোটিনের ছোপ লাগা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আহ্, হ্যাঁ! নানদি বিদ্রোহীদের একটা বিশাল যুদ্ধবাজ দলের পদচিহ্ন তুমি দেখতে পেয়েছিলে এবং তোমার অগাধ জ্ঞানের কারণে আদেশ অমান্য করে নিওম্বি যাবার বদলে তুমি বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে তাদের দমন করতে মনস্থির করেছিলে। আমি আশা করি তোমার ব্যাখ্যা ঠিকমত পড়েছি।'

'ইয়েস স্যার!'

'দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে, লেফটেন্যান্ট, তুমি কিভাবে বুঝলে যে সেটা যুদ্ধবাজ জঙ্গী দলের পায়ের ছাপ, সেটাতো নানদি ছাড়া অন্য কোনো গোত্রের শিকারী দলের বা অভ্যুত্থানের ফলে প্রাণের ভয়ে পলায়মান কোনো গোত্রেরও হতে পারে?'

'স্যার আমার সার্জেন্ট আমাকে বলেছিল যে সেটা নানদি বিদ্রোহীদেরই পায়ের চিহ্ন।'

'তুমি তার বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছিলে?'

'ইয়েস, স্যার। সার্জেন্ট ম্যানইয়রো একজন দক্ষ পদচিহ্ন অনুসরণকারী।'

'বেশ, আর তুমি তাই ছয়দিন এই কাল্পনিক অভ্যুত্থানকারীদের খুঁজতে কাটিয়ে দিলে?'

'স্যার, তাদের পায়ের চিহ্ন সোজা নকুরু মিশন স্টেশনের দিকে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছে তারা সেখানের জনবসতি আক্রমণ করে সেটাকে ধ্বংস করতে চলেছে। আমি ভেবেছিলাম তাদের প্রতিহত করাটা আমার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে।'

'তোমার দায়িত্ব ছিল আদেশ পালন করা। সে যাই হোক, তুমি তাদের টিকিরও নাগাল পাওনি।'

'স্যার, নানদিরা টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমরা তাদের অনুসরণ করছি, তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আমি তখন ঘুরে আবার নিওম্বির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।'

'ঠিক যেমনটা তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল?'

'ইয়েস, স্যার।'

'অবশ্য, সার্জেন্ট ম্যানইয়রো তোমার বর্ণনা করা ঘটনার সাক্ষী দেবার জন্য উপস্থিত নেই। কেবল তোমার কথাই আমাদের সম্বল।' স্নেল বলতে থাকে।

'স্যার!'

'তো, বলতে থাক,' রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে স্নেল বলে, 'তুমি পিছু ধাওয়া করা বন্ধ করলে এবং উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে।'

'স্যার!'

'তুমি যখন *বোমায়* পৌঁছাও তখন দেখতে পাও বনেবাদাড়ে তুমি যখন ঘুরে বেড়িয়েছো তখন জেলা প্রশাসক আর তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। এটা আবিষ্কারের প্রায় সাথে সাথেই তারপরে তুমি বুঝতে পার যে তোমার ডিটাচমেন্টকে তুমি অবহেলা করে নানদি এ্যামবুশের ভিতরে ঠেলে দিয়েছো। তুমি তখন লেজ তুলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছো, তোমার লোকেরা নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করবে, এই মনোভাব নিয়ে।'

'স্যার, ব্যাপারটা ঠিক এভাবে ঘটেনি!' লিওন নিজের ক্রোধ দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়।

'আর এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মানে অবাধ্যতা, লেফটেন্যান্ট।' স্নেল তাড়িয়ে তাড়িয়ে মুখের ভিতরে শব্দটা অনুভব করে যেন ভালো জাতের চা পরীক্ষা করছে।

'আমি মার্জনা চাইছি, স্যার। এটা আমার অভিপ্রায় ছিল না।'

'কোর্টনী আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি সেভাবেই এটাকে দেখা হবে। যাই হোক, তুমি নিওম্বির ব্যাপারে আমার পর্যালোচনার সাথে একমত পোষণ কর না। তোমার ভাষ্যের পক্ষে সাক্ষী দেবার কেউ আছে?'

'সার্জেন্ট ম্যানইয়রো, স্যার।'

'অবশ্যই, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, কিভাবে নিওম্বি ছেড়ে আসার সময়ে কিভাবে তুমি আহত সার্জেন্টকে পিঠে বয়ে নিয়ে, ধাওয়াকারী বিদ্রোহী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে, তাকে দক্ষিণে মাসাইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলে।' স্নেল তাড়িয়ে তাড়িয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসে। 'এই প্রসঙ্গে এখানে মন্তব্য করা উচিত যে তুমি তাকে নাইরোবির ঠিক উল্টোদিকে নিয়ে গিয়ে তারপরে তাকে তার মায়ের কাছে দিয়ে এসেছো। তার মায়ের কাছেই বটে!' স্নেল মুখ টিপে হাসে। 'কি মর্মান্তিক!' সে তার পাইপে আগুন ধরিয়ে কষে একটা টান দেয়। 'হত্যাযজ্ঞের বেশ কয়েকদিন পরে সাহায্যকারী দল নিওম্বির *বোমায়* পৌঁছে দেখে বিদ্রোহীরা তোমার লোকদের লাশ এতটাই বিকৃত করেছে যে তাদের চেনাই কঠিন, বিশেষ করে যেসব লাশ বিকৃত করা হয়নি সেগুলোকে আবার খুবলে খেয়েছে শকুন আর হায়েনার দল। আমার মনে হয় সার্জেন্টকে তুমি তার মায়ের কাছে পৌঁছে না দিয়ে এইসব লাশের ভিড়ে ফেলে গেলেই পারতে, যা তুমি স্বীকার করেছো। আমার বিশ্বাস রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তুমি বনেবাদাড়ে পালিয়ে বেড়িয়েছো যতক্ষণ নাইরোবি ফিরে এসে এই গাজাখুরী গল্প বলার মত মানসিক ভারসাম্য ফিরে না পাও।'

'না, স্যার।' লিওন রাগে কাঁপতে থাকে এবং তার দু'পাশে হাতের মুঠি সে এত জোরে চেপে ধরে যে আঙ্গুলের গাঁটে সাদা হাড় ফুটে উঠে।

'ব্যাটালিয়নে ফিরে আসার পর থেকেই তুমি সামরিক আইন শৃঙ্খলা আর কর্তৃপক্ষের প্রতি তোমার চাড়াল মেজাজ প্রদর্শন করে আসছো। জুনিয়র অধস্তন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্বপালনের বদলে পোলো আর বড় প্রাণী শিকারের মত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করেছো। এটা পরিষ্কার যে ঐ সব দায়িত্ব পালন তোমার কাছে মর্যাদা হানিকর বলে মনে হয়েছে। শুধু তাই না, সামাজিক বিধি-নিষেধের মার্জিত দাবীও তুমি উপেক্ষা করেছো। তুমি নিজেকে লম্পট লোথারের ভূমিকায় অভিসিক্ত করেছো, উপনিবেশের ভদ্রজনদের যা ক্রুদ্ধ করেছে।'

'মেজর, স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কিভাবে এসব অভিযোগ প্রমাণ করবেন।'

'প্রমাণ করতে হবে? বেশ কথা, আমি সেটাই করে দেখাব। তুমি সম্ভবত জান না যে মাসাইল্যান্ডে তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি কালীন উপনিবেশের গভর্নর তোমার

লুটতরাজের হাত থেকে জনৈক তরুণী বিধবাকে বাঁচাতে তাকে ইংল্যান্ড ফেরৎ পাঠানই ঠিক সাব্যস্ত করেছেন। নাইরোবির পুরো জনবসতি তোমার আচরণের কারণে ক্ষুব্ধ। আপনি স্যার, আসলে একজন পাড় বদমাশ যার কোনো কিছু বা কারো প্রতিই বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।'

'ফেরৎ পাঠাচ্ছে!' লিওনের রোদে পোড়া নোংরা ত্বক ছাই বর্ণ ধারণ করে। 'তারা ভ্যারিটিকে বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছে?'

'আহ্, যাক বেচারা মেয়েটার নাম অন্তত তুমি মুখে আনলে। হ্যাঁ, মিসেস ও'হার্না লন্ডনে ফিরে গেছেন। এক সপ্তাহ আগে তিনি রওয়ানা হয়েছেন।' কথাটা হজম করতে স্নেল একটু সময় দেয়। গভর্নরের কানে নোংরা সম্পর্কের খবরটা সেই দিয়েছে মনে করে সে নিজের মনেই আত্মতৃপ্তিতে ভেসে উঠে। ভ্যারিটি ও'হার্নাকে তার সবসময়ে শয়তানের মত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। স্বামী মারা যাবার পরে, মেয়েটাকে তার শোকের মুহূর্তে সান্ত্বনা দেবার কথা তিনি কতভাবেই না কল্পনা করেছেন। তার স্ত্রী আর মহিলা সঙ্ঘের অন্য মেয়েদের সাথে সেটলারস ক্লাবে বসে তার চা খাবার সময়ে কতবার তিনি দূর থেকে আকুতি নিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন। ভ্যারিটি কত তরুণ, প্রাণবন্ত আর উচ্ছ্বল, এবং ম্যাগি স্নেল তার পাশেই বসে আছে কি বৃদ্ধ, কুৎসিত আর খিটমিটে। প্রথম যখন তারই অধস্তন কোনো অফিসারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার খবর তার কানে আসে সেদিন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তারপরে তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হন। ভ্যারিটি ও'হার্নার মানসম্মানের প্রশ্ন এবং এটা তারই দায়িত্ব তাকে রক্ষা করা। তিনি সোজা গভর্নরের দ্বারস্থ হন।

'বেশ, কোর্টনী, আমি আমার অভিযোগের পক্ষে আর বেশি প্রমাণ দিতে চাই না। তোমার কোর্ট-মার্শালেই সব কিছুর ফয়সালা হবে। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন রবার্টসকে তোমার ডোশিয়ের দেয়া হয়েছে। প্রসিকিউটিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে সে রাজি হয়েছে।' এডি বরার্টস স্নেলের অন্যতম প্রিয়ভাজন। 'তোমার বিরুদ্ধে পলায়ন, কাপুরুষতা, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ পালন না করার অভিযোগ আনা হবে। একই ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সিম্পসন তোমার পক্ষ সমর্থন করতে রাজি হয়েছে। আমি জানি যে তোমরা দু'জন হরিহর আত্মা, তাই আশা করি আমার পছন্দের বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ থাকবে না। কোর্ট গঠনের জন্য তিনজন অফিসার খুঁজে পেতে অবশ্য একটু অসুবিধাই হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই আমি প্যানেলে বসতে পারব না, কারণ আদালত চলাকালীন আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে এবং বাকী অফিসারদের অধিকাংশই বিদ্রোহীদের দমনে প্রেরিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, পি এন্ড ও লাইনের একটা জাহাজ, ভারত থেকে সাউথহ্যাম্পটন যাবার পথে একদল অফিসার নিয়ে, এই সপ্তাহে মোমবাসা বন্দরে নোঙর করেছে। আমি একজন কর্নেল আর দু'জন ক্যাপ্টেনকে ট্রেনে করে মোমবাসা থেকে নাইরোবি আনার ব্যবস্থা করেছি যাতে করে বিচারপতির পুরো প্যানেল

নিয়োগ করা সম্ভব হয়। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় তাদের এসে পৌঁছাবার কথা। তারা শুক্রবারই মোমবাসা ফিরে যাবে যাত্রা পুনরায় শুরু করার জন্য, আর সেজন্য আগামীকাল সকালেই বিচার কার্যক্রম শুরু হবে। আমি লেফটেন্যান্ট সিম্পসনকে অবিলম্বে তোমার কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেব যাতে সলাপরামর্শ করে সে তোমার পক্ষে সাফাই প্রস্তুত করতে পারে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকেই তোমার গায়ের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি। এখন বিদায় হও এবং গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার কর যাতে কাল সকালে কোনো বিলম্ব না করেই আদালতে বিচারের জন্য হাজির হতে পার। তার আগে পর্যন্ত তুমি তোমার কোয়ার্টারেই বন্দি থাকবে।'

'স্যার আমি কর্নেল ব্যালানটাইনের সাথে একবার কথা বলার অনুমতি চাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার একটু বাড়তি সময়ের প্রয়োজন।'

'দুঃখজনক ব্যাপার হল, কর্নেল ব্যালানটাইন এই মুহূর্তে নাইরোবিতে নেই। ফার্স্ট ব্যাটালিয়নকে সাথে নিয়ে নিওম্বি ম্যাসাকারের প্রতিশোধ নিতে এবং বিদ্রোহীদের শেষ প্রতিরোধটুকুও নিঃশেষ করতে তিনি এই মুহূর্তে নানদি উপজাতির এলাকায় রয়েছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহে তার নাইরোবি ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যখন ফিরে আসবেন, আমি নিশ্চিত তিনি তোমার অনুরোধ সম্বন্ধে অবগত হবেন।' স্নেল একটা শীতল হাসি হাসে। 'দ্যাটস অল। প্রিজনার ডিসমিস!'

'প্রহরী দল, হুশিয়ার!' সার্জেন্ ম'ফিফি হুঙ্কার দিয়ে বলে। 'অ্যাবাউট টার্ন! কুইক মার্চ! লেফট, রাইট, লেফট... প্যারেড-গ্রাউন্ডে চমৎকার সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে, দ্রুত কুচকাওয়াজ করে অফিসারদের আবাসস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে যায় যে ঠিকমত চিন্তা করতেও তার কষ্ট হয়।

লিওনের কোয়ার্টার একই রকম দেখতে রনডাভেলের একটা, এক ঘরের বাসস্থান যার চারদিকে গোলাকার মাটির দেয়াল আর উপরে শনের ছাদ। প্রতিটায় একজন করে অবিবাহিত অফিসার থাকে। দরজার কাছে পৌঁছে সার্জেন্ট মেজর ম'ফিফি তাকে চোস্ত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানায় এবং নম্র কিন্তু বিব্রত কণ্ঠে কিসওয়াহিলিতে বলে, 'লেফটেন্যানট, আমি দুঃখিত যে আমাকে এই দায়িত্বটা পালন করতে হল। আমি জানি আপনি কাপুরুষ নন।' ম'ফিফি তার পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে কখনও নিজের কোনো অফিসারকে গ্রেফতার করেনি। বেচারা মর্মে মরে আছে।

পোলো কিংবা ক্রিকেট মাঠে তার কোম্পানীর অধিকাংশ সদস্য যদিও হাজির হয়ে তাকে শাবাশি জানাত এবং তাকে অভিবাদন জানাবার সময়ে তাদের মুখে ফুটে থাকত প্রাণবন্ত আফ্রিকান হাসি, অন্যদের মাঝে সে নিজের জনপ্রিয়তার কথা হাল্কা জানত আর তাই সার্জেন্ট মেজরের কথা তাকে অভিভূত করে ফেলে।

ম'ফিফি নিজের বিব্রতবোধ ঢাকতে হড়বড় করে বলতে থাকে 'আপনি টহলে যাবার পরে এক ভদ্রমহিলা সদরদপ্তরের গেটে এসে একটা বড় বাক্স আপনার জন্য রেখে যান, বাওয়ানা। তিনি আমাকে বলেন কেবল যেন আপনাকেই আমি বাক্সটা দেই। আমি আপনার ঘরে বিছানার পাশে বাক্সটা রেখেছি।'

'ধন্যবাদ তোমাকে, সার্জেন্ট মেজর। লিওনও কম বিব্রতবোধ করে না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাদাসিধেভাবে সাজান কুঁড়েঘরে প্রবেশ করে। ঘরের মাঝে একটা লোহার তৈরি খাট যার উপরে ছাদের ঢালু রাফটার থেকে মশারি ঝুলে আছে, পুরাতন প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে তৈরি একটা শেলফ আর ওয়ার্ডরোব। সবকিছু ঝকঝকে পরিষ্কার আর গোছান। দেয়ালে কিছুদিন আগেই চুনকাম করা হয়েছে আর মেঝেতে মোমের আস্তরণ ঝিলিক দেয়। বিছানার উপরের শেলফে তার সামান্য অস্থাবর সম্পত্তি জ্যামিতিক নির্ভুলতায় সাজান। তার অনুপস্থিতিতে, ইসমায়েল, তার পরিচারক, খুঁটিনাটির ব্যাপারে বরাবরের মতই যত্নশীল ছিল। ঘরের ভিতরে একটা জিনিসই বেখাপ্পা সেটা হল দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান একটা বিশাল চামড়ার বাক্স।

লিওন বিছানার কাছে গিয়ে বসে। হতাশ এক অনুভূতিতে তার মন ছেয়ে যায়। একসাথে একাধিক বিপর্যয় তার উপরে আপতিত হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় রোবটের মত সে ম'ফিফির রেখে যাওয়া বাক্সটার দিকে হাত বাড়ায় এবং সেটাকে তুলে এনে কোলের উপরে রাখে। বহু ভ্রমণের চিহ্ন জর্জরিত কিন্তু দামী চামড়া দিয়ে তৈরি বাক্সটা স্টীমশিপের লেবেলে ভরা, তিনটা পিতলের লক রয়েছে বাক্সটায় যার চাবি হাতলের সাথে লাগান ঝুলছে। সে চাবি দিয়ে লক খুলে ঢাকনা তুলে ভিতরের জিনিসের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রয়। সবুজ বনাতে মোড়া প্রকোষ্ঠে একটা দামি রাইফেলের নানা অংশ সুন্দর করে সাজান, প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট ছাঁচ রয়েছে, র‍্যামরড, তেলের ক্যান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক। ঢাকনির নিচে বন্দুক নির্মাতার নাম একটা নকশা করা পাতে খোদাই করা রয়েছে

হল্যান্ড এন্ড হল্যান্ড
বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল
এবং সকল প্রকার ব্রিচ লোডিং আগ্নেয়াস্ত্রের
নির্মাতা
৯৮ নিউ বন্ড স্ট্রীট, লন্ডন ওয়েস্ট

এক ধরনের সম্ভ্রমপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে লিওন রাইফেলটা জোড়া দেয়, ব্যারেলের সাথে ফায়ারিং এ্যাকশন জুড়ে দিয়ে বাটের উপরের খাঁচে তাদের আটকায়। বাটের তেল দিয়ে পাকা করা কাঠে সে হাত বুলায়, আঙ্গুলের ডগায় বার্ণিশ করা ওয়ালনাট রেশমের মত মসৃণ অনুভূতি এনে দেয়। সে রাইফেলটা তুলে নিয়ে দূরের দেয়ালে উল্টো হয়ে থাকা একটা টিকটিকির দিকে তাক করে। বাট নিখুঁতভাবে তার কাধে বসে যায় এবং চোখের নিচে জোড়া ব্যারেল সটান বিস্তৃত। টিকটিকিটার মাথায় ফারসাইটের মাছি রেখে পিছনের এক্সপ্রেস সাইটের চওড়া ভি অনড় পাথুরে অবস্থায় স্থির রাখে।

'ব্যাঙ, ব্যাঙ, তোমার কেল্লাফতে,' সে টিকটিকিটার উদ্দেশ্যে বলে ব্যারাকে ফিরার পরে এই প্রথম সে হাসে। সে অস্ত্রটা নামায় এবং ব্যারেলে খোদাই করা লেখাটা পড়ে।

এইচ এন্ড এইচ রয়্যাল .৪৭০ নাইট্রো এক্সপ্রেস। তারপরে ওয়ালনাটের বাটে ঘাঁটি সোনায় খচিত বৃত্তাকার লেখা তার চোখে পড়ে। আসল মালিকের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা রয়েছে পিও'এইচ।

'প্যাট্রিক ওহার্না,' সে বিড়বিড় করে বলে। এই চমকপ্রদ অস্ত্রটা ভ্যারিটির মৃত স্বামীর। প্রস্তুতকারকের লেবেলের পাশে সবুজ বনাতের গায়ে একটা খাম পিন দিয়ে আটকানো। সে তার বিছানার শিয়রের দিকে বালিশের উপরে রাইফেলটা যত্ন সহকারে নামিয়ে রাখে এবং খামটা হাতে নেয়। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সিল ছিড়লে ভিতর থেকে দুটো ভাঁজ করা কাগজ বের হয়। প্রথমটা একটা বিক্রয় রশিদ তারিখ দেয়া আছে ২৯ আগস্ট ১৯০৬

যার জন্য প্রযোজ্য আমি এই দিনে এইচ এন্ড এইচ .৪৭০ রাইফেল যার সিরিয়াল নাম্বার ১৮৬৩ লেফটেন্যান্ট লিওন কোর্টনীর নিকট বিক্রয় করিলাম এবং তার কাছ থেকে মূল্য বাবদ পঁচিশ গিনি সম্পূর্ণ এবং শেষ আদায় হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম।

স্বাক্ষর ভ্যারিটি অ্যাবিগেইল ও'হার্না।

এই রশিদটার মারফত ভ্যারিটি রাইফেলের মালিকানা আইনগতভাবে তার নামে করে দিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কেউ মালিকানা নিয়ে কোনো ধরনের আপত্তি করার না পায়। সে রশিদটা ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে রাখে। তারপরে সে অন্য পাতাটার ভাঁজ খুলে। কোনো তারিখ দেয়া নেই এবং হাতের লেখা অসমান, বিসদৃশ্য বিক্রয় রশিদের মত না। স্পষ্ট বোঝা যায় চিঠিটা লেখার সময়ে তার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল।

প্রিয়তম লিওন,

এই চিঠিটা যখন তোমার হাতে পৌঁছাবে ততদিনে আমি আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছি। আমি যেতে চাই না কিন্তু আমার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আমি জানি যে লোক আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছে তিনি বিবেচক আর এটা আমার ভালর জন্যই। আগামী বছর আমার বয়স ত্রিশ হবে আর তুমি মাত্র উনিশ বছরের একজন অধস্তন সামরিক অফিসার। আমি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি খ্যাতনামা জেনারেল হবে নানা মেডেল আর গৌরবে ভূষিত কিন্তু ততদিনে আমি কেবলই একজন বৃদ্ধ মহিলা। আমাকে যেতেই হবে। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার আন্তরিক স্মারক হিসাবে এই উপহারটা আমি রেখে গেলাম। জীবনে বড় হও এবং আমার কথা ভুলে যেও। আশা করি অন্য কোথাও তুমি সুখ খুঁজে পাবে। আমার বাহুতে একদিন যেমন তোমায় আমি আলিঙ্গন করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবেই আমার স্মৃতিতে ভাস্বর থাকবে তুমি।

নিচে কেবল নামের প্রথম অক্ষরটা লেখা। চিঠিটা পুনরায় পড়ার সময়ে তার চোখ ঝাপসা হয়ে যায় এবং নিরবে ফোঁপাতে থাকে।

শেষ লাইনটা পড়ার আগেই তার দরজায় কেউ একজন মার্জিত টোকা দেয়। 'কে?' সে জানতে চায়।

'মালিক, আমি।'

'ইসমায়েল, এক মিনিট।'

দ্রুত হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে, চিঠিটা বালিশের নিচে রাখে এবং রাইফেলটা আবার বাক্সে ভরে ফেলে। সে সেটা বিছানার নিচে ঠেলে দিয়ে বলে, 'নবীর পেয়ারের বান্দা, ভিতরে এসো।'

ইসমায়েল, উপকূলীয় এক ধার্মিক সোয়াহিলি, মাথায় দস্তার একটা বাথটাব নিয়ে টলমল করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করে। 'স্বাগতম, মালিক। আপনি আসাতে আমার হৃদয়ে আবার সূর্যের উদয় হল।' সে মেঝের ঠিক মাঝখানে টাবটা স্থাপন করে এবং কামরার পিছনের চুলায় গরম করা পানি দিয়ে সেটা ভর্তি করে। পানি ঠাণ্ডা হবার একটু সুযোগ দিয়ে ইসমায়েল, লিওনের গলার চারপাশে একটা সাদা কাপড় পেঁচিয়ে বাধে এবং তারপরে তার পিছনে কাঁচি আর চিরুনী নিয়ে দাঁড়ায় এবং ঘাম ময়লায় জট পড়ে যাওয়া চুলের গতি করা শুরু করে। অনুশীলনের ফলে অর্জিত দক্ষতায় সে কাজ করে যায় এবং শেষ হবার পরে একটু পিছিয়ে এসে নিজেই সন্তুষ্টিতে মাথা নাড়ে এবং শেভের মগ আর ব্রাশ আনতে যায়। লিওনের আগাছার মত বেড়ে উঠা দাড়ি সে সাদা ফেনায় ভরিয়ে তুলে এবং লম্বা ব্লেডের খুরটা চামাটিতে ধার দিয়ে প্রভুর হাতে ধরিয়ে দেয়। লিওন মুখের জঞ্জাল পরিষ্কার করার সময়ে সে তার সামনে একটা ছোট আয়না ধরে থাকে, তারপরে মুখ থেকে সাবানের শেষ ফেনাটুকুও মুছে দেয়।

'কেমন লাগছে দেখতে?' লিওন জানতে চায়।

'মালিক, আপনার সৌন্দর্য্য দেখলে বেহেশতের হুরীরাও দিশা পাবে না,' ইসমায়েল গম্ভীর কণ্ঠে বলে এবং গোসলের পানিতে একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে উষ্ণতা পরীক্ষা করে। 'একদম তৈরি।'

লিওন তার পরনের নোংরা দুর্গন্ধময় পোষাক খুলে তাদের দূরে ছুঁদে ফেলে, তারপরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাথটাবের উষ্ণ পানিতে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। তার জন্য বাথটাবটা ছোটই বলতে হবে, থুতনির নিচে হাঁটু মুড়ে সে বসে থাকে। ইসমায়েল তার ফেলে দেয়া কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে নাক কুচকে রেখে হাত সোজা করে সেগুলো নিয়ে যায়। সে দরজাটা খোলা রেখেই যায়। কোনো জানান না দিয়ে ববি সিম্পসন ভিতরে প্রবেশ করে।

'সুন্দরের জয় সর্বত্র,' সংশয়ী একটা হাসি মুখে নিয়ে সে বলে। ববি লিওনের চেয়ে বছরখানেকের বড়। বিশালদেহী, লাজুক কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন তরুণ, এবং রেজিমেন্টের সর্বকনিষ্ঠ দুই সদস্য হিসাবে তার আর লিওনের মাঝে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সেটার নির্যাসই হল টিকে থাকার প্রয়াস। তাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করতে তারা স্থানীয় এক হিন্দু কফি-চাষীর কাছ থেকে মেরামতহীন আর বহু ব্যবহারে জীর্ণ একটা ভক্সহল ট্রাক তিন

পাউন্ড আর দশ শিলিং দিয়ে কিনেছে যা তাদের তাদের দু'জনেরই সঞ্চয় তলানিতে ঠেকিয়েছে। সারা রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা ট্রাকটার পুরাতন গৌরবের অনেকটাই ফিরিয়ে এনেছে।

ববি বিছানার কাছে গিয়ে বসে, হাত মাথার পিছনে দিয়ে, গোড়ালি আড়াআড়িভাবে রেখে টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে থাকে, এখন সেটা ছাদের ঢালু কড়ি বরগা দিয়ে নেমে এসে তার মাথার উপরে উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে। 'তা ধেড়ে খোকা এবার বোধহয় খানিকটা ঝামেলাতেই পড়েছো মনে হচ্ছে কি বল? আমি আশাকরি এতক্ষণে তুমি জেনে গেছ যে ফ্রেডি দ্যা ফ্রগ তোমার বিরুদ্ধে সম্ভব অসম্ভব সব অনৈতিক আর অশিষ্টাচারের অভিযোগ এনেছে। খোদার কি মহিমা, আমার কাছে চার্জশীটের একটা প্রতিলিপি আছে।' সে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজের একটা দলা বের করে আনে। বুকের উপর রেখে সেটাকে সমান করে তারপরে লিওনের দিকে লক্ষ করে সেটা নাড়ায়। 'বেশ রঙচঙে অভিযোগ রয়েছে এখানে। আমি তোমার বাদরামি দেখে মুগ্ধ। মুশকিল হল আমার উপরে দায়িত্ব বর্তেছে তোমার পক্ষ অবলম্বনের, কি বল? কি?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, ববি কি কি করা বন্ধ কর। তুমি জান এটা আমাকে পাগল করে দেয়।'

ববি তার চেহারায় একটা অনুশোচনার ভাব ফুটিয়ে তোলে। 'দুঃখিত। সত্যি কথা হল, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমাকে কি করতে হবে সে বিষয়ে।'

'ববি, তুমি একটা অপদার্থ।'

'জানি সেটা, কিন্তু এতে আমার কোনো হাত নেই, ধেড়ে খোকা। ছেলেবেলায় মা হয়ত আমাকে মাথার উপরে ফেলে দিয়েছিল, তুমি জান না? যাই হোক মূল বিষয়ে ফিরে আসি। তোমার কি কোন ধারণা আছে যে আমাকে কি করতে হবে?'

'বিচারকদের তুমি তোমার প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়ে বিমোহিত করবে বলেই সবাই আশা করে।' লিওনের কেন জানি বেশ খুশী খুশী লাগে। অকর্মা অভিব্যক্তির আড়ালে ববি যেভাবে তার বিচক্ষণ মানসিকতা লুকিয়ে রাখে ব্যাপারটা সে উপভোগই করে।

'এই মুহূর্তে প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্যের ভাড়ারে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে,' ববি স্বীকার করে। 'আর কি আছে এর সাথে?'

মেঝেতে সাবান পানি ছিটিয়ে লিওন উঠে দাঁড়ায়। ববি ইসমায়েলের রেখে যাওয়া তোয়ালেটা বল পাকিয়ে তার মাথা লক্ষ করে ছুড়ে মারে।

'শুরুতে এসো দু'জনে মিলে অভিযোগগুলো আরেকবার পড়ে দেখি,' লিওন গা মুছতে মুছতে পরামর্শ দেয়।

ববির চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'চমৎকার চিন্তা। আমার সবসময়েই সন্দেহ হয় যে তুমি প্রতিভাবান।'

লিওন একজোড়া খাকি ট্রাউজার বের করে। 'এখানে বসা অসম্ভব,' সে বলে। 'তোমার মোটা পাছাটা একটু সরাও।'

ববি এবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে উঠে বসে। সে সরে বন্ধুকে বসার জায়গা দেয় এবং লিওন তার পাশে বসে। দু'জনে মিলে চার্জশীটটা খুলে দেখে।

কুঁড়েঘরের ভিতরে আলো কমে আসলে ইসমায়েল একটা বুলসআই ল্যাম্প নিয়ে এসে সেটা হুক দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। মৃদু হলুদ আলোতে তারা কাজ করতে থাকে, যতক্ষণ না ববি চোখ কচলে হাই না তুলে, তারপরে সে একটা অর্ধেক খালি হান্টারের বোতল পকেট থেকে বের করে প্রাণপণে সেটার মুখ খুলতে শুরু করে। 'মাঝ রাত অনেক আগেই পার হয়েছে, আর তোমাকে কাল সকাল নয়টায় কোর্টে হাজির হতে হবে। চলো শুতে যাই। যাই হোক, তুমি কি জানতে চাও তোমার বেকসুর খালাস হবার সম্ভাবনা কতটুকু বলে আমার মনে হয়?'

'না শুনতে চাই না,' লিওন বলে।

'বাজির দর হাজারে এক হলেও আমি তোমার উপরে দু'পেনি বাজিও ধরবো না,' ববি তাকে বলে। 'তোমার এই সার্জেন্ট মেজরকে পাওয়া গেলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল, কাহিনীটা তাহলে অনেক পোক্ত হত।'

'গতকাল সকালের আগে তার হাজির হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সে এখন মাসাইল্যান্ডে একটা পাহাড়ের চূড়ায় এখান থেকে কয়েকশ মাইল দূরে রয়েছে।'

বিচার কার্যের জন্য অফিসার্স মেসটাকে আদালত কক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডায়াসের উপরে হাই টেবিলে বিচারকমণ্ডলী আসন গ্রহণ করেন। তাদের আসনের নিচে দুটো টেবিল একটা বিবাদী পক্ষের অপরটা অভিশংসন পক্ষের। ছোট ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। বাইরের বারান্দায় এক পাখা-ওয়ালা নিয়মিত বিরতিতে একটা দড়ি ধরে নৌকা বাওয়ার মত করে টান দেয়, দড়িটা তার মাথার উপরে ছাদে একটা গর্তের ভিতরে হারিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে একগাদা পুলির সাহায্যে বিচারকদের মাথার উপরে ঝুলন্ত ফ্যানটা ঘুরতে থাকে। একঘেয়ে ভঙ্গিতে ফ্যানের পাখাগুলো ঘুরতে থাকে নিস্তেজ বাতাসে শীতলতার একটা অলীক আবেশ হয়ে।

বিবাদী পক্ষের টেবিলে ববি সিম্পসনের পাশে বসে লিওন বিচারকদের মুখ খুঁটিয়ে দেখে। কাপুরুষতা, পলায়ন, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা আর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্য– তাকে যেসব অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তার যেকোনো একটারই সর্বোচ্চ শাস্তি ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু। তার হাতের তালু চুলকায়। এই লোকগুলোর সিদ্ধান্তের উপরে তার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

'তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে কথা বলবে,' ববি ফিসফিস করে তাকে বলে, ঠোঁটের নড়াচড়া গোপন করতে নোটপ্যাড সে মুখের উপরে ধরে থাকে। 'আমার বুড়ো বাপ, আমাকে এই একটা কথাই শিখিয়েছে।'

তার সব বিচারকের চেহারা মানবিক আর সমবেদনাপূর্ণ না। তাদের ভিতরে বয়স্কজন ইন্ডিয়ান আর্মির একজন কর্নেল মোমবাসা থেকে ট্রেনে এখানে এসেছেন। তাকে দেখে মনে হয় যাত্রাটা তিনি মোটেই উপভোগ করেননি। তার অভিব্যক্তিতে কেমন একটা চোয়াড়ে আর তিতকুটে ভাব ফুটে আছে। তার পরনে এগার বেঙ্গল ল্যান্সারের (প্রিন্স অব ওয়েলসের নিজস্ব বাহিনী) জাঁকালো ইউনিফর্ম। তার বুকের উপরে দু'সারি বীরত্বপূর্ণ পদকের রিবন শোভা পায়, পায়ের উঁচু বুটজোড়া চকচক করছে এবং মাথার রেশমের বহুরঙা পাগড়ির লেজটা কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দেয়া। তার চেহারায় সূর্য আর সোমরসের প্রাধান্য ঝলসায়, চোখের দ্যুতি চিতাবাঘের মতই প্রখর এবং গোফের দু'প্রান্ত মোম দিয়ে তীক্ষ্ণ করা হয়েছে।

'একেবারে মানুষ-খেকো বাঘের চেহারা,' ববি ফিসফিস করে বলে। সে লিওনের দৃষ্টি অনুসরণ করেছে। 'বিশ্বাস কর, এই ব্যাটার উপরেই সব নির্ভর করছে, তাকে আমাদের পক্ষে টানতে হবে আর সেটা খুব একটা সহজ কাজ না।'

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা কি শুরু করতে পারি?' বিবাদি টেবিলে বসে থাকা এডি সিম্পসনের দিকে সামান্য লাল চোখে তাকিয়ে বিচারপতিদের ভিতরে বয়স্কজন বলেন।

'হ্যাঁ, কর্নেল!' রবার্টস ভক্তি সহকারে দাঁড়িয়ে বলে। ফ্রগি স্নেলের প্রিয়ভাজন, আর সে কারণেই তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সভাপতি এবার বিবাদি পক্ষের টেবিলের দিকে তাকায়। 'তোমার কি অবস্থা?' তিনি জানতে চাইলে, ববি এত দ্রুত উঠে দাঁড়াতে যায় যে টেবিলের উপরে সাজান কাগজপত্র সব মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। 'হা খোদা,' সে তোতলা হয়ে যায় এবং হাঁটু মুড়ে বসে কাগজগুলো গোছাতে শুরু করে। 'আমায় মার্জনা করবেন, স্যার।'

'তুমি কি প্রস্তুত?' ছোট ঘরটাতে কর্নেল ওয়ালেসের কণ্ঠস্বর ফগহর্নের মতই জোরাল শোনায়।

'আমি তৈরি স্যার। আমি একদম প্রস্তুত। বুকের কাছে কাগজের গোছাটা আঁকড়ে ধরে মেঝে থেকে তার দিকে তাকিয়ে ববি বলে। তার মুখ লাল হয়ে আছে।

'আমাদের হাতে পুরো সপ্তাহ নেই। ইয়ং ফেলো, চলো তাহলে শুরু করা যাক।'

ব্যাটালিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এ্যাডজুটেন্ট, একাধারে ক্লার্ক আর আদালতের নথি লেখার দায়িত্ব পালন করছে, সে অভিযোগ পড়ে শোনায়, তার পড়া শেষ হতে এডি রবার্টস দাঁড়িয়ে অভিশংসনের জন্য প্রস্তুত হয়।তার অভিব্যক্তি শিথিল কিন্তু পরিষ্কার, প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে সে কথা বলে। বিচারকমণ্ডলী তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

'নিকুচি করি, এডি হতভাগা ভালোই বলছে, কি?' ববি অস্থির কণ্ঠে বলে।

ভূমিকার পরে এডি মেজর স্নেলকে, তার প্রথম সাক্ষী হিসাবে, বক্সে ডেকে আনে। সে তাকে চার্জশীটটা পড়তে দেয় এবং নিশ্চিত করে যে সবকিছু যথাযথ ভাবে রয়েছে। নিওম্বির *বোমা* পাহাড়া দেবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবার আগে সে লিওনের সার্ভিস রেকর্ড

আর দায়িত্ব পালনের দক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন করে। লিওনের বিরুদ্ধে একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট সাক্ষ্য দেয়ার মত বোকা না স্নেল। অবশ্য, সে এমন প্যাচান এবং যথাযথ বিশ্লেষণ পেশ করে যা শুনতে গর্হিত দোষারোপের মত লাগে।

'আমি প্রশ্নটার উত্তরে এটুকুই কেবল বলব যে লেফটেন্যান্ট কোর্টনী একজন দক্ষ পোলো খেলোয়াড়। বন্য পশু শিকারের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতার কথা সর্বজনবিদিত। এসব কাজেই তার বেশি সময় অতিবাহিত হয় যখন অন্যত্র হয়ত তাকে দক্ষভাবে কাজে লাগান সম্ভব।'

'তার আচার-আচরণ কেমন? তার নামের সাথে কি কোনো সামাজিক কলঙ্কের আঁচ রয়েছে?'

ববি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'অবজেকশন, মাননীয় আদালত!' সে চিৎকার করে বলে। 'এর মানে অনুমান আর হেয়ারসে। আদালতের সামনে উপস্থাপিত অভিযোগের সাথে আমার মক্কেলের ডিউটি না থাকাকালীন আচরণের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এর জবাবে তোমার কি বক্তব্য?' কর্নেল ওয়ালেস এডি রবার্টসের দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে জানতে চান।

'আমার বিশ্বাস অভিযুক্তের চারিত্রিক সততা আর নৈতিক চরিত্রের সাথে এই মামলার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, স্যার।'

'আপত্তি অগ্রাহ্য করা হল এবং সাক্ষী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।'

'প্রশ্নটা হল...' এডি তার নোট দেখার ভান করে ...অভিযুক্তের নামের সাথে জড়িত কোনো কলঙ্কের ব্যাপারে আপনি জানেন কিনা?'

স্নেল এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। 'সত্যি কথা বলতে সম্প্রতি একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত এক তরুণ ভদ্রমহিলা, বিধবার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার আচরণ এতটাই অশালীন ধরনের কলঙ্ককর ছিল যে পুরো রেজিমেন্টের সম্মানের প্রশ্ন এর সাথে জড়িয়ে যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কলোনীর গভর্নর, স্যার চার্লস ইলিয়ট, আলোচ্য ভদ্রমহিলাকে দেশে ফেরৎ পাঠান ছাড়া গত্যন্তর দেখেননি।'

তিন বিচারপতির মাথা লিওনের দিকে ঘুরে যায়, চোখেমুখে তাদের নিষেধের অভিব্যক্তি। খুব বেশিদিন হয়নি বৃদ্ধা রানী মারা গেছেন, এবং তার ছেলের প্রাণবন্ত স্বভাব সত্ত্বেও, ক্ষমতার অধিকারী যারা, সেই বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা এখনও ভিক্টোরিয়ার কঠোর লোকাচারের প্রতি আস্থাশীল।

ববি তার নোটপ্যাযে কি যেন লিখে তারপরে সেটা সে এমনভাবে ধরে যাতে লিওন পড়তে পারে সে কি লিখেছে। 'এই বিষয়ে আমি কোন জেরা করব না, রাজি?'

লিওন বিমর্ষ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

দীর্ঘ বিরতির পরে, বিচারকদের সাক্ষ্যের গুরুত্ব অনুধাবনের যথেষ্ট সময় দেবার পর, এডি রবার্টস তার সামনের ডেস্ক থেকে একটা মোটা বই তুলে নেয়। 'মেজর স্নেল, আপনি কি এই বইটা চিনেন?'

'অবশ্যই আমি চিনি। এটা ব্যাটালিয়নের অর্ডার বুক।'

এডি চিহ্ন দেয়া একটা পাতা খুলে এবং নিওম্বি *বোমায়* ডিটাচমেন্ট নিয়ে যাবার জন্য লিওনকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেটার সারাংশ সেখান থেকে পড়ে শোনায়। পড়া শেষ হবার পরে সে জিজ্ঞেস করে, 'মেজর স্নেল এই আদেশ কি আপনি অভিযুক্তকে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

অর্ডার বুকের খোলা পাতা থেকে এডি আরেকবার উদ্ধৃতি করে: "*তোমাকে সর্বোচ্চ দ্রুততায় অগ্রসর হবার আদেশ দেয়া হয়েছিল.* সে স্নেলের দিকে মুখ তুলে তাকায়। '*সর্বোচ্চ দ্রুততায়,*' সে পুনরাবৃত্তি করে বলে। 'তোমাকে ঠিক এই আদেশই করা হয়েছিল?'

'এই আদেশই।'

'আলোচ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্ত যাত্রা সমাপ্ত করতে আটদিন সময় নেয়। আপনার কি মনে হয় সে 'সর্বোচ্চ দ্রুততায়' কাজ করেছিল?'

'না, আমার সেটা মনে হয় না।'

'অভিযুক্ত তার এই শিথিলতার জন্য যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছে যে নিওম্বি যাবার পথে সে একদল বিদ্রোহী যুদ্ধবাজ দলের পদচিহ্ন দেখতে পায় এবং তাদের অনুসরণ করা তার দায়িত্ব বলে মনে করে। আপনি কি একমত যে সেটা তার দায়িত্ব ছিল?'

'অবশ্যই না! তার উপরে নির্দেশ ছিল সোজা নিওম্বি যাবার এবং সেখানে গিয়ে তাকে যা বলা হয়েছিল তাই তার করার কথা ছিল, সেখানের অধিবাসীদের পাহারার বন্দোবস্ত করা।'

'আপনার কি মনে হয় যে অভিযুক্ত নিশ্চিতভাবেই চিনতে পেরেছিল যে সে নানদি বিদ্রোহীদের অনুসরণ করছে?'

'না, আমার তা মনে হয় না। আমার সন্দেহ আছে যে সেটা আসলেই মানুষের পায়ের ছাপ ছিল কিনা। লেফটেন্যান্ট কোর্টনীর *শিকারের* যা নেশা তাতে মনে হয় কোনো বন্য প্রাণীর পায়ের ছাপ সে দেখেছিল, যেমন মর্দা হাতি, যা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

'প্রতিবাদ করছি, মহামান্য আদালত!' ববি চিৎকার করে উঠে। 'সাক্ষী কেবল তার অনুমানের কথা বলছে।'

বয়স্ক বিচারপতি কোনো রুলিং দেবার আগেই এডি সুন্দরভাবে ব্যাপারটা সামাল দেয় 'প্রশ্নটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, স্যার।' তিন বিচারকের মনে সন্দেহটা জাগিয়ে দিতে পেরেই সে খুশী। সে লিওনের রিপোর্টের ব্যাপারে স্নেলকে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করে। 'অভিযুক্ত এখানে উল্লেখ করেছে যে তার বেশির ভাগ লোক মারা গেলে এবং তার সার্জেন্ট আহত হয়ে পড়লে, সে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে টিকে থাকে এবং বিদ্রোহীরা *বোমার* বাড়িগুলোতে আগুন দিলেই কেবল সে সেখান থেকে বের হয়।' সে

রিপোর্টের পাতায় আঙ্গুল দিয়ে টোকা দেয়। 'ঘটনা সংঘটিত হবার পরে আহত সার্জেন্টকে কাঁধে নিয়ে, ধোঁয়ার আড়াল ব্যবহার করে সে সরে আসে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

স্নেল সর্বজান্তার হাসি হাসে। 'সার্জেন্ট ম্যানইয়রো বিশালদেহী। প্রায় ছয় ফুটের উপরে লম্বা।'

'আমার কাছে তার মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি আছে। খালি পায়ে লোকটা ছয় ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। বিশালদেহী নিঃসন্দেহে। আপনি কি একমত?'

'অবশ্যই।' স্নেল মাথা নাড়ে। 'আর অভিযুক্ত দাবী করেছে সে তাকে ত্রিশ মাইল বয়ে নিয়ে গেয়ে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা না পড়ে।' সে মাথা নাড়ে। 'আমার সন্দেহ আছে লেফটেন্যান্ট কোর্টনীর মত শক্তিশালী লোকের পক্ষেও সেটা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে।'

'সার্জেন্টের ভাগ্যে তাহলে কি ঘটেছে বলে আপনার মনে হয়।'

আমার ধারণা অভিযুক্ত নিওম্বিতেই তার ডিটাচমেন্টের অন্য সদস্যদের সাথে তাকে পরিত্যাগ করে একাই পালিয়ে এসেছে।'

'আপত্তি জানাই, মহামান্য আদালত।' ববি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর।'

'আপত্তি আমলে আনা গেল। আদালতের নথিলেখক প্রশ্ন আর স্বাক্ষীর উত্তর নথি থেকে বাদ দিবে,' পাগড়ীধারী কর্নেল বলেন, কিন্তু লিওনের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

এরিক রবার্টস আবার নিজের কাগজপত্র দেখে। 'আমাদের কাছে নজির আছে যে উদ্ধারকারী দল সার্জেন্টের দেহ খুঁজে পায়নি। আপনার কি বক্তব্য এ বিষয়ে?'

'ক্যাপ্টেন রবার্টস, আমি আপনার ভুলটা শুধরে দিতে চাই। আমাদের কাছে নজির আছে যে তারা মৃতদেহের ভিতরে সার্জেন্টের দেহ সনাক্ত করতে পারেনি। সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার। তারা ভস্মীভূত বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে যা সনাক্তকরণের অযোগ্য। অন্য শবদেহগুলো হয় বিদ্রোহীরা নয়তো হায়েনা আর শকুনের দল এমনভাবে ছিন্নভিন্ন আর খুবলে খেয়েছে যে সেগুলোকেও আলাদা করে চেনা সম্ভব হয়নি। সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর লাশ এসবের ভিতরে থাকতে পারে।'

ববি দু'হাতে মুখ ঢেকে ক্লান্ত একঘেয়ে কণ্ঠে বলে, 'আপত্তি জানাই। আন্দাজ নির্ভর।'

'আমলে আনা গেল। অনুগ্রহ করে বস্তুনিষ্ঠ নজির উপস্থাপন করেন, মেজর।' স্নেল আর তার প্রিয়পাত্র আত্মতৃপ্ত দৃষ্টি বিনিময় করে।

এডি ঝানু উকিলের মত বলতে থাকে 'সার্জেন্ট ম্যানইয়রো যদি অভিযুক্তের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হয়েই থাকে তবে আপনার কি কোনো ধারণা আছে যে সে এখন কোথায় থাকতে পারে?'

'না, কোনো ধারণা নেই।'

'সম্ভবত তার পারিবারিক *ম্যানইয়ত্তায়*,' স্নেল বলে। 'সার্জেন্ট ম্যানইয়রোকে আমরা আবার দেখতে পাব সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।'

বিচারক এরপরে দুপুরের আহারের জন্য আদালত মূলতবি ঘোষণা করে এবং রোস্ট করা ঠাণ্ডা গিনি পাখির মাংস আর শ্যাম্পেন অফিসার্স মেসের চওড়া বারান্দায় বসে গলঃধকরণ করার পরে, এডি রবার্টস বিকেল পর্যন্ত স্নেলের জেরা অব্যাহত রাখে তারপরে সে বয়স্ক বিচারকের দিকে ঘুরে তাকায়। 'মহামান্য আদালত, আমার জেরা এখানেই শেষ। সাক্ষীর কাছ থেকে আমার আর কিছু জানবার নেই।' তাকে সন্তুষ্ট দেখায় এবং সেটা লুকাবার কোনো চেষ্টাও সে করে না।

'লেফটেন্যান্ট, আপনি কি ক্রস-একজামিন করতে চান?' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বয়স্ক বিচারপতি জিজ্ঞেস করেন। 'আমি আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ সময় দিতে পারব। শুক্রবার সন্ধ্যায় মোমবাসা থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে।' তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় রায় ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ববি স্নেলের আত্মবিশ্বাসী আচরণে চিড় ধরাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু তার হাতে উপাত্ত এত সামান্য যে লোকটা তার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর শীতল প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে দেয় যেন বাচ্চা ছেলের সাথে কথা বলছে। এক কি দু'বার সে তিন বিচারকের দিকে ষড়যন্ত্রমূলক দৃষ্টিতে তাকায়।

কর্নেল তার সোনা দিয়ে বাধান ঘড়ি আবার বের করে এবং ঘোষণা করে, 'ভদ্রমহোদয়গণ আজকের মত আদালতের কাজ মূলতবি ঘোষণা করা হল।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গী অন্য দু'জন বিচারককে নিয়ে মেসের পিছনে অবস্থিত বারে যান।

'আমার মনে হচ্ছে, খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি,' ববি আর লিওন বারান্দা দিয়ে নামার সময়ে সে অপরাধী কণ্ঠে বলে। 'গতকাল তোমার সাক্ষ্য দানের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।'

লিওনের রনডাভেলের পিছনে সন্নিবেশিত রান্নাঘর থেকে ইসমায়েল তাদের দু'জনকে রাতের খাবার আর দু'বোতল বিয়ার এনে দেয়। ঘরে কোনো চেয়ার না থাকায়, তারা মাটির মেঝেতে বসে এবং আগামীকালের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিষণ্ন কণ্ঠে আলোচনা করে।

আমি ভাবছি, চোখ বাধা অবস্থায় দেয়ালের সামনে দাঁড়াবার সময়েও কি নাইরোবির মেয়েরা তোমাকে এমনই সুদর্শন আর প্রাণবন্ত হিসাবে কল্পনা করবে,' ববি বলে।

'বেরোও আমার ঘর থেকে, ব্যাটা বুরবক কাহাকার,' লিওন কপট রাগে বলে। 'আমি একটু ঘুমাতে চাই।' কিন্তু ঘুম আসে না, ভোররাত অব্দি সে বিছানায় শুয়ে

কেবল এপাশ ওপাশ করে। শেষে সে উঠে বসে বুলসআই লণ্ঠনটা জ্বালায়। তারপরে কেবল অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় সে দরজা দিয়ে বের হতে যায় ব্যারাকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গণশৌচাগারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাইরের বারান্দায় পা দিতে গিয়ে সে সেখানে বসে থাকা একদল লোকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। লিওন চমকে উঠে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে। 'অন্ধকারে তোমরা কারা,' সে বেশ জোরেই চিৎকার করে জানতে চায়। তখন সে খেয়াল করে সবার পরনেই লাল গিরিমাটি দিয়ে রঞ্জিত মাসাই শুকা রয়েছে।

দলের একজন উঠে দাঁড়ায়। 'ম'বোগো, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি,' সে বলে এবং আধারের ভিতরে তার কানের গজদন্ত নির্মিত দুল তার দাঁতের মতই ঝিলিক দিয়ে উঠে।

'ম্যানইয়রো! ঈশ্বরের পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে কি করছো?' খুশী আর স্বস্তির যুগপৎ উল্লাসে লিওন চেঁচিয়ে উঠে।

'লুসিমা মা, আমাকে পাঠিয়ে দিল, বলল আমাকে তোমার প্রয়োজন।'

'তাহলে এত দেরি হল কেন আসতে?' লিওনের ইচ্ছা করে তাকে কোলে তুলে নাচে।

'আমি যত দ্রুত সম্ভব আমার এই ভাইদের সাহায্যে এসেছি।' সে অন্ধকারে বসে থাকা লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে বলে। 'লনসোইয় পাহাড় থেকে রওয়ানা দিয়ে দুদিন হেঁটে আমরা নারুমারু সাইডিং স্টেশনে পৌঁছাই। ট্রেনের ড্রাইভার আমাদের ছাদে বসতে দেয় আর ঝড়ের বেগে আমাদের নিয়ে আসে।'

'মা ঠিকই বলেছে। কালো ভাইজান, আমার জান এখন তোমার হাতে।'

'লুসিমা মা সবসময়েই ঠিক বলে,' ম্যানইয়রো নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে। 'তোমার আবার কি বিপদ ঘটল? আমরা কি আবার যুদ্ধে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ,' লিওন উত্তর দেয়। বিশাল যুদ্ধ!' পাঁচ মাসাইয়ের চেহারা আশু যুদ্ধের খবরে নূরানী হয়ে উঠে।

ইসমায়েলের ঘুম চিল্লাচিল্লিতে ভেঙে গেলে সে রনডেভালের পিছনে তার ঝুপড়ি থেকে ঘুম জড়ান চোখে এত শব্দের কারণ খুঁজতে আসে। 'মালিক, এই মাসাই কাফেরগুলো কি কোনো সমস্যা করছে? আমি কি তাদের তাড়িয়ে দেব?' সার্জেন্ট ম্যানইয়রোকে আদিবাসী পোষাকে দেখে সে চিনতে পারেনি।

'না, ইসমায়েল। তুমি কেবল চট করে গিয়ে লেফটেন্যানট ববি এখানে ডেকে নিয়ে এসো। একটা অলৌকিক ঘটনা আজ এখানে ঘটেছে। আমরা পানির ছেড়ে এখন ডাঙায় উঠব।'

'আল্লাহ্ মহান! তার মহিমা বোঝা দায়,' কোরান পাঠের মত ইসমায়েল সুর করে বলে, তারপরে ববির কুটিরের দিকে মার্জিত ভঙ্গিতে দৌড়ে যায়।

'সার্জেন্ট ম্যানইয়রোকে সাক্ষ্য প্রদানের স্থানে আসতে বল!' ববি সিম্পসন আত্মপ্রত্যয়ী আর জোরাল কণ্ঠে বলে।

অফিসার্স মেসে একটা বিস্মিত নিরবতা নেমে আসে। ম্যানইয়রো একটা ঘরে বানান যেনতেন ক্রাচে ভর দিয়ে খোড়াতে খোড়াতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে বিচারকমন্ডলী তাদের সামনের নথিপত্র থেকে তাৎক্ষণিক আগ্রহে মুখ তুলে তাকায়। আজ তার পরণে তার সেরা পোষাকটা রয়েছে, উরুর ক্ষতস্থান নিখুঁত করে পট্টি দেয়া কিন্তু পা খালি। লাল ফেজের সামনে তার রেজিমেন্টাল ব্যাজ আর তার বেল্টের বাকল বাসো দিয়ে তারার মত চকচকে করে পলিশ করা। সার্জেন্ট ম'ফিফি তার পেছনে মার্চ করে আসে, বহুকষ্টে বেচারা তার হাসি চেপে রেখেছে। উঁচু টেবিলের সামনে তারা দু'জন এসে থামে এবং চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বিচারকমণ্ডলীকে সেল্যুট করে।

'সার্জেন্ট মেজর ম'ফিফি যারা কিসওয়াহিলি কম জানে তাদের জন্য অনুবাদকের কাজ করবে,' ববি ব্যাখ্যা করে বলে। সাক্ষীকে শপথ বাক্য পাঠ করাবার পরে ববি দোভাষিকের দিকে তাকায়, 'সার্জেন্ট মেজর, সাক্ষীকে তার নাম আর পদবী বলতে বল।'

'আমি সার্জেন্ট ম্যানইয়রো, দি কিংস আফ্রিকান রাইফেলস, প্রথম রেজিমেন্ট, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন, সি কোম্পানী,' ম্যানইয়রো গর্বিত সুরে বলে।

মেজর স্নেলের চেহারা হতাশায় দুমড়েমুচড়ে যায়। ম্যানইয়রোকে এর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিনতে পারেননি। মেস বারে লিওন তাকে বেশ কয়েকবার ঘোষণা দিতে শুনেছে বিশেষ করে তার তৃতীয় কি চতুর্থ হুইস্কি শেষ হবার পরে। 'এই সব বেজন্মা উকুনের দল আমার দিকে সমানে সমানে তাকাতে চায়।' স্নেলের মত কর্তৃত্বপূর্ণ তাচ্ছিল্যকর মনোভাবের লোকজনের পক্ষে এধরনের মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করা সম্ভব। আর কোন অফিসার তার নেতৃত্বাধীন কোনো লোকের সম্বন্ধে এমন শব্দ ব্যবহার করবে না।

ফ্রগি, তোমার সেই বেজন্মা উকুনকে ভালো করে দেখে নাও, লিওন উৎফুল্লচিত্তে ভাবে। তার এই চেহারা সে বহুদিন মনে রাখবে।

'মহামান্য আদালত,' ববি বয়স্ক বিচারপতির উদ্দেশ্যে বলে, 'আমার সাক্ষী কি সাক্ষ্যদানের সময় বসতে পারে? তার ডান পায়ে নানদিদের তীর লেগেছিল। আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সেটা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি।'

সবার চোখ ম্যানইয়রোর পায়ের দিকে যায়, যা আজ সকালে রেজিমেন্টের সার্জন নতুন ব্যান্ডেজ দিয়ে ডেকে দিয়েছে। তাজা রক্তের একটা দাগ সাদা গজের উপর ফুটে রয়েছে।

'অবশ্যই,' বয়স্ক বিচারপতি সম্মতি জানান। 'কেউ তাকে একটা চেয়ার এনে দাও।'

সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। মেজর স্নেল আর এডি রবার্টস নিজেদের ভিতরে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করে। ফ্রেডি কেবল ঘনঘন মাথা ঝাকায়।

'সার্জেন্ট, এই লোককি তোমার কোম্পানীর অফিসার?' ববি লিওনকে দেখিয়ে জানতে চায়।

'বাওয়ানা লেফটেন্যানট আমার অফিসার।'

'নিওম্বির *বোমায়* তুমি আর তোমার বাহিনী তার সাথে গিয়েছিলে?'

'আমরা গিয়েছিলাম, বাওয়ানা লেফটেন্যান্ট।'

'সার্জেন্ট ম্যানইয়রো, আমাকে বারবার "বাওয়ানা লেফটেন্যান্ট" না বললেও চলবে,' ববি কিসওয়াহিলিতে দ্রুত প্রতিবাদ জানিয়ে বলে।

'*নিডিও*, বাওয়ানা লেফটেন্যান্ট,' সম্মতি জানায় ম্যানইয়রো।

বিচারকদের সুবিধার্থে ববি আবার ইংরেজীতে তার বক্তব্য পেশ করা শুরু করে। 'সেই যাত্রার সময়ে তোমরা কোনো সন্দেহজনক পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। জেলাই লুমবাওয়ার দিক থেকে রিফট ভ্যালীর দেয়াল বেয়ে ছাব্বিশ জন নানদি যোদ্ধার একটা ওয়ার-পার্টিকে আমরা দেখতে পাই।'

'ছাব্বিশ জন? তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত, বাওয়ানা লেফটেন্যান্ট,' প্রশ্নের অসাড়ত্ব অনুধাবন করে ম্যানইয়রো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে যে সেটা একটা ওয়ার-পার্টি ছিল?'

'তাদের সাথে কোনো মেয়ে বা কোনো শিশু ছিল না।'

'তুমি কিভাবে বুঝলে সে তারা নানদিই, মাসাই না?'

'তাদের পা আমাদের চেয়ে ছোট ছিল, আর তাদের হাঁটার ভঙ্গিও অন্য ধরনের ছিল।'

'কিরকম আলাদা?'

'ছোট ছোট পদক্ষেপ– তারা ক্ষুদ্রকায় লোক। তারা গোড়ালির উপরে প্রথমে পায়ের পাতা ফেলে শেষে পায়ের আঙ্গুলের ঠেলা দেয় না প্রকৃত ডোদ্ধারা যেমন করে থাকে। গর্ভবতী বেবুনের মত তারা পুরো পায়ের পাতা একসাথে মাটিতে ফেলে।'

'তো তুমি নিশ্চিত যে সেটা একটা নানদি ওয়ার-পার্টিই ছিল?'

'কেবল বোকারা বা বাচ্চা ছেলেই অন্য কিছু ভাববে।'

'তারা কোনদিকে যাচ্ছিল?'

'নাকুরু মিশন স্টেশনের দিকে।'

'তোমার কি ধারণা তারা মিশন স্টেশন আক্রমণ করতো?'

'আমার মনে হয় না তারা মিশনের পাদরীদের সাথে বিয়ার পান করতে যাচ্ছিল,' ম্যানইয়রো আমুদে কণ্ঠে বলে, আর সার্জেন্ট মেজর যখন সেটা ভাষান্তরিত করে, বয়স্ক বিচারক অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। অন্য বিচারকবৃন্দও হেসে মাথা নাড়েন।

এডিকে এতক্ষণে বিমর্ষ লাগতে শুরু করে।

'তুমি তোমার লেফটেন্যান্টের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলে? তাকে খুলে বলেছিলে সব কথা?'

'অবশ্যই।'

'সে তোমাকে ওয়ার-পার্টি ধাওয়া করতে বলেছিল?'

ম্যানইয়রো মাথা নাড়ে। আমরা তাদের একনাগাড়ে দু'দিন অনুসরণ করার পরে তাদের এতটাই কাছাকাছি চলে এসেছিলাম যে তারা বুঝতে পেরে যায় আমরা তাদের পিছু করছি।'

'তারা এটা কিভাবে বুঝতে পারলো?'

'সেটা ছিল একটার খোলা প্রান্তর আর নানদি হলেও তাদেরও পেছনে একজোড়া চোখ রয়েছে,' ম্যানইয়রো ধৈর্য্য সহকারে ব্যাখ্যা করে।

'তারপরে তোমার অফিসার অনুসরণ পরিত্যাগ করে নিওম্বি যাবার আদেশ দেয়। তোমার কি মনে হয় সে শত্রুদের তখনই কেন আক্রমণ করেনি?'

'ছাব্বিশটা নানদির পো ছাব্বিশ দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার লেফটেন্যান্ট গাধা না। সে জানত আমরা যদি প্রাণপণে দৌড়িয়ে ধাওয়া করি তাহলে ভাগ্য ভালো হলে আমরা হয়ত একজনকে ধরতে পারব। সে আরও জানত যে আমাদের দেখে তারা ভয় পেয়েছে এবং নাকুরুতে আর আক্রমণ করবে না। আমার *বাওয়ানা* মিশনটাকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি আর সময় নষ্ট করতে চাননি।'

'কিন্তু ততদিনে তোমরা চারদিন দেরি করে ফেলেছো?'

'*নিডিও*, বাওয়ানা লেফটেন্যান্ট।'

'নিওম্বি পৌঁছে তোমরা কি দেখতে পেলে?'

'আরেকটা নানদি ওয়ার-পার্টি *বোমায়* হামলা করেছে। তারা জেলা প্রশাসক, তার স্ত্রী এবং বাচ্চাকে হত্যা করে। তারা বাচ্চাটাকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে এবং জেলা প্রশাসক আর তার স্ত্রীর মুখে পেশাব করে তাদের দমবন্ধ করে হত্যা করেছে।'

ববি ম্যানইয়রোর মুখ থেকে পরবর্তী নানদি অ্যামবুশ আর ভয়ঙ্কর মারামারির একটা বর্ণনা বের করে আনলে বিচারকমণ্ডলী মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনে। কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ না করে ম্যানইয়রো বর্ণনা করে কিভাবে দলের বাকী সৈন্যরা কচুকাটা হয়েছিল এবং সে আর লিওন কিভাবে যুদ্ধ করে *বোমায়* প্রবেশ করে এবং আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে।

'এই লড়াইয়ের সময় তোমার লেফটেন্যান্ট কি পুরুষের মত লড়াই করেছিল?'

'তিনি একজন যোদ্ধার মত লড়াই করেছিলেন।'

'তুমি তার হাতে শুত্রুদের কাউকে খুন হতে দেখেছো?'

'আমি নিজেই আট নানদির লাশ পড়তে দেখেছি, তবে তাদের আসল সংখ্যা আরও বেশি হবে। আমিও জান বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

'তারপরে তুমি আহত হও। আমাদের ব্যাপারটা খুলে বল।'

'আমাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমরা প্যারেড-গ্রাউন্ডে পড়ে থাকা মৃত *আসকারি*দের কাছ থেকে গোলাবারুদ আনার জন্য বাইরে যাই।'

'লেফটেন্যান্ট কোর্টনী তোমার সাথে গিয়েছিল?'

'তিনিই নেতৃত্বে ছিলেন।'

'তারপরে কি হয়?'

'নানদি ককুরদের একটা আমাকে লক্ষ করে তীর ছোড়ে। তীরটা এখানে আঘাত করে,' ম্যানইয়রো তার পায়ের খাকি হাফপ্যান্ট টেনে তুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা দেখায়।

'তুমি কি আঘাতটা নিয়ে দৌড়াতে পারতে?'

'না।'

'তুমি কিভাবে পালালে?'

'বাওয়ানা কোর্টনী, যখন দেখতে পান যে আমাকে তীর লেগেছে, তিনি আমাকে নিতে ফেরৎ আসেন। তিনিই আমাকে কোলে করে *বোমা* পর্যন্ত নিয়ে যান।'

'তুমিতো বিশালদেহী। সে তোমাকে বহন করে?'

'আমি বিশালদেহী কারণ আমি মাসাই। কিন্তু বাওয়ানা কোর্টনী অসুরিক শক্তির অধিকারী। তার মাসাই নাম মহিষ।'

'তারপরে কি হয়?'

ম্যানইয়রো বিস্তারিত বর্ণনা করে কিভাবে নানদিরা শনের চালে আগুন লাগাবার আগে পর্যন্ত টিকে থাকে, কিভাবে তারা বাধ্য হয় সেখান থেকে বের হয়ে আসতে এবং কিভাবে ধোঁয়ার আড়াল ব্যবহার করে কলাবাগানে পালিয়ে যায়।

'তুমি তারপরে কি করো?'

'আমরা যখন কলাবাগানের পিছনে উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছাই, আমি আমার *বাওয়ানা*কে বলি আমাকে একটা পিস্তল দিয়ে সেখানে রেখে তিনি যেন একাই নিজের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করে।'

'তুমি কি আহত হয়ে পড়ার কারণে এবং নানদিরা জেলা প্রশাসক আর তার স্ত্রীর কি দশা করেছে সেটা দেখার পরে নানদিদের হাতে ধরা পড়ার চাইতে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করছিলে?'

'আমি নানদিদের হাতে মারা যাবার আগেই নিজেকে খুন করতাম কিন্তু তার আগে শেয়াল কুকুরের জন্য কিছু ভোজের বন্দোবস্ত করতাম,' ম্যানইয়রো সম্মতি জানিয়ে বলে।

'তোমার অফিসার তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে চায়নি?'

'তিনি আমাকে কাঁধে করে রেললাইন পর্যন্ত নিয়ে যাবেন বলে ভেবেছিলেন। আমি তাকে বলি আমাদের তাহলে নানদি অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে চারদিনের পথ পাড়ি দিতে হবে আর ততক্ষণে আমরা জেনে গেছি যে এলাকাটা নানদি ওয়ার-পার্টিতে গিজগিজ

করছে। আমি তাকে আরও বলি আমার মায়ের *ম্যানইয়াত্তা* সেখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে এবং জায়গাটা মাসাই এলাকার গভীরে অবস্থিত হবার কারণে নানদিরা সেখানে আমাদের অনুসরণ করবে না। আমি তাকে বলি যে তিনি যদি আমাকে একান্তই পরিত্যাগ করতে না চান তাহলে আমাদের এই পথেই যাওয়া উচিত।'

'সে তোমার পরামর্শ মেনে নেয়?'

'তিনি মেনে নেন।'

'ত্রিশ মাইল? তোমাকে কাঁধে নিয়ে সে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে?'

'হয়ত একটু বেশিই হবে। তিনি একজন বলবান মানুষ।'

'তোমার মায়ের গ্রামে তোমরা যখন পৌঁছাও তিনি তোমাকে সেখানে রেখে সাথে সাথে নাইরোবির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হননি কেন?'

'নিওম্বি থেকে হেঁটে আসার ফলে তার পা জখম হয়েছিল। আর একপাও তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিল না। আমার মা অসীম ক্ষমতাধর একজন মহান ওঝা। তিনি তার পায়ের ক্ষতে ওষুধ দেন। হাঁটতে সক্ষম হওয়া মাত্রই বাওয়ানা কোর্টনী *ম্যানইয়াত্তা* ত্যাগ করেন।'

ববি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিচারকদের দেখে। তারপরে সে জিজ্ঞেস করে, 'ম্যানইয়রো, লেফটেন্যান্ট কোর্টনীকে তোমার কেমন মনে হয়?'

ম্যানইয়রো যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দেয়, 'আমার *বাওয়ানা* আর আমি ভাই আমাদের দেহে যোদ্ধার রক্ত রয়েছে।'

'ধন্যবাদ সার্জেন্ট। তোমাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

আদালত কক্ষে একটা থমথমে সম্ভ্রম জাগানো নিরবতা বহুক্ষণ বিরাজ করে। কর্নেল ওয়ালেস অবশেষে সেই নিরবতা ভঙ্গ করেন। 'লেফটেন্যান্ট রবার্টস, আপনি কি এই লোককে জেরা করবেন?'

এডি মেজর স্নেলের সাথে দ্রুত কি কথা বলে তারপরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'না, স্যার, আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করবো না।'

'আর কোনো সাক্ষী আছে? আপনি কি আপনার মক্কেলকে স্ট্যান্ডে ডাকতে চান, লেফটেন্যান্ট সিম্পসন?' কর্নেল ওয়ালেস জানতে চান। তিনি তার হাতঘড়ি বের করেন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সময় দেখতে দেখতে জানতে চান।

'আদালতের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি লেফটেন্যান্ট কোর্টনীকে একবার ডাকতে চাই। আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং আমি আদালতের মূল্যবান সময় বেশি নষ্ট করবো না।'

'আপনার কথা আমার চিত্ত শান্ত করলো। আপনি এবার ডাকতে পারেন।'

লিওন স্ট্যান্ডে আসলে ববি তার হাতে একগোছা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে জানতে চায়, 'লেফটেন্যানট কোর্টনী, নিওম্বি অভিযানের এটাই কি অফিশিয়াল রিপোর্ট যা আপনি কমান্ডিং অফিসারের কাছে জমা দিয়েছিলেন?'

লিওন দ্রুত পাতা উল্টে তারপরে বলে, 'হ্যাঁ, এটাই আমার রিপোর্ট।'

'এখান থেকে কিছু কি আপনি আদালতে বলতে চান? বা কিছু কি এর সাথে যোগ করতে চান?'

'না, সেরকম কিছু নেই।'

'আপনি তাহলে শপথ নিয়ে বলছেন যে রিপোর্টের পুরো বর্ণনাটাই সত্যি এবং যথাযথ?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

ববি তার সামনে থেকে রিপোর্টটা নিয়ে বিচারকদের সামনে পেশ করে। 'আমি চাই এই রিপোর্টটাকে প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হোক।'

'এটা ইতিমধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে,' কর্নেল ওয়ালেস অধৈর্য কণ্ঠে বলেন। 'আমরা সবাই সেটা পড়েছি। লেফটেন্যান্ট আপনার প্রশ্ন করেন আর এই ভাঁড়ামো আমরা শেষ করি।'

'মহামান্য আদালত, আমার আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। ডিফেন্স রেস্টস।'

'বেশ কথা।' কর্নেলকে আক্ষরিক অর্থেই উৎফুল্ল দেখায়। তিনি আশা করেননি ববি এত দ্রুত জেরা শেষ করবে। তিনি এবার এডি রবার্টসকে বাজখাই কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি জেরা করতে চাও?'

'না স্যার। অভিযুক্তের কাছে আমার কিছু জানবার নেই।'

'চমৎকার।' এই প্রথম কর্নেল ওয়ালেসের মুখে হাসি ফুটতে দেখা যায়। 'সাক্ষী বিশ্রাম নিতে পারে এবং বাদী পক্ষ তার পর্যালোচনা আদালতে পেশ করতে পারে।'

এডি বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক সেটারই ঘাটতি তার ভিতরে দেখা যায়। 'আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই যে অভিযুক্তের লিখিত রিপোর্ট, যা সে শপথ গ্রহণ পূর্বক বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর সহায়ক সাক্ষীর প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তারা দু'জনেই স্বীকার করেছে যে নিওম্বি স্টেশনে দ্রুত পৌঁছাবার লিখিত আদেশ তারা আমান্য করেছে এবং নাকুরু মিশনের দিকে আগুয়ান নানদি ওয়ার-পার্টিকে অনুসরণ করে সময় নষ্ট করেছে। আমি বলতে চাই অভিযুক্ত শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার লিখিত আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত। আর এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

এডি দম নেবার জন্য একটু থামে। সে একটা বড় করে শ্বাস নেয় যেন সে বরফ শীতল পানিতে লাফ দিতে চলেছে। অভিযুক্তের পরবর্তী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর বক্তব্য সম্পর্কে আমার মন্তব্য যে সেটা বালখিল্যসুলভ আর আবেগে পরিপূর্ণ যেখানে সে অভিযুক্ত সম্বন্ধে বলেছে 'তারা যোদ্ধার রক্তের অধিকারী ভাই।' কর্নেল ওয়ালেস ভ্রু কুচকে তাকান এবং অন্য বিচারপতি দু'জন অস্বস্তির সাথে চেয়ারে নড়েচড়ে বসেন।

এডি তাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া আশা করেনি, এবং সে দ্রুত যোগ করে 'আমি বলতে চাই যে সাক্ষীকে অভিযুক্ত শিখিয়ে দিতে পারে এবং সে সম্পূর্ণভাবে অভিযুক্তের প্রভাবাধীন। আমি আপনাদের বলতে চাই যে সে তার মুখ দিয়ে নিজের ইচ্ছামত শব্দ বলাতে সক্ষম।'

'ক্যাপ্টেন রবার্টস, আপনি কি বলতে চাইছেন যে সাক্ষী নিজেই নিজেকে তীরের আঘাতে ঘায়েল করে তার প্লাটুন কমান্ডারের কাপুরুষতা ঢাকতে চেষ্টা করছে?' কর্নেল ওয়ালেস জানতে চান।

পুরো আদালত কক্ষ অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে এডি বসে পড়ে।

'সাইলেন্স ইন কোর্ট! ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরেন!' এ্যাডজুটেন্ট অফিসার প্রতিবাদ করে উঠে।

'ক্যাপ্টেন আপনার পর্যালোচনা শেষ, আশা করি?' আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' ওয়ালেস জানতে চান।

'না, মহামান্য আদালত।'

'লেফটেন্যান্ট সিম্পসন, আপনি কি ডিফেন্সের পর্যালোচনার প্রতিবাদ করতে চান?'

ববি উঠে দাঁড়ায়। 'মহামান্য আদালত, আমরা যে কেবল ডিফেন্সের পুরো পর্যালোচনার প্রতিবাদই শুধু করতে চাই না, সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর সততাকে যেভাবে হেয় করা হয়েছে তা দেখতে পেয়ে আমরা ক্ষুব্ধ। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আদালত তার মত একজন বীর, অনুগত আর সত্যবাদী সৈনিকের বক্তব্য গ্রহণ করবে, যার দায়িত্বের প্রতি অনুরক্তি আর তার অফিসারের প্রতি শ্রদ্ধা বৃটিশ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের মূলমন্ত্র।' সে পর্যায়ক্রমে তিন বিচারকের দিকে তাকায়। 'ভদ্রমহোদয়গণ, দি ডিফেন্স রেস্টস।'

'রায় পর্যালোচনার জন্য আদালত আপাতত মূলতবি ঘোষণা করা হল। আমরা আবার দুপুরের পরে রায় প্রদানের জন্য একত্রিত হব।' ওয়ালেস উঠে দাঁড়ায় এবং অন্য দুই বিচারকের উদ্দেশ্যে সবাই শুনিয়ে বলে, 'বেশ, আমরা বোধহয় আমাদের জাহাজ ধরতে পারব।'

সারিবদ্ধ হয়ে বের হবার সময়ে লিওন ফিসফিস করে ববির কানে বলে, "*বৃটিশ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের মূলমন্ত্র।*" লাইনটা বেড়ে বলেছো।'

'সেটাই তো আসল কথা, তাই না?'

'চলো তোমাকে বিয়ার খাওয়াই।'

'তুমি খাওয়াতে চাইলে আমি মানা করব না।'

এক ঘন্টা পরে কর্নেল ওয়ালেসকে উঁচু টেবিলে বসে তার সামনে রাখা কাগজপত্র ঘাঁটতে দেখা যায়। তারপরে তিনি আমুদে ভঙ্গিতে গলা খাকারি দিয়ে শুরু করে রায়

দেবার আগে আমি একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই আদালত সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর নিষ্ঠা আর তার দেয়া প্রমাণে মুগ্ধ হয়েছে। আমাদের মতে সে একজন নির্ভরযোগ্য, অনুগত, সত্যবাদী আর বীর যোদ্ধা।' ওয়ালেস ববির নিজস্ব বর্ণনাই পুনরাবৃত্তি করলে তার চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'সার্জেন্ট ম্যানইয়রোর সার্ভিস রেকর্ডে এই বক্তব্য অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে।'

ওয়ালেস এরপরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই ঘুরে লিওনের দিকে গনগনে চোখে তাকায়। 'এই আদালতের রায় নিম্নরূপ। কাপুরুষতা, পলায়ন এবং দায়িত্ব পালনে অনীহার অভিযোগের ক্ষেত্রে আমরা অভিযুক্তের কোনো দোষ পাইনি।' বিবাদী পক্ষের দিক থেকে স্বস্তির বিড়বিড় শব্দ ভেসে আসে। টেবিলের নিচে ববি লিওনের পা চাপড়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। ওয়ালেস দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকে, 'আদালত যদিও সম্ভাব্য সবস্থানে শত্রুর মোকাবেলা করার বিষয়ে অভিযুক্তের সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অনুধাবন করতে পারে, বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রথা অনুসারে, আমাদের মনে হয়েছে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিতে নিওম্বি স্টেশনে পৌঁছাবার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে বিদ্রোহী ওয়ার-পার্টির পিছু ধাওয়া করে সে আর্টিকেল অব ওয়ার লঙ্ঘন করেছে, যা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ কঠোরভাবে পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আর সেজন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার লিখিত আদেশ অমান্য করার অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।'

ববি আর লিওন চেহারায় হতাশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মেজর স্নেল দু'হাত বুকের উপরে আড়াআড়ি করে ভাঁজ করে রাখে। মুখে একটা চওড়া আত্মতৃপ্ত হাসি নিয়ে সে চেয়ালে হেলান দিয়ে বসে।

'আমি এবার সাজা ঘোষণা করব। অভিযুক্তকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করছি। লিওন উঠে দাঁড়ায় এবং বুটের তুখোড় শব্দে সটান দাঁড়িয়ে থাকে– তার দৃষ্টি ওয়ালেসের পিছনের সাদা দেয়ালের উপরে নিবদ্ধ। 'অভিযুক্তের সার্ভিস বুকে এই দোষী সাব্যস্ত হবার এই রায়ের কথা লেখা থাকবে। এই আদালত তার কাজ সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা হবে এবং তারপরে তার র‍্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব আর সুবিধাসহ তাকে দায়িত্বে পুনর্বহাল করা হবে। গড সেভ দি কিঙ!'

'এই বিচারের কার্যক্রম আমি সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ওয়ালেস উঠে দাঁড়িয়ে নিচের লোকদের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে এবং বাকি দুই বিচারককে নিয়ে বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। 'ট্রেন ছাড়ার আগে এক পেগ খাবার মত সময় এখনও আছে। আমি একটা হুইস্কি নেব। তোমরা কি নেবে বল?'

লিওন আর ববি আদালতের দরজার দিকে যাত্রা শুরু করলে, আদালতের কার্যক্রম শেষ হবার পরে যা আবার তার পূর্ব পরিচয় অফিসার্স মেসে প্রত্যাবর্তন করেছে, তারা স্নেলের টেবিলের সামনে এসে উপস্থিত হয়। সে উঠে দাঁড়ায় এবং মাথার টুপি পুনরায়স্থাপিত করলে তারা বাধ্য হয় এ্যাটেনশন আর সেল্যুট করতে। তার ধূসর নীল

চোখ যেন অক্ষিকোটর থেকে বের হয়ে আসবে আর চেপে বসা ঠোঁটের অভিব্যক্তির সাথে ব্যাঙের চেয়ে কোনো বিষধর সরীসৃপেরই মিল বেশি। কিছুক্ষণ ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে সে তাদের সেল্যুটের উত্তর দেয়। 'কাল সকালে আমি তোমাকে নতুন আদেশ দেব, কোর্টনী। আমার অফিসে ঠিক আটটার সময় হাজির থাকবে। তার আগে নিজের ইচ্ছামত চরে বেড়াতে পার,' সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে।

'আমার মনে হয় এই জন্মে তোমার সাথে ফ্রগির আর বন্ধুত্ব হবার সম্ভাবনা নেই,' সূর্যালোকিত প্যারেড-গ্রাউন্ডে বের হয়ে আসার পরে ববি ফিসফিস করে বলে। 'এখন থেকে সে তোমার জীবন অসাধারণ চিত্তাকর্ষক করে তুলবে। আমার ধারণা তার নতুন আদেশ হবে ন্যাট্রন হ্রদ বা তারচেয়েও দূরবর্তী এবং ঈশ্বরবিবর্জিত এলাকায় পায়ে হেঁটে টহল দেয়া। আগামী মাসখানেক সে তোমার চেহারা দেখতে চাইবে না সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তুমি অন্তত এই দেশটা বেশ ভাল করে ঘুরে দেখতে পারবে।'

তার *আকসারির* দল সমবেত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। 'জামবো বাওয়ানা। ফিরে আসার জন্য স্বাগতম।'

'অন্তত কিছু বন্ধু এখনও তোমার আছে,' ববি তাকে সান্ত্বনা দেয়। 'তুমি যখন বনে বাদাড়ে দাবড়ে বেড়াবে তখন কি আমি আমাদের পজ্জীরাজ মানে গাড়িটা ব্যবহার করতে পারি?'

বহুদিন পরে অথী নদীর তীর ধরে দুই ঘোড়সওয়াড় রেকাবের সাথে রেকাব ছুইয়ে ছুটে যায়। অতিরিক্ত ঘোড়ার বহর নিয়ে কিছুটা দূরে সহিসের দল তাদের অনুসরণ করে। ঘোড়ওয়ারীদের মাথায় চওড়া কিনারাযুক্ত নরম চামড়ার টুপি কাত করে বসান আর বল্লম খাপে মোড়া। তাদের সামনে অথী সমতলের অবারিত সবুজ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ইম্পালা, ওয়াইল্ড বিস্ট, জেব্রা আর অস্ট্রিচের ঝাঁকে পুরো সমভূমিটা আকীর্ণ। কয়েকশ গজ দূর দিয়ে জিরাফের একটা জোড়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে বিশাল কালো চোখ মেলে তারা তাদের পর্যবেক্ষণ করে।

'স্যার, আমি এখানে আর বেশিদিন টিকতে পারব না,' লিওন তার প্রিয় চাচাকে বলে। 'আরেকটা রেজিমেন্টে বদলীর জন্য আমি শীঘ্রই আবেদন করব।'

'বাছা, আমার সন্দেহ আছে অন্য কোনো রেজিমেন্ট তোমাকে নিতে চাইবে কিনা, সে ব্যাপারে। তোমার সার্ভিস রেকর্ডে একটা বিশাল কালো দাগ পড়ে গিয়েছে,' কর্নেল পেনরড ব্যালানটাইন, প্রথম রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার, দি কিংস আফ্রিকান রাইফেলস, বলেন। 'ভারতে যাবে? দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সাথে কাজ করেছে এমন কিছু বন্ধু-বান্ধবকে সেখানে আমি বলে দেখতে পারি।' পেনরড তাকে পরীক্ষা করেন।

'ধন্যবাদ, স্যার, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না,' লিওন তার মতামত জানায়। 'নীলের পানি যে একবার পান করেছে তার পক্ষে এই জীবনে আর এর মায়া কাটান সম্ভব না।'

পেনরড মাথা নাড়েন। তিনি ঠিক এই উত্তরটাই আশা করেছিলেন। তিনি তার উপরের পকেট থেকে একটা রূপালি বাক্স বের করেন এবং একটা প্লেয়ার'স গোল্ড লিফ বের করেন। সিগারেটটা ঠোঁটে দিয়ে তিনি বাক্সটা লিওনের দিকে বাড়িয়ে দেন।

'ধন্যবাদ, স্যার, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ধূমপান করতে ইচ্ছা করছে না।' তার চাচা বাক্সের ডানিটা বন্ধ করার ঠিক আগ মুহূর্তে সে এর নিচের খোদাই করা লেখাটা পড়তে পারে। 'টুপেন্সকে, ৫০তম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রিয়তমা স্ত্রী, স্যাফরন।' স্যাফরন চাচীর রসবোধ বরাবরই প্রবল। তিনি পেনরডকে বরাবরই পেনী বলে ডেকে এসেছেন এবং বিয়ের এত বছর পরে তার মনে হয়েছে যে সেটার মান দ্বিগুণ করার সময় এসেছে।

'স্যার, বেশ তাহলে আমি বরং তাহলে অবসর গ্রহণ করি– মেজর স্নেলের পাল্লায় পড়ে ইতিমধ্যে আমার তিন বছর সময় নষ্ট হয়েছে, আমি কেবল বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার আর এসব করতে ভালো লাগছে না।'

পেনরড বিষয়টা নিয়ে ভাবেন কিন্তু জুতসই কোনো জবাব দেবার আগে বহুদূরে নদীর তীরে কিছু একটা নড়াচড়া তার চোখে আটকায়। নদীর পাড়ের ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে একটা বন্য বোয়ার ছুটে বের হয়েছে। তার বাঁকান সাদা দাঁত করাল দর্শন কিন্তু হাস্যকর মুখ বরাবর উঠে এসেছে যা কিনা আবার কালো আচিলের মত গুটি দ্বারা সজ্জিত, সেজন্য তাকে এই নামে ডাকা হয়। তার গুচ্ছবদ্ধ লেজ দণ্ডবৎ সোজা আকাশের দিকে তাক করা। 'চল বাছা সময় হয়েছে!' পেনরড চিৎকার করে উঠেন। 'টাল্লি হো এন্ড এ্যওয়ে!' তিনি তার মেয়ারের পেছনে জুতা দিয়ে গুতো দিতে সেটা নিমেষে পক্ষিরাজের গতি পায়।

লিওন তার পিছনে ছুটে, পোলো পনির গলা বরাবর শুয়ে সে তার শূকর শিকারের বর্শা বের করে আনে। 'ঈশ্বরের দিব্যি, এটা একটা বিশাল মর্দা। ওর লেজের গোছাটা কেবল একবার দেখো। চাচা, সোজা ওর দিকে!'

পেনরডের মেয়ার আলতো পায়ে দেওড়ায় কিন্তু দ্রুত শিকারের নিকটবর্তী হয় কিন্তু লিওনের বে গেল্ডিং প্রাণপণে দৌড়েও তার উড়ন্ত লেজের ডগাটা কেবল ছুতে পারে। দাঁতাল শূকরটা তাদের ঘোড়ার খুরের বজ্রপাতের শব্দ শুনে, থামে এবং ঘুরে তাকায়। অবাক হয়ে পলকমাত্র সময় আগুয়ান ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে সম্বিৎ ফিরে পেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট ধারাল খুরে ধুলোর একটা ছোটখাট মেঘ তৈরি করে নদীর তীর বরাবর ছুটে যায়, কিন্তু মেয়ারটার সাথে সে দৌড়ে পারে না।

পেনরড তার স্যাডলে সামনে ঝুঁকে আসে এবং তার হাতের বর্শার অগ্রভাগ জন্তুটার উঁচু শোল্ডার-ব্লেডের মাঝের ধূসর ন্যাড়া চামড়ার ছোট্ট অংশ বরাবর স্থির হয়।

'টুপেন্স, গেঁথে ফ্যালো!' উত্তেজনার মুহূর্তে লিওন, যে নামে ডাকার অধিকার কেবল চাচীর সে সেই নামে তাকে ডেকে বসে। পেনরডকে দেখে বোঝার উপায় নেই

কথাটা তার কানে গিয়েছে কিনা। তিনি তার সম্মুখগতি বজায় রাখেন এবং শূকরের কাঁধের উঁচু দিক লক্ষ করে তার বর্শা তীরের প্রতিভূ হয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বোয়ার গতিপথ বদলায় এবং মেয়ারের সামনের পায়ের নীচ দিয়ে উল্টোদিকে দৌড় দেয়। কুশলী দক্ষতার সাথে লাফাতে থাকা পোলো বল অনুসরণ করার জন্যই যদিও তার জন্ম এবং প্রশিক্ষণ, তারপরেও সে এই প্যাঁচ থেকে বের হয়ে পারে না এবং শিকারের লক্ষ্যবস্তু ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়। বর্শার ফলা বোয়ারের শক্ত চামড়ায় লেগে পিছলে যায়, এমনকি রক্তপাতও হয় না, এবং পেনরড দ্রুত মেয়ারের মাথা ঘুরিয়ে ফেলে। সে দুপা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং মুখের বিটটা কামড়ে ধরে, ধাওয়া করার উত্তেজনায় তার বড় চোখে বন্যতার আদিম আভাস।

'ঠিক আছে বাছা! জোর কদমে এবং এবার বেটির খাল খালিয়ে নেব!' পেনরড তার ঘোড়াকে উৎসাহিত করে এবং স্পারের শেষপ্রান্তের রোয়েল দিয়ে তার পাজর স্পর্শ করে। ঘোড়াটা ঘুরে দাঁড়ায় এবং আরেকটা দৌড়ের জন্য তৈরি হয় কিন্তু শুরু করার আগে লিওন তার সামনে দিয়ে ছুটে যায় এবং তার পনি বোয়ারের পেছনের অংশের সাথে সেটে থাকে এবং তাকে দেখে মনে হবে সে যেন একটা চামড়ার দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলে আছে। শূকরটা যতই মোচড় খাক, দিক পরিবর্তন করুক ঘোড়া আর তার আরোহী চিনে জোকের মত লেগে থাকে। তারা বৃত্তাকারে ঘুরে এবং চাচা এখন ধাওয়া করা বন্ধ করে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে থাকে।

'বাছা, লেগে থাক। দাঁতটা কেবল খেয়াল রেখ– তোমাকে ওটা একবার নাগালের ভিতরে পেলে কিন্তু আর দেখতে হবে না!' বন্য বোয়ার লিওনের ব্লাইন্ড-সাইটের দিকে দৌড়ে যায় এবং নদীর যে বুনো ঝোপঝাড়ের আড়াল ছেড়ে সে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় তার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কিন্তু লিওন তার রেকাবের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নিখুঁতভাবে বর্শার বদলে বাম হাতে নেয় এবং সেটার তীক্ষ্ণ অংশ বুনো শূকরের কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে ঢুকিয়ে দেয়। জন্তুটার ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর বর্শাটা ঢুকে যায়। লিওনের গেল্ডিংটা মরণাপন্ন জন্তুটার পাশ দিয়ে আসার সময়ে সে বর্শাটাকে পিছিয়ে আসতে দেয় এবং কোনো ধরনের ঝাঁকুনি ছাড়াই বর্শার ফলাটা বের হয়ে আসে। উজ্জ্বল ইস্পাত আর পিছনের দু'ফিট লম্বা শ্যাফটে বোয়ারের হৃৎপিণ্ডের রক্ত লেগে রয়েছে। শূকরটা একবার চিৎকার করে এবং তার সামনের পা দেহের নিচে ভাঁজ হয়ে যায়। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে নিজের নাকের সূচাল অংশের উপরে পিছলে যায়, তারপরে একপাশে কাত হয়ে গিয়ে পিছনের পায়ে তিনবার অক্ষম লাথি ছুড়ে এবং মারা যায়।

'ওহ, বাছা, দারুণ দেখালে বটে! একটা নিখুঁত শিকার যা হোক!' পেনরড তার ঘোড়া নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে ভাস্তের পাশে আসে। তারা দু'জনেই রুদ্ধশ্বাসে হাসতে থাকে। 'একটু আগে তুমি আমাকে কি নামে ডাকছিলে?'

'চাচা, ভুল হয়েছে, ক্ষমা চাইছি। উত্তেজনার বশে হঠাৎ মুখ ফসকে বেড়িয়ে গেছে।'

'বেশ, পেট পাতলা গোয়ার এবারের মত আমি ভুলে গেলাম তবে তুমি আরও বেশি করে ভুলে যাও। এখন বুঝতে পারছি ফ্রগি স্নেল কেন তোমাবে সহ্য করতে পারে না। বেচারার জন্য এখন আমার মায়াই হচ্ছে।'

'বেশ ঘাম ঝরান একটা কাজ। স্যার, এক কাপ চা খেলে হত না?' লিওন অনায়াস দক্ষতায় আলাপের বিষয়বস্তু বদলে ফেলে।

তারা শিকার করেছে, এটা দেখা মাত্রই ইসমায়েল একটা ছায়া দেখে টাক ওয়াগনটা পার্ক করে আগুন জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

'হুম, ভুল শোধরাবার জন্য তুমি এতটুক কষ্ট স্বীকার করতেই পার। টুপেন্স! আজকালকার ছেলেমেয়েদের কি হল?' পেনরড কপট ক্ষোভে বিড়বিড় করে বলেন।

শেষ পর্যন্ত তারা যখন ঘোড়া থেকে নামে দেখে কেটলীতে পানি টগবগ করে ফুটছে। 'ইসমায়েল, তিন চামচ চিনি, আর তোমার ঐ বিখ্যাত আদা কুচি,' ছায়ায় ক্যানভাসের ক্যাম্প চেয়ারে বসার ফাঁকে পেনরড আদেশ দেন।

'মালিক, আপনার সম্মানিত আর শ্রদ্ধেয় স্ত্রী ব্যাপারটা কিন্তু পছন্দ করবেন না।'

'আমার সম্মানিত আর শ্রদ্ধেয় স্ত্রী কায়রো বেড়াতে গেছেন। আজ এখানে তার আসবার সম্ভাবনা নেই।' পেনরড তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার ভিতরে ইসমায়েল তার সামনে বিস্কুটের প্লেট এনে রাখলে তিনি সেদিকে হাত বাড়ান। তিনি তৃপ্তির সাথে বিস্কুট চিবান, চা দিয়ে মুখে আটকে থাকা গুড়োগুলো পেটে চালান দিয়ে গোফের প্রান্তদেশ তা দেন। 'তো ভারতে না গেলে, সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করার পরে কি করবে বলে ভাবছো?'

'আমি আফ্রিকাতেই থাকব।' লিওন তার মগ থেকে চুমুক দেয় এবং তারপরে দার্শনিকের মত বলে, 'আমি ভাবছি হাতি শিকার করলে কেমন হয়?'

'হাতি শিকার?' পেনরডের কণ্ঠে অবিশ্বাস ঝরে পড়ে। 'পেশা হিসাবে? সেই স্লিউস আর বেল একসময়ে যা করেছিল?'

'না মানে তাদের অভিযানের কথা পড়ার পরে আমার প্রায়ই এটা মনে হয়।'

'রোমান্টিক নির্বুদ্ধিতা! তোমার ত্রিশ বছর দেরি হয়ে গেছে। সেইসব বুড়ো খোকাদের চড়ে বেড়াবার জন্য তখন পুরো আফ্রিকাই খালি পড়ে ছিল। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারত এবং যা মনে হত করতেও পারত। কিন্তু আমরা এখন আধুনিক যুগে বাস করছি। পরিস্থিতিও বদলে গেছে। রেলপথ আর রাস্তার জাল চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। কোন দেশই আজকাল আর অবাধ হাতি শিকারের সনদ দেয় না যার বলে এর অধিকারী এই হতভাগা প্রাণীদের হাজারে হাজারে খুন করতে পারে। সেসব পাগলামোর অবসান হয়েছে আর সেটা ভালোই হয়েছে। যাই হোক, সেটা একটা কঠিন, তিক্ত, বিপজ্জনক আর সেই সাথে নিঃসঙ্গ একটা জীবনও বটে, বছরের পরে বছর নিজের মাতৃভাষায় কথা না বলে একা বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ান। এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করো।'

লিওনকে বিষণ্ন দেখায়। সে তার নিজের মগের দিকে তাকিয়ে থাকে আর পেনরড হতাবসরে আরেকটা সিগারেট জ্বালান। 'বেশ, আমি জানি না, আসলে আমি কি করবো, অবশেষে সে স্বীকার করে।

'হতাশ হবার কিছু নেই বাছা,' পেনরডের কণ্ঠস্বর এখন আবার মোলায়েম শোনায়। 'তুমি শিকারী হতে চাও এইতো? বেশ শোনো কিছু লোক আছে যারা আজও ঠিক তাই করেই বেশ ভাল টাকা উপার্জন করছে। তারা পর্যটকদের সাফারিতে নিয়ে যায়। ইউরোপ আমেরিকার ধনীরা, তাদের ভিতরে রাজকীয় পরিবারের সদস্যরাও রয়েছে, রয়েছে অভিজাত আর কোটিপতির দল, যারা একটা দুটো হাতি মারার বদলে রাজার ভাণ্ডার খরচ করতে রাজি। আজকাল, অভিজাত মহলে আফ্রিকান পশু শিকার একটা বেশ মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'শ্বেতাঙ্গ শিকারী? টার্লটন আর কানিংহ্যামের মত?' লিওনের চোখমুখে আবার রক্ত ফিরে আসে। 'কি চমৎকার জীবনই না সেটা হবে।' তার অভিব্যক্তিতে আবার হতাশার ভাব ফুটে উঠে। 'কিন্তু আমি কিভাবে সেটা শুরু করবো? আমার কাছে টাকা নেই, আর বাবার কাছেও আমি টাকা চাইতে যাব না। সে হেসেই উড়িয়ে দেবে ব্যাপারটা। আর আমার চেনাশোনাও তেমন নেই। ইউরোপের ডিউক আর রাজকুমারের দল সেখান থেকে কেন আমার সাথে শিকার করতে আসবে?'

'আমি তোমার সাথে আমার এক পরিচিত লোকের দেখা করিয়ে দিতে পারি, সে হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেও হতে পারে।'

'আমরা কখন যাব?'

'আগামীকাল। নাইরোবি থেকে তার বেসক্যাম্পের দূরত্ব খুব একটা বেশি না।'

'মেজর স্নেল আমাকে টহলদারী দল নিয়ে লেক টুকরানায় যেতে বলেছে। সেখানে একটা দুর্গ তৈরি করার জন্য আমাকে একটা স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

'টুরকানা?' পেনরড হাসতে গিয়ে বিষম খান। 'সেখানে কেন দুর্গ লাগবে আমাদের?'

'এটাই তার মনোরঞ্জনের পথ। তিনি যখন আমাকে কোনো বিষয়ে কোন রিপোর্ট দিতে বলেন, তিনি তার মার্জিনে এমন সব হাস্যকর কটুক্তি করেন, সেটা আবার আমাকে ফেরৎ পাঠান।'

'আমি তার সাথে কথা বলবো, বলবো যে একটা বিশেষ মিশনে পাঠাবার জন্য সে যেন তোমাকে কিছুদিন ছুটি দেয়।'

'কি বলে যে চাচা তোমাকে ধন্যবাদ দেব। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যারাকের গেটের নিচ দিয়ে অতিক্রম করে তারা নাইরোবির প্রধান সড়কে এসে উঠে। সকাল যদিও মাত্র হয়েছে, চওড়া কাঁচা রাস্তায় গোল্ড রাশের উত্তেজনায় গড়ে উঠা বুম টাউনের মতই মানুষের ভীড় গমগম করে। উপনিবেশের গভর্নর, স্যার চার্লস, নামমাত্র

মূল্যে হাজার একর জমির বন্দোবস্তের অঙ্গীকার করার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অভিবাসনকারীদের আসতে উৎসাহিত করেছেন এবং তারাও তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের ওয়্যাগনে পুরো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওয়্যাগনের উপরে তাদের অপ্রতুল সাংসারিক সামগ্রী আর নিঃসহায় সদস্যবৃন্দ যারা বুনো প্রকৃতির মাঝে নিজেদের ভাগের জমিটুকু বুঝে নিতে এসেছে। হিন্দু, গোয়ানীজ আর ইহুদি ব্যবসায়ী আর মুদি দোকানদারের দলও এসেছে অভিবাসনকারীদের পিছুপিছু। রাস্তার দু'পাশে তাদের কাঁচা মাটির ইটের দোকান সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে লেখা বোর্ডে শ্যাম্পেন এবং ডিনামাইট থেকে কোদাল, শাবল আর শটগানের কার্তুজ অব্দি বিক্রির তালিকা লিপিবদ্ধ করা।

ষাঁড়ের গাড়ি আর খচ্চরে টানা ওয়্যাগনের ভিতর দিয়ে পেনরড আর লিওন ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, যতক্ষণ না পেনরড নরফোর্ক হোটেলের সামনে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে একজন খর্বকায় মানুষকে স্বাগত জানায়, লোকটার মাথায় শোলার টুপি আর বার্চিল জেব্রা টানা গাড়ির পিছনে বসে থাকা ডাইনির মত তার দেহের ত্বক পুড়ে গেছে। 'শুভ সকাল, ওস্তাদ,' পেনরড তাকে অভিবাদন জানায়।

লোকটা নাকের ডগায় স্টীল-রিমড চমশা ঠিক করে বসায়। 'আহ্, কর্নেল দেখছি। আবার দেখা হয়ে ভালোই লাগল। তা কোথায় চলেছেন এত সকালে?'

'আমরা পার্সি ফিলিপের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'বুড়ো খোকা পার্সি।' সে মাথা নাড়ে। 'আমার বিশিষ্ট বন্ধু। বাড়ি ছেড়ে আসবার প্রথম বছরে আমি তার সাথেই শিকারে যাই। আমরা সেবার ছয় মাস একসাথে কাটাই, নর্দান ফ্রন্টিয়ার জেলা আর সুদান অব্দি আমরা পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দুটো অসুরিক হাতি মারতে সাহায্য করেছিল। ভালো মানুষ। বড় বন্য প্রাণী শিকার করতে আমার যা জ্ঞান সবই পার্সির কাছ থেকে শেখা।'

'যার তুলনা করা চলে না। .৫৭৭ রাইফেলে আপনার নৈপুণ্য বলা চলে তার সাথে প্রায় সমানে সমান।'

'আপনার মত মানুষের পক্ষেই এমন মন্তব্য করা সম্ভব তবে আমি অবশ্য আপনার প্রশংসায় সামান্য অতিমাত্রার স্পর্শ লক্ষ করছি।' সে তার উজ্জ্বল, কৌতূহলী চোখে এবার লিওনের দিকে তাকায়, 'আর এই তরুণ ভদ্রলোকটি কে?'

'পরিচয় করিয়ে দেই আমার ভাস্তে, লেফটেন্যান্ট লিওন কোর্টনী? লিওন ইনি হলেন লর্ড ডেলামেয়ার।'

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে বাধিত হলাম, মাই লর্ড।'

'আমি জানতাম তুমি এখানে আছ।' খুশীতে হিজ লর্ডশিপের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

স্থানীয় জনগণের বাকী অংশের মতই তারও নৈতিককতার বোধ আপাতভাবে খুব একটা উচ্চমার্গীয় না। লিওন বুঝতে পারে তার পরবর্তী মন্তব্য খুব সম্ভবত ভ্যারিটি

ও'হার্নাকে নিয়ে কোনো সরস রসিকতা হবে, সে দ্রুত বলে উঠে, 'মাই লর্ড, আপনার ক্যারিজের ঘোড়া দুটো আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

'আমি নিজ হাতে তাদের ধরে প্রশিক্ষিত করেছি,' ডেলামেয়ার তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তারপরে সে ঘুরে দাঁড়ায়। সে ভাবে, বেচারা ভ্যারিটি কেন তার প্রেমে এমন দিওয়ানা হয়েছিল বুঝতে এবং এটাও পরিষ্কার সেনাবাহিনীর বুড়োভামগুলোই বা কেন হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছিল। প্রতিটা যুবতী মেয়েই এমন ছেলেকে প্রেমিক হিসাবে পেতে চাইবে।

সে তার বাগি হুইপ দিয়ে হেলমেটের কিনার স্পর্শ করে। 'কামনা করি, কর্নেল আপনার দিনটা শুভ হোক। পার্সিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।' সে চাবুক হাকিয়ে জেব্রাকে তটস্থ করে তুলে এবং রওয়ানা হয়ে যায়।

'একটা সময়ে লর্ড ডেলামেয়ার নিজেই ছিল পাড় *শিকারী* কিন্তু আজকাল সে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রবল সমর্থক হয়ে উঠেছে।' পেনরড বলেন, 'রিফট ভ্যালীর পশ্চিমে সোয়স্যামবুতে তার হাজার একরেরও বেশি একটা জমিদারী রয়েছে যেখানে তিনি লন্ডনে তার পৈতৃক সম্পত্তির প্রায় পুরোটা বন্ধক দিয়ে বন্য পশুদের জন্য একটা অভয়ারণ্য তৈরির চেষ্টা করছেন। সব পাড় শিকারীর ভিতরেই এই গুণটা দেখা যায়। হত্যা করতে করতে ক্লান্তি চলে এলে একটা সময়ে তারা তাদের একদা শিকারের লক্ষ্যবস্তুর সবচেয়ে নিষ্ঠাবান রক্ষকে পরিণত হয়।' তারা শহর ছেড়ে বের হয়ে নগঙ পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যতক্ষণ না জঙ্গলের ভিতরে একটা লোকজনের উপস্থিতিতে গমগমে ক্যাম্প তাদের নজরে না আসে। কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস ছাড়াই গাছের নিচে তাবু, ঘাসের ছাপড়ার কুটির আর খাড়া ছাদের রনডাভেলস গড়ে তোলা হয়েছে।

'এটাই পার্সির ঠিকানা, থানডালা ক্যাম্প।' সোয়াহিলি ভাষায় '*থানডালা*' শব্দের মানে বৃহত্তর সম্মান। 'সমুদ্র তীর থেকে সে তার মক্কেলদের ট্রেনে করে এখানে নিয়ে আসে এবং এখান থেকে সে ষাঁড়ে টানা ওয়্যাগন, ঘোড়ার পিঠে বা কেবল খালি পায়ে দিগন্তের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে।' তারা পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে তবে মূল ক্যাম্পে পৌছাবার আগে পথে পড়ে ছাল ছাড়াবার শেডের কাছে পৌছে যেখানে শিকার করা জন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে সেটাকে সংরক্ষণ করা হয়। আশেপাশের গাছের শাখায় বিশ্রামরত শকুনের ঝাঁক আর মারাব্যু সারসের দল। শুকাতে দেয়া ছাল আর মাথার উৎকট গন্ধে চারপাশটা ছেয়ে আছে।

তারা তাদের ঘোড়ার লাগাম বাধার সময়ে দু'জন বৃদ্ধ নোবোরোবোকে হাত কুড়ালের সাহায্যে একটা মর্দা হাতির তাজা মাথা কাটতে দেখে, হাড় সরিয়ে দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করছে। তাদের চোখের সামনে একজন হাড়ের মাঝ থেকে দাঁতটা বের করে আনে। দু'জনে তারপরে সেটা নিয়ে হাঁটা ধরে, দাঁতের ভারে তাদের সরু লিকলিকে পা মাতালের মত টলতে থাকে। তারা দু'জনে ছাদের বীম থেকে ঝোলান

দাড়িপাল্লার হুকের সাথে সংযুক্ত কাপড়ের শিকলিতে ঝোলাবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। লিওন কোনো কথা না বলে রেকাব থেকে নামে এবং তাদের কাছ থেকে বোঝাটা নেয়। সে অনায়াসে সেটাকে শিকলির ভিতরে রাখে। দাঁতের ভারে দাড়িপাল্লার ওজন পরিমাপকের কাটা অর্ধেক ঘুরে যায়।

'সাহায্যের জন্য যুবক তোমাকে ধন্যবাদ।'

লিওন ঘুরে দাঁড়ায়। একটা লম্বা লোককে তার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। প্রাচীন রোমের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণকারীর বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে দৃশ্যমান। তার ছোট করে ছাটা দাড়ির বর্ণ ধূসর, আর তার উজ্জ্বল নীল চোখের দৃষ্টি স্থির। সে কে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করার দরকার নেই। লিওন জানে পার্সি ফিলিপের সোয়াহিলি নাম হল বাওয়ানা সামাওয়াতি, 'মানুষ যার চোখের রঙে আকাশ মিশে রয়েছে'।

'কি খবর, পার্সি,' পেনরড এতক্ষণে এসে পৌছায় এবং তার পরিচয় নিশ্চিত করার ফাঁকে ঘোড়া থেকে নামে।

'পেনরড, তোমাকে সুস্থসবলই দেখাচ্ছে।' দু'জনে করমর্দন করে।

'পার্সি, তোমাকেও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের শেষবার যখন দেখা হল তার চেয়ে বড়জোর একদিন বয়স বেড়েছে তোমার।'

'কোনো কাজ আছে নিশ্চয়ই। এই কি তোমার ভাস্তে?' পার্সি উত্তরের জন্য প্রতিক্ষা করে না। 'তারপরে যুবক, দাঁতটা দেখে কি মনে হয় তোমার?'

'অসাধারণ, স্যার। আমি এত সুন্দর দাঁত আগে দেখিনি।'

'একশ বাইশ পাউন্ড।' পার্সি ফিলিপ দাড়িপাল্লা থেকে ওজনটা দেখে এবং হাসে। 'গত কয়েক বছরে আমার দেখা সেরা গজদন্ত। এমন কিছু আর খুব বেশি একটা অবশিষ্ট নেই।' সে সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়ায়। 'যে পর্তুগীজ ব্যাটার গুলিতে এটা মরেছে তার জন্য বেশিই ভালো বলতে হবে। মানুষ বটে একখান। তার অভিযোগের বহর শোনো, পাঁচশ ডলারের তুলনায় তাকে আমি কম ঘুরে দেখিয়েছি। সাফারি শেষে আবার পয়সাও দিতে চায় না। আমাকে বাধ্য করেছে কঠোর ভাষায় কথা বলতে।' ডান হাতের ক্ষতবিক্ষত গাঁটের উপর হাল্কা ফু দিয়ে সে পেনরডের দিকে তাকায়। 'আমি আমার রাঁধুনিকে বলেছি তোমার জন্য আদা-মেশানো বিস্কুট তৈরি করতে। আমার মনে আছে তোমার একটু পক্ষপাতিত্ব রয়েছে ওটার প্রতি।' সে পেনরডের হাতটা ধরে এবং হাল্কা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্যাম্পের ঠিক মাঝে বিশাল তাবুর নিচে অবস্থিত মেসের দিকে নিয়ে যায়।

'স্যার, আপনি কি পায়ে ব্যথা পেয়েছেন?' লিওন তাদের সাথে যোগ দিয়ে বলে।

পার্সি হেসে উঠে। 'একটা বুড়ো হাবড়া মোষ পায়ের উপরে লাফ দিয়েছিল, কিন্তু সেটাও প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা, তখন আমিও ছিলাম এক অনভিজ্ঞ শিকারী। আমাকে এমন শিক্ষাই দিয়েছে যা আমি আজও ভুলিনি।'

পার্সি আর পেনরড মেস তাবুর দরজার কাছে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়ে খবর আদান-প্রদান করে এবং উপনিবেশের হালচাল সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। ইত্যবসরে লিওন ক্যাম্পের চারপাশে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ায়। আপাতদৃষ্টিতে অগোছাল মনে হলেও নিশ্চিতরূপেই আরামদায়ক এবং আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত। পুরো এলাকার মাটি ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিটা কুঁড়েঘরই সুন্দর করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। মূল ক্যাম্পের সীমানার কাছে, পাহাড়ের ঢালের উপরে এটা সাদা চুনকাম করা খড়ের ছাদ দেয়া বাংলোটা নিশ্চিতভাবেই পার্সির। ক্যাম্পে কেবল একটা ব্যাপারই গোলমেলে আর সেটা লিওনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তার আর ববির ট্রাকের মতই পুরাতন একটা ভক্সহল ট্রাক একটা কুঁড়েঘরের পেছনে পার্ক করা রয়েছে। গাড়িটার একেবারে বেহাল দশা: সামনের একটা চাকা বেমালুম গায়েব, উইন্ডশীল্ডে ফাটল ধরেছে আর ময়লায় বোঝাই, একটা কাঠের গুঁড়ি ঠেকনা হিসাবে ব্যবহার করে বনেট খোলা পড়ে আছে আর কাছে একটা গাছের ছায়ায় যেনতেন একটা ওয়র্কবেঞ্চের উপর পড়ে আছে গাড়িটার ইঞ্জিনটা। কেউ সেটা খোলার চেষ্টা করে মাঝপথে আগ্রহ হারিয়ে সেটাকে সেভাবেই ফেলে রেখেছে। ইঞ্জিনের নানা অংশ হয় পাশেই ডাই করা আছে বা সামনের সিটের উপরে অবহেলা ভরে পড়ে আছে। মুরগীর একটা দল চেসিসের দখল নেয়ায় মোরগের পাল আর তাদের সাদা বিষ্ঠার কারণে ট্রাকটার আসল রঙ চেনাটা দায় হয়ে পড়েছে।

'তোমার চাচা বলছে যে তুমি নাকি শিকারী হতে চাও? কথাটা সত্যি নাকি?'

লিওন যখন বুঝতে পারে কথাটা তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে সে ঘুরে পার্সি ফিলিপের দিকে তাকায়। 'হ্যাঁ, স্যার।' পার্সি তার ধূসর দাড়ি হাত দিয়ে চুলকায় আর তার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। লিওন চোখ সরিয়ে নেয় না আর পার্সি সেটা পছন্দই করে। সে ভাবে, ভদ্র আর শ্রদ্ধাশীল আবার সেই সাথে নিজের উপরে আত্মবিশ্বাসও রয়েছে। 'কখনও হাতি মেরেছো?'

'না, স্যার।'

'সিংহ?'

'না স্যার।'

'গণ্ডার? মোষ? চিতাবাঘ?'

'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু উত্তরটা হল না, স্যার।'

'তাহলে কী শিকার করেছো?'

'খাবার জন্য কয়েকটা গ্রান্টস আর টমি, কিন্তু আমি শিখে নিতে পারব। সেজন্য আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'বোঝা গেল তুমি সত্যবাদী। বন্য পশু শিকার না করে থাকলে তুমি আর কি করতে পার? আমি কেন তোমাকে চাকরী দেব তার অন্তত একটা কারণ আমাকে বল?'

'বেশ কথা, আমি স্যার দারুণ ঘোড়ায় চড়তে পারি।'

'তুমি ঘোড়ার মানে ঘোড়া না মেয়েমানুষের কথা বলছো?'

লিওনের চোখমুখে যেন শরীরের সব রক্ত এসে জমা হয়। সে উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলে আবার কি মনে করে সেটা বন্ধ করে নেয়।

'হ্যাঁ, ছেলে, কথা বেশ তাড়াতাড়িই ছড়ায়। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। সাফারিতে অনেকেই তাদের পরিবার সঙ্গে নিয়ে আসে। স্ত্রী আর কন্যা। আমি কিভাবে বুঝব প্রথম সুযোগেই তুমি তাদের মুরগী বানাবে না?'

'আপনি যা শুনেছেন সেটা সত্যি না, স্যার,' লিওন প্রতিবাদ করে বলে। 'আমি মোটেই তেমন নই।'

'এখানে আশা করি তোমার চেনের মাথা উপরেই থাকবে,' পার্সি ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দে বলে। 'ঘোড়সওয়ারি ছাড়া আর কি পার তুমি?'

'আমি ওটা সারাতে পারব,' লিওন ধ্বংসস্তুপটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে।

সাথে সাথে পার্সি নড়েচড়ে উঠে।

'ঠিক এমনই একটা আছে আমার,' লিওন বলতে থাকে। আমি যখন সেটা কিনি আমারটার অবস্থাও ছিল আপনারটার মতনই। আমি নিজে পুরো ট্রাকটা খুলে আবার জোড়া দিয়েছি আর এখন সুইস ঘড়ির মত সেটা চলছে।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি সত্যি কথা বলছো। শালার মটরের কিছুই আমি বুঝতে পারি না। ঠিক আছে, তার মানে তুমি ট্রাক সারাতে আর ঘোড়ায় চড়তে পার। আপাতত চলবে। আর কি পার? গুলি চালাতে পার?'

'তা পারি স্যার।'

এই বছরের গোড়ার দিকে লিওন রেজিমেন্টাল রাইফেল প্রতিযোগিতায় গভর্নরের পদক জিতেছে,' পেনরড ব্যাপারটার পক্ষে সাফাই দেন। 'সে গুলি করতে পারে। আমি শপথ করে একথাটা বলতে পারি।'

'কাগজের নিশানা জীবন্ত লক্ষ্যবস্তু না। তুমি যদি ফসকাও তবে তারা তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে না বা তোমাকে কামড়ে দেবে না,' পার্সি ব্যাপারটা খোলাসা করে বলে। 'শিকারী হতে হলে প্রথমেই তোমাকে একটা রাইফেল জোগাড় করতে হবে। আমি তোমার সার্ভিসের ঐসব ছোটখাট এনফিল্ডের কথা বলছি না– রাগী মোষের সামনে তোমার ঐ পি-শুটার কোনো কাজে আসবে না। তোমার কাছে সত্যিকারের রাইফেল আছে?'

'আছে, স্যার।'

'কি প্রজাতির?'

'হল্যান্ড এন্ড হল্যান্ড রয়্যাল .৪৭০ নাইট্রো এক্সপ্রেস।'

পার্সির অর্ধনিমিলিত নীল চোখ বিস্ফারিত হয়। 'খুব ভালো,' সে স্বীকার করে। 'এটা না একটা আসল রাইফেল। এর চেয়ে ভালো বন্দুক আর হয় না। কিন্তু তোমার একজন ট্রেকারও লাগবে। দক্ষ কেউ আছে তোমার চেনাশোনা?'

'আছে, স্যার।' সে ম্যানইয়রোর কথা চিন্তা করে, কিন্তু তারপরে তার লইকতের কথা মনে হয়। 'সত্যি কথা বলতে দু'জন আছে।'

তাবুর উপরে গাছের ডালে হুটোপুটি করতে থাকা উজ্জ্বল সোনালী আর সবুজ মিশ্রিত পালকের একটা সানবার্ডের দিকে পার্সি তাকিয়ে থাকে। তারপরে তাকে দেখে মনে হয় সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'তুমি ভাগ্যবান। ব্যাপারটা হল যে আমার এখন লোকের দরকার। গতবছরের শুরুর দিকে আমি একটা বিশাল সাফারি নিয়ে বের হব। আমার মক্কেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি।'

'আপনার এই মক্কেল, আমি ভাবছি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, থিওডর রুজভেল্ট হবার কি কোনো সম্ভাবনা আছে?'

পার্সি স্পষ্টতই বিষম খায়। 'যা কিছু পবিত্র তার দিব্যি, পেনরড, তুমি এটা কিভাবে জানলে?' সে জানতে চায়। 'কারও জানবার কথা না।'

'আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট, লন্ডনে বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান লর্ড কিচেনারকে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছে। প্রেসিডেন্ট তোমাকে নিয়োগ দেবার আগে, তারা তোমার সম্বন্ধে জানতে চাইছে। যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি কিচেনারের স্টাফ অফিসার ছিলাম, তাই তিনি তারবার্তাটা আমাকেই করেছেন,' পেনরড সত্য স্বীকার করে বলে।

পার্সি অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে। 'ব্যালানটাইন, তোমার জুড়ি মেলা ভার। আমি এদিকে ভাবছি যে প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের সফর একটা রাষ্ট্রীয় গোপন ব্যাপার। তুমি নিশ্চিয়ই ভালো ভালো কথা বলেছো আমার সম্বন্ধে। হুম, তোমার কাছে আমার ঋণ দেখছি বেড়েই চলেছে।' সে লিওনের দিকে ঘুরে তাকায়। 'এখন শোনো তোমাকে নিয়ে আমি কি করব। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিব নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার। প্রথমে তুমি ঐ জঞ্জালটা ঠিক করে চালাবার বন্দোবস্ত করবে।' সে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা ট্রাকটাকে ইঙ্গিতে দেখায়। 'আমি আশা করি মুখের মত তোমার হাতও চলে। আমার কথা কানে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

তোমার কাজ শেষ হলে তুমি তোমার ঐ বিখ্যাত .৪৭০ রাইফেল আর তারচেয়েও বিখ্যাত তোমার দুই অনুসরণকারীকে নিয়ে নীলাকাশের নিচে গিয়ে একটা হাতি শিকার করবে। শিকার কখনও করেনি এমন কোনো শিকারিকে আমি কাজে নেই না। শিকার করার পরে দাঁত দুটো নিয়ে আসবে শিকারের স্মারক হিসাবে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' লিওন দেঁতো হাসি হেসে বলে।

'শিকার করার সনদ কেনার মত টাকা তোমার আছে? সেটা প্রায় দশ পাউন্ডের ব্যাপার।'

'না, স্যার।'

'টাকাটা আমি তোমাকে ধার দিতে পারি,' পার্সি তাকে সাহায্য করতে চায়, 'কিন্তু তাহলে দাঁত দুটো আমার।'

'স্যার, আপনি আমাকে টাকাটা ধার দেন এবং আপনি একটা দাঁত পেতে পারেন। আমি বাকিটা নিজের জন্য রাখতে চাই।'

পার্সি মুচকি হাসে। ছোকরাটা দেখছি ভালোই নিজের দাবি বজায় রাখতে জানে। কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ছেলেটাকে তার এরই মধ্যে ভালো লাগতে শুরু করেছে। 'ঠিক আছে, বাছা, তাই সই।'

'স্যার, চাকরি তো দিলেন কিন্তু আমার বেতন কি হবে?'

'তোমার বেতন? আমি তোমার চাচার মুখ দেখে তোমাকে রাখছি। তুমি আমাকে বেতন দিবে।'

'দিনে পাঁচ শিলিং কেমন শোনায়?' লিওন প্রশ্ন করে।

'দিনে এক শিলিং তার বেশি এক কড়িও না?' পার্সি নিজের পাতে ঝোল টানার ভঙ্গিতে বলে।

'দুই?'

'তুমি দেখছি ভালোই দর কষাকষি করতে পার।' পার্সি বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে কিন্তু হাত বাড়িয়ে দেয়।

লিওন উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে হাতটা ধরে ঝাকি দেয়। 'আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি স্যার, আপনি কখনও এ নিয়ে দুঃখ করবেন না।'

'আপনি আমার জীবনটাই বদলে দিলেন। আজ আপনি আমার জন্য যা করলেন আমি তার ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারব না।' নগঙ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নাইরোবি ফিরে যাবার সময় লিওন খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

'এটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করার কোনো কারণ নেই। এক মুহূর্তের জন্য এটা ভেবো না যে আমি তোমার স্নেহময় চাচা বলে কাজটা করেছি?'

'আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি, স্যার।'

'তুমি আমার ঋণ শোধের কথা বলছিলে না। তাহলে শোনো প্রথমত, রেজিমেন্ট থেকে আমি তোমার পদত্যাগ গ্রহণ করব না। তার বদলে আমি তোমাকে রিজার্ভে বদলী করে দেব। দ্বিতীয়ত, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তুমি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে কাজ করবে।'

লিওনের চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠে। এক মুহূর্ত আগেও সে নিজেকে একজন মুক্ত মানুষ বলে ভেবে নিয়েছিল। এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীর লৌহ নিগড় থেকে তার আপাতত মুক্তি নেই।

'স্যার?' সে সতর্কতার সাথে নিজের মতামত প্রকাশে তৎপর হয়।

'আমাদের সামনে বিপজ্জনক সময় আসছে। গত দশ বছরে জার্মানীর কাইজার উইলহেলম তা সেনাবাহিনীর শক্তি প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত করেছে। সে কোনো কূটনীতিবিদ,

না রাজনৈতিক নেতা না, সহজাত প্রবৃত্তি আর প্রশিক্ষণের কারণে সে একজন সমরবিদ। যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণেই সে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছে। তার সব পরামর্শদাতাই সামরিক বাহিনীর লোক। সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে তার রয়েছে সীমাহীন আগ্রহ। আফ্রিকায় তার বিশাল উপনিবেশ রয়েছে, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট থাকার বান্দা তিনি নন। আমি বলে রাখছি তার সাথে আমাদের সমস্যা সৃষ্টি হবেই। ভেবে দেখো, আমাদের দক্ষিণের সীমান্ত ছুঁয়ে রয়েছে জার্মান ইস্ট আফ্রিকা। দার এস সালাম তাদের বন্দর। খুবই অল্প সময়ের নোটিশে তারা সেখানে একটা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আসতে পারে। আরুশায় জার্মান নিয়মিত বাহিনীর অফিসারদের অধীনে তারা *আসকারি*দের একটা পুরো রেজিমেন্ট গড়ে তুলেছে। ভন লেট্টো ভোরবেক, তাদের কমান্ডিং অফিসার, পোড় খাওয়া, ধূর্ত সেনাপতি। দশদিন মার্চ করলেই সে নাইরোবি পৌঁছে যাবে। লন্ডনে আমাদের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে আমি এ ব্যাপারে জানিয়েছি, কিন্তু তাদের চিন্তা অন্যস্থানে বেশি নিবদ্ধ, এবং সাম্রাজ্যের এই গুরুত্বহীন বিরাম অঞ্চলকে রিইনফোর্স করে টাকা খরচ করতে তারা রাজি না।'

'পুরোটাই আমার কাছে একটা ধাক্কা খাওয়ার মত মনে হচ্ছে, স্যার। আমি কখনই পরিস্থিতিটা ভোবে বিশ্লেষণ করিনি। সীমান্তের ওপারের জার্মানরা সবসময়েই আমাদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করেছে। নাইরোবিতে আমাদের নিজস্ব অভিবাসীদের সাথে তাদের অনেক কিছুই মিলে যায়। তারাও একই সমস্যায় জর্জরিত।'

'হ্যাঁ, তাদের ভিতরে অনেক ভাল লোক রয়েছে– আমি নিজেও ভন লেট্টো ভোরবেককে পছন্দ করি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তাকে নিয়ন্ত্রণ করে জার্মানী আর কাইজার।'

'কাইজার রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি। আমাদের বর্তমান সম্রাট তার চাচা। রয়্যাল নেভীর একজন অন্যারারী এ্যাডমিরাল এই কাইজার। আমার মনে হয় না আমরা কখনও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো,' লিওন প্রতিবাদ জানায়।

'একজন ঝানু যোদ্ধার সহজাত প্রবৃত্তির উপরে বিশ্বাস রাখতে শিখো,' পেনরড সর্বজান্তার মত একটা হাসি হাসে। 'সে যাকগে, যাই ঘটুক না কেন আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে চাই না। আমি সবসময়ে আমার দক্ষিণের প্রতিবেশীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারি বজায় রাখব।'

'এতে আমার কি অবস্থান?'

'এই মুহূর্তে জার্মান ইস্ট আফ্রিকার সাথে আমাদের সীমান্ত খোলা রয়েছে। দুদিকের কোনো দিকেই চলাচলে কোনো বাধা নেই। আমাদের জরিপকারীদের পাতা সীমান্ত চিহ্নের প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না দেখিয়ে মাসাই আর অন্যান্য সম্প্রদায় উত্তর আর দক্ষিণে তাদের গৃহপালিত পশুর পাল চড়ায়। জার্মান ইস্ট আফ্রিকায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এমন আদিবাসী লোকদের নিয়ে আমি চাই তুমি গুপ্তচরের একটা বহর গড়ে তোল। তোমার ভূমিকা গোপন থাকবে। পার্সি ফিলিপেরও জানার দরকার

নেই তুমি কি করছো। তোমার কভার স্টোরি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। শিকারী হবার কারণে তুমি সীমান্তের দু'পাশেই কারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে চলাচল করতে পারবে। তুমি কেবল সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট করবে। আমি চাই সীমান্তে তুমি আমার চোখের কাজ কর।'

'কেউ যদি কোনো প্রশ্ন তোলে আমি আমার গুপ্তচরদের শিকারের স্কাউট বলে চালিয়ে দিতে পারব, যে পশুর পালের গতিবিধির উপরে নজর রাখার জন্য, বিশেষ করে মর্দা হাতি, আমি তাদের ব্যবহার করছি, যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে সময় নষ্ট না করে আমি আমার মক্কেলদের ঠিক স্থানে নিয়ে যেতে পারি,' লিওন নিজের মতামত জানায়। শিকারটা যেন হঠাৎই উত্তেজক আর প্রাণবন্ত রূপ নিয়েছে।

পেনরড সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। 'পার্সি আর অন্য যে কেউ জিজ্ঞেস করলে এই উত্তর তাদের সন্তুষ্ট করবে। কেবল আমার নাম উল্লেখ কোরো না করলে আর দেখতে হবে না, পরের বার মদ খেতে সে ক্লাবে গেলে রাস্তার কুকুরটাও বিষয়টা জেনে যাবে। পার্সি কোনো কিছুই গোপন রাখতে পারে না।'

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা, দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কালো গ্রিজ মেখে লিওন দিনের জেগে থাকা পুরোটা সময় পার্সির ট্রাকের নিচে অতিবাহিত করতে থাকে। কাজটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং আগের দফায় সারাতে গিয়ে পার্সির কর্মকাণ্ডকে ছোট করে দেখে সে ভুল করেছিল। নাইরোবিতে স্পেয়ার পার্টস বলতে গেলে পাওয়াই যায় না এবং লিওন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় তার আর ববির ট্রাকটাকে হালাল করার সিদ্ধান্ত নিতে। ধারণাটা শুনেই ববি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য পনের গিনির বিনিময়ে নিজে অংশটা বেচতে রাজি হয় লিওনের কাছে, যা প্রতি মাসে এক গিনি করে লিওন শোধ করবে। লিওন সাথে সাথে সামনে চাকা, কার্বুরেটরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পার্টস খুলে নিয়ে সোজা টানডালা ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়।

গাড়ির ইঞ্জিন নিয়ে দশ দিন নাগাড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পরে একদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠে দেখে সার্জেন্ট ম্যানইয়রো তার তাবুর বাইরে আসনপিঁড়ি ভঙ্গিতে বসে আছে। তার গায়ে খাকি ইউনিফর্ম আর ফেজের বদলে রয়েছে লাল গিরিমাটি রঞ্জিত *শুকা* এবং হাতে সিংহ শিকারের বর্শা। 'আমি এসে পড়েছি,' সে ঘোষণা করে।

'সে আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি,' লিওন বহু কষ্টে নিজের আনন্দ গোপন রাখে। 'কিন্তু ব্যারাক ছেড়ে এসেছো কেন? পালাবার জন্য ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'আমার কাছে কাগজ আছে,' ম্যানইয়রো তার *শুকার* ভিতর থেকে একটা দুমড়ানো মোচড়ানো খাম বের করে। লিওন খামটা খুলে ভিতরের কাগজটা দ্রুত পড়তে থাকে। মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে ম্যানইয়রো অবশেষে কার থেকে সম্মানের সাথে

অব্যাহতি পেয়েছে। তার পা যদিও ঠিক হয়েছে অনেক দিন আগেই, কিন্তু জায়গাটা ফুলে থাকার কারণে তাকে সামরিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

'তুমি আমার কাছে কেন এসেছো?' লিওন জানতে চায়। 'নিজের *ম্যানইয়ত্তায়* ফিরে গেলেই পারতে।'

'আমি তোমার লোক,' সে কোনো রকম ভনিতা না করে বলে।

'আমি তোমাকে বেতন দিতে পারব না।'

'আমি তোমাকে দিতে বলিনি,' ম্যানইয়রো উত্তর দেয়। 'তুমি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও?'

'প্রথমে আমরা এই *এনচিনি* ঠিক করবো।' কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই দাঁড়িয়ে চারপাশের করুণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম ট্রাকটা সারাবার সময়ে ম্যানইয়রো তাকে সাহায্য করেছিল সেজন্য সে ঠিক বুঝতে পারে কপালে কি ভোগান্তি অপেক্ষা করে আছে। 'তারপরে আমরা একটা হাতি শিকার করবো,' লিওন তার বাক্য সমাপ্ত করে।

'শিকার করাটা সারাইয়ের চেয়ে সহজ হবে,' ম্যানইয়রো তার মন্তব্য জানায়।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে লিওনকে হতাশ অবস্থায় স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসে থাকতে দেখা যায়, ম্যানইয়রো ট্রাকের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং সটান দাঁড়িয়ে আছে। গত তিনদিন ধরে একই সঞ্চালন করতে করতে তার পুরো ব্যাপারটার উপর থেকেই ভক্তি উঠে গেছে। প্রথম দিন পার্সি ফিলিপস এবং ক্যাম্পের সবাই, যাদের ভিতরে রাঁধুনি, বৃদ্ধ ছাল ছাড়াবার লোকরাও ছিল, মনোযোগী দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে আগ্রহ হারিয়ে সবাই একে একে কেটে পড়েছে। শেষে কেবল ছাল ছাড়াবার লোকেরাই থেকে যায় তারা, পাছার উপরে থেবড়ে বসে গভীর মনোযোগের সাথে পুরো কার্যক্রম দেখতে থাকে।

'ডিস্ট্রিবিউটরের স্পার্ক উপযোজন কর!' লিওন ইন্টারনাল কমবাশন ইঞ্জিনের তাবৎ দেবতাদের স্মরণ করতে থাকে।

দুই ছাল ছাড়াবার লোক তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। 'লিটাড দি পাক।' প্রতিটা শব্দ তারা উচ্চারণ করে।

লিওন স্টিয়ারিং হুইলের বাম পাশে অবস্থিত স্পার্ক নিয়ন্ত্রণের লিভার সোজা করে। 'থ্রটল ওপেন।'

ছাল ছাড়াইকারীদের পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমা পরীক্ষা করে ছাড়ে তার কথা। 'ফ্রট লে পেন,' পর্যন্ত তাদের সাধ্যে কুলায়।

'হ্যান্ডব্রেক অন!' লিওন টান দিয়ে বলে।

'মিশ্রণ পূর্ণ!' সে নিয়ন্ত্রক চাবি মোচড় দিতে থাকে যতক্ষণ না সূচক কাটা উর্ধ্বমুখী না হয়।

'চোক।' সে লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে এসে চোক রিঙ চান দিয়ে আবার দৌড়ে চালকের আসনে ফিরে আসে।

'ম্যানইয়রো, কার্বুরেটরে ফুয়েলের মিশ্রণ দাও!' ম্যানইয়রো ঝুঁকে বার দুয়েক ক্র্যাঙ্ক হাতল মোচড় দেয়। 'আর না!' লিওন তাতে সতর্ক করে। 'চোক অফ!' লিওন আবার সামনে এসে চোক রিঙ ঠেলে দিয়ে আবার চালকের আসনে ফিরে আসে।

'আরও দু'বার!' ম্যানইয়রো আবার ঝুঁকে এবং হাতল মোচড় দেয়। 'কার্বুরেটর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় রয়েছে। পাওয়ার অন!' লিওন ড্যাশবোর্ডের সিলেক্টর 'ব্যাটারী'-তে নিয়ে আসে এবং আকাশের দিকে তাকায়। 'ম্যানইয়রো, আবার মোচড় দাও!' ম্যানইয়রো হাতে থুতু ফেলে ভাল করে ঘষে নিয়ে ক্র্যাঙ্ক হাতল ভালো করে ধরে নিয়ে মোচড় দেয়।

কামানের গোলার মত আওয়াজ হয় আর ধোঁয়া নির্গমনের পাইপ দিয়ে নীল ধোঁয়া বের হয়ে আসে। ক্র্যাঙ্ক হাতল দারুণ বেগে উল্টাদিকে মোচড় খায় এবং ম্যানইয়রো তাল হাড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। দুই ছাল ছাড়াইকারী চমকে উঠে। তারা এমন দর্শনীয় কিছু দেখবে বলে আশা করেনি। তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠে এবং ক্যাম্পের বাইরে ঝোপঝাড় লক্ষ করে ছুট লাগায়। পাহাড়ের ঢালে ক্যাম্পর সীমানায় অবস্থিত পার্সির শনের বাঙলো থেকে একটা বিস্মিত চিৎকার ভেসে আসে এবং সিঁড়ির ঢালে পাজামা পরিহিত, দাড়ি এলোমেলো অবস্থায় ঘুমঘুম চোখে এসে দাঁড়িয়ে সে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করে। সে কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত চোখে লিওনের দিকে তাকিয়ে থাকে, স্টিয়ারিঙ হুইলের পিছনে খুশীতে তার চেহারা জ্বলজ্বল করছে। ইঞ্জিন ঝাঁকি খায়, মাতালের মত টলে এবং ব্যাক ফায়ার করে, তারপরে একটা ছন্দোবদ্ধ, বিকট শব্দে এসে থিতু হয়।

পার্সি বাচ্চাছেলের মত হাসে। 'আমাকে খালি প্যান্টটা পড়তে দাও তারপরে তুমি আমাকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে আসবে। তুমি যত পান করতে পারবে আজ তোমাকে আমি তত বিয়ারই খাওয়াব। তারপরে তুমি হাতির খোঁজে বের হবে। হাতি শিকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার চেহারা এই ক্যাম্পের ধারে পাশে দেখতে চাই না।'

লিওন লনসোনইয়র পরিচিত সংহত স্তূপ পর্বতের নিচে দাঁড়িয়ে। সে তার মাথার নরম টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দেয় আর ভারী রাইফেলটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নেয়। সে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকায়। আকাশের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা নিঃসঙ্গ অবয়বকে তার অভ্যস্ত চোখ ঠিকই খুঁজে নেয়। 'সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে,' সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে। 'সে জানল কিভাবে যে আমরা আসছি?'

'লুসিমা মা সবকিছু জানে,' ম্যানইয়রো তাকে মনে করিয়ে দেয় এবং চূড়ায় উঠার খাড়া পথ বেয়ে নির্বিকারে আরোহণ শুরু করে। পানির বোতল, ক্যানভাসের হ্যাভারস্যাক, লিওনের হাল্কা .৩০৩ লী এনফিল্ড রাইফেল আর গুলির চারটা ফালিস্কা বা ছোট ছোট খোপ বিশিষ্ট বেল্ট সে বহন করছে। লিওন তাকে অনুসরণ করে এবং তার পিছনে ইসমায়েল, তার পরনের লম্বা সাদা *কানজার* প্রান্তদেশ তার পায়ের কাছে

বাতাসে ঝাপটা দেয়। একটা বিশাল বোঝা তার মাথায় ভারসাম্য অবস্থায় ধরা রয়েছে। টানডালা ক্যাম্প ত্যাগ করার আগে লিওন বোচকাটার ওজন করেছিল। ওজন হয়েছিল বাষট্টি পাউন্ড, যার ভিতরে ছিল ইসমায়েলের যাবতীয় সম্পদ বাসনকোসন থেকে শুরু করে লঙ্কা লবণ এমনকি তার আবিষ্কৃত রান্নার গোপন মশলা। নারো মারু সাইডিং-এ রেললাইন থেকে সরে আসার পরে লিওন কচি টমি বাকের চাপ আর স্টেক সরবরাহ করেছে আর ইসমায়েলের রান্নার গুণে তারা প্রতিদিনই প্রায় রাজসিক খাবার উপভোগ করেছে।

তারা যখন উপরে পৌঁছে দেখে লুসিমা একটা বিশাল ছড়ান সেরিঙ্গা গাছের ছায়ায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে উঠে দাঁড়ায়, রানীর মত লম্বা আর আভিজাত্যময়, এবং তাদের অভ্যর্থনা জানায়। 'বাছারা, আমি তোমাদের দেখছি, আর আমার চোখ যেন পরিতৃপ্ত হল।'

'মা আমরা আপনার কাছে এসেছি আমাদের অস্ত্র আপনার আশীর্বাদে ধন্য করতে আর শিকারে যাবার জন্য দিক-নির্দেশনা চাইতে,' তার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে ম্যানইয়রো তাকে বলে।

পরের দিন সকালে গ্রামের সবাই গরুর খোয়াড়ের ভিতরে বুনো ডুমুর গাছের নিচে, যেখানে গ্রামের সব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, অস্ত্রকে আশীর্বাদপুষ্ট করার যজ্ঞ দেখতে। লিওন আর ম্যানইয়রোও তাদের সাথে অনুষ্ঠানপর্ব দেখতে যোগ দেয়। ইসমায়েল এসব পৌত্তলিক পূজায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কাছের কুঁড়েঘরের পিছনে বেশ ঘটা করে আগুন জ্বালিয়ে নিজের হাড়ি-পাতিল বাসনকোসন নিয়ে তাদের পরিষ্কার করতে বসে। একটা সিংহের পাকা চামড়ার উপরে লিওনের রাইফেল দুটি পাশাপাশি রাখা। তাদের পাশে লাউয়ের খোসায় রাখা আছে গরুর টাটকা দুধ আর রক্ত এবং পোড়া মাটির পাত্রে লবণ, নস্যি আর কাঁচের চকচকে দানা। অবশেষে লুসিমা তার কুঠিরের নিচু দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে। উপস্থিত লোকজন সবাই তার হাততালি দিয়ে উঠে এবং তার প্রশংসার গুণকীর্তন শুরু করে।

'সে একটা বিশাল কালো গাভী যে তার স্তনের ধারায় আমাদের পুষ্ট করেছে। সে একজন দর্শক যার চোখ কিছুই এড়ায় না। সে জ্ঞানীদের একজন যারা সবকিছু জানে। সে এই গোত্রের মাতৃস্বরূপা।' লুসিমার পরনে আজ পুরোদস্তুর আনুষ্ঠানিক পোষাক। তার কপালে ঝুলতে গজদন্তের তৈরি একটা লকেট যাতে রহস্যময় সব জন্তুর ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে। তার শুকায় কড়ি আর কাচের মার্বেলের ঘন অলঙ্করণ চকচক করছে। তার গলায় ঘন পুতির মালার একটা ভারী গোছা ঝুলছে। তার দেহত্বক তেলে সিক্ত করার পরে লাল গিরিমাটি লেপা হয়েছে, আলোতে যা চকচক করে এবং তার হাতে জিরাফের লেজের তৈরি একটা কঞ্চি। সে রাজকীয় মহিমায় রাইফেল আর পূজার নৈবেদ্য বৃত্তাকারে পরিক্রম করে।

'এই অস্ত্র যে যোদ্ধার হাতকে সুদৃঢ় করবে শিকারের পশু যেন তাদের ফাঁকি দিতে না পারে,' এক চিমটি নস্যি বন্দুকের উপরে ছড়িয়ে, মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে সে আউড়ে যায়। 'তাদের সৃষ্টি করা ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হোক বিপুল বেগে।' সে তার হাতের লাঠিটা লাউয়ের পাত্রে রক্ষিত রক্ত আর দুধে ডুবিয়ে রাইফেলের উপরে ছিটিয়ে দেয়। তারপরে সে লিওনের কাছে যায় এবং তার মাথা আর কাঁধের উপরে রক্ত আর দুধের মিশ্রণ ছিটিয়ে দেয়। 'পশুরপাল অনুসরণের শক্তি আর দৃঢ়তা তাকে দান কর। তার দ্যুতিকে কর ক্ষুরধার যাতে দূর থেকেও সে তার শিকারকে দেখতে পায়। কোনো পশুই যেন তার সামনে দাঁড়াতে না পারে। তার রাইফেল, তার বন্দুকির হুঙ্কারে মর্দা হাতিটাও যেন ভূপাতিত হয়।'

দর্শনার্থীর দল ছন্দোবদ্ধ তালে হাততালি দিতে থাকে এবং সেও তার মন্ত্রোচ্চারণ অব্যাহত রাখে 'শিকারীদের ভিতরে তাকে রাজা করে দাও। শিকারীর শক্তিতে তাকে বলীয়ান কর।'

সে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে ভর করে আঁটসাঁট বৃত্তে ঘুরতে থাকে, তার ঘূর্ণনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, যতক্ষণ না ঘাম আর লাল গিরিমাটির মিলিত ধারা তার উন্মুক্ত স্তনের মধ্যবর্তী খাঁজে বেশ পুষ্ট ধারায় প্রবাহিত না হয়। লিওনের সামনে রাখা সিংহের চামড়ার উপরে সে যখন সটান পড়ে যায় ততক্ষণে তার চোখ উল্টে গেছে আর ঠোঁটের কষ বেয়ে দেখা দিয়েছে সাদা ফেনা। তার পুরো দেহ কাঁপতে থাকে, কুঁকড়ে যায় এবং তার পা কাটা মুরগীর মত ছটফট করতে থাকে। সে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে এবং তার গলার কাছটা ঘরঘর করে।

'আত্মা তার দেহে প্রবিষ্ট হয়েছে,' ম্যানইয়রো ফিসফিস করে বলে। 'সে এখন এর কণ্ঠে কথা বলতে প্রস্তুত। তাকে প্রশ্ন কর।'

'লুসিমা, মহান আত্মাদের প্রিয়, তোমার ছেলেরা হাতিদের মাঝে দলপতি তাকে খুঁজছে। আমরা তাকে কোথায় খুঁজে পাব? সেই মর্দা ষাঁড়ের কাছে পৌঁছাবার রাস্তা বলে দাও?'

লুসিমার মাথা এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস আরো কষ্টসাধ্য শোনাতে থাকে। অবশেষে চেপে বসা দাঁতের মাঝ দিয়ে সে কর্কশ অপার্থিব কণ্ঠে বলে উঠে 'বাতাসকে অনুসরণ কর এবং কান খাড়া করে থাক সুকণ্ঠী গায়কের কণ্ঠস্বর শ্রবণের জন্য। সেই তোমাকে পথ দেখাবে।' গভীর একটা শ্বাস নিয়ে এবার সে উঠে বসে। তার চোখের দৃষ্টি আবার পরিষ্কার এবং স্পষ্ট এবং সে এমনভাবে লিওনের দিকে তাকায় যেন এই প্রথম তাকে দেখছে।

'এইই?' সে জানতে চায়।

'আর কিছু নেই,' লুসিমা প্রত্যুত্তরে বলে।

'আমি বুঝিনি,' লিওন গো ধরে বলে। 'সুকণ্ঠী গায়কটা কে?'

'তোমার জন্য আমার কাছে এটুকুই ছিল,' সে বলে। ঈশ্বর যদি তোমার শিকারে সহায়তা করে, তাহলে সময়ে তুমি সবকিছুর মানে ঠিক বুঝতে পারবে।'

লিভন এবার পাহাড়ে আসার পর থেকে লইকত একটা দূরত্ব রেখে তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। এখন যখন লিওন আগুনের পাশে গ্রামের অন্য বয়স্কদের সাথে বসে আছে, লইকত তার পিছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে, মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছে, আলোচনায় যারা কথা বলছে তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তার দৃষ্টি অনবরত ঘুরতে থাকে।

'মাসাইভূমি আর রিফট উপত্যকার পুরো এলাকার, এমনকি কিলিমানজারো আর মেরুর উঁচু পার্বত্য এলাকার ওপাশে, লোকজন আর পশুর পালের খবর আমি জানতে চাই। আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠান হবে।'

তার অনুরোধ গ্রামের বয়স্করা মন দিয়ে শোনে, তারপরে হাত পা নেড়ে নিজেদের ভিতরে আলোচনা করে, প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মতামত রয়েছে। যুক্তি-তর্ক আর আলাপের চাপান উতোর বুঝতে পারার মত মাআআ ভাষার দখল লিওনের নেই। ম্যানইয়রো ফিসফিস করে তাকে সব বুঝিয়ে বলে 'মাসাইভূমিতে অনেক লোকের বাস। আপনি কি তাদের প্রত্যেকের কথা জানতে চান?' বুড়ো মানুষেরা জানতে চাইছে।

'মাসাইদের হাড়ির খবর নেয়ার কোনো আগ্রহ আমার নেই। আমি অপরিচিত লোকদের, যারা শ্বেতাঙ্গ, বিশেষ করে বুলা মাটারি যারা তাদের কথা জানতে চাই।' বুলা মাটারি, জার্মানদের বলা হয়। নামের শানে নযুল হল 'পাথর ভাঙে যারা', কারণ প্রথম দিকের জার্মান অভিবাসীর দল ছিল জিওলজিস্ট যারা তাদের হাতুড়ি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের পাথরের বিন্যাস ভেঙে পাতলা টুকরো করত। 'আমি বুলা মাটারি আর তাদের *আসকারি* যোদ্ধাবাহিনীর গতিবিধির কথা জানতে চাই। আমি জানতে চাই কোথায় তারা দেয়াল বানিয়েছে বা গর্ত খুঁড়েছে, *বান্দুকি মাকুবা*, বড় বন্দুক রাখার জন্য।'

অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অবশেষে দলের স্ব-নিয়োজিত দলনেতা, এক দন্তহীন বৃদ্ধ অমোঘ শব্দের উচ্চারণ করে অধিবেশনের সমাপ্তি টানে, 'আমরা এসব বিষয় ভেবে দেখব।' তারা উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের নিজের কুঁড়েঘরের দিকে রওয়ানা দেয়।

সবাই চলে যাবার পরে লিওনের পিছনে একটা বাচ্চা ছেলের গলা নিজের উপস্থিতি জানান দেয়। 'তারা সবাই কথা বলবে, তারপরে তারা আরো আলোচনা করবে। তুমি কেবল তাদের কাছ থেকে তাদের কণ্ঠস্বরই শুনতে পারবে। এর চাইতে গাছের উপর দিয়ে বাতাসের বয়ে যাবার শব্দ শোনায় ভালো।'

'লইকত বড়দের সম্পর্কে এভাবে কথা বলে না,' ম্যানইয়রো ধমকে উঠে বলে।

'আমি একজন *মোরানি* এবং আমি যাদের শ্রদ্ধা করি তাদের সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সাবধানে কথা বলি।'

লিওন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে উঠে। 'অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসো আমার মহান যোদ্ধা বন্ধু এবং তোমার সাহসী মুখটা আমাদের দর্শন করতে দাও।' লইকত আগুনের আলোয় বের হয়ে এসে ম্যানইয়রো আর লিওনের মাঝে বসে।

'লইকত আমি যখন তোমার সাথে রেললাইনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম তখন তুমি একটা মর্দা হাতির পায়ের ছাপ আমাকে দেখিয়েছিলে।'

'আমার মনে আছে,' লইকত উত্তর দেয়।

'সেই হাতিটাকে এরপরে আর দেখেছো?'

'গত পূর্ণিমার সময়ে আমি আমার ভাইদের সাথে যেখানে রাত কাটিয়েছিলাম তার পাশ দিয়ে আমি হাতিটাকে হেঁটে যেতে দেখেছি।'

'সেই জায়গাটা কোথায়?'

আমার ঈশ্বরের ধোঁয়া বের হয় যে পাহাড় থেকে তার কাছেই আমাদের গরুর পাল নিয়ে গিয়েছিলাম, এখান থেকে পাক্কা তিনদিনের রাস্তা।'

'তারপরে বেশ বৃষ্টি হয়েছে,' ম্যানইয়রো বলে। 'পায়ের ছাপ মুছে যাবার কথা। আর তাছাড়া পূর্ণিমার পরেও অনেক দিন হয়ে গেছে। এত দিয়ে সেই বাবাজি বোধহয় ম্যানইয়ারা হ্রদের কাছে চলে গেছে।'

'লইকত তাকে শেষ যেখানে দেখেছে আমরা সেখান থেকেই কেন শিকার শুরু করি না?' লিওন আপন মনে বলে।

'আমরা লুসিমার কথা শুনব। আমরা বাতাসকে অনুসরণ করবো,' ম্যানইয়রো বলে।

পরের দিন সকালে তারা যখন পাহাড় থেকে নেমে আসছে তখন বাতাস পশ্চিম দিক থেকে বইছে। মাসাই তৃণভূমির উপর দিয়ে রিফটভ্যালীর দেয়াল ছুঁয়ে উষ্ণ আর মৃদুমন্দ বেগে বাতাস বইতে থাকে। সাদা ঝকঝকে পাল উঁচিয়ে মেঘের দল যুদ্ধজাহাজের মত মাথার উপর দিয়ে ভেসে যায়। দলটা নিচের সমভূমিতে পৌঁছালে তারা ঘুরে দাঁড়ায় এবং দুলকি চালে উন্মুক্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাতাসের গতিপথ অনুসরণ করতে শুরু করে। ম্যানইয়রো আর লইকত সামনে, মাটিতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পশুর পায়ের ছাপ লক্ষ করতে করতে চলেছে, কোনো বিশেষ ছাপ যেটা মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবী রাখে তারা সেটা লিওনকে দেখায়, তারপরে আবার এগিয়ে চলে। ইসমায়েল ধীরে ধীরে তার বোঝার কারণে পিছিয়ে পড়ে, একটা সময়ে তাকে আর দেখা যায় না।

বাতাস পিঠের দিক থেকে বইবার কারণে তাদের গায়ের গন্ধ সামনে বয়ে যায় এবং চড়তে থাকা প্রাণীর দল মানুষের গন্ধ পাওয়া মাত্র গলা উঁচিয়ে তাদের দেখতে থাকে। তারপরে তারা সরে দাঁড়ায় এবং নিরাপদ দূরত্বে মানুষের দলটাকে এগিয়ে যেতে দেয়।

সকালবেলা তিনবার তারা হাতির যাবার চিহ্ন দেখতে পায়। গাছের উপরে প্রাণীটির রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন যেখানে তারা বিশাল সব শাখা টেনে ছিঁড়ে নামিয়েছে

জায়গাটা সাদা হয়ে আছে আর প্রাণরস চুইয়ে পড়ছে। তাজা গোবরের উপরে ভনভন করছে মাছির ঝাঁক। দুই অনুসরণকারী চিহ্নগুলোকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। 'দুটো তরুণ হাতি,' ম্যানইয়রো বলে। 'আমাদের কাজে লাগবে না।'

তারা যেতে থাকে যতক্ষণ না লইকত আরেকটা চিহ্ন খুঁজে পায়। 'একটা বুড়ো হাবড়া,' সে মন্তব্য করে। 'এতই বুড়ো যে তার পায়ের কিনারগুলো ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে।'

এক ঘন্টা পরে ম্যানইয়রো তাজা চিহ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'এখানে পাঁচটা প্রজননক্ষম হাতি অতিক্রম করেছে। তিনজনের পায়ের কাছে দুধ না ছাড়া শাবক রয়েছে।'

দুপুরের ঠিক আগে লইকত, সে সবার সামনে ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে দূরে সুইট থর্ন ফরেস্টে ধূসর পাহাড় আকৃতির একটা দাগের দিকে আঙ্গুল তুলে নির্দেশ করে। সেখানে একটা নড়াচড়া দেখা যায় এবং লিওন বিশাল কানের অলস লতি চিনতে পারে। তারা একপাশে ঘুরে দাঁড়ালে এবং দ্রুত এগিয়ে যাবার আগে বাতাসের পথ থেকে সরে আসলে লিওনের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়। আকৃতি দেখে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বেশ বড় হাতি। একটা নিচু ঝোপ থেকে সে পাতা খাচ্ছে এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে আছে বলে তারা তার গজদন্ত দেখতে পায় না। বাতাস দিক পরিবর্তন করে না এবং তারা দ্রুত তার পিছনে এগিয়ে আসে এতটাই কাছে যে লিওন তার লেজের চুল অব্দি গুনতে পারবে এবং তার কুচকানো পায়ূপথে পাকা আঙুরের থোকার মত লাল আটুলি ঝুলে আছে দেখতে না পায়। ম্যানইয়রো লিওনকে প্রস্তুত হবার সংকেত দেয়। সে কাঁধ থেকে বিশাল দোনলা বন্দুকটা নামায় এবং কখন হাতিটা নড়ে তার দাঁত দেখার সুযোগ দেবে সেজন্য সেফটি ক্যাচে বুড়ো আঙ্গুল রেখে অপেক্ষা করতে থাকে।

এত কাছ থেকে লিওন এই প্রথম হাতি দেখছে এবং এর বিশাল আকৃতি দেখে সে অবাক মানে। তার সামনে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে যদিও সে ধূসর পাথরের একটা চূড়ার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ হাতিটা ঘুরে দাঁড়ায় তার বিশাল কান দু'পাশে প্রসারিত হয়েছে। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লিওনের দিকে সরাসরি তাকায় হাতিটা। ছোট পিচুটি জমে থাকা চোখ ঘিরে রেখেছে ঘন পাপড়ি এবং কান্নার ধারা তার গালে গাঢ় দাগের জন্ম দিয়েছে। সে একটাই কাছে যে লিওন তার মণিতে হলুদাভ পুতির মত আলো চমকাতে দেখে। সন্তর্পণে সে তার রাইফেল কাঁধের কাছে আনলে ম্যানইয়রো তার কাঁধে চাপ দিয়ে তখনই গুলি চালাতে নিষেধ করে।

হাতিটার একটা দাঁত ঠোঁটের থেকে ভাঙা অন্যটাও চলটা উঠে ক্ষয়ে গিয়ে ভোতা লাঠির আকৃতি নিয়েছে। লিওন বুঝতে পারে এই দাঁত নিয়ে টানডালা ক্যাম্পে ফেরত গেলে পার্সি ফিলিপের টিটকারী সামলানো দায় হবে। তারপরেও হাতিটাকে দেখে মনে হয় তেড়ে আসবে এবং সে গুলি করতে বাধ্য হবে। গত কয়েক সপ্তাহ, রাতের পর

রাত পার্সি ফিলিপ ক্যাম্পের আলোয় বসে তাকে জ্ঞান দিয়ে কিভাবে এই অতিকায় প্রাণীটিকে একটা মাত্র বুলেট দিয়ে বধ করতে হয়। তারা দু'জনে একসাথে তার আত্মজীবনী, যার শিরোনাম সে দিয়েছে *মনসুন ক্লাউডস ওভার আফ্রিকা*, পড়েছে। বইটাতে সে পুরো একটা অধ্যায় খরচ করেছে গুলির করার স্থানের উপরে আর সেখানে তার নিজের আঁকা প্রমাণ আকৃতির বিভিন্ন পশুর ছবি দিয়ে সে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

'হাতি শিকার করা স্বাভাবিক কারণেই বেশ কঠিন একটা কাজ। সবসময়ে মনে রাখতে হবে মস্তিষ্ক একটা ক্ষুদ্র নিশানা। একজনকে সম্ভাব্য সব কোণ থেকে এর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। সে যদি মাথা ঘেরায় বা উঁচু করে তবে সাথে সাথে গুলির দিকও পরিবর্তিত হবে। সে যদি তোমার মুখোমুখি দাঁড়ায়, তোমার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে কোণাকুনি অবস্থানে, সেক্ষেত্রেও পুরো দৃশ্যপটটাই বদলে যাবে। তোমাকে তার ধূসর চামড়ার আস্তরণ ভেদ করে দেখতে শিখতে হবে, জানতে হবে বিশাল মাথা আর ধড়ের গভীরে কোথায় লুকিয়ে আছে প্রাণ সংহারক প্রত্যঙ্গগুলো।

লিওন এখন হতাশ হয়ে বুঝতে পারে যে তার সামনে এখন কোনো বইয়ের ছবি দাঁড়িয়ে নেই এটা একটা জন্তু যা তাকে পিষে জেলীতে পরিণত করতে পারে, শুড়ের এক ঝাপটে শরীরের প্রতিটা হাড় ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে। আর মাত্র দু'ধাপ এগিয়ে এলেই সে তাকে নাগালের ভিতরে পেয়ে যাবে। মর্দাটা যদি তার দিকে ধেয়ে আসে সে বাধ্য হবে তাকে হত্যা করতে। পার্সির কথা তার কানে ভাসতে থাকে 'সে যদি তোমার মুখোমুখি থাকে তবে তার দু'চোখের ঠিক মাঝ বরাবর নিচের দিকে নামতে থাক যতক্ষণ না শুড়ের প্রথম ভাঁজ বরাবর নিশানা এসে পৌঁছে। সে যদি মাথা উঁচু করে বা আরো কাছে চলে আসে তবে তোমাকে নিশানা আরো নিচে স্থির করতে হবে। নিশানা উপরে স্থির করার কারণে এবং গুলি মস্তিষ্কের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাবার ফলে নভিসরা এসব ক্ষেত্রে শিকারে নিজেরাই মারা পড়ে।'

লিওন কঠোরভাবে শুড়ের নিচের দিকে তাকায়। মোটা ধূসর চামড়ায় হলুদাভ চোখের নিচে আনুভূমিক দাগ গভীরভাবে খোদাই করা। কিন্তু সে তার পিছনে কি আছে দেখতে ব্যর্থ হয়। হাতিটা কি খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে? প্রথম ভাঁজের বদলে কি তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাঁজ বেছে নেয়া উচিত?

হাতিটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বিকট ভঙ্গিতে মাথা ঝাকালে তার কানদুটো কাঁধের সাথে বাড়ি খেয়ে বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে এবং তার দেহের জমে থাকা ধুলো থেকে মেঘের একটা আস্তরণ সৃষ্টি হয়। লিওন কাঁধের উপরে রাইফেলটা নড়ায় কিন্তু বিশাল দানবটা ততক্ষণে সুইট থর্ন গাছের আড়ালে এলোমেলো পায়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

লিওনের পা দুটো হঠাৎ অবশ লাগে এবং তার হাতে ধরা রাইফেলটা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকে। নিজের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। সে এখন বুঝতে পারে পার্সি কেন তাকে রক্তাক্ত হতে জঙ্গলে পাঠিয়েছে। এটা এমন একটা

দক্ষতা যা বই পড়ে বা ঘন্টার পর ঘন্টা নির্দেশনার দ্বারা শেখা সম্ভব না। এটা বন্দুকের বিচার, আর ব্যর্থতার মানে যেখানে মৃত্যু। ম্যানইয়রো তার কাছে আসে এবং পানির একটা বোতল তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে তখন বুঝতে পারে তার গলা কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে এবং জিহ্বা পানির অভাবে মোটা মনে হয়। তিন ঢোক পানি পান করার পরে সে হঠাৎ খেয়াল করে তার সামনে দুই মাসাই তার চেহারা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। সে পানির বোতলটা মুখ থেকে নামায় এবং অপ্রত্যয়ী ভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করে।

'প্রথমবার সাহসী লোকেরাও ভয় পায়,' ম্যানইয়রো বলে। 'কিন্তু তুমি দৌড়ে পালাওনি।'

সূর্য মাথার উপরে রেগে উঠে আসতে তারা জিরাফ কাটা গাছের ছায়ায় বসে ইসমায়েলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কখন সে এসে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করবে। সে এখনও সমভূমিতে আধমাইল পিছিয়ে আছে এবং উত্তাপের কারণে তার অবয়ব কেঁপে কেঁপে যায়। লইকত তার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, তার ভ্রু কুচকে আছে যার মানে হল সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চায় এবং ব্যাপারটা প্রাপ্তবয়স্কদের ভিতরে কথোপকথন।

'ম'বোগো আমি তোমাকে যা বলতে চাই সেটা যথার্থই সত্য,' সে শুরু করে।

'লইকত আমি তোমার কথা শুনছি। বল এবং আমি সেটা শুনব,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করে এবং চেহারায় একটা আগ্রহী ভাব ফুটিয়ে তোলে তাকে সাহস জোগাবার স্বার্থে।

'দু'রাত আগে তুমি বুদো লোকগুলোর সাথে যে কথা বলেছিলে সেটাতে কোনো লাভ হবে না। তারা কেবল খেতে পেলে আর বিয়ার পান করতে পারলেই খুশী। কিভাবে একটা জন্তুকে অনুসরণ করতে হয় সেটা তারা ভুলে গেছে। বৌএর গঞ্জনা শুনতে শুনতে তারা অন্যসব শব্দই ভুলে গেছে। তারা তাদের *ম্যানইয়াত্তার* দেয়ালের বাইরের কিছু আর দেখতে পায় না। বসে বসে গরুর পাল গোনা আর ভুরিভোজ করা ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারে না।'

'মানুষের বয়স হলে সবাই এমনই হয়,' লিওনও সেটা জানে, লইকতের চোখে, সে নিজেও হয়ত ভীমরতির প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

'পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তা যদি তুমি সত্যিই জানতে চাও তবে তোমার উচিত আমাদের কাছে সেটা জানতে চাওয়া।'

'আমরা' বলতে তুমি ঠিক কাদের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'আমরা যারা গরুর পালক, *চুনগাজিরা*। বুড়োর দল যখন সূর্যের আলোয় বসে বিয়ার পান করে আর কবে কোন হাতি ঘোড়া মেরেছে সেই গল্প করে, আমরা

*চুনগাজি*রা তখন মাঠে গরুর পাল চড়িয়ে বেড়াই। আমরা সবকিছু দেখি। আমরা সবই শুনতে পাই।'

'আচ্ছা লইকত আমাকে একটা কথা বল, তুমি কিভাবে জানবে অন্য *চুনগাজি*রা ডারা তোমার কাছ থেকে কয়েকদিনের দূরত্বে অবস্থান করছে, তারা কি দেখছে বা শুনছে তুমি সেটা কিভাবে জানবে?'

'তারা আমার ছুরি সম্পর্কের ভাই। আমাদের অনেকেরই একই বছরে লিঙ্গাগ্রের অগ্রভাগ ছেদন করা হয়েছে। দীক্ষাদানের অনুষ্ঠানও আমরা একই সাথে পালন করেছি।'

'এটা কি সম্ভব কিলিমানজারো পাহাড়ের ওপাশে গরুর পাল নিয়ে অবস্থান করছে যে *চুনগাজি* গতকাল সে যা দেখেছে সেটা তুমি এখানে বসে জানতে পারবে? এখান থেকে তাদের জায়গায় যেতে পাক্কা দশদিনের ধাক্কা।'

'সেটা জানা সম্ভব,' লইকত তাকে আশ্বস্ত করে। 'আমরা একে অপরের সাথে কথা বলি।'

ব্যাপারটা লিওনের ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না।

আজ সন্ধ্যাবেলা আমি আমার ভাইদের সাথে কথা বলব আর তুমি নিজেই সেটা শুনতে পাবে,' লইকত তাকে বলে কিন্তু লিওন তাকে কোনো প্রশ্ন করার আগেই সমভূমি থেকে কারও আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে আসে। লিওন আর ম্যানইয়রো তাদের রাইফেল নিয়ে ঝটিতে উঠে দাঁড়ায়। তারা দূরে ইসমায়েলের দূরবর্তী অবয়বের দিকে তাকায়। তার বোঝাটা দু'হাতে মাথার উপরে ধরে সে প্রাণপণে তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে একটা ধাম্বা সাইজের অস্ট্রিচ। লম্বা ঢ্যাঙা গোলাপী পায়ের কারণে দ্রুত দু'জনের ভিতরে দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে। লিওন দূর থেকেও বুঝতে পারে ওটা একটা প্রাপ্তবয়স্ক অস্ট্রিচ। তার শরীরটা কুচকুচে কাল বর্ণের এবং ডানার ডগায় আর লেজে ধবধবে সাদা পালক। এখন ক্ষেপে যাবার কারণে সব পালক দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁট আর পা যৌনাবেদনের কারণে এখন লাল দেখায়। সে তার প্রজনন এলাকা সাদা পোষাকধারী আগন্তুকের হাত থেকে বাঁচাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

লিওন দুই মাসাইকে পাঠায় সাহায্য করতে। তারা পাগলের মত হাত নাড়তে থাকে পাখিটাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু অস্ট্রিচটা তাদের পাত্তাই দেয় না, সাদা আলখাল্লার দফারফা না করে সে অন্য কোনো দিকে তাকাবেই না। ঠোকর দেয়ার মত দূরত্বে পৌঁছালে সে তার লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়ে রান্নার সামগ্রীতে এত জোরে ঠোকর দেয় যে বেচারা ইসমায়েল লটপট হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে বিশাল এক ধুলোর মেঘের জন্ম দিয়ে ভূপাতিত হয়। তারা পোটলা খুলে গিয়ে ভেতর থেকে সব বাসনকোসন ঝনঝন শব্দে বের হয়ে আসে। অস্ট্রিচটা লাফিয়ে তার উপরে উঠে আসে এবং দু'পা দিয়ে লাথি, খামচির ঝড় বইয়ে দেয়। পাখিটা মাথা নিচু করে তার হাতে পায়ে ঠোকর দেবার জন্য এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয়ে আসলে ইসমায়েল ত্রাহি ত্রাহি করে উঠে।

খরগোসের মত আলতো পায়ে লইকত, বয়স্ক দু'জনকে অতিক্রম করে যায়, অস্ট্রিচের কাছাকাছি পৌঁছাবার পরে তাকে উদ্দেশ্য করে হুঙ্কার দিয়ে উঠে। ইসমায়েলের নিথর শরীর থেকে সরে এসে এবার সে মুখ খিচিয়ে লইকতের দিকে ধেয়ে আসে। তার পুষ্ট ডানা দুটো ছড়ান এবং ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে মাথা উঠিয়ে নামিয়ে আর পা উঁচু করে অস্ট্রিচটা এবার তার ভয় দেখান নাচ শুরু করে, গলা দিয়ে রাগী কর্কশ আওয়াজ বের হতে থাকে।

লইকত তার আলখাল্লার প্রান্তভাগ তুলে দু'পাশে ডানার মত ছড়িয়ে দেয়। এবার সে অস্ট্রিচের মত হুবহু নাচতে শুরু করে, সেই একই পা উঁচু করা ভঙ্গি আর সাথে মন্ত্রপাঠের মত মাথা দোলান। সে তাকে আক্রমণ করার জন্য উসকে দিতে চায়। পাখি আর ছেলেটা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে।

নিজের প্রজনন ক্ষেত্রে হামলার সম্মুখীন হয়ে আর রাগে এবং অপমানে শেষ পর্যন্ত সে তার বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিও খুইয়ে বসে। সে তার লম্বা গলা পুরোটা বাড়িয়ে মাথা এগিয়ে দেয় আক্রমণের উদ্দেশ্যে। সে লইকতের মুখে আঘাত করতে চায় আর লইকতও জানে ঠিক কিভাবে এই আক্রমণের জবাব দিতে হয়, এবং লিওন বুঝতে পারে আগে বহুবার সে এভাবে আক্রমণ প্রতিহত করেছে। সে বিশাল পাখিটার দিকে অকুতোভয়ে লাফ দেয় এবং মাথার ঠিক নিচে তার গলা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। তারপরে সে শূন্যে দুপা তুলে দিয়ে অস্ট্রিচের গলা জড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটা মোচড় খায়, পাখিটার মাথা সে মাটিতে নামিয়ে আনে। পাখিটার বাহাদুরি শেষ হয়ে যায়। সে আর মাথা তুলতে পারে না। সে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তখন বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। লিওন দৌড়ে পৌঁছে এবং রাইফেল তুলে। সে হট্টগোলের চারপাশে ঘুরতে থাকে একটা পরিষ্কার নিশানা পাবার আশায়।

'না! মালিক না!! দোহাই আপনার গুলি করবেন না,' ইসমায়েল চিৎকার করে উঠে। 'মহান *শয়তানের* এই সন্তানকে আমার হাতে ছেড়ে দেন।' সে হাত-পায়ের উপরে ভর দিয়ে তার খুলে যাওয়া রান্নার টোপলার ভিতরে কি যেন খুঁজতে থাকে। অবশেষে হাতে একটা চকচকে ছাল ছাড়াবার চাকু ডান হাতে নিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং চাকু তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে যুদ্ধমান জোড়ার দিকে ছুটে যায়।

'মাথাটা উল্টে দাও!' সে লইকতকে বলে। পাখিটার গলাটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং কসাইয়ের নিপুণ দক্ষতায় সে ক্ষুরের মত ধারাল ফলা দিয়ে পাখিটার গলায় একবার পোচ দেয় এবং গলা এপাশ ওপাশ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, তার শ্বাসনালী একবারেই দু'ফাক করে দেয়।

'এবার ছেড়ে দাও!' ইসমায়েল লইকতকে আদেশ দিলে সে পাখিটাকে ছেড়ে দেয়। তারা দুজনেই তার পায়ের ধারাল নখের আওতা থেকে সরে আসে। অস্ট্রিচ দিগ্বিদিক ছুট দেয় কিন্তু তার গলার ছেঁড়া শিরা থেকে রক্তের একটা ধারা ছিটকে উঠে আসে। সে দিকভ্রান্ত হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, এর লম্বা পেশল পায়ের চলার শক্তি

কমে আসে এবং ডাটি ভাঙা ফুলের মত মাথাটা গলার কাছে ঝুলে থাকে। অবশেষে সে মাটিতে পড়ে যায় এবং শোয়া অবস্থাতেই পায়ের উপরে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু শিরার উজ্জ্বল লাল রক্তের নিয়মিত উদগীরণ সূর্যতপ্ত মাটিতে ছিটকে পড়েই চলে।

'আল্লাহ মহান!' ইসমাইল উদ্দীপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে এবং পাখিটার তখনও নড়তে থাকা দেহের উপরে লাফালাফি শুরু করে দেয়। 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই!' সে নিখুঁতভাবে পাখিটার পেট চিড়ে ভেতর থেকে যকৃত বের করে আনে। 'এই প্রাণীটা আমার চাকুর ঘায়ে মারা গেছে আর আমি তার মৃত্যু আল্লাহকে উৎসর্গ করছি। আমি তার রক্তপাত ঘটিয়েছি। আমি ঘোষণা করছি এই মাংস হালাল।' সে যকৃতের টুকরোটা উর্ধ্বে তুলে ধরে। 'সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা মাংসের টুকরো এটা। অস্ট্রিচের যকৃত জীবন্ত পাখি থেকে ছিঁড়ে আনা।'

উট কাটার এ্যাকেশিয়ার কয়লায় তারা অস্ট্রিচের যকৃতের কাবার আর পেটের চর্বি গ্রীল করে খায়। তারপরে ভরপেট খেয়ে তারা ছায়ায় ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নেয়। তারা যখন জেগে উঠে, বাতাস, দুপুরে যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার সমভূমির উপর দিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে চলেছে। তারা রাইফেলগুলো কাঁধে নেয় এবং বোচকাগুলো নিয়ে বাতাসের গতির দিকে হাঁটতে শুরু করে যতক্ষণ সূর্য দিগন্তের একহাত উপরে থাকে।

'আমাদের উচিত ঐ পাহাড়ের মাথায় যাওয়া,' পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লালচে হয়ে আছে এমন আগ্নেয় পাথরের একটা স্তূপ যা সরাসরি তাদের যাত্রাপথের উপরে অবস্থিত সেদিকে দেখিয়ে লইকত বলে। ছেলেটা তড়বড় করে চূড়ায় উঠে যায় এবং নিচের উপত্যকার দিক তাকিয়ে থাকে। দক্ষিণের আকাশে তিনটে অতিকায় পাথরের স্তূপ আকাশের দিকে উঠে গেছে দূরত্বের কারণে তাদের নীলচে দেখায়। 'লুলমাসিন, ঈশ্বরের পর্বত।' লিওন তার পাশে এসে দাঁড়াতে লইকত পশ্চিমের স্তূপটাকে দেখিয়ে বলে। তারপরে সে পূর্বদিকে ঘুরে এবং অন্য দুটো অতিকায় শৃঙ্গ দেখায়। 'মেরু আর কিলিমানজারো, যেখানে মেঘের বাসা। বুলা মাটারিরা নিজেদের বলে দাবি করে এমন জমিতে পর্বতগুলো অবস্থিত, কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে ওগুলো আমাদের অধিকারে ছিল।' জার্মান ইস্ট আফ্রিকার অনেক গভীরে সীমান্তের প্রায় একশ মাইল ভিতরে শৃঙ্গগুলো অবস্থিত।

সম্ভ্রম জাগানো নিরবতায়, লিওন কিলিমানজারোর গোলাকার শৃঙ্গের বরফাবৃত ক্ষেত্রে আলোর দ্যুতি লক্ষ করে তারপরে লুমাসিনের আগ্নেয় গহ্বর থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার বিশাল লেজের দিকে ফিরে তাকায়। সে ভাবে পৃথিবীতে এরচেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কিনা।

'এবার আমি আমার *চুনগাজি* ভাইদের সাথে কথা বলব। শোন আমার আলাপ!' লইকত ঘোষণা করে। সে বড় করে শ্বাস নেয়, মুখের দু'পাশে হাত চোঙার মত করে ধরে এবং লিওনকে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ একতানের গীতিতে বিলাপ করে উঠে। শব্দে

তীক্ষ্ণতা আর মাত্রা এতটাই প্রবল যে লিওন নিজের অজান্তে বাধ্য হয় সাথে সাথে কানে হাত চাপা দিতে। তিনবার লইকত ডাক দেয়, তারপরে লিওনের পাশে বসে এবং নিজের *শুকা* দিয়ে কাঁধের চারপাশ ভাল করে মুড়ে নেয়। 'নদীর ওপারে একটা *ম্যানইয়াত্তা* রয়েছে।' সে গাছের গাঢ় সারির দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে যা নদীর গতিপথের নিশানা।

লিওন হিসাব করে দেখে যে জায়গাটা এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে হবে। 'এত দূর থেকে তারা তোমার ডাক শুনতে পাবে?'

'তুমি দেখো পারে কিনা,' লইকত তাকে আশ্বস্ত করে। 'বায়ু প্রবাহ থেমে গেছে এবং বাতাস এখন স্থির আর শীতল। আমি যখন আমার বিশেষ ভঙ্গিতে আওয়াজ করি তখন সেটা দূরে এমনকি আরও দূরে পৌঁছাতে পারে।' তারা অপেক্ষা করে থাকে। তাদের নিচে কুডু এন্টিলোপের একটা ছোট দল কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। তিনটে নাদুসনুদুস গাভী পুরু গলকম্বল আর কর্কস্ক্রুর মত বাঁকান শিংয়ের ষাঁড়ের পিছন পিছন হেঁটে যায়। কাঁটা ঝোপের আড়ালে তাদের অবয়ব অশরীরির মত ভেসে হারিয়ে যায়।

'তোমার কি এখনও মনে হয় তারা তোমার আওয়াজ শুনেছে?' লিওন জানতে চায়।

ছেলেটা সাথে সাথে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাসাইরা দাঁত সাদা করতে যে টিঙ্গা ঝোপের মূল ব্যবহার করে সেটা চিবোতে থাকে। তারপরে সে নরম শাসের একটা দলা থু করে ফেলে লিওনের দিকে তাকিয়ে তার চমকানো হাসির একটা ঝলক উপহার দেয়। 'তারা আমার ডাক শুনতে পেয়েছে,' সে বলে, 'কিন্তু একটা উঁচু স্থানে উঠছে আমার ডাকের জবাব দেবার জন্য।' তাদের মাঝে আবার নিরবতা নেমে আসে।

টিলার পাদদেশে ইসমায়েল ছোট করে একটা আগুন জ্বেলে ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া কেতলীতে চা তৈরি করছে। লিওন তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

'শোনো!' লইকত তাকে কথাটা বলেই আলখাল্লাটা ছুড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে।

লিওন তখন শুনতে পায়, নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে। লইকতের আসল চিৎকারের অনেকটা প্রতিধ্বনির মত এটাকে মনে হয়। শব্দটা অনুসরণ করার জন্য লইকত মাথা ঘোরায় তারপরে হাত চোঙ্গার মত করে মুখের কাছে ধরে সমভূমির উপর দিয়ে এক তানের বিলাপে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করে। সে আবার উত্তর শোনে এবং অন্ধকার হয়ে আসা পর্যন্ত এই আদান-প্রদান চলতে থাকে।

'আলোচনা শেষ হয়েছে। আমাদের মাঝে কথা হয়েছে,' সে অবশেষে ঘোষণা করে এবং টিলার নিচে যেখানে ইসমায়েল রাতের মত ক্যাম্প স্থাপন করেছে সেদিকে হাঁটা ধরে। লিওন আগুনের পাশে এসে বসতে সে লিওনের হাতে চা ভর্তি একটা মগ ধরিয়ে দেয়। তারা যখন অস্ট্রিচের মাংস আর হলুদ মেইজের শক্ত সিদ্ধ রুটি দিয়ে

রাতের খাবার সারছে, লইকত তখন লিওনকে নদীর ওপারের *চুনগাজি*র সাথে তার দীর্ঘ কথোপকথনের বিষয়বস্তু বয়ান করতে থাকে।

'দু'রাত আগে সিংহ তাদের একটা গরু, সুন্দর শিংয়ের কালো ষাঁড়, মেরেছে। আজ সকালে *মোরানি*র দল বর্শা হাতে সিংহের পিছু নেয় এবং তাকে ঘিরে ফেলে। সিংহটা যখন আক্রমণ করে, সে সিংগিডিকে সম্ভাব্য শিকার হিসাবে বেছে নেয় এবং তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সে বর্শার একটা ঘায়ে সিংহটাকে মেরে বিপুল গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এখন সে মাসাইভূমির যেকোনো তরুণীর কুঠিরের সামনে তার বর্শা রাখতে পারবে।' লইকত ব্যাপারটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবে। 'একদিন আমিও তাই করব, আর মেয়েরা তখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারবে না বা আমাকে বাচ্চাছেলে বলতে পারবে না,' সে তিক্তকণ্ঠে বলে।

'তোমার স্বপ্ন সফল হোক,' লিওন ইংরেজীতে বলে, তারপরে আবার মাআআতে ফিরে আসে। 'তুমি আর কি শুনতে পেলে?' লইকত কয়েক মিনিট ধরে, একাধিক জন্ম-বৃত্তান্ত, বিয়ে, গরু হারান এবং এধরনের অন্যসব ব্যাপারের ফিরিস্তি দিতে থাকে। 'এই মুহূর্তে কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি মাসাইভূমিতে ভ্রমণ করছে কিনা জানতে চেয়েছিলে? *আসকারি* সৈন্য নিয়ে কোনো বুলা মাটারি?'

'আরুশার জার্মান কমিশনার ছয়জন *আসকারি* নিয়ে এই মুহূর্তে ভ্রমণে বের হয়েছে। তারা উপত্যকা ধরে মনডুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আর অন্য কোনো সৈন্য উপত্যকায় নেই।'

'কোনো শ্বেতাঙ্গ?'

'মেটো পাহাড়ে দু'জন জার্মান শিকারী তাদের স্ত্রী আর ওয়্যাগনসহ ক্যাম্প ফেলেছে। তারা অনেক মোষ শিকার করে তার মাংস শুকাচ্ছে।'

মেটো পাহাড় সেখান থেকে কমপক্ষে আশি মাইল দূরে, এবং লিওন অবাক হয়ে ভাবে ছেলেটা কিভাবে এই বিশাল এলাকার খবর ঠিকই জোগাড় করেছে! সে পুরাতন শিকারীদের লেখায় মাসাই গ্রেপভাইনের কথা পড়েছিল কিন্তু তখন খুব একটা অভিভূত হয়নি ব্যাপারটায়। এই নেটওয়ার্ক নিশ্চয়ই পুরো মাসাই এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সে তার মগে চুমুক দেবার সময়ে হাসে: আঙ্কল পেনরড এখন পুরো সীমান্ত এলাকায় নজরদারি করতে পারবে। 'হাতির কি খবর? তুমি কি তোমার ভাইদের জিজ্ঞেস করেছিলে আশেপাশে তারা কোনো মর্দা হাতি দেখেছে কিনা?'

'এলাকায় অনেক হাতি রয়েছে, কিন্তু সব গরু বাছুরের সমতুল্য। এই মৌসুমে মদ্দা হাতির পাল নগরোনগোরো আর এমপাকাই ঢালের খাঁজের ওপারে বা পাহাড়ে রয়েছে। কিন্তু একথা সবাই জানে।'

'আর উপত্যকায় কোনো মর্দা হাতি নেই।'

'নামানগার কাছে *চুনগাজি*রা একটাকে দেখেছে, একটা বিশাল মর্দা কিন্তু সেটা বেশ কয়েকদিন আগের কথা, তারপরে আর কেউ তাকে দেখেনি। তাদের ধারণা ব্যাটা

নাইর মরুভূমিতে গেছে, সেখানে যেহেতু ঘাস নেই তাই আমাদের লোকেরাও সেখানের কিছুই জানে না।'

'আমাদের উচিত বাতাসের গতিপথ অনুসরণ করা,' ম্যানইয়রো স্মরণ করিয়ে দেয়।

'অথবা তুমি আমাদের জন্য সুকণ্ঠে গান গাওয়া শিখতে পার,' লিওন পাল্টা পরামর্শ দেয়।

পরদিন ভোরের আগে লিওনের ঘুম ভাঙে এবং সে উঠে একা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে যায়, অন্যেরা যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখান থেকে জায়গাটা বেশ খানিকটা দূরে। সে প্যান্ট নামিয়ে উবু হয়ে বসে বায়ু মোচন করে। সে ভাবে, এই সকালে কেবল তার বায়ুই প্রবাহিত হচ্ছে। তার চারপাশের বনানী মৌন আর স্তব্ধ। সকালের ধূসর প্রেক্ষাপটে মাথার উপরে গাছের ডালে পাতার গুচ্ছ স্থবির হয়ে ঝুলে রয়েছে। সে ক্যাম্পে ফিরে দেখতে পায় ইসমায়েল ইতিমধ্যে আগুন জ্বেলে তার উপরে কেতলী চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য দুই মাসাই তখনও ঘুমে বিভোর। সে আগুনের কাছে গিয়ে বসে উষ্ণতাটা অনুভব করতে চায়। সকালের বাতাসে একটা ঠাণ্ডার রেশ রয়েছে। 'একদম বাতাস নেই,' সে ম্যানইয়রোকে উদ্দেশ্য করে বলে।

'সূর্যের সাথে হয়ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।'

'আমরা কি বাতাস ছাড়াই রওয়ানা হব?'

'কোন দিকে যাব? আমরা সেটাতো জানি না।' ম্যানইয়রো বিষয়টার জটিলতা সামনে নিয়ে আসে। 'আমরা এ পর্যন্ত এসেছি মায়ের বাতাসের বরাভয়কে সাথী করে। আমাদের উচিত পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করা।'

লিওন অধৈর্য্য আর হতাশ হয়ে উঠে। লুসিমার আবোলতাবোলকে সে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে। তার চোখের পেছনে ভোতা একটা ব্যথা সারাক্ষণ জ্বালাতে শুরু করে। রাতের বেলা শীত তাকে জাগিয়ে রাখে এবং যখন একটু ঘুমে চোখ লেগে আসে হাগ টারভি আর তার ক্রুশবিদ্ধ স্ত্রী মুখ ব্যাদান করে তার স্বপ্নে এসে হাজির হয়। ইসমায়েল তার হাতে কফি ভর্তি মগ ধরিয়ে দিলে দেখা যায় কফিও তার উপশমকারী গুণ হারিয়েছে। ক্যাম্পফায়ারের ওপাশে গাছের আড়ালে একটা রবিন সুরেলা কণ্ঠে সকালকে স্বাগত জানায়, দূর থেকে একটা সিংহ ডেকে উঠলে, আরো দূরে আরেকটা সিংহ সেটার জবাব দেয়। তারপরে আবার পাথরের মত নিরবতা এসে ভর করে চারপাশে।

লিওন সকালের দ্বিতীয় মগ কফি শেষ করে এবং অনুভব করে অবশেষে এর উপশমকারী ক্ষমতা তার কার্যকারিতা শুরু করেছে। সে ম্যানইয়রোকে কিছু বলতে বলে ঠিক করে। এমন সময় একটা ছোট বাক্সে কাঁকড় নিয়ে তীব্রভাবে ঝাকাবার খটরমটর

শব্দ তাকে চমকে দেয়। তারা আগ্রহ নিয়ে চোখ তুলে তাকায়। সবাই জানে কোন পাখি এধরনের শব্দ করে। একটা মধুসন্ধানী পাখি তাদের ডাকছে তাকে অনুসরণ করে মৌচাকে যেতে। মানুষ যখন মৌচাকে হানা দেবে আশা করা হয় তারা পাখিটার সাথে লুটের মাল ভাগ করে নেবে। তারা মধুটা নেবে, আর লার্ভা আর মোমাছির মোম রেখে দেবে পাখিটার জন্য। এটা এমনই একটা প্রতিকী ব্যবস্থা যা পুরুষাণুক্রমে মানুষ আর পাখি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে এসেছে। কিংবদন্তী আছে কেউ যদি পাখিকে ঠকায় তবে পরের বার সে তাদের কোনো সাপের আস্তানা বা মানুষখেকো সিংহের কাছে নিয়ে যাবে। কোনো আহাম্মক লোভীই চাইবে তার সাথে চালাকি করতে।

লিওন উঠে দাঁড়ায় এবং গাছের উঁচু শাখায় খয়েরী আর হলুদে মেশান অনুজ্জ্বল বর্ণের পাখিটার একটা ঝলক দেখা যায় এবং খেলা শুরু হয়। গোত্তা খেয়ে আবার উড়ে উঠে, যাবার সময়ে ডানার আলোড়নের শব্দ অনুরণিত হয় তারপরে পাখিটা আবার গোত্তা খায়।

'মধু!' লোভে চকচকে চোখ নিয়ে ম্যানইয়রো বলে। কোনো আফ্রিকানের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা সত্যিই কঠিন।

'মধু! মিষ্টি মধু!' লইকত চেঁচিয়ে উঠে।

লিওনের মাথা ব্যথার যাওবা অবশিষ্ট ছিল অলৌকিকভাবে নাই হয়ে যায় এবং সে তার রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে। 'তাড়াতাড়ি কর! চলো যাই!' মধুসন্ধানী তাদের অনুসরণ করতে দেখে উত্তেজনায় কিচিরমিচির করতে করতে দ্রুত উড়ে যায়।

পরবর্তী এক ঘন্টা লিওন পাখিটাকে সংযত ভঙ্গিতে অনুসরণ করে। সে কথাটা কাউকে বলেনি কিন্তু তার কেবলই মনে হতে থাকে লুসিমা মায়ের সুকণ্ঠী গায়ক আসলে এই পাখিটাই। যদিও, বিশ্বাসের চেয়ে তার সন্দেহ বেশি জোরাল আর সে নিজেকে আশাহত হবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত করে। ম্যানইয়রো পাখিটাকে উৎসাহ দেবার জন্য গান গায় আর লইকত লিওনের পাশে লাফাতে লাফাতে চলার সময়ে গানের সাথে কণ্ঠ মিলায়

'ক্ষুদে দংশনকারী আমাদের মধুকোষ দেখাও
আর আমরা তোমায় দেব সোনালী মোম
মিষ্টি মোটা শূকশীট কি তোমার খেতে ইচ্ছে করে না?
যাও ক্ষুদে বন্ধু! দ্রুত উড়ে যাও আর আমরা তোমার পেছনেই আছি।'

বনের ভিতর দিয়ে ছোট পাখিটা অনায়াসে উড়ে যায়, গাছ থেকে গাছে নিমেষে পৌঁছে যায়, তারা সেখানে পৌঁছান পর্যন্ত গাছের মগডালে কিচিমমিচির শব্দে নাচানাচি করতে থাকে, তারপরে আবার ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে যায়। দুপুরের ঠিক আগে তারা একটা শুষ্ক নদীগর্ভে এসে উপস্থিত হয়। দু'তীরের বনভূমি ভূগর্ভস্থ পানির কল্যাণে ঘন আর নিবিড়। তারা পানির আসল উৎসে পৌঁছাবার আগেই ছোট পাখিটা

একটা উঁচু গাছের শীর্ষে উঠে গিয়ে সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তারা গাছটার নিকটে এলে ম্যানইয়রো খুশীতে চেঁচিয়ে উঠে এবং আঙ্গুল দিয়ে গাছের গুঁড়ির দিকে কিছু একটা দেখাতে চায়। 'ঐ যে ওখানে!'

লিওন সূর্যের আলোয় সোনালী ধূলিকণার মত মৌচাকে মৌমাছির আনাগোনা দেখতে পায়। সোজা উপরে উঠে যাবার সময়ে তিন-চতুর্থাংশে গুঁড়িটা নিড়ানির মত দুটো মোটা শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থান একটা সরু উল্লম্ব খাঁজের জন্ম দিয়েছে। গাছের প্রাণরসের একটা ক্ষীণধারা সেই শূন্যস্থান থেকে চুয়ে পড়ছে এবং চারপাশের বাকলে জমাট বেধে উজ্জ্বল আঠাল কণিকার জন্ম দিয়েছে। এই খোলাস্থানে বাসায় ফিরে আসা মৌমাছির দল ফুরফুর কওেমবড়াচ্ছে আর যারা মৌচাক ছেড়ে যাবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে খোলাস্থানের কাছে গিয়ে তার পরে উড়ে যায়। পুরো দৃশ্যটা দেখে কেন জানি তার ভ্যারিটি ও'হার্নার কথা মনে পড়ে যায়– একটা তীব্র কামনা নস্টালজিয়ার মত তাকে আঁকড়ে ধরে। গত কয়েকদিনে এই প্রথম তার কথা লিওনের মনে পড়ল।

অন্যরা এসব কিছু না ভেবে নিজের নিজের বোঝা নামিয়ে রেখে সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। বনের অন্য একটা গাছ থেকে ম্যানইয়রো চারকোণা করে একটা বাকল কেটে নেয় এবং সেটাকে চোঙার মত পেচিয়ে শিয়ালের লোম দিয়ে প্রস্তুত দড়ি দিয়ে সেটাকে শক্ত করে বাধে যাতে খুলে না যায়। তারপরে সে বাকলের বাঁকা অংশকে হাতলের মত করে ধরে। আর ইসমায়েল ইতিমধ্যে একটা আগুন জ্বেলে তাকে শুকনো লতাপাতা ফেলতে ব্যস্ত। লইকত তার পরনের আলখাল্লা শুকাটার নিচের দিক কোমরে ভালো করে জড়িয়ে নেয়, তার পা আর শরীরের নিম্নাংশ অনাবৃত থাকে। তারপরে গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে বাকলের ধরন আর হাত দিয়ে জড়িয়ে গুঁড়িটার বেধ বোঝার চেষ্টা করার ফাঁকে উপরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে আসন্ন আরোহণের উদ্দেশ্যে।

ইসমায়েল এবার কাঁচা কাঠ আগুনে ফেলে এবং ফু দিতে থাকে যতক্ষণ না তীব্র সাদা ধোঁয়ার ঘন মেঘ নির্গত হতে শুরু করে। তার *পানগা*র ফলার চওড়া অংশটা দিয়ে ম্যানইয়রো কয়লা তুলে চোঙার ভিতরে ঢেলে সেটা লইকতের কাছে নিয়ে গেলে সে সেটার বাঁকান হাতলটার সাহায্যে বাঁকা নলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে, তারপরে তার *শুকা*র ভাজে *পানগা* গুঁজে নেয়। হাতের তালুতে থুথু ফেলে লিওনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে একটা হাসি হাসে। 'আমাকে শুধু দেখতে থাকো, ম'বোগো। আমার মত গাছে উঠতে আর কেউ পারে না।'

'তুমি যে বেবুনের হারিয়ে যাওয়া ভাই সেটা জেনে আমি মোটেই বিস্মিত নই,' লিওন তাকে বলতে, সে হেসে উঠে গাছের গুঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠতে শুরু করে। পালাক্রমে হাতের তালু আর খালি পায়ের বরাভয়ে সে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় উপরে উঠতে থাকে এবং একবারও দম নেয়ার জন্য না থেমে সে গাছের দ্বিখণ্ডিত হবার স্থানে

পৌঁছে যায়। সে সোজা দ্বিধা বিভক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং ক্রুদ্ধ মৌমাছির দল তার মাথার চারপাশে উড়তে থাকে। বাকলের চোঙাটা সে কাঁধ থেকে নিয়ে এক প্রান্তে শিঙ্গা ফুকার মত করে ফু দেয়। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী অন্যপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে। মৌচাক ঘিরে ফেলতে মৌমাছির দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

হাত-পা থেকে কয়েকটা হুল তোলার জন্য লইকত সামান্য সময় বিরতি নেয়। তারপরে সে *পানগা* বের করে, এবং উচ্চতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখেয়াল থেকে, অনায়াসে সংকীর্ণ স্থানে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়ায় এবং একটু ঝুঁকে পায়ের মাঝের খাঁজে ভারী ফলার কয়েকটা ঘা বসিয়ে দেয়। কয়েক ডজন কোপ দেবার ফলে কাঠের সাদা খণ্ড উড়তে থাকে। সে তখন ফাঁকা অংশটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দেয়। 'আমি মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি,' নিচে মুখ উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশ্যে সে বলে। সে মৌচাকের কাছে গিয়ে একটা চাক ভেঙে বের করে আনে। হাত তুলে সে সেটা নিচের সবাইকে দেখায়। 'বন্ধুরা, লইকতের দক্ষতার জন্য আজ তোমরা পেট পুরে মধু খেতে পারবে।' সবাই হেসে উঠে।

'দারুণ দেখিয়েছো, ক্ষুদে বেবুন!' লিওন চিৎকার করে বলে।

লইকত আরো পাঁচটা প্রকোষ্ঠ বের করে আনে। প্রতিটাই ঘন বাদামী বর্ণের মধুতে পরিপূর্ণ আর মুখে মোমের ঢাকনি আঁটা। সে তার *শুকার* ভাঁজে সযত্নে তাদের পেঁচিয়ে নেয়।

'সব নিয়ে নিয়ো না,' ম্যানইয়রো তাকে সতর্ক করে বলে। 'অর্ধেকটা আমাদের ক্ষুদে পাখাঅলা বন্ধুদের জন্য রেখে দাও, নয়ত তারা মারা পড়বে।' লইকতকে ছেলেবেলাতেই এটা শেখান হয়েছে এবং সে কোনো উত্তর দেয় না। এখন সে একজন *মোরানি*, এবং বনের নিয়ম-কানুন সে ভালোই জানে। সে *পাসগা* আর ধোঁয়ার চোঙাটা গাছের গোড়ায় ফেলে দেয় এবং কাণ্ড দিয়ে পিছলে নিচে নেমে আসে ছয় ফিট যখন বাকি তখন সে লাফ দিয়ে হাল্কা পায়ে ঘাসের উপরে অবতরণ করে।

বৃত্তাকারে বসে তারা মৌচাক ভাগ করে নেয়। তাদের মাথার উপরে মধুসন্ধানী কিচিরমিচির করে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে থাকে এবং নিজের প্রাপ্যের কথা সে যেন বলতে চায়। ম্যানইয়রো সতর্কতার সাথে মৌচাকের কিনারা ভেঙে নেয় যার ভিতরের প্রকোষ্ঠে মৌমাছির সাদা লার্ভা রয়েছে এবং টুকরোগুলো একটা সবুজ পাতায় রাখে। উপরে উড়তে থাকা পাখির দিকে সে তাকায়। 'এসো বন্ধু, তোমার প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ কর।' সে লার্ভা পূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলো কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে ঝোপঝাড় কম আছে এমন স্থানে রাখে। সে ঘুরে দাঁড়ান মাত্র পাখিটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে নেমে এসে ভোজে অংশ নেয়।

রীতি আর ঐতিহ্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পরে এখন তারা চুরি করে আনা দ্রব্য চেখে দেখতে পারে। সোনালী চাকের চারপাশে বৃত্তাকারে বসে তারা টুকরো ভেঙে নেয় এবং পুরোটা মুখে পুরে চিবানোর সময়ে তৃপ্তিতে বিড়বিড় করে এবং চাকের মধু

শেষ হলে মোমটা ছিবড়ের মত বাইরে ফেলে এবার আঙ্গুলে লেগে থাকা মধু লোভীর মত চুষে চলে।

একাসিয়া ফুলের রেণু থেকে সংগৃহীত এই রকম ঘন, ধোঁয়াটে মধু লিওন আগে কখনও মুখে দেয়নি। তার গলা আর জিহ্বার উপরের ভাগ এমন তীব্র মিষ্টিতে ছেয়ে যায় যে সে চমকে উঠে, তার চোখে পানি চলে আসে। সে চোখ চেপে বন্ধ করে। তীব্র বুনো সুগন্ধ তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে প্রায় মাতাল করে তোলে। তার জিহ্বা শিরশির করে উঠে। সে নিশ্বাস নিলে টের পায় স্বাদটা তার গলা বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে এবং এত জোরে শ্বাস ফেলে যেন কড়া হাইল্যান্ড হুইস্কির এক ড্রাম সে এক ঢোকে গলধঃকরণ করেছে।

একটা চাকের অর্ধেকটাই তার জন্য যথেষ্ট। কড়া মিষ্টির কারণে তার আর খেতে ইচ্ছে করে না। সে গোড়ালির উপরে বসে দোলে এবং কিছুক্ষণ অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে উঠে দাঁড়ায় এবং বাকীদের আশ মিটিয়ে খেতে দেয়। তার উঠে যাওয়া বাকীরা খেয়াল করার সময় পায় না। সে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে ভেবে ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়। সে যত গভীরে প্রবেশ করে গাছপালা তত ঘন হতে থাকে। অবশেষে শেষ গাছটার ডাল সরিয়ে সে নদীর তীরে উপস্থিত হয়। বন্যার পানি তীর বরাবর একটা ছয় ফিটের দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে যার নিচে সাদা মিহি বালি বুকে শুয়ে আছে একশ ফুট প্রশস্ত নদীখাত, বিভিন্ন জীবজন্তুর পায়ের ছাপে এবড়োথেবড়ো আকার ধারণ করেছে, যারা এটাকে মহাসড়ক হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

ওপারে একটা বিশাল বুনো ডুমুর গাছের শিকড় বন্যার পানিতে মাটি সরে যাওয়ায় বেড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গমরত সরীসৃপের মত তারা একে অন্যের সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে আর নদীর উপরে বিস্তৃত গাছের শাখায় থোকা থোকা হলুদ ডুমুর ঝুলে আছে। সবুজ কবুতরের একটা ঝাঁক ফলের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং লিওন হঠাৎ ডালপালা সরিয়ে বের হয়ে আসাতে তারা সচকিত হয়ে উঠে। নদীর ভাটিতে উড়ে যাবার সময়ে স্তব্ধতার মাঝে তাদের ডানার ঝাপটানি বড্ড জোরে কানে লাগে।

বুনো ডুমুর গাছের ছড়ান শাখার নিচে সাদা বালির একটা স্তূপ জমে রয়েছে। তার চারপাশে পড়ে থাকা হাতির পিরামিড আকৃতির গোবর সাথে সাথে লিওনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাইফেলটা সামনে বাড়িয়ে ধরে সে লাফিয়ে নদীর বুকে নামে। নরম বালি তার অবতরণের ভার নিতে পারে না পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বসে যায়। অবশ্য সে তাল সামলে নিয়ে নদীর শুষ্ক বুকের উপর দিয়ে হাঁটা শুরু করে। সে ঢিবিটার কাছে পৌছে বুঝতে পারে হাতির পাল পানির জন্য বালি খুঁড়েছে। প্রথমে সামনের পা দিয়ে উপরের শুকনো বালি সরিয়েছে যতক্ষণ না নিজের ভিজে বালি বের হয়, তারপরে শুড় দিয়ে বালি তুলেছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে না পৌছান পর্যন্ত। তাদের পায়ের ছাপ পানি চুয়ানো গর্তগুলোর পাশে স্পষ্ট ফুটে আছে। তারা শুড় দিয়ে প্রথমে পানি শুষে নিয়ে

তাদের বিশাল মাথায় অবস্থিত ফাঁকা প্রকোষ্ঠ নিয়ে এসেছে এবং প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হলে পরে তারা মাথা তুলে শুড়ের অগ্রভাগ গলায় প্রবিষ্ট করিয়ে পানি পেটে পাঠিয়েছে।

আটটা চুয়ানো পানির গর্ত দেখা যায়। সে প্রতিটার কাছে গিয়ে তৃষ্ণার্ত প্রাণীর পায়ের ছাপ খেয়াল করে দেখে। শিকারের তিন মহারথীর কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনায়– পার্সি ফিলিপ, ম্যাইয়রো, আর লইকত– বলীয়ান হয়ে সে ছাপগুলো মোটামুটি নির্ভুলভাবেই বিশ্লেষণ করতে পারে। প্রথম চারটা গর্তে যে পায়ের ছাপ রয়েছে সেটা দেখে সে বুঝতে পারে সেগুলো অল্পবয়স্ক হাতির সৃষ্ট।

সে যখন পঞ্চম গর্তটার কাছে আসে সেখানে কেবল একজোড়া পায়ের ছাপ রয়েছে। ছাপটা এত বিশাল যে প্রথমবার চোখ পড়ার পরে সে মাঝপথেই থমকে থেমে যায়। তীক্ষ্ণ উত্তেজনায়, সে দ্রুত নিশ্বাস নেয়, তারপরে দ্রুত সামনে গিয়ে সামনের পায়ের ছাপের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, গর্তের ধারে এত গভীর হয়ে ছাপটা বসে রয়েছে, পানি পান করার জন্য জন্তুটা নিশ্চয়ই সেখানে কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল।

লিওন ছাপের দিকে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে। এক কথায় তারা অতিকায়। যার পায়ের ছাপ এটা সেটা একটা মর্দা বুনো হাতি না হয়েই পারে না– বয়সের ভারে তার পায়ের তলা মসৃণ হয়ে এসেছে। সে যখন ছাপটা পরীক্ষা করছিলো একটা পাশ ভেঙে নরম বালিতে মিলিয়ে যায় যার মানে একটাই হতে পারে যে মর্দাটা খুব বেশি সময় হয়নি এখান থেকে গিয়েছে, বালির স্তর থিতু হবার সময়টুকুও পায়নি। খুব সম্ভবত লইকত যখন মৌচাকে পৌঁছাবার জন্য গাছে কোপ মারছিলো সেই শব্দে ভীত হয়ে সে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করেছে।

লিওন তার দোনলা বন্দুকটা পায়ের ছাপের উপরে আড়াআড়ি রাখে এর মাপ নেবার জন্য, এবং মৃদুকণ্ঠে শিস দিয়ে উঠে। তার ব্যারেল দু'ফিট লম্বা এবং ছাপের ব্যাস তারচেয়ে মাত্র দুই ইঞ্চি কম। পার্সি ফিলিপের কাছে শেখা সূত্র ব্যবহার করে, সে হিসেব করে দেখে হাতিটা কাঁধের কাছে কমপক্ষে বারো ফিট উঁচু হবে, দানব জাতির মাঝে নিঃসন্দেহে একটা দানবীয় সংস্করণ।

লিওন লাফিয়ে উঠে এবং নদীর বুকের উপর দিয়ে ফিরতি পথে দৌড় দেয়। সে পাড় বেয়ে হাচড়পাচড় করে কোনোমতে উঠে এবং তার তিন সহযোগী যেখানে বসে মধুর শেষ চাকের গতি করছে সেদিকে ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে যায়। 'লুসিমা মা আর তার সুকণ্ঠী গায়ক আমাদের পথ দেখিয়েছে,' সে তাদের গিয়ে বলে। 'নদীর বুকে আমি একটা মর্দা হাতির পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছি।' অনুসরণকারী দু'জন দ্রুত নিজেদের জিনিসপত্র তুলে নেয় এবং তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করে কেবল ইসমায়েল নিজের বোচকা মাথায় নেবার আগে বাকি থাকা মৌচাকের অংশ একটা বাসনে ভরে নিয়ে তারপরে অনুসরণ শুরু করে।

'ম'বোগো, এটা সম্ভবত প্রথমবার ভ্রমণের সময়ে তোমাকে যে মর্দাটা দেখিয়েছিলাম সেটাই,' পায়ের ছাপ দেখা মাত্রই লইকত চেঁচিয়ে উঠে বলে এবং

আনন্দে নাচতে শুরু করে। 'আমি ব্যাটাকে ঠিকই চিনেছি। হাতিদের এক মহান বুড়ো সর্দার।'

ম্যানইয়রো অসম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাকায়। 'এটা এতই বুড়ো যে মরতে কেবল বাকি আছে। গজদন্ত নির্ঘাত ভাঙা আর খয়াটে।'

'না! না!' লইকত তীব্র প্রতিবাদ জানায়। 'আমি নিজের চোখে এর গজদন্ত দেখেছি। ম্যানইয়রো সেগুলো তোমার চেয়ে লম্বা হবে আর তোমার মাথার চেয়েও মোটা।' সে নিজের বাহু দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে দেখায়।

ম্যানইয়রো অবজ্ঞার হাসি হাসে। 'বাবা লইকত তোমাকে সি-সি মাছি দংশন করেছে আর তাই মাথায় গোবর গিজগিজ করছে। আমি মাকে বলবো তোমাকে একটা জোলাপ তৈরি করে দেবে পেট পরিষ্কারের জন্য, যাতে তোমার মাথা থেকে এসব গল্পের ভূত দূর হয়।'

লইকত তার নৃত্য থামিয়ে গনগনে চোখে তার দিকে তাকায়। 'আবার এমনও হতে পারে হাতিটা না তুমিই বুড়ো আর অথর্ব হয়ে পড়েছো। আমাদের উচিত ছিল তোমাকে লনসনইয়ো পাহাড়েই রেখে আসা যাতে তুমি তোমার বুড়ো হাবড়া বন্ধুদের নিয়ে একসাথে বসে বিয়ার পান করতে পারতে।'

'তোমরা দু'জনে এখানে ঝগড়া করছো আর মর্দাটা হেঁটে আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে,' লিওন ঝগড়া থামিয়ে বলে। 'চিহ্নটা অনুসরণ কর আর আমরা বরং চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি, পায়ের ছাপ নিয়ে আলোচনা না করে তার দাঁতটাই গিয়ে দেখি।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীগর্ভ থেকে উন্মুক্ত সাভান্নায় পৌঁছাবার পরে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা যখন মৌচাক লুট করছিলো তখন তাদের কণ্ঠস্বর আর কুঠারের আঘাতের শব্দ মর্দা হাতিটাকে দারুণভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

'ব্যাটা একেবারে লেজ তুলে পালাচ্ছে।' ম্যানইয়রো হাতিটার পায়ের ছাপের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখিয়ে বলে। একটা মানুষ দ্রুত দৌড়ে যতটা দূরত্ব একধাপে অতিক্রম করতে পারে সে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। তারা সবাই জানে এই একই গতিতে একবারও না থেমে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে পারবে।

'সে পূর্বদিকে চলেছে। আমার মনে হয় সে নিয়রি মরুভূমির দিকে যাচ্ছে যেখানে সেই শুকনো অঞ্চলে কোনো মানুষ না, কেবল সেই জানে কোথায় পানি পাওয়া যাবে।' প্রথম ঘন্টা অনুসরণের পরে ম্যানইয়রো মন্তব্য করে। 'ব্যাটা এই গতিতে চললে আগামীকাল সকালের ভিতরে চড়াই অতিক্রম করে মরুভূমিতে ঢুকে পড়বে।'

'ম'বোগো তার কথায় কান দিয়ো না,' লইকত পরামর্শের ভঙ্গিতে বলে। 'বুড়ো মানুষের স্বভাবই এমন, সবকিছুর ভিতরেই তারা নিরাশার ছায়া খুঁজে পায়। এমনকি কিগেলা ফুলের ঘ্রাণেও তারা বিষ্ঠার গন্ধ পায়।'

আরো এক ঘন্টা পরে পানি পানের জন্য তারা সামান্য বিরতি নেয়।

'মর্দাটা তার পছন্দ করা রাস্তা থেকে সরে আসেনি,' ম্যানইয়রো মন্তব্য করে। 'একবারও খাবার জন্য থামেনি বা এমনকি গতিও শ্লথ করেনি। সে এরই ভিতরে আমাদের থেকে কয়েক ঘন্টা পথ এগিয়ে গেছে।

'এই বুড়োভামটা যে কেবল কিগেলা ফুলেই বিষ্ঠার গন্ধ খুঁজে পায় তাই না, সে মেয়েদের উরুর মাঝের ফুলেও দুর্গন্ধ আবিষ্কার করতে সক্ষম।' লইকত লিওনের দিকে তাকিয়ে ফিচেল একটা হাসি হাসে। 'ম'বোগো, তার কথায় কান দিয়ো না। আমাকে অনুসরণ কর আমি সন্ধ্যার আগেই তোমাকে এমন গজদন্ত দেখাব যা কেবল তোমার চোখকেই তৃপ্ত করবে না তোমার হৃদয়কেও আনন্দে ভরিয়ে দেবে।'

কিন্তু পায়ের ছাপ সোজা আর ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে থাকে। আরো এক ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হলে এবার লইকতও যেন একটু সন্দিহান হয়ে উঠে। তারা যখন পানি পান করতে আর বিশ্রাম নিতে ছায়ায় একটু দাঁড়ায়, তাদের সবাইকে একটু হতাশ আর ক্লান্ত দেখায়। শুষ্ক নদীগর্ভ ত্যাগ করার পরে থেকে যদিও তারা দ্রুতবেগে এগিয়েছে, তারা জানে মর্দা হাতিটা থেকে এরই ভিতরে তারা কতটা পিছিয়ে পড়েছে। পানির বোতলের মুখ বন্ধ করে লিওন উঠে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলে অন্যেরাও উঠে দাঁড়ায় এবং তারা আবার এগোতে আরম্ভ করে।

দুপুরের মাঝামাঝি নাগাদ তারা আবার বিশ্রামের জন্য থামে। 'আমার যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে সে এমন একটা কিছু করতো যাতে মর্দাটা দৌড় বন্ধ করে খেতে শুরু করতো,' ম্যানইয়রো বলে, 'কি পরিতাপের বিষয় সে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত নেই।

'সে একজন মহান জাদুকর, সে হয়ত আমাদের দেখতে পাচ্ছে,' লইকত আশাবাদী কণ্ঠে বলে। 'আমি যদি তাকে ডাকি সে হয়ত আমার কথা শুনতেও পাবে।' সে লাফিয়ে উঠে এবং লম্বা লিকলিকে পা বাতাসে ছুড়ে বন্দনাসূচক নাম আরম্ভ করে দেয়। 'আমার কথা শোনো, মহান কালো গাভী, আমার ডাক কি শুনতে পাও।' লিওন হেসে ফেলে, এমনকি ম্যানইয়রোও মুচকি হেসে নাচের তালে তালে তালি দিতে থাকে।

'আমার কথা শোনো মা! তোমার ক্ষুদে বেবুনের কথা শোনো!'

'কথা শোনো গোত্রমাতা! তোমার কল্যাণে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তাকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিও না মা। তার বিশাল পায়ের গতি শ্লথ করে দাও। তার যেন খিদে পায় মা। খাদ্য গ্রহণের জন্য তাকে থামতে বলো।'

'একদিনের জন্য যথেষ্ট জাদুটোনা হয়েছে। মর্দাটা এবার আমাদের হাতের নাগাল এড়ায় তার সাধ্য কি,' লিওন বাধা দিয়ে বলে। 'ম্যানইয়রো উঠে দাঁড়াও, বাবা। চলো যাওয়া যাক।'

পায়ের ছাপ তবুও দৌড়াতে থাকে। মর্দা হাতিটা এতটাই জোরে যায় যে নরম মাটিতে ধুলোর ঝড় উঠে তার পায়ের প্রতিটা আঘাতে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে লিওনের

মনটা দমে যায়। সূর্য অস্ত যাবার আর এক ঘন্টাও বাকি নেই, অন্ধকার এসে পায়ের ছাপ আড়াল করে দেবার আগে আর কোনো সম্ভাবনা নেই মর্দাটাকে দেখার, তখন তাদের বাধ্য হয়ে পরের দিন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে সে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে যাবে।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থা সে গিয়ে হঠাৎ থমকে থামা ম্যানইয়রোর গায়ে ধাক্কা খায়। দুই মাসাই নিবিষ্ট মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। তারা লিওনের দিকে তাকায় এবং হাতের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে। তারা দু'জনেই কোনো কারণে হাসছে আর তাদের চোখ চিকচিক করছে। সহসাই ক্লান্তির সব ছাপ মুছে গিয়ে তাদের সতেজ আর প্রাণবন্ত দেখায়। ম্যানইয়রো সুন্দর বিনয়ী অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পায়ের ছাপের দিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

লিওন রুদ্ধশ্বাসে দেখে যে একটা ছোটখাট অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেছে। মর্দাটা গতিবেগ শ্লথ করেছে, তার পায়ের ধাপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে এবং উপত্যকার পূর্বে অবস্থিত ঢালের দিকে এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গতিপথ থেকে সে কিছুটা সরেও এসেছে। তাদের ডানে সোয়া মাইল দূরে অবস্থিত *নগঙ* বাদামের একটা ঝাড়ের দিকে ম্যানইয়রো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাছটার মাথার দিকের আকৃতি গোলাকার, লম্বা এবং আশেপাশের গাছের থেকে সেটা কিছুটা গাঢ় সবুজ। ম্যানইয়রো লিওনের দিকে ঝুঁকে তার কানের কাছে নিজের মুখ নিয়ে আসে। 'এটা গাছে ফল ধরার সময়। পাকা বাদামের গন্ধ পেয়ে ব্যাটা আর নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সামনের ঐ ঝোপঝাড়ের ভিতরেই আমরা তাকে খুঁজে পাব।'

সে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দেয়। 'এখনও বাতাস বইছে না। আমরা সরাসরি তার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।' সে পিছনে ইসমায়েলের দিকে তাকিয়ে তাকে সেখানেই বসে থাকতে বলে। ইসমায়েল খুশী মনে বোচকাটা নামিয়ে রেখে সেখানেই বসে পড়ে।

দুই মাসাই এখনও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, তারা গুঁড়ি মেরে সামনে এগোয়, একটা আড়াল ছেড়ে তারা আরেকটা আড়ালের আশ্রয়ে যায়, পুনরায় সামনে যাবার আগে সেখানে খানিক থেমে সামনের বন পর্যবেক্ষণ করে। তারা কাছাকাছি *নগঙ* গাছের নিচে পৌঁছে। গাছটার নিচের মাটিতে ঝরে পড়া পাকা বাদামে সয়লাব, কিন্তু তারপরেও গাছের ডালে আধা পাকা বাদামের থোকায় পাতা দেখা যায় না। মর্দাটা এই গাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, শুড়ের মাথার আঙ্গুল দিয়ে শক্ত বাদাম তুলে সেটা মুখে পুরেছে। তারপরে আবার সামনে এগিয়ে গেছে। তারা তার অতিকায় পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পরের গাছটার কাছে যায়, সেখানেও একই কাজ সেরে আবার সামনে এগিয়েছে। এইবার অবশ্য সে একটা অগভীর খাদের দিকে এগিয়ে গেছে যেখানে কেবল বাদাম গাছের মাথাটা দেখা যায়। তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় যতক্ষণ না নিচে উঁকি দেবার মত অবস্থায় আসে।

তারা তিনজনই একই সাথে মর্দা হাতির অতিকায় কালো অবয়ব দেখতে পায়। সে তাদের থেকে তিনশ পা সামনে, একটা বড়সড় বাদাম গাছের ছায়ায় তাদের দিকে আধাআধি কোণা করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দু'পায়ের উপরে সে মৃদু দুলছে, কানটা অলস ভঙ্গিতে নড়ে, একমাত্র দৃশ্যমান গজদন্ত শুড় দিয়ে নির্লিপ্তভাবে আড়াল করা। অন্যটা তার বিশাল দেহের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু লিওন যেটা দৃশ্যমান সেটার দিকেই তাকিয়ে থাকে, চোখে দেখেও এর দৈর্ঘ্য আর বেধ তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তার কাছে মনে হয় সে কোনো গ্রীক মন্দিরের মার্বেলের স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বাতাসের?' সে নিশ্বাস নিতে নিতে ম্যানইয়রোকে জিজ্ঞেস করে। 'কি অবস্থা বাতাসের?' ম্যানইয়রো আরো একবার এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে দেয়। তারপরে পায়ে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে সে একটা সঙ্কেত দেখায় যা শব্দের চেয়েও প্রাঞ্জল। 'কোনো বাতাস নেই। বিন্দুমাত্র না।'

লিওন তার বন্দুকের ব্যারেলের ভাঁজ খুলে এবং পিতলের মোটা কার্তুজ ব্রিচেস থেকে একটা একটা করে বের করে। সে কোনো খুঁত আছে কিনা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং পুনরায় তাদের যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাবার আগে শার্টে ঘষে তাদের চকচকে করে তুলে। সে চৌকষ একটা শব্দে ব্যারেলটা লক করে এবং পেটভর্তি বন্দুকের বাটটা ডান বগলের নিচে স্থাপন করে। তারপরে ম্যানইয়রোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে তারা সামনে এগোতে থাকে। এবার নেতৃত্ব দেয় লিওন। সে কোনাকুনিভাবে মর্দাটার দিকে এগিয়ে যায় যতক্ষণ গাছের আড়াল ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তারপরে সে সোজা তার দিকে ঘুরে।

মর্দাটার মাথা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে তবে তার দেহটা এর একপাশ দিয়ে বের হয়ে আছে, নিকটবর্তী দাঁতের বাঁক অন্যটার থেকে বিস্তৃত। তার মাথার উপরের পাতার শামিয়ানা ভেদ করে সূর্যের আলোর একটা ধারা নেমে আসে এবং গজদন্তের উপরে লাইমলাইটের মত আপতিত হয়। আরো সামনে এগিয়ে যায়, এতটাই যে, লিওন দূরাগত বজ্রপাতের মত জন্তুটার পেটের গুড়গুড় আওয়াজ শুনতে পায়। সে স্থিরভাবে এগোতে থাকে। প্রতিটা পদক্ষেপ নেবার সময়ে এখন সে মাত্রাতিরিক্ত যত্নবান। মৃত্যু উগরে দেবার জন্য বন্দুকটা বুকের উপরে আড়াআড়িভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

হল্যান্ড একান্তই স্বল্প-পাল্লার আয়ুধ। টানডালা ক্যাম্প থেকে বের হবার আগে সে নিশানা পরীক্ষার জন্য কয়েকবার গুলি করে দেখেছে যে দোনলা বন্দুকটা ত্রিশ গজ দূর থেকে একই স্থানে গুলি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি দূরত্বে গুলি অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সে জানে যে একদম নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে হলে তাকে এর চেয়ে কাছে পৌঁছাতে হবে। তার ইচ্ছা বাদাম গাছের গুঁড়ির পিছনে পৌঁছে সেটাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে গুলি করা। সে এখন হাতিটার এতটাই

কাছে যে কুচকানো ধূসর চামড়ায় বসে থাকা অক্সপেকারের হুড়াহুড়ি চোখে পড়ে। পাঁচটা কি ছয়টা সুন্দর হলুদ পাখি লেজের উপরে ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের ক্ষুরধার ঠোঁটের সাহায্যে চামড়ার ভাঁজের ভিতর থেকে উকুন, ব্লাইন্ড ফ্লাই সহ নানা ধরনের রক্তচোষা পোকা-মাকড় খুটে খাচ্ছে। একটা কানের ভিতরে ঢুকে পড়তে মর্দাটা কানের লতি জোরে ঝাপটা দিয়ে ভিতরের সংবেদনশীল প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেয়। অন্য পাখিগুলো তার পেটের নিচে বা উরুসন্ধিতে উল্টোভাবে ঝুলে থেকে ঝুলে পড়া ধূসর চামড়ার ভাঁজে ব্যস্ত ব্যগ্রভাবে ঠোকরাতে থাকে। সহসা, তারা লিওনের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে এবং মর্দাটার পাশ বেয়ে উঠে তার শিরদাড়া বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ে, চকচকে চোখে আগন্তুককে দেখতে থাকে।

ম্যানইয়রো লিওনকে সতর্ক করতে চায় যে কি ঘটতে চলেছে, কিন্তু সে কথা বলার সাহস দেখাতে যায় না এবং লিওন সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে এতটাই মগ্ন যে পিছনে ব্যগ্র হাতের সংকেত সে লক্ষই করে না। নগণ্ড গাছের গুঁড়ি থেকে সে তখনও বারো পা দূরে, এমন সময় অক্সপেকারের দল উড়াল দেয়, তাদের ডানা ঝাপটানি বিপদ সঙ্কেত ঘোষণা করে। এই সতর্ক বাণী জন্তুটা ভালোই বুঝতে পারে, কারণ পাখিরা কেবল তার দেখাশোনাই করে না, তার সতর্ক প্রহরীও তারা।

আরামপ্রদ আলস্য ঝেড়ে ফেলে সে সামনে এগোয়, কয়েক পা যেতে যেতেই সর্বোচ্চ গতিবেগ অর্জন করে। বিপদ কোথায় ওত পেতে আছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই, কিন্তু সে পাখিদের বিশ্বাস করে এবং যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকেই দৌড়াতে শুরু করে। লিওনের কাছ থেকে ত্রিশ ডিগ্রী কোণে সে সরে যেতে থাকে। এক সেকেণ্ডের জন্য লিওন বিশাল প্রাণীটার ক্ষিপ্রতা আর গতিবেগ দেখে বিস্ময় মানে। তারপরে সে পিছু ধাওয়া করে সামনে এগোয়, তার উদ্দেশ্য দূরে চলে যাবার আগেই মর্দাটার সামনে পৌঁছান। কিছুটা দূরত্ব সে দ্রুত এগিয়ে যায়, গুরুত্বপূর্ণ ত্রিশ গজের কাছাকাছি সে চলে আসে। তার সমস্ত মনোযোগ মর্দাটার মাথার দিকে। বিশাল কানের লতি পেছনে ঘাড়ের সাথে সেটে থাকায় কর্ণ গহ্বরের লম্বা ফাটল দেখা যায়। কিন্তু মাথা প্রতি পদক্ষেপে প্রবলভাবে এপাশ ওপাশ আন্দোলিত হতে থাকে। অক্সপেকারের চিৎকারে কান পাতা দায় এবং লিওনের পিছনে মাসাই দু'জন অবোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কি যেন বলতে থাকে। চারপাশে কেবল নড়াচড়া আর বন্য বিভ্রান্তি এবং এরই ভিতর মর্দাটা দ্রুত এগিয়ে চলে। আর কয়েক পা সে নাগালের বাইরে চলে যাবে।

লিওন দৌড় বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার সমস্ত মনোযোগ, লক্ষ্য ভীষণভাবে দুলতে থাকা মাথার পাশের কর্ণ গহবরের লম্বা ফাটলটা। বন্দুকটা কখন যেন তার কাঁধে উঠে আসে, সে ব্যারেলের উপর দিয়ে তাকায়। তার মনোযোগ এতটাই প্রবল যে নলটা তার নজরেই পড়ে না। তার চারপাশের সময় আর আন্দোলন সব যেন এক স্বপ্নের দৃশ্য বলে মনে হয়, যেখানে সবকিছুই মন্থর। সে ধূসর চামড়ার চলমান দেয়াল

আর প্রসারিত কানের ভেতরটা যেন দেখতে পায়। সে যেন মস্তিষ্কটা দেখতে পায়। এ এক অসাধারণ অনুভূতি– পার্সি ফিলিপস একেই বলেন শিকারীর দৃষ্টি। শিকারীর দৃষ্টিকে সম্বল করে চামড়া আর হাড়ের আবরণ সরিয়ে সে মস্তিষ্কের সঠিক অবস্থান সনাক্ত করতে পারে। ফুটবলের সমান আকৃতি কর্ণগহ্বরের সমান্তরালে সামান্য পিছনে অবস্থিত।

বন্দুকটা গর্জে উঠে আর দিনের আলোতেও সে নলের মুখে মৃত্যুকে চমকাতে দেখে আগুনের মহিমায়। সে চমকে যায়। সে কখন ট্রিগারে চাপ দিয়েছে নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। কাঁধে পাঁচ হাজার ফুট-পাউন্ড শক্তির পিছিয়ে আসা ধাক্কা সে অনুভবই করে না। ধাক্কাটা তার দৃষ্টিকে নড়াতে পারে না– সে ঠিকই দেখতে পায় গুলিটা কর্ণগহ্বরের ঠিক দুই ইঞ্চি পিছনে সে যেখানে লাগাতে চেয়েছে ঠিক সেখানেই আঘাত হেনেছে। সে দেখতে পায় হাতিটার যে চোখটা তার দিকে ছিল সেটা কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে যায় এবং শক্ত কাঠে কাঠুরের কুঠারের আঘাতের মত ভারী বুলেট হাড়ে আঘাত হানার শব্দ শুনতে পায়। তার সদ্য লাভ করা শিকারীর দৃষ্টি দিয়ে সে দেখতে পায় হাড়, পেশী, তন্ত্র ভেদ করে বুলেটটা মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত হানছে।

মর্দাটার মাথাটা পিছনে ঝাকি খায়, এক মুহূর্তের জন্য তার লম্বা দাঁত আকাশের দিকে মুখ করে থাকে। তারপরে তার সামনের পা ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে যায় এবং হাঁটু ভাঙা অবস্থায় সে ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ে। পতনের অভিঘাতে ধুলোর একটা মেঘের সৃষ্টি হয়, লিওনের পায়ের নিচের মাটি ভীষণভাবে কেঁপে উঠে। মাহুত পিঠে উঠবে এমন একটা ভঙ্গিতে হাতিটা সামনের পা বাঁকিয়ে বসে থাকে, দাঁতের বাঁকে মাথাটা রাখা, দৃষ্টিহীন চোখ নিরর্থকভাবে খোলা। লেজটা খালি একবার নড়ে উঠে তারপরে আর কোনো নড়াচড়া দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। বন্দুকের গুলির শব্দ কেবল লিওনের মাথার ভিতরে ঘুরাপাক খায়, কিন্তু বাকি সব গভীর নিরবতায় আপ্লুত।

'তুমি মারা গেলে মৃত হাতির হাতেই মারা পড়বে।' তার স্মৃতিতে পার্সি ফিলিপের সতর্কবাণী ভেসে উঠে। 'সব সময়ে শেষ টানটা দিতে কখনও ভুল কোরো না।' লিওন আবার বন্দুকটা তাঁক করে এবং হাতিটার বগলের ভাঁজে নিশানা স্থির করে। বন্দুকটা আবার মৃত্যু উগরে দেয়। বুলেটটা হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যেতে জন্তুটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ভয়াবহভাবে কেঁপে উঠে।

লিওন ধীরপায়ে সামনে এগিয়ে যায় এবং হাত বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকা হলুদাভ চোখের মণি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করে। মণিটা পলক ফেলে না। সিদ্ধ স্প্যাগেটির মত নরম আর নিস্তেজ মনে হয় তার পা জোড়া। সে ঝুপ করে বসে পড়ে, পিঠটা হাতিটার কাঁধে হেলান দেয় এবং চোখ বন্ধ করে। সে কিছুই অনুভব করে না। তার ভেতরটা শূন্য মনে হয়। কোনো ধরনের বীরত্ব বা উদ্বেলতা সে অনুভব করে না, এত সুন্দর একটা প্রাণীকে হত্যা করার জন্য অনুভব করে না কোনো ধরনের অনুশোচনা বা দুঃখবোধ। এসব পরে তাকে আক্রান্ত করবে। এখন কেবল এক ধরনের শূন্যতাবোধ

তাকে কুড়ে কুড়ে খায় যেন এক পরমা সুন্দরীর সাথে সে একমাত্র সহবাস সম্পন্ন করেছে।

মাসাইভূমির বাইরে কিছু দূরবর্তী গ্রামে লিওন ম্যানইয়রো আর লইকতকে পাঠায়। তাদের রেললাইন পর্যন্ত গজদন্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কুলি ঠিক করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মাসাই ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় থেকে তাদের ঠিক করতে হবে, কারণ কোনো *মোরানি* এত তুচ্ছ কাজ করতে রাজি হবে না। লিওন আর ইসমায়েল গ্যাসে ফুলে উঠা পেট আর পচন ধরা শবদেহটা থেকে কিছুটা দূরে বাতাসের উল্টোদিকে পরবর্তী পাঁচদিন ক্যাম্প করে থাকে। তারা গজদন্তটা পাহারা দেয় আর সেই সাথে মাড়িতে পচন ধরে সেটা আলগা হবার জন্য অপেক্ষা করে।

রাতের বেলা মাংসখেকোদের কোলাহলে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠে। শিয়ালের দল নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি করে এবং হায়েনার পালের হাসি চিৎকারে কান পাতা দায় হয়। তৃতীয় রাতে সিংহ এসে এই কর্কশ ঐক্যতানের সাথে তার রাজকীয় গর্জন যুক্ত করে। অন্ধকারে ইসমায়েল কাছাকাছি একটা *নগঙ* গাছের উচু ডালে গুটিসুটি মেরে বসে কিসওয়াহিলি ভাষায় কোরান তেলাওয়াত করত আর এসব শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করত।

ছয়দিনের মাথায় লইকত আর ম্যানইয়রো ফিরে আসে, তাদের পিছনে আসে লম্বা চওড়া লু কুলিদের একটা দল ম্যানইয়রো যাদের দশ শিলিংএর বিনিময়ে ভাড়া করেছে।

'প্রত্যেকে প্রতিদিন দশ শিলিং?' এহেন অমিতব্যয়িতায় লিওনের মেজাজ তুঙ্গে উঠে। তার পার্থিব সম্পদের পুরোটার মূল্যও দশ শিলিং হয় কিনা সন্দেহ।

'না, বাওয়ানা তাদের সবার জন্য।'

'ছয়জন প্রতিদিন দশ শিলিং?' লিওন এবার একটু প্রশমিত হয়।

'না, বাওয়ানা। এটা রেললাইন পর্যন্ত গজদন্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছয়জনের মজুরী, তা বয়ে নিয়ে যেতে তাদের সেজন্য যতদিনই প্রয়োজন হোক।''ম্যানইয়রো, তোমার মা তোমার জন্য গর্ববোধ করবে,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লিওন বলে। 'আমি নিশ্চিত জানি।' সে কুলিদের মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের কাছে নিয়ে যায়। কেবল হাড় আর চামড়াটা মাংসখেকোর দল টেনে নিয়ে যায়নি বা চিবিয়ে খায়নি। মাথাটা এখনও গজদন্তের বাঁকের কারণে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। শূকরের চামড়ার দড়ি দিয়ে প্রস্তুত ফাঁস একটা দাঁতে গলিয়ে দেয় এবং লু কুলিরা এক সাড়িতে দাঁড়িয়ে শ্রমিকের ঐক্যতানে গান গাইতে থাকে। দাঁতের শেষ প্রান্ত যেটা করোটির ভিতরে প্রোথিত ছিল সামান্য প্রয়াসে বের হয়ে আসে। এতক্ষণ পর্যন্ত এর অর্ধেক দৈর্ঘ্য খুলির ভিতরে লুকান ছিল এবার এর আসল মাপটা বোঝা যায়। তারা যখন তাজা সবুজ পাতার গালিচায়

দাঁত দুটো পাশাপাশি রাখে লিওন তাকে সুন্দর সাদৃশ্য আর দৈর্ঘ্য দেখে অবাক মানে। আরো একবার লিওন তার বন্দুকের ব্যারেল মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে তাদের দৈর্ঘ্য মাপে। বড়টা হাতের মাপে এগার ফিটের চেয়ে একটু বড় আর ছোটটা ঠিক এগার ফিট।

ম্যানইয়রোর নির্দেশনায় লু কুলির দল এ্যাকাসিয়া গাছের দুটো লম্বা ডাল কেটে নিয়ে প্রতিটার সাথে একটা করে দাঁত বাধে। ডালের দু'প্রান্তে একজন করে দাঁড়িয়ে তারা ডালটা তুলে নিয়ে রেললাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, বাকিরা তাদের পিছনে রওয়ানা দেয়, বহনকারীরা ক্লান্ত হলে তখন তারা দায়িত্ব নেবে।

সামরিক সুবিধা ভোগের অধিকারী না হওয়াতে লিওনদের রেললাইন পৌছাবার সবচেয়ে দীর্ঘ পথটাকে বেছে নিতে হয়, তারা রিফট ভ্যালীর পাদদেশ থেকে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এসে লেক ভিক্টোরিয়া থেকে আগত রাতের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। এখানে দু'ইঞ্জিনের লোকোমোটিভও শম্বুক গতিতে এগোয়। রাতের আঁধারে তারা মালগাড়ির পাশ দিয়ে দৌড়ে যায় যতক্ষণ না ইস্পাতের মইয়ের হাতল নাগালে না আসে এবং চার হাত-পায়ের সাহায্যে ছাদে উঠে পড়ে। লু কুলিরা গজদন্ত আর ইসমায়েলের বোচকা তাদের উপরে তাদের কাছে পৌছে দেয়। লিওন ক্যানভাসের একটা পয়সা ভর্তি থলি কুলি সর্দারের দিকে ছুড়ে দিলে কুলিরা সমস্বরে ধন্যবাদ জানায় এবং হাত নেড়ে বিদায় জানায় যতক্ষণ না তারা গার্ড ভ্যানের পিছনের আঁধারে হারিয়ে না যায়। ঢালের মাথায় উঠে আসবার পরে লোকোমটিভটা কয়েকবার উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বাষ্প উদগীরণ করে। যে বগিটার উপরে তারা বসে ছিল সেটা হ্রদের শুটকি করা মাছের ঝুড়িতে ভর্তি কিন্তু ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে শুটকির গন্ধ হাল্কা হয়ে আসে।

নাইরোবি স্টেশনে প্রবেশের আগে গতি সামান্য মন্থর করার সুযোগে তারা গজদন্ত দুটো আর তাদের বোচকাবাচকি লাইওেনর পাশে ছুড়ে দিয়ে নিজেরাও চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে।

মেস টেন্টে পার্সি ফিলিপ সকালের নাস্তা সারছিল যখন তারা গজদন্তের ভারে টলমল করতে করতে টানডালা ক্যাম্পে প্রবেশ করে।

'ঈশ্বরের দিব্যি!' সে কফির কাপ চুমুক দেবার ফাঁকে অসংলগ্ন কণ্ঠে বলে উঠে এবং লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময়ে পেছনের চেয়ার উল্টে ফেলে দেয়। 'এগুলো নিশ্চয়ই তোমার না, ডাকাতি করে এনেছো, নিশ্চয়ই?'

'একটা নিশ্চয়ই আমার।' লিওন গোবেচারা মুখ করে বলে। 'দুঃখজনক হল স্যার, আরেকটা আপনার।'

'বীম স্কেলের কাছে নিয়ে চল এগুলো। ওজন কত হয় দেখা যাক,' পার্সি খুশী চেপে নির্দেশ দেয়।

পুরো ক্যাম্প ছাল ছাড়াবার শেডে তাদের পিছনে পিছনে হাজির হয় এবং স্কেলের পাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় লিওন যখন ছোট দাঁতটা স্কেলের স্লিঙের সাথে আটকায়।

'একশ আঠাশ পাউন্ড,' যেন কিছুই না এমন কণ্ঠে পার্সি ঘোষণা করে। 'এখন অন্যটা তোলো দেখি।'

লিওন দ্বিতীয়টা স্লিঙয়ে তোলে এবং পার্সির চোখের পাতা কেঁপে যায়। 'একশ আটত্রিশ পাউন্ড।' তার গলা ঈষৎ কর্কশ শোনায়। টানডালা ক্যাম্পে এর চেয়ে বড় গজদন্ত আগে কখনও আনা হয়নি। অবশ্য এই কথাটা মাথামোটা ছোকরাটাকে বলার মত কোনো কারণ সে খুঁজে পায় না। এখনই ছোকরার মাথা ভারী করে দেবার কোনো মানে হয় না, নিজের দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে সে ভাবে। তারপরে সে ম্যানইয়রোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'দুটোকেই ট্রাকে তোলো।' অবশেষে সে লিওনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলে, 'ঠিক আছে, বীর বাহাদুর, আমাকে ক্লাবে নিয়ে চলো। তোমার উদর পূর্তির ব্যবস্থা করছি।'

ট্রাকটা এবড়োথেবড়ো রাস্তায় লাফাতে লাফাতে শহরের দিকে রওয়ানা দিলে, পার্সি ইঞ্জিনের শব্দের উপরে গলা তুলে প্রায় চিৎকার করে জানতে চায়। 'ছিকাছে, ছোকরা! আমাকে এবার পুরোটা খুলে বল। শুরু থেকে শুরু কর। কিছু বাদ দিবে না। হাতিটা মারতে কতগুলো গুলি করেছো?'

'সেটাতো স্যার শুরু না,' লিওন তাকে মনে করিয়ে দেয়।

'শুরু হিসাবে এটাই যথেষ্ট। এখান থেকে আমরা পিছনে যেতে পারব। কতগুলো গুলি প্রয়োজন হয়েছিল?'

'মস্তিষ্কে একটা মোক্ষম গুলি। আর তারপরে আপনার গুরুবাক্য মনে পড়তে সে যখন পড়ে গিয়েছিল তখন একটা শেষ টান।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে পার্সি। 'এখন আমাকে বাকিটা খুলে বল।' লিওনের শিকারের বর্ণনা শোনার সময়ে পার্সি বহুকষ্টে তার বিস্ময় দমিয়ে রাখে। পার্সি যে নিজে এই অবস্থার মুখোমুখি অগণিতবার হয়েছে সেও চমৎকৃত হয় তার বর্ণনার চমৎকারিত্বে। একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর অন্যতম দায়িত্ব হল তার মক্কেলের মনোরঞ্জন করা। কয়েকটা পশু শিকারের চাইতে তাদের আকাঙ্খা বেশি– তারা উপুড় করে টাকা দিয়ে একটা অবিস্মরণীয় অভিযানে সঙ্গী হতে আর তাদের শহুরে আবরণ খুলে ফেলে কারো সহযোগিতায় যাতে তারা বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা করে তার সহযোগিতায় তারা তাদের আদিম সত্তায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও ফিরে যেতে চায়। পার্সি এমন অনেককেই চেনে যারা বনজঙ্গল ভালো চেনে ভাল শিকারী কিন্তু সহমর্মিতা আর আকর্ষণ করার গুণটা নেই। তারা একগুয়ে, জেদী আর স্বল্পভাষী। তারা জঙ্গলের মনোহারিত্ব পরতে পরতে বুঝতে পারে কিন্তু অন্যের কাছে সেটা ব্যাখ্যা করতে তারা অপারগ। কোনো মক্কেল তাদের কাছে পুনরায় ফিরে আসে না। ইউরোপের প্রাসাদে, বা লন্ডন, নিউইয়র্ক, বা বার্লিনের অভিজাত ক্লাবে তাদের কথা আলোচিত হয় না। তাদের সান্নিধ্য পাবার জন্য কেউ লালায়িত নয়।

এই ছোকরাটা সেই মাথামোটাদের গোত্রে পড়ে না। সে আগ্রহী আর উন্মুখ। সে বিনয়ী, কৌশলী আর তার ব্যক্তিত্বও আকর্ষণীয়। সে স্পষ্টবাদী। তার একটা অদ্ভুত

রসবোধ রয়েছে। সে সুদর্শন আর তার সৌজন্যতাবোধ রয়েছে। মানুষ তাকে পছন্দ করবে। পার্সি নিজের মনেই হেসে ফেলে। খোদা, আমিও তাকে পছন্দ করি।

তারা ক্লাবে পৌঁছালে পার্সি তাকে সদর দরজা বরাবর গাড়িটা পার্ক করতে বলে। সে লিওনকে নিয়ে লঙ বারের কাছে যায়, কয়েক ডজন নিয়মিত খদ্দের, যারা লন্ডন থেকে পরিবারের সদস্যদের পাঠান টাকায় এখানে বাবুগিরি করে, ইতিমধ্যে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। 'ভদ্রমহোদয়গণ,' পার্সি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমি আমার নতুন সহকারীর সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং তারপরে আমি তোমাদের ক্লাবের বাইরে নিয়ে নিয়ে গিয়ে একজোড়া গজদন্ত দেখাব। আর আমি আবার বলছি একজোড়া গজদন্ত।'

তারা যখন ক্লাব ভবন থেকে মিছিল করে বের হয়ে আসে দেখে খবরটা ইতিমধ্যে শহরে চাউর হয়ে গেছে এবং ট্রাকের চারপাশে একটা ছোটখাট ভিড় জমে উঠেছে। পার্সি সবাইকে ভিতরে বারে আমন্ত্রণ জানায়।

হাগ ডেলামেয়ার বহু বছর আগে সিংহের কামড়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া পা নিয়ে লেংচে বারে প্রবেশ করে ততক্ষণে সেখানে আড্ডা জমে উঠেছে। এধরনের আড্ডাই হিজ লর্ডশিপের পছন্দ। ইংলিশ পাবলিক স্কুলের অন্যান্য ছাত্রের মত ডেলামেয়ার বারফট্টাই পছন্দ করে যার শেষ পরিণতি ভাঙা চেয়ার টেবিল আর অন্যান্য পেরিফেরাল ড্যামেজ। আজ সন্ধ্যায় তাকে সঙ্গ দিচ্ছে কর্নেল পেনরড ব্যালেনটাইন। শিকারী হিসাবে তার দক্ষতার জন্য তারা লিওনকে অভিনন্দিত করে আর ডেলামেয়ার বারের নিচে রাখা তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে একটা লার্জ টালিসকার হুইস্কি ঢেলে দেয়। তারপরে সে চাচা ভাস্তেকে হাই কোকালোরামের এক রাউন্ডে চ্যালেঞ্জ জানায়, যাতে পুরো ঘরটা মাটি স্পর্শ না করে ঘুরে আসতে হবে। এক পর্যায়ে বারের পিছনের শেলফ হিজ লর্ডশিপের ওজন নিতে অপারগতা জানায় এবং বোতল ভেঙে নতজানু হয়ে পড়ে। মাঝরাতের ঠিক আগে ক্লাবের এক বাসিন্দা হট্টগোলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বারে আসে। হিজ লর্ডশিপ সেলারে বাকি রাতটার জন্য তার থাকার বন্দোবস্ত করে দেন।

কয়েক ঘন্টা পরে পার্সিকে চ্যাঙদোলা করে বিলিয়ার্ড রুমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং টেবিলের সবুজ বেইজের উপরে তাকে শুইয়ে দেয়া হয়। লিওন ট্রাকের সামনের সিটে কোনোমতে পৌঁছে আর রাতের বাকি সময়টা সেখানেই কাটাবে বলে মনস্থির করে ঘুমিয়ে পড়ে।

মাথায় কয়েকশ ঢোলের আওয়াজ নিয়ে সকালে তার ঘুম ভাঙে।

'সুপ্রভাত, মালিক।' ইসমায়েল ট্রাকের পাশে হাতে গরম কালো কফির একটা মগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'আশা করি দিনটা জেসমিনের মত সুগন্ধিময় হোক।' কফি পান করে ম্যানইয়রোকে ডাকার মত শক্তি সে অর্জন করে। তারা দু'জনে ভক্সহল ট্রাকটা চালু করে মেন রোডে অবস্থিত বৃহত্তর লেক ভিক্টোরিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর সদর দপ্তরে এসে হাজির হয়। বোর্ডে ট্রেডিং কোম্পানীর নামের ঠিক নিচে গভর্নরের প্রত্যক্ষ

আদেশে সম্প্রতি কিছু শব্দ রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। রঙের আস্তরণের নিচে ঢাকা দেয়া লেখাটা অবশ্য সহজেই পড়তে পারা যায় *'ইংল্যান্ডের মহামান্য সম্রাট কর্তৃক নিয়োগকৃত দুর্লভ, বিরল আর দামী জিনিসের সরবরাহকারী।'* বাদ না দেয়া বাক্যাংশের ভাষ্য *'সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি, এবং হাতির দাঁতের প্রাচীন শিল্পকর্ম, সোনা আর হীরক ব্যবসায়ী। সর্বপ্রকার দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রেতা। মালিক মোঃ গুলাম বিলাভজি এসকিউ।'*

সদর দরজা দিয়ে ছোট দাঁতটা নিয়ে প্রবেশ করা মাত্র মালিক নিজে হন্তদন্ত হয়ে লিওনের সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে আসে। গুলাম বিলাভজি ছোটখাট গড়নের একজন মানুষ মুখে যার সবসময়ে একটা অমায়িক হাসি ফুটে রয়েছে। 'ঈশ্বরের দিব্যি, লেফটেন্যান্ট কোর্টনী আমার আর আমার এই মামুলি দোকানের জন্য আজ চরম সৌভাগ্যের দিন।'

'সুপ্রভাত, মি. বিলাভজি, কিন্তু আমি এখন আর লেফটেন্যান্ট নই,' কাউন্টারের উপরে গজদন্তটা রাখতে রাখতে লিওন বলে।

'কিন্তু আপনি এখনও আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড় এবং আমি খবর পেয়েছি আপনি শক্তিমান *শিকারীতে* পরিণত হয়েছেন। তারচেয়েও বড় কথা আপনি সেই প্রমাণও সাথে করে নিয়ে এসেছেন।' সে চিৎকার করে তার স্ত্রীকে কফি আর মিষ্টি দিতে বলে মাল বোঝাই শেলফের মাঝ দিয়ে পথ দেখিয়ে তাকে ভালুকের গুহার মত অফিস ঘরে নিয়ে আসে। একদিকের দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ তাতে পুরো বত্রিশ খণ্ডের *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার* পুরো সেট এবং *বার্কি'স পীরেজ এন্ড জেনট্রি* এবং বৃটিশ সম্রাট, লোক আর ভাষা সম্বন্ধে কয়েক ডজন বই রয়েছে। মি. ভিলাবজি রাজতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক, ইংরেজী ভাষার প্রস্তাবক এবং ইংরেজপ্রেমী।

'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন স্যার।' মিসেস ভিলাবজি হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে কফির ট্রে হাতে প্রবেশ করে। সে তার স্বামীর চেয়েও মোটা, বন্ধুভাবাপন্ন আর অমায়িক। ঘন আঠাল কালো তরলে গ্লাস পূর্ণ করা হলে তার স্বামী তাকে হাতের ইশারায় যেতে বলে লিওনের দিকে তাকায়। 'সাহিব, এখন বলো, আমার কাছে কি জন্য এসেছো?'

'আমি গজদন্তটা তোমার কাছে বেচতে চাই।'

মি. ভিলাবজি ব্যাপারটা নিয়ে এতক্ষণ ভাবে যে লিওন অধৈর্য্য হয়ে উঠে। অবশেষে সে বলে, 'দুর্ভাগ্যজনক আর দুঃখজনক, সম্মানিত সাহিব, আমি গজদন্তটা কিনব না।'

লিওন চমকে উঠে। 'কেন কিনবেন না? সে জানতে চায়। 'আপনি একজন গজদন্ত ব্যবসায়ী, তাই না?'

'সাহিব, আপনাকে কি আমি কখনও বলেছি যে, আমি কুচবিহারের মহারাজার আস্তাবলে ঘোড়ার যত্ন নিতাম বা আমরা ভারতে যেমন বলে থাকি সহিসের কাজ

করতাম? আমি পোলো খেলা আর যারা এর খেলোয়াড় তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত আর সমঝদার।'

'সেজন্য আপনি আমার কাছ থেকে গজদন্ত কিনবেন না?' লিওন বিভ্রান্ত কণ্ঠে জানতে চায়।

মি. ভিলাবজি হেসে উঠেন। 'সাহিব, আপনার রসবোধ বেশ তীব্র। না! কারণটা হল আমি যদি গজদন্তটা কিনি তাহলে আমি সেটা ইংল্যান্ডে পাঠাব সেটা দিয়ে সুন্দর রঙের বিলিয়ার্ড বল বা পিয়ানোর চাবি তৈরি করার জন্য। তারপরে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন। একদিন বৃদ্ধ বয়সে আপনি চিন্তা করবেন আমি আপনার স্মারকের কি দুর্গতি করেছি। তখন আপনি নিজে নিজেকে বলবেন "ব্যাটা পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, মি. গুলাম ভিলাবজি এসক্যোয়ারের মাথায় দশ হাজারবার বজ্রপাত হোক!"

'অন্যদিকে আপনি যদি এখন সেটা না কিনেন তাহলে আমি চাইব যে আপনার মাথায় যেন লক্ষবার বজ্রপাত হয়,' লিওন তাকে হুশিয়ার করে দেয়। 'মি. ভিলাবজি আপনি বুঝতে পারছেন না আমার টাকা দরকার আর সেটা এখনই।'

'আহ্ টাকা, সেতো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। সে আসে আবার সে চলেও যায়। কিন্তু ঐ রকম একটা গজদন্ত আপনি আপনার জীবদ্দশায় আর দেখতে পাবেন না।'

'এই মুহূর্তে আমার সমুদ্রের ঢেউ দিগন্তের ওপাশে বিলীন হয়ে আছে।'

'তাহলে সাহিব আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে বা কুচবিহারে আমরা যেমন বলতাম এমন কোনো উপায় যা আমাদের সবার ইচ্ছা পূরণ করবে।' সে গভীর চিন্তায় মগ্ন এমন একটা ভাব করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপরে একটা আঙ্গুল তুলে কপালের পাশে স্পর্শ করে। 'ইউরেকা! পেয়েছি। আপনি গজদন্ত জামানত হিসাবে রেখে যাবেন এবং আমি আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় টাকা ধার হিসাবে দেব। আর সেজন্য আপনি বাৎসরিক বিশ শতাংশ হারে আমাকে সুদ প্রদান করবেন। তারপরে একদিন আপনি তখন আফ্রিকার সবচেয়ে খ্যাতিমান আর বিশ্বস্ত শিকারী আমার কাছে এসে বলবেন, "আমার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, মি. গুলাম ভিলাবজি এসক্যোয়ার, আমি এসেছি তোমার ঋণ পরিশোধ করতে।" আমি তখন আপনার রক্ষিত চমৎকার এবং দর্শনীয় গজদন্তটা আপনাকে ফেরত দিব আর আমাদের বন্ধুত্ব আমরণ বজায় থাকবে!'

'আমার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত বন্ধু মি. গুলাম ভিলাবজি এসক্যোয়ার, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।' লিওন হেসে উঠে। 'আপনি আমাকে কত টাকা দিতে পারবেন?'

'আমি লোককে বলতে শুনেছি গজদন্তটার ওজন একশ আঠাশ পাউন্ড এ্যাভইরড্যুপইস।'

'খোদা, আপনি কিভাবে জানেন?'

'নাইরোবির প্রতিটা মানুষ এতক্ষণে এটা জেনে গেছে।' মি. ভিলাবজি চিন্তা করার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে কাত করে। 'এক পাউন্ডে পনের শিলিং করে ধরলে আমি

আপনাকে স্বর্ণমুদ্রায় ছিয়ানব্বই পাউন্ড স্টারলিং অগ্রিম দিতে পারব।' লিওনের চোখের পাতা কেঁপে যায়। একসঙ্গে এত টাকা সে আগে কখনও হাতে নেয়নি।

ভিলাবজির দোকানেই সে টাকাটা প্রথম ব্যবহার করে। কাউন্টারের পেছনের একটা শেলফে সে লাল আর হলুদ কার্ডবোর্ডের ছোট ছোট বাক্স লক্ষ করে যাতে সিংহের মাথার ছাপ অঙ্কিত বৃটেনের সবচেয়ে খ্যাতনামা কার্তুজ নির্মাতা কিনচের বিশেষ ট্রেডমার্ক দেয়া রয়েছে। সে বাক্সগুলো ভালো করে লক্ষ করলে সেগুলোতে 'এইচ এন্ড এইচ .৪৭০ রয়্যাল নাইট্রো এক্সপ্রেস। ৫০০ গ্রেইন। সলিড।' লেখা দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠে। ভ্যারিটি ও'হার্না উপহারের অংশ হিসাবে যে দশটা কার্তুজ রেখে গিয়েছিল তার তিনটা মাত্র টিকে আছে। সে পাচটা কার্তুজ খরচ করেছে বন্দুকের সাইট ঠিক করতে আর দুটো খরচ হয়েছে মর্দা হাতিটা মারার সময়।

'কার্তুজগুলোর দাম কত, মি. ভিলাবজি?' সে সচকিত কণ্ঠে দাম জানতে চায় এবং তার উত্তর শুনে ঢোক গিলে।

'সাহিব, কেবল আপনার জন্য, শুধু আপনারই জন্য আমি সবচেয়ে কম আর বিশেষ দামটাই বলব।' সে ছাদের দিকে কথাটা বলে এমনভাবে তাকায় যেন হিন্দু দেবতা কালী, গণেশ সবার সহায়তা সে চাইছে। তারপরে সে বলে, 'সাহিব, তোমার জন্য প্রতিটা কার্তুজ পাঁচ শিলিং।'

পরেরদিন সকালে হেনীর আচরণে মনে হয় আগের রাতে তাদের ভিতরে কোনো কথাবার্তাই হয়নি। কফি আর রাতের বেঁচে যাওয়া ঠাণ্ডা জিহ্বা দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে তারা মাংসের ভারে বসে যাওয়া ট্রাকে উঠে বসে। অনুসরণকারী আর কসাইয়ের দল মহিষের পাঁজরের হাড়ের উপরে বসে। কারমিট লিওনকে তোয়াজ করে একটা ট্রাক অন্তত তাকে চালাতে দেবার জন্য রাজি করায় এবং হেনী অন্য ট্রাকটা নিয়ে তাদের অনুসরণ করে।

কারমিটের মুড আবার উচ্ছল আর দুশ্চিন্তাহীন। তার সঙ্গ লিওনের পছন্দই হয়। তাদের অনেক কিছুই একই। তারা দু'জনেরই ঘোড়া, মোটরগাড়ি, আর শিকারের ব্যাপারে দারুণ আগ্রহ এবং দু'জনেরই আলাপ করার মত অনেক বিষয় রয়েছে। কারমিট যদিও খুলে বলেনি কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছে তার বাবা একজন ধনাঢ্য আর ক্ষমতাবান লোক যে তার জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করে।

'আমার বাবাও ঠিক একই রকম,' লিওন বলে।

'তো তুমি কি করলে?'

'আমি বললাম, "বাবা আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি ঠিকই কিন্তু তোমার আইন-কানুন মেনে আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব না।" তারপরেই আমি বাসা ছেড়ে পালাই আর সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। সেটা চারবছর আগের কথা। আমি তারপরে আর বাসায় যাইনি।'

'বাপের বেটা! তোমার সাহস আছে দেখছি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে পালাই কিন্তু আমি জানি আমি সেটা কখনও পারব না।'

লিওন দেখে সে যতই কারমিটের সম্বন্ধে জানছে তার ততই তাকে ভালো লাগছে। এটা আবার কিসের আলামত? সে ভাবে। সে হদ্দ পাগলের মত গুলি করে, কিন্তু দোষক্রটিতো সবারই থাকে। আলোচনার একটা পর্যায়ে সে জানতে পারে কারমিট একজন একনিষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আর পক্ষিবিশারদ। লিওন আপনমনে ভাবে স্মিথসোনিয়ানে থাকলে এটাই হবার কথা এবং কারমিটকে সে এরপরে যখনই কোনো কৌতূহল উদ্রেককারী পাখি, কীটপতঙ্গ বা ছোট প্রাণী দেখে গাড়ি থামাতে বলে তাকে দেখাবে বলে। হেনী এসবে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা যেতে থাকে এবং একটা সময় দিগন্তে হারিয়ে যায়।

আগের দিন কারমিট যেখানে তার ঘোড়া রেখে গিয়েছিল তারা সেই জায়গাটা থেকে বেশি দূরে না, প্রেসিডেন্টের ক্যাম্প থেকে কয়েক মাইল দূরে। এমন সময় হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জন সাদা লোক ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে তাদের ট্রাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের দু'জনেরই পরনে সাফারির পোষাক কিন্তু কেউই বন্দুক বহন করছে না। একজনের কাছে অবশ্য একটা বিশাল ক্যামেরা আর একটা তেপায়া রয়েছে।

'এদের আমি নিকুচি করি! সব ফোর্থ স্টেটের লোকজন,' কারমিট বিড়বিড় করে বলে। 'এদের হাত থেকে নিস্তার নেই।' সে ব্রেক করে গাড়িটা থামায়। 'আমার মনে হয় তাদের সাথে আমাদের ভদ্র আর মার্জিত আচরণ করা উচিত নতুবা আবার কোন গল্প ফেঁদে বসবে কে জানে।'

অপরিচিত দু'জনের ভিতরে ঢ্যাঙাটা দ্রুত চালকের দিকে যায়। 'কিছু মনে করবেন না,' মুখে দাঁত ক্যালান হাসি নিয়ে সে বলে। 'আপনার ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি? আপনি কি কোনোভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাফারির সাথে জড়িত?'

'এ্যাসোসিয়েট প্রেসের এ্যান্ড্রু ফ্যাগান, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ড.ডেভিড লিভিংস্টোনের মৃত্যুহীন শব্দকে ভাষান্তরিত করার জন্য ধন্যবাদ।' কারমিট টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে তার হাসির জবাব দেয়।

সাংবাদিকটা এমনই বেকুব হয় যে সে কয়েকপা পিছিয়ে যায়, তারপরে তাকে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখে। 'মি. রুজভেল্ট জুনিয়র!' সে সচকিত কণ্ঠে বলে। 'মার্জনা করবেন। এই পোষাকে আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি।' সে কারমিটের রক্তলাগা নোংরা পোষাকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'মি. কে? জুনিয়র?' লিওন জানতে চায়।

কারমিটকে অপ্রস্তুত দেখায় কিন্তু ফ্যাগান দ্রুত জবাব দেয়। 'তুমি কি জান না কার সাথে গাড়িতে চড়েছো? ইনি মি. কারমিট রুজভেল্ট, ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টের ছেলে।'

লিওন চোখে অভিযোগ নিয়ে নতুন বন্ধুর দিকে তাকায়। 'তুমি আমাকে বলনি!'

'তুমি জিজ্ঞেস করনি।'

'তুমি কথা প্রসঙ্গে বলতে পারতে,' লিওন অভিযোগের সুরে বলে।

'সেটা তাহলে আমাদের ভিতরের সম্পর্কটাকে বদলে দিত। সব সময়ে তাই হয়।'

'মি. রুজভেল্ট আপনার এই নতুন বন্ধুটি কে?' এ্যান্ড্রু ফ্যাগান প্রশ্নটা করে ঝটপট পকেট থেকে নোটবই বের করে।

'পরিচয় করিয়ে দেই আমার শিকারী, মি. লিওন কোর্টনী।'

'তাকে বেশ অল্প বয়স্ক দেখাচ্ছে,' সন্দিহান দৃষ্টিতে ফ্যাগান বলে।

'আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারী হবার জন্য ধূসর লম্বা দাড়ি গজানোর প্রয়োজন নেই,' কারমিট তাকে বলে।

'. .আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারী!' ফ্যাগান তার প্যাডে শর্টহ্যান্ডের ঝড় তোলে। 'মি. কোর্টনী আপনি আপনার নামের বানান কিভাবে লেখেন? একটা ই না দুইটা?'

'একটা মাত্র।' লিওনের অস্বস্তিবোধ হয় এবং গনগনে চোখে কারমিটের দিকে তাকায়। 'দেখো তুমি আমাকে কোন বালা মুসিবদের ভেতরে ফেলেছো।'

'আমার ধারণা আপনারা শিকারে গিয়েছিলেন।' ফ্যাগান ট্রাকের পিছনে মর্দা মহিষের মাথাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে। 'কার গুলিতে ওটার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে?'

'মি. রুজভেল্টের গুলিতে।'

'এটা কোন ধরনের জন্তু?'

'এটাকে বলে কেপ বাফেলো, *সিনসেরাস ক্যাফার*।'

'খোদা, এটাতো বিশাল! মি. রুজভেল্ট আমরা কি কয়েকটা ছবি নিতে পারি?'

'আমাদের যদি ছবির কপি দাও তবেই। একটা আমার জন্য আরেকটা লিওনের জন্য।'

'অবশ্যই। তোমাদের বন্দুক নিয়ে এসো। শিংএর দু'পাশে তোমরা দু'জন দাঁড়াও।' ক্যামেরাম্যান তার ঢাউস তেপায়াটা সেট করে ছবির আঙ্গিক ঠিক করতে লেগে পড়ে। কারমিটকে শান্ত আর প্রফুল্ল দেখায়, আর লিওনকে দেখে মনে হবে সে ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লাশ পাউডার বিস্ফোরিত হলে ধোঁয়ার একটা মেঘের সৃষ্টি হয়, ক্যাম্পের লোকজন আর কসাইদের ঘাবড়ে দেবার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

'ওকে! গ্রেট! আমরা কি এখন ঐ লাল আলখাল্লা পরিহিত উপজাতি লোকটার একটা ছবি নিতে পারি? তাকে বল বর্শাটা উঁচু করে ধরতে। এভাবে। সে কে? কোন ধরনের গোত্র প্রধান?'

'সে মাসাইদের রাজা।'

'মস্করা বন্ধ কর। তাকে বল চোখে মুখে একটা হিংস্রভাব ফুটিয়ে তুলতে।'

'এই আহাম্মকটার ধারণা তুমি মেয়েদের মত কাপড় পড়েছো,' লিওন মাআআতে ম্যানইয়রোকে কথাটা বলতে সে গনগনে চোখে ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকায়।

'গ্রেট! ঈশ্বর, সত্যিই গ্রেট।'

আরও আধঘন্টা পরে তারা সাংবাদিকদের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়।

'সবসময়ে কি এমনই ঘটে?' লিওন জানতে চায়।

'তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমাকে সবসময়ে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে নতুবা তোমার নামে আজেবাজে সব কথা লিখে ছাপিয়ে দেবে।'

'আমার এখন মনে হয় তোমার বলা উচিত ছিল যে তোমার বাবাই টসটসে লালিমামণ্ডিত প্রেসিডেন্ট।'

'আমরা কি আবার একসাথে শিকারে যেতে পারি? তারা মেলো নামে এক বুড়োকে দিয়েছে আমার শিকারী হিসাবে। সে আমার সাথে এমনভাবে কথা বলে যেন আমি স্কুলে পড়ি আর সে আমাকে গুলি করতেই দেয় না।'

লিওন ব্যাপারটা ভাবে। 'দু'দিনের ভিতরে ক্যাম্প তুলে আসো নগ'ইরো নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হবে। তাবু আর অন্যান্য ভারী সরঞ্জামাদি তার আগে আমাকে পার করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল আমি আবার তোমার সাথে শিকারে যেতে চাই যদি বস আমাকে অনুমতি দেন। তুমি লোকটা খারাপ না, যদিও তোমার অতীত ইতিহাস সে কথা বলে না।'

'তোমার বস কে?'

'পার্সি ফিলিপ নামে একটা বুড়ো ভদ্রলোক, কিন্তু খবরদার তার সামনে আবার তাকে বুড়ো ডেকে বোসো না।'

'আমি তাকে চিনি। তিনি প্রায়ই আমার বাবা, আর মি. সিলাসের সাথে রাতের খাবার খান। আমি কি করতে পারি দেখি। আমার মনে হয় না মি. মেলোর সাথে আমার বনবে।'

কারমিটের মাধ্যমে ভাগ্য তার নিজের কেরামতি দেখায়। আসো নগ'ইরো নদীর দক্ষিণ তীরে ক্যাম্পটা উঠে যাবার পরে, লর্ড ডেলামেয়ার হোটেলের শেফ আমেরিকার থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে একটা ভুরিভোজের আয়োজন করে। আশেপাশে কোনো টার্কি না পাওয়া যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট নিজে একটা করি পাখি মারেন। শেফ পাখিটা রোস্ট করে এবং ভেতরে মোষের লিভার দিয়ে তৈরি একটা স্টাফিং দেয়।

পরের দিন সকালে ক্যাম্পের অর্ধেক লোক ভয়াবহ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়– গরমে মোষের লিভারটা আগেই পচে গিয়েছিল। এমনকি রুজভেল্ট, সংবিধানের ইস্পাত পুরুষ, তিনিও বাদ যান না। ফ্রাঙ্ক মেলো যাকে কারমিটের শিকারী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, তার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হলে ডাক্তার তাকে নাইরোবির হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

কারমিট, স্টাফিংটা ছুয়েও দেখেনি, সুযোগ চিনতে ভুল করে না: সে আউট হাউজে গিয়ে তার বাবার কাছে, অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্ট নিজেকে সেখানে

স্বেচ্ছাবন্দি করে রেখেছিলেন, পরিবর্তিত শিকারী নিয়োগের ব্যবস্থা রফা করে। ছেলের প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট স্মারক প্রতিবাদ জানান এবং কারমিট পার্সি ফিলিপের সাথে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি বহনকারী হিসাবে দেখা করে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা পার্সির তাবুতে লিওনের ডাক পড়ে।

'আমি জানি না তুমি কি চাও, কিন্তু এদিকে নরক গুলজার অবস্থা। কারমিট রুজভেল্ট তার বাবার সাথে দেখা করে তাকে রাজি করিয়েছে ফ্রাঙ্ক মেলোর বদলে তোমাকে তার শিকারী হিসাবে নিয়োগ দিতে। তারা আমার সাথে আলোচনা পর্যন্ত করেনি তাই আমার রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।' সে ভস্ম করে দেয়া দৃষ্টিতে লিওনের দিকে তাকায়। 'এখনও তোমার কানের পিছনের ময়লা পরিষ্কার হয়নি। তুমি এখনও সিংহ, চিতা, বা গণ্ডারের মুখোমুখি হওনি এবং প্রেসিডেন্টকে আমি বলেওছি সে কথা। কিন্তু তিনি অসুস্থ আর আমার কথা শুনতে চাননি। কারমিট রুজভেল্ট ঠিক তোমার মতই আরেকটা নাখাস্তা বদমাশ। সে যদি আহত হয়, তাহলে মনে রেখো তোমার আর আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। আমার কাছে আর কেউ আসবে না এবং আমি তোমাকে গলা টিপে মারব। কথা কানে গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, পানির মত পরিষ্কার।'

'আর কি যাও। আমার এক্তিয়ার নেই তোমাকে থামাবার।'

'ধন্যবাদ স্যার।' লিওন বের হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে পার্সিই তাকে থামায়।

'লিওন!'

সে বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। পার্সি আগে কখনও তাকে তার প্রথম নামে ডাকেনি। তারচেয়েও বড় বিস্ময়, সে দেখে পার্সি ফিলিপ হাসছে। 'তোমার জন্য এটা একটা বিরাট সুযোগ। এরকম সুযোগ জীবনে একবারই আসে। তুমি যদি চালাক আর ভাগ্যবান হও, তাহলে তোমার উপরে ওঠা কেউ ঠেকাতে পারবে না। গুড লাক।'

পরেরদিন লিওন আর কারমিট গদাই লস্করি চালে বের হয়, কোনো নির্দিষ্ট জন্তু শিকারের কথা তাদের মাথায় নেই যখন যেটা দিনের আলোয় সামনে পড়বে তাকেই একহাত দেখে নেয়ার মেজাজে তারা রয়েছে।

'আমি যদি একটা কালো কেশরের মর্দা সিংহ মারতে পারি তাহলে আমার স্বপ্ন সত্যি হবে। আমার বাবাও সেরকম সিংহ মারেনি।'

'তোমাকে সেজন্য বাবা মাসাইভূমি ত্যাগ করা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরতে হবে,' লিওন তাকে বলে। 'কালো কেশরযুক্ত সিংহের জন্য এই এলাকাটা অপয়া।'

'সেটা কিভাবে?'

'প্রত্যেক *মোরানি* একটা সিংহ মেরে নিজের পৌরুষ প্রমাণের জন্য এখানে হাপিত্যেশ করে বসে আছে। সব *মোরানি* যাদের একই বছরে লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন

হয়েছে তারা একসাথে শিকারে বের হয়। তারা একটা সিংহকে ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে। বেচারা যখন বুঝতে পারে তার আর পালাবার পথ নেই সে একজনকে বেছে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে ধেয়ে যায়। যার দিকে ধেয়ে যায় সেই *মোরানি* তখন সেই সিংহের মোকাবেলা করে নিজের ঢাল আর *অ্যাসেগাই*য়ের সাহায্যে। সে সিংহটাকে হত্যা করার পরে তার কেশর দিয়ে একটা যুদ্ধের টুপি বানাতে পারে এবং সেটা সে সম্মানের সাথে মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে তখন গোত্রের যেকোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার অধিকারী হয়। এই ঐতিহ্য এই অঞ্চলের সিংহের সংখ্যা তাই কমিয়ে দিয়েছে।'

'আমার মনে হয় আমি টুপির আগে মেয়েটাকেই চাইবো।' কারমিট হাসে। 'কিন্তু এই ধরনের সাহস প্রশংসার যোগ্য। তারা চমৎকার মানুষ। তোমার ম্যানইয়রোকেই দেখো। তার চলাফেরায় যেন কালো চিতার সাযুজ্য।

ম্যানইয়রো ঘোড়ার আগে আগে দৌড়ে যায় কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বর্শার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, ঘোড়সওয়ারীদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে সামনের খোলা প্রান্তরের বুকে দূরে ঝোপ-ঝাড়ের প্রান্ত ছুয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল কালো অবয়বের দিকে ইশারা করে। সেটা মাইলখানেক দূরে হবে, গরমের দাবদাহে তার আকৃতির বহির্সীমা ঝাপসা দেখায়।

'গণ্ডার। এখান থেকে অবশ্য বিশাল মোষ বলে মনে হচ্ছে।' লিওন তার স্যাডল ব্যাগ থেকে হাতদে একটা কার্ল জেইস বাইনোকুলার বের করে শিক্ষানবিস থেকে পুরোদস্তুর শিকারী হবার স্বীকৃতি স্বরূপ পার্সি তাকে এটা দিয়েছে। সে লেন্স ফোকাস করে দূরবর্তী আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। 'এটা একটা গণ্ডার ঠিকই আছে। কিন্তু এতবড় মাল আমি আমার বাপের কালেও দেখিনি। ব্যাটার খড়গটা অবিশ্বাস্য!'

'আমার বাবা পাঁচ বছর আগে যেটা মেরেছিল সেটার চেয়েও বড়?'

'আমি বলব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড়।'

'আমার ওটা চাই,' ব্যগ্র কণ্ঠে কারমিট বলে।

'আমিও সেটাই চাই,' লিওন সম্মতি জানায়। 'আমরা তার দৃষ্টির বাইরে বাতাসের উল্টোদিকে দিয়ে যাব এবং ঐ ঝোপগুলোর কাছ থেকে তাকে অনুসরণ করব। ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দূর থেকে আশা করি তোমাকে লক্ষ্যভেদ করার সুযোগ দিতে পারব।'

'তুমিও দেখি ফ্রাঙ্ক মেলোর মত কথা বলছো। তুমি চাও আমি সাপের মত আমার পেটের উপর মোচড়াতে মোচড়াতে অথবা হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াই। অনেক হয়েছে ওসব।' শিকারের সম্ভাব্য সম্ভাবনায় কারমিট এখনই উত্তেজনায় কাঁপছে। 'আমি তোমাকে দেখাতে চাই আমাদের পশ্চিমে সীমান্তের লোকেরা আগেকার দিনে কিভাবে বাইসন শিকার করত। বন্ধু আমাকে অনুসরণ কর।' কথাটা বলেই সে তার মেয়ারের পেটের দু'পাশে গোড়ালি দিয়ে হাল্কা চাপ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীটার দিকে জোরকদমে ছুটতে শুরু করে।

'কারমিট, দাঁড়াও!' লিওন তার পেছন থেকে চিৎকার করে বলে। 'বোকার মত আচরণ কোরো না।' কিন্তু কারমিট ফিরেও তাকায় না। সে তার হাঁটুর নিচে বন্দুক

রাখার খাপ থেকে বিগ মেডিসিন বের করে আনে এবং মাথার উপরে উঠিয়ে তরবারির মত নাচাতে থাকে।

'পার্সির কথাই ঠিক। তুমি একটা বুনো দায়িত্বজ্ঞানহীন বদমাশ,' লিওন তার ঘোড়াকে জোরে ছোটার জন্য তাড়া দিয়ে অভিযোগের ভঙ্গিতে বলে।

গণ্ডারটা তাদের আগমন ঠিকই টের পায় কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল বলে সাথে সাথে তাদের সনাক্ত করতে পারে না। সে তার পুরো দেহটা এপাশ-ওপাশ নাড়াতে থাকে, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে আর পা ঠুকে ধুলো উড়ায় এবং কুতকুতে ক্ষীণদৃষ্টির চোখ দিয়ে চারপাশে তাকাতে থাকে।

'ইইই–আ!' কারমিট তার স্বভাব অনুযায়ী রাখালী হাক ছাড়ে।

শব্দ শুনে গণ্ডারটা এবার ঘোড়া আর তার আরোহীর উপরে দৃষ্টিপাত করে এবং সাথে সাথে তাদের দিকে সরাসরি ধেয়ে আসে। কারমিট তার রেকাবের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে গুলি করে। তার প্রথম গুলিটা গণ্ডারের উপর দিয়ে গিয়ে তার পিছনে দুইশ গজ দূরে ধুলো উড়ায়। সে দ্রুত লিভার পাম্প করে রিলোড করে নিয়ে আবার গুলি করে। লিওন গণ্ডারের দেহে চাপড় মারার শব্দ তুলে মাংসের ভিতরে গুলি গেঁথে যাবার শব্দ শোনে কিন্তু সেটা আঘাত করে কোথায় দেখতে পায় না। গণ্ডারটার ভেতরে সামান্যতম হেলদোল দেখা যায় না, সে পূর্ণ শক্তিতে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে আসা অব্যাহত রাখে।

কারমিটের পরের এলোপাথাড়ি গুলিটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, এবং লিওন রাইনোর সামনের দু'পায়ের মাঝে ধুলো উড়তে দেখে। কারমিট আবার গুলি চালায় এবং শব্দ শুনে লিওন বুঝে ধূসর চামড়ার নরম গুলিটা আঘাত করেছে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে বেচারা এবং খড়গ আরও আরও উঁচুতে ঝাঁকি খায়, তারপরে সেটা নিচে নামায় কাছাকাছি চলে আসার দরুন ঘোড়াটাকে বিদ্ধ করার জন্য।

কিন্তু কারমিট তারচেয়ে ক্ষিপ্র। ঝানু পোলো খেলোয়াড়ের মত সে তার হাঁটু ব্যবহার করে ঘোড়াটাকে সংঘর্ষের সরলরেখা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। ঘোড়া আর গণ্ডার বিপরীতমুখী দিকে পরস্পরকে অতিক্রম করে এবং পরেরজন যদিও তাকে লক্ষ্য করে খড়গ চালায়, তার হাঁটু থেকে একহাত দূর দিয়ে খড়গের তীক্ষ্ণ অংশটা অতিক্রম করে। একই সময়ে কারমিট রেকাব থেকে নুয়ে পড়ে গণ্ডারের সামনে পিছনে করতে থাকা কাঁধে রাইফেলের নলটা ঠেকিয়ে গুলি করে। বুলেটটা প্রবেশ করা মাত্র গণ্ডারটার দেহ খিঁচুনী দেয় এবং সে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে। সে আবার ঘুরে দাঁড়ায় ঘোড়াটাকে দাবড়াবার জন্য কিন্তু এবার তার দৌড়াবার ভঙ্গি সংক্ষিপ্ত আর এলোমেলো। তার খোলা মুখে রক্ত মিশ্রিত গাঁজলা দেখা যায়। কারমিট ঘোড়ার লাগাম সামলাবার ফাঁকে বন্দুকটা রিলোড করে, তারপরে আরো দু'বার গুলি চালায়। গণ্ডারের দেহে শেষের দুটো গুলি প্রবেশ করা মাত্র তার একটা খিঁচুনী দেখা দেয় এবং তার গতি ধীর হয়ে হাঁটার পর্যায়ে চলে আসে। বিশাল মাথাটা নিচু হয়ে যায়, এবং সে মাতালের মত এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকে।

দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসার সময়ে নিষ্ঠুরতার এই নির্মম বহির্প্রকাশ তাকে মর্মাহত করে। সমান সুযোগ আর দরদি হত্যার যত সংজ্ঞা সে জানে এটা তার বাইরে। এতক্ষণ পর্যন্ত কারমিট বা ঘোড়ার ক্ষতি হতে পারে ভেবে সে এই নিষ্ঠুরতার ভিতরে নাক গলাতে পারেনি কিন্তু এখন তার গুলি করতে আর কোনো বাধা নেই। আহত গণ্ডারটা ত্রিশ পা দূরে রয়েছে এবং কারমিট বন্দুক রিলোড করার জন্য বেশ দূরে অবস্থান করছে। লিওন লাগাম টেনে তাকে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলে এবং সে পিছলে গিয়ে থেমে যায়। সে রেকাবের পাদানি থেকে ঝটকা দিয়ে পা বের করে লাফিয়ে মাটিতে নেমে আসে আর এর ভিতরে হল্যান্ড তার শোভা পেতে থাকে। গণ্ডারটার মেরুদণ্ড সেখানে করোটির সাথে যুক্ত হয়েছে সে সেখানে নিশানা স্থির করে এবং তার বুলেট জল্লাদের কুঠারের মত কশেরুকা গুড়িয়ে দেয়।

কারমিট বিশাল ধড়টার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামে। তার মুখ লাল হয়ে আছে চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ, বন্ধু।' সে হাসে। 'ঈশ্বরের দিব্যি! দারুণ শিকার হয়েছে! বুনো পশ্চিমের শিকারের ভঙ্গি কেমন লাগল? দারুণ, তাই না?' এইমাত্র যা ঘটেছে সে বিষয়ে তার মাঝে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা অপরাধবোধ কাজ করে না।

রাগ সামলাবার জন্য লিওন জোরে একটা শ্বাস নেয়। 'ব্যাপারটা বুনো, সে বিষয়ে আমি তোমার সাথে একমত। দারুণ বিষয়ে আমি খুব একটা নিশ্চিত নই,' কণ্ঠস্বর একমাত্রায় রেখে সে বলে। 'আমার টুপি পড়ে গেছে।' সে ঝটকা দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসে টুপি আনতে যায়।

এটা আমি কি করলাম? সে ভাবে। আমি কি ওর সাথে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই? আমি কি ওকে আরেকজন শিকারী খুঁজে নিতে বলব? সে দূরে তার টুপিটা পড়ে থাকতে দেখে এবং সেদিকে এগিয়ে যায় এবং ঘোড়া থেকে নামে। টুপিটা তুলে নিয়ে পায়ের সাথে বাড়ি দিয়ে সেটা থেকে ধুলো ঝাড়ে। তারপরে মাথায় ঠিকমত বসিয়ে দেয়। কোর্টনী, মাথার ঘিলুটা একটু ব্যবহার কর! তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও, তাহলে তুমি শেষ। তোমাকে হয়ত তখন মিশরে গিয়ে তোমার বাবার অধীনে চাকরি নিতে হবে।

সে ঘোড়ায় চড়ে ধীরে কারমিটের কাছে ফিরে আসে সে তখন গণ্ডারটার পাশে দাঁড়িয়ে তার বিশাল খড়গে আলতো করে হাত বুলাচ্ছে। লিওন ঘোড়া থেকে নামতে চিন্তিত মুখে সে তার দিকে তাকায়। 'তুমি কি কিছু নিয়ে বিরক্ত?' সে ধীরে জানতে চায়।

'আমি ভাবছিলাম প্রেসিডেন্ট যখন এই খড়গটা দেখবেন তখন তিনি কেমন বোধ করবেন। এটা প্রায় পাঁচ ফুটের কাছাকাছি লম্বা। আমি আশা করি ঈর্ষায় তিনি সবুজ হয়ে যাবেন না।' লিওন তার হাসিটা স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়। সে জানে তার কথাগুলো যথার্থই সন্ধি প্রস্তাব।

কারমিটকে দৃশ্যত ভারমুক্ত দেখায়। 'ঐ রঙটা হয়ত তাকে মানাবে। খড়্গটা তাকে দেখাবার জন্য আমার আর তর সইছে না।

লিওন মাথা উঁচু করে সূর্যের দিকে তাকায়। 'দেরি হয়ে গেছে। আমরা আজ সন্ধ্যার ভিতরে মূল ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারব না। আজ রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়ে দেব।'

ইসমায়েল একটা গাধার পিঠে চড়ে আরেকটা গাধার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে তাদের পিছন পিছন এসেছে, সেটার পিঠে তার তাবদ রান্নার সরঞ্জাম। সে এসে পৌঁছান মাত্র একটা অস্থায়ী ক্যাম্পের প্রাথমিক আয়োজন সেরে ফেলে।

পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগেই সে তাদের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে। কোলের উপরে এনামেলের পাত্রের ভারসাম্য বজায় রেখে তারা জিনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে এবং হলুদ ভাত আর টমি বাক স্টু আয়েশ করে খায়।

'ইসমায়েল তুমি জাদুকর,' মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে কারমিট বলে। 'আমি নিউ ইয়র্কে এর চেয়ে জঘন্য খাবার টাকা দিয়ে দোকান থেকে কিনে খাই। দয়া করে, কথাটা তাকে বলো?'

রাশভারী ভঙ্গিতে ইসমায়েল প্রশংসাটা গ্রহণ করে।

লিওন তার প্লেট চেটেপুছে খেয়ে শেষ চামচটা গলধঃকরণ করে। চাবানো অবস্থায় সে তার স্যাডেল ব্যাগের ভিতর থেকে একটা বোতল বের করে। সে লেবেলটা কারমিটকে দেখায়। 'বার্ণাহাবিয়ান সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি'। কারমিটের চোখ জুলজুল হয়ে যায়, মুখে হাসি ফুটে উঠে। 'তুমি এই জিনিস কোথায় খুঁজে পেলে?'

'পার্সির সৌজন্যে। অবশ্য সে নিজের সৌজন্যতা সম্পর্কে এখনও ওয়াকিবহাল না।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, কোর্টনী, তুমিই হলে আসল জাদুকর।'

তারা তাদের এনামেলের মগে এক ড্রাম করে ঢালে এবং তৃপ্তির সাথে চুমুক দেয়।

'আচ্ছা এক মুহূর্তের জন্য মনে কর যে আমি আলাদিনের দৈত্য,' লিওন পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'আমি তোমার যেকোনো খায়েশ পূর্ণ করব। তাহলে তুমি কি চাইবে?'

'সুন্দরী প্রেয়সী নারী ছাড়া?'

'সেটা ছাড়া।'

তারা দু'জনেই হেসে উঠে এবং কারমিট কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে। 'বাবা কয়েকদিন আগে যে হাতিটা শিকার করেছে সেটা কত বড় ছিল?'

'চুরানব্বই আর আটানব্বই। মোহনীয় একশ'র মাত্রা লাভ করতে পারেনি।'

'আমি তার চেয়ে বড় হাতি মারতে চাই।'

'তোমার সবসময়ে একটাই চিন্তা তার চেয়ে ভালো করা। তোমাদের ভিতরে এটা কি কোনো প্রতিযোগিতা?'

'আমার বাবা যাই করেছেন জীবনে তাতেই সফল হয়েছেন। চিন্তা কর, তিনি একজন বীর যোদ্ধা, স্টেট গভর্নর, শিকারী আর খেলোয়াড় এসবই চল্লিশ হবার আগের কথা এবং এতেও যেন ঠিক পোষাচ্ছিল না, তিনি আমেরিকার সর্বকনিষ্ঠ আর এ যাবৎকাল পর্যন্ত সফল প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি বিজয়ীকে শ্রদ্ধা করেন আর পরাজিতকে করেন অবজ্ঞা।' সে আরেকটা চুমুক দেয়। 'তুমি আমাকে যা বলেছো তাতে আমি আর তুমি একই চিপায় বাস করছি। তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে।'

'তোমার ধারণা তোমার বাবা তোমাকে অবজ্ঞা করে?'

'না। তিনি আমাকে ভালোবাসেন কিন্তু আমি তার সম্মান অর্জন করতে চাই। পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে তার সম্মান অর্জন করাটা আমার কাছে জরুরী।'

'তুমি তোমার বাবার গণ্ডারের চেয়ে বড় আজ শিকার করেছো।'

তারা দু'জনেই ঘুরে বিশাল ধড়টার দিকে তাকায় ক্যাম্পের আলোতে তার খড়গটা জ্বলজ্বল করছে।

'এটা কেবল সূচনা।' কারমিট বলে। 'অবশ্য আমার বাবাকে আমি চিনি গণ্ডারের চেয়ে হাতি বা সিংহ শিকার তার কাছে বেশি মূল্যবান। আলাদিনের দৈত্য আমার জন্য একটা খুঁজে বের কর।'

ম্যানইয়রো আর ইসমায়েল অন্য আরেকটা আগুনের কুণ্ডলীর সামনে বসেছিল এবং লিওন তাকে তাদের কাছে ডাকে। 'ভাই আমার, এদিকে একটু শুনে যাও। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে হবে।' ম্যানইয়রো উঠে এসে তার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। 'এই *বাওয়ানার* জন্য আমাদের একটা বড় হাতি খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা তাকে সোয়াহিলি ভাষায় একটা নাম দিয়েছি,' ম্যানইয়রো বলে। 'আমরা তার নাম দিয়েছি বাওয়ানা পোপোও হিমা।'

লিওন শুনে হাসে।

'হাসির কি হল?' কারমিট জানতে চায়।

'তোমাকে সম্মানিত করা হয়েছে,' লিওন তাকে বলে। 'ম্যানইয়রোর শ্রদ্ধা তুমি অর্জন করেছো। সে তোমাকে একটা সোয়াহিলি নাম দিয়েছে।'

'কি নাম?' কারমিট জানতে চায়।

'বাওয়ানা পোপোও হিমা।'

'শুনতে কেমন বিদঘুটে,' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কারমিট বলে।

'এর মানে "স্যার ক্ষিপ্র বুলেট"।'

'পোপোও হিমা! হেই! তাকে বল নামটা আমার পছন্দ হয়েছে।' কারমিটকে উদ্বেলিত দেখায়। 'তারা এই নাম দিলো কেন?'

'তারা তোমার গুলি করার ভঙ্গি দেখে ফিদা হয়ে গেছে।' লিওন ম্যানইয়রোর দিকে তাকায়। 'বাওয়ানা পোপোও হিমা একটা ভীষণ বড় হাতি শিকার করতে চায়।'

'প্রত্যেক সাদা মানুষই বড় হাতি চায়। কিন্তু সেজন্য আমাদের লনসোনইয় পাহাড়ে মায়ের আশীর্বাদ নিতে যেতে হবে।'

'কারমিট ম্যানইয়রো আমাকে পরামর্শ দিয়েছে পাহাড়ের মাথায় এক মহিলা মাসাই ওঝার সাথে দেখা করতে। সে আমাদের বলে দেবে কোথায় তোমার হাতি পাওয়া যাবে।'

'এসব তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর?' কারমিট জানতে চায়।

'হ্যাঁ করি।'

'বেশ, আমারও একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে।' কারমিট গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। 'ডাকোটার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় আমাদের র‍্যাঞ্চের উত্তরে সেখানে এক বৃদ্ধ ইণ্ডিয়ান সামান বাস করে। আমি তার সাথে দেখা না করে কখনও শিকারে বের হই না। সত্যিকারের শিকারী যারা তাদের সবারই নিজস্ব কুসংস্কার রয়েছে, এমনকি আমার বাবার মত বাস্তববাদী লোকও এর বাইরে না। শিকারে গেলে সবসময়ে তার কাছে একটা খরগোশের পা থাকে।'

'ভাগ্যের সম্মতি আর ইশারা পাওয়া যায়,' লিওন একমত প্রকাশ করে। 'আমি যে মহিলার কথা বলছি সে তার যমজ বোন। সে আবার আমার পালক মা।'

'তাহলে আমার মনে হয় আমরা তার কথায় আস্থা রাখতে পারি। আমরা কখন রওয়ানা হব?'

'আমরা মেইন ক্যাম্প থেকে নব্বই মাইল দূরে রয়েছি। আমরা যদি গণ্ডারের মাথা আগে সেখানে নিতে চাই তাহলে আমাদের কয়েকটা দিন বেকার নষ্ট হবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর তবে আমি বলব আমরা এটা এখানে ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রেখে যাই এবং ম্যানইয়রো পরে এটা নিয়ে যাবে। আমরা এখান থেকে সোজা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে এখনই রওয়ানা দেই।'

'কত দূরে?'

'দুই দিনের পথ, আমরা যদি দ্রুত যাই।'

পরের দিন তারা গণ্ডারের মাথাটা একটা মেহগনি গাছের মগডালে তুলে দেয় এবং একটা খোচা দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখে যাতে হায়েনা বা অন্যকোনো মাংসাশী প্রাণী সেটার নাগাল না পায়। তারপরে তারা পূর্বদিকে রওয়ানা দেয় এবং রাতে যখন আঁধারের জন্য সামনে কিছু দেখা যায় না তখনই তারা ক্যাম্প করে। লিওন চায় না কোনো এ্যান্টবিয়ারের গর্তে পড়ে ঘোড়াগুলোর পা ভাঙুক। রাতের বেলা তার ঘুম ভেঙে গেলে সে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বোঝার চেষ্টা করে কেন ঘুম ভাঙল। একটা ঘোড়ার দাপাদাপির শব্দে তার ঘুম ভেঙেছে।

সিংহ! সে ভাবে। ঘোড়া আক্রমণ করেছে। সে কম্বলটা ছুড়ে ফেলে রাইফেলের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উঠে বসে। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা আগুনের আভায় সে একটা অপরিচিত অবয়ব বসে রয়েছে দেখতে পায়। একটা লাল *শুকা* দিয়ে তার আপাদমস্তক আবৃত।

'কে ওখানে?' সে ধমকে উঠে জানতে চায়।

'আমি লইকত। আমি এসেছি।'

সে উঠে দাঁড়াতে লিওন তাকে সাথে সাথে চিনতে পারে, যদিও ছয়মাস আগে যা দেখেছিল সে এরই ভিতরে তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। সেই সাথে তার গলাও ভেঙেছে, সে এখন একজন পরিপূর্ণ যুবক। 'লইকত, তুমি আমাদের কিভাবে খুঁজে পেলে?'

'লুসিমা মা বলে দিয়েছে তোমাদের কোথায় পাওয়া যাবে। সে আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাতে।'

'তাদের কথার শব্দে কারমিটের ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে বসে ঘুম জড়ান কণ্ঠে জানতে চায়, 'এত রাতে কিসের আলাপ? এই হাড়গিলেটা কে?'

'আমরা যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি এই ছেলেটা তারই বার্তাবাহক। সে একে পাঠিয়েছে আমাদের খুঁজে বের করে পাহাড়ে নিয়ে যাবার জন্য।'

'সে কিভাবে জানে যে আমরা তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি? আমরা নিজেরাই তো গতরাতের আগে জানতাম না।'

'বাওয়ানা পোপোও হিমা, চোখ খোলো। একটু ভেবে দেখ। এই মহিলা একজন জাদুকরী। তার চোখ থাকে মাটিতে তো পা থাকে আকাশে। তুমি ভুলেও তার সাথে কখনও জুয়া খেলতে বসো না।'

মাথার উপরে স্বপ্নীল নীলাকাশ নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লনসোনইয় পাহাড়কে তারা দিনের শুরুতে দেখে কিন্তু তার বিশাল আকৃতির পাদদেশে পৌছাতে তাদের সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় এবং *ম্যানইয়াত্তায়* লুসিমার কুঠিরের সামনে তারা যখন ঘোড়া থেকে নামে তখন বেশ রাত হয়েছে। সে তাদের ঘোড়ার আওয়াজ শুনেছে এবং দরজায় সটান দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। কোমরের কাছে পুঁতির সুতার ঝালর ছাড়া সে সম্পূর্ণ নিরাভরণ। চর্বি আর গিরিমাটি দিয়ে তার ত্বক সদ্যই লেপা হয়েছে আর ত্বক থেকে দ্যুতি না ছড়ান পর্যন্ত মালিশ অব্যাহত ছিল।

লিওন তার দিকে হেঁটে যায় এবং এক হাঁটু ভেঙে বসে। 'মা তোমার আশীর্বাদ আমায় দাও,' সে বলে।

'বাছা, সেটা সবসময়ে তোমার সাথে আছে।' সে তার মাথা স্পর্শ করে। 'আমার মাতৃমমতা অবশ্যই তোমার জন্যও উৎসারিত।'

'আমি আরেক হতভাগাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।' লিওন উঠে দাঁড়িয়ে ইশারায় কারমিটকে সামনে আসতে বলে। 'তার সোয়াহিলি নাম বাওয়ানা পোপোও হিমা।'

'আচ্ছা এই তাহলে রাজকুমার, মহান শ্বেতাঙ্গ রাজার সন্তান।' লুসিমা ভালো করে কারমিটের মুখের দিকে তাকায়। 'সে একটা বিশাল গাছের উপশাখা, কিন্তু সে কখনও

যে গাছ থেকে তার উৎপত্তি তার সমান লম্বা হতে পারবে না। জঙ্গলে সবসময়ে এমন একটা গাছ থাকে যেটা আর সব গাছের চেয়ে লম্বা, একটা ঈগল সব সময়ে অন্য পাখিদের চেয়ে উঁচু উড়ে।' সে কারমিটের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ হাসি হাসে। 'এসবই নিজের অন্তরে সে জানে আর এটা তাকে অসুখী আর ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করে তুলেছে।'

লিওনও তার এই অন্তর্জ্ঞানের প্রকাশে অবাক মানে। 'বাবার চোখে সম্মানিত হবার ইচ্ছায় সে মরিয়া,' লিওন সম্মতির সুরে বলে।

'আর তাই সে আমার কাছে এসেছে হাতির খোঁজে।' সে মাথা নাড়ে। 'সকালে আমি তার *বন্দুকিকে* আশীর্বাদ করব এবং তাকে শিকারের পথনির্দেশনা দেব। কিন্তু এখন তোমরা আমার সাথে ভুরিভোজ করবে। তোমার আর এই *মজুনগুর* জন্য আমি একটা ছাগল কেটেছি, দুধ আর রক্ত যারা খায় না তারা ঠাণ্ডা মাংস পছন্দ করে!'

পরের দিন দুপুরে তারা গরুর খোয়াড়ে অবস্থিত সালিশ গাছের নিচে সমবেত হয়। পাকা করা সিংহের চামড়ার উপরে বিগ মেডিসিনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। নীলচে ইস্পাতকে সদ্যই তেল দিয়ে পালিশ করা হয়েছে আর তার কাঠের বাট সূর্যের আলোয় চকচক করছে। বলী দেয়া গরুর তাজা রক্ত এবং দুধ, লবণ, নস্যি, আর কাচের পুঁতির দ্বারা সব ঠিকমত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সিংহের চামড়ার মাথার দিকে কারমিট আর লিওন পাশাপাশি থেবড়ে বসেছে ম্যানইয়রো আর লইকত তাদের পেছনেই আছে।

লুসিমা তার আপন কুঁড়েঘর থেকে বের হয়ে আসে, জাঁকালো সাজসজ্জা আর অলঙ্কারে তাকে চমৎকার দেখায়। রাজোচিত মহিমায় সে সালিশ গাছের নিচে আসে, তার সেবাদাসীরা তার পেছনেই আছে। সমবেত সবাই হাততালি দিয়ে তার প্রশস্তি কীর্তন করে: 'সে মহান কালো গরু যে তার স্তনের দুধ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সে সর্বদর্শী দর্শক, যার চোখে কিছুই এড়ায় না। সে গোত্র মাতা। সে জ্ঞানীদের একজন যারা পৃথিবীর সবকিছুই জানে। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, লুসিমা মা।'

সে সমবেত সবার সামনে আসন পেতে বসে এবং যজ্ঞের প্রশ্ন তোলে 'আমার পাহাড়ে তোমরা কেন এসেছো? কি চাও তোমরা আমার কাছে?'

'দয়া করে আপনি আমাদের অস্ত্রকে আশীর্বাদ করে দিন,' লিওন উত্তর দেয়। বনের মাঝে বিশাল ধূসর মানুষ যে পথে যায় সেই দিব্য পথ আমাদের দেখাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি।'

লুসিমা উঠে দাঁড়ায় এবং রাইফেলের উপরে রক্ত আর দুধ, লবণ আর নস্যি ছিটিয়ে দেয়। 'এই অস্ত্রটাকে সেই শিকারীর দৃষ্টির মত ভয়ঙ্কর করে দাও যার দিকে সে দৃষ্টিপাত করবে সেই যেন ভস্ম হয়ে যায়। তার *পোপোওওওও* যেন মৌচাকে ফিরে আসা মৌমাছির মত সোজা ছুটে যায়।'

তারপরে সে কারমিটের সামনে গিয়ে তার নোয়ান মাথায় জিরাফের লেজ দিয়ে তৈরি লাঠি দিয়ে দুধ আর রক্ত ছিটিয়ে দেয়। 'তার হাত থেকে কখনও শিকার ফসকে

যাবে না, কারণ সে শিকারীর হৃৎপিণ্ড ধারণ করে আছে। নির্ভুলভাবে তাকে তার শিকার অনুসরণ করতে দাও। কিছুই যেন শিকারীর চোখ এড়িয়ে না যায়।'

লিওন ফিসফিস করে অনুবাদ করে কারমিটকে বলে, এবং তার প্রতিটা বাক্যের পরে, সবাই তালি দেয় আর তার প্রার্থনার শেষে ধুয়া দেয়– 'মহান কালো গাভীও একই কথা বলছে, তবে সেটাই হোক।'

লুসিমা নাচ শুরু করে, বাচ্চামেয়েদের পায়ের মত একটা আঁটসাঁট বৃত্তে ঘুরতে থাকে, দেহের ঘাম তেল আর গিরিমাটির সাথে মিশে গিয়ে একটা হলুদাভ আভা বিকিরিত না হওয়া পর্যন্ত বিরাম নেয় না। অবশেষে সে তার দেহ সিংহের চামড়ার উপরে ছেড়ে দেয় এবং তার মুখ বিকৃত দেখায়। সে ঠোঁট কামড়ে থাকে যতক্ষণ না গাল বেয়ে রক্ত নেমে আসে। তার পুরো দেহ সশব্দে আন্দোলিত কম্পিত হতে থাকে, করাতের মত তার শ্বাস পড়তে থাকে এবং গলার কাছে ঘড়ঘড় করে, গাঁজলায় তার ঠোঁট ঢেকে যায় এবং রক্তের সাথে মিশতে সেটা রগালাপী দেখায়। সে এখন যখন কথা বলে তার কণ্ঠ পুরুষের মত কর্কশ আর মোটা শোনায়– 'শিকারী বাড়ি ফিরে চলেছে। চালাক শিকারী সকালবেলা ছোট্ট কালো পাখির ডাক অবহেলা করবে না,' চেপে বসা দাঁতের ফাঁক দিয়ে সে বলে। 'সে যদি পাহাড়ের উপরে অপেক্ষা করে তবে শিকারী তিনবার ধন্য হবে।' সে হাঁপাতে থাকে এবং নদী সাঁতরে আসা শিকারী স্প্যানিয়েল্ তীরে উঠে যেভাবে শরীর ঝাঁকায় সেভাবে ঝাঁকাতে থাকে।

'মানলাম, তোমার মায়ের দেয়া সূত্রগুলো কিন্তু দুর্বোধ্য,' ইসমায়েলের রেধে দেয়া শূকরের মাংসের মত নরম আর সরস শজারুর রোস্ট দিয়ে রাতের খাবার সারার সময়ে কারমিট নিরস সুরে বলে। 'তোমার কি মনে হয়, সে আমাকে শিকার ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে।'

'তোমার ইন্ডিয়ান শামান তোমাকে কি শেখায়নি যে অতি প্রাকৃত ভবিষ্যৎবাণী যখন তুমি বিবেচনা করবে তখন এর প্রতিটা শব্দকে তার সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে? কোন কিছু আক্ষরিক অর্থে নেয়ার কোনো উপায় নেই। একটা উদাহরণ দেই– গতবার আমি যখন লুসিমা মায়ের সাহায্য চাই সে আমাকে সুকণ্ঠী গায়ককে অনুসরণ করতে বলেছিল। শেষে দেখা যায় এটা ছিল মধুচোর এক পাখির ডাক।'

'মহিলাতো দেখছি পক্ষিবিশারদ, কিন্তু মধুচোরের বদলে আমাদের দিয়েছে কালো পাখি।'

'আচ্ছা, প্রথম থেকে শুরু করি। সে কি তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছে বা বাড়ি অভিমুখে যেতে বলেছে?'

'বাড়ি অভিমুখে! আমার বাড়ি নিউ ইয়র্ক, আমেরিকায়।'

'বেশ কথা, তার মানে আমরা দিক পাচ্ছি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং সামান্য উত্তরের ছোঁয়া, আমার মনে হয়।'

'আর কোনো সম্ভাবনা না থাকার দরুন এটাকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া বুদ্ধি নেই,' কারমিটও সম্মতি জানায়।

কার ছেড়ে আসবার সময়ে সাথে করে নিয়ে আসা আর্মি ইস্যু কম্পাস লিওন বের করে এবং তারা প্রথম রাতে একটা ছোট পাথুরে পাহাড়ের আড়ালে ক্যাম্প করে। সকালের ঠিক আগে আগে কফি খেতে খেতে তারা সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষা করে। সহসা লইকত মাথাটা একটু কাত করে হাত তুলে সবাইকে শান্ত থাকতে বলে। তারা কথা থামিয়ে শুনতে চেষ্টা করে। আওয়াজটা এত ক্ষীণ যে বাতাস না থাকলে বা অনুকূলে প্রবাহিত হলে কোনোমতে শোনা যায়।

'কি ব্যাপার, লইকত?'

'*চুনগাজি*রা একে অন্যের সাথে কথা বলছে।' সে বর্শা হাতে উঠে দাঁড়ায়। 'আমাকে পাহাড়ের উপরে যেতে হবে তারা কি বলছে শোনার জন্য।' তারা যখন দূরাগত শব্দ শোনার চেষ্টা করছে, সে আস্তে করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

'শব্দটা কোনো মানুষের করা বলে মনে হয় না,' কারমিট বলে, 'অনেকটা চড়ুই পাখির মত আওয়াজ।'

'অথবা ছোট কালো পাখির কিচিরমিচির?' লিওন জানতে চায়। 'লুসিমা মায়ের ছোট কালো পাখি?'

তারা দু'জনেই এবার হেসে উঠে।

'আমার মনে হয় তোমার কাজ হয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে আসার সময়ে লইকত আমাদের জন্য খবর নিয়ে আসবে।'

তারা তার ডাক শুনে, অন্যদের কণ্ঠের চেয়ে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট, এবং সূর্য ওঠার অনেক পরে পর্যন্ত তাদের এই গায়েবী আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে। অবশেষে, বাতাস আর ক্রমে বাড়তে থাকা গরমে আলোচনা দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে চারপাশে নিরবতা নেমে আসে। কিছুক্ষণ পরেই লইকত ফিরে আসে। নিজের গুরুত্ব বেড়ে গেছে বোঝাবার জন্য তার হাঁটা চলাই বিটকেলে হয়ে উঠে। পরিষ্কার বোঝা যায় কেউ অনুরোধ না করলে সে একটা শব্দও বলবে না।

লিওন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। 'লইকত তুমি আর তোমার খৎনা করান ভাইয়েরা কি আলোচনা করলে?'

'দশ হাজার কুলির সাফারি আর আসো নগ'ইরো নদীর তীরে অনেক *ওয়াজুনগু* ক্যাম্প করেছে এবং ইমেরিকা নামে একটা দেশের রাজার প্রচুর জীবজন্তু শিকার করা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।'

'এরপরে তোমরা কি নিয়ে আলাপ করলে?'

'আরুশায় লাল-পানির রোগ গবাদি পশুর মাঝে ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে। দশটা গরু মারা গেছে।'

'এমন কোনো সম্ভাবনা আছে যে রিফট ভ্যালীতে হাতির আনাগোনা নিয়ে তোমরা আলোচনা করেছ?'

'হ্যাঁ, আমরা সে বিষয়েও কথা বলেছি,' লইকত জবাব দেয়। 'আমরা সবাই একমত যে এটাই সময় যখন বড় মর্দা হাতি রিফট ভ্যালীতে নেমে আসে। মারালাল আর কামনোরোর মাঝে গত কয়েক দিনে *চুনগাজি*রা প্রচুর বড় হাতি দেখেছে। পূর্বদিকে গমনকারী তিনটা হাতির একটা পাল নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সবগুলোই প্রমাণ আকৃতির।' তারপরে, সে হঠাৎ হেসে ফেলে এবং তার গলার আওয়াজের ছন্দপতনে একটা ব্যগ্রতা ফুটে উঠে। 'ম'বোগো আমরার যদি তাদের ধরতে চাই তাহলে আমাদের এখনই উত্তর দিক দিয়ে, তারা সামবুরুল্যান্ড আর তুরকানায় ঢুকে পরার আগেই, তাদের সামনে পৌঁছাতে হবে।

ম্যানইয়রো আর লইকত ঘোড়ার আগে আগে তাদের লম্বা লম্বা লাফিয়ে চলা পদক্ষেপে, যার নাম তারা দিয়েছে 'পৃথিবীর বুকে লোভীর মত লাফিয়ে চলা', এগিয়ে যায়। দুই ঘোড়সওয়াড় তাদের পিছনে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটায় আর আরও পিছনে ইসমায়েল একটা গাধার পিঠে চড়ে আরেকটার উপরে তার হাড়ি-পাতিল চাপিয়ে টেনে নিয়ে আসে।

কারমিট তার সহজাত অদম্য মেজাজে বহাল। 'দু'পায়ের ফাঁকে একটা তাগড়া ঘোড়া, হাতে রাইফেল, আর শিকারের নিশ্চিত নিশ্চয়তা! বাপের ব্যাটা, এরই নাম না জীবন।'

'আমিও অন্য কিছুর কথা চিন্তা করতে পারছি না পারলে এখনই শুরু করে দেই,' লিওন সম্মতি জানায়।

কারমিট হঠাৎ লাগাম টেনে ধরে এবং টুপি দিয়ে চোখ আড়াল করে ধূসর কাঁটাঝোপের একটা জটলার কি যেন দেখার চেষ্টা করে। 'ওখানে একটা ঢাউস কুডু মোষ দাঁড়িয়ে আছে,' সে বলে। 'ফ্রাঙ্ক মেলোর সাথে যা শিকার করেছি তার চেয়ে ঢের বড়।'

'তুমি আরেকটা কুডু চাও না একশ পাউন্ডের জাম্বো? মন ঠিক কর, বন্ধু। দুটো একসাথে হবে না।'

'কেন হবে না?' কারমিট জেদী সুরে জানতে চায়।

'বড় মর্দা হাতিটা যে পাছায় তোমার নামের সিলমোহর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে হয়ত পাশের চড়াইয়ে রয়েছে। তুমি একটা গুলি কর আর সেও সেকেন্ডে কিলোমিটার বেগে দৌড় শুরু করে দিক। নীলনদ পার হবার আগে তার সেই দৌড় থামবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'রামগরুরের ছানা! তুমিও হাভাতে ফ্রাঙ্ক মেলোর মতই।' সামনে এগিয়ে যাওয়া দুই মাসাইয়ের সঙ্গ ধরার জন্য, যারা অনেকদূর এগিয়ে গেছে সে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়।

মধ্য দুপুরে মুষ্টিবদ্ধ হাতের গাঁটের মত এক সারি ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া সমতল দিগন্তের উপরে উঁকি দেয়। পাহাড়গুলোর ভেতরে উঁচুটার নিচে রাতটা তারার গাদাগাদি করে কাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালে তারা আগুনের পাশে বসে যখন কফি পান করে তারপরে ইসমাইলের উপরে ক্যাম্প গুটিয়ে তাদের ঘোড়া আর নিজের গাধার পিঠে মালপত্র চাপাবার দায়িত্ব দিয়ে তারা পাহাড়ের চুড়োয় উঠা আরম্ভ করে। তারা চুড়োয় উঠে আসবার পরে আদিগন্ত বিস্তৃত সমভূমির দিকে তাকিয়ে লইকত চিৎকার করে কি যেন বলে। রাতের তখনও অবশিষ্ট অংশের মাঝে একই ধরনের কিন্তু দূরাগত চিৎকারের মাধ্যমে সাথে সাথে তার উত্তর ভেসে আসে। ভাব বিনিময় কিছুক্ষণ চলার পরে সে লিওনের দিকে তাকায়। 'আমি যার সাথে কথা বলছিলাম তারা সে না। এখানে আমাদের এলাকা আর সামবুরুর সীমান্ত,' লইকত তাকে বলে। 'সে আধা সামবুরু, আমাদের জারজ নভাইদের গোত্র। তারাও মাআআতে কথা বলে কিন্তু আমাদের মত না। তাদের বলার ভঙ্গিটা অনেকটা এরকম হাস্যকর।' সে তার চোখ মটকে মতিভ্রষ্ট গাধার মত নির্বোধ আ-ই শব্দ করে। ম্যানইয়রোর কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকে এবং সে বৃত্তাকারে একপাক নেচে নেয় এবং নিজের গালে চাপড় দিয়ে সামবুরুর মাআআ ভাষায় কথা বলা নকল করে।

'এই যে দুআ ভোদড় তোমাদের আনন্দ করা শেষ হলে তোমরা কি আমাকে বলবে তোমাদের সামবুরু জারজ ভাই কি বলেছে?'

নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই হেসে কুটিকুটি হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লইকত উত্তর দেয়, 'সামবুরু গাধাটা আরও বলেছে গত রাতে *ম্যানইয়াত্তায়* গরুর পাল চরিয়ে ফেরার সময়ে সে তিনটা মর্দাকে দেখেছে। সে বলেছে তিনটারই লম্বা লম্বা সাদা গজদন্ত রয়েছে।'

'ব্যাটারা কোনদিকে গেছে?' কণ্ঠে ব্যগ্রতা নিয়ে লিওন জানতে চায়।

'তারা সোজা এই উপত্যকার দিকে আসছে, এখন আমরা যেখানে রয়েছি।' লিওন দ্রুত কারমিটকে বুঝিয়ে বলে এবং দেখে তার চোখ উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে গেছে। 'তার মানে হল গতকাল আমি যদি তোমাকে কুডুটা শিকার করতে দিতাম তাহলে তাদের ধরার সামান্যতম সম্ভাবনাও নাকচ হয়ে যেত।'

'লজ্জা আর অনুশোচনায় আমি ডুবে গেলাম। এরপর থেকে মহান সবজান্তার সব কথা আমি মান্য করব প্রতিশ্রুতি দিলাম।' কারমিট তাকে ইচড়ে পাকা ভঙ্গিতে সেল্যুট করে।

'রুজভেল্ট, তুমি জাহান্নামে যাবে!' লিওন দেতো হাসি হেসে বলে। 'আমি ম্যানইয়রো আর লইকতকে নিচের উপত্যকায় পাঠাচ্ছি দেখতে যে রাতের বেলা ব্যাটারা আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছে কি না। অবশ্য আশার কথা মাত্র অমাবস্যা গেছে তো রাতের বেলা তাদের পথ চলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তারা রাতের আঁধারে বিশ্রাম নিয়েছে এবং এখন কেবল নড়াচড়া শুরু করেছে।' তারা

দুই মাসাইকে পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার ঘন গাছপালার গভীরে ঢুকে যেতে দেখে।

'এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লুসিমার সকালবেলা কিচিরমিচির করা ছোট কালো পাখির উপদেশ পালন করেছি। তার পরবর্তী পরামর্শ কি ছিল?' কারমিট হঠাৎ জানতে চায়।

'সে বলেছে যে শিকারী পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করবে সৌভাগ্য তিনবার তাকে স্পর্শ করবে। আমরা এখন পাহাড়ের উপরে রয়েছি। এখন দেখতে হবে সৌভাগ্য তোমাকে তিনবার স্পর্শ করে কিনা।'

দিগন্ত রেখার উপরে সূর্য তেড়েফুড়ে উঠে আসতে লিওন কাঁধ থেকে বাইনোকুলারটা নামিয়ে হাতে নেয় এবং গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে। ধীরে ধীরে নিচের উপত্যকায় সে লেন্সটা ঘুরাতে থাকে। ঘন্টাখানেক পরে গদাই লস্করি চালে গল্প করতে করতে ম্যানইয়রো আর লইকতকে হেঁটে আসতে দেখে। বাইনোকুলারটা নামিয়ে রাখে। 'তাদের কোনো তাড়া নেই, তারমানে খবর খারাপ। হাতিগুলো এপথে যায়নি। এখনও পর্যন্ত।' দুই মাসাই উঠে এসে কাছেই উবু হয়ে বসে। লিওন চোখে প্রশ্ন নিয়ে ম্যানইয়রোর দিকে তাকাতে সে মাথা নাড়ে।

'*হাপানা।* কিস্যু না' সে তার নস্যিডিবে বের করে নিজে নিয়ে লইকতের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে। তারা নস্যি নিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁচি দেয়, তারপরে ফিসফিস করে নিজেদের ভিতরে কথা বলতে থাকে যাতে তাদের কণ্ঠ নিচের উপত্যকা থেকে শোনা না যায়। কারমিট মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে টুপিটা চোখের উপরে টেনে দেয় এবং কিছুক্ষণ পরে তার মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। দিগন্তের উপরে লিওন তার বাইনোকুলার ঘুরিয়ে দেখতে থাকে আর মাঝে মাঝে চোখকে বিশ্রাম দেবার জন্য নামিয়ে শার্টের হাতা দিয়ে লেন্সটা পরিষ্কার করে।

পাহাড়ের ধারে কতগুলো পাথরের বোল্ডার হঠাৎ টুপ করে খসে পড়ে গড়িয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে আসে। কোনো কোনোটা দেখতে হাতির পিঠের মত এবং লিওন বেশ কয়েকবার বাইনোকুলারের দৃষ্টিপথে অতিকায় ধূসর পাথরকে হাতি ভেবে খামোখাই উত্তেজিত হয়ে উঠে। সে আরো একবার বাইনোকুলারটা নামিয়ে রেখে মৃদুকণ্ঠে ম্যানইয়রোর কাছে জানতে চায়– 'আমরা কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব?'

'সূর্য যতক্ষণ ওখানে না আসে।' ম্যানইয়রো মাথার উপরে সোজাসুজি আকাশের দিকে দেখায়। 'ততক্ষণে যদি তারা এসে না পৌঁছায় তবে বুঝতে হবে অন্যদিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা তাই হলে আমরা ঘোড়া নিয়ে দ্রুত *ম্যানইয়ত্তায়* যাব সামবুরু গতকাল যেখানে তাদের দেখেছে। সেখান থেকে পায়ের ছাপ অনুসরণ করব যতক্ষণ না তাদের দর্শন পাই।'

কারমিট চোখ থেকে টুপিটা তুলে এবং জিজ্ঞেস করে, 'ম্যানইয়রো কি বললো?' লিওন তাকে বুঝিয়ে বললে সে উঠে বসে। 'আমার বিরক্ত লাগছে,' সে ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলে। 'একেবারে ইঁদুর বিড়ালের লুকোচুরি।'

লিওন উত্তর দেবার কষ্ট করে না। সে আবার চোখে বাইনোকুলার দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে।

উপত্যকা বরাবর আধমাইল দূরে একটা জায়গায় সে খানিকটা সবুজের ছোপ আগে লক্ষ করেছিল। রঙ আর লতাপাতার ঘনত্ব দেখে সে বুঝতে পেরেছিল ওটা মাঙ্কি-বেরী ট্রি একটা বন। বেগুনী রঙের তিতকুটে স্বাদে ফলগুলো মানুষ খুব একটা পছন্দ না করলেও ছোট বড় অনেক প্রাণীকে ঠিকই আকৃষ্ঠ করে। বনের মাঝে একটা একটা বিশাল গোল বোল্ডার পড়ে আছে, মাঙ্কি-বেরী গাছের উপর দিয়ে কেবল তার বর্তুলাকার উপরিভাগ দেখা যায়। সে আবার জায়গাটা ফোকাসের ভিতরে আনে এবং দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেবে এমন সময় তার হৃৎপিণ্ডের গতি হঠাৎ দ্রুততর হয়ে উঠে। পাথরের গড়ন বদলেছে বলে মনে হয় আর এর আকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। চোখে ব্যথা শুরু না করা পর্যন্ত সে একটানা তাকিয়ে থাকে। তার আবার এর আকৃতি বদলায়। সে নিশ্বাস নিতে ভুলে যায়। বোল্ডারের পিছনে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে, অর্ধেকটা পাথরের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে তাই কেবল তার শিরদাঁড়ার বাঁক আর পশ্চাদভাগের কিছুটা অংশ বের হয়ে আছে। এত বিশাল একটা ধড় তাদের কারও চোখে ধরা না পড়ে ওখানে পৌছানতে বোঝা যায় কতটা নিরবে আর কতটা অলক্ষ্যে বিশাল এই প্রাণীটা চলাফেরা করতে সক্ষম। হাঁপানি রোগীর মত হাসফাস করার আগে পর্যন্ত সে দম চেপে রাখে। সে হাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু সেটা আর নড়েনি। কেবল একটা হাতি সেখানে আছে তাই তারা যে পালটা খুঁজছে এটা সেই হাতি না। সম্ভবত কোনো দলছুট বা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত মর্দা। সে হতাশা মোকাবেলা করার জন্য নিজেই যুক্তির জাল বিস্তার করতে থাকে।

তারপরে তার চোখের ডানপাশে একটা নড়াচড়া তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। মাঙ্কি-বেরী ট্রির ডালপালার ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় হাতিটার মাথা উঁকি দেয়। সে আবার নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলে। একটা বিশাল মর্দা– মাথাটা বিশাল, কপাল দর্শনীয় রকমের উঁচু আর ইয়টের পালের মত তার কানগুলো ছড়িয়ে আছে। তার ঝুলন্ত শুড় এক জোড়া বাঁকান, মোটা, উজ্জ্বল দাঁক আলতো করে জড়িয়ে রেখেছে।

'ম্যানইয়রো!' লিওন ব্যগ্রকণ্ঠে ফিসফিস করে ডাকে।

'ম'বোগো, ব্যাটাকে দেখেছি আমি।'

লিওন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে দুই মাসাই উঠে দাঁড়িয়ে মাঙ্কি-বেরী ট্রি'র দিকে তাকিয়ে আছে। 'কতগুলো?' সে জানতে চায়।

'তিনটা,' লইকত উত্তর দেয়। আরেকটা পাথরের পিছনে আছে। একটা আমাদের দিকে মুখ করে আছে এবং তৃতীয়টা বাকি দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। আমি কেবল তার পা দেখতে পাচ্ছি।'

কারমিট তাদের গলায় উত্তেজনার আভাস পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে। 'কি ওটা? তোমরা কি দেখেছো?'

'বেশি কিছু না।' লিওন কম্পিত কণ্ঠে বলে। 'একশ পাউন্ডের একটা, দুটোও হতে পারে কিংবা তি-নটা। কিন্তু তুমি এতটাই বিরক্ত যে এ ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ আর অবশিষ্ট নেই।'

কারমিট টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘুম এখনও চোখ থেকে পুরোপুরি যায়নি। 'কোথায়? কোনদিকে?'

লিওন হাত দিয়ে দিক-নির্দেশ করে। তারপরে কারমিট দেখতে পায়। 'বেশ, আমি বোধহয়–' সে বোকা হয়ে তাকিয়ে থাকে। 'আমার মাথায় একটা লাথি মার। আমার ঘুম ভাঙাও। এটা সত্যি না। হতে পারে না। আমাকে বল, আমি স্বপ্ন দেখছি। একবার খালি বল দাঁতগুলো নকল না।'

'বন্ধু, একটা কথা কি জান। এখান থেকে আমার তাদের আসলই মনে হচ্ছে।'

'তোমার রাইফেল কোথায়? চলো ধাওয়া করি।' কারমিটের গলা ফ্যাসফেসে শোনায়।

'কি চমৎকার আপনার অভিপ্রায়, মি. রুজভেল্ট। আমি এতে কোনো খুঁতই দেখতে পাচ্ছি না।' তাদের চোখের সামনে, তিনটা হাতি মাঙ্কি-বেরীর বন থেকে গদাই লস্করি চালে বেরিয়ে এসে উপত্যকার উপর দিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসতে থাকে। এক সারিতে তারা বন্য প্রানীর আসা যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া একটা চওড়া পথ ধরে এগোতে থাকে যেটা যে পাহাড়ের মাথায় তারা দাঁড়িয়ে আছে সেটা খুব কাছ দিয়েই অতিক্রম করেছে।

'আমার সনদে কয়টা হাতির কথা লেখা আছে?' কারমিট তার দাবী পেশ করে। 'তিনটে কি?'

'তুমি খুব ভালো করেই জান। তুমি কি সবগুলো শিকারের কথা চিন্তা করছো। পেটুক ছেলে।'

'সবচেয়ে বড় গজদন্ত কোনটার?' কারমিট উইনচেস্টারে কার্তুজ ভরতে ভরতে জানতে চায়।

'এতদূর থেকে বলা মুশকিল। তিনটাই মাশাল্লা। আমাদের আরো অনেক কাছে যেতে হবে বড়টা আলাদা করতে হলে। কিন্তু এখন বোধহয় আমাদের ঝেড়ে দৌড় দেয়া দরকার। তারা খুব দ্রুত এগোচ্ছে।'

তাদের বুটের নিচে আলগা পাথরগুলো গড়িয়ে দিয়ে তারা হুড়মুড় করে পাহাড় থেকে নেমে আসে। গাছ আর মাঝেমাঝে ঢালের স্ফীত অংশ তাদের দৃষ্টিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তারা হাতির অবস্থান হারিয়ে ফেলে। লিওনের নেতৃত্বে তারা উপত্যকার সমতলে এসে পৌছে। পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর বামদিকে ঘুরে সে দ্রুত দৌড়াতে থাকে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছাবার জন্য যেখান থেকে তারা হাতির পালের গতিপথে অভিগ্রহণ করতে পারবে।

সে বন্যপ্রাণীর চলাচলের পথের কাছে এসে পৌছে অনন্তকাল থেকে ক্ষুর, প্যাড, পায়ের আঘাতে পথটা সৃষ্ট আর প্রশস্ত হয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সে চারপাশে হন্যে

০য়ে খুঁজতে থাকে। কারমিট তার পেছন পেছন আসে বাকি দুই মাসাই কয়েকপা পিছিয়ে আছে। লিওন দেখে পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা অগভীর গিরিখাত সামনে পথটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বর্ষার পানি গড়িয়ে যাওয়ার কারণে সেটা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তারা সেখানে পৌঁছাবার আগে একসাথে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়। গিরিখাতে দূরবর্তী প্রান্তে চার কি পাঁচশ গজ দূরে গাছের আড়াল থেকে পালের গোদাটাকে লিওন বের হয়ে আসতে দেখে, বাকি দুটা তার গায়ে গা ঠেকিয়ে অনুসরণ করছে, সবাই একসারিতে হেলতে দুলতে সোজা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারপরে তাদের বামদিকে একটা বিকট চিৎকার পাহাড়ের শীর্ষে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে আগত হন্তারকদের উপস্থিতি ফাঁস করে সেন্টিনেল বেবুনের আর্তচিৎকার। সে তার জায়গা থেকে নিচের উপত্যকায় মানুষ দেখতে পেয়েছে। সাথে সাথে বাকীরাও চিৎকার শুরু করে দেয়। বিদঘুটে কর্কশ শব্দের শোরগোল পুরো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। বেমাক্কা ভঙ্গিতে হাতি তিনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা যুথবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দুলতে শুরু করে, তাদের কান প্রসারিত, বিশাল মাথাটা এপাশ-ওপাশ নড়ছে, শুড় উঁচু করে বাতাসে বিপদের গন্ধ চিনতে ব্যস্ত।

'একদম স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাক,' লিওন অন্যদের সতর্ক করে দেয়। 'নড়াচড়া করলেই টের পেয়ে যাবে।' সে দাঁড়িয়ে থেকে উদ্দেশ্যপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। ব্যাটারা কোনদিকে দৌড় দেবে? সে ভাবে। পাহাড় থেকে দৌড়ে আসবার ধকল উত্তেজনার রেশ সামলাতে তার হৃৎপিণ্ড পাজরের সাথে বাড়ি খেতে থাকে– তিনটা হাতির প্রত্যেকটাই নিদেনপক্ষে একশ পাউন্ডের গজদন্ত মাথার দুপাশে বহন করছে।

আমাদের কোন দিকে যাওয়া উচিত? তারপরে সে ঠিক করে, 'আমাদের সনাক্ত করার আগেই গিরিখাদে নেমে পড়তে হবে।' সে হাঁপাতে হাঁপাতে আবার সামনে এগোয়। হাতির পালের দৃষ্টি এড়িয়ে গিরিখাদের কাছে পৌঁছায় এবং খাড়া ঢাল বেয়ে বর্ষার আটকে পড়া পানিতে জন্মান ঝোপঝাড়ের পাতা খেতে থাকা একপাল ইম্পালার মাঝে গিয়ে পড়ে। পালটা নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয় এবং গিরিখাদের দূরবর্তী কিনার দিয়ে উপরে উঠে পশু চলাচলের পথ ধরে সোজা হাতির পালের দিকে এগিয়ে যায়। পালের গোদাটা তাদের ছুটে আসতে দেখে উল্টোদিকে ঘুরে সোজা পাহাড়ের ঢাল বরাবর দৌড়াতে থাকে। বাকি দুটো দলনেতাকে অনুসরণ করে।

লিওন কিনারা থেকে উঁকি দেয় এবং দেখে কি নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'ইম্পালার নিকুচি করি!' দাঁত কিড়মিড় করে সে বলে। হাতি তিনটে পাহাড়ের গোড়ায় প্রথম চড়াই বেয়ে তাদের থেকে তীর্যকভাবে দৌড়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য পাহাড়ের চূড়া। 'কারমিট, চলো,' সে পাগলের মত চিৎকার করে বলে। 'শীর্ষে উঠার আগে আমরা যদি তাদের কাছে যেতে না পারি তাহলে এজন্যে আর এদের সুরত দেখতে পাবে না।'

তারা সংকীর্ণ একটা পথ ধরে দৌড়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে। তারা এখনও হাতির পালের দুশো গজ পিছনে আছে। লিওন লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করে ছোটখাট পাথর লাফিয়ে অতিক্রম করে।

হাতির পাল এত খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে। দলনেতা তখন ঘুরে গিয়ে ঢালের সমান্তরালে জিগজ্যাক লাফ দিয়ে আরোহণ শুরু করে। ইত্যবসরে লিওন আর কারমিট তাদের আরোহণ অব্যাহত রাখে, হাতির পালের বাধ্য হয়ে আঁকাবাঁকা লাফের বদলে তারা সটান উঠে যায়। তাদের অতিকায় শিকারের বিপরীতে পায়ের বরাভয়ে তারা এগিয়ে যায়।

'আমার মনে হয় না আমি বেশিক্ষণ উঠতে পারব,' কারমিট হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। 'আমার সহ্যের সীমার কাছে চলে এসেছি।'

'উঠতে থাক বন্ধু,' লিওন পিছনে ঘুরে এবং তার কব্জি চেপে ধরে। 'হাল ছেড়ো না! আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।' সে তাকে টেনে তুলতে শুরু করে। 'আমরা এখন ব্যাটাদের আগে। আর বেশিদূর যেতে হবে না।'

অবশেষে তারা টলোমলো করতে করতে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসে এবং কারমিট একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে। তার শার্ট ঘামে ভিজে আছে, বুক হাঁপড়ের মত উঠানামা করছে এবং গলা দিয়ে বাঁশির মত আওয়াজ বের হয়। পোলিও রোগীর মত তার পা কাঁপতে থাকে। লিওন ঘাড় ঘুরিয়ে নিচে ঢালের দিকে তাকায়। সামনের হাতিটা তাদের থেকে একশ ফিট নিচে রয়েছে কিন্তু ঢাল বরাবর বাঁক নিয়ে দ্রুত উঠে আসছে। লিওন হিসাব করে দেখে তারা আকাশের নিচে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ত্রিশ গজ দূর দিয়ে সে তাদের অতিক্রম করবে, কিন্তু এখনও সে তাদের উপস্থিতি টের পায়নি। 'বন্ধু চটপট তৈরি হও। তোমার পিঠের ঠিক নিচে। দেখি সোনা তুমি কত সুন্দর সুস্থিরভাবে গুলি করতে পার। দ্রুত করে দেখায়। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে তারা আমাদের উপরে এসে উপস্থিত হবে,' সে চাপা স্বরে কারমিটকে বলে। 'তারা তোমাকে কেবল একবার সুযোগ দেবে। প্রথমে দলনেতাকে ধরো। কাঁধের ঠিক নিচে বগলের কাছে গুলি কর। তার হৃৎপিণ্ড নিশানা কর। মস্তিষ্কে গুলি করার দরকার নেই।'

সামনের হাতিটা এতক্ষণে তার মাথার উপরে আকাশের প্রান্তে গুঁড়ি মেরে থাকা অবয়বগুলো দেখতে পায় এবং থেমে গিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শুড় দোলাতে থাকে। সে ঘুরে আবার নেমে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পেছনে ম্যানইয়রো আর লইকত তাকে ধেয়ে আসছে। তারা হাত-পা নেড়ে পাগলের মত চিৎকার করে তাকে চূড়া অভিমুখী করার চেষ্টা করে।

মর্দাটা আবার ঝামেলায় পড়ে যায়, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে শুরু করে। তার দুই সহচর গায়ের উপরে এসে পড়ে। দুটো মাসাই শয়তানের মত চিৎকার করে আর তাদের শুকা আন্দোলিত করে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। অন্যদিকে চূড়ার

লোকগুলো চুপচাপ অনড় ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। পালের গোদার কাছে এদেরকে কম ক্ষতিকর বলে মনে হয়। সে আবার ঘুরে যায় এবং কারমিট আর লিওন যেখানে আছে সোজা সেদিকের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে। বাকি দুটো তার পিছু নেয়।

এই আসছে হাতি। প্রস্তুত থাক,' লিওন কোমল সুরে বলে।

কারমিট তার পশ্চাদদেশের উপর পুরো ভর দিয়ে বসে আছে কনুই হাটুর উপরে দৃঢ়ভাবে রাখা। কিন্তু ওস তখনও হাপাচ্ছে আর লিওন আতঙ্কিত হয়ে দেখে তার উইনচেস্টারের নল কাঁপছে। সে ভয় পায় যে কারমিট হয়ত তার খামখেয়ালিপনার আরেকটা নমুনা পেশ করতে চলেছে কিন্তু সময় সমাগত। সে নিঃশ্বাস নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'কারমিট, এখন! গুলি কর!'

সে তার হল্যান্ড তুলে প্রস্তুত থাকে কারমিট মিস করলে যা সে অবশ্যই করবে সহায়তা করার জন্য। উইনচেস্টার কারমিটের হাতে গর্জে উঠে ঝাঁকি খায়। লিওনের চোয়াল ঝুলে পড়ে, সে বন্দুক নামিয়ে নেয়। বুলেট সামনের হাতির বগলে হামলে পড়েনি সোজা কানের ভিতরে ঢুকে গেছে। হাতিটা হাঁটুর উপরে ভেঙে পড়ে, সাথে সাথে মারা গেছে। উইনচেস্টার আবার গর্জে উঠলে লিওন চমকে উঠে। মৃত হাতির পিছন থেকে বের হয়ে আসা দ্বিতীয় হাতিটার নিথর দেহ ভূপাতিত হয় মস্তিষ্কে আরেকটা নিখুঁত গুলিতে। কিন্তু সে খাড়া ঢালে গড়িয়ে পড়ে এবং গড়াতে থাকে। দেহটার ভরবেগ বৃদ্ধি পায় এবং আলগা নুড়ি পাথরের একটা জলোচ্ছ্বাস বিকট শব্দে নিচের দিকে ধাবিত হয়। ম্যানইয়রো আর লইকত অল্পের জন্য বেঁচে যায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে তারা পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দেহটা তাদের ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়।

চূড়ার নিচে খোলা ঢালে তৃতীয় হাতিটা দুই দল লোকের মাঝে আটকে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ম্যানইয়রো লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে শুখা নাড়তে নাড়তে তার দিকে ধেয়ে যায়। মর্দাটা আর সহ্য করতে পারে না সে সব ভুলে চূড়ার দিকে দৌড় শুরু করে। লিওন আর কারমিট তার পালাবার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশুটার পলায়নপরতা নিমেষে সবেগে ধেয়ে আসায় রূপান্তরিত হয়, ক্রোধে চিৎকার করতে করতে কান অর্ধেক পেছনে বাঁকিয়ে রেখে সোজা তাদের দিকে ধেয়ে আসে।

'আবার!' লিওন চিৎকার করে বলে। 'আবার কারিশমা দেখাও! গুলি কর!' সে এক ঝাঁকিতে হল্যান্ড তুলে নেয় কিন্তু গুলি করার আগেই উইনচেস্টার দিনে তৃতীয়বারের মত গর্জে উঠে। হাতিটা কারমিটের লেভেল থেকে নিচে ছিল, কিন্তু একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে তাই নিশানা করতে হত অনেকটা উপরে। যাই হোক সে নিখুতভাবে পরিমাপ করেছে এবং তার নিশানায় মৃত্যুর টিপসই। শেষ হাতিটা তার শুড় মাথার উপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দেয় এবং তার সহচরদের মতই দ্রুত ব্যথাহীনভাবে মারা যায়। সেও ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়ে, এবং শেষ কয়েকশ ফিট পিছলে এসে পাহাড়ের পাদদেশের এক বড় গাছের গুঁড়িতে এসে আটকে যায়। প্রথম আর শেষ গুলিটার ভিতরে সময়ের পার্থক্য এক কি দুই মিনিট। লিওন একবারও গুলি করেনি।

গুলির আওয়াজ উপত্যকার দূরবর্তী প্রান্তে বিলীন হয়ে যায় এবং সমভূমির উপরে একটা গভীর নিরবতা নেমে আসে। কোনো পাখির ডাক বা বানরের শব্দ শোনা যায় না। পুরো প্রকৃতি যেন নিশ্বাস আটকে কিছু শোনার অপেক্ষা করছে।

লিওনই অবশেষে নিরবতা ভাঙে। 'আমি যখন বলি তুমি মাথায় গুলি কর তুমি গুলি কর ধড়ে, আবার যখন দেহে গুলি করতে বলি তুমি কর মাথায়। আমি তোমাকে সহজ নিশানা দিলে তুমি সব গুবলেট করে ফেলো। অসম্ভব কোনো নিশানা যখন ভেদ করতে বলি তুমি ঠিক অনায়াসে তাই কর। রুজভেল্ট তোমার সমস্যা কি? আমি সত্যিই জানি না আমাকে তোমার এখানে কেন প্রয়োজন।'

কারমিটকে দেখে মনে হয় না কথাগুলো তার কানে গেছে। তার ঘামে ভেজা মুখে একটা বিস্মিত অভিব্যক্তি নিয়ে সে তার কোলের উপরে রাখা রাইফেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'ঈশ্বর আমাকে সত্যিই ভালোবাসে!' সে ফিসফিস করে বলে। 'এত ভালো লক্ষ্যভেদ আমি আগে কখনও করিনি।' সে মাথা তুলে ভূপাতিত তিনটা বিশাল দেহের দিকে তাকায়। সে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে কাছের হাতিটার দিকে হেঁটে যায়। সে ঝুঁকে এবং ডান হাত দিয়ে তার লম্বা দীপ্তিময় গজদন্ত সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে স্পর্শ করে। 'যা ঘটেছে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। বিগ মেডিসিনে সহসা বোধহয় দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে আমি আমার বাইরে এসে নিজেকে দেখছি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটায় দর্শকের ভূমিকা পালন করছি।' সে উইনচেস্টারটাকে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে এবং পূজার অর্ঘ্যের মত এর নীলচে ইস্পাতের ব্রিচ ব্লকে চুমো খায়। 'কি খবর বিগ মেডিসিন, লুসিমা মা শেষ পর্যন্ত তোমাকেও বশ মানাল?'

ছয়দিন পরে পচন ধরা মাংসের স্তরের ভিতর থেকে দাঁতগুলো টেনে বের করে আনা হয় আর ততদিনে কাছের সামবুরু গ্রাম থেকে ম্যানইয়রো কুলির একটা বহর প্রস্তুত করেছে আসো নগ'ইরো নদীর তীরে মূল ক্যাম্পে দাঁতগুলো বহন করে নিয়ে যাবার জন্য। ফিরতি পথে তারা গাছের ডালে সংরক্ষণকৃত গণ্ডারের মাথা সংগ্রহের জন্য বিকল্প পথ ব্যবহার করে। কুলির একটা দীর্ঘ লাইন বড় জন্তুর স্মারকের একটা আকর্ষণীয় সংগ্রহ নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যায়। নদী থেকে তারা যখন কয়েক মাইল দূরে তখন ক্যাম্পের দিক থেকে একদল ঘোড়সওয়ারকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'আমি বাজি ধরতে পারি, বাবা আসছে আমি কি করে বেড়াচ্ছি তার সুরতহাল করতে।' কারমিট সাক্ষাতের সম্ভাবনায় মুখিয়ে থাকে। 'এই স্মারকের উপর প্রথমবার চোখ পড়ার পরে তার চেহারা দেখার জন্য আমার তর সইছে না।'

লাগাম টেনে ধরে আগুয়ান দলটার জন্য তারা তারা যখন অপেক্ষা করতে থাকে, লিওন বাইনোকুলারটা নিয়ে দলটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! তোমার বাবা আসছে না।' সে আরও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। 'সেই খবরের কাগজের লোক আর তার তল্পিবাহক ক্যামেরাম্যান। জানল কিভাবে আমাদের কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আমার মনে হয় তোমার ক্যাম্পে কোন গুপ্তচর আছে। আর তাছাড়া আকাশের শকুনের মতই তাদের চোখের নজর,' কারমিট মন্তব্য করে। কিছুই তাদের নজর এড়ায় না। যাইহোক তাদের সাথে কথা বলাটা এখন আর এড়াবার উপায় নেই।'

ফ্যাগান এগিয়ে আসে এবং টুপি খুলে অভিবাদন জানায়। 'গুড আফটারনুন, মি. রুজভেল্ট,' সে দূর থেকেই বলে। 'আপনার লোকেরা যা বয়ে আনছে সেগুলোকেই কি গজদন্ত বলে? আমার কোনো ধারণা ছিল না এটা এত বড় হয়। এতো দানবীয় ব্যাপার। আপনি একটা চমৎকার সফল সাফারি উপভোগ করছেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি কি একটু কাছে থেকে স্মারকগুলো দেখতে পারি?'

লিওন কুলিদের স্মারকগুলো নামিয়ে রাখতে বলে। ফ্যাগান ঘোড়া থেকে নেমে স্মারকগুলো পরীক্ষা করার সময়ে সে তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না। 'মি. রুজভেল্ট আপনার শিকারের গল্প শোনার আগ্রহ বোধ করছি,' সে বলে, 'আপনার যদি আমাকে দেবার মত সময় থাকে। আর আমি খুবই খুশী হব আপনি আর মি. কোর্টনী যদি আরও কিছু ছবির জন্য পোজ দিতেন। আমার পাঠকেরা আপনার অভিযানের গল্প শুনে বিমোহিত হবে। আপনি তো জানেনই মস্কো থেকে ম্যানহাটন পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রকাশিত কাগজের সাথেই আমার আর্টিকেল সংশ্লিষ্ট।' এক ঘন্টা পরে ফ্যাগান আর তার ক্যামেরাম্যানের ছবি তোলা শেষ হয়। ফ্যাগান ততক্ষণে তার নোটবইয়ের অর্ধেকটা শর্টহ্যান্ডের হাবিজাবিতে ভরে ফেলেছে, আর তার ফটোগ্রাফারও পাল্লা দিয়ে প্রায় ডজনখানে ফ্ল্যাশ প্লেট পুড়িয়েছে শিকারী আর তাদের স্মারকে ছবি তুলে। ফ্যাগান এখন তার টাইপরাইটারের কাছে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠে। তার ইচ্ছা এজন্য দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ারকে দিয়ে সে তার লেখা কপি দিয়ে নাইরোবির টেলিগ্রাম অফিসে পাঠাবে এবং তাকে বলে দিবে নিউইয়র্কে তার সম্পাদকের কাছে জরুরী ভিত্তি সেটা প্রেরণ করতে। তার যখন বিদায় নেবার জন্য করমর্দন করছে সে অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্যাগানকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার বাবার সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে?'

'না, স্যার, তবে আমি আপনাকে এটা বলতে পারি আমি তার একনিষ্ঠ ভক্তদের একজন।'

'আগামীকাল মেইন ক্যাম্পে আমার সাথে দেখা কর,' কারমিট তাকে বলে। 'আমি পরিচয় করিয়ে দেব।'

আমন্ত্রণে আক্ষরিক অর্থেই হতবাক হয়ে যায় ফ্যাগান, এবং বিদায় নেবার সময়েও দেখা যায় সে ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

দোস্ত, দেখি তোমার জ্বর হয়েছে কিনা,' লিওন বলে। 'আমিতো জানতাম ফোর্থ স্টেটকে তুমি ঘৃণা কর।'

'এখনও করি, কিন্তু বন্ধু হিসাবে তারা শত্রুর চেয়ে ভালো। 'একদিন ফ্যাগান প্রয়োজনীয় বলে প্রতিপন্ন হতেও পারে। আর এখন সে আমার কাছে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ।'

নদীর তীরে অবস্থিত মেইন ক্যাম্পে লিওন আর কারমিট বিকেলের দিকে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করে। কেউ তাদের আগমন তখন আশা করেনি। থ্যাঙ্কস গিভিং ডিনারের জের প্রেসিডেন্ট তার অদম্য প্রাণশক্তির জোরে কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি তার তাবুর বাইরে একটা গাছের নিচে বসে তার সবসময়ের প্রিয় চার্লস ডিকেন্সের *পিকউইক পেপার্স*-^র চামড়া দিয়ে বাঁধান একটা সংস্করণ পড়ছিলেন। তার ছেলের আগমনের ফলে সৃষ্ট হট্টগোল তিনি প্রথমে খুব একটা গ্রাহ্য করেন না। ক্যাম্পের সবাই, সংখ্যায় তারা প্রায় এক হাজার হবে, চারদিক থেকে এসে সদ্য আগত শিকারীদের অভ্যর্থনা জানায়। তারা তাদের চারপাশে জটলা করে, গণ্ডারের মাথা আর গজদন্ত একটু কাছ থেকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করতে থাকে।

টেডি রুজভেল্ট বইটা পাশে নামিয়ে রেখে, নাকে উপরে স্টীল ফ্রেমের চশমাটা এঁটে বসিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান এবং তার স্ফীত ভুড়ির নিচে শার্টটা গুজে হৈ-চৈয়ের উৎস খুঁজতে এগিয়ে আসে। সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে লোকজন সরে গিয়ে তাকে যাবার জায়গা করে দেয়। কারমিট বাবাকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে আসে। তারা উষ্ণ ভঙ্গিতে করমর্দন করে এবং প্রেসিডেন্ট তার ছেলের হাত ধরেন। 'কিরে বাছা, প্রায় তিন সপ্তাহ তোর কোনো পাত্তা নেই। আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। এখন তোমার বুড়ো বাবাকে দেখাও কি শিকার করে আনলে।' তারা দু'জন কুলিদের নামিয়ে রাখা মালপত্র দেখতে এগিয়ে যায়। লিওন তখনও ঘোড়ায় উপবিষ্ট এবং প্রেসিডেন্টের খুব কাছে থাকার কারণে মানুষের জটলার উপর দিয়ে সে তার মুখ পরিস্কার দেখতে পায়। তার অভিব্যক্তির প্রতিটা আলোড়ন সে দেখতে পায়।

সে দেখে মৃদু প্রশ্রয়ের অভিব্যক্তি মাটিতে শোয়ান গজদন্তের বহর দেখে নিমেষে পাল্টে বিস্ময়ের মূর্তি ধরে। তারপরে বিস্ময়ের স্থানে এসে জুড়ে বসে হতাশা যখন সে দাঁতের বেধ খেয়াল করে। কারমিটের হাত ছেড়ে দিয়ে সে ধীর পায়ে স্মারকের সারির দিকে এগিয়ে যায়। তিনি ছেলের দিকে পিঠ করে ছিলেন কিন্তু লিওন ঠিকই হতাশাকে জমাট বেধে ঈর্ষা আর ক্রোধে রূপান্তরিত হতে দেখে। সে বুঝতে পারে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌছাবার কারণে তিনি পৃথিবীতে নিজেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগি বলে মনে করেন। যেকোনো অভিযানে সফলতার সাথেই তিনি পরিচিত এবং শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় তিনি প্রথমে এবং সর্বাগ্রে থাকতেই অভ্যস্থ। এখন একবারের জন্য হলেও তাকে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে তার ছেলে তাকে টেক্কা দিয়ে গেছে।

লাইনের শেষ প্রান্তে প্রেসিডেন্ট এসে পৌছান এবং হাত দুটো দেহের পেছনে পরস্পরকে আঁকড়ে রয়েছে। মোচের প্রান্ত চিবানোর ফাঁকে তাঁর ভ্রু বিকটভাবে কুঁচকে

থাকে। তারপরে অভিব্যক্তিতে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে এবং হাসিমুখে তিনি কারমিটের দিকে ঘুরে তাকান। নিজের অনুভূতির উপরে তার নিয়ন্ত্রণ দেখে লিওন মুগ্ধ হয়ে যায়।

'অসাধারণ!' রুজভেল্ট বলেন। 'এই গজদন্তগুলো আমাদের সবার সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গেছে এবং নিশ্চিতভাবে এই অভিযানে এর চেয়ে ভালো কিছু অসম্ভব।' তিনি পুনরায় কারমিটের হাত আঁকড়ে ধরেন। 'আমি তোমার জন্য গর্বিত, সত্যিকারের আর আন্তরিকভাবে গর্বিত।' এই অসাধারণ স্মারকগুলোর জন্য তোমাকে কতগুলো কার্তুজ খরচ করতে হয়েছে?'

'বাবা, তুমি সেটা বরং আমার শিকারীকে জিজ্ঞেস করো?'

কারমিটের ডানহাত আঁকড়ে ধরেই, প্রেসিডেন্ট লিওনের দিকে তাকান। 'বেশ, মি. কোর্টনী আপনিই বলেন? দশ, বিশটা, নাকি আরো বেশি? আমাদের সবকিছু খুলে বলেন।'

'আপনার ছেলে তিনটা মর্দাকে পরপর তিনটা গুলিতে শুইয়ে দিয়েছে,' লিওন উত্তর দেয়। 'মস্তিষ্কে তিনটা নিখুঁত লক্ষ্যভেদ।'

রুজভেল্ট কারমিটের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন তারপরে টান দিয়ে তাকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে তার পেশল বাহু দিয়ে তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরেন। 'আমি তোমার বাবা হতে পেরে গর্বিত, কারমিট। এতটা গৌরব আমি এর আগে কখনও অনুভব করিনি।'

প্রেসিডেন্টের কাঁধের উপর দিয়ে, লিওন কারমিটের মুখ দেখতে পায়। এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে সেটা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এবার লিওন আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে: বন্ধুর জন্য গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠে, কিন্তু নিজের জন্য তার কষ্ট হয়। সে ভাবে, আমার বাবা যদি এমন কথা একবার আমাকে বলতো! কিন্তু সে জানে সেটা হবার নয়।

প্রেসিডেন্ট অবশেষে আলিঙ্গনের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং লিওনকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, মাথা একদিকে কাত করে তার দিকে চোখমুখ উজ্জ্বল করে তাকিয়ে থাকেন। 'এমন বীরের জনক হতে না পারলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হত,' তিনি বলেন। 'ডিনারের সময়ে আমি পুরোটা গল্প শুনতে চাই। কিন্তু আমার নাক বলছে খাবার আগে তোমার প্রয়োজন একটা ভালো গোসল। এখন যাও নিজেকে একটু ভদ্রস্থ করো।' তারপরে তিনি লিওনের দিকে ঘুরে তাকান। 'মি. কোর্টনী আপনিও যদি আমাদের সাথে ডিনারে যোগ দেন তাহলে আমি খুশীই হব। আমাদের তাহলে আটটার ডিনারে সাড়ে সাতটায় দেখা হবে।'

লিওন তার গালের কয়েক সপ্তাহ না কাটা ঘন দাড়ি যখন তার ক্ষুর দিয়ে পরিষ্কার করছে, ইসমায়েল তখন কাঠের আগুনে গরম করা ধোঁয়ার গন্ধযুক্ত পানি দিয়ে গ্যালভানাইজড লোহার বাথটাবটা কানায় কানায় ভরে তুলেছে। লিওন যখন সেটা থেকে উঠে আসে তার গা থেকে গোলাপি আভা বের হয়, ইসমায়েল আগুনে গরম করা তোয়ালে তার দিকে এগিয়ে দেয়। লিওনের বিছানার উপরে কড়া করে ইস্ত্রি করা খাকি

রাখা এবং নিচে এক জোড়া মেসকুইটো বুট দাঁড়িয়ে আছে, পলিশের বাহুল্যে তার চেকনাই হয়েছে দেখার মত।

একটু পরে, চুল পমেট দিয়ে আঁচড়ে সে সার্কাসের মত দেখতে মেস টেন্টের দিকে রওয়ানা দেয়। প্রেসিডেন্টের ডিনারে কোনোমতেই দেরি করবে না বলে সে আধঘন্টা আগেই রওয়ানা দেয়। পার্সির টেন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিচিত কণ্ঠ ডাক দেয়। 'লিওন, এক মিনিটের জন্য একটু ভেতরে এসো।'

সে ঝুঁকে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পার্সিকে একটা গ্লাস হাতে বসে থাকতে দেখে। সে যেখানে বসে আছে তার উল্টোদিকের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলে। 'একটা চেয়ার টেনে নাও। প্রেসিডেন্ট তার টেবিল একদম নির্জলা রাখেন। আজ রাতে সবচেয়ে কড়া পানীয় বলতে সম্ভবত লাল ক্র্যানবেরি শরবত।' নিজের অপছন্দের ভাব সামান্য মুখব্যাদান করে সে জাহির করে এবং লিওনের চেয়ারের পাশে টেবিলের উপরে রাখা বোতলের দিকে ইঙ্গিত করে। 'তুমি আগেই নিজেকে ব্যূহবন্দি করে নাও।'

লিওন দুআঙ্গুল পরিমাণ বাননাহাবিয়ান মল্ট হুইস্কি ঢেলে নেয় এবং নদীর পানি, যা ফোটানোর পরে সূক্ষ্মরন্ধ্রযুক্ত ক্যানভাসের থলেতে রেখে ঠাণ্ডা করা হয়েছে, দিয়ে বাকি গ্লাসটা পূর্ণ করে। সে একটা চুমুক দেয়। 'অমৃত! আমি জিনিসটায় আসক্ত হয়ে পড়তে পারি।'

'তোমার সাধ্যে কুলাবে না। এখন কোনোভাবেই না।' পার্সি নিজের খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয়। 'তুমি বরং আমাকে চাঙ্গা কর এখানে যখন আছ।' গ্লাসটা পূর্ণ হলে সে লিওনের দিকে সেটা উচিয়ে ধরে। 'তোমার চোখে কাদা!' সে বলে।

'বন্দুক তোল দাদা!' লিওন প্রত্যুত্তর দেয়। তারা গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে লিকারের ঝাঁজ উপভোগ করে।

তারপরে পার্সি বলে, 'কথা প্রসঙ্গে বলি, আমি কি তোমাকে তোমার সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছি?'

'আপনি এমন কিছু করেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না স্যার।'

'কাণ্ড দেখো, আমিতো ভেবে বসে আছি যে আমি করেছি। আমার বয়স হচ্ছে।' তার চোখ ঝিলিক দেয়। রোদে পোড়া, বলিরেখা জর্জরিত মুখে উজ্জ্বল নীল চোখ। 'ঠিক আছে। এখন মন দিয়ে শোন। আমি কেবল একবারই বলব। আজ তুমি তোমার বীরব্রতীর পদ লাভ করেছো। তোমার জন্য আমি ভীষণ গর্বিত।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' লিওন যা প্রত্যাশা করেছিল তারচেয়ে বেশি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে।

'ভবিষ্যতে তুমি 'স্যার' বাদ দিয়ে কেবল পার্সি বলতে পার।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'পার্সি, কেবল পার্সি।'

'ধন্যবাদ, পার্সি।'

তারা দু'জনেই কিছুক্ষণ পরস্পরের সঙ্গ নিরবে উপভোগ করে পান করে। তারপরে পার্সি নিরবতা ভঙ্গ করে বলে, 'আমার ধারণা তুমি জান, আগামী মাসে আমার বয়স পয়ষট্টি হতে চলেছে?'

'বিষয়টা নিয়ে আমি কখনও ভেবে দেখিনি।'

'সে আমি জানি। তোমার ধারণা আমার বয়স নব্বই পার হয়েছে বহু বছর আগে।' লিওন মুখ খুলে ভদ্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু পার্সি তাকে হাতের ইশারায় চুপ করিয়ে দেয়।

'সম্ভবত বিষয়টা নিয়ে কথা বলার সময় এটা না, কিন্তু আজকাল নিজেকে বড্ড ক্লান্ত মনে হয়। বুড়ো পা দুটো আর আগের মত বিশ্বস্ত নেই। এখন এক মাইলকে মনে হয় পাঁচ মাইলের সমান। দু'দিন আগে পাথরের মত বসে থাকা একটা টমি বাক আমি মিস করেছি। আমার অন্য কারও সাহায্য প্রয়োজন। আমি অংশীদার নেবার কথা ভাবছিলাম। জুনিয়র পার্টনার। সত্যি কথা বলতে, খুবই জুনিয়র পার্টনার।'

লিওন সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

পার্সি পকেট থেকে রূপার হান্টার ঘড়ি বের এবং এর কারুকার্য খচিত ঢাকনা ফট করে খুলে, ডায়ালটা মনোযোগ দিয়ে দেখে, ঢাকনা বন্ধ করে হাতের গ্লাস পুরোটা এক চুমুকে খালি করে এবং সটান উঠে দাঁড়ায়। 'আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ডিনারের জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লোকটা খেতে পছন্দ করে। দুঃখ একটাই ওয়াইনের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। অবশ্য, আমরা টিকে থাকতে পারব, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

বড় তাবুটাতে দশজন লোক ডিনারে সমবেত হয়। ফ্রেডি সিলাস এবং কারমিট প্রেসিডেন্টের দু'পাশে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট। লিওন টেবিলের পায়ের দিকে আতিথ্যকর্তা থেকে সবচেয়ে দূরে। টেডি রুজভেল্ট জাত মজলিশি। তার বচনে রূপার তবক, তার জ্ঞান বিশ্বকোষসম, তার ধীশক্তি শিখরস্পর্শী, তার প্রাণশক্তি সংক্রামক, এবং আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। তিনি তার শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে রাজনীতি থেকে ধর্ম, পক্ষিবিজ্ঞান থেকে দর্শন, বনৌষধি থেকে আফ্রিকান নৃবিজ্ঞান, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অবলীলায় তাদের বিচরণ করিয়ে আনেন। লিওন ইউরোপের বর্তমান আন্তর্জাতিক টানাপোড়েন নিয়ে প্রেসিডেন্টের পর্যালোচনা এমন টানটান আগ্রহ নিয়ে শোনে যে তার সামনে প্লেটে রাখা স্টেক জুড়িয়ে যায়। এই বিষয়ে পেনরড ব্যালেনটাইন বরাহ নিধন অভিযানে গিয়ে তার ভাস্তের সাথে গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন বলে বিষয়টা তার পূর্ব পরিচিত।

প্রেসিডেন্ট হঠাৎ তাকে বেছে নেয়। 'মি. কোর্টনী, আপনি কি বলেন?'

টেবিলের সব মাথা আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকালে লিওন আতঙ্কিত বোধ করে। তার সহজাত অনুভূতি তাকে এবিষয়ে সে সামান্য জানে বলে এড়িয়ে যেতে প্রবৃত্ত করে

এবং সে এ বিষয়ে মতামত দেয়ার মত বিশেষজ্ঞ না কিন্তু তারপরে সে নিজেকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। 'বেশ, তবে আশা করি বৃটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখার জন্য আপনি মার্জনা করবেন। আমার বিশ্বাস জার্মানী আর অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই যত নষ্টের গোড়া। এটার সাথে সারা ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতরে যেসব একচেটিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব জোটভুক্তি বেশ জটিল কিন্তু তারা পারস্পরিক সুরক্ষা আর বহিরাগতের দ্বারা আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে সমর্থনের পূর্বোপায় তৈরি করেছে। এসব জোটের দুর্বল রাষ্ট্র যদি প্রতিবেশীর সাথে হঠকারী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং শক্তিশালী মিত্রকে হস্তক্ষেপের জন্য ডেকে আনে তবে একটা ডোমিনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।'

রুজভেল্ট জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকেন। তিনি এমন জোরালো মন্তব্য আশা করেননি। 'অনুগ্রহ করে, উদাহরণ দিন,' সাথে সাথে তিনি বলেন।

'আমরা বিশ্বাস করি যে একটা শক্তিশালী রাজকীয় নৌবহরই কেবল পারে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে একত্রিত রাখতে। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম জার্মান নৌবাহিনীকে পৃথিবীর শক্তিশালী বহরে পরিণত করার তার ইচ্ছার কথা গোপন রাখেননি। এর ফলে আমাদের সাম্রাজ্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়েছি ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের যেমন বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং সার্বিয়ার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। জার্মানী চুক্তি করেছে অস্ট্রিয়া আর তুরস্কের সাথে, যেটা আবার একটা মুসলিম দেশ। ১৯০৫ সালে মরক্কো আর ফ্রান্সের মধ্যে, আমাদের নতুন কৌশলগত মিত্র, উত্তেজনা ঘনীভূত হলে সেই উত্তেজনা পুরো উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তুরস্কের সাথে মিত্রতার কারণে জার্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য। ফ্রান্স আমাদের মিত্র, ফলে আমরাও বাধ্য তার পক্ষ সমর্থন করতে। সে যাত্রা প্রবল কূটনৈতিক সমঝোতা আর ভাগ্যের পর্বতসম বরাভয় যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

লিওন তার শ্রোতাদের আগ্রহ ভক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখে এবং তাকে আরও বলবার জন্য উৎসাহিত করে। সে হতাশা আর বিষাদের মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করে। 'সবকিছু দেখে আমার মনে হয়েছে পৃথিবী রসাতলে যেতে বসেছে। সবখানে চক্রের ভিতরে চক্র আর মাকড়সার জালের মত এত বিচ্ছিন্ন সূতা জট পাকিয়ে আছে, মি. প্রেসিডেন্ট আমি আপনার কথা যা শুনেছি তাতে সবার চেয়ে এ বিষয়ে আপনারই বেশি জানার কথা।

কারমিট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসে। তার মত নভিসও, যে শিকারের ব্যাপারে সামান্য জানে, বুঝতে পারে এটা একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সিংহী। 'এ্যাই বাবা!' সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে। 'এটা যদি সত্যিকারের সিংহ হয় তাহলে আমিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এটা একটা বাচ্চা।'

'বাছা, ঠিকই বলেছো,' তার বাবা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্মতি প্রকাশ করে, তখনও তার মুখে আত্মতৃপ্ত হাসি ফুটে রয়েছে। 'বেচারী, সে আমাকে বাধ্য করেছে

তাকে গুলি করতে। তার সঙ্গীর দেহের কাছে আমাদের যেতে এমন ভয়ঙ্কর আক্রোশে বাধা দিয়েছে আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। সিংহীর মতই তাকে আগলে রেখেছিল। জাদুঘরের আফ্রিকা হলে পরিবারের একজন সদস্যা হিসাবে আমরা তাকে কোনো একটা শোকেসে স্থাপন করতে পারব। তোমার কি মনে হয়?' বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান জর্জ লিমনকে তিনি প্রশ্নটা করেন।

'আমরা তাকে পেয়ে আনন্দিত, স্যার। একটা সুন্দর নমুনা। তার চামড়া একদম নিখুঁত, এখন শিশুকালের বৃত্তাকার দাগ বিদ্যমান আর দাঁতও একদম ঠিক আছে।'

প্রেসিডেন্ট নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, 'ওহ এসেছে! মর্দাটাকে এবার তারা নিয়ে আসছে।' আরেকদল বাহক জঙ্গলের ভিতর থেকে সদ্য বের হয়ে আসে। বিশাল দেহের ভারে চারজনই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

'ঈশ্বর মহিমাময়! এটাকে আমার কাছে সত্যিকারের সিংহ বলে মনে হচ্ছে।' ফ্রেডারিক সিলাস তার তাবু থেকে স্কেচপ্যাড নিয়ে বের হয়ে এসে বলে। 'আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। কোনো খুঁত হলে বা ঘষা খেলে এর মূল্যহানি ঘটবে।'

একটা ছন্দোময় পদক্ষেপে দুলতে দুলতে বেয়ারার দল সিংহটাকে নিয়েসে। সিংহীর পাশে তারা আলতো করে তাকে নামিয়ে রাখে। চামড়া সংরক্ষণ দলের প্রধান স্যামি এডওয়ার্ডস যত্নের সাথে তাকে টানটান করে এবং অনিক্স-ব্ল্যাক নাকের ডগা থেকে লেজের কালো চুলের গোছা অব্দি দ্রুত ফিতা দিয়ে মেপে নেয়। 'নয় ফিট এক ইঞ্চি সে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকায়। 'এটা একটা বিশাল সিংহ স্যার, আমি এতবড় সিংহ এর আগে কখনও মাপিনি।'

সেদিন সন্ধ্যায় রাতের খাবারের পরে কারমিট এসে হাজির হয় লিওনের তাবুতে। জ্যাক ড্যানিয়েল হুইস্কি ভর্তি একটা রূপালি পকেটে রাখার ফ্লাস্ক সাথে করে নিয়ে এসেছে। তারা আলোটা কমিয়ে দিয়ে, মশারির নিচে রাখা ক্যানভাসের চেয়ারে পাশাপাশি বসে ফিসফিস করে নিজেদের ভিতরে কথা বলে।

'এ্যান্ড্রু ফ্যাগান ছিল আজকের বিশেষ অতিথি,' কারমিট লিওনকে বলে। কারমিটের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে ফ্যাগান আজ দুপুরে ক্যাম্পে এসেছিল। 'বাবার সাথে তার ভালোই জমেছে। নতুন শ্রোতা সে খুবই পছন্দ করে।'

তারা কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকে, তারপরে কারমিট কথা শুরু করে, 'বাবার প্রতি আমি নারাজ হইনি। আমাদের যে কারও মতই সেও ভালো স্মারক শিকারের জন্য উন্মুখ আর তার অর্ধেক বয়সী লোকের মত সে এখনও পরিশ্রম করতে পারে কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি আজ রাতের ডিনারে সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আমাকে টেক্কা দিয়ে সে যে সত্যিই গর্বিত বা আত্মতৃপ্ত তা নয় কিন্তু বিপজ্জনকভাবে সেই অবস্থার কাছাকাছি সে পৌঁছে গিয়েছিল। অবশ্য ফ্যাগানও খুব আগ্রহ দেখিয়ে তার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।'

লিওন তার গ্লাসের হলুদাভ তরলের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে সহানুভূতির সাথে সম্মতি প্রকাশ করে।

'আমি বলতে চাই যে সিংহটা বড়, সুন্দর অবস্থায় আছে, কিন্তু আফ্রিকায় শিকার করা শ্রেষ্ঠ সিংহ এটা না, হতে পারে না, তাই না?' কারমিট আন্তরিক আগ্রহে জানতে চায়।

'তোমার কথা একদম ঠিক। এটা একটা বিশালদেহী সিংহ কিন্তু তার কেশর রুক্ষ। অস্ট্রিচ পালকের তৈরি মেয়েদের গলাবন্ধর চেয়ে বেশি বড় না,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি কথাটা বলতেই কারমিট অট্টহাসিতে ফেটে পরে তারপরে নিজেকে ধাতস্থ করতে মুখে হাতচাপা দেয়। তারা প্রেসিডেন্টের তাবু থেকে একশ গজের বেশি দূরে আছে তবে মহান মানুষটা আলো নিভিয়ে দেয়ার পরে নিরবতা পছন্দ করেন।

'মেয়েদের গলাবন্ধ,' আমুদে কণ্ঠে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে তারপরে সে মেয়েদের নকল করতে চেষ্টা করে, 'সোনা, আমরা কি আজ ব্যালেতে যাব?' তারা দু'জনেই কৌতুকটা উপভোগ করে কিছুক্ষণ এবং নিরবে জ্যাক ড্যানিয়েলস পান করে চলে।

তারপরে কারমিট বলে, 'মাঝে মাঝে আমি বাবাকে প্রায় ঘৃণাই করি। তার মানে কি আমি খুব খারাপ লোক?'

'না, তার মানে তুমি মানুষ।'

লিওন আমাকে সত্যি করে বল ঐ সিংহটা দেখে তোমার কী মনে হয়েছে?'

'আমরা তার চেয়ে বড় শিকার করতে পারব।'

'তোমার কি তাই মনে হয়? তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয়?'

'তোমার বাবার সিংহের গলাবন্ধে একটাও কালো কেশর নেই। একটাও না,' সে বলে আর 'গলাবন্ধ' শব্দটা শুনে কারমিট আরেক দফা হেসে উঠে। জ্যাক ড্যানিয়েল পেটে গিয়ে কাজ শুরু করেছে এবং তার মেজাজ ফুরফুরে করে তুলেছে।

বন্ধুর হাসির দমক নিয়ন্ত্রিত হলে, লিওন আবার বলে, 'আমরা এর চেয়ে বড় শিকার করতে পারব। বড় আর কালো কেশরের সিংহ। ম্যানইয়রো আর লইকত মাসাই। বড় বিড়ালের সাথে তাদের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ওরাই বলেছে এর চেয়ে বড় শিকার করা সম্ভব আর আমিও তাদের কথা বিশ্বাস করেছি।'

'আমাকে বল কিভাবে সেটা সম্ভব।' কারিমিট গম্ভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমরা একটা ভ্রাম্যমাণ দল গড়ে তুলব এবং মূল সাফারিকে ছেড়ে আমরা মাসাইল্যান্ড অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাব, গত এক হাজার বছরে কোনো *মোরানি* সেদিকের সিংহ শিকার করেনি। আমরা দলের বাকি অংশের চেয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব কারণ তারা কুলির দলের গতিবেগের সাথে সম্বন্ধিত। কয়েকদিনের ভিতরে আমরা তাহলে একশো মাইল এগিয়ে যেতে পারব। তুমি কি জান, প্রেসিডেন্ট কবে এখান থেকে উত্তরে যাত্রার কথা চিন্তা করছেন?'

'আজ রাতের খাবারের সময়ে বাবা আমাদের বলেছেন যে তিনি এখানে কিছুদিন থাকবেন বলে মনস্থির করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে স্থানীয় পথ প্রদর্শকের দল তাকে আর মি. সিলাসকে এখান থেকে বিশ মাইল পূর্বে একটা বিশাল জলাশয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তার কাছে তারা একটা পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছিল যা মি. সিলাসের বিশ্বাস কোনো মর্দা সিটাটুঙ্গা এন্টিলোপ জাতীয় প্রজাতির কেবল ১৮৮১ সালে তিনি ওকাভানগো ব-দ্বীপে যে প্রজাতি খুঁজে পেয়েছিলেন, এটা তারচেয়েও বিশাল। সেই প্রজাতিটার নামকরণ তার নামের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে *লিমোনোট্রাগাস সিলাসি*। সে আমার বাবাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন উপ-প্রজাতি হবার সম্ভাবনা প্রবল। আমার বাবার কাছে এমন কোনো প্রজাতি আবিষ্কার করা যা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজ্ঞাত তার আবেদন অপরিসীম। তিনি এখন *লিমোনোট্রাগাস রুজভেল্টি*র নামে একটা সিটাটুঙ্গার প্রজাতির স্বপ্ন দেখছেন। তিনি তার প্রথম সন্তানকে পর্যন্ত এজন্য উৎসর্গ করতে পারেন।' কথাটা বলে সে একটা ফিচেল হাসি দেয়। 'আমি মনে করি সে যতক্ষণ এই এ্যান্টিলোপ খুঁজে না পাবে বা এমন কোনো প্রজাতি আদতেই নেই এমন বিশ্বাস তার জন্মাবে তাকে এখান থেকে নড়ান সম্ভব না।'

'আমি তার আগ্রহের কারণ বুঝি। সিটাটুঙ্গা সম্পর্কে তুমি কি জান?'

'বেশি কিছু না,' কারমিট সরল স্বীকারোক্তি করে।

'এটা একটা মুগ্ধ করার মত প্রাণী, খুবই দুর্লভ আর লাজুক। একমাত্র সত্যিকারের জলচর এ্যান্টিলোপ। এর খুরগুলো এত লম্বা আর চ্যাপ্টা এবং ছড়ানো যে মাটিতে এরা একদমই হাঁটতে পারে না কিন্তু গভীর কাদা বা পানিতে এরা মাগুর মাছের মতই সাবলীল। ভয় পেলে এরা পানির নিচে ডুব দিয়ে কেবল নাকের ডগাটা পানির উপরে ভাসিয়ে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকতে পারে।

'খোদা, আমার একটা এই জিনিস চাই,' কারমিট বলে।

'বন্ধু তুমি সবকিছুতো একবারে পাবে না। সিংহ অথবা সিটাটুঙ্গা, তোমাকে বেছে নিতে হবে।' লিওন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না। 'প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা আমাদের বেশ সুবিধা করে দিয়েছে। আমরা তাদের এখানে রেখে আগামীকালের পরেরদিন রওয়ানা দিব। এখন, কাজের কথা শোনো, তোমার ঐ ফ্লাক্সের নিচে কি আর কিছু তলানি পড়ে আছে। যদি থাকে তবে আমার মনে হয় সেটা আমাদের নষ্ট করাটা উচিত হবে না।'

তারা পরের দিনটা তাদের দ্রুতগামী বহরের জন্য লোকজন আর সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে। তারা ছয়টা ঘোড়ার একটা পাল এবং তিনটা গাধা বেছে নেয়। তারপরে স্কুল পালান ছেলেদের হেডমাস্টারের চোখ এড়িয়ে পালাবার মত প্রবল উৎসাহে উত্তরদিকে যাত্রা শুরু করে।

তৃতীয় দিন দুপুরের পরে নাম না জানা যে ছোট নদীর গতিপথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছিল তার একশ গজ সামনে থেকে মাসাই ট্র্যাকারদের চিৎকার ভেসে আসে। তারা ইশারায় একটা দ্রুতগামী মার্জার অবয়বের দিকে নির্দেশ করে যা একটা ঝোপের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে সামনের ঘন বনে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে যাচ্ছে।

'কি ছুটে গেল?' কারমিট স্টিরাপের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি দিয়ে চোখে আড়াল তৈরি করে তাকিয়ে বলে।

'চিতাবাঘ।' লিওন বলে। 'একটা ধাড়ি বিড়াল।'

'গায়ে কোন ফুটকির দাগ দেখলাম না,' কারমিট প্রতিবাদ জানায়।

'এতদূর থেকে সোনা তোমার দেখতে পাবারও কথা না।'

'আমি ওকে দাবড়ে ধরতে পারি।'

'গুলির শব্দ সিংহের কানে গেলে তারা খুব একটা বিরক্ত বোধ করবে না,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করে, 'ব্যাটারা হাতির মত ভীতু না। তারা মার্জারের মতই কৌতূহলী। কয়েকটা গুলির শব্দে তারা বরং আকৃষ্ট বোধ করতে পারে।' কারমিট আর শোনার ধৈর্য্য দেখায় না। একটা বুনো রাখালী হাক ছেড়ে সে টুপিটা মাথায় পড়ে এবং ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে জোরে ছোটার অনুরোধ জানায় একই সাথে একই সাথে তার ডান হাটুর নিচের বুটে রক্ষিত বিগ মেডিসিন বের করে এনে সেটাকে তরোয়ালের মত বাতাসে চালাতে শুরু করে।

'ঐ যে পাগল আবার ক্ষেপেছে,' লিওন হেসে উঠে বলে। 'স্যার কুয়িক বুলেটের সাথে আরেকটা সতর্ক পরিকল্পনামাফিক অনুসরণ।' সে নিজের ঘোড়ার পাজরে গুতো দিয়ে গতি বৃদ্ধি করে দুলকি চালে অনুসরণ শুরু করে। পিছনের হট্টগোলের আওয়াজ চিতাবাঘের কানে যেতে সে থেমে যায় এবং পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরে নিজের বেকায়দা অবস্থা সে বুঝতে পারে এবং ঝটিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ বেগে দৌড় শুরু করে, প্রতি পদক্ষেপের সাথে তার লম্বা, সুঠাম, সাবলীল আর মোহনীয় দেহ প্রসারিত হয়।

'ইই-আ! দৌড় চিতাবাঘের দিকে!' কারমিট গর্জে উঠে এবং তার এই ধাওয়ার উত্তেজনা লিওনের মাঝেও সংক্রামিত হয়।

'ভিউ হালু! শিয়াল ধরতে চল!' সে শতাব্দি প্রাচীন একটা শিয়াল শিকারের হুঙ্কার দেয় এবং দুহাতে ঘোড়ার লাগাম আকড়ে গলার সমান্তরালে ঝুকে এসে তাকে দ্রুত ছোটায়। মুখে এসে ঝাপটা দেয়া বাতাসে তখন মাতাল করা অনুভূতি। সব বাধা তুচ্ছ করে তারা সমভূমির উপরে একে তাড়া করতে থাকে।

লিওনের ঘোড়ার নাক কারমিটের বুটের প্রান্ত ছুইছুই করে। সে নিজের বগলের নীচ দিয়ে পেছনে তাকায়, লিওনকে এগিয়ে আসতে দেখে, টুপি দিয়ে সে তার ঘোড়ার গলায় আঘাত করে এবং পাজরের দুপাশে বুটের গোড়ালি সজোরে ধাক্কা দেয়। 'উড়াল

দাও সোনা!' সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে। 'তুফান তোল সোনা। পিছনের প্যাকাটি যেত সামনে যেতে না পারে!' ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘোড়ার সামনের এক পা মাংসাশী সুরিকেটের গর্তে ঢুকে যায়। তার সামনের ডান পা চাবুকের আঘাতের মত শব্দ তুলে ভেঙে যায় এবং মাথায় গুলি খেয়েছে এমনভাবে সোজা ভেঙে পড়ে। কারমিটকে কামানের গুলির মত শূন্যে উপরে ছুড়ে দেয়। সে তার কাধ আর মুখের একপাশ দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। রাইফেলটা তার হাত থেকে ছিটকে যায় এবং লিওনের ঘোড়ার আগুয়ান খুরের নিচে দিয়ে বলের মত গড়িয়ে যায়। লিওন তার ঘোড়ার মাথা সরিয়ে নিয়ে কোনমতে কারমিটকে খুরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। তার ঘোড়া লাগাম, বিট আর স্পারের যুগপৎ চাপে সাড়া দেয় এবং ভয়ঙ্করভাবে মাথা ঝাকাতে থাকে। তারা ঘুরে এবার ভূপাতিত আরোহীর দিকে এগিয়ে যায়। কারমিটের ঘোড়াটা দাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু বেচারীর সামনের পা খুরের উপর থেকে পরিষ্কার ভেঙে গেছে দেখা যায়, খুরটা পায়ের সাথে হাল্কাভাবে লেগে রয়েছে। শক্ত মাটির উপরে উপুড় হয়ে কারমিট টানটান হয়ে পড়ে রয়েছে।

ব্যাটা নিজের দোষে খুন হয়ে গেল। খোদা! আমি প্রেসিডেন্টকে কি জবাব দেব? রেকাব থেকে পা বের করার ফাঁকে লিওন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনে ভাবে। ডান পা ঘোড়ার গলার উপর দিয়ে নিয়ে এসে সে মাটিতে লাফিয়ে নামে। সে কারমিটের দিকে দৌড়ে যায় কিন্তু তার কাছে পৌছাবার আগেই তার বন্ধু টলমল করতে করতে উঠে বসে। মুখের বামদিকের চামড়া এমনভাবে উঠেছে যেন কেউ ঘষে তুলে নিয়েছে, বাম ভ্রুর অর্ধেক ছিঁড়ে গিয়ে চোখের পাতার উপরে ঝুলে আছে আর পুরো চোখটা ধুলোয় মাখামাখি অবস্থা।

'গাড়লের মত হয়েছে কাজটা!' মুখ থেকে রক্ত আর কাদা থুতুর সাথে ফেলে বিড়বিড় করে বলে। 'না, বলদের মত হয়েছে!'

লিওন স্বস্তির হাসি হাসে। 'তুমি বলতে চাও যে ইচ্ছা করে তুমি আছাড় খাওনি? আমিতো ভাবলাম আমাকে মুগ্ধ করার জন্য তুমি এত কষ্ট করলে।'

কারমিট মুখের ভিতরে জিহ্বা দিয়ে জরিপ করে। 'না দাঁত সব ঠিকই আছে,' সে এমনভাবে ঘোষণা করে যেন তার তালু কাটা।

'তোমার কপালটা যদি একটু ভালো হত মানে মাথার উপরে পড়লেই আর দেখতে হত না।' লিওন তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে, দুহাতে তার মাথাটা ধরে এপাশ ওপাশ নড়াবার ফাঁকে চোখ পরীক্ষা করে। 'খরগোসের মত চোখ পিটপিট বন্ধ কর, নয়তো চোখের মণিতে ধুলো বালির আচড় লাগতে পারে।'

'তোমার জন্য বলা সোজা। এরপরে হয়তো "নিশ্বাস বন্ধ রাখ" এমন কোনো আদেশ করবে।'

নিজের গাধার পিঠে করে ইসমায়েল ছুটে এসে লিওনের হাতে পানিভর্তি একটা ব্যাগ ধরিয়ে দেয়।

'ইসমায়েল ওর চোখটা খোলা অবস্থায় রাখো,' লিওন হুকুমটা দিয়ে তাতে পানি ঢালে এবং কাদার বেশিরভাগ অংশ ধুয়ে বের করে দেয়। তারপরে সে ব্যাগটা কারমিটের হাতে দেয়। 'ভালো করে কুলি করে মুখটা ধুয়ে ফেল।' দুই মাসাই কাছেই আসনপিঁড় হয়ে বসে যেখান থেকে পুরো কার্যক্রম ভালো করে দেখা যাবে এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে নিজেদের ভিতরে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করে। 'তোমরা দুই হায়েনা দয়া করে মজা দেখা বন্ধ করে জলদি একটা পেপ টেন্ট খাটাবে আর হ্যা তার ভিতরে পোপোও হিমার কম্বলটা বিছিয়ে দিতে ভুলে যেও না। আমি তাকে সূর্যের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।'

সবাই যখন কারমিটকে তাবুতে শোয়াবার কাজে ব্যস্ত, লিওন তার স্যাডল বুট থেকে বিগ হল্যান্ড বের করে এবং আহত ঘোড়াটাকে গুলি করে। সে ঠাণ্ডা মাথায় পেশাদার ভঙ্গিতে কাজটা করার চেষ্টা করে কিন্তু ঘোড়ার প্রতি তার মমত্ববোধ প্রবল এবং কাজটা যদিও মার্সি কিলিং, তারপরেও তার বিবেকবোধ টনটন করতে থাকে।

'স্যাডলটা খুলে নিয়ে বেচারাকে মাটি চাপা দাও,' খালি পিতলের কার্তুজ বের করে রাইফেলটা খাপে পুনরায় ঢুকিয়ে রাখার ফাঁকে সে ম্যানইয়রোকে বলে। সে দ্রুত ছোট তাবুটার দিকে এগিয়ে যায় এবং ঝুঁকে ভিতরে প্রবেশ করে। 'বিগ মেডিসিন কোথায়?' কারমিট উঠে বসার চেষ্টা করার ফাঁকে জানতে চায়।

লিওন তাকে ঠেসে ধরে শুইয়ে দেয়। 'আমি ম্যানইয়রোকে পাঠাচ্ছি ওটা খোঁজার জন্য।' সে গলা চড়িয়ে ডাকে: 'ম্যানইয়রো! *বাওয়ানা'র বন্দুকি* খুঁজে নিয়ে এসো।' তারপরে সে কারমিটের চোখের সামনে একটা আঙ্গুল ধরে। 'এদিকে তাকাও।' সে ধীরে ধীরে সেটা এপাশ ওপাশ নড়ায় এবং সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নাড়ে। 'তোমার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মনে হয় মস্তিষ্কে কোনো ঝাঁকি দিতে পারনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন দেখি তোমার বাম ভ্রু একসময়ে তোমার মুখের সাথে যেখানে আটকে থাকত সেখানের কি অবস্থা।' সে ক্ষতস্থানটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। 'আমাকে সেলাইয়ের কয়েকটা ফোড় দিতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

কারমিট এতক্ষণে ভয় পায়। 'মানুষ সেলাই করার ব্যাপারে তুমি আবার কি জান?'

'আমি কুকুর, ঘোড়া অনেক সেলাই করেছি।'

'আমি কুকুর ঘোড়া কোনোটাই না।'

'না, তারা অনেকবেশি চটপটে।' সে ইসমায়েলকে বলে, 'তোমার সেলাই করার বাক্স নিয়ে এসো।'

সেই মুহূর্তে ম্যানইয়রো তাবুর দরজায় এসে দাঁড়ায়, তার চোখে মুখে শোকের মাতম। উইনচেস্টারের দু'টুকরো তার দু'হাতে ধরা। 'কুইক বুলেট ভেঙে গেছে,' সে কিসওয়াহিলি ভাষায় বলে।

কারমিট ছো মেরে তার হাত থেকে ভাঙা টুকরো দুটো নেয়। 'হায় হায়! এখন কি হবে!' সে গুঙিয়ে উঠে। পিস্তল গ্রিপের গলার কাছ থেকে বাটটা ভেঙে গেছে এবং ফ্রন্ট

সাইট ছিটকে খুলে গেছে। পরিষ্কার বোঝা যায় সেটা দিয়ে আর গুলি করা সম্ভব না। অসুস্থ শিশুর মত কারমিট বন্দুকটা কোলে নিয়ে বসে থাকে। 'আমি এখন কি করবো?' সে করুণ চোখে লিওনের দিকে তাকায়। 'তুমি এটা ঠিক করে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেজন্য ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আমার টুলকিটটা খুঁজে বের করতে হবে। হাতির কানের কাঁচা চামড়া দিয়ে আমি বাটটা বেধে দেব। শুকিয়ে গেলে লোহার মত শক্ত আর নতুনের মত দেখাবে।'

'আর ফ্রন্ট সাইটের কি হবে?'

'আমরা যদি আসলটা খুঁজে না পাই তাহলে আমি লোহার একটা টুকরো রেত দিয়ে ঘষে নলের মাথায় জোড়া দিয়ে দেব।'

'কতদিন সময় লাগবে?'

'সাতদিনের কম বা বেশি।' কারমিটের করুণ অভিব্যক্তি দেখে তার মায়া হয় এবং সে তাকে আশাবাদী করতে চেষ্টা করে। 'কমও লাগতে পারে। নির্ভর করছে তাজা হাতির কান খুঁজে পেতে আমাদের কতদিন সময় লাগে এবং কত তাড়াতাড়ি সেটা শুকোয়। এখন চুপ করে থাক, আমাকে সেলাই করতে দাও।'

কারমিট এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে লিওনের জাবাথাবা করে করা সেলাই তার ভিতরে খুব একটা হেলদোল সৃষ্টি করতে পারে না। প্রথমে সে আয়োডিনের পাতলা মিশ্রণ দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে নেয় আর তারপরে সুঁই সুতো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে। দুটো প্রক্রিয়ার যে কোনো একটাই শক্তসমর্থ কোনো মানুষকে চেঁচিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কিন্তু কারমিট বেচারা বিগ মেডিসিনের শোকে এতটাই কাতর যে নিজের কষ্ট তাকে খুব একটা আলোড়িত করে না।

'আমি এর ভিতরে কি দিয়ে গুলি করবো?' রাইফেলটা ধরে রেখে সে বিলাপের মত বলে উঠে।

'কপাল ভালো আমি আমার পুরাতন .৩০৩ সার্ভিস রাইফেলটা বাড়তি নিয়ে এসেছিলাম।' লিওন চামড়ার আস্তরের মাঝে সুঁই চালাতে চালাতে বলে।

কারমিটের চোখমুখ বিকৃত হয়ে যায় কিন্তু সে একগুয়ে ভঙ্গিতে বিষয়বস্তুটা আঁকড়ে থাকে। 'ওটা একটা খেলনা বন্দুক।' তার কণ্ঠে রীতিমত অপমানিত বোধ করার সুর। 'ইমপালা, মানুষ এসবের জন্য ঠিক আছে কিন্তু সিংহ শিকারের জন্য ওটা একটা গুলতিও না।'

'কাছাকাছি গিয়ে জায়গামত গুলি করতে পারলে এটা দিয়েও কাজ হবে।'

'কাছাকাছি? আচ্ছা আমি বুঝেছি তোমার কথা! তুমি বলতে চাইছো সিংহের কানে ঠেকিয়ে গুলি করতে হবে।'

'ঠিকাছে, তুমি তোমার গাবড়ের মত স্টাইলে দাবড়ে বেড়াও আর আধ মাইল দূর থেকে গুলি কর। কিন্তু আমার মনে হয় না তাতে কাজ হবে।'

কারমিট এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে, কিন্তু চিন্তাটা তাকে খুব একটা প্রীত করে না। 'তোমার পুরান বিগ হল্যান্ডটা আমাকে ধার দাও না?'

'দেখো বন্ধু আমি তোমাকে ভাইয়ের মত মনে করি, কিন্তু আমি তোমার হাতে আমার বোনকে তুলে দেব তবুও হল্যান্ড না।'

'তোমার ছোট বোন আছে?' কারমিটের কণ্ঠে এতক্ষণে আগ্রহ দেখা যায়। 'সে কি সুন্দরী?'

'আমার কোনো বোন নেই,' কারমিটের নাগাল থেকে বোনদের বাঁচাতে লিওন মিথ্যা কথা বলে, 'এবং আমি আমার রাইফেলও তোমাকে ধার দিচ্ছি না।'

'ঠিকাছে, তোমার ঐ বেতো .৩০৩ আমাকে দিতে হবে না,' বিরক্ত কণ্ঠে কারমিট বলে।

'খোদা মেহেরবান! আমি তাহলে ম্যানইয়রোকে বলি তার বর্শাটা বরং সে তোমাকে ধার দিক।'

ম্যানইয়রো নিজের নাম শুনে খুশী খুশী মুখে তাকিয়ে থাকে।

কারমিট তার মাথা নাড়ে এবং তার তাবদ কিসওয়াহিলি জ্ঞান প্রয়োগ করে বলে: '*মাজুরি সানা*, ম্যানইয়রো। *হাকুনা মাতাতু!* খুব ভাল ম্যানইয়রো। দুশ্চিন্তা কোরোনা।' মাসাইকে আশাহত দেখায় এবং কারমিট লিওনের দিকে ফিরে তাকায়। 'ঠিকাছে বন্ধু। তোমার ঐ খেলনা বন্দুকটা দিয়েই আমি কয়েকটা গুলি করবো।'

সকাল হতে হতে কারমিটের চোখ ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে যায় এবং তার বুকে পেটে আর পিঠে কিছু দর্শনীয় কালশিটে ফুটে উঠে। সৌভাগ্যক্রমে তার বাম চোখ আঘাত পাওয়ায় তার শিকারের চোখ তখনও প্রাণবন্ত। লিওন ষাট পা দূরে একটা ফিভার ট্রির বাকলা চটিয়ে একটা নিশানা তৈরি করে এবং তারপরে তার হাতে .৩০৩টা তুলে দেয়। 'এই দূরত্বে সে এক ইঞ্চি উপরে আঘাত করবে তাই ফোরসাইটের মাথাটা একটু নিচে তাক করবে,' সে পরামর্শ দেয়। কারমিট দুটো গুলি করে নিশানার দু'পাশে ব্রাকেটের মত তারা আঘাত হানে।

'ওয়াও! শুরু হিসাবে খারাপ না।' কারমিট নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। তার চোখ-মুখ দৃশ্যত চকচক করে উঠে।

'পোপোও হিমার মত নিশাবাজের জন্য বেশ ভালোই বলতে হবে,' লিওনও সম্মতি জানায়। 'কেবল একটা জিনিস মাথায় রাখবে, দিগন্তের ওপারে কোনো কিছুকে গুলি করে বোসো না।'

খোশামদে লিওন কান দেয় না। 'চলো সিংহ খুঁজতে যাই,' সে বলে।

তারা একটা ছোট ওয়াটার হোলের কাছে, গত বর্ষার পানি যাতে তখনও জমে রয়েছে, তারা সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাম্প করে। রাতের খাবার শেষ করে তারা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে এবং দু'জনেই কয়েক মিনিটের ভিতরে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর রাতের সামান্য আগে লিওন কারমিটের ঘুম ভাঙায়। টলোমলো করে সে উঠে বসে। 'কী হয়েছে? এখন কটা বাজে?'

'সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, কেবল কান পেতে শোনো,' লিওন তাকে বলে।

কারমিট চোখ কচলে চারপাশে তাকিয়ে দেখে যে ইসমায়েল আর দুই মাসাই আগুনের পাশে বসে আছে। তারা আগুনে কাঠের টুকরো ফেলছে এবং অগ্নিশিখা উজ্জ্বল ভঙ্গিতে নাচছে। তাদের চোখে মুখে মুগ্ধ বিমোহিতভাব। তারা কান পেতে শুনছে। আরও কয়েক মিনিট চারপাশে নিরবতা ঝুলে থাকে।

'আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? কারমিট জানতে চায়।

'ধৈর্য্য ধর! কেবল কান খোলা রাখ,' লিওন মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে। সহসা রাতের আধার চিৎকারের শব্দে ভরে উঠে, একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠা-নামা করতে থাকে। চামড়া শিরশির করে উঠে, হাতের আর ঘাড়ের পিছনের লোম দাঁড়িয়ে যায়। কারমিট কম্বল ছুড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চাপা গোঙানির মত কয়েকটা আওয়াজ করে শব্দটা মিলিয়ে যায়। প্রতিটা মানুষ আর চরাচরের সকল প্রাণীকে এরপরে নিরবতা যেন চেপে ধরে।

'ওটা কিসের শব্দ ছিল?' কারমিট রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায়।

'সিংহের। একটা বিশাল মর্দা সিংহ তার সাম্রাজ্যের দাবী জানাল,' লিওন মৃদু স্বরে তাকে বলে। ম্যানইয়রো মাআআতে কিছু বলে এবং তারপরে সে আর লইকত উচ্চস্বরে হেসে উঠে।

'ওরা কি বললো?' কারমিট জানতে চায়।

'সে বলেছে যে সাহসী লোকও সিংহকে দু'বার ভয় পায়। প্রথমবার তার গর্জন শোনবার পরে এবং শেষবার তাকে সামনা সামনি দেখার সময়ে।'

'প্রথমবারের বেলায় তার কথা ঠিক আছে,' কারমিট স্বীকার করে। 'একটা অবিশ্বাস্য আওয়াজ। কিন্তু তুমি কিভাবে জান যে ওটা মর্দা সিংহের গলা, কোনো সিংহীর হুঙ্কার নয়?'

'ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা আর গ্রেটা গার্বোর গলা আমি আলাদা করে কিভাবে চিনি?'

'চলো ওটাকে শিকার করি।'

'ভালো পরিকল্পনা বন্ধু। আমি মোমবাতি ধরে থাকব আর তুমি গুলি করবে।'

'তাহলে আমরা এখন কি করবো?'

'আমি, যেমন আমার কথা বলতে পারি, কম্বলের ভিতরে ঢুকে খানিকটা ঘুমোবার চেষ্টা করবো। তোমারও তাই করা উচিত। কালকের দিনটা আমাদের দারুণ ব্যস্ততায় কাটবে।' আগুনের পাশে তারা আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কিন্তু রাতের আঁধারে বজ্রপাতের মত আরেকটা হুঙ্কার ভেসে আসলে তাদের ঘুম চটকে যায়।

'ব্যাটার ডাকটা খালি শোন!' কারমিট বিড়বিড় করে। 'মামদোর ছেলে আমার সাথে খেলবার জন্য মুখিয়ে আছে। এ ধরনের গোলমালের ভিতরে আমি ঘুমাব কিভাবে?' শেষের চেপে বসা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ মিলিয়ে গিয়ে নিরবতা নেমে আসে

তারপরে আরেকটা শব্দ শোনা যায়, প্রথম গর্জনটারই প্রতিধ্বনির মত, দূর থেকে ভেসে আসে। এবং মৃদু শোনা যায়। তারা আবার উঠে বসে আর মাসাইরা হৈচৈ বাধিয়ে দেয়।

'ওইটা আবার কিসের শব্দ? কারমিট জানতে চায়। 'আরেকটা সিংহের গর্জন।'

'ঠিক তাই,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করে।

'এটা কি প্রথমটার ভাই?'

'কিন্তু যাই হোক। এটা প্রথমটার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমৃত্যু শত্রু।' কারমিট আরেকটা প্রশ্ন করতে উদ্যত হয় কিন্তু লিওন তাকে থামিয়ে দেয়। 'আমাকে আগে মাসাইদের সাথে কথা বলতে দাও।' দ্রুত মাআআতে আলোচনা সেরে নিয়ে লিওন আবার কারমিটের দিকে তাকায়। 'ঠিক আছে, জঙ্গলে কি চলছে এবার আমি বলি। প্রথমটা বয়স্ক আর প্রভাবশালী মর্দা সিংহ। এটা তার এলাকা আর নিশ্চিতভাবে তার হেরেমে অনেক সিংহী আর বাচ্চা রয়েছে। কিন্তু তার বয়স বাড়ছে এবং শক্তি কমতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়টা অল্পবয়স্ক শক্তিশালী আর তার সামর্থ্যের শীর্ষে রয়েছে। এলাকা আর হারেমের কর্তৃত্ব নেবার জন্য সে নিজেকে যোগ্য মনে করছে। সে এলাকার চারপাশে চক্কর দিয়ে সাহস সঞ্চয় করছে শেষ মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য। বুড়ো তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।'

'ম্যানইয়রো কেবল হু-হুঙ্কার শুনেই এত কথা বলে দিল।'

'ম্যানইয়রো আর লইকত সাবলীলভাবে সিংহের ভাষায় কথা বলতে পারে,' লিওন মুখচোখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে কথাটা বলে।

'আজ রাতে তুমি যা বলবে আমি বিশ্বাস করবো। তা আমাদের হাতে এখন একটা না দুটো সিংহ?'

'হ্যাঁ, এবং তারা খুব একটা দূরে নেই। বুড়োটা দরজা খোলা রেখে এখান থেকে যাবার সাহস করবে না আর অল্পবয়স্কটা সিংহীর গন্ধ পেয়েছে। তাকে এখান থেকে এখন টেনেও নড়ান যাবে না।'

এরপরে আর ঘুমাবার প্রশ্নই আসে না। তারা আগুনের পাশে বসে মাসাইদের সাথে সিংহ শিকারের পরিকল্পনায় মাতে আর ইসমায়েলের এক নম্বর চমৎকার কফি পান করতে থাকে যতক্ষণ না গাছের মগডালে সূর্যের প্রথম কিরণ এসে স্পর্শ না করে। তারপরে তারা ইসমায়েলের বিখ্যাত অস্ট্রিচ ডিমের অমলেট আর বার্লি এবং ময়দা দিয়ে বানান চ্যাপ্টা রুটি গরমগরম খেয়ে নেয়। একটা অস্ট্রিচের ডিম বারোটা মুরগীর ডিমের সমান কিন্তু একটা কণাও প্লেটে পড়ে থাকে না। তারা রুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্যানের শেষ তেলটুকুও নিকিয়ে খেয়ে নেবার পরে ইসমায়েল আর মাসাইরা ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে সব গাধার পিঠে চাপিয়ে দেয়। ঘোড়ায় চড়ে দিনের ভাগ্যে আজ কি লেখা আছে দেখার জন্য তারা যখন যাত্রা শুরু করে বাতাস তখনও শীতল আর সুমধুর।

নদীর তীর দিয়ে মাইলখানেক যাবার পরে তারা পানি খেয়ে ফিরে আসা কয়েকশ মহিষকে ভড়কে দেয়। হল্যান্ডের ডান আর বাম ব্যারেলের দুই গুলিতে লিওন দুটোকে ধরাশায়ী করে। তারা দুটো মহিষেরই পেট চিরে দেয় যাতে ব্যবসা বাতাসে মাংসের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে যায়, তারপরে গাধা দিয়ে সে দুটোকে টেনে নিয়ে গিয়ে মনমত জায়গায় রাখা হয়, চারপাশে মাইলের পা মাইল ফাঁকা এবং কোনো ঘন ঝোপও নেই যেখানে আহত সিংহ গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা যখন টোপটা জায়গামত রাখছে তখন কুলিকামিনের দল সবুজ ডালপালা কেটে এনে লাশ দুটো ঢেকে দেয় যাতে শকুন সহজে সেটা খুঁজে না পায়। আবার অন্যদিকে এসব ফঙ্গবেনে আড়াল সিংহকে এক মুহূর্তের বেশি আটকে রাখতে পারবে না।

তারা নদীর ধার ধরে এগিয়ে গিয়ে যেখান থেকে রাতের বেলা সিংহের ডাক শোনা গিয়েছিল সেখানে যায়। লিওন প্রতি দু'তিন মাইল পরপর কোনো বাছবিচার না করে বড় সাইজের তৃণভোজী প্রাণী মারে জিরাফ, গণ্ডার, বা মহিষ। সূর্যাস্ত নাগাদ তারা দশ মাইল পরিমাণ এলাকায় সিংহের জন্য আকর্ষণীয় টোপের ব্যবস্থা করে ফেলে।

সে রাতেও প্রতিদ্বন্দ্বী আর মোকাবেলাকারীর পাল্টাপাল্টি গর্জনে তাদের রাতের ঘুমের বারোটা বেজে যায়। একটা সময়ে বুড়ো সিংহটা এতটাই কাছে চলে আসে যে তার কর্তৃত্বব্যঞ্জক গর্জনে তাদের কম্বলের নিচের মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠে, এবার অল্পবয়সীটার পাল্টা গর্জন ভেসে আসে না।

'কম বয়সীটা আমাদের একটা টোপ খুঁজে পেয়েছে,' ম্যানইয়রো নিরবতার ব্যাখ্যা করে। 'সে এখন খেতে ব্যস্ত।'

'আমি ভেবেছিলাম সিংহ কখনও বাসি মাংস খায় না,' কারমিট বলে।

'সেটা বিশ্বাসও করতে যেও না। বাসার বিড়ালের মতই এই ধাড়িটাও পাল্লা দিয়ে অলস। পড়ে পাওয়া খাবার তারা খুব খায়, পচা বাসি হলেও তারা কিছু মনে করে না। সবাই যখন শিকার করতে ব্যর্থ হয় কেবল তখনই সে উঠে গিয়ে নিজে শিকার করে।'

মধ্যরাতের দু'ঘন্টা পরে বুড়ো সিংহের গর্জন বন্ধ হয় এবং অন্ধকার চেপে বসে।

'এখন বুড়োটাও নিজের জন্য একটা টোপ খুঁজে পেয়েছে,' ম্যানইয়রো পর্যবেক্ষকের সুরে বলে। 'কালকে আমরা দুটোকেই পেড়ে ফেলবো।'

'আমার সনদে কয়টা সিংহ শিকারের অনুমতি দেয়া আছে?' কারমিট জিজ্ঞেস করে।

'অনেক, তোমাকে সন্তুষ্ট করার মত,' লিওন তাকে বলে। 'বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকায় সিংহ অনিষ্টকারী প্রাণী। তুমি মনের ফূর্তিতে শিকার করতে পারবে।'

'ভালো কথা। আমি তাহলে দুটোকেই শিকার করবো। বাসায় নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখাতে চাই।'

'আমিও তাই চাই,' লিওন ঐকান্তিক কণ্ঠে সম্মতি জানায়। 'আমিও তাই চাই।'

দিনের আলো পথ চলার মত ফুটতেই ট্র্যাকারেরা মড়ি ফেলে রাখা বিশাল পথে অনুসরণ করে পিছনে যেতে শুরু করে। কারমিট আর লিওনের গায়ে মোটা জ্যাকেট, কারণ সকালের বাতাস ঠাণ্ডা আর কেমন শুকনো বারগ্যান্ডির গন্ধ ভেসে আছে চারপাশে।

প্রথম তিনটা মড়ি তারা অতিক্রম করে কেউ সেগুলো স্পর্শ করেনি, যদিও চারপাশে গাছের ডালে মুদ্দাফরাসের মত কুঁজো, বিষণ্ন, গোমড়ামুখো শকুন বসে রয়েছে। তারা চতুর্থটার কাছে পৌঁছালে লিওন কয়েকশ গজ দূরেই থেমে যায় এবং বাইনোকুলার দিয়ে মড়ির উপরে ঢেকে রাখা ডালপালা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

'খামোখা সময় নষ্ট করছো, বন্ধু। সেখানে কিছুই নেই,' কারমিট তাকে বলে।

'ঠিক তার বিপরীত,' চোখ থেকে বাইনোকুলার না নামিয়ে লিওন মৃদুকণ্ঠে বলে।

'কি বলতে চাও তুমি?' কারমিটের আগ্রহ সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

'আমি বলতে চাই সেখানে একটা বিশাল সিংহ রয়েছে।'

'না!' কারমিট প্রতিবাদ করে। 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ধরো।' লিওন তার হাতে বাইনোকুলারটা ধরিয়ে দেয়। 'এটা দিয়ে দেখো।'

কারমিট লেন্স ফোকাস করে এক মিনিট তাকিয়ে থাকে। 'আমি এখনও সিংহ দেখছি না।'

'ডালপালার আবরণ যেখানে টেনে সরান হয়েছে সেখানে দেখো। তুমি সেখানে জেব্রার ডোরাকাটা দাগ দেখতে পাবে...

'হ্যাঁ! পাইছি দাগ!'

'এবার জেব্রার ঠিক উপরে তাকাও। তুমি কি দূরে দুটো ছোট কালো ফোলা ফোলা অংশ দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ঐটাতো সিংহ না।'

'না, ওটা সিংহের কানের ডগা। ব্যাটা কাত হয়ে শুয়ে জেব্রার পিছন থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

'ইয়া খোদা! তোমার কথা ঠিক ওস্তাদ!' সে খুশীতে চেঁচিয়ে উঠে। 'এটা কোন সিংহটা? বুড়াটা না নতুনটা?'

লিওন দ্রুত ম্যানইয়রোর সাথে আলাপ করে, লইকত কয়েকটা বাক্যের পরে পরে নিজের শেখা মতামত বলতে থাকে। অবশেষে সে কারমিটের দিকে তাকায়। 'দোস্ত ভালো করে দম নাও। তোমার জন্য খবর আছে। এটা বড়টা। ম্যানইয়রো তার নাম দিয়েছে সিংহের মধ্যে সিংহ।'

'আমরা এখন কি করবো? আমরা তাকে দাবড়ে ধরবো?'

'না, আমরা হেঁটে যাব।' লিওন ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে বুট থেকে হল্যান্ড টেনে বের করেছে। সে বন্দুকটা খোলে, ব্রিচ থেকে পিতলের কার্তুজ বের

করে এবং নিজের ফালিস্কা থেকে দুটো নতুন কার্তুজ, সেখানে ভরে। কারমিটও তার দেখাদেখি নিজের খুদে লি-এনফিল্ডে একই তরিকা করে। সহিস এগিয়ে এসে তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে এবং পিছনে নিয়ে যায়, তারপরে পানির ব্যাগ নামিয়ে রেখে এক টিপ নস্যি নেয়ার জন্য বসে। শীঘ্রই তারা লাফিয়ে উঠে এবং সিংহ শিকারের বর্শা তুলে নিয়ে রক্তপিপাসু চিৎকারে আকাশের বুকে আঘাত হানতে থাকে, তাদের বর্শার লম্বা চওড়া ফলা প্রতিবার লাফের সাথে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে যায়, যুদ্ধের জন্য তারা নিজেদের তাতিয়ে তোলে।

যোদ্ধার দল প্রস্তুত হওয়া মাত্র লিওন কারমিটকে তার নির্দেশ দেয়। 'তুমি সামনে থাকবে। আমি তোমার তিনপা পেছনে থাকব, ফলে আমার জন্য তোমার গুলি করতে কোনো অসুবিধা হবে না। ধীরে এবং দৃপ্তভাবে হাঁটবে, কিন্তু সরাসরি তার দিকে না। তুমি এমনভাবে হাঁটবে যেন মনে হয় তার বিশ গজ ডানদিক দিয়ে তুমি তাকে অতিক্রম করবে। তার দিকে সরাসরি তাকাবে না। দৃষ্টি সবসময়ে তোমার সামনের মাটিতে নিবদ্ধ রাখবে। তুমি যদি তার দিকে তাকাও তাহলে ভড়কে গিয়ে সে হয় আগে আক্রমণ করবে অথবা পালিয়ে যাবে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে সে একটা সতর্কতামূলক হুঙ্কার দেবে। তুমি দেখবে তার লেজ মাটিতে আছড়াতে শুরু করেছে। থামবে না বা তাড়াহুড়োও করবে না। হাঁটতে থাকবে। প্রায় ত্রিশ গজ দূরে থাকতে সে উঠে দাঁড়াবে এবং তোমাকে সামনাসামনি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে। এই সময়ে গড়পরতা সিংহ হয় আক্রমণ করে অথবা পালিয়ে যায়। কিন্তু এর ক্ষেত্রে ওসব খাটবে না। তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে খটোমটো লাগায় সে যুদ্ধংদেহী আর মারকুটে মেজাজে রয়েছে। তার রক্ত গরম হয়ে আছে। সে আক্রমণ করবে। সে তোমাকে তিন কি চার সেকেন্ড সময় দেবে আক্রমণ করার আগে। সে নড়া শুরু করার আগেই তোমার তাকে গেঁথে ফেলতে হবে নতুবা চোখের পলকে দেখবে চল্লিশ মাইল বেগে সে তোমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি যখন গুলি করতে বলবো তার থুতনির নিচে বুকে গুলি করবে। এসব বিড়ালের দেহ নরম। .৩০৩ বুলেট তাকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম। অবশ্য, সে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে গুলি করা ভুলেও বন্ধ করে দিও না।'

'তুমি নিশ্চয়ই গুলি করবে না, নাকি করবে?'

'নাহ, তোমার মাথা চিবিয়ে খাওয়া শুরু করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। এখন, হাঁটা শুরু করো!'

তারা খোলা স্থানে বেড়িয়ে আসে, কারমিট সামনে, লিওন তার কয়েকপা পেছনে, দুই মাসাই তাদের *অ্যাসেগাই* বাগিয়ে ধরে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে তার পেছনে থাকে।

'চমৎকার,' লিওন মৃদুকণ্ঠে কারমিটকে উৎসাহ দেয়। 'এই গতি আর দিক বজায় রেখে হাঁটতে থাক। পাকা শিকারীর মত হাঁটছো তুমি।' আরও পঞ্চাশ পা যাবার পরে লিওন সিংহকে কয়েক ইঞ্চি মাথা উঁচু করতে দেখে। তার করোটির উপরের গোলাকার অংশ দেখা যায় এবং সে তার কেশর ভীতিকরভাবে ফুলিয়ে রেখেছে। ছোটখাট খড়ের

পালের মত মনে হয়, ঘন আর পাতালপুরীর মত কালো। কারমিট মাঝপথে ইতস্তত করে।

'ধীরে, ধীরে। হাঁটা বন্ধ কোরো না!' লিওন তাকে সাবধান করে দেয়। তারা হাঁটতে থাকে এবং এখন তারা বিশাল কেশরের নিচে তার চোখ দেখতে পায়। শীতল, হলুদ আর নির্মম একজোড়া চোখ। আরও দশ কদম ধীরে এগোবার পরে সিংহটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে। নিচু, মন্দ্র, আর সীমাহীন ভীতিকর একটা শব্দ অনেকটা কালবৈশাখির সময়ে দূরাগত বজ্রপাতের শব্দের মত। গর্জনটা শুনে কারমিট হাঁটা বন্ধ করে দেয় এবং ঘুরে পশুটার মুখোমুখি তাকিয়ে একই সাথে রাইফেলটা তুলতে শুরু করে। এই নড়াচড়া আর কারমিট সোজাসুজি তাকাবার কারণে সিংহটাকে খেপিয়ে দেয়।

'সাবধান! সে আক্রমণ করতে ধেয়ে আসবে,' লিওন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, কিন্তু তার আগেই সিংহটা কারমিটের দিকে সর্বশক্তিতে ধেয়ে আসতে শুরু করেছে, লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের স্টীম পিস্টনের মত সংক্ষিপ্ত ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করছে, কালো কেশর ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেছে. লম্বা লেজটা এপাশ ওপাশ দুলছে। সে বিশাল এবং প্রতি পদক্ষেপে দূরত্ব কমিয়ে আনবার ফলে আরও বিশালাকার হতে থাকে।

'গুলি কর!' .৩০৩ এর তীব্র নিনাদে লিওনের কথা চাপা পড়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে নিশানা করা বুলেটটা সিংহের পিঠের উপর দিয়ে গিয়ে দুশো গজ পিছনে ধুলো উড়ায়। কারমিট দ্রুত রিলোড করে। পরের গুলিটা সে নিচু করে করলে পশুটার সামনের দু'পায়ের ফাঁকে ধুলো উড়ে। একটা হলুদ ছায়ার মত সিংহটা সোজা এগিয়ে আসতে থাকে, হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেবার মত ক্রুদ্ধতা তার গর্জনে, পায়ের আঘাতে ধুলো উড়ে এবং চাবুকের মত লেজটা দুলতে থাকে।

ঈশ্বর করুণাময়! লিওন ভাবে। হয়ে গেল। সিংহটা তাকে পেড়ে ফেলবে! সে ঝটকা দিয়ে তার হল্যান্ড তুলে আনে এবং তার সমস্ত শারীরিক আর মানসিক শক্তি একত্রিত করে কেশরমণ্ডিত মাথা আর গর্জন করতে থাকা চোয়ালে নিশানা স্থির করে। তার অজান্তে তার তর্জনী সামনের ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করে। সিংহটা তার ৫৫০ পাউন্ড ওজন নিয়ে কারমিটের বুকে চল্লিশ মাইল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে, কারমিট তার তৃতীয় গুলিটা করে।

.৩০৩ লি-এনফিল্ডের মাজল সিংহের চকচকে কালো বোতামাকৃতি নাক প্রায় স্পর্শ করে। হাল্কা গুলি নাকের অগ্রভাগে আঘাত হানে এবং বর্শার মত মস্তিষ্কে ঢুকে যায়। ক্ষিপ্র শরীরটা নিমেষে তুষের বস্তার মত শিথিল আর নমনীয় হয়ে পড়ে। শেষ মুহূর্তে কারমিট নিজেকে একপাশে সরিয়ে আনে এবং মুহূর্তপূর্বে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সিংহটা সেখানে মাংসের স্তূপের মত আছড়ে পড়ে। সে স্তূপটার দিকে তাকায়, তার হাত মাতালের মত কাঁপছে, গলার কাছে শ্বাস ঘড়ঘড় করছে। চোখের উপরে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

'আবার ওকে গুলি কর,' লিওন চেঁচিয়ে উঠে বলে, কিন্তু কারমিটের পা আর তার শরীরের ভর বইতে পারে না এবং সে পশ্চাদদেশের উপর ভর দিয়ে বসে পড়ে। লিওন দৌড়ে গিয়ে সিংহের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রায় গায়ে ঠেকিয়ে সে তার হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি করে। তারপরে সে ঘুরে কারমিট যেখানে দু'হাঁটুর মাঝে মাথা গুজে বসে আছে সেদিকে এগিয়ে যায়। 'বন্ধু তুমি ঠিক আছোতো?' আন্তরিক কণ্ঠে সে জানতে চায়।

ধীরে ধীরে কারমিট মাথা তুলে তার দিকে অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিভ্রান্তির সাথে নিজের মাথা নাড়ে। লিওন তার পাশে বসে নিজের পেশল হাত দিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। 'শান্ত হও, বন্ধু। দারুণ দেখিয়েছো। ধাওয়ার সামনে তুমি অনড় দাঁড়িয়েছিলে। তুমি একটুও ভয় পাওনি। তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বীরের মত তাকে গুলি করে মেরেছো। তোমার বাবা এখানে থাকলে গর্বে তার বুক ফুলে উঠতো।'

কারমিটের চোখের দৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে আসে। সে গভীর একটা শ্বাস নেয় তারপরে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার তাই মনে হয়?'

'আমি খুব ভালো করেই সেটা জানি,' দারুণ বিশ্বাসে লিওন বলে।

'তুমি গুলি করনি, তাই না?' দূরপাল্লার দৌড়বিদের মত কারমিট তখনও দম ফিরে পেতে হাঁসফাঁস করে।

'না, আমার গুলি করার প্রয়োজনই পড়েনি। আমার সাহায্য ছাড়াই তুমি তাকে হত্যা করেছো,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করে।

লিওন আর কথা বলে না কিন্তু সিংহের অসাধারণ দেহটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ম্যানইয়রো আর লইকত তাদের ঘিরে বৃত্তাকারে আড়ষ্ঠ পায়ে লাফিয়ে ঝাপিয়ে তাদের সিংহ নাচ শুরু করে।

'তারা তোমার সম্মানে সিংহ নাচ দেখাতে যাচ্ছে,' লিওন ব্যাখ্যা করে বলে।

ম্যানইয়রো গাইতে শুরু করে। তার কণ্ঠস্বর জোরাল আর প্রাণবন্ত।

'আমরা তরুণ সিংহশাবক
মোরা গর্জে উঠে দুনিয়া কাঁপাই।
মোদের বর্শার মত দাঁত
মোদের থাবায় বর্শার ধার...'

সাতটা পংক্তির শেষে পাখির মত সাবলীলতায় সে শূন্যে ঝাপ দেয় এবং লইকত এগিয়ে এসে তাকে নিরস্ত করে। গান শেষ হলে তারা মৃত সিংহটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার রক্তে আঙ্গুল ভিজিয়ে নেয়। তারপরে কারমিট যেখানে বসে আছে সেখানে আসে। ম্যানইয়রো তার সামনে ঝুঁকে পড়ে তার কপালে রক্তের একটা দাগ এঁকে দেয়।

'তুমি একজন মাসাই।
তুমি মোদের মোরানি।
তুমি একজন সিংহ যোদ্ধা।
তুমি আজ থেকে মোদের ভাই।'

সে একপা পিছিয়ে আসে এবং লইকত এবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সে কারমিটের মুখে তেল মাখিয়ে দিয়ে তার গালে লাল গিরিমাটির দাগ এঁকে দেয়, তারপরে মন্ত্রোচ্চারণের মত উচ্চারণ করে–

'তুমি একজন মাসাই।
তুমি মোদের মোরানি।
তুমি একজন সিংহ যোদ্ধা।
তুমি আজ থেকে মোদের ভাই।'

তারা তার সামনে আসনপিঁড়ি করে বসে তালে তালে হাততালি দিতে থাকে।

'তারা তোমাকে মাসাইতে পরিণত করছে এবং তাদের রক্তের ভাই হিসাবে বরণ করে নিচ্ছে। তারা তোমাকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করছে। তোমার উচিত এটাকে স্বীকৃতি দেয়া।'

'তোমরাও আমার ভাই,' কারমিট বলে। আমরা যখন বিশাল জলরাশির দ্বারা পৃথক হয়ে যাব, আমার জীবনের বাকি দিনগুলো আমি তোমাদের কথা স্মরণ রাখবো।'

লিওন তার কথাগুলো ভাষান্তরিত করলে মাসাইরা সন্তুষ্টির সাথে বিড়বিড় করে।

'পোপোও হিমাকে বল যে তিনি আমাদের বিপুল সম্মান দান করেছেন,' ম্যানইয়রো বলে।

কারমিট এবার উঠে দাঁড়িয়ে সিংহের দেহটার কাছে যায়। কোন মন্দিরের প্রতিমা এমন ভঙ্গিতে সে এর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে। সে সাথে সাথে একে স্পর্শ করে না, কিন্তু সে যখন এর বিশাল মাথাটা পরীক্ষা করতে থাকে তখন তার চোখে মুখে এক ধরনের দীপ্তি খেলা করতে থাকে। গোলাকার হলুদ চোখের দুই ইঞ্চি উপর থেকে কেশর শুরু হয়েছে এবং মাথা গলার উপর দিয়ে, বিশাল কাঁধের উপরে, বুকের নিচে দিয়ে কালো কেশর ঢেউয়ের মত প্রবাহিত হয়ে চওড়া পিঠের আধাআধি গিয়ে শেষ হয়েছে।

'তাকে একলা থাকতে দাও,' ম্যানইয়রো লিওনকে বলে। 'পোপোও হিমা এখন সিংহের আত্মা নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করছে। এটাই উচিত আর করণীয়। এটাই সত্যিকারের যোদ্ধায় পরিণত হবার উপায়।'

সূর্য অস্ত যাবার পরে কারমিট সিংহের কাছ থেকে উঠে আসে এবং ছোট আগুনের কুণ্ডলী যেখানে লিওন একলা বসে আছে সেখানে এসে বসে। ইসমায়েল আগুনের দু'পাশে একটা করে কাঠের গুঁড়ি রেখে দিয়েছে যা বসার আসন হিসাবে কাজ করবে আর তার মাঝে একটা গুঁড়ি টেবিলের মত খাড়া করে রেখে তার উপরে দুটো মগ আর একটা বোতল রেখে দিয়েছে। লিওনের মুখোমুখি বসতে বসতে কারমিট বোতলটা খেয়াল করে। 'বাননাহাবিয়ান হুইস্কি। ত্রিশ বছরের পুরান,' লিওন তাকে বলে। 'এবার আমি এটা পার্সির কাছ থেকে রীতিমত চেয়েচিন্তে এনেছি ভাগ্যক্রমে এমন কিছু ঘটে গেলে আমরা যদি সেটা উদযাপন করতে একান্তই বাধ্য হই সেকথা মাথায় রেখে। দুঃখের কথা একটাই সে আমাকে কেবল অর্ধেকটা বোতল দিয়েছে। বলেছে তোমার মত কারও জন্য এটা বড্ড বেশি কড়া।' লিওন মগে হুইস্কিটা ঢেলে কারমিটের দিকে মগটা বাড়িয়ে দেয়।

'আমার কেমন অন্য রকম লাগছে,' সে কথাটা বলে, মগে একটা চুমুক দেয়।

'আমি বুঝতে পারছি,' লিওন বলে। 'আজ তোমার অগ্নি দীক্ষা হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' কারমিট তীব্র কণ্ঠে বলে। 'ঠিক তাই। একটা মায়াবী, না প্রায় ধর্মীয় একটা অভিজ্ঞতা। আজব অদ্ভুত কিছু একটা আমার ঘটে গিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন অন্য কেউ, আমি চিরকাল যা ছিলাম তার চেয়ে উন্নত একজন বলে নিজেকে মনে হচ্ছে।' সে সঠিক শব্দ হাতড়ে বেড়ায়। 'আমার মনে হচ্ছে আমার যেন নবজন্ম হয়েছে। আমার আগের সত্ত্বা ছিল ভীতু আর অনিশ্চিত। এখনকার আমি মোটেই সেরকম নই। এখন আমি জানি নিজের ইচ্ছায় আমি পৃথিবীর মুখোমুখি হতে পারব।'

'আমি বুঝতে পারি,' লিওন বলে। 'প্রাপ্তবয়স্কের মন্ত্রদীক্ষা।'

'তোমার এমন কখনও ঘটেছে?' কারমিট জানতে চায়।

পোড়ামাটির উপরে শুয়ে থাকা ক্রসবিদ্ধ নগ্ন বিবর্ণ লাশের কথা মনে পড়তে, নানদি তীরের শব্দ কানে ভেসে আসতে আর পিঠের উপরে ম্যানইয়রো ওজন অনুভব করে তার চোখ যন্ত্রণায় সরু হয়ে আসে।

'হ্যাঁ. .কিন্তু আজকের মত ছিল না সেটা।'

'আমাকে ঘটনাটা বল।'

লিওন মাথা নাড়ে। 'এসব বিষয় নিয়ে বেশি কথা বলা ঠিক না। শব্দ তাদের গুরুত্ব কেবল মাজুল আর খেলো করে তুলবে।'

'অবশ্যই। এটা একান্তই ব্যক্তিগত।'

'অবশ্যই,' লিওন বলে তার মগটা তুলে। 'আমাদের তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। নিজের অন্তরেই আমরা সে কথা জানি। মাসাইরা এধরনের পারস্পরিক সত্যিকথার বর্ণনা দিতে একটি বাক্য ব্যবহার করে। তারা কেবল বলে "যোদ্ধা রক্তের ভ্রাতৃবৃন্দ"।'

তারা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিরবতা উপভোগ করে তারপরে কারমিট বলে, 'আমার মনে হয় না আজ রাতে আমার ঘুম আসবে।'

'আমি তোমার সাথে জেগে আছি,' লিওন বলে।

কিছুক্ষণ পরে তারা সেদিনের শিকারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা স্মরণ করে আলোচনা করতে থাকে, প্রথম গর্জনটা কেমন লেগেছিল শুনতে, উঠে দাঁড়াবার পরে সিংহটাকে কত বড় মনে হয়েছিল, কত দ্রুত সে ছুটে এসেছিল। বোতলের হুইস্কি ধীরে ধীরে কমে আসে।

মাঝরাতের কিছু আগে ক্যাম্পের দিকে ঘোড়ার এগিয়ে আসবার শব্দে এবং ইংরেজী কথোপকথন শুনে তারা চমকে উঠে। কারমিট উঠে দাঁড়াতে শুরু করে। 'ভগবানের দিব্যি এতরাতে ওরা কারা?'

'আমার মনে হয় আমি জানি।' রাইডিং ব্রীচেস আর নরম চামড়ার টুপি মাথায় একটা অবয়ব আগুনের দিকে হেঁটে আসতে থাকলে লিওন আমুদে কণ্ঠে হেসে উঠে বলে। 'মি. কোর্টনী, মি. রুজভেল্ট শুভ সন্ধ্যা। আমি পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম ভাবলাম একবার কুশল বিনিময় করেই যাই।'

'মি. এ্যানড্রু ফ্যাগান আপনাকে আমি যদি পাড় মিথ্যুক বলি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। গত দু'সপ্তাহ দিন-রাত আপনি আমাদের অনুসরণ করছেন। প্রায় দিনই আমার অনুসরণকারীরা আপনার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে।'

'আরে, আরে, মি. কোর্টনী,' ফ্যাগান হেসে উঠে। 'অনুসরণ করাটা একটা কড়া শব্দ। অবশ্য বাকী পৃথিবীর মত আমারও তীব্র কৌতূহল রয়েছে আপনারা কি করছেন সে বিষয়ে।' সে তার টুপিটা খুলে। 'আমি কি আপনাদের সাথে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পারি?'

'আমার মনে হয় আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন,' কারমিট বলে। 'দেখতেই পাচ্ছেন বোতল খালি হয়ে এসেছে।'

'ভাগ্যের কি কুদরত, আমার কাছে একটা অতিরিক্ত বোতল আছে।'

ফ্যাগান তার ফটোগ্রাফারকে ডাকে, 'কার্ল, জ্যাক ড্যানিয়েলের বোতলটা আমাদের প্যাক থেকে খুঁজে বের করবে দয়া করে? তারপরে তুমিও এসে আমাদের সাথে যোগ দিতে পার।' তারা সবাই আগুনের পাশে থিতু হয়ে বসে নিজের নিজের মগ থেকে একচুমুক দেবার পরে ফ্যাগান জানতে চায়, 'আজকে মজার কিছু ঘটেছে? তোমাদের এদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ পেলাম?'

'লিওন বলো ওদের,' বলার জন্য কারমিটের মুখ চুলবুল করে উঠে, কিন্তু সে নিজেকে বাচাল প্রমাণ করতে চায় না।

'বেশ, আপনি যখন জানতেই চাইছেন, আজ দুপুরে মি. রুজভেল্ট এই সাফারির শুরু থেকে যে সিংহটা শিকারের চেষ্টা করছিলাম সেটার দেখা পেয়েছেন।'

'সিংহ!' ফ্যাগানের মগ থেকে কয়েক বিন্দু হুইস্কি ছলকে পড়ে। 'এটা হল সত্যিকারের খবর। এক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্টের শিকার করা সিংহটার সাথে এটার তুলনা করা চলে?'

'সেটা তোমাকে নিজেকেই বিচার করতে হবে,' লিওন বলে।

'আমরা দেখতে পারি?'

'এদিকে এসো,' কারমিট ব্যগ্রকণ্ঠে বলে আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তুলে নেয় এবং সিংহটা যেখানে রয়েছে তাদের সেদিকে নিয়ে যায়। রাতের আঁধারে। সেটা এতক্ষণ ঢাকা পড়েছিল। সে কাঠের টুকরোটা উপরে তুলে ধরে চারপাশটা আলোকিত করে তুলে।

'খোদা, আমি ভুল দেখছি নাতো, এটাতো বিশাল' ফ্যাগান বলে এবং দ্রুত তার ফটোগ্রাফারের দিকে তাকায়। 'কার্ল, তোমার ক্যামেরা নিয়ে এসো।' প্রায় একঘন্টা সে কারমিট আর লিওনকে পোজ দেবার জন্য তোয়াজ করে, যদিও কারমিটকে তেল দেবার প্রয়োজন ছিল না। ঘন্টাখানেক পরে তারা যখন অবশেষে আগুনের কাছে ফিরে আসে তখন তাদের চোখে একাধিক ফ্ল্যাশের ঝলসানিতে তারা ফুটে রয়েছে এবং নিজেদের মগ তুলে নেয়। ফ্যাগান তার নোটপ্যাড বের করে। 'মি. রুজভেল্ট আমাদের এখন বলেন আজকের মত একটা কাণ্ড ঘটিয়ে আপনার কেমন অনুভূতি হচ্ছে?'

কারমিট এক মুহূর্ত চিন্তা করে। 'মি. ফ্যাগান আপনি কি নিজে একজন শিকারী। তাহলে আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করাটা সহজ হবে।'

'না স্যার আমি একজন গলফার, শিকারী নই।'

'বেশ। আমার কাছে এই সিংহটা হল অনেকটা ওপেন চ্যাম্পিয়নশীপে, টাইগার উডের সাথে শিরোপা নির্ধারণী প্লে অফে তুমি হোল ইন ওয়ান মেরে বসলে তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম হবে।'

'চমৎকা বর্ণনা! শব্দ চয়নের ব্যাপারে আপনার সহজাত প্রতিভা তুলনাহীন, স্যার।' ফ্যাগান দ্রুত লিখতে থাকে। 'এখন আপনি আমাকে পুরো ঘটনাটা বলেন, প্রথমবার দেখার পর থেকে এই অতিকায় পশুটাকে হত্যা করা পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত আমাকে খুলে বলেন।' হুইস্কি আর উত্তেজনায় কারমিট তখনও মাতোয়ারা। সে কিছুই বাদ দেয় না আবার কোনো বাড়াবাড়ি রকমের শব্দ চয়নও করে না। সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনার জন্য নিয়মিত লিওনের সাহায্য নেয়। 'ব্যাপারটা তাই ছিল না? ঠিক এমনই ঘটেছিল তাই না?' লিওন তাকে আন্তরিভাবে সহায়তা করে যেমনটা একজন পেশাদার শিকারীর তার মক্কেলকে করা উচিত। অবশেষে গল্পটা বলা শেষ হলে, তারা চুপচাপ বসে থেকে পুরো ব্যাপারটা ধাতস্থ করে। লিওন মাত্র চিন্তা করে যে সে সবাইকে বলবে এখন শোবার সময় হয়েছে; এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বজ্রহুঙ্কার ভেসে আসে।

'ওটা কিসের শব্দ?' ফ্যাগান আতঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চায়। 'ঈশ্বরের দিব্যি ওটা কিসের আওয়াজ?'

'ঐ সিংহটাকে আমরা কালকে শিকার করবো,' রাগত কণ্ঠে কারমিট বলে।

'আরেকটা সিংহ? কালকে?'

'ইয়াপ।'

'আপনারা কিছু মনে করবেন, যদি আমি আপনাদের সাথে থাকি?' ফ্যাগান জিজ্ঞেস করলে লিওন মুখ খুলে না করার জন্য কিন্তু কারমিট তার আগেই উত্তর দিয়ে বসে।

'অবশ্যই। কেন না? আপনাকে স্বাগতম মি. ফ্যাগান।'

পরেরদিন সকালবেলা চামড়া ছাড়াবার লোকেরা সিংহের চামড়া ছাড়ান শুরু করে, এবং পাথুরে লবণের মোটা প্রলেপ দিয়ে কাঁচা চামড়াটা মুড়ে দেয়।

'কাজ শেষ হলে তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে,' লিওন তাদের বলে। 'তোমাদের নিয়ে যেতে আমি লইকতকে পাঠিয়ে দেব।'

পূর্বদিক আলোকিত হয়ে উঠতে সে ফাঁকা জায়গার পরে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে। যাহা মাত্র সে সকালের আকাশের বুকে পাতা আলাদা করে চিনতে পারে, সে বলে, 'শুটিং লাইট! ভদ্রমহোদয়গণ অনুগ্রহ করে ঘোড়ায় উঠে পড়েন।' সবাই যখন ঘোড়ার পিঠে জাঁকিয়ে বসেছে, সে ম্যানইয়রোকে লক্ষ করে হাতের ইশারা করে। সামনে দুই মাসাই অনুসরণকারীর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তারা এগিয়ে চলে। লিওন ধীরে ধীরে তার ঘোড়াটা নিয়ে ফ্যাগানের দিকে এগিয়ে যায় এবং একটা সময়ে তারা পাশাপাশি রেকাবের সাথে রেকাব ঠেকিয়ে চলতে থাকে। সে মৃদু কিন্তু কঠোর কণ্ঠে কথা বলে, 'মি. রুজভেল্ট তোমাকে শিকারে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন। আমাকে বললে আমি তোমাকে আনতে চাইতাম না। যাই হোক, তুমি হয়ত শিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদকে তেমন গুরুত্ব দিবে না। কপাল যদি খারাপ থাকে তাহলে যে কেউ মারাত্মক আঘাত পেতে পারে। আমি তোমাকে বলবো যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে আর নিরাপদে গুলির আওতার বাইরে অবস্থান করবে।'

'অবশ্যই মি. কোর্টনী, আপনি যা বলবেন।'

'যথেষ্ট দূরত্ব' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি দুশো গজ দূরত্ব। আমার মক্কেলকে আমি দেখে রাখবো তাই হয়তো তোমার প্রতি তেমন নজর দিতে পারবো না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। দুইশ গজ দূরে আর ইঁদুরের মত চুপচাপ থাকবো আমরা, আপনি আমাদের অস্তিত্ব অনুভবও করবেন না।'

ম্যানইয়রো দু'মাইল দূরে তাদের পরবর্তী সিংহের মড়ির কাছে নিয়ে যায়। বুড়ো জিরাফের ফুলে উঠা শবদেহের দিকে তারা এগিয়ে যেতে ভুড়িভোজে ব্যস্ত থাকা শকুনের একটা বিশাল ঝাঁক আকাশে উড়াল দেয় এবং ডজনখানেক বা তারও বেশি হায়নার পাল আচম্বিতে ভয় পেয়ে দৌড়ে পালায়, তাদের পিঠের উপরে লেজ বেঁকে রয়েছে, তাদের বেঁকে থাকা চোয়ালে রক্ত আর কলজের ছিটেফোটা লেগে রয়েছে এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে চলেছে।

'*হাপানা।*' ম্যানইয়রো বলে। 'কিছু নেই।'

'আরো তিনটা মড়ি রয়েছে। একটা না একটা সে স্পর্শ করেছে। সময় নষ্ট না করে ম্যানইয়রো আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো,' লিওন আদেশ দেয়। দ্বিতীয় মড়িটা তিনদিকে কুসাকা-সাকা ঝোপ দিয়ে ঘেরা একটা খোলা প্রান্তর যেখানের আগাছা সদ্যই পোড়ান হয়েছে তার মাঝে পড়ে রয়েছে, কুসাকা-সাকা ঝোপের ঘন লতাপাতা মাটির কাছে ঝুলে রয়েছে এবং যা পলায়নপর প্রাণীর জন্য নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু লিওন লক্ষ্য করে দেহে মড়িটার চারপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা রয়েছে যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।

প্রথম যে বিষয়টা লিওন খেয়াল করে আর সাথে সাথে তার স্নায়ু টানটান হয়ে যায়– সেটা হল আশেপাশের গাছের উপরের ডালে অসংখ্য শকুন বসে রয়েছে আর কুসাকা-সাকা ঝোপের প্রান্ত ছুয়ে চারটা হায়েনার একটা ছোট দল দাঁড়িয়ে আছে। খালি জায়গায় পড়ে থাকা মৃত মহিষটার থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখেছে হায়েনা আর শকুনের পাল। তারমানে একটাই, এখানে এমন কিছু রয়েছে যা তারা পছন্দ করছে না। তারপরে ম্যানইয়রো, যে অনেকটা সামনে রয়েছে, থেমে যায় এবং একটা কৌশলী ভঙ্গি করে যা লিওনকে সতর্ক করে দেয় যেন সে তার সাথে কথা বলেছে।

লিওন লাগাম টেনে ধরে। 'সাবধান। সে এখানেই আছে,' সে কারমিটকে বলে। 'অপেক্ষা করো। ম্যানইয়রো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমাদের হয়ে তাকেই যা করার করতে দাও।' ফ্যাগান আর তার দল সেখানে এসে পৌঁছে। 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে,' লিওন তাদের বলে। 'আমি তোমাকে সংকেত না দেয়া পর্যন্ত আর একটুও এগোবে না। এখান থেকেই তোমরা সবকিছু ভালোভাবে দেখতে পাবে, কিন্তু শিকারের ক্ষেত্র থেকে একদম সরে থাকবে।' তারা ম্যানইয়রোকে বাতাসের গতিবিধি পরীক্ষা করতে দেখে। মৃদু আর উষ্ণ বায়ু বইছে কিন্তু সরাসরি তাদের দিক থেকে মড়ির দিকে বয়ে চলেছে। ম্যানইয়রো মাথা নেড়ে আরেকটা ইশারা করে।

'ঠিকাছে, বন্ধু, সিংহ মড়ির কাছেই রয়েছে,' লিওন কারমিটকে বলে। 'আমরা সামনে যাচ্ছি। গতবারের মতই হবে সবকিছু। ধীরেসুস্থে। তাড়াহুড়ো করবে না। আর যাই করো না কেন, এবার অন্তত হতচ্ছাড়া সিংহের চোখের দিকে তাকাতে যেও না।'

'ঠিকাছে, ওস্তাদ।' স্নায়বিক উত্তেজনায় কারমিট হাসে এবং বুট থেকে রাইফেল নেয়ার সময় তার হাত রীতিমত কাঁপতে থাকে। লিওন আশা করে ধীরে এগিয়ে যাবার সময়ে সে নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে।

তারা ঘোড়া থেকে নামে।

'তোমার অস্ত্র পরীক্ষা করো। দেখো যে চেম্বারে গুলি অন্তত ভরা রয়েছে।' কারমিট কথামত কাজ করে এবং লিওন স্বস্তির সাথে দেখে যে তার হাতের কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে।

সে ম্যানইয়রোকে ইশারা করে তাদের পিছনে অবস্থান নেবার জন্য এবং উন্মুক্ত পোড়া এলাকার উপর দিয়ে তারা ধীরে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রতি পদক্ষেপে

তাজা ছাইয়ের মিহি গুড়া বাতাসে ছিটকে উঠে। মহিষের মড়ি থেকে তারা তখনও আড়াইশো গজ দূরে। সিংহটা তখন মৃতদেহের পেছন থেকে উঠে দাঁড়ায়। বিশাল তার আকৃতি, বুড়ো সিংহটার মতই হুবহু দেখতে। তার কেশর ঝাকড়া কিন্তু মেটে রঙের কেবল মাথার দিকে হাল্কা কালো রঙের ছোপ দেখা যায়। চমৎকার তার শারীরিক ব্যঞ্জনা, দেহের চামড়া মসৃণ আর পিচ্ছিল, কোনো কুৎসিত ক্ষত নেই কোথাও। সে যখন গরগর করে উঠে তার নিখুঁত লম্বা ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি দেখা যায়। কিন্তু তার বয়স অল্প আর সে কারণেই তার মতিগতি সম্পর্কে কোনো আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।

'ভুলেও তার দিকে সরাসরি তাকিও না!' লিওন ফিসফিস করে তাকে সতর্ক করে দেয়। হাঁতে থাকো, কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, তার দিকে তাকিও না। আমাদের আরও কাছে যেতে হবে। অনেক কাছে।' তারা যখন দেড়শ গজ দূরে তখন সিংহটা আবার গর্জে উঠে এবং অনিশ্চিত ভঙ্গিতে লেজ ঝাপটায়। সে তার কেশরভর্তি মাথাটা ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়।

ওহ্ না! না! লিওন আপন মনে বিলাপ করে উঠে। ব্যাটা ভড়কে গেছে। রুখে দাঁড়াবার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে।

সিংহটা আবার ঘুরে তাদের দিকে তাকায় এবং তৃতীয়বারের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠে কিন্তু এবার শব্দে সেই খুনীর নির্মমতা প্রকাশ পায় না। তারপরে, সহসা সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং কুসাকা-সাকা ঝোপের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড় দেয়।

'ব্যাটা পালাচ্ছে!' কারমিট হায় হায় করে উঠে এবং দ্রুত তিনপা দৌড়ে গিয়ে থমকে থেমে যায়। সে তার লি-এনফিল্ড তুলে আনে।

'না!' লিওন ব্যগ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে। 'গুলি কোরো না।' রেঞ্জ অনেক বেশি আর সিংহ দ্রুত ধাবমান। লিওন সামনে দৌড়ে যায় কারমিটকে নিরস্ত করতে, কিন্তু তার আগেই লি-এনফিল্ড ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠে আর নলটা ঝাঁকি খায়। প্রাপ্তবয়স্ক ক্রিড়াবিদের সুষমায় সিংহের পিচ্ছিল চামড়ার নিচে তার পাকান পেশী খেলা করতে থাকে। লিওন গুলিটাকে লক্ষ্যে আঘাত হানতে দেখে। আঘাত লাগার স্থানে, গভীর পুকুরে কোনো পাথরের লাফিয়ে ছিটকে যাবার মত, সিংহের চামড়া লাফিয়ে উঠে এবং কেঁপে কেঁপে যায়। সিংহের পাজরের শেষ হাড়ের দু'হাত পিছনে এবং শরীরের মাঝামাঝি দিয়ে অতিক্রম করা রেখার নিচে গুলিটা আঘাত করেছে।

'পেটে আঘাত করেছে!' লিওন গুঙিয়ে উঠে। 'অনেক পেছনে।' গুলির আঘাত লাগা মাত্র সিংহটা গর্জে উঠে এবং ছোটার গতি বাড়িয়ে দেয়। লিওন নিজের বন্দুক কাঁধের কাছে তোলার মধ্যে আহত জন্তুটা কুসাকা-সাকা ঝোপের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে। হল্যান্ডের নির্ভুল নিশানার অনেক বাইরে এখন সিংহটা। তারপরেও লিওন গুলি করতে বাধ্য হয়। সিংহটা আহত। এটা তার নশ্বর দায়িত্ব তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা সাফল্যের সম্ভাবনা যতই কম হোক। সে প্রথম ব্যারেল খালি করে

দেখে গুলিটা সিংহের বুকের নিচের মাটিতে ধুলো উড়ায়। তার দ্বিতীয় গুলির প্রতিক্রিয়া প্রথমটা সাথেই মিশে যায় এবং সিংহটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে সে বুঝতে পারে না আঘাতটা কোথায় লেগেছে। দ্রুত ম্যানইয়রোর দিকে তাকালে সে তার বাম পা স্পর্শ করে।

'পেছনের পা ভেঙে গেছে,' লিওন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে। 'তার গতি এতে মোটেই হ্রাস পাবে না।' সে খালি কার্তুজ বের করে হল্যান্ডে নতুত কার্তুজ ভরে।

'খালি রাইফেল হাতে নিয়ে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ কোরো না,' সে ধমকে উঠে কারমিটকে বলে। 'জিনিসটা রিলোড কর।'

'আমি দুঃখিত,' কারমিট লজ্জিত মুখে বলে।

'আমিও তাই,' লিওন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠে।

'সে পালিয়ে যাচ্ছিল,' বেচারা ব্যাখ্যা করতে চায়।

'হ্যাঁ, তোমার গুলি পেটে নিয়ে এখন সে সত্যিই এবং ভালোমতই পালিয়ে গেছে।' লিওন ম্যানইয়রোকে ডাকে তার সাথে যোগ দেবার জন্য তারা দু'জন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মাথা পরস্পরের সাথে প্রায় লেগে থাকে, ব্যগ্র কণ্ঠে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পরে ম্যানইয়রো লইকতের সাথে গিয়ে বসে আর তারা দু'জন একত্রে নস্যি নেয়। লিওন মাটির উপরে হল্যান্ড কোলে নিয়ে চুপচুপ বসে থাকে। কারমিট একটু দূরে বসে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে থাকে। লিওন তাকে উপেক্ষা করে।

'আমরা এখন কি করব?' কারমিট জানতে চায়।

'অপেক্ষা করব।'

'কিসের জন্য?'

'বেচারার দেহ রক্তশূন্য হবার এবং ক্ষতস্থান শক্ত হবার জন্য।'

'আমিও তোমার সাথে যাব।'

না, তুমি কিছুতেই যাবে না। একদিনের জন্য তুমি যথেষ্ট আমোদ করেছ।'

'তুমি আঘাত পেতে পার।'

সেটা একটা সুদূর পরাহত সম্ভাবনা,' লিওন তিক্তকণ্ঠে হেসে বলে।

'লিওন আমাকে আরেকটা সুযোগ দাও,' কারমিট অসহায় কণ্ঠে বলে। কলিওন মাথা ঘুরিয়ে শীতল কঠিন চোখে প্রথমবারের মত তার দিকে সরাসরি তাকায়। 'আমাকে বল কেন আমি দিব?'

'কারণ সেই অসাধারণ প্রাণীটা তিলে তিলে ধুকে ধুকে ওখানে কোথাও মারা যাচ্ছে আর আমি তার ঐ অবস্থার জন্য দায়ী। ঈশ্বর আর সিংহের কাছে ঋণী এবং মানুষ হিসাবে আমার পবিত্র দায়িত্ব সেখানে গিয়ে তাকে তার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া। তুমি কি বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ,' লিওন বলে এবং তার চোখমুখের কঠোরতা হ্রাস পায়। 'আমি খুব ভালোমতই বুঝতে পেরেছি এবং সে জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাই। আমরা

একসাথেই ঝোপের ভিতরে যাব আর তোমাকে আমার পাশে পাওয়াটাকে আমি একটা সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করছি।'

সে আরও কিছু বলতে যায় কিন্তু খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তার চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠে। সে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'ঐ বুরবাকের বাচ্চা কি ব্যাপারটা ছেলেখেলা মনে করেছে?' এ্যান্ড্রু ফ্যাগান কুসাকা-সাকা ঝোপের যেখানে সিংহটা অদৃশ্য হয়েছে ঠিক তার প্রান্ত বরাবর ধীরেসুস্থে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। লিওন ঝেড়ে দৌড় দেয় বেশি দূর যাবার আগেই তাকে থামাবার জন্য।

'ভাগো ওখান থেকে, আহাম্মকের বাটখারা! সরে আসো!' সর্বশক্তিতে সে চিৎকার করে উঠে। ফ্যাগান এমনকি ঘুরেও তাকায় না। সে ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে থাকে। লিওন আর চিৎকার না করে খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়ে যায়। ভয়ঙ্কর মুহূর্তটার জন্য সে নিশ্চিত যা গুড়ি গুড়ি পায়ে এগিয়ে আসছে সে তার দম বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ফ্যাগান শুনতে পাবে এমন দূরত্বে পৌছাবার পরে– 'ফ্যাগান, আহাম্মকের বরপুত্র! ওখান থেকে জলদি সরে এসো!' মাথার উপরে রাইফেল আন্দোলিত করে সে চিৎকার করে উঠে। ফ্যাগান এবার শুনতে পায় এবং উৎফুল্ল চিত্তে তার হাতের চাবুকের হাতল আন্দোলিত করে কিন্তু ঘোড়াকে থামাবার কোনো চেষ্টাই করে না।

'এই মুহূর্তে এখানে আসো!' মরিয়া হয়ে উঠার কারণে লিওনের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনায়।

ফ্যাগান এবার তার ঘোড়া থামায় এবং তার মুখ থেকে হাসি উবে যায়। সে লিওনের দিকে তাকায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কুসাকা-সাকার ঘন আড়াল থেকে ক্রোধে গড়গড় করতে করতে সিংহটা তীব্রবেগে বের হয়ে আসে। কেশর ফুলে রয়েছে, হলুদ চোখে মৃত্যুর ধমকানি নিয়ে সে ফ্যাগানের দিকে ছুটে যায়।

তার ঘোড়া মাথা ঝাকি দিয়ে উপরে তুলে নেয় তারপরে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বেমাক্কা নুয়ে পড়ে। ফ্যাগানের পা একটা রেকাব থেকে ছুটে যায় এবং সে ঘোড়ার গলায় গিয়ে ছিটকে পড়ে। ঘোড়াটা দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করে এবং ফ্যাগান দু'হাত দিয়ে কোনোমতে তার গলা আঁকড়ে ধরে থাকে। সংক্ষিপ্ত দূরত্বে আরোহী সহ ঘোড়ার গতি সিংহের ক্ষিপ্রতার কাছে পাত্তাই পায় না, সে নিমেষে তাদের ধরে ফেলে। ঝাঁপিয়ে উঠে সামনের দুই থাবার লম্বা হলুদ নখ দিয়ে সে ঘোড়ার পেছনটা সপাটে আঁকড়ে ধরে।

যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায় ঘোড়াটা এবং চারপায়ের উপরে ভর দিয়ে তড়িৎ লাফিয়ে উঠে নির্মম থাবার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। ফ্যাগান আসনচ্যুত হয় এবং কয়লা বোঝাই চারচাকার ঠেলাগাড়ির পিছন দিক দিয়ে ছুড়ে ফেলা বস্তার মত মাটিতে আছড়ে পড়ে কিন্তু গোল বাধে তার একপা রেকাবে আটতে থাকলে এবং নিমেষে

হাচড়পাচড় করে ছুটতে থাকা ঘোড়ার পিছনে সিংহের পিছনের পায়ের নিচে নিজেকে আবিষ্কার করে। আক্রমণকারীকে স্থানচ্যুত করতে ঘোড়াটা চিঁহিঁ শব্দ করতে করতে পাগলের মত পিছনের পা দিয়ে লাথি মারতে থাকে। ফ্যাগানের মাথার চারপাশে ঘোড়ার খুর চমকাতে থাকে। সিংহের পিছনের পা একটা ভাঙা থাকায় সে ঘোড়াটাকে আছড়ে ফেলার জন্য খুব বেশি জোর খাটাতে পারে না। পোড়া ঘাস থেকে উড়তে থাকা ছাইয়ের আড়ালে পুরো ধ্বস্তাধস্তি ঢাকা পড়ে যায়। ধুলোর মেঘে ঠিকমত দেখতে না পারার ফলে সিংহের বদলে মানুষকে গুলি করে বসার ভয়ে লিওন গুলি করার সাহস দেখাতে যায় না। তারপরে টানাটানির ভার সহ্য করতে না পেরে ফ্যাগানের রেকাবের চামড়া ছিঁড়ে যেতে সে এই ধ্বস্তাধস্তির ভিতর থেকে গড়িয়ে বের হয়ে আসে।

'ফ্যাগান আমার কাছে এসো!' লিওন গর্জে উঠে। ফ্যাগান এবার চটুল ভঙ্গিতে সাড়া দেয়। ডান পায়ে রেকাবের স্টিল তখনও আটকে থাকা অবস্থায় সে উঠে দাঁড়ায় এবং হোঁচট খেতে খেতে তার দিকে এগিয়ে আসে। তার পিছনে সিংহ আর ঘোড়ার মল্লযুদ্ধ তখনও চলছে, ঘোড়াটা পিছনের জোড়া পায়ে লাথি মারতে মারতে সিংহকে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে, সিংহটা অপরদিকে সামনের দুই থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে চেষ্টা করছে ঘোড়ার ফুলে উঠা পশ্চাদদেশ কামড়ে ধরতে।

ঘোড়াটা আবার লাথি হাঁকায় এবং এবার জোড়া পায়ে মোক্ষমভাবে সিংহের বুকে আঘাত করে। আঘাতটা এতটাই জোরাল যে সে পিছনে ছিটকে যায় এবং ঘোড়ার মাংসপেশী থেকে তার থাবা ছুটে যায়। সে তার পেটের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় কিন্তু একই গতিতে সে সামনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়াটা দিকভ্রান্তের মত দৌড়াতে থাকে, পিছনের ক্ষত থেকে পিচকারি দিয়ে রক্ত ছিটকে বের হতে থাকে, এবং সিংহ তার দিকে দৌড় শুরু করতে গিয়ে ফ্যাগানের দৌড়াতে থাকা মূর্তি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সে দ্রুত দিক বদল করে ফ্যাগানের দিকে ধেয়ে আসে। ফ্যাগান পিছনে তাকিয়ে অসহায়ের মত আর্তচিৎকার করে উঠে।

'আমার দিকে এসো!' লিওন তাকে ধরার জন্য দৌড়াতে থাকে কিন্তু সিংহের সাথে পাল্লা দেয়া অসম্ভব। সে এখনও গুলি করতে পারে না কারণ ফ্যাগান সিংহ আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুহূর্ত পরেই সে তার উপরে হামলে পড়তে যাচ্ছে।

'শুয়ে পড়ো!' লিওন চিৎকার করে বলে। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। আমাকে গুলি করার সুযোগ দাও।'

মনে হয় আদেশ শুনেই কিন্তু খুব সম্ভবত ভয়ে অসাড় হয়ে তার পা হাল ছেড়ে দেয় এবং ফ্যাগান ধসে পড়ে অনেকটা আর্মাডিলোর মত শুকনো মাটির উপরে একটা বলের মত গড়িয়ে যায়, হাঁটু বুকের কাছে ভাঁজ করা দু'হাত মাথার পেছনটা আঁকড়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো শক্ত করে মুখের ভিতরে চেপে বসে আছে যা এই মুহূর্তে আতঙ্কে সাদা হয়ে রয়েছে। কিন্তু দেরি যা হবার তা হয়ে গেছে। মৃত্যুর নিরবতায়

সিংহটা ধেয়ে আসে, চোয়াল হা করে দাঁত বের করে রেখেছে তেড়ে আসার শেষ কয়েকটা ঘাতক পদক্ষেপে সে আর কোনো আওয়াজ করে না। ফ্যাগানের অসহায় শরীরটা কামড়ে ধরার জন্য সে ঘাড় বাড়িয়ে দেয়।

একই সময়ে লিওনের বন্দুকের প্রথম ব্যারেল ঝলসে উঠে এবং বুলেট সিংহের নিজের চোয়াল গুড়িয়ে দেয়। পাত্র থেকে নিক্ষিপ্ত ছক্কার মত দাঁতের সাদা টুকরো ছিটকে উঠে। তারপরে ধাবমান বুলেট বিপুল উদ্যমে বিশাল পেশল শরীরের, বুক থেকে পায়ুপথ অব্দি, পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়। গুলির শক্তি সিংহটাকে পিছনের দিকে একটা আনাড়ি ডিগবাজির মত ভঙ্গিতে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে। সে পায়ের উপরে গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে টলতে থাকে, মাথা ঝুলে থাকে খোলা চোয়াল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। লিওনের দ্বিতীয় গুলিটা তার কাঁধে আঘাত হেনে হাড় গুড়িয়ে দিয়ে সোজা হৃৎপিণ্ডের দিকে ধেয়ে যায়। সিংহটা শিথিল পেশীর একটা স্তূপের মত পেছনে গড়িয়ে পড়ে চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ করা। তার রক্তাক্ত ভাঙা চোয়াল বৃথাই বাতাসের জন্য খাবি খায়।

লিওন বাম হাতের আঙ্গুলে পিতলের মোটা দুটো কার্তুজ ধরাই ছিল। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে উপরের লিভারে একটা মোচড় দিয়ে কব্জির এক ঝাঁকিতে সে হল্যান্ডের ব্রীচ ওপেন করে এবং কার্তুজের খালি খোসাটা ছিটকে বের হয়ে এলে সে দক্ষ হাতের এক ঝটকায় তাদের ফাঁকা স্থানে ঢুকিয়ে দেয়। হল্যান্ড লাফিয়ে তার কাঁধে উঠে আসে। সে সিংহের বুক লক্ষ করে নিশ্চিত করা গুলিটা করে এবং পেছনের ভালো পা মৃত্যু যন্ত্রণায় শেষবারের মত ঝাঁকি দিয়ে তারপরে নিথর হয়ে যায়।

'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, মি. ফ্যাগান। আপনি এখন উঠে দাঁড়াতে পারেন।' মোলায়েম কণ্ঠে লিওন বলে। ফ্যাগান চোখ খুলে এবং চারপাশে তাকায় যেন স্বর্গের মনোরম উদ্যান সে তার আশেপাশে দেখতে পাবে বলে আশা করছে। অনেক কসরত করে সে অবশেষে পায়ের উপরে উঠে দাঁড়ায়।

কাবুকি মুখোশের মত সাদা হয়ে আছে তার মুখ কেবল ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে। ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার সারা দেহ। অবশ্য তার বিশ ডলারের ব্রুকস ব্রাদার্স রাইডিং ব্রিচেসের সামনেরটা ভিজে চপচপ হয়ে আছে। সে ইতস্তত করে লিওনের দিকে এক পা বাড়ালে তার জুতাজোড়া থেকে ভেজা প্যাচপোচ আওয়াজ শোনা যায়।

এ্যান্ড্রু ফ্যাগান এসক্যোয়ার, ফোর্থ স্টেটের কেন্টুবিন্টু, আমেরিকান এসোসিয়েট প্রেসের আজীবন সদস্য, নিউইয়র্ক র‍্যাকেট ক্লাবের কমিটির সদস্য, পেনসিলভেনিয়া গলফ ক্লাবের গলফ দলের কাপ্তান এই মাত্র তার প্যান্টে হিসু করে দিয়েছেন।

'স্যার, সত্যি কথা বলবেন, গলফের এইটিন হোলের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক বলে কি আপনার কাছে মনে হয়নি?' লিওন মৃদুস্বরে জানতে চায়।

প্রেসিডেন্টের বিশাল সাফারি অবশেষে আসো নগ'ইরোর তীর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেয় এবং হেলেদুলে গদাইলস্করি চালে উত্তর-পূর্ব দিকের মনোরম কিন্তু বন্য পশ্চাদভূমির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে। সাফারির বেঁচেবর্তে থাকা দিনগুলো লিওন আর কারমিট হাত খুলে শিকার করে। তারা ঘোড়ার পিঠে করে দূর-দূরান্তে চলে যায় এবং শিকার খুঁজে বেড়ায়, বেশিরভাগ সময়েই তাদের বরাতে কিছু না কিছু জুটেই যায়। লিওন বিগ মেডিসিন সারিয়ে দেবার পরে কারমিটের আর একটা গুলিও ফসকায়নি। লিওন ভাবে এটা কি লুসিমার জাদুর প্রভাব নাকি সে কারমিটের ভিতরে কারমিটের নিজস্ব মূল্যবোধ রোপন করতে পেরেছে, তারা একত্রে যেসব পশুর পাল ধাওয়া করেছে তাদের প্রতি সম্মান আর বিবেচনাবোধ তার মাঝে জাগ্রত হয়েছে? সত্যিকারের জাদু কোন মন্ত্রের মাঝে নেই: সত্যিকারের জাদু হল সেটাই যা কারমিটকে অনেকবেশি দক্ষ আর দায়িত্ববান শিকারীতে, স্থৈর্য্যবান আর আত্মবিশ্বাসী এক মানুষে পরিণত করেছে। তাদের বন্ধুত্ব, বিপর্যয়ের মাপকাঠিতে পরীক্ষিত, এখন অনেকবেশি পরিণত আর স্থিতিশীল।

আসো নগ'ইরো নদীর তীর থেকে যাত্রা শুরু করার চারমাস পরে সাফারিটা সদলবলে ভিক্টোরিয়া নীলের বিশাল স্রোতধারার কাছে জিনজা নামে একটা স্থানে এসে পৌঁছে, মিষ্টি পানির হ্রদ লেক ভিক্টোরিয়ার মাথার দিকে এলাকাটা অবস্থিত। এখান থেকেই তাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে।

পার্সি ফিলিপের চুক্তি ছিল নদী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। নীলনদের পূর্ব তীরে তারা তাবুর আরেকটা বিশাল সমাবেশ দেখতে পায়। কুয়েনটিন গ্রোগান অপেক্ষা করছে পার্সির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য, এবং এরপরে সে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে উত্তরমুখে উগান্ডা সুদানের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে তিনি আর তার দলবল নিউইয়র্কের জাহাজে উঠবে।

নীলনদের তীরে প্রেসিডেন্ট একটা বিদায়ী ভোজের আয়োজন করতে বলেন। তিনি নিজে যদিও স্পর্শ করেন না তবুও এদফা তার অতিথিদের তিনি শ্যাম্পেন সরবরাহের অনুমতি দেন। একটা প্রাণবন্ত ভোজসভা যার শেষ হয় প্রেসিডেন্টের বিদায়ী বক্তৃতার মাধ্যমে। একে একে তিনি তার অতিথিদের প্রত্যেকের নাম স্মরণ করেন এবং তিনি যখন যার নাম উল্লেখ করেন তার সম্পর্কে আবেগঘন বা মজার চুটকি উল্লেখ করেন যা উপস্থিত সবাইকে ছুয়ে যায়। 'শোনো, চুপ করে শোনো!' এবং 'ফর হি ইজ এ্যা জলি গুড ফেলো' ঘনঘন শোনা যায়।

সবশেষে তিনি লিওনের কথা তোলেন। সিংহ শিকার আর এ্যান্ড্রু ফ্যাগানের উদ্ধার পর্বের খুঁটিনাটি সবই তিনি স্মরণ করেন। হতভাগ্য ভদ্রলোককে নগণ্য সাংবাদিক হিসাবে উল্লেখ করলে তার শ্রোতারাদারুণ খুশী হয়। সিংহের ঘটনার পরেই সাফারি

অনুসরণের ইচ্ছা বাদ দিয়ে ফিরে যাবার কারণে ফ্যাগান সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিধ্বস্ত অবস্থায় সে নাইরোবি ফিরে গিয়েছিল।

'আরেকটা কথা আমার মনে– আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কারমিট তোমার সাথে আমার একটা বাজি ছিল না? বড় সিংহ শিকার করা নিয়ে, তাই না?' দর্শকদের হাসির তোড়ের ভিতরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলতে থাকেন।

'বাবা, তুমি ধরেছিলে এবং সত্যিই ধরেছিলে!'

'আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা পাঁচ ডলার বাজি ধরেছিলাম?'

'না বাবা, সংখ্যাটা দশ ছিল।'

'ভদ্রমহোদয়গণ!' রুজভেল্ট টেবিলে উপবিষ্ট সবার দিকে তাকিয়ে কপট মিনতির ভাব করেন। 'পাঁচ নাকি দশ ছিল!'

উৎফুল্ল চিৎকারের সাথে শোনা যায় 'দশ ছিল! দিয়ে দেন, স্যার! বাজিতো বাজিই!'

তিনি কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ওয়ালেট বের করেন এবং ভিতর থেকে দশ ডলারের একটা সবুজ ব্যাঙ্কনোট বের করে কারমিটের দিকে এগিয়ে দেন। 'পুরো দিয়ে দিলাম,' তিনি বলেন। 'তোমরা সবাই সাক্ষী।' তারপরে তিনি আবার তার অতিথিদের দিকে মনোযোগ দেন। 'তোমরা অনেকেই জান যে আমার ছেলে আগুয়ান সিংহ গুলি করে মারার পরে তার দুই অনুসরণকারী তাকে মাসাই গোত্রের সম্মানসূচক সদস্য হিসাবে বরণ করে নিয়েছে।'

আরো 'ব্রাভো! কারমিট ইজ এ জলি গুড ফেলো!' চিৎকার শোনা যায়।

প্রেসিডেন্ট নিরবতার জন্য হাত উপরে তুলেন। 'আমার মনে হয়েছে এই সম্মানটা আমার প্রত্যাবর্তন করা উচিত এবং সেটাই যুক্তিযুক্ত হবে।' তিনি লিওনের দিকে তাকান। 'অনুগ্রহ করে, ম্যানইয়রো আর লইকতকে তুমি ডেকে আনবে?' লিওন আগেই দুই মূর্তিমানকে সতর্ক করে রেখেছিল যে বাওয়ানা টামবো তাদের ডাকতে পারে; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সোয়াহিলি নাম যার মানে স্যার অমিত খাদক।

ম্যানইয়রো আর লইকত তাবুর পিছনেই অপেক্ষা করেছিল এবং তারা চটপট ভিতরে আসে। লাল *শুখার* আন্দোলনে তাদের উজ্জ্বল দেখায়, লাল গিরিমাটি আর চর্বি দিয়ে তাদের মাথার বেণী সুন্দর করে সাজান। সিংহ মারার *অ্যাসেগাই* রয়েছে তাদের সাথে।

'লিওন এই মাটির সন্তানদের আমি যা বলতে চাই তাদের জন্য অনুগ্রহ করে ভাষান্তরিত করবে,' প্রেসিডেন্ট বলেন। 'তোমরা আমার ছেলে, বাওয়ানা পোপোও হিমাকে তোমাদের গোত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছো। তোমরা তাকে মাসাই গোত্রের *মোরানি* হিসাবে অভিসিক্ত করেছো। এখন আমি তোমাদের দু'জনকে আমার দেশ আমেরিকার যোদ্ধা হিসাবে বরণ করছি। তুমি যেকোনো সময় আমার দেশে বেড়াতে আসতে পার আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তোমার স্বাগত জানাব। তোমরা

মাসাই বটে, তবে তোমরা এখন আমেরিকানও।' তিনি ঘুরে তার সচিবের দিকে তাকান, তার চেয়ারের পিছনেই সে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার কাছ থেকে লাল রিবনে গোল করে বাঁধা নাগরিকত্বের সনদ দুটো নেন। তিনি মাসাইদের হাতে সে দুটো ধরিয়ে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করেন। খাবার টেবিলের চারপাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ম্যানইয়রো আর লইকত সিংহ নাচ নাচতে শুরু করে। কারমিটও লাফিয়ে উঠে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়ে লাফায়, পা টেনে টেনে হাঁটে এবং মূকাভিনয় করে। উপস্থিত সবাই হাততালি দেয় এবং উল্লাস প্রকাশ করে আর রুজভেল্ট নিজের চেয়ারে হাসির তোড়ে কাঁপতে থাকেন। নাচ শেষ করে ম্যানইয়রো আর লইকত বিপুল গৌরবে তাবু থেকে হেঁটে বের হয়।

প্রেসিডেন্ট আবার উঠে দাঁড়ান। 'এখন, আজ আমাদের যেসব বন্ধুর সাথে বিচ্ছেদ ঘটছে, তাদের জন্য আমার কাছে আমাদের একসাথে কাটান সময়ের কিছু স্মারক রয়েছে।' তার সচিব আমার এক গাদা স্কেচপ্যাড নিয়ে তাবুর ভিতরে প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট তার কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে টেবিলের চারপাশ দিয়ে ঘুরে নিজের হাতে সেসব তার অতিথিদের হাতে তুলে দেন। লিওন যখন নিজের প্যাডটা খুলে দেখে তাকে ব্যক্তিগতভাবে সেটা উৎসর্গ করা হয়েছে,

আমার ভালো বন্ধু আর নিমরড, লিওন কোর্টনী, আফ্রিকার স্বর্গীয় প্রান্তরে আমার আর কারমিটের সাথে কাটান আনন্দময় সময়ের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য, টেডী রুজভেল্ট।

প্যাডে ডজনখানেক হাতে আঁকে কার্টুন রয়েছে। গত মাসগুলোতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে সেগুলোর ভিতর। একটাতে কারমিটের ঘোড়া আছাড় খাবার দৃশ্য, যার শিরোনাম '*আমার ছেলে এবং উত্তরাধিকারীর আছাড় খাওয়া এবং সেই পারঙ্গমতা অবলোকনপূর্বক অমিত বলশালী নিমরডের আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তি।*' আরেকটাতে রয়েছে সিংহের মৃত্যু নিশ্চিত করতে লিওন গুলি করছে, যার টীকা লিখেছেন স্বয়ং রুজভেল্ট, '*সিংহের খাবার হবার হাত থেকে নিমরড প্রথিতযশা সাংবাদিককে রক্ষা করছে এবং অমিত বলশালী নিমরডের বিক্রমের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার ছেলে আর উত্তরাধিকারীর উৎফুল্ল অনুভূতি।*' উপহারটা লিওনকে বিস্মিত আর হতবাক করে দেয় যা সে জানে অমূল্য, অমিত পরাক্রমশালী লোকটা নিজের হাতে প্রতিটা রেখা এঁকেছেন।

খাবার পর্বটা যেন তাড়াতাড়িই শেষ হয়। প্রেসিডেন্টের দলবলকে নদী পার করাবার জন্য নৌকার বহর তীরে অপেক্ষা করছে। লিওন আর কারমিট নদীর তীরে চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটে। দু'জনের কেউই বিরক্তিকর বা তুচ্ছ শোনাবে না এমন কোনো শব্দই খুঁজে পায় না।

'বন্ধু, আমার হয়ে লুসিমাকে একটা গিফট পৌঁছে দিতে পারবে,' পানির কাছে পৌঁছে কারমিট নিরবতা ভেঙে শেষ পর্যন্ত বলে। সে লিওনের হাতে সবুজ ব্যাঙ্কনোটের

একটা বান্ডিল ধরিয়ে দেয়। 'এখানে একশ ডলার আছে। তার প্রাপ্য এর থেকে অনেক বেশি। তাকে বোলো যে আমার *বন্দুকি* দারুণ গুলি করছে, তাকে ধন্যবাদ।'

'এটা একটা যথোচিত উপহার। এটা দিয়ে সে দশটা ভালো গরু কিনতে পারবে। গরুর চেয়ে কাম্য মাসাইয়ের কাছে আর কিছু নেই,' লিওন বলে।

'আবার দেখা হবে বন্ধু। নাবিকদের কথায় বলি, পুরোটাই ছিল অবিমিশ্য আনন্দ আর মজা,' কারমিট বলে।

'আমেরিকানদের ভাষায়, এটা ছিল দ্বিগুণ দারুণ। বন্ধু, বিদায় আর ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।' লিওন তার ডান হাত এগিয়ে দেয়।

কারমিট সেটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে চিঠি লিখব।'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি সব মেয়েকেই একই কথা বল।'

'তুমি দেখতেই পাবে,' কারমিট বলে এবং অপেক্ষমান নৌকায় উঠে পড়ে। সে উঠতেই নৌকা তীর থেকে সরে যায় এবং নীলনদের দ্রুত প্রশস্ত স্রোত বেয়ে ওপারে যেতে শুরু করে। আওয়াজ শোনার প্রায় প্রান্তসীমায় পৌঁছে কারমিট হঠাৎ নৌকার গলুইয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে কিছু একটা বলে। জলপ্রপাতের দিকে ভেসে যাওয়া স্রোতের মাঝে কান খাড়া করে লিওন কোনোমতে শুনতে পায়। 'যোদ্ধার রক্তের ভাই!'

লিওন হাসে, মাথার টুপি খুলে নাড়ে এবং পাল্টা চিৎকার করে, 'বন্দুক তৈরি হুশিয়ার!'

'আমার সুন্দর-পেখমের বন্ধু, এখন শোনো, এবার তোমার মাটিতে পা দেবার সময় হয়েছে। তোমার জন্য আনন্দ করা শেষ। তোমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। প্রথম, তুমি ঘোড়াগুলোর খবর নেবে আর তাদের নিরাপদে নাইরোবি পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। তারপরে যাত্রাপথে আমরা যেসব স্মারক রেখে এসেছি তুমি সেগুলো সংগ্রহ করবে। চামড়াগুলো ভালো করে শুকিয়ে লবণ দেয়া হয়েছে কিনা দেখে সেগুলো প্যাক করে কাপিতি প্লেইনসে রেললাইনের কাছে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত করবে। তাদের জাহাজে তুলে দিতে হবে আমেরিকার স্মিথসোনিয়ানের কাছে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছাবার জন্য। সব যন্ত্রপাতি আর যানবাহনের, যার ভিতরে পাঁচটা বলদ-টানা গাড়ি আর দুইটা ট্রাক রয়েছে, সার্ভিসিং করবে। সবকিছু বছরের বেশিরভাগ সময়টা রাস্তার উপরে কাটিয়েছে এবং কিছু কিছুর অবস্থা মারাত্মক খারাপ। তারপরে তুমি এসব টানডালা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যাতে পরবর্তী মক্কেলের জন্য সবকিছু তৈরি থাকে। বেশ কয়েকজন আমাকে বলে রেখেছে, আর হ্যাঁ, লর্ড ইস্টমন্টের আসবার সময় হয়েছে– আমার সাথে সাফারীতে যাবার পরে দু'বছর পার হয়েছে। অবশ্য হেনী ডু রান্ড তোমাকে সাহায্য করার জন্য থাকবে, তবে তারপরেও বেশ কিছুদিন তোমার শয়তানি বুদ্ধিগুলো চাপা

থাকবে। আমার দুঃখ হচ্ছে, নাইরোবির মেয়েদের জন্য বেশি সময় দিতে পারবে না বলে।'

পার্সি তার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়। 'আমার কথা যদি বল, আমি তোমাকে এই কাজে রেখে যাব। আমি সোজা নাইরোবি যাচ্ছি। আমার পায়ের পুরাতন ব্যথাটা আবার বেড়েছে এবং ডক থম্পসন ছাড়া আর কোনো লোক এটা ঠিক করতে পারবে না।'

কয়েকমাস পরে জোড়াতালি দেয়া একটা ট্রাক নিয়ে টানডালা ক্যাম্পে প্রবেশ করে তার পিছনেই আরেকটা ট্রাকের স্টিয়ারিং সামলাচ্ছে হেনী ডুরান্ড। সেদিন সকাল থেকে তারা প্রায় দুশো মাইল এবড়োথেবড়ো আর ধুলোময় রাস্তা পাড়ি দিয়েছে। লিওন তার গাড়ির সুইচ বন্ধ করলে সেটা গড়গড় করে থেমে যায়। চালকের আসন থেকে সে আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে নেমে আসে, মাথা থেকে টুপিটা খুলে পায়ে বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়ে তারপরে পাউডারের মত মিহি ধুলোর একটা মেঘের সৃষ্টি হলে নিজেই কাশতে থাকে।

'এতদিন কোথায় ছিলে? পার্সি তার তাবু থেকে বেড়িয়ে এসে জানতে চায়। 'আর কিছুদিন গেলে আমি তোমাকে মৃত মনে করতাম। তোমার সাথে আমার কথা আছে, জরুরী।'

'আগুন কোথায়?' লিওন জানতে চায়। 'আজ ভোর তিনটা থেকে আমি গাড়ি চালিয়ে এসেছি। আরেকটা কথা উচ্চারণ করার আগে আমি গোসল আর শেভ করতে চাই, আর কারো কোনো বেগড়বাই প্যাচাল শোনার মত মুডে আমি নেই, পার্সি, তুমিও বাদ যাও না।'

'আরি বাপরে!' পার্সি দেতো হাসি হাসে। 'তুমি গোসল করো। তোমার আসলেই গোসল করা প্রয়োজন। তারপরে তোমার মূল্যবান সময়ের কয়েকটা মিনিট যদি আমাকে দিতে!'

এক ঘন্টা পরে লিওন মেস টেন্টে আসে যেখানে লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে পার্সি বসে আছে, তারের-ফ্রেমের রিডিং গ্লাসটা তার নাকের ডগায় বসান। তার সামনে টেবিলের উপরে উত্তর না দেয়া চিঠি, ক্যাশ বুক, হিসাবপত্র আরও নানা কাগজের একটা স্তূপ জমে আছে। তার লেখার আঙ্গুলে কালি লেগে রয়েছে।

'আমি দুঃখিত পাসি। তখন তোমার সাথে ওরকম করাটা আমার ঠিক হয়নি।' লিওন অনুতপ্ত।

'ওসব নিয়ে একদম ভাবার প্রয়োজন নেই।' পার্সি তার কলমটা দোয়াতদানিতে রাখে এবং তার উল্টোদিকের চেয়ারে হাতের ইশারায় বসতে বলে। 'তোমার মত বিখ্যাত লোকের মাঝে মধ্যে একটু হম্বিতম্বি করাটা মানায়।'

'রসিকতার সবচেয়ে নিম্নতর স্তর হচ্ছে ব্যঙ্গ,' লিওন আবার ফুঁসে উঠে। 'আমি কেবল এখানে একটা বিখ্যাত কুকুরের দেহ।'

'এখানে!' টেবিলের উপর দিয়ে পার্সি একগাদা খবরের কাগজের কাটিং তার দিকে এগিয়ে দেয়। 'তুমি বরং এগুলো একটু পড়ে দেখো। তোমার চুপসে যাওয়া নৈতিকতা একটু চাঙ্গা হবে।'

কিছুক্ষণ বেকুবের মত তাকিয়ে থেকে, লিওন তারপরে কাগজের পাতা উল্টাতে শুরু করে। সে দেখে ক্লিপিংগুলো উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপের ডজনখানে দৈনিক খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন কেটে সংগ্রহ করা হয়েছে যার ভিতরে যেমন আছে *লস এ্যাঞ্জেলস টাইমস* তেমনি আছে বার্লিন থেকে প্রকাশিত *ডয়েটসে এ্যালজিমেইনে জেইটুঙ*। ইংরেজীর চেয়ে জার্মান ভাষায় আর্টিকেলের সংখ্যা বেশি দেখে সে একটু বিস্মিতই বোধ করে। অবশ্য, তার স্কুলে শেখা জার্মান বিদ্যার বরাভয়ে সে মোটামুটি তাদের পাঠোদ্ধার করতে পারে। সে একটা খবর পড়ে, যার ভাষ্য 'আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শিকারী। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ছেলের তাই অভিমত।' খবরটার নিচেই রয়েছে লিওনের একটা বীরোচিত এবং সুদর্শন ছবি। সে আরেকটা খবরের কাটিং তুলে নেয় যাতে হাস্যোজ্জ্বল প্রেসিডেন্ট টেডী রুজভেল্টের সাথে তার করমর্দনের ছবি ছাপা হয়েছে। সংবাদের শিরোনাম অনেকটা এরকম, 'চালাক শিকারীর চেয়ে আমাকে একটা সৌভাগ্যবান শিকারী খুঁজে দাও। মানুষ-খেকো সিংহ শিকারের পরে কর্নেল টেডী রুজভেল্ট শিকারী লিওন কোর্টনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।'

পরের খবরটার ছবিতে লিওন একজোড়া লম্বা বাঁকান গজদন্ত ধরে রয়েছে। যার ফলে তার মাথার উপরে তারা একটা তোরণ তৈরি করেছে, ছবিটার নিচের ক্যাপশনে লেখা, 'একজোড়া নজিরবিহীন গজদন্তের সাথে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারী।' অন্য আর্টিকেলগুলোতে ফ্রেমের বাইরে কোন কাল্পনিক পশু লক্ষ করে লিওনের নিশানা স্থির করার ছবি অথবা ঘোড়া হাঁকিয়ে সাভান্নায় একপাল বন্য পশুর ভিতর দিয়ে ছুটে চলার ছবি, সর্বদাই উৎফুল্ল আর খোশমেজাজি, ছাপান হয়েছে। কয়েকশ কলাম ইঞ্চি হবে সংবাদের পরিমাণ। লিওন গুণে দেখে মোট সাতচল্লিশটা ভিন্ন ভিন্ন আর্টিকেল রয়েছে। শেষ আর্টিকেলটার শিরোনাম, 'যে লোকটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এইটিন হোল গলফের চেয়ে একটু বেশি উত্তেজনাকর বলে কি আপনার মনে হয়নি? বাইলাইন এ্যান্ড্রু ফ্যাগান, সিনিয়র কন্ট্রিবিউটিং এডিটর, আমেরিকান এ্যাসোসিয়েট প্রেস।'

তার চোখ বুলান শেষ হলে পরে, সে কাটিংগুলো সুন্দর করে ভাঁজ করে পার্সির দিকে ঠেলে দেয়, যে সাথে সাথে তার দিকে সেগুলো ঠেলে পাঠায়। 'আমার ওগুলো দরকার নেই। ওগুলো যে বাখোয়াজ তাই না, আমার হজম করার পক্ষে একটু বেশিই খোশামুদি রয়েছে লেখাগুলোয়। তুমি ওগুলো নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পার বা তোমার চাচা পেনরডকেও দিতে পার। সেই এগুলো সংগ্রহ করেছে। সে যাই হোক, সে তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছে অবশ্য সেটা পরে হলেও চলবে। প্রথমে আমি চাই তুমি এই চিঠিগুলো পড়ে দেখো। এগুলো অনেক বেশি আগ্রহজনক বলে মনে হবে।' পার্সি টেবিলের উপরে জমে থাকা খামের স্তূপটা তার দিকে ঠেলে দেয়।

লিওন খামগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে দ্রুত সেগুলো উল্টে দেখে। সে দেখে বেশির ভাগ চিঠিই দামী ভেলাম বা মোটা লিনেনের কাগজে লেখা, প্রতিটাতেই দামনের করা কারুকাজময় হেডিং রয়েছে। বেশিরভাগ চিঠিই হাতে লেখা কিছু কেবল সস্তা কাগজে টাইপ করা। চিঠিগুলোতে নানাভাবে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মোদ্দা কথাটা হল, 'আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারী, নাইরোবি, আফ্রিকা।'

'লিওন চোখ তুলে পার্সির দিকে তাকায়। 'এটা কী?'

'এ্যানড্রু ফ্যাগানের আর্টিকেল পড়ে উৎসুক সলোকের খোঁজখবর, যারা তোমার সাথে শিকারে যেতে চায়, বেচারা পথহারা শিকারীর দল। তারা জানে না তারা কি করছে,' পার্সি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে।

'চিঠিগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা আর সবই তুমি খুলেছো!' লিওন তীব্র ভাষায় অভিযোগ জানায়।

'আমি ভেবেছিলাম তুমিও তাই চাও। এমন কোনো বিষয় থাকতে পারত যার শীঘ্রই উত্তর দেয়াটা জরুরী,' ক্ষমা প্রার্থনাসুলভ ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে এবং মুখে একটা নিরপরাধ ভাব ফুটিয়ে তুলে পার্সি উত্তর দেয়।

'একজন ভদ্রলোক অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি কখনও খুলে দেখে না,' লিওন সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমি কোনো ভদ্রলোক না। আমি তোমার বস এবং সেটা ভুলে না যাওয়াটাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক।'

'আমি বিদ্যুৎচমকের মত সেটা এক মুহূর্তে বদলে দিতে পারি।' তার হাতের চিঠিগুলো তাকে নতুন কর্তৃত্ব আর মর্যাদা দান করেছে– লিওন অনুভব করতে পারে।

'ধীরে লিওন, ধীরে, এত মাথা গরম করার কিছু হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছো। তোমার চিঠি আমার খোলা মোটেই উচিত হয়নি এবং আমি ক্ষমা চাইছি। আমিই আসলে অভব্য গোঁয়ার।'

'প্রিয় পার্সি, তোমার মার্জিত ক্ষমাপ্রার্থনা নিঃশর্তে গৃহীত হল।'

লিওনের বাকি চিঠিগুলোতে চোখ বুলান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা চুপচাপ থাকে।

'একটা চিঠি আছে এক জার্মান রাজকুমারী কি যেন ইসাবেলা ভন হোহয়েরবার্গ নামে।' পার্সি নিরবতা ভেঙে বলে।

'আমি দেখেছি সেটা।'

'তিনি তার একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছেন,' পার্সি সাহায্য করতে মরিয়া। 'মোটেই খারাপ না দেখতে। আমার বয়সী লোকের সাথে মানানসই। কিন্তু তুমিও বয়স্ক মেয়েই পছন্দ কর, তাই না?'

'পার্সি ভেকর ভেকর করা বন্ধ কর। অবশেষে লিওন চোখ তুলে তাকায়। 'বাকিগুলো আমি পরে পড়ব।'

'তোমার কি মনে হয় এখনই উপযুক্ত সময় আমার পক্ষ থেকে একটা অংশীদারীত্বের বিষয় উত্থাপন করা?'

'পার্সি আমি অভিভূত। আমি কখনও ভাবিনি যে তুমি সত্যিই সিরিয়াস এটার ব্যাপারে।'

'আমি সিরিয়াস।'

'ঠিকাছে। কথা বলা যাক।'

তাদের নতুন আর্থিক অঙ্গীকারনামার কাঠামো ঠিক করতে করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়।

'লিওন আর একটা বিষয়। গাড়ি ব্যবহার করলে তেলের খরচটা এখন থেকে তোমার নিজের গাট থেকে দিতে হবে। নাইরোবিতে তোমার প্রণয়ঘটিত ভগিচগির পিছনে আমি পৃষ্টপোষকতা করতে নারাজ।'

'সেটা ঠিকই আছে, তবে তুমি যদি এধরনের বাধ্যবাধকতা তৈরি করতে চাও তবে আমারও বলার মত দুটো বিষয় আছে।'

পার্সিকে হঠাৎ সন্দিহান আর আড়ষ্ঠ দেখায়। 'শোনা যাক তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কি ঘোরাফেরা করছে।'

'নতুন ফার্মের নাম হবে–'

'অবশ্যই পার্সি এন্ড কোর্টনী সাফারী,' পার্সি দ্রুত বাক্যটা শেষ করে।

'পার্সি এটা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঠিক হল না। কোর্টনী এন্ড পার্সি বা আরও সরল করে সি এন্ড পি সাফারি হলেই কি ভালো শোনায় না?'

'ইটস মাই শো। পি এন্ড সি' সাফারিই রাখতে হবে।' পার্সি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে।

'এখন আর এটা তোমার একলার না। এটা এখন আমাদের।'

'মাইট্যা ইঁদুরের বংশধর। দাঁড়াও তোমার ত্যাদরামো মুদ্রাস্ফূরণ দিয়ে বন্ধ করছি।' সে নিজের পকেট হাতড়ায় এবং একটা রূপার শিলিং বের করে আনে। 'মুণ্ড না চরণতল?'

'মাথাই সই!' লিওন বলে।

পার্সি শিলিংটা টুসকি দিয়ে উপরে ছুড়ে দেয় এবং পড়ন্ত কয়েনটা বামহাতের উল্টো পিঠে পড়তে দেয়। সে ডানহাত দিয়ে কয়েনটা ঢেকে ফেলে। 'তুমি নিশ্চিত যে তুমি মাথাই চাও?'

'পার্সি ধানাইপানাই ছাড়। আর দেখাও কি পড়েছে।'

পার্সি তার হাতের নিচে উঁকি দিয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তরুণরা ওট খাওয়া শুরু করলে বুড়ো সিংহের কপালে এটা ঘটে থাকে,' বেজার মুখে সে বলে।

'সিংহ কখনও ওট খায় না। তার চেয়ে আমরা বরং দেখি তুমি কি লুকিয়ে রেখেছো?'

পার্সি এবার তাকে কয়েনটা দেখায়। 'বেশ ভালো কথা, তুমিই জিতেছো,' সে পরাজয় মেনে নেয়। 'এটা সি এন্ড পি সাফারিই হবে আর তোমার দ্বিতীয় দাবীটা কি?'

'আমি চাই আমাদের অংশীদারের চুক্তিটা রুজভেল্টের সাফারি শুরু হবার দিন থেকে গণ্য করা হবে।'

'আউচ, আমার বাতের ব্যথাটা দেখি বেড়ে গেল! তুমি দেখছি সত্যি সত্যি আমাকে পঙ্গু বানিয়ে ছাড়বে। তুমি চাও কারমিট রুজভেল্টের সাথে তোমার শিকারের পুরোটা কমিশন আমি তোমাকে দেই!' পার্সি তার চোখেমুখে অবিশ্বাস আর গভীর বিপর্যয় ফুটিয়ে তোলে।

'আহ্, পার্সি, তুমি আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ।' লিওন মুচকি হাসে।

'লিওন যুক্তিসঙ্গত কথা বল। পুরো কমিশন প্রায় দুইশ পাউন্ডের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকবে!'

'দুইশ পনের, সঠিকভাবে বললে।'

'তুমি একটা বুড়ো অসুস্থ লোকের অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছ।'

'তোমাকে সুস্থ সবলইতো দেখাচ্ছে। আমরা কি একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছি?'

'নিষ্ঠুর ছেলে, আমার মনে হয় না আমার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা আছে।'

'আমি কি এটাকে সম্মতি বলে ধরে নেব?'

চরম অনীহা সত্ত্বেও পার্সি মাথা নাড়ে, তারপরে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা করমর্দন করলে পার্সি উল্লসিত ভঙ্গিতে হাসে। 'তুমি একটু চাপ দিলেই আমি তোমার কমিশন ত্রিশ পার্সেন্ট করতাম, তা না করে তুমি সামান্য পঁচিশ পার্সেন্টে সন্তুষ্ট হয়েছ।'

'আর আমি বিশ পার্সেন্টে নেমে আসতাম তুমি যদি রাজি হতে আর একটু সময় বেশি নিতে।' লিওনের হাসিটাও সমান আত্মতৃপ্তিতে ভরা।

'আমার পৃথিবীতে স্বাগতম, পার্টনার। আমার মনে হয় আমাদের দোস্তি জমবে ভালো। আমার ধারণা তুমি তোমার কমিশনের দুইশ পনের পাউন্ড এখনই চাও? মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে না, সেরকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে?'

'তোমার ধারণাই ঠিক। আমি কমিশনটা এখনই চাই, মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রশ্নই উঠে না। আরেকটা ব্যাপার। এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল আমি কোনো ছুটি নেইনি। আমি কয়েকদিনের ছুটি নেব আর আমার একটা ট্রাকও দরকার। নাইরোবিতে আমার কিছু কাজ আছে আর সম্ভবত আরও দূরে যেতে হতে পারে।'

'মেয়েটাকে, সে যেই হোক, আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'পার্সি তোমাকে এতক্ষণ বলিনি তোমার প্যান্টের বোতাম খোলা, আর মনটাও কোথায় যেন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

নাইরোবি পৌঁছে লিওন প্রথমেই যায় মেইন রোডের উপরে অবস্থিত গ্রেটার লেক ভিক্টোরিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর সদর দপ্তরে। পুরোপুরি থামবার আগে ভক্সহলের ইঞ্জিন তখনও গড়গড় করে ব্যাকফায়ার করছে। তারমধ্যেই মি. গুলাম ভিলাবজি এসকোয়্যার তার এম্পোরিয়ামের দরজা খুলে ছুটে বের হয়ে আসেন তাকে স্বাগত জানাতে। তার পেছনেই মিসেস গুলাবজি আর বিশাল কালো চোখ এবং কুচকুচে কালো চুলের মিষ্টি দেখতে মেয়েদের একটা ছোটখাট বহর, সবাই চমৎকার করে শাড়ি পড়েছে আর স্টারলিং পাখির মত কিচিরমিচির করতে করতে তারা নেমে আসে।

লিওন ট্রাক থেকে নামতেও পারেনি তার আগেই সে তার হাত ধরে প্রবলবেগে ঝাঁকাতে শুরু করে। 'আমার বাসায় সম্মানিত সাহিব, তোমার হাজার আর একবার স্বাগতম। তুমি গতবার আমার এখান থেকে যাবার পরে আমার চোখে তোমার প্রীতিকর মুখের চেয়ে উজ্জ্বল কোনো দৃশ্যপট আর খুঁজে পায়নি।' ডান হাতের মুঠো না ছেড়েই সে টানতে টানতে লিওনকে দোকানের ভিতরে নিয়ে আসে। অন্যহাতে চারপাশে ঘিরে থাকা মেয়েদের জটলা হুমকি-ধমকি দিয়ে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। 'দূরে থাক! এখন যাও! দুষ্টু মেয়ে! গাঁইয়া আর ঝগড়ুটে মেয়ে সব!' সে চিৎকার করে, কিন্তু তারা তাকে পাত্তাই দেয় না, কেবল তার হাতের নাগালের বাইরে থাকে। 'অনুগ্রহ করে মার্জনা করেন এবং ভুলে যান, সাহিব। হায় আমার পোড়া কপাল! আমার সর্বাত্মক নিষ্ঠাবান প্রয়াস সত্ত্বেও মিসেস গুলাবজি কেবলই মেয়েই উৎপাদন করে চলেছে।'

'তারা সবাই অসাধারণ রূপসী,' লিওন উদারকণ্ঠে বলে। তার এই মন্তব্যে সাহসী হয়ে দলের সবচেয়ে ক্ষুদে রূপসীটা তার বাবা অসহায়ভাবে সঞ্চারিত হাতের নাগাল এড়িয়ে আলতো পায়ে এগিয়ে এসে লিওনের হাত ধরে। সেই পরে তার বাবাকে সাহায্য করে তাকে দোকানের ভিতরে নিয়ে আসতে।

'আসেন! আসেন! ভিতরে আসতে সাহিবের আজ্ঞা হয়। আপনাকে দশ হাজারবার স্বাগতম।' মি. গুলাবজি আর রূপসীদের দলটা তাকে দোকানের পিছনের দেয়ালের কাছে নিয়ে আসে। সবুজ-মুখের, বহুভূজা দেবী কালীর জমকালো মূর্তি এবং হাতি-মাথার দেবতা গণেশকে দেয়ালের কোণার দিকে সরিয়ে দিয়ে গ্যালারীতে নতুন সংযোজনের জন্য জায়গা করা হয়েছে। একটা বিশাল সোনা দিয়ে বাধান ছবির ফ্রেম নিচে কারুকাজ করা আর সোনার পাত দিয়ে রাঙিয়ে তোলা একটা কাঠের ফলক। ফলকটাতে উৎকীর্ণ রয়েছে–

সাহিব লিওন কোর্টনী এসকোয়্যারের প্রতি ভক্তিসহকারে উৎসর্গিত।
বিশ্বখ্যাত পোলো খেলোয়াড় এবং জাদরেল শিকারী।
কর্নেল থিওডোর রুজভেল্ট, প্রেসিডেন্ট অব ইউনাইটেড স্টেটস
এবং
মি. গুলাম ভিলাবজি এসকোয়্যারের
শিকারের সঙ্গী এবং শ্রদ্ধেয় আর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আমেরিকান এ্যাসোসিয়েট প্রেসে ছাপান ইংরেজীতে প্রকাশিত একাধিক পত্রিকার নিউজ কাটিং ফ্রেমের কাচের নিচে আঠা দিয়ে লাগান রয়েছে।

'আমার পরিবার আর আমার অনেক দিনের আশা আর প্রার্থনা করছিলাম আপনি এইসব অসাধারণ সংবাদের কোনো একটায় স্বাক্ষর করবেন যা আমাদের বন্ধুত্বের সবচেয়ে সযত্নে লালিত স্মারক সংগ্রহের শিরোমণির স্থান নেবে।'

'আমার জন্য এরচেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই, মি. ভিলাবজি।' লিওনও ভীষণ আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। ভিলাবজির মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে যখন সে নিজের ছবিতে অটোগ্রাফ দেয়: *'মি. গুলাম ভিলাবজি এসকোয়্যার, আমার ভালো বন্ধু আর শুভাকাঙ্খিকে, একান্তভাবে আপনার লিওন কোর্টনী।'*

ভিজা কালিতে ফু দেবার ফাঁকে, মি. ভিলাবজি তাকে আশ্বস্ত করে, 'আমার জীবনের বাকি দিনগুলি আমি এটাকে যক্ষের ধনের মত আগলে রাখব আর আমি যতদিন বেঁচে আছি এটা আমার সাথেই থাকবে।' তারপরে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার মনে হয় আপনি আপনার গজদন্ত ফেরত নেবার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন, যা এখনও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে।'

ম্যানইয়রো আর লইকত গজদন্তটা ট্রাকে রাখার পরে লিওন ট্রাকের দিকে হেঁটে আসার সময় দেখা যায় তার দু'হাতে খুদে রূপসীদের দু'জন ঝুলে আছে যারা হাতে জায়গা পায়নি তারা তার খাকির ট্রাউজারের পা ধরে ঝুলছে। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে সে ট্রাকে উঠে বসে। সে গাড়ি নিয়ে সোজা মুথাইগা ক্লাবে যায়, পুরাতন সেটলারস ক্লাবের চুনকাম করা মাটির সাদা কোঠার উপরে নতুন গড়ে তোলা গোলাপি ইটের প্লাস্টার করা ভবনে উঠে এসেছে, মেইন স্ট্রিটের কোলাহল থেকে অনেক দূরে জায়গাটা।

তার চাচা পেনরড মেমবারস বাবে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কর্নেল তাকে স্বাগত জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে লিওন প্রথমেই যেটা খেয়াল করে সেটা হল সে আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে, বিশেষ করে কোমরের বেল্টের আশেপাশের অঞ্চলে বেশ উন্নতি লক্ষ করা যায়। একবছর আগে তাদের শেষ সাক্ষাৎকারের পরে স্বাস্থ্যবান অভীধা থেকে সে চোখে পড়ার মত পৃথুল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তার গোঁফের আরও কিছু এলাকায় ধূসরতার আধিক্য লক্ষ করা যায়। করমর্দন শেষ হবার পরে পেনরডের প্রথম কথাই হল, 'আমরা কি লাঞ্চ খেতে খেতে কথা বলতে পারি? আজকের মেন্যুতে রয়েছে স্টেক আর কলিজার পাই। আমার পছন্দের। আমার আগে অন্য কেউ গিয়ে সিনাটা নিয়ে নিক সেটা আমি চাই না।' বারান্দার কোণে বাগানে প্রবেশ পথের একপাশে বেগুনী বাগানবিলাসের ছাউনির নিচে একটা টেবিলে সে লিওনকে নিয়ে আসে, খেতে আসা অন্য অতিথিদের শ্রবণসীমার বাইরে। সামনের কলারে সাদা ন্যাপকিন গুজে দেবার ফাঁকে পেনরড জানতে চায়, 'আশা করি ইয়াঙ্কি ফ্যাগানের লেখা আর্টিকেল এবং তার ফলে বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধানী চিঠিগুলো পার্সি তোমাকে দেখিয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি পেয়েছি,' লিওন উত্তর দেয়। 'সত্যি বলতে কি আমার বরং একটু অস্বস্তিই হয়েছে। আমাকে নিয়ে লোকজন মনে হয় একটু বাড়াবাড়িই করছে। আমি নিশ্চিতভাবেই, আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারীর পর্যায়ে পড়ি না। ব্যাপারটা ছিল আসলে কারমিট রুজভেল্টের একটা রসিকতা যেটাকে ফ্যাগান সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। আমি আসলে এখনও নভিসই আছি।'

'লিওন সেটা কখনও স্বীকার করতে যেও না। মানুষ যা ভাবতে চায় তাদের ভাবতে দাও। যাই হোক আমি যা শুনেছি তুমি দ্রুত সবকিছু শিখে নিচ্ছো।' পেনরড তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। 'আর সত্যি বলতে পুরো বিষয়টায় আমারও কিঞ্চিৎ হাত আছে। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হবে ওস্তাদের সূক্ষ্ম কেরামতি।'

'এসবের ভিতরে আপনি কিভাবে জড়িত?' লিওন চমকে উঠে বলে।

'প্রথম আর্টিকেলটা প্রকাশিত হবার সময় আমি লন্ডনে ছিলাম। লেখাটা দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বার্লিনে অবস্থিত আমাদের দূতাবাসের সামরিক এ্যাটাশেকে আমি তার করি এবং আমি তাকে জার্মান পত্রিকায় খবরটা ছাপাতে বলি, বিশেষ করে শিকার আর খেলাধূলা সম্পর্কিত প্রকাশনায়, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন যার পাঠক। বৃটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের মতই তাদের জার্মান প্রতিপক্ষ অনেকটা একই মন-মানসিকতার, তারা খেলাধূলায় উৎসাহী এবং অনেকেরই শিকারের জন্য নিজস্ব এস্টেট রয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল তাদের মধ্যে খ্যাতিমান যারা তাদের উৎসাহিত করে তোমার সাথে সাফারিতে পাঠান। এটা তোমার সামনে নানা ধরনের ইনটেলিজেন্স সংগ্রহের একটা সুযোগ এনে দেবে, তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের সময়ে যা অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।'

'চাচা, তারা তাদের গোপন কথা কেন আমাকে বলবে?'

'লিওন, সোনা, আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষকে প্রভাবিত করার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। মানুষ বিচিত্র কারণে তোমাকে পছন্দ করে, বিশেষ করে মাদাময়যেল আর ফ্রলিনরা। প্রকৃতি আর তার প্রাণীদের সান্নিধ্যে, সাফারি জীবন, স্বল্পভাষী গুরুগম্ভীর লোককেও সহজ করে তোলে, নিজের আড় ভেঙে বের করে এনে তাকে প্রগলভ করে তোলে। বলাই বাহুল্য মেয়েদের অন্তর্বাসের বাধনও অনেক সময় তা খুলে ফেলে। আর কাইজারের জার্মানীর একজন হোমরাচোমরা, হতে পারে সে অস্ত্র নির্মাতা বা তাদের সমগোত্রীয়, তোমার মত এমন নিরীহ দর্শন অপাপবিদ্ধ মুখের ছেলেকে দুরভিসন্ধিমূলক গুপ্তচর বলে সন্দেহ করবে।' হেড ওয়েটারকে লক্ষ করে, সে বেচারা, ঝুটিঅলা ফেজ টুপি, কাঁধে লাল রঙের পরিকর আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা *কানজা* পরিহিত অবস্থায়, আশেপাশেই এতক্ষণ ঘুরঘুর করছিলো, পেনরড ইশারা করে। 'মালনর্জি! ১৮৭৯ সালে স্যাঁতো মারগাক্সের একটা বোতল আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দয়া করে এনে দেবে?'

হাতে সাদা দস্তানা পরিহিত অবস্থায় মালনজি্ হাল্কা ধুলো পরা লাল রঙের মদের একটা বোতল যথেষ্ট শ্রদ্ধার সাথে দু'হাতে ধরে নিয়ে আসে। পেনরড তার কর্ক খোলা, গন্ধ নেয়া এবং শেষে উজ্জ্বল লাল রঙের মদ গড়িয়ে নেয়ার ভাবগম্ভীর কৃত্যানুষ্ঠান মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। সে প্রথমে কয়েক ফোঁটা মদ একটা ক্রিস্টাল গ্লাসে ঢালে। পেনরড মদটা পাত্রে ঘোরায় এবং মদের গন্ধ শোকে। 'সব ঠিক আছে! লিওন আমার মনে হয় তোমার পছন্দ হবে। কাউন্ট ফিলিপ-উইল এই মদটা প্রস্তুত করার জন্য প্রিমিয়ার গ্রান্ড ক্রু ক্লাস এ্যাপেলেসন সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।'

লিওন সম্ভ্রান্ত মদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পরে, পেনরড হাতের ইশারায় মালনজি্কে উপরেরটা সোনালি রঙের মচমচে কলিজার পাই আর ধোঁয়া উঠা স্টেক বারকোশে করে নিয়ে আসতে বলে। খাবার এলে সে হামলে পড়ে এবং মুখভর্তি মাংস নিয়ে কথা বলে, 'আমি তোমাকে না বলেই তোমার চিঠিগুলোপড়েছি, বিশেষ করে জার্মানী থেকে যেগুলো এসেছে। আমাদের জালে কি মাছ আটকেছে দেখবার জন্য আমার তর সইছিলো না। আশা করি তুমি কিছু মনে করনি?'

'না, চাচা, কিছু মনে করিনি। আপনি খামোখা বিব্রতবোধ করবেন না।'

'ছয়টা চিঠি আমার কাছে মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত বলে মনে হয়েছে, তারপরে আমি বার্লিনে আমাদের দূতাবাসের সামরিক এ্যাটাশের কাছে তার করলে সে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে।'

লিওন সতর্কভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

'তাদের ভিতরে চারজন সামাজিক, রাজনৈতিক বা সামরিক বলয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী। কাইজার বিলের বিশ্বাসভাজন হওয়ায়, তার কাউন্সিলের সদস্য না হয়েও তারা রাষ্ট্রের সব গোপন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ইউরোপের বাকি অংশ, যার ভিতরে বৃটেন আর আমাদের সাম্রাজ্যও অন্তর্ভুক্ত, সম্বন্ধে তার ইচ্ছা আর প্রস্তুতির সব ব্যাপারে তারা ভিতরের খবর জানে।' লিওন আবার মাথা নাড়ে এবং পেনরড বলতে থাকে, 'পার্সি ফিলিপের সাথে আমি ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছি এবং আমি তাকে বলেছি তোমার সব দায়িত্বের বাইরে আর উর্ধ্বে তুমি হলে বৃটিশ সামরিক ইনটেলিজেন্সের একজন সক্রিয় কর্মকর্তা। সে আমাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতার করবে বলে কথা দিয়েছে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার।'

'আমাদের সম্ভাব্য মক্কেলদের ভিতরে একজন প্রিন্সেস ইসাবেলা মেডেলিন হোহেরবার্গ ভন প্রুসেন ভন আন্ড জু হোর্হেনজ্যোলেনকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছি। সে কাইজারের কাজিন এবং তার স্বামী জার্মান হাই কমান্ডের ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার অগাস্টাস ভন হোহেরবার্গ।'

লিওনকে আক্ষরিক অর্থেই চমৎকৃত দেখায়।

'সে যাই হোক, লিওন জার্মান ভাষায় তোমার দক্ষতা কেমন?'

'এক সময়ে যথেষ্ট ভালো ছিল এখন অনেকদিন চর্চা না থাকায় একটু ভুলে গেছি। স্কুলে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান দুটো ভাষাই আমার ছিল।'

'আমি তোমার সার্ভিস রেকর্ডে সেটা দেখেছি। মনে হয়েছে ভাষা তোমার পছন্দের বিষয় ছিল। তোমার শোনার কান খুব প্রখর। পার্সি আমাকে বলেছে কিসওয়াহিলি আর মাআআতে তুমি যে কোনো স্থানীয়ের মতই সাবলীল। কিন্তু জার্মান-ভাষীদের সাথে তোমার যোগাযোগ কেমন?'

'অন্যান্য বিদ্বজ্জনের একটা দলের সাথে আমি এক ছুটিতে ব্ল্যাক ফরেস্টে হাঁটতে বের হয়েছিলাম। স্থানীয় অনেকের সাথেই আমার আলাপ হয়েছিল যাদের সাথে আমি বেশ ভালোই খাতির জমিয়েছিলাম। তাদের ভিতরে উলরিখ নামে একটা মেয়েও ছিল।'

'ভাষার শেখার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা,' পেনরড মন্তব্য করে, 'বিছানার চাদরের নিচে।'

'দুঃখের বিষয় আমরা ততটা ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি।'

'আমিও তাই চাই, বিশেষ করে তোমার মত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রঘরের ছেলেদের কাছে। পেনরড কথা শেষ করে হাসেন। 'যাই, তুমি নিজেকে ঘষেমেজে প্রস্তুত কর। তুমি শীঘ্রই জার্মানদের সাথে অনেক সময় কাটাতে যাচ্ছ, যার অনেকটাই বেডকাভারের নিচে হবার সম্ভাবনা বেশি, অবশ্য সম্ভ্রান্ত বংশের ফ্রলিনদের পক্ষপাতের উপরে ব্যাপারটা নির্ভর করছে। এতে তোমার উঁচু নৈতিকতার ধাক্কা খাবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?'

'চাচা, আমি চেষ্টা করব ব্যাপারটার সাথে মানিয়ে নিতে।' লিওন বহুকষ্টে হাসি চেপে রাখে।

'লক্ষ্মী ছেলে। সম্রাট আর দেশের কথা সবসময়ে মনে রাখবে।'

যেখানে দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন, তখন আমরা কে আত্মসংযম দেখাবার?' লিওন জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক তাই। আমিও এত গুছিয়ে বলতে পারতাম না। আর ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি ইতিমধ্যে তোমার জন্য একজন ভাষা শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছি। তার নাম ম্যাক্স রোজেনথাল। জার্মান ইস্ট আফ্রিকা থেকে আসবার আগে উইসক্রিচে মিরবাখ মোটর ওয়ার্কসে সে ইঞ্জিনিয়ার ছিল। এখানে আসবার পরে সে গত কয়েক বছর ধরে দার-এস-সালামে একটা হোটেল কাজ করত। সেখানে কাজ করার সময়ে কনিয়্যাকের বোতলের সাথে বেশি সখ্যতা হবার কারণে তার চাকরিটা যায়। অবশ্য সে মাঝে মাঝে মাতাল হয়। যখন সোবার থাকে তখন সে ভূতের মত খাটতে পারে। আমি পার্সিকে রাজি করিয়েছি সাফারি ক্যাম্পের ম্যানেজার হিসাবে তাকে চাকরি দিতে আর এই ফাঁকে তোমার ভাষাটাও পোক্ত হয়ে যাবে।'

ক্লাবের সামনের সিঁড়িতে তারা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়, পেনরড ষড়যন্ত্র পাকাবার ভঙ্গিতে লিওনের হাত ধরে এবং ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'আমি জানি,

গুপ্তচরের জগতে তুমি নবাগত, তাই আমার একটা পরামর্শ সবসময়ে মনে রাখবে। কখনও কিছু কাগজে লিখবে না। যা দেখছো কখনও সেটা কোথাও লিখতে যেও না। বরং সবকিছু মাথায় রাখবে আর আমার সাথে দেখা হলে কেবল আমাকেই সেটা জানাবে।'

টানডালা ক্যাম্পে লিওনের সাথে ম্যাক্স রোজেনথালের যখন দেখা হয়, দেখা যায় সে একজন দশাসই চেহারার ব্যাভারিয়ান, যার বিশাল দুই হাতের থাবা আর পা এবং সরল, প্রাণবন্ত মেজাজের একটা লোক। প্রথম দেখাতেই লিওন তাকে পছন্দ করে ফেলে।

'স্বাগতম!' তারা করমর্দন করে। 'আমরা একসাথে কাজ করব। আমি নিশ্চিত আমরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে চিনতে পারব,' লিওন বলে।

ম্যাক্স ভুড়ি কাঁপিয়ে একটা সরস হাসি হাসে। 'আহ্ তাই! তুমি জার্মান বলতে পার দেখছি। খুবই আনন্দের কথা।'

'খুব ভালো বলতে পারি না,' লিওন তাকে শুধরে দেয়, 'কিন্তু ভালোমত যাতে বলতে পারি সেজন্য তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

জাত শিক্ষক আর কর্মঠ এবং দক্ষ শ্রমিক ম্যাক্স অনতিবিলম্বে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেয়, সে ক্যাম্প পরিচালনা আর রসদ ব্যবস্থাপনার একঘেঁয়ে নিরস কাজ থেকে লিওনকে মুক্তি দেয়। সে আর হেনী ডু রান্ড মিলে ভারবাহী কর্মীর একটা ভালো জুটি গড়ে তোলে এবং সাফারি ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক আর অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জনের জন্য লিওনকে মুক্তি দেয়। ম্যাক্সের সাথে কেবল জার্মান ভাষায় কথা বলাকে লিওন একটা নিয়মে পরিণত করে, যার ফলে, মাস যেতে না যেতে ভাষার উপরে তার দক্ষতা চমকপ্রদ গতিতে বাড়তে থাকে।

লর্ড ইস্টমন্টের সাফারিতে আসতে আর কয়েক সপ্তাহ বাকি, এমন সময় লিওন বার্লিন থেকে একটা তার পায়, যার বিষয়বস্তু রাজকুমারী ইসাবেলা মেডেলিন হোহেরবার্গ ভন প্রুসেন ভন আন্ড জু হোর্হেনজ্যোলেন ব্রেমারহেভেন থেকে জার্মান লাইনার এসএস *এ্যাডমিরালে* র পরবর্তী যাত্রায় আফ্রিকা আসবে বলে মনস্থির করেছেন। তার রাজকীয় দায়িত্বের বহর এমনই যে জার্মানীতে ফিরে যাবার আগে আফ্রিকায় তিনি কেবল ছয় সপ্তাহ সময় অতিবাহিত করতে পারবেন। তার দাবী এই যে, তার পৌছানোর আগেই সবকিছু যেন প্রস্তুত থাকে।

সবকিছু তৈরি ধরে নিয়ে তার এহেন যোগাযোগের ফলে টান্ডালা ক্যাম্পে কাজকর্ম সব ভেস্তে যাবার জোগাড় হয়। পার্সি ক্ষেপে গিয়ে গনগন করতে থাকে, লর্ড ইস্টমন্টের জন্য ইতিমধ্যে চলতে থাকা বিশাল আয়োজনে পরিবর্তন আনতে লিওন আর সহকারীদের অমানুষিক প্রয়াসে সাহায্য করার বদলে আরও বেশি ঝামেলা সৃষ্টি করতে

থাকে। তাদের এখন দুটো বিশাল সাফারি একই সাথে পরিচালনা করতে হবে, যা তারা আগে কখনও চেষ্টা করেনি। রাজকুমারী কেবল ছয় সপ্তাহ থাকবেন, সেখানে লর্ড ইস্টমন্ট চারমাসব্যাপী অভিযানের আয়োজন করেছেন, শেষে এই একটা কারণেই এযাত্রা শেষ রক্ষা হয়। লিওন পার্সিকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হয় যে, রাজকুমারী জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া মাত্রই সে তার সহকারী সমেত পার্সিকে তার অভিযানের বাকী অংশে সহায়তা করার জন্য ছুটে যাবে।

এ্যাডমিরালের আরোহী হয়ে রাজকুমারী যথাসময়ে কিলিন্দিনি হ্রদে উপস্থিত হলে, লিওন সাগরবেলা থেকে একটা লঞ্চে চড়ে তাকে স্বাগত জানাতে যায়। সে ডেকে প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করার পরে রাজকুমারী কৃপা করে তার রাজকীয় কেবিন থেকে বের হয়ে এসে দর্শন দেন। শেষ পর্যন্ত যখন সে উঁচু কম্প্যানিয়নওয়ের সিঁড়ি দিয়ে নিচের মেইন ডেকে নেমে আসেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনসহ তার চার সিনিয়র অফিসারকে তার চারপাশে খোসামদের ভঙ্গিতে বশংবদের মত মাথা নাড়তে দেখা যায়। তার অবশিষ্ট সফরসঙ্গী, তার সচিব আর দুই নধর নাদুসনুদুস মহিলা পরিচারিকাসহ বাকীরা, তার পেছনে সাড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে।

সূর্যালোকে পদার্পণ করা মাত্র রাজকুমারী তার স্বমহিমায় প্রকাশিত হন। লিওন তার ছবি দেখেছিল কিন্তু রক্তমাংসের তাকে সামনাসামনি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। প্রথম দর্শনে তার বিশাল উচ্চতা আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে কৃশ দেহাবয়ব তার নজরে পড়ে। সে প্রায় তার মতই লম্বা কিন্তু তার কোমড় সে অনায়াসে নিজের দু'হাতের মুঠিতে ধরতে পারবে। তার উত্তমাঙ্গ ছেলেদের মত আর দেহের গড়ন কর্তৃত্বব্যঞ্জক। তার চোখের দৃষ্টি ইস্পাতের মত শীতল আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের দীর্ঘ তরবারির মতই বিদ্ধকারী, আর দেহভঙ্গি কাঠ চেরাইয়ের করাতের মত কঠোর এবং তীক্ষ্ণ। তার পরনে সবুজ রঙের চমৎকার ছাটের একটা ঘোড়ায় চড়ার স্কার্ট। তার স্কার্টের নিচে দামী চামড়ার তৈরি বুটের অগ্রভাগ চমকাতে দেখা যায়। অবাক করার মত ব্যাপার হল, তার কোমড়ের হোলস্টারে একটা নাইন এমএম ল্যুগার রয়েছে, আর বাম হাতে একটা সাফারি টুপি ধরা। তার ধূসর-ছাই রঙের চুল দুটো মোটা বেণী করে মাথার উপরে খোপার মত করে বাঁধা। পেনরডের কাছে লিওন শুনেছিল তার বয়স বায়ান্ন কিন্তু তাকে তার অর্ধেক বয়সী দেখায়।

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আমি আপনার সেবক।'

সে তার মাথা নোয়ানোকে পাত্তাই দেয় না বরং এইমাত্র সে সর্বসম্মুখে বায়ুত্যাগ করেছে এমন ভঙ্গিতে সে তার সাথে আচরণ করে। অবশেষে সে তার শীতল কণ্ঠে কথা বলে। 'তোমার বয়স অনেক অল্প।'

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, এই দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আশা করি সময়ে আমি সেটা শুধরে দিতে পারব।'

রাজকুমারীর মুখে হাসি ফুটে না। 'আমি বলেছি তোমার বয়স অল্প। আমি বলিনি যে খুব অল্প।' সে তার ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

তার অভিব্যক্তির মতই লিওন দেখে তার হাত দৃঢ় এবং শীতল। তার সাদা হাড় সর্বস্ব গাঁটের এক ইঞ্চি উপরের বাতাসে সে চুমু দেয়। হাতের উল্টোপিঠের কুঞ্চিত চামড়ায় তার বয়সের গাঁথা কাহিনী লেখা।

'নাইরোবির উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা অঞ্চলের গভর্নর তার ব্যক্তিগত রেলওয়ে কোচ আপনার জন্য পাঠিয়েছেন,' লিওন তাকে বলে।

'*জ্যা!* এটাই কাম্য আর তাই হবার কথা,' সে সম্মতি জানায়।

'প্রিন্সেস আপনার সুবিধাজনক সময়ে গভর্নন্টে হাউজে আপনার সম্মানে আয়োজিত বিশেষ নৈশভোজে হিজ এক্সেলেন্সি আপনার উপস্থিতি কামনা করেছেন।'

'আফ্রিকাতে আমি উঠতি সরকারী আমলাদের সাথে খেতে আসিনি। আমি এখানে পশু শিকার করতে এসেছি। অনেক পশু।'

লিওন আবার মাথা নোয়ায়। 'অবিলম্বে, ম্যা'ম। রয়্যাল হাইনেসের কি কোনো বিশেষ পছন্দের পশু আছে, যা তিনি শিকারের ইচ্ছা পোষণ করেন?'

'সিংহ!' সে জবাব দেয়। 'আর শূকর।

'কিছু মহিষ আর হাতি হলে কেমন হয়?'

'না! কেবল বড় সিংহ আর লম্বা দাঁতের শূকর।'

সাফারির উদ্দেশ্যে যাত্র শুরু করার আগে তার জন্য লিওন যতগুলো থরোব্রেড ঘোড়া নিয়ে এসেছিল তার সবগুলো সে একে একে পরীক্ষা করে দেখে। সে পুরুষদের মতই দু'পাশে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে। লিওন তাকে যখন প্রথম ঘোড়াটাকে তার বিষণ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে, চারপাশে দু'বার চক্কর দিয়ে নিখুঁত ভঙ্গিতে লাফিয়ে স্যাডলে উঠে বসে এবং নিজের ইচ্ছার কাছে প্রাণীটাকে নতজানু করে, সে সাথে সাথে বুঝতে পারে যে সে একজন ঝানু ঘোড়সওয়াড়। বস্তুত পক্ষে, সে খুব কমই অন্য কোনো মেয়েকে দেখেছে যে ঘোড়সওয়ারীতে তার সাথে তুলনাতে আসতে পারে।

তানডালা থেকে তারা বের হবার পরে এবং শিকারের পালের কাছে পৌছাবার পরে, সিংহ আর শূকর সম্পর্কে তার প্রাথমিক দাবীর কথা ভুলে যায় এবং বাছবিচার ছাড়াই গুলি করতে শুরু করে। তার কাছে ফারলাচের জোসেফ জাস্টের তৈরি একটা ছোট সুন্দর ৯.৩×৭৪ ম্যানলিচার রাইফেল রয়েছে যার নলে সোনা দিয়ে ছাগলের মত শিং আর পাযুক্ত বনদেবতা আর নগ্ন বনপরীর ধুন্ধুমার লাফালাফির আরণ্যক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন উইলহেলম রোডার। ছুটন্ত ঘোড়ার গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে সে পরপর তিন গুলিতে তিনটা গ্রান্টস গেজেল ধরাশায়ী করলে, লিওন সিদ্ধান্ত নেয় যে মেয়ে বা পুরুষ নির্বিচারে সে তারচেয়ে চৌকষ বন্দুকবাজও দেখেনি।

'হ্যাঁ, আমি অনেক পশু মারতে চাই,' ম্যানলিচারে গুলি ভরার ফাঁকে, সে নিজেই মন্তব্য করে। আফ্রিকায় অবতরণের পরে এই প্রথম তার হাসিতে সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া দেখা যায়।

লুসিমার সাথে দেখা করাবার জন্য সে রাজকুমারীকে লনসনইয়ো পাহাড়ে নিয়ে যাবার পরে, দু'জন দু'জনকে দেখার সাথে সাথে যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তার জন্য লিওন প্রস্তুত ছিল না। দৃশ্যত, দুটো বিড়ালের মত তারা পিঠ বাঁকিয়ে ফেলে এবং ঝগড়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। 'ম'বোগো, সে একজন অসংখ্য গভীর অন্ধকার অনুভূতির মানুষ। কোনো পুরুষ কখনও তার থই পাবে না। সে মামবার মতই বিপজ্জনক। আমি তোমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই মেয়ে সেই মেয়ে না। তুমি সতর্ক থাকবে,' লুসিমা লিওনকে বলে।

'কালো ভূতনিটা কি বললো?' রাজকুমারী জানতে চায়। দুই রমণীর ভিতরে জন্ম নেয়া বিরূপতা বাতাসে স্থির বিদ্যুতের মত পটপট করতে থাকে।

'যে অসীম ক্ষমতাধর একজন মহিলা আপনি, প্রিন্সেস।'

'হোতকা গাভী যেন নিজে কথাটা না ভুলে।'

রাইফেল আশীর্বাদের আনুষ্ঠানিকতার সময় উপস্থিত হলে লুসিমা তার যজ্ঞের সাজে কুঁড়েঘর থেকে যথারীতি বের হয় কিন্তু সিংহের চামড়ার উপরে শায়িত ম্যানলিচার থেকে দশ পা দূরে থাকা অবস্থায় সে থেমে যায়। তার মুখের রঙ শুকনো কাদার মত দেখায়।

'মামা, তোমাকে কিছু কি বিব্রত করছে?' লিওন মৃদুস্বরে জানতে চায়।

'ঐ *বন্দুকি* একটা অশুভ দ্রব্য। সাদা চুলের মহিলা আমার মতই একজন শক্তিশালী ওঝা। সে তার *বন্দুকি* নিজে মন্ত্রপূত করে রেখেছে আর সেটাই আমাকে ভীত করে তুলেছে।' সে ঘুরে তার কুঁড়েঘরের দিকে হাঁটা ধরে। 'ঐ ডাকিনীটা লনসনইয়ো পাহাড় ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি আমার ঘর থেকে বের হব না,' সে প্রতিজ্ঞা করে।

'লুসিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরে গিয়ে তাকে বিশ্রাম নিতে হবে,' লিওন ভাষান্তরিত করে।

'*জ্যা*, আমি খুব ভালো করেই জানি তার সমস্যাটা কোথায়।' রাজকুমারী তার দুর্লভ পাতলা ঠোঁটের হাসিটা হাসে।

বিশ দিন পরে, ম্যানইয়রো আর লইকত যে এলাকাকে পুরোপুরি সিংহশূন্য বলে ঘোষণা করেছে, তারা সকাল বেলা ক্যাম্প থেকে বের হয় যাতে রাজকুমারী তার সিংহ নিধন অভিযান বহাল রাখতে পারে– সে ইতিমধ্যে পঞ্চাশটারও বেশি দাঁতালের প্রাণ সংহার করেছে, যার ভিতরে তিনটে ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড় দাঁতের। ক্যাম্প থেকে তারা আধ মাইল দূরেও আসেনি, তাদের সামনে উন্মুক্ত খোলা ঘাসের প্রান্তরে তারা একটা নিঃসঙ্গ কালো কেশরের অতিকায় সিংহকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

মুহূর্তের ইতস্তত ভাব কাটিয়ে এবং না নেমেই রাজকুমারী তার ম্যানলিচার বের করে আসে আর শল্যবিদের পারদর্শিতায়, সিংহটার মাথায় কেবল একটা গুলি করে।

এই নৈপুণ্য দেখে দুই মাসাইয়ের উৎফুল্ল হবার কথা ছিল কিন্তু তারা চামড়া ছিলা শুরু করলে তাদের কেমন যেন বিষণ্ন দেখায়। লিওনের উপরে দায়িত্ব পড়ে তাকে অভিনন্দন জানাবার, যা রাজকুমারী উপেক্ষা করে। সে লইকতকে ম্যানইয়রোর কানে বিড়বিড় করতে দেখে, 'এই সিংহটার এখানে থাকারই কথা না। এটা এখানে এল কোথা থেকে?'

'নিউইলে মউইপে তাকে ডেকেছে,' ম্যানইয়রো গোমড়া মুখে বলে। রাজকুমারীর নাম তারা সোয়াহিলি ভাষায় রেখেছে 'ধূসর কেশ'। ম্যানইয়রো এর সাথে সম্মানসূচক, 'মেমসাহিব' বা 'বেইবি' কিছুই যোগ করে না।

'ম্যানইয়রো, তুমি হলেও এটা একটা বিশাল আহাম্মকি,' লিওন বাঘের ঝাপট নেয়। 'সিংহটা ঐসব দাঁতাল শূকরের লাশের গন্ধে এখানে এসেছিল।' সে বাতাসে একটা বিদ্রোহের গন্ধ পায়। ম্যানইয়রোর সাথে লুসিমা নিশ্চয়ই একটা দুটো কথা বলেছে।

'*বাওয়ানা* সেটা ভালো বলতে পারবেন,' লোক দেখানো সৌজন্যতায়, কিন্তু সে তার চোখের দিকে তাকায় না বা হাসে না, ম্যানইয়রো মেনে নেয়। তাদের কাজ শেষ হলে দুই মাসাই, রাজকুমারীর জন্য তাদের সিংহ নাচ উপস্থাপন করে না। তারা এর বদলে দূরে গিয়ে বসে আর একসাথে নস্যি নেয়। লিওন যখন নাচের কথা তোলে তখন ম্যানইয়রো কোনো উত্তর দেয় না কিন্তু লইকত বিড়বিড় করে বলে, 'নাচ গান করার জন্য আমরা খুব ক্লান্ত।'

কাঁচা চামড়াটা ভাঁজ করে সে যখন কাঁধে নেয় এবং ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরে, নানদি তীর যেখানে লেগেছিল ম্যানইয়রোর পায়ের সেই স্থানটা, সাধারণত খেয়াল না করলে বোঝা যায় না, উঁচু হয়ে ফুলে থাকে। প্রতিবাদ বা অসম্মতি প্রকাশের এটা তার নিজস্ব প্রক্রিয়া।

তারা ক্যাম্পে ফিরে আসলে রাজকুমারী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে মেস টেন্টে গিয়ে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে। ঘোড়সওয়ারির চাবুকটা সে টেবিলের উপরে ছুড়ে মারে, মাথার টুপি খুলে এবং সেটাকে উড়িয়ে টেন্টের আরেক মাথায় পাঠিয়ে দেয়, তারপরে তার বিনুনি করা চুল ঝাঁকিয়ে আদেশ করে, 'কোর্টনী তোমার অপদার্থ রাঁধুনিকে বল আমাকে এক কাপ কফি দিতে।'

লিওন নির্দেশটা রান্নার তাবুতে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে এবং মিনিটখানেক পরে ইসমায়েল রূপার ট্রেতে ধোয়া উঠা পোর্সেলিনের কফিপট নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে। সে ট্রেটা তার সামনে রাখে, কাপে কফি ঢালে এবং তার সামনে রাখে। তারপরে সে তার চেয়ারের পিছনে সটান দাঁড়িয়ে থাকে, যাবার নির্দেশের অপেক্ষায়।

রাজকুমারী কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে একটা চুমুক দেয়। চরম বিতৃষ্ণার একটা ভাব তার মুখে খেলে যায় এবং কফি ভর্তি কাপটা টেন্টের অন্যপাশের দেয়াল লক্ষ্য

করে ছুড়ে মারে। 'তুমি কি মনে করেছো আমি একটা বন্যবরাহ আর তাই তুমি আমার সামনে এই শূকরকে দেবার খাবার রেখেছো?' সে চিৎকার করে বলে। সে টেবিল থেকে তার চাবুকটা তুলে নেয় আর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'বন্য অসভ্য কোথাকার, আমাকে আরো সম্মান দেখান আমি তোমাকে শিখিয়ে ছাড়ব।' সে চাবুক ধরা হাতটা পেছনে নেয় ইসমায়েলের মুখে মারবে বলে। সে নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করে না কেবল আতঙ্কিত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার পিছনে, লিওন তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এবং আঘাত করার আগেই তার কব্জি ধরে ফেলে। সে তাকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করায়। 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আমার লোকদের ভিতরে কেউ অসভ্য না। আপনি যদি এই সাফারিটা বজায় রাখতে চান তবে এই কথাটা খুব ভালো করে মনে রাখবেন।' সে যতক্ষণ ধ্বস্তাধস্তি করে ততক্ষণ লিওন তাকে অনায়াসে ধরে থাকে। তারপরে সে আবার বলে, 'আপনি এখন আপনার টেন্টে যাবেন আর ডিনার পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন। সিংহ শিকার করে আপনার চিত্তবিকার ঘটেছে।'

সে তার হাত ছেড়ে দেয় এবং রাজকুমারী ঝড়ের মত টেন্ট থেকে বের হয়ে যায়। ইসমায়েল ডিনারের ঘন্টা বাজালেও সে তার তাবু থেকে বের হয় না আর লিওনকে একাই রাতের খাবার খেতে হয়। সে শোবার আগে লুকিয়ে রাজকুমারীর তাবুর কাছে গেলে দেখে তার লণ্ঠন তখনও জ্বলছে। সে নিজের তাবুতে ফিরে এসে ডায়েরী লিখতে বসে। মেসের ঘটনা সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য লিখতে যাবে, কিন্তু লেখা শুরু করতেই তার পেনরডের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়ে। নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করার বদলে সে লেখে, 'আজ রাজকুমারী আরও একবার নিজের ঘোড়া চালনা আর গুলির করার দক্ষতার পরিচয় দিলেন। বিশাল সিংহটার তিনি যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় ভবলীলা সাঙ্গ করলেন, তা অসাধারণ। আমি তাকে যতই দেখছি শিকারী হিসাবে তার প্রতি ভক্তি আমার ততই বেড়ে যাচ্ছে।'

সে কাগজের কালি শুকায়, ডায়েরীটা তার শিকারের সময়ে ব্যবহৃত টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখে এবং তালা দেয়। তারপরে আধঘন্টা সে তার চাচা পেনরডের বোয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপরে লেখা বইটা পড়ে, যার শিরোনাম *কিচেনারের সাথে প্রিটোরিয়ায়*। তার চোখ ঘুমে ঢুলে আসলে সে জামাকাপড় ছেড়ে মশারীর নিচে গিয়ে ঢুকে। লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়ে একটা ভালো ঘুম দেবার প্রস্তুতি নেয়।

তার চোখ কেবল ঘুমে জড়িয়ে এসেছে এমন সময় রাজকুমারীর তাবুর দিক থেকে ভেসে আসা পিস্তলের গুলির আওয়াজে ঘুমের বারোটা বেজে যায়। তার প্রথমেই মনে হয় চিতা বা সিংহ কিছু একটা তাবুতে ঢুকেছে। সে মশারির ভাঁজের ভিতর থেকে হাচড়পাচড় করে বের হয়ে বিছানার পাশে ঠিক এমন প্রয়োজনের জন্য রাখা গুলিভর্তি হল্যান্ডটা তুলে নেয়। কেবল পাজামা পরা অবস্থায় সে তার তাবুর দিকে দৌড়ে যায়। দেখে লণ্ঠন তখনও জ্বলছে।

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আপনি ঠিক আছেন?' সে চিৎকার করে বলে। ভিতর থেকে কোনো উত্তর ভেসে না আসলে সে পর্দা সরিয়ে রাইফেল বাড়িয়ে রেখে ঝুকে ভিতরে প্রবেশ করে। তারপরেই সে হতবাক হয়ে থেমে যায়। তাবুর মাঝে রাজকুমারী তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার রুপালি চুল কাঁধের উপর দিয়ে ঢেউ খেলে এসে কোমড় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। প্রায় স্বচ্ছ একটা গোলাপি রঙের নাইটড্রেস তার পরনে। লণ্ঠনটা তার পিছনে থাকায় তার দীঘল কৃশকায় শরীরের প্রতিটা রেখা উন্মুখ হয়ে থাকে। তার খালি পা বিস্ময়কর রকমের ছোট আর নিখুঁত। তার এক হাতে নাইন এমএম লুগ্যার আর অন্য হাতে চাবুকটা ধরা। বারুদের পোড়া গন্ধ বাতাসে তখনও ভেসে আছে। তার পুরো মুখে দারুণ ক্রোধের প্রকাশ আর লিওনের দিকে তাকালে তার চোখ দুটো কাচ কাটা হীরের মত চমকায়। সে লুগ্যারটা তুলে এবং ক্যানভাসের ছাদে আরেকটা ফুটো তৈরি করে। তারপরে পিস্তলটা তাবুর বেশিরভাগ স্থান অধিকার করে থাকা অতিকায় বিছানার উপরে ছুড়ে ফেলে।

'বন্যবরাহ কোথাকার! তুমি কি ভেবেছো যে তোমার চাকরবাকরদের সামনে আমার সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে?' চাবুকটা নির্মম ভঙ্গিতে ঘুরাতে ঘুরাতে তার দিকে এক পা এগিয়ে আসার ফাঁকে সে জানতে চায়। 'তোমার জন্য যারা কাজ করে তাদের চেয়ে বেশি কিছু উন্নত প্রাণী তুমি নও।'

'ম্যা'ম দয়া করে ক্রোধ সংবরণ করেন,' সে তাকে সতর্ক করে দেয়।

'তোমার কতবড় সাহস আমাকে এভাবে সম্বোধন কর? হোর্হেনজোল্যান বংশের আমি একজন রাজকুমারী। আর তুমি একটা সংকর জাতির পাতি ছেলে।' তার ইংরেজী উচ্চারণ একদম নিখুঁত। তার ঠোঁটে শীতল হাসি ছড়িয়ে পড়ে। 'আহ! এতক্ষণে বাবুর রাগ হয়েছে! তুমি প্রতিবাদ করতে চাও কিন্তু সে স্পর্ধা তোমার নেই। তোমার মেরুদণ্ড নরম। তোমার কোনো সাহসই নেই। তুমি আমাকে ঘৃণা কর কিন্তু আমার যেকোনো অপমান তুমি মাথা পেতে নেবে।'

সে চাবুকটা লিওনের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে। 'বন্দুকটা সরিয়ে রাখো। তোমার নিস্তেজ পৌরুষ জাগ্রত করতে ওটা তোমার কোনো কাজে আসবে না। চাবুকটা তুলে নাও!' তাবুর ভিতরে প্রবেশ করার দেয়ালের নিচের গ্রাউন্ডশিটের উপরে লিওন হল্যান্ডটা নামিয়ে রাখে এবং চাবুকটা তুলে নেয়। রাগে সে কাঁপতে থাকে। রাজকুমারীর অপমান তাকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করেছে আর তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। চাবুকটা নিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারে না কিন্তু ডান হাতে ধরে থাকতে বেশ ভালোই লাগে।

'ম'বোগো, সব কিছু ভালো। আমরা গুলির আওয়াজ শুনলাম। কোনো সমস্যা হয়েছে?' ক্যানভাস দেয়ালের ভিতর দিয়ে ম্যানইয়রোর মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে এবং রাজকুমারী কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

'ম্যানইয়রো, এখন যাও এবং তোমার সাথে বাকীদেরও নিয়ে যেও আর আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না,' লিওন চিৎকার করে বলে।

'*নডিও*, বাওয়ানা।'

তাদের চলে যাবার মৃদু শব্দ শোনা যায় আর রাজকুমারী তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে উঠে। 'ওদের বলতে তোমাকে সাহায্য করতে। আমার মোকাবেলা একা করার সাহস তোমার নেই।' সে আবার হাসে। '*জ্যা*, এখন আবার তুমি রেগে উঠছ। ভালো লক্ষণ। তুমি আমাকে আঘাত করতে চাও কিন্তু সেই স্পর্ধা তোমার নেই।' সে তার দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং তার মুখের এক ইঞ্চি দূরত্বে এসে থামে।

'তোমার হাতে একটা চাবুক আছে। সেটা কেন ব্যবহার করছো না? তুমি আমাকে ঘৃণা কর কিন্তু তুমি আমাকে ভয়ও পাও।' হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে তার মুখে থুতু ফেলে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে হাত চালায় এবং চাবুকটা রাজকুমারীর গালে ছোবল দেয়। গালের লাল দাগ চেপে ধরে, সে পিছিয়ে যায় এবং করুণ কণ্ঠে বিলাপ করে, 'হ্যাঁ! এটাই আমার প্রাপ্য। রেগে গেলে তোমাকে ভীষণ কর্তৃত্বপূর্ণ দেখায়।' সে নিজেকে লিওনের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে এবং তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় লিওন কাঁপতে থাকে আর চাবুকটা সে দূরে ছুড়ে ফেলে।

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আপনাকে শুভরাত্রি।' সে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, বিস্ময়কর শক্তিতে রাজকুমারী তাকে উল্টে ফেলে। সে ভারসাম্য হারাবার সাথে সাথে রাজকুমারী তার পুরো ওজন নিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লিওন বিছানায় গিয়ে পড়ে আর রাজকুমারী তার পিঠের উপরে। 'আপনি কি পাগল হলেন?' সে জানতে চায়।

'হ্যাঁ!' সে বলে। 'আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে আছি।'

ভোর হবার এক ঘন্টা আগে লিওন তার তাবু থেকে ছাড়া পায়। সে নিজের তাবুর দিকে যাবার সময় লক্ষ করে তার সচিব, কর্মচারী আর পরিচারিকাদের তাবু রাজকুমারীর চিৎকার, যা দীর্ঘ রাতটাকে কোলাহলপূর্ণ করে তুলেছিল, সত্ত্বেও– অন্ধকার। রাজকুমারীর চরিত্রের এই সামান্য ত্রুটির সাথে বোঝা যায় তারা অনেক আগে থেকেই অভ্যস্ত।

পরের দিন সকালে তার ব্যবহার দেখে মনে হয় যেন কিছুই বদলায়নি। তার পরিচারিকাদের সাথে সে আগেরমতই খাণ্ডারির মত ব্যবহার করে, সচিবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব এবং লিওনকে উপেক্ষা, এমন কি তার দ্বিতীয় কাপ কফি শেষে হবার আগে সে তার সম্ভাষণের উত্তরও দেয় না। তারপরে সে উঠে দাঁড়ায় এবং ঘোষণা করে, 'কোর্টনী আমার আজ শূকর শিকার করার ভীষণ শখ হয়েছে।'

লিওন পশুর পাল হাঁটার জন্য একাধিক রাস্তা বানিয়েছে, যা রাজকুমারীর যথেষ্ট মনোরঞ্জনের খোরাক যুগিয়েছে। সে আর ট্র্যাকারেরা মিলে দাঁতাল শূকরের একটা পালকে ঘন ঝোপঝাড়ের বেস্টনীতে কোণঠাসা করে এবং তারপরে ঝোপের বাইরে

খোলা জায়গায় একটা সুবিধাজনক স্থানে তারা রাজকুমারীকে দাঁড় করায় এবং শূকরের পাল তার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝোপঝাড় ভেঙে বাইরে আসতেই ম্যানলিচারের সাহায্যে সে তাদের কচুকাটা করে। পরিচারিকাদের ভিতরে যেটা একটু সুন্দর দেখতে হেউডি, তাকে সে বাড়তি ম্যাগাজিনে গুলি ভরা শিখিয়েছে। প্রতিটায় ছয় রাউন্ড ধরে আর রাজকুমারী মুহূর্তের মাঝে ম্যাগাজিন বদলাতে পারেন। সে রিলিজ লিভারে চাপ দিয়ে খালি ম্যাগাজিন ফেলে দেয়। পরতেই হেইডি সেটা লুফে নেয় এবং দক্ষ গোলাপী আঙ্গুলে, ছোটবেলা থেকে অবিরত সূচিকর্মের ফল, সে ম্যাগাজিনে গুলি ভর্তি করে। তারপরে রাজকুমারী গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন ব্রিচে ঢোকায় এবং পলকের বিরতি শেষে আবার গুলি শুরু করে। তার নিশানাভেদের মাত্রার মতই গুলি করার বহর অবিশ্বাস্য। সে বারোটা গুলি প্রায় সমধিক সেকেন্ডেই ছুড়তে পারে। মাঝে মাঝে দাঁতালগুলো ধাওয়াকারীদের সাথে সহযোগিতা করা বন্ধ করে: তখন তারা অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত দিকে অথবা ধাওয়াকারীদের দিতেই দ্বিগুণ বেগে ছোটা শুরু করে, রাজকুমারীকে গুলি করার একটাও সুযোগ না দিয়ে। এরকম যেদিন হয় সেদিন সারাটা সময় সে শীতল ক্রোধে ফুসতে থাকে লিওন আর তার দলকে কাছে ভিড়তেই দেয় না অথবা করফের মত নিরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নেয় যেখান থেকে তাকে আরো রক্তপাতের সম্ভাবনাই কেবল বের করে আনতে পারে।

সেদিন দুপুরের পরে লিওন আর ধাওয়াকারীর দল, ম্যাক্স রোজেনথাল, ইসমায়েল আর চামড়া ছাড়াবার লোকেরা যোগ দিতে তাদের দলবল যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সাফারি শুরু হবার পরে সবচেয়ে দর্শনীয় পালটা কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়। তারা তেইশটা দাঁতাল, যার ভিতরে মর্দা, মাদী আর বাচ্চাও ছিল, রাজকুমারীর বন্দুকের মুখে ঠেলে দেয়। সে বাইশটাকে সাবাড় করে। একটা বুড়ো হাড়গিলে মর্দা সে গুলি করা মাত্র দিক পরিবর্তন করাতে বেঁচে যায়। গুলিটা তার দূর দিয়ে চলে যায় এবং বুড়ো ঘুরে সোজা অপ্রস্তুত রাজকুমারীর দিকে দৌড়ে এসে তাকে ছিটকে ফেলে তার দু'পায়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়। সে উঠে বসলে দেখা যায় তার স্কার্টের পার হাঁটুর উপরে উঠে আছে আর টুপিটা নেমে এসেছে চোখের উপরে। 'হতচ্ছাড়া বুরবক কাহাকার!' শূকরটা তার লেজ মাস্তুলের মত উঠিয়ে রেখে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যাবার সময়ে, রাজকুমারী পিছন থেকে চিৎকার করে বলে।

সেদিন রাতের খাবারের সময়ে রাজকুমারী পুরোটা না হলেও অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠে। সে লিওনকে ক্রুগটা অসাধারণ বলে আরেকবার নিতে বলে এবং হেইডির পুরুষ্ট ঠোঁটে আঙ্গুর গুজে দেবার আগে নিজের লম্বা সাদা আঙ্গুল দিয়ে তার খোসা ছাড়িয়ে নেয়।

'খাও, সোনা আমার! তুমি আজ দারুণ দেখিয়েছো,' সে গুরুত্ব সহকারে বলে। কিন্তু মুহূর্ত পরে সে তার সচিবের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠে এবং টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে

বলে বেচারার দোষ হল সে তার অনুমতি না নিয়ে টেবিল থেকে শূকরের মাংসের একটা বড়া তুলেছিল। তার খাওয়া শেষ হতেই সে দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের তাবুর দিকে হাঁটা ধরে।

সারাদিন যথেষ্ট ধকল গিয়েছে আর লিওন একটা ভালো ঘুম দেবার তালে ছিল। সে দাঁতমাজা শেষ করে শোবার পোষাক পরেছে কি পরেনি তাকে আতঙ্কিত করে পিস্তল গর্জে উঠে।

'সম্রাট আর দেশের জন্য!' সে বিড়বিড় করে বলে, কিন্তু তাবুতে পৌঁছান মাত্র রাতের জন্য রাজকুমারীর আয়োজিত মনোরঞ্জনের নমুনা দেখে তার কৌতূহলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

বিশাল বিছানাটায় রাজকুমারী অসাড় হয়ে শুয়ে আছে। অবশ্য সে তাবুতে একলা না। তার পরিচারিকা, হেইডি, মেঝের মাঝে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে আছে। পিঠে একটা স্যাডল আর মুখে সোনার বিট ছাড়া তার সারা শরীরে একটা সুতাও নেই। লাগামের সাথে লাগান সোনার ঘন্টা সে মাথা ঝাকালে বা গুঙিয়ে উঠলে ঝুনঝুন শব্দে বেজে উঠে।

'কোর্টনী, তোমার সওয়াড় প্রস্তুত,' রাজকুমারী বলে। 'তাকে নিয়ে এক চক্কর দিয়ে আসবে?'

তার কল্পনা শক্তির ভাণ্ডার শেষ হলে, সে হেইডিকে শুতে পাঠায়, লিওনও তার পেছন পেছন রওয়ানা হলে, রাজকুমারী তাকে থামতে বলে। 'কোর্টনী, আমি বলিনি যে তুমিও যেতে পারবে।' সে বিছানার উপরে গড়িয়ে যায় এবং তার পাশের গদিতে চাপড় দেয়। 'এক মুহূর্ত থাক, আর আমি তোমাকে বার্লিনে আমি আমার বন্ধুদের সাথে বিস্ময়কর আর নীতিবিবর্জিত যে সব ঘটনা ঘটাতাম তার মজার মজার গল্প বলব।'

হাসের পালকের গদিটা বিস্ময়কর ধরনের নরম আর উষ্ণ। লিওন সেটার উপরে সটান শুয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম সে তার কথায় খুব একটা মনোযোগ দেয় না। গল্পগুলো প্রথমে এতটাই অবাস্তব শোনায় যে তাদের রূপকথার মত মনে হয়, নরকের শয়তানই কেবল তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে এমন আচরণ করতে পারে।

তারপরে, গা ছমছম করে উঠা একটা অনুভূতির সাথে তার ঘাড়ের পিছনের লোম দাঁড়িয়ে যায়, সে বুঝতে পারে যে রাজকুমারী যাদের নাম বলছে তারা সবাই জার্মান অভিজাত সম্প্রদায় আর সেনাবাহিনীর উঁচু স্তরের স্বনামধন্য লোক। সে যেসব রোমাঞ্চকর কেলেঙ্কারীর খুঁটিনাটি কথা বলছে তার সবটাই রাজনৈতিক বিস্ফোরক এবং গা শিউরে ওঠার মত, কর্ডাইটের মতই অস্থিত। এই ধরনের সংবেদনশীল খবর পেনরডের কোন কাজে আসবে? সে কি একটা কথাও বিশ্বাস করবে?

পরের দিন সে সারাদিনের ধকল শেষে যখন ডায়েরী লিখতে বসে, তখন সে রাজকুমারী যাদের নাম বলেছে তাদের সবার নাম মনে করতে চেষ্টা করে। পিছনের

পাতায় সেগুলো লিখতে থাকে, লেখা শেষ হলে দেখা যায় মোট ষোলটা নাম আছে সেখানে। সে ডায়েরীটা তালা দিয়ে রাখতে গেলে হঠাৎ অস্বস্তি ভর করে তার মনে।

সে ভাবে, পেনরড ছাড়া আর কেউ কখনও এটা পড়বে না। কিন্তু খারাপ সম্ভাবনার ব্যাপারটা তার মাথার পিছনে কুরকুর করতেই থাকে। অবশেষে সে তালা খুলে ডায়েরীটা বের করে আর ক্ষুরটা হাতে নেয়। ডায়েরী খুলে সে অভিযুক্ত পাতাটা কেটে বাদ দেয়। পাতাটা নিয়ে সে লণ্ঠনের আলোয় ধরে আর সেটাকে পুড়ে কালো হয়ে যেতে দেয়। তারপরে সে ছাইটা গুড়ো করে ধুলোয় পরিণত করে এবং বিছানায় শুয়ে তার মক্কেলনীর ডাক আসবার অপেক্ষায় থাকে। অবশ্য সে রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পিস্তলের শব্দ আর শোনা যায় না।

সকালবেলা সূর্যের আলো গুটিসুটি পায়ে এসে তার ঘুম ভাঙালে পুরো সাত ঘন্টা ঘুমিয়ে একদম ঝরঝরে হয়ে সে জেগে উঠে।

সবার প্রাতঃরাশ শেষ হবার আগে ম্যানইয়রো মেসটেন্টে এসে খোলা জায়গায় এমন স্থানে বসে থাকে যেখান থেকে কেবল লিওন তাকে দেখতে পাবে। তার সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই ম্যানইয়রো উঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটা ধরে। লিওন সবার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠে দাঁড়ায় এবং তাকে অনুসরণ করে। ম্যানইয়রো তার জন্য পরিচারকদের থাকার জায়গায় অপেক্ষা করছে।

'ভাই, কি তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে?' লিওন জানতে চায়।

'সোয়ালুকে সাপে কামড়েছে।'

সোয়ালু হল চামড়া ছাড়াবার কসাইদের দলনেতা। 'সে সাপটাকে দেখতে পেয়েছে?' আতঙ্কিত কণ্ঠে লিওন জানতে চায়।

'ম'বোগো, সেটা ছিল একটা *ফুটা* ।'

'তুমি নিশ্চিত?' লিওন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে যে সেটা যেন কালো মামবা না হয়, আফ্রিকার সবচেয়ে বিষধর সাপ।

'সাপটা তাকে বিছানায় কেটেছে। তিনবার ছোবল দেবার পরে সে চামড়া ছাড়াবার ছুরি দিয়ে সাপটা মেরেছে। আমি দেখেছি সাপটা। সেটা নিঃসন্দেহে *ফুটা*।'

'সোয়ালু কি মারা গেছে?'

'না, ম'বোগো। পূর্বপুরুষদের কাছে যাবার আগে সে আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে চায়।'

'জলদি আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।' খোলা স্থানের এক কোণে একটা ঘাসের ছাপড়ার দিকে তারা দ্রুত হেঁটে যায় এবং নিচু দরজাটা দিয়ে লিওন ঝুঁকে ভিতরে ঢুকে। সোয়ালু তার বিছানার উপরে শুয়ে আছে। বাকি তিন কসাই তার চারপাশে গোল হয়ে বসে রয়েছে। সাপের লম্বা দেহটা পাশেই পড়ে রয়েছে। তার মাথাটা ধড় থেকে

আলাদা করা কিন্তু এক পলক দেখতেই ম্যানইয়রোর সনাক্তকরণ নিশ্চিত হয়। একটা কালো মামবা, খুব বড় না, চার ফিটের মত হবে, কিন্তু তার একটা ছোবলে বিশজন মানুষ মারার মত বিষ থাকে। সোয়ালু ছোবল খেয়েছে তিনবার।

সোয়ালু চিত হয়ে শুয়ে আছে, উদোম গা কেবল লজ্জাস্থান ঢাকা। তার মাথার নিচে একটা বাঁকান কাঠের বালিশ। তার বুকের দুই জায়গায় এবং গালের এক স্থানে দুই দাঁতের ফুটো দেখা যায়। তার চোখ বিস্ফারিত এবং সেখানে কোনো দৃষ্টি নেই আর চকচক করছে। তার নাক আর মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বের হচ্ছে। লিওন তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে এবং হাত ধরে। শীতল কিন্তু আঙ্গুলগুলো টান খায়। 'শান্তিতে যাও সোয়ালু,' লিওন তার কানে ফিসফিস করে বলে। 'তোমার পূর্বপুরুষেরা তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে। বোঝা যায় কি যায় না এমনভাবে সোয়ালুর শীতল আঙ্গুলগুলো তার হাতে চাপ দেয়। তারপরে সোয়ালুর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠে এবং মারা যায়। লিওন তারপাশে কিছুক্ষণ বসে থাকে, তারপরে সামনে ঝুঁকে তার খোলা চোখ বন্ধ করে দেয়।

'তার কবরটা গভীর করে খুঁড়বে,' লিওন অন্য কসাইদের বলে। 'তার শবদেহের উপরে পাথর চাপা দেবে যাতে হায়েনার দল তার নাগাল না পায়।'

'সে কেন সোয়ালুকে মারতে চাইবে?' ম্যানইয়রো নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য না করেই প্রশ্নটা করে। কসাইয়ের দল অস্বস্তিতে নড়ে উঠে।

'আর না অনেক হয়েছে!' লিওন থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে। '*ফুটা*টা একটা *ফুটা*ই ছিল আর কিছু না। এর ভিতরে জাদুটোনার কোনো ব্যাপার নেই!'

'*বাওয়ানা*, যা বলবে,' ম্যানইয়রো তার নির্বোধ সরলতায় সম্মতি জানায়, কিন্তু তার চোখের দিকে সরাসরি তাকায় না।

লিওন উঠে দাঁড়ায় এবং মেস টেন্টে ফিরে যায়। রাজকুমারী তখন কফি পান করছে। সে তাকে শীতল কণ্ঠে স্বাগত জানায়। 'আহ্, এসেছো! মক্কেলকে খাতির-যত্ন করার কথা তাহলে মনে পড়েছে। আমি কৃতজ্ঞ।'

'মার্জনা করবেন, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, একটা সামান্য ব্যাপার আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বলেন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি আমার একটা সোনার লকেট হারিয়েছি। ওটার ভিতরে আমার মায়ের একগাছি চুল রয়েছে। আমার কাছে লকেটটার গুরুত্ব অপরিসীম।'

'আমরা সেটা খুঁজে বের করবো,' সে তাকে আশ্বস্ত করে। 'কখন এবং কোথায় শেষবার লকেটটা দেখেছিলেন?'

গতকাল শূকর *শিকারের* পরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করার সময় একটা গাছের নিচে আমি বসেছিলাম এবং তোমার লোকেরা শূকরগুলোর মাংস কাটছিলো, সেখানে। আঙ্গুলের ভিতরে লকেটটা নাড়াচাড়া করছিলাম বলে আমার মনে আছে। আমি সেখানেই কোথাও হয়ত ফেলেছি।'

'আমি এখনই সেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছি।' লিওন তাকে একটা জুতসই কুর্নিশ করে। 'দুপুরের আগেই আমি ফিরে আসব।' সে তাকে বিদায় জানায় এবং সে টেন্ট থেকে বের হয়ে এসে সহিসকে তার ঘোড়া নিয়ে আসতে বলে।

লিওন আর অনুসরণকারীর দল দাঁতাল যাবার রাস্তায় পৌঁছালে দেখে একটা বিশাল আর চমৎকার ফুটকি দেয়া মর্দা চিতাবাঘ পড়ে থাকা হাড়গোড় দিয়ে ভূড়িভোজ সারছে। তাদের দেখে সে দৌড়ে পালায় এবং লম্বা ঘাসের জঙ্গলে হারিয়ে যায়। লিওন আর বাকীরা রাজকুমারী যেখানে বসেছিল সেখানে গিয়ে পুরোটা জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে।

'*হাপানা*।' ম্যানইয়রো শেষ পর্যন্ত হার মানে। 'এখানে কিছু নেই।' তারা ক্যাম্পে ফিরে আসে।

রাজকুমারীর পরিচারকা দু'জন মেস টেন্টে বসে, কফি পান খুনসুটি আর হাসির মাঝে তাদের সূচিকর্ম করছিল।

'তোমাদের মনিব কোথায়?' লিওন জানতে চাইলে, তারা পরস্পরের দিকে তাকায়, আরেকটু হাসে এবং কাধ ঝাকায় কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। সে তাদের সেখানে রেখে তার নিজের তাবুতে ফিরে যায় এবং পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখে রাজকুমারী তার বিছানায় বসে রয়েছে। তার টেবিলের ড্রয়ার খোলা এবং ভিতরের সবকিছু বিছানায় পড়ে আছে। লিওনের ডায়েরী তার কোলের উপরে।

'রাজকুমারী।' আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ায়। 'আমি দুঃখিত আমরা আপনার লকেট খুঁজে পাইনি।'

সে লকেটটা স্পর্শ করে সেটা এখন তার গলায় শোভা পাচ্ছে। ঢাকনির উপরে বসান একটা বিশাল হীরক খণ্ড আধো আলোতে চমকাচ্ছে। 'কোনো ব্যাপার না,' সে বলে। 'আমার এক পরিচারিকা এটা বিছানার নিচে খুঁজে পেয়েছে। আমিই বোধহয় মনে ভুলে সেখানে ফেলেছিলাম।'

'যাক বাবা বাঁচা গেল।' সে তীর্যক ভঙ্গিতে তার ডায়েরীর দিকে তাকায়। 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস কি নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছেন?'

'না, সত্যি কিছু না। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম আর তাই সময় কাটাচ্ছিলাম। ধাওয়া করার ব্যাপারে. সে সে কথার মাঝে ইঙ্গিতপূর্ণ বিরতি দেয় এবং তার চোখের দিকে তাকায়, আমার দক্ষতা সম্বন্ধে তোমার ভাষ্য আমাকে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছিল।' সে ডায়েরীটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। 'তা কোর্টনী আজ তুমি কিভাবে আমাকে আনন্দ দেবে? আমার শিকারের জন্য কি আছে?'

'আমি আপনার জন্য একটা ধেড়ে চিতাবাঘ খুঁজে বের করেছি।'

'আমাকে সেটার কাছে নিয়ে চল!'

চিতাবাঘটা একেবারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মৃত্যুর পরেও তার সৌন্দর্য্য অটুট থাকে। তার পিঠের লোম সোনার সাথে তামার মিশেল দিলে যেমন হবে সেরকম, পেটের কাছে এসে তা মাখনের মত তুলতুলে হয়ে উঠেছে। শিকারের দেবী ডায়ানার গুচ্ছবদ্ধ আঙ্গুলের বারংবার ছোবলে কালো ফুটকি তার সারা দেহে ছড়িয়ে আছে। গোঁফগুলো শক্ত এবং চকচকে সাদা, দাঁত এবং নখ নিখুঁত। সামান্য রক্তপাত হয়েছে। শূকরের হাড়গোড়ের কাছ থেকে পালাবার সময়ে রাজকুমারীর নিঃসঙ্গ বুলেট তার হৃৎপিণ্ড এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে। গাধার পিঠে চিতাবাঘটা তোলার সময়ে লিওনও যাতে শুনতে পায় ম্যানইয়রো লইকতকে এমনভাবে ফিসফিস করে বলে, 'আজ রাতে আমাদের দর্শন দেবার জন্য সে কি *ফুটাটার* সঙ্গীকে পাঠাবে?'

লিওন তাদের গুঞ্জন উপেক্ষা করে, এমনভাব করে যেন শুনতেই পায়নি। ম্যানইয়রো গাধার পিছনে হাঁটা ধরে তারা পায়ের ফোলাটা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে।

সেদিন রাতে ডিনারের সময়ে রাজকুমারী লিওনকে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১৯০৩ সালের লুইস রোডেরার ক্রিস্টাল ভিনটেজ শ্যাম্পেনের একটা বোতল খুলতে বলে। খাবারের সময়ে দুবার সে টেবিলের নিচ দিয়ে তাকে অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ করে, যা সে আগে কখনওই করেনি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার শরীর আঙ্গুলের স্পর্শে সাড়া দেয়। তারপরে সে হেইডির কানে কানে কিছু একটা বলে যা লিওন শুনতে পায় না, কিন্তু তার দুই পরিচারিকাই খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে।

সেদিনই গভীর রাতে রাজকীয় তাবুর ছাদ ভেদ করে ল্যুগারের শব্দ, চিতাবাঘ শিকারের কাহিনী ডায়েরীতে লেখবার আগেই লিওনকে ডেকে পাঠায়। ডায়েরী পাশে সরিয়ে রাখার ফাঁকে গতবার সে তার মাঝে অনায়াসে যে শীর্ষ অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল সেটা স্মরণ করে তার শরীর কেমন সমর্পণের ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে আসে। 'সেন্ট পিটার আর স্বর্গের সব সাধুদের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারবে এই মেয়ে,' তার মনোরঞ্জনের জন্য রওয়ানা দিতে দিতে, সে নিজেই নিজেকে বলে।

পরের দিন সকালে আবার দাঁতাল শূকর তাড়া করা শুরু হলে সে তার ঘোড়া লিওনের পাশে নিয়ে আসে এবং বাচ্চামেয়ের উচ্ছলতায় কিচিরমিচির করে। তার মেজাজের এই আকস্মিক পরিবর্তনে লিওন আরো একবার বিব্রত বোধ করে এবং ভাবতে চেষ্টা করে সামনে কপালে কি খারাবি আছে। সেটা জানার জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

'ওহ, শূকর মারতে আমার ভীষণ ভালো লাগে,' সে মন্তব্য করে। 'আফ্রিকার এই শূকরগুলো দারুণ যদিও জার্মানীর বুনো বোয়ারের সমতুল্য না।

'আমাদের এরচেয়ে বড় আর বিপজ্জনক শূকরও আছে,' লিওন প্রতিবাদ করে। 'এ্যাবারডার পাহাড়ের বাঁশের বনে দানবীয় পাহাড়ি শূকর আছে যাদের একেকটার ওজন হাজার পাউন্ডের বেশি।'

'ফুহ্!' সে তার হাতের এক আলোড়নে মন্তব্যটা নাকচ করে দেয়। 'কেবল একটা শিকারই অন্য সবকিছু শিকারের চেয়ে আমাকে সত্যিকারের শিহরিত করে।'

'সেটা কি? খুব দুর্লভ কোনো প্রাণী? আগ্রহ নিয়ে লিওন জিজ্ঞেস করে আর সে মৃদু হাসে।

'একেবারেই না। পলিনেশীয় দ্বীপে তারা ডাকে "লঙ পিগ" বলে।' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আহ্, বুঝেছো। অবশেষে তুমি বুঝতে পেরেছো।' সে আবার হাসে। 'আমি অনেক মেরেছি, কিন্তু শিহরণ কখনও হ্রাস পায় না। কোর্টনী, আমি কি তোমাকে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলবো, শুনবে?'

'আপনার যদি ইচ্ছা হয়।' আতঙ্কে তার কণ্ঠ কর্কশ শোনায়।

'সে ছিল এক রাজকীয় এস্টেটের তরুণ শিকার-রক্ষক। আমার তখন তেরো বছর বয়স। যদিও আমি তখনও কুমারী, আমি তাকে শয্যাসঙ্গী করতে চাই, কিন্তু সে ছিল বিবাহিত আর বৌকে সে পাগলের মত ভালোবাসত। সে আমাকে তিরস্কার করে। জংলী হাঁস শিকার করতে আমি একা তার সাথে বনে গেলে, আমার শিকার করা একটা পাখি কুড়িয়ে আনার জন্য তাকে সামনে পাঠাই। সে আমার সামনে দশ পা গেলে আমার শটগানের দুটো ব্যারেলই তার পায়ের পিছনে খালি করি। গুলির ধাক্কায় তার পায়ের হাড় ভেঙে গুড়িয়ে যায় এবং মাংস আর শিরার সাথে কোনোমতে লটকে থাকে। এত রক্ত চারপাশে! আমি তার পাশে গিয়ে বসি আর রক্তক্ষরণের ফলে সে মারা যাবার আগ পর্যন্ত তার সাথে কথা বলি। আমি তাকে ব্যাখ্যা করি কেন আমার তাকে হত্যা করতেই হত। সে করুণা ভিক্ষা চায়, নিজের জন্য না, সে বলে, তার নোংরা অসংবৃত স্ত্রী আর তার পেটে সে যে অভাগাকে বহন করছে তাদের জন্য। সে বাচ্চা ছেলের মত কাঁদে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে বলে। এবার আমি তার মুখের উপরে হাসি ঠিক যেমন সে আগে আমার মুখের উপরে হাসবার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। প্রায় একঘন্টা সময় পরে সে মারা যায়।' তার চোখে কেমন স্বপ্নালু অভিব্যক্তি। তারা কিছুক্ষণ নিরবে পাশাপাশি এগোয় তারপরে সে নির্দোষ কণ্ঠে জানতে চায়, 'কোর্টনী, সেই শিকার-রক্ষকের মত তুমি নিশ্চয়ই কখনও আমাকে নিরাশ করবে না, তাই না?'

'আশা করি আমার সে দুর্মতি হবে না, ম্যা'ম।'

'কোর্টনী আমিও তাই চা তো আমরা এখন যখন পরস্পরকে আরও নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছি, আমি চাই তুমি আমার শিকারের জন্য দু-পেয়ে শূকর খুঁজে বের করবে। আমার জন্য এটুকু তো মি করতেই পার?'

লিওন টের পায় তার বমি পাচ্ছে এবং সে যখন উত্তর দেয় তখন তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়, 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, এটা এমন একটা বিষয় যা আমি আশা করিনি। আমাকে আপনি কিছুটা সময় দেন ভেবে দেখার জন্য। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি আমাকে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বলছেন।'

'আমি একজন রাজকুমারী। আমি তোমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবো। শিকার-রক্ষককে বা অন্য কাউকে নিয়ে কেউ কখনও আমাকে একটা প্রশ্নও করেনি। আমি সাধারণ মানুষদের একজন না। রাজকীয় মর্যাদার ঐশী অধিকার আমার করতলগত। আমি তোমার রক্ষক হব। কয়েকটা অসভ্য উবে গেলে সেটা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।' সে তার ঘোড়া থেকে ঝুকে এসে লিওনের পেশল বাহুতে আলতো চাপড় দেয়। অনেক কষ্টে সে হাতটা সরিয়ে নিয়ে তার মুখে ঘুষি মারা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর নিচু আর প্রলুব্ধকর। 'কোর্টনী যতক্ষণ নিজে এই বিশেষ প্রজাতি নিজে শিকার না করছো এর ততক্ষণ তুমি এর আনন্দ কল্পনাও করতে পারবে না।'

লিওন একটা গভীর শ্বাস নেয় নিজেকে ধাতস্থ করতে কিন্তু কামনা আর নৃশংসতার এই যুগপৎ অনুভূতিহীন আক্রমণে তার ইন্দ্রিয়সমূহ অসাড় হয়ে আসে। সে ঠিকমতো কিছু চিন্তাই করতে পারে না। রাজকুমারীর গলাটা দু'হাতে চেপে ধরে মুচড়ে দেবার একটা উদগ্র বাসনা তাকে পেয়ে বসে। তারপরে সে অনুধাবন করে তার সহজাত প্রতিক্রিয়া তার দায়িত্বের ঠিক উল্টো, যার একমাত্র লক্ষ্য হল নিজের বা তার চারপাশের যেকোনো কিছুর মূল্যে রাজকুমারীর কাছ থেকে শেষ ইনফরমেশনটুকু নিকিয়ে নেয়া। তারপরে সে তার প্রভাব ব্যবহার করে তার গোত্রের অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথেও একই আচরণ করবে। জার্মান অভিজাত সমাজের নাগাল পাবার জন্য সে হল একটা চাবি যা সৌভাগ্যক্রমে তার হাতে এসে পড়েছে। বিচারক আর জল্লাদের ভূমিকা তার জন্য না। বৃটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের বিশাল কাঠামোতে সে কেবল ক্ষুদ্র একটা খাঁজ।

শেষে দায়িত্বেরই জয় হয়। নিজের মানসিক শক্তির ব্যাপক প্রয়োগে সে তার হাত দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার গলার পরিবর্তে সে তার হাত ধরে এবং চাপ দেয়। তারপরে সে হেসে ফিসফিস করে বলে, 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আপনার জন্য সবকিছু। আপনার কথামতোই আমি কাজ করবো। অবশ্য সে জন্য আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে।'

'এই সাফারি শেষ হতে আর ষোল দিন বাকি আছে। তারপরে আমাকে অবশ্যই জার্মানী ফিরে যেতে হবে। আমাকে নিরাশ করলে আমি রাগ করবো. .খুবই রাগ করবো।' তার কণ্ঠস্বরে একটা শীতল হুমকির ছোয়া এবং তরুণ জার্মান শিকার-রক্ষকের কথা আবার লিওনের মনে পড়ে যায়।

বেলা থাকতেই তারা ক্যাম্পে ফিরে আসে। রাজকুমারী তার তাবুতে গোসল করতে গেলে লিওন দ্রুত নিজের তাবুতে গিয়ে তার ডায়েরীতে পেনরডকে একটা চিঠি লিখে

চাচা, আমার নতুন বন্ধু আর তার পুরান বন্ধুদের সম্পর্কে আপনাকে বলার মত অনেক গল্প জমা হয়েছে যা শুনে আপনার চুল সাদা হয়ে যাবে।

যাইহোক এখন এই রাক্ষুসী আমাকে তাঁদে ফেলেছে। তার দাবী এখন তার মনোরঞ্জনের জন্য আমি একটা অবর্ণনীয় খারাপ কাজ সংঘটিত করি। তার দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে আমার বিবেক আর আইন দুই-ই আমাকে নিষেধ করছে। আমি যদি সরাসরি তাকে নিষেধ করি, তাহলে সে ভীষণ ক্রোধান্বিত হবে। জার্মানী থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার সযত্নে গড়ে তোলা পথ সে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে। এসব কিছু ঘটবার আগেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ তাকে বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা থেকে কূটনৈতিকভাবে বহিষ্কারের কোনো পন্থা খুঁজে বের করেন। আপনার আদরের ভাস্তে।

সে ডায়েরীর পাতাটা ছিড়ে নিয়ে ভাঁজ করে তার জ্যাকেটের বুক পকেটে রাখে। সে তার তাবু থেকে বের হয়ে মেস টেন্টে যাবার সময়ে রাজকীয় তাবুর যথেষ্ট কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে রাজকুমারীর হেইডিকে উদ্দেশ্য করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের তিরস্কার আর পরিচারিকার মৃদু ফোঁপানি শুনতে পায়। সে পরিচারকদের কম্পাউন্ডের দিকে হেঁটে যায় সেখানে লইক আর ম্যানইয়রোকে তাদের কুঠিরের সামনে নস্যি নিতে আর গুলতানি মারতে দেখে। তাকে আসতে দেখে তারা চুপ হয়ে যায়।

চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হবার পরে যে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না সে ম্যানইয়রোকে ভাঁজ করা কাগজটা দেয়। 'লইকতকে সাথে নাও। এই মুহূর্তে নাইরোবির পথে রওয়ানা হও সর্বোচ্চ গতিতে। কার সদর দপ্তরে, আমার চাচা, কর্নেল ব্যালানটাইনকে এই কাগজটা দেবে। পথে কোথাও দেরি করবে না। এখনই রওয়ানা দাও। চাচা ছাড়া এই কাগজের কথা কারও সাথে আলোচনা করবে না।'

তারা সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে, বর্শা হাতে নেয়, তাদের কুঠিরে দরজার পাশেই সেটা মাটিতে গাথা ছিল।

লিওন ম্যানইয়রোর কাঁধে হাত দিয়ে তার আদেশের পুনরাবৃত্তি করে। 'আমার ভাই,' সে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'দ্রুত যাও আর তাহলে ডাইনীটা শীঘ্রই বিদায় নেবে।'

'*নডিও*, ম'বোগো।' কয়েক সপ্তাহ পরে এই প্রথম ম্যানইয়রোকে হাসতে দেখা যায় এবং ক্যাম্প থেকে বের হয়ে নাইরোবির উদ্দেশ্যে লইকতকে সাথে নিয়ে যাত্রা করার সময়ে তাকে খোড়াতে দেখা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজকুমারী তাকে তার তাবুতে ডেকে পাঠালে সে তাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'আমি আমার দুই অনুসরণকারীকে পাঠিয়েছি লঙ পিগ শিকারের বনেআবস্ত

করতে। তারা এক আরবকে চেনে যার ডাউ লেক ভিক্টোরিয়ায় মালপত্র আনা নেয়া করে। তার প্রধান ব্যবসা গজদন্ত আর চামড়া কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য পণ্য আনতেও তার অনীহা নেই।'

'সে তো *খুশীর* খবর। কোর্টনী আমি জানতাম তোমার উপরে ভরসা করা যায়।' রাজকুমারী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করে, তার লম্বা পা আড়াআড়ি করে রাখে আবার সাথে সাথে আসন বদলায়, চেয়ারের ক্যানভাসের সীটে নিজের পশ্চাদদেশ মোচড়ায় যেন সে সেখানে চুলকাচ্ছে। 'এই ভাবনাটাই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। তোমার লোকেরা কখন ফিরে আসবে বলে তোমার মনে হয়?'

'পাঁচ কি ছয়দিনের ভিতরে তারা খবর নিয়ে আসবে বলে আমি আশা করছি, এই নতুন খেলার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনি যাবার আগে অনেক সময় পাবেন।'

'আর ততদিন আমরা আমাদের সাধ্যমত নিজেদের মনোরঞ্জন করবো।' সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তার শিকারের স্কার্ট হাঁটুর উপরে তুলে নিয়ে আসে। 'আমি নিশ্চিত আমাকে আনন্দ দেবার একটা কিছু উপায় তুমি করবেই।'

চারদিন পরের সন্ধ্যাবেলা লিওন রাজকুমারীকে সারাদিন বুনো শূকর ধাওয়া শেষে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তার মেজাজ তিতকুটেও তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে। সে তার জন্য চারবার ধাওয়া দেবার আয়োজন করেছে আর চারটাই পরপর ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবারই শূকরের দল অপ্রত্যাশিতভাবে আড়াল ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে এবং তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। রাজকুমারী সারা দিনে তার পছন্দের শিকার লক্ষ করে একটাও গুলি ছুড়তে পারেনি। ক্যাম্পে ফিরে আসার পথে একপাল বেবুনের উপরে সে ঝাল কিছুটা মিটিয়েছেন, গাছের মগডাল থেকে আম পাড়বার মত পাঁচটাকে গুলি করে ফেলে আর বাকীগুলো ত্রাহি ত্রাহি রবে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে দুটো কসাইদের তাবুর কাছে সামরিক বাহিনীর ম্যাড়মেড়ে খয়েরী রঙের দুটো ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে সে বেশ অবাক হয়। তারা পাশ দিয়ে যাবার সময়ে কারের পোষাক পরিহিত একদল *আসকারি* কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রাইফেল কাত করে ধরে সেল্যুট করে। লিওন সার্জেন্ট আর তার দলবলদের চিনতে পারে। তারা সদর দপ্তরের রেজিমেন্টাল গার্ডের সদস্য। তাদের চিনতে পেরে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। 'এ্যাট ইজ, সার্জেন্ট মিওমানি।'

লিওন তাকে চিনতে পেরেছে বলে খুশীতে এনসিওর সবকটা দাঁত বের হয়ে পড়ে এবং সে চোস্ত ভঙ্গিতে হাত নামায়। তার লোকদের সে চিৎকার করে বলে, 'অর্ডার আর্মস! স্ট্যান্ড এ্যাট ইজ! ফল আউট! ওয়ান, টু, থ্রি!'

তারা ক্যাম্পে প্রবেশ করে।

'কোর্টনী, লোকগুলো কারা আর তারা এখানে কি চায়?' রাজকুমারী জানতে চান।

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, তারা বৃটিশ সৈনিক, এটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু কেন তারা এখানে এসেছে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই,' সে সাবলীলভাবে মিথ্যাটা বলে যায়। 'আমি আশা করছি শীঘ্রই সেটা জানতে পারব।' সে মনে মনে ভাবে লইকত আর ম্যানইয়রো নিশ্চয়ই গ্যাজেলের মত দৌড়ে গেছে আর পেনরড ঝড়ের মত উড়ে এসে তার প্রত্যাশিত সময়ের একদিন আগেই এসে পৌঁছেছে।

মেস টেন্টের বাইরে এসে লিওন আর রাজকুমারী ঘোড়া থেকে নামে এবং লিওন চিৎকার করে ইসমায়েল কে কফি আনতে বলে– 'আর দেখো যেন গরম থাকে!' তারপরে সে রাজকুমারীকে পথ দেখিয়ে টেন্টের আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতলতায় নিয়ে আসে।

পেনরড একটা ক্যাম্প চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং লিওন কোনো মন্তব্য করবার আগেই সেটা বন্ধ করে। 'আমার মনে হয় আমাকে দেখে তুমি অবাক হয়েছো।' সে তার ডানহাত ধরে একটা ঝাঁকি দেয় এবং রাজকুমারীর দিকে তাকায়। 'হার রয়্যাল হাইনেসের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার উদারতা কি আমি তোমার কাছে আশা করতে পারি?'

'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, মে আই প্রেজেন্ট কর্নেল পেনরড ব্যালানটাইন?' বলে সে পেনরডের কাঁধের ল্যাপেলে তিন তারকা আর মুকুট দেখতে পায়। তাদের শেষ মোলাকাতের পরেই নিশ্চয়ই তার পদোন্নতি হয়েছে এবং সে দ্রুত নিজেকে শুধরে নেয় 'রাজকুমারী আমাকে মার্জনা করবেন। আমার বলা উচিত ছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেনরড ব্যালানটাইন, বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকায় বৃটিশ সম্রাটের রাজকীয় বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার।' পেনরড সেল্যুট করে এবং তিন কদম চোস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে তার দিকে নিজের ডানহাত বাড়িয়ে দেয়।

রাজকুমারী হাতটা উপেক্ষা করে তার মুখের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, 'আহ্ তাই!' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সে সচরাচর টেবিলের যেখানে বসে সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসে পড়ে। 'কোর্টনী তোমার বাঁধুনিকে বল আমার কফিটা তাড়াতাড়ি আনতে। আমি তৃষ্ণার্ত।' সে কথাটা জার্মানে বলে। তারপরে সে আবার পেনরডের দিকে তাকায়। 'তুমি এখানে কি চাও? এটা একটা ব্যক্তিগত সাফারি। তুমি আমার আনন্দে বিঘ্ন ঘটাচ্ছ।' তার ইংলিশে কোনো খুঁত নেই।

পেনরড তার বিপরীত দিকের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। চেয়ারে বসতে বসতে সে বলে, 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস আমার অনাহুত আগমনের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী কিন্তু আমি বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার গভর্নরের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছি।'

'আমি তোমাকে বসতে বলিনি,' রাজকুমারী রূঢ়কণ্ঠে বললে পেনরড দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।

তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠলেও তার গলার স্বরে কোনো তার তম্য ঘটে না। 'ম্যা'ম আমাকে মার্জনা করবেন।'

'এই বৃটিশগুলো, কোনো সহবত জানে না।' তার মাথার উপর তাকিয়ে সে বাতাসের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে। '*জ্যা*, তো? তোমার এই গভর্নর আমার কাছে কি চায়?'

'তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে অবহিত করতে যে ভয়ঙ্কর রিফট ভ্যালী জলাতঙ্ক মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে আর এই এলাকার তার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যে হাজারখানেক লোক এই রোগের কবলে প্রাণ হারিয়েছে এবং মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ মৃত্যুর ঘটনা যে গ্রামে ঘটেছে সেটা আপনার ক্যাম্পের কাছাকাছি। ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, আপনার জীবন হুমকীর সম্মুখীন।' রাজকুমারীর সচেতন আভিজাত্যের অভিব্যক্তি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। সে আতঙ্কিত চোখে পেনরডের দিকে তাকায়। 'রিফট ভ্যালী জলাতঙ্কটা কি?'

'আমার ধারণা জার্মানে কথাটা হবে *তল্যুত*, ম্যা'ম।'

'*তল্যুত? মেইন গট্ট!*'

'ঠিক তাই, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস। আর এটা বিশেষভাবে ছোঁয়াচে আর মারাত্মক। এই রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক আর নিশ্চিত, আক্রান্ত ব্যক্তির খিঁচুনি উঠে, পানির জন্য চিৎকার করে এবং শেষে নিজের মুখের লালায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।'

'*মেইন গট্ট* ' সে ফিসফিস করে বলে।

'গভর্নর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আপনার এখানে থাকাটা মোটেই ঠিক হবে না, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি বার্লিনে তার করেন। এখানকার অবস্থান সংক্ষিপ্ত করে দ্রুত জার্মানীতে ফিরে যাবার আদেশ সম্বলিত কাইজারের নির্দেশ জানিয়ে হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির সচিব তার করেছেন। নির্দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে, গভর্নর ইতালিয়ান লাইনার *রোমায়* আপনার জন্য একটা স্টেটরুম সংরক্ষিত রেখেছেন। জেনোয়ার উদ্দেশ্যে এই মাসের পনের তারিখ সে যাত্রা করবে। সেখান থেকে আপনি রাতের ট্রেনে বার্লিনে ফিরে যেতে পারবেন। *রোমা* পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্য আমি এসেছি, আর পাঁচদিনের ভিতরে সে কালিন্দি বন্দরে নোঙর ফেলবে। জাহাজ ধরতে হলে আমাদের দ্রুত রওয়ানা দিতে হবে।'

'আপনি কখন রওয়ানা দিতে চান?' রাজকুমারী জানতে চায় এবং উঠে দাঁড়ায়।

'আপনি কি একঘন্টার ভিতরে তৈরি হতে পারবেন, ম্যা'ম?'

'*জাওহ!* ' তার পরিচারিকাদের তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকার ভিতরে সে দৌড়ে বের হয়ে যায় 'হেইডি! ব্রুনহিলড! আমার ট্রাভেল ব্যাগ প্যাক কর। কেবিন ট্রাঙ্কের কথা ভুলে যাও। আমরা এক ঘন্টার ভিতরে এখান থেকে যাচ্ছি!' সে টেন্ট থেকে বের হয়ে যাওয়া মাত্র

পেনরড আর লিওন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেডমাস্টারকে ভূতের ভয় দেখান স্কুলবালকের মত হেসে উঠে।

'রিফট ভ্যালী জলাতঙ্ক, চমৎকার! কিভাবে এই দুরাচারী দুঃশাসনের কথা মাথায় আসল?'

'মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি!' বোঝা যায় কি যায় না ভঙ্গিতে পেনরড চোখ মটকান। 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেবল এবারই প্রথম এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল।'

'হার রয়্যাল হাইনেসকে কেমন দেখলেন?'

'চার্মিং,' সে উত্তর দেয়। 'ব্লাডি চার্মিং! ইচ্ছে করছিল তাকে আমার হাঁটুর উপরে ফেলে কষে ছ'টা বেত মারি।'

'তুমি যদি তাই করতে, সে সম্ভবত তোমার প্রেমেই পড়ে যেত।'

'পছন্দ করতো, তাই না?' পেনরড হাসি বন্ধ করে। 'আমার জন্য নিশ্চয়ই মজার সব গল্প জমা হয়েছে তোমার থলেতে।'

'গল্প বলে গল্প, বিশ্বাস করো, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। এরকম কিছু তুমি আগে কখনও শোননি। কিন্তু এখন এখানে না।'

পেনরড সম্মতি জানান। 'তুমি দ্রুত সবকিছু শিখে ফেলছো। রাজকুমারীকে কালিন্দি থেকে জাহাজে তুলে দিয়েই আমি ফিরে এসে তোমার গল্প শুনব আর মুথাইগা ক্লাবে লাঞ্চ করবো।'

'তার সাথে '৭৯ সালের মারগাক্স এক বোতল চলতে পারে,' লিওন পরামর্শের সুরে বলে।

'দুটো, তুমি যদি সামলাতে পার!' পেনরড প্রতিশ্রুতি দেন।

'চাচা, তুমি মানুষটা খাসা।'

'বাছা, আমি সেরকম কিছুই নই।'

এক ঘন্টার অনেক আগেই সচিব আর দুই পরিচারিকা, তাদের হাত ভর্তি তার কোট আর সিল্কের পোষাক, নিয়ে তার তাবু থেকে বের হয়ে আসেন। পেনরড ইঞ্জিনের গুড়গুড় আর গড়গড় শব্দের সাথে, গাড়ি দুটো সচল করে অপেক্ষা করছিল। রাজকুমারী প্রথম গাড়িতে উঠতে গেলে লিওন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। সিটে আসন গ্রহণ করার সময়ে তার দুই উরুর সংযোগস্থলে সে আলতো করে তার আঙ্গুল বুলিয়ে দেয় এবং নিচু কণ্ঠে কথা বলে যাতে কেবল লিওন শুনতে পায়। 'আমার বড় বন্ধুকে আমার প্রেমময় সম্ভাষণ জানিও।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আপনি চলে যাবেন চিন্তা করে তার মাথা ঝুঁকে রয়েছে।'

'নির্লজ্জ ছেলে!' সে তার কোমল স্থানে এত জোরে চিমটি কাটে যে লিওন বহু কষ্টে চেঁচিয়ে উঠা থেকে নিজেকে বিরত রাখে আর তার চোখ পানিতে ভরে যায়। 'বোকা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা কোরো না। নিজের অবস্থানের কথা মাথায় রেখো।'

'আমার প্রগলভতা মার্জনা করবেন, সম্মানিতা অতিথি। আমি বিষণ্ন। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলেন, আপনার ফেলে যাওয়া সব আসবাবপত্র, রাইফেল, শ্যাম্পেন এসব নিয়ে আমি কি করবো? আমি কি এগুলো প্যাক করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব?'

'*নেইন!* ' আমার ওসব প্রয়োজন নেই। তুমি রাখতে পার অথবা পুড়িয়ে ফেলতে পার।'

'আমি অসম্ভব উদার। 'আরেকটা কথা আপনি কি আর কখনও আমার সাথে শিকার করতে এখানে আসবেন?'

'কখনও না!' সে তীব্রকণ্ঠে বলে। 'জলাতঙ্ক? না, তোমাকে ধন্যবাদ!'

'রাজকুমারী, আপনার বন্ধুদের কি আপনি পাঠাবেন এখানে শিকার করতে?'

'কেবল যাদের আমি সত্যি ঘৃণা করি।' তিনি লিওনের মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে সামান্য নরম হন। 'চিন্তা কোরো না, আমি যাদের পছন্দ করি তাদের চেয়ে যাদের ঘৃণা করি তাদের সংখ্যা অনেক বেশি।' সে ঘুরে তার পিছনে বসে থাকা পেনরডের দিকে তাকায়। 'তোমার ড্রাইভারকে এই জলাতঙ্ক অধ্যুষিত এলাকা থেকে আমাকে দ্রুত নিয়ে যেতে বল।'

'*আউফ উইডারসেন*, রাজকুমারী!' লিওস তার টুপি খুলে এবং আন্দোলিত করে, কিন্তু গাড়ি দুটো চাকার চাপে চিহ্নিত পথরেখা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে রওয়ানা দিলে সে একবারও পিছনে ফিরে তাকায় না।

দু'সপ্তাহ পরে পেনরড তার ধূসর স্ট্যালিয়নে চড়ে টানডালা ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়, এবং ইসমায়েল তাকে স্বাগত জানাতে এক পট সদ্য ফোটান ল্যাপসাঙ সোচঙ চা এবং এক প্লেট আদা দেয়া বিস্কুট তার সামনে রাখে। ইসমায়েল সবাইকে আদা দেয়া বিস্কুট খেতে দেয় না, এটা কেবল বিশেষ সম্মানিত অতিথিদের জন্য তোলা থাকে। পেনরডের উদরপূর্তি শেষ হলে সে আর লিওন ঘোড়ায় চেপে আট মাইল দূরের মুথাইগা ক্লাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

আমি একটু জোরে ঘোড়া হাঁকাতে চাইছি,' পেনরড বলেন। 'আজকাল অফিস থেকে বের হওয়াই হয় না।' তিনি আড়চোখে লিওনের দিকে তাকান। 'আর বাছা তোমাকে চমৎকার ফুরফুরে মেজাজে দেখছি।'

'রাজকুমারীর সাথে উদয়স্ত পরিশ্রম গেছে। সে কি আপনাকে তার একশ দাঁতাল শূকর নিধনের গল্প করেছে, বিশাল কালো কেশরের একটা সিংহ আর চমৎকার একটা চিতাবাঘের কথা না হয় বাদই দিলাম?'

'উপকূল পর্যন্ত যাত্রা পথে সেই মহীয়সী নারীর সাথে আমার ডজনখানেকের বেশি বাক্যালাপ হয়নি। আমি তোমার উপরে নির্ভর করছি সবকিছু আদ্যোপান্ত শুনতে। আর

সেজন্যই আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এখানে আমাদের কথা অন্য কারো কানে যাবার ভয় নেই।' চারপাশের জঙ্গল আর সবুজ পাহাড়ের দিকে তিনি হাত দিয়ে দেখান। 'এখানে লোক সমাগম নগণ্য। লিওন, এখন তোমার প্রশ্রয়দাতা চাচাকে সবকিছু খুলে বলো।'

'স্যার তার আগে আপনি আপনার হেলমেটের থুতনির বাঁধনটা শক্ত করে বেঁধে নিন, নতুবা আমার গোপন কথা শুনে সেটা আকাশে ছিটকে যেতে পারে।'

'প্রথম থেকে আরম্ভ কর আর ভুলেও কিছু ভুলে যেও না।' ধীরেসুস্থে মুথাইগা কান্ট্রি ক্লাবে যেতে তাদের ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে এর ভিতরে লিওন তার পুরো রিপোর্ট পেশ করে। কোনো নাম নিশ্চিত করতে বা কোনো বর্ণনা বিশদ করার অনুরোধ করা ছাড়া পেনরড কোনো কথা বলে না। বেশ কয়েকবার সে গভীর শ্বাস নেয় আর তার চোখেমুখে তীব্র অসম্মতির চিহ্ন ফুটে উঠে। ক্লাবের প্রবেশ পথে পৌঁছাবার পরে লিওন বলে, 'চাচা, আপনাকে বলার মতো এই ছিল আমার ভাণ্ডারে।'

'যথেষ্ট এবং যথেষ্টের চেয়েও বেশি,' পেনরড চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলেন। 'তুমি ছাড়া অন্য কারো মুখে কথাগুলো শুনলে আমি কি ভাবতাম জানি না। কিছু কিছু অংশ এমন বিদঘুটে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার থই পাওয়া মুশকিল। আমি যা আশা করেছিলাম তুমি তারচেয়েও বেশি অর্জন করেছ।'

'স্যার, আপনি কি চান আমি একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দেই?'

'না। তুমি যদি আগে সেটা করতে তাহলে তোমার জিনিসপত্র ঘাঁটতে গিয়ে সে সেটা পেয়ে যেত। আমার মনে থাকবে আর সম্ভবত যতদিন বেঁচে থাকব এর কিছুই আমি ভুলব না।' পেনরড ক্লাবে পৌঁছান পর্যন্ত এরপরে চুপ করে থাকে এবং ক্লাবের সামনে পৌঁছে তারা ঘোড়া ছেড়ে দেয়। তখন সে শান্তসুরে বলে, 'লিওন, তোমার এই রাজকুমারী সত্যিই অসাধারণ এক মহিলা।'

'আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, আমার না, আমার বিচার-বুদ্ধিতে যতটা কুলায় হায়েনারা তাকে পছন্দ করতে পারে।'

'এসো, লাঞ্চটা সেরে ফেলা যাক। শেফ আজকে কর্ণবীফ হট-পট আর নেহারি করেছে। আমি আশা করি যে তোমার এই ভয়াবহ গল্প শুনে আমার খিদেটা মরে যায়নি।'

'স্যার, সেটা কিছুতেই সম্ভব না।'

'সাবধান, বাছা। আমার মাথার পাকা চুল আর কাঁধের তারাগুলোকে অন্তত একটু সম্মান দেখাও।'

'মার্জনা করবেন জেনারেল। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি। আমি কেবল বলতে চেয়েছি যে আপনি ভালো খাবারের বিদগ্ধ সমঝদার।'

প্রতিটা টেবিলে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে ঘরের প্রায় সবার সাথে পেনরড কুশল বিনিময় শেষ করার পরে, তারা অবশেষে বারান্দায় পৌঁছে এবং বাগানবিলাসের নিচে

তাদের জন্য স্থাপিত চেয়ারে গিয়ে বসে। মালনজি ওয়াইনের বোতল খুলে এবং ঢেলে দেয় তারপরে হোরস ডি'অউভরে নেহারি পরিবেশন শেষে নিরবে প্রস্থান করে।

'বনেবাদাড়ে তুমি যখন রাজন্য আর বুনো দাঁতালের সাথে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলে তখন পৃথিবীর বাকি অংশে কি ঘটেছে এবার সেটা আমার কাছে শোনো।' হাড়ের ভেতর থেকে বিশাল একটুকরো মজ্জা বের করে পেনরড তার টোস্টের উপরে রেখে, ইউরোপের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা আরম্ভ করে। 'আলোচনার সবচেয়ে তাজ্জব করা বিষয়বস্তু হচ্ছে জার্মানীর সাম্প্রতিক নির্বাচনে ইতিহাসে প্রথমবারের মত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির রাইখস্ট্যাগে বৃহত্তম দলে পরিণত হওয়া। ১৯০৭ সালের নির্বাচনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন আসন তারা এবার পেয়েছে। বিশাল একটা সমস্যা সেখানে ঘোট পাকাতে চলেছে। জার্মানীর সামরিক বাহিনী, অভিজাত শাসক সম্প্রদায়কে চমকপ্রদ কিছু একটা ঘটাতে হবে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। একটা ছোটখাট যুদ্ধের জন্য সবাই মুখিয়ে রয়েছে?' সে মজ্জাসহ টোস্টটা মুখে পুড়ে তুমুল উৎসাহে চিবোতে থাকে। 'সার্বিয়া মুখিয়ে আছে অস্ট্রিয়ায় আগ্রাসন চালাতে। আরেকটা যুদ্ধ হলে কেমন হয়? কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, তুরস্কও যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। কনস্ট্যান্টিনোপলের দরজা থেকে তারা বুলগেরিয়ানদের উৎখাত করেছে, তবে এতে তাদের বিশ হাজার যোদ্ধা মারা গেছে. ।' সে বাকি মজ্জা গলধঃকরণ করে এবং এক ঢোক মারগাক্স গিলে গলা পরিষ্কার করে।

মালনজির হট-পট পরিবেশনে ফাঁকে সে বলতে থাকে, 'এখন দেশের কথা শোন, তোমার নামে চিঠির একটা বিশাল স্তূপ এসে জমা হয়েছে, যার ভিতরে শিকারী হিসাবে তোমার সাহায্য চেয়ে রয়েছে প্রায় ডজনখানেক চিঠি। আমি ডাকঘর থেকে চিঠিগুলো সংগ্রহ করে পড়ে রেখেছি তোমার কষ্ট বাঁচিয়ে দিতে।'

'চাচা, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনি আসলেই পাথরের মত নিরেট।'

'পেনরড প্রশংসাটা কাঁটাচামচের একটা বিশাল আন্দোলন তুলে গ্রহণ করেন।'

'বেশির ভাগ চিঠিই অজ্ঞাতনামা লোকদের যেগুলো আমি সাথে সাথে বাতিল করে দিয়েছি। তবে তিনটে চিঠি রয়েছে যেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে, আর প্রতিটাই তোমার প্রিয় দেশ, জার্মানী থেকে আগত। একটা লিখেছে সরকারের রক্ষণশীল এক মন্ত্রী মহোদয়, আরেকটা পাঠিয়েছে জনৈক কাউন্ট বাউয়ার, ইম্পেরিয়াল চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা, থিওডোর ভন বেথম্যান-হলউয়েগ, এবং তৃতীয়টা লিখেছে জনৈক শিল্পপতি সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় ঠিকাদার। স্বাভাবিক কারণেই আমরা তিনজনকেই হাতে রাখতে চাই। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য শিল্পপতিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মক্কেল। তার নাম গ্রাফ অটো কার্ট থমাস ভন মীরবাখ্। সে মীরবাখ্ মোটর ওয়ার্কসের কর্ণধার।'

'আমি তাদের চিনি।' লিওন বিস্মিত। 'তারা উড়োজাহাজের জন্য মীরবাখ্ রোটারী ইঞ্জিন প্রস্তুত করেছে। কাউন্ট জেপলিনের ডিরিজেবল এয়ারশিপের সাথে তারা

প্রতিযোগিতা করছে। উদ্যমী প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটা লোক! তার সাথে পরিচিত হতে ভালোই লাগবে। আকাশে উড়বার বিষয়টা নিয়ে আমি বেশ আগ্রহী, কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব অবিশ্বাস্য নতুন উড়ন্ত যন্ত্রদানবের একটাও চোখে দেখিনি আর তার একটাতে চড়ে আকাশে উড়বার কথাতো স্বপ্ন।'

পেনরড তার ছেলেমানুষী উৎসাহ দেখে হাসে। 'সবকিছু পরিকল্পনামাফিক ঘটলে শীঘ্র তোমার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। পার্সির সহযোগিতায় আমি তোমার নাম দিয়ে মীরবাখ্‌কে জরুরী তারবার্তা পাঠিয়েছি। তুমি তাকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারবে তার একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, সাথে তোমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক আর সম্ভাব্য শিকারের সময়ের একটা তালিকা তার কাছে পাঠান হয়েছে। আর ইতিমধ্যে তুমি হট-পটটা খেয়ে দেখতে পার। দারুণ হয়েছে। আর হ্যাঁ, তোমার বন্ধু কারমিট রুজভেল্টের একটা চিঠি এসেছে।'

'আমার পরিশ্রম বাঁচাতে যা তুমি ইতিমধ্যে খুলে পড়েছো?'

'হায় ঈশ্বর, তা কেন।' পেনরড শিউরে উঠে। 'স্বপ্নেও ভাবিনি। এটা তোমার ব্যক্তিগত চিঠি।'

'আর আমার অন্যসব চিঠিপত্রের বিপরীত, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, কি চাচা?' লিওন জানতে চাইলে পেনরড স্বস্তির হাসি হাসে।

'কর্তব্য বলে কথা, বাছা।' তারপরে তারা আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে। 'তো, আমি যা বুঝতে পারছি রাজকুমারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরে তুমি এখন ইস্টমন্টের সাফারিতে পার্সি, তোমার পার্টনারকে সহায়তা করতে পায়ে বোল তুলে ছুটবে।'

'এটা ঠিক বলেছো। আমি কালকে সকালেই রওয়ানা হচ্ছি। জার্মান এলাকার কাছে লেক মানইয়ারার পশ্চিম তীরে পার্সি এখন শিকার করছে। তানডালাতে সে আমার জন্য একটা চিরকুট রেখে গেছে। চিরকুটে সে লিখেছে যে ইস্টমন্ট একটা অন্ত ত পঞ্চাশ ইঞ্চির মোষ শিকার করতে চায় আর সে রকম মোষ খোঁজার জন্য মানইয়ারার চেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?'

'নাইরোবি দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে পার্সি আমাকে ইস্টমন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এখানে আমরা একসাথে ডিনার করেছি, পার্সি, আমি এবং দুই জমিদার মহাশয়, ইস্টমন্ট আর ডেলামেয়ার।'

'আমি যদি জিজ্ঞেস করি ইস্টমন্টকে কেমন দেখলেন, তাহলে আপনি কী উত্তর দেবেন?'

'তুমি সত্যিই তা পার। আসলে আমি বলতে যাচ্ছিলাম– তোমার আর পার্সির তা জানার প্রয়োজন আছে। প্রথমবার দেখা হবার পরে থেকেই আমি ভাবছিলাম একে কোথায় যেন দেখেছি। তার কিছু একটা আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল। মানইয়ারার উদ্দেশে পার্সি আর সে রওয়ানা হবার পরেই কেবল সবকিছু আমার হু-হু করে মনে পড়ে তুমি আশা করি আমার উপমা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে।'

'স্যার, মার্জনা করা হল। দয়া করে পুরোটা বলেন আমি শুনতে উদগ্রীব।'

'আমার মনে পড়ে যে '৯৯ দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানের সময়ে সেখানে একটা জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল। ইয়মেনরি ক্যাভালরির মিডলসেক্স রেজিমেন্টের এক তরুণ ক্যাপ্টেন তার নাম বার্টি ককরেন, স্ল্যাঙ নেক বলে একটা জায়গায় এক অগ্রবর্তী অনুসন্ধানী দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন কালে, তারা একটা শক্তিশালী বোয়ার কন্টিনজেন্টের সামনে পড়ে। গুলি শুরু হতেই ককরেন সোজা উল্টো দিকে দৌড় দেয়। সে তার সার্জেন্টকে যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে নিজে সোজা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে চলে যায়। সেদিন একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তার প্লাটুনের বিশজনের ভিতরে পনেরজনই, পিছিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে আসবার আগে মৃত্যুবরণ করে। শত্রুর মোকাবেলায় কাপুরুষতার অভিযোগে ককরেনের কোর্টমার্শাল হলে সে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং বরখাস্ত হয়। উঁচু তলায় পরিচিত না থাকলে তার কপালে কালো পট্টি আর একটা .৩০৩ বুলেটই লেখা ছিল। এসব ঘটনা আমার যখন মনে পড়ে তখন আমি ওয়ার অফিসে আমার পরিচিত একজনকে তার পাঠাই বিষয়টা যাচাই করার জন্য। উত্তর আসলে দেখা যায় আমার সন্দেহ ঠিক। ককরেন আর ইস্টমন্ট একই ব্যক্তি, কিন্তু তার সাথে আরো কিছু বাড়তি তথ্যও ছিল। সেনাবাহিনী থেকে অসম্মানজনকভাবে বরখাস্ত হবার পরে বার্টি ককরেন এক আমেরিকান তেলকুবেরের উত্তরাধিকারীকে বিয়ে করে। বিয়ের দু'বছরের ভিতরে, নতুন মিসেস ককরেন কাম্বারল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট উলসওয়াটারে এক নৌকাডুবিতে মারা যান। স্ত্রী হত্যার অভিযোগে মিডলসেক্স আদালতে ককরেনের বিচার হয় কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ না থাকার কারণে সে খালাস পেয়ে যায়। স্ত্রীর সম্পত্তি সে উত্তরাধিকার করে, দু'বছর পরে তার চাচার মৃত্যু হলে সে আর্ল অব ইস্টমন্টে পরিণত হয়, সাথে ওয়েস্টমোরল্যান্ডের কাছে এ্যাপলবিতে দশ হাজার একরের একটা জমিদারী। এভাবে হতভাগা বার্টি ককরেন বারট্রাম, আর্ল অব ইস্টমন্টে পরিণত হয়।'

'ঈশ্বর মহিমাময়! পার্সি এসব জানে?'

'এখন জানে না, কিন্তু আমি আশা করছি তুমি সানন্দে তার কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে।'

তানডালা ফিরে আসার সময়ে পুরোটা পথ লিওন গভীর চিন্তামগ্ন থাকে। সে ক্যাম্পে পৌঁছে দেখে লইকত আর ম্যানইয়রো তার জন্য অপেক্ষা করছে। আগামীকাল সকাল সকাল লেক মানইয়ারার তীরে পার্সির শিকারের ক্যাম্পে যাত্রার উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে, সে তারপরে নিজের তাবুতে যায় নিজের চিঠিগুলো পড়তে।

প্রথম তিনটা চিঠি তার মায়ের লেখা। প্রত্যেকটাই বিশ পাতারও বেশি এবং একমাস পরপর লেখা হলেও নাইরোবি পোস্টঅফিসে একসাথে এসে পৌঁছেছে। সে জানতে পারে তারা বাবা বরাবরের মতই সুস্থ আছে আর উন্নতি করছে। তার মায়ের শেষ বইয়ের শিরোনাম *আফ্রিকার স্মৃতি* আর লন্ডনের ম্যাকমিলান সেটা ছাপতে সম্মত

হয়েছে। লিওনের বড় বোন, পেনিলোপ তার ছেলেবেলার প্রেমিককে মে মাসে মাসে বিয়ে করবে, সেটাও ছয় সপ্তাহ আগের কথা। দেরিতে হলেও বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে একটা উপহার পাঠাতে হবে। সে মায়ের তিনটা চিঠির উত্তর লেখার জন্য পাশে সরিয়ে রেখে, নিউইয়র্কের পোস্টঅফিসের সীলমোহরযুক্ত এবং পেছনের ফ্ল্যাপে কারমিটের মোমের লাল সীল দেয়া চিঠিটা তুলে নিয়ে সেটার সীল ভাঙে।

কারমিট তার কথা রেখেছে। তার চিঠিটা আলাপচারিতার ঢঙে লেখা এবং আন্তরিক। সুদান আর মিশরের ভিতর দিয়ে নীলনদের তীর ধরে কোয়েনটিন গ্রেগের অধীনে সাফারির শেষ মাসের বর্ণনা চিঠিটার বিষয়বস্তু। শিকারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুকে ধরাশায়ী করার ক্ষেত্রে বিগ মেডিসিনের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নিউইয়র্ক যাবার পথে জাহাজে সে আবার প্রেমে পড়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মেয়েটা আগেই অন্য কারো প্রেমে পড়েছে। সে ব্যাপারটা বেশ খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের সাথে নিয়েছে। তারপরে সে এ্যান্ড্রু কার্নেগীর, ইস্পাত ধনকুবের, ইনিই সাফারির আয়োজন করেছিলেন, বাসায় এক নৈশভোজের বর্ণনা দিয়েছে। আগত অতিথিদের ভিতরে একজন ছিল জার্মানীর ব্যাভারিয়ার উইসক্রিচের এক শিল্পপতি। তার নাম অটো ভন মীরবাখ্। খাবার টেবিলে কারমিট তার উল্টোদিকেই বসেছিল আর তাদের ভিতরে আলাপ জমতে একটুও দেরি হয়নি। ডিনারের পরে মেয়েরা ভিতরে গেলে পোর্ট আর সিগার নিয়ে তারা আরও অনেকক্ষণ আলাপ করে।

অটো একটা বিস্ময়কর চরিত্র, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষত আর সবকিছু মিলিয়ে ঠিক একেবারে রোমাঞ্চ উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা। প্রাণশক্তি আর আত্ম-বিশ্বাসে টগবগ করতে থাকা এক মহান মানুষ, এবং কেউ তাকে পছন্দ নাও করতে পারে কিন্তু তোমার তাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে। সে মীরবাখ্ মোটর ওয়ার্কসের কর্ণধার। আমি নিশ্চিত তুমি এর কথা জান। আমার মনে হয় আমার যতদূর মনে পড়ছে আমার বিষয়টা নিয়ে আলাপও করেছি। এটা ইউরোপের বৃহত্তম আর সফলতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা, ত্রিশ হাজারেরও বেশি লোক সেখানে কাজ করে। ডিরিজিবল এয়ারশিপ আর ফ্লাইং মেশিনের জন্য এমএমডব্লিউ রোটারী ইঞ্জিন প্রস্তুত করেছে। জার্মান সেনাবাহিনীর জন্য তারা ট্রাক আর মোটর গাড়ি এবং বিমান বাহিনীর জন্য বিমান প্রস্তুত করে। কিন্তু অটোর ব্যাপারে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল সে একজন পাড় শিকারী। ব্যাভারিয়ায় তার বিশাল জমিদারী রয়েছে যেখানে সে বুনো শূকর আর স্ট্যাগ হরিণ শিকার করে। শীতকালে সে তার দুর্গে শিকার পার্টির আয়োজন করে, যার খ্যাতি সবার মুখে মুখে। দিনে দু'শোর বেশি বুনো শূকর শিকার করার ঘটনা সেখানে সাধারণ ঘটনা। পরের বার ইউরোপ বেড়াতে গেলে সে আমাকে তার জমিদারীতে যাবার জন্য বলেছে। আমি তাকে আমাদের সাফারির গল্প করলে সে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠে। সে আমাকে তার আফ্রিকায় শিকারে যাবার বহুবছরের ইচ্ছার কথা বলে। সে আমার কাছে তোমার ঠিকানা চাই আর আমিও সানন্দে তাকে ঠিকানাটা দিয়ে দেই। আশা করি তুমি কিছু মনে করনি?

'আচ্ছা এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল, যে অটো ভন মীরবাখ আমার খবর কিভাবে পেল,' লিওন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে। 'ধন্যবাদ কারমিট।' চিঠিটার আরো কয়েক পাতা তখনও পড়া বাকী।

অটোর স্ত্রী, বা সম্ভবত তার রক্ষিতা, আমি তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে ঠিক নিশ্চিত নই, আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। তার নাম ইভা ভন ওয়েলবার্গ। মার্জিত রুচিশীল এক মহিলা, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, সে যখন প্রথমবার আমার দিকে তাকায়, আমার মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত তাওয়ার উপরের মাখনের মত গলে যাচ্ছে। তার অনুগ্রহ পাবার জন্য আমি অটোর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সবসময়ে প্রস্তুত, যদিও শুনেছি যে অটো ইউরোপের নামকরা তরোয়ালবাজ। এখন তাহলে বোঝ তার সঙ্গিনীটা কেমন!

লিওন উচ্চস্বরে হেসে উঠে। কারমিটের অতিশয়োক্তির তুলনা নেই। সে কারমিটের বর্ণনা শুনে ধারণা করে যে ইভা সম্ভবত মাঝারি মানের একজন সুন্দরী হবে। লিওনকে তার বর্তমান কর্মকাণ্ড আর বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকায় তার যেসব বন্ধুরা রয়েছে, বিশেষ করে লইকত আর ম্যানইয়রোর খবর জানাবার তাড়া দিয়ে কারমিট চিঠিটা শিষ করেছে। শেষে সে লিখেছে, '*সালাম এন্ড ওয়েইলডম্যাসন হেইল (অটো আমাকে বলেছে এর মানে শিকারীর শুভেচ্ছা) তোমার প্রিয় বিডব্লিউবি*'। লিওনের একমুহূর্ত লাগে শব্দটার মানে বুঝতে। সে আবার হেসে উঠে। 'তোমারও ভালো হোক, কারমিট রুজভেল্ট, আমার যোদ্ধা রক্তের ভাই।'

লিওন তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার মা আর কারমিটকে চিঠির উত্তর লেখার জন্য কিন্তু কালির দোয়াতে কলমের মুখ ছোঁয়াবার আগেই ইসমায়েল ডিনারের ঘন্টা বাজায়। লিওন অবোধ্য একটা শব্দ উচ্চারণ করে। পেনরডের সাথে দুপুরের খাবারই এখন পর্যন্ত ঠিকমত হজম হয়নি। কিন্তু ইসমায়েলের খাবার পছন্দমাফিক না সেটা বাধ্যতামূলক।

লেক মানইয়ারার দক্ষিণে যাবার পথের প্রথম দুশো মাইল রাস্তা অসম্ভব রুক্ষ। ভক্সহলের উপর দিয়ে নির্মম নির্যাতন চলে আর অন্তত ডজনখানেক বার ফুটো হওয়া চাকা সারাতে তাদের থামতে হয়। চাকা ফুটো করা কাঁটা সনাক্তকরণ আর উৎপাটনে অচিরেই লইকত আর ম্যানইয়রো দক্ষ হয়ে উঠে। রাস্তার বালুময় অংশে ইঞ্জিন প্রায়ই অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠে এবং তখন তাদের অপেক্ষা করতে হয় রেডিয়েটরে পানি ভরার আগে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হবার জন্য।

বৃটিশ আর জার্মান ইস্ট আফ্রিকার মধ্যে কোনো চিহ্নিত সীমান্ত নেই আর তাই পাহারা দেবারও বালাই নেই। পুরোটা পথে রাস্তার ধারে কোনো সাইনপোস্ট নেই,

মাঝে মাঝে পথ দেখাবার জন্য গাছের গায়ে দাগ আর খুঁটির উপরে সূর্যের আলোয় সাদা হয়ে যাওয়া জীবজন্তুর খুলি বসান রয়েছে। ঈশ্বরের উপরে ভরসা করে আর নিজের সহজাত প্রবৃত্তির বশে দিক ঠিক মাকুইউনি নদীর ধারে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর খুদে ঝুপড়ি দোকানে পৌঁছায়। পার্সি দোকানীর কাছে তার জন্য একজোড়া ভালো জাতের ঘোড়া রেখে গেছে।

লিওন একটা ছাতিম গাছের নিচে গাড়িটা পার্ক করে এবং ঘোড়ার পিঠে জিন চাপায়। এখান থেকে পার্সির শিকারের ক্যাম্পের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল, যা লেকের তীরে এক উঁচুভূমির উপর স্থাপিত।

সেদিন অন্ধকার নামার একঘন্টা পরে লিওন আর তার সঙ্গী মাসাইরা সেখানে পৌঁছে। সে দেখে তখনও পার্সি বা তার সম্ভ্রান্ত অতিথি কেউই ক্যাম্পে ফিরে আসেনি। পার্সির রাধুনি তাদের জলহস্তীর হৃৎপিণ্ড আর কাসাভা শিকড় দিয়ে তৈরি খাবার খেতে দেয়।

খাবার শেষ করে লিওন আগুনের পাশে গিয়ে বসে এবং চাঁদের আলোয় আঁকাবাঁকা হয়ে উড়ে যাওয়া ফ্লেমিংগোর সারির দিকে তাকিয়ে থাকে। লেকের দূরবর্তী প্রান্তে একটা বুশফায়ার জ্বলতে দেখা যায়। অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে তাকে একটা আগ্নেয় সাপের মত দেখায় এবং সে ধোঁয়ার গন্ধ পায়। দশটার অনেক পরে সে রাতের অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেলে ক্যাম্পের সীমানার দিকে এগিয়ে যায় তাদের সাথে দেখা করতে।

পার্সি আড়ষ্ঠ আর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে ঘোড়া থেকে নামার সময়েই লক্ষ করে অন্ধকারে লিওন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাঁধ সাথে সাথে সোজা হয়ে যায় আর মুখে একটা আন্তরিক হাসি ফুটে উঠে। 'ঠিক সময়ে এসেছো!' সে চিৎকার করে বলে। 'তোমার সময়জ্ঞান অনবদ্য। আগুনের পাশে এসো আর আমি তোমার সাথে সম্মানিত অতিথির পরিচয় করিয়ে দেব। বলা যায় না আমি হয়ত তোমাকে একপাত্র টালিসকারও অফার করতে পারি।'

দেখা যায় ইস্টমন্ট লোকটার আকৃতি ঢ্যাঙা লম্বা, হাত আর পা বিশাল এবং মাথাটা তরমুজের মত। তার লিকলিকে লম্বা হাত পায়ের তুলনায় শরীরটা বেঢপ মোটা। পার্সি নিজেই ছয় ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা, তার মাসাই সঙ্গী আরও এক ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু ইস্টমন্ট দু'জনকেই ছাড়িয়ে গেছে এবং লিওন ধারণা করে সে নিদেনপক্ষে ছয় ফুট তিন হবে। তারা যখন করমর্দন করে তখন তার হাতের আঙ্গুল লিওনের আঙ্গুলকে ছাপিয়ে যায় যেন তার কোনো বাচ্চা ছেলের আঙ্গুল। দপদপ করতে থাকা আগুনের আলোয় ইস্টমন্টের আকৃতি কৃশ এবং অস্থিসার দেখায় আর তার অভিব্যক্তি ধমধমে আর বিষণ্ন। সে কমই কথা বলে এবং কথা বলার দায়িত্বটা পার্সির উপরেই চাপিয়ে দেয়। গ্লাস পূর্ণ হলে সে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর পার্সি সেদিনের শিকারের বর্ণনা করে যায়।

'বেশ, আমার সম্মানিত অতিথির ইচ্ছা একটা অতিকায় মোষ শিকারের, এবং কি ভাগ্য আজ সকালেই আমরা ঠিক সেরকমই একটার দেখা পাই। একটা বুড়ো নিঃসঙ্গ মোষ এবং ঈশ্বরের দিব্যি ব্যাটা পঞ্চান্ন ইঞ্চির চেয়ে এক সুতাও কম হবে না।'

'পার্সি, এটা অবিশ্বাস্য! কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি,' লিওন তাকে আশ্বস্ত করে। 'আমাকে মাথাটা দেখাও। তোমার লোকেরা কি আজই সেটা নিয়ে আসবে। না তোমার কসাইদের তুমি সেটা আগামীকাল আনতে বলেছো?'

একটা অস্বস্তিকর নিরবতা নেমে আসে আর পার্সি আগুনের অন্যপাশে বসে থাকা তার মক্কেলের দিকে তাকায়। ইস্টমন্ট যেন কিছুই শুনতে পায়নি। সে আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'বেশ,' বলে পার্সি আবার চুপ হয়ে যায়। তারপরে সে হড়বড় করে বলতে থাকে– 'একটা ছোট সমস্যা দেখা দিয়েছে। মোষের মাথাটা এখনও ধড়ের সাথেই রয়েছে। আর ধড়টাও এই মুহূর্তে হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে।'

লিওনের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়, এবং সে সতর্ককণ্ঠে জানতে চায়, 'আহত?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পার্সি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে, তারপরে স্বীকার করে, 'হ্যাঁ, কিন্তু মারাত্মক জখম হয়েছে, বলে আমার ধারণা।'

'কতটা মারাত্মক, পার্সি? গুলি কোথায় লেগেছে পেটে না বয়লার রুমে? রক্ত হারিয়েছে কেমন?'

'পেছনের পায়ে,' পার্সি বলে, তারপরে দ্রুত যোগ করে– 'আমার বিশ্বাস, গাসকিন হাড় ভেঙে গেছে। আগামীকাল সকাল নাগাদ পঙ্গু হয়ে নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।'

'রক্ত, পার্সি? কতটা ক্ষরণ হয়েছে?'

'কিছু।'

'শিরা না ধমনী?'

'বলা মুশকিল।'

'পার্সি শিরা না ধমনী বলা মোটেই শক্ত না। তুমিই আমাকে শিখিয়েছো, তুমি জান না বললে চলবে কেন? একটা গাঢ় লাল অন্যটা কালচে লাল। পার্থক্য বলা শক্ত বলে কেন তোমার মনে হয়েছে?'

'বেশি রক্তপাত হয়নি।'

'কতদূর অনুসরণ করেছ?'

'অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত।'

'কতদূর পার্সি, কত সময় আমি জানতে চাইনি।'

'কয়েক মাইল হবে।'

'শিট!' লিওন বলে, যেন আক্ষরিক অর্থেই সে কথাটা বোঝাতে চায়।

'শব্দটার একটা ভদ্রোচিত সংস্করণ রয়েছে সেটা হল "*মাদ্রে*"।' পার্সি রসিকতা করার চেষ্টা করে।

'আমার অ্যাংলো-স্যাক্সনই ভালো।' লিওন একটু হাসে না।

বেশ কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বলে না। তারপরে লিওন উল্টোপাশে ইস্টমন্টের দিকে তাকায়। 'মাই লর্ড, আপনি কত ক্যালিবার ব্যবহার করেন?'

'তিনসাতপাঁচ।' ইস্টমন্ট চোখ না তুলেই বলে।

আবারও শিট! লিওন ভাবে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শালার পাখি মারার বন্দুক! 'কতটা গভীরে ঢুকেছে বলে তোমার মনে হয়, পার্সি?'

'অনেকটা ভেতরে,' পার্সি স্বীকার করে। 'আমরা কাল ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে অনুসরণ করা শুরু করবো। ততক্ষণে সে যন্ত্রণায় আড়ষ্ঠ হয়ে পড়বে। তাকে ধরতে আমাদের বেশি সময় লাগবে বলে আমি মনে করি না।'

'আমার কাছে একটা ভালো বুদ্ধি আছে। তোমরা দু'জন এখানেই একদিন ক্যাম্পে থাকো। পার্সি, তোমার পায়ের বিশ্রাম প্রয়োজন। আমি তাকে অনুসরণ করব এবং খতম করবো,' লিওন পরামর্শ দেয়।

প্রজননের সময়ে মর্দা সিন্ধুঘোটক যেমন গর্জন করে তেমন একটা আওয়াজ করেন হিজ লর্ডশিপ। 'তুমি তেমন কিছুই করবে না, অপদার্থ অবিবেচক কোথাকার। এটা আমার মোষ আর আমিই সেটাকে শেষ করবো।'

'মাই লর্ড, অপরাধ মার্জনা করবেন, অনেক বেশি বন্দুকের উপস্থিতি একটা সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে পরিণত করতে পারে। আমাকে যেতে দেন। এই কাজের জন্যই আপনি আমাদের এত টাকা দেন।' লিওন মুখে একটা অপ্রত্যয়ী হাসি ফুটিরেয় সমঝোতায় আসবার শেষ চেষ্টা করে।

'আমি এত টাকা খরচ করছি, কারণ তোমরা আমার কথামতো কাজ করবে সেজন্য বাছা।' লিওনের মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে পার্সির দিকে তাকালে সে মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

'লিওন সব ঠিক হয়ে যাবে,' সে বলে। 'আমরা তাকে সম্ভবত কালকেই খুঁজে পাব।'

লিওন উঠে দাঁড়ায়। 'তোমার যেমন ইচ্ছা। আলো ফোটার সাথে সাথে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকব। শুভ রাত্রি, মাই লর্ড।' ইস্টমন্ট কোনো উত্তর না দিলে সে আবার পার্সির দিকে তাকায়। আগুনের আলোয় তাকে বুড়ো আর অসুস্থ দেখায়। 'দুশ্চিন্তা কোরো না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি, আমরা তাকে খুঁজে পাব।'

উঁচু পাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে লিওন তার সাথে ম্যানইয়রো আর লইকত। সূর্য তখনও ওঠেনি, এবং নিচের পাড়ে পানির উপরে কুয়াশার একটা চাদর ঝোলান। সকালবেলা কোনো বাতাস বইছে না এবং লেকটাকে ধুসর সীসার মতো দেখায়। পানির উপর দিয়ে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের একটা লম্বা ফেটির মত ফ্লেমিংগো পাখির ঝাক আঁকাবাঁকা রেখা হয়ে উড়ে যায়। পানিতে স্রোত না থাকায় পানির বুকে তাদের নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়েছে। অসাধারণ একটা দৃশ্য।

'বাওয়ানা সামাবতির ধারণা মোষটার পিছনের পা ভেঙে গেছে,' ফ্লেমিংগোর দিকে তাকিয়ে থেকে লিওন বলে। 'জখমটা তাকে সম্ভবত মন্থর করে দেবে।' লইকত কালো আগ্নেয় বালির উপরে এক দলা কফ ছুড়ে ফেলে আর ম্যানইয়রো নাক চুলকে, তর্জনীটা চোখের সামনে নিয়ে এসে গভীর মনোযোগ দিয়ে নাকের ভেতর থেকে বের হয়ে আসা শক্ত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউই তার বোকার মত করা প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। একটা ভাঙা পা ক্রুদ্ধ মোষের গতি রুদ্ধ করতে পারবে না।

লিওন বলতে থাকে, 'বাওয়ানা মিজুগু অনুসরণের নেতৃত্ব দিতে চান। তার কথা হল এই মোষ তার। আর সেই এটাকে গুলি করবে।' মাসাইরা ইস্টমন্টের নাম দিয়ে 'মি. বড় পা' এবং মাসাইরা বন্ধু মারা যাবার খবর শুনলে যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠে তেমনিভাবে তারা এই নতুন জানা তথ্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

'সে সম্ভবত এবার তার অন্য পায়ে গুলি করবে। তাহলে তার গতি মন্থর হবেই,' ম্যানইয়রো মন্তব্য করে আর লইকতের হাসির বেগ সহসা দ্বিগুণ হয়ে যায়। লিওনও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সেও তাদের সাথে হাসিতে যোগ দেয় এবং হাসিটা তাদের অনুভূতিকে কিছুটা সহজ করে।

তাদের পিছনে পার্সি তার তাবু থেকে বেরিয়ে আসলে লিওন মাসাইদের কাছ থেকে তার দিকে এগিয়ে যায়। লেকের পানির মতই ধূসর দেখায় তার গায়ের রঙ এবং পায়ের ব্যথাটা আরও বেড়েছে।

'শুভ সকাল, পার্সি। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'পায়ের ব্যথাটা রাতে বড্ড ভুগিয়েছে।'

'মেস টেন্টে কফি আছে,' লিওন বলে এবং তারা সেদিকে হাঁটা ধরে। 'পেনরড চাচার সাথে আমার নাইরোবিতে দেখা হয়েছিল। সে তোমাকে একটা খবর দিতে বলেছে।'

'বলতে থাকো।'

'দক্ষিণ আফ্রিকায় সামরিক বাহিনী থেকে ইস্টমন্টকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। শত্রুর মুখোমুখি হয়ে কাপুরুষতা প্রদর্শনের অভিযোগ।' পার্সি হাঁটা বন্ধ করে এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'দেশে ধনবতী স্ত্রীকে ডুবিয়ে মারার অভিযোগে তার বিচার হয়েছে অবশ্য প্রমাণের অভাবে সে ছাড়া পায়।'

পার্সি এক মিনিট কি যেন ভাবে, তারপরে বলে, 'একটা কথা কি জান? আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি। আমি তাকে মোষটার মুখোমুখি গতকাল দাঁড় করিয়ে ছিলাম। বিশ গজ। এক ইঞ্চিও বেশি হবে না। আতঙ্কে কাবু হয়ে সে মোষটার পেছনের পায়ে গুলি করে বসে।'

'তুমি কি আজ তাকে নেতৃত্ব দিতে দেবে?'

'গতরাতে সে কি বলেছে শুনেছো? আমাদের কি করার আছে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম?'

'তুমি কি চাও যে আমি তাকে সাহায্য করি?'

'তোমার কি মনে হয়, আমি বুড়ো হয়ে গেছি?' পার্সিকে শোকাহত দেখায়।

লিওনকে অনুতাপে জর্জরিত দেখায়। 'খোদা, তা কেন! তুমি এখনও বাবুদের মতই প্রাণবন্ত।'

'ধন্যবাদ। আমার শোনার দরকার ছিল কথাটা। কিন্তু ইস্টমন্ট আমার মক্কেল। আমিই তাকে সহায়তা করব, কিন্তু তুমি যদি আমার পেছনে থাক তবে আমি খুশীই হব।' সেই মুহূর্তে ইস্টমন্ট তার তাবু থেকে বের হয়ে টলতে টলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার হাঁটার ধরনটাই কুৎসিত, অনেকটা গলায় চেন বাধা ভালুকের মত। 'সুপ্রভাত, মাই লর্ড,' পার্সি তাকে প্রাণবন্ত কণ্ঠে স্বাগত জানায়। 'মোষ শিকারের জন্য আশা করি মুখিয়ে আছেন?'

ঘোড়ার পিঠে এক ঘন্টা পথ চলার পরে পার্সি আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যেখানে মোষটার রক্তাক্ত পায়ের চিহ্ন পরিত্যাগ করে গিয়েছিল তারা সেখানটায় পৌঁছায়। জায়গাটা বিপজ্জনক। মাটিতে কাঁটাগাছের নিচু ঘন ঝোপ। ঝোপের মাঝ দিয়ে সরু পথ রয়েছে, গণ্ডার, হাতি আর মোষের পালের চলাচলের ফলে সৃষ্ট।

পার্সির অনুসরণকারী, যে তার সাথে গত চল্লিশ বছর ধরে রয়েছে, তার নাম কো'টয়া। সে একটা হাল্কা পায়ের ছাপের দিকে ইশারা করে, রাতের বেলা অন্যসব বড় প্রাণীর পায়ের ছাপে সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, এবং ম্যানইয়রো আর লইকত সাথে সাথে সেটা অনুসরণ করা শুরু করে।

তিন শিকারী ঘোড়ার পিঠে তাদের অনুসরণ করে। ঝোপের জঙ্গল গভীর হলেও মাটি নরম আর বালুময় হবার কারণে তারা প্রথম দু'মাইল দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু তারপরে মাটির প্রকৃতি বদলে শক্ত কাঁকরে পরিণত হয় যা মোষের খুরের ছাপ প্রতিহত করেছে। রক্তক্ষরণ সামান্যই হয়েছে, এবং শুকিয়ে কালো হয়ে যাবার কারণে ঝোপের নিচে ঝরা পাতা আর শুকনো ডালপালার স্তূপের ভিতরে সে দাগ খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। শিকারীরা অনেকটা পেছনে থাকে যাতে অনুসরণকারীরা কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই সনাক্তকরণের ছোটখাট অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারে। আরও এক ঘন্টা পরে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে আসে আর তার প্রতাপও বৃদ্ধি পায়। বায়ুপ্রবাহ

একদমই স্তব্ধ আর শ্বাস নেয়াটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমনকি পাখি আর কীটপতঙ্গের দলও নিশ্চুপ, নিশ্চল। চারপাশের নিরবতায় কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত এবং কাঁটাঝোপও ঘন হতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে সামনে এগোনই কষ্টকর হয়ে উঠে। অনুসরণকারীরা কণ্টকাকীর্ণ ডালপালার ভিতরে এঁকেবেঁকে কষ্ট করে এগিয়ে যায়। ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় সামনের দৃশ্য খুব একটা ভালো বোঝা যায় না।

অবশেষে লিওন তার ঘোড়ার গতি শ্লথ করে পার্সিকে ফিসফিস করে বলে, 'আমরা অনেক শব্দ করছি। মোষ এক মাইল দূরে থেকেও আমাদের আসবার শব্দ শুনতে পাবে। আমরা নিশ্চয়ই চাই না ভয় দেখিয়ে তাকে নড়তে বাধ্য করতে। তাহলে তার ক্ষতস্থানের আড়ষ্ঠতা কেটে যাবে। আমাদের উচিত ঘোড়া ছেড়ে দেয়া।' তারা ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দু'পা বেধে দেয় আর মুখে খাবারের ব্যাগ ঝুলিয়ে দেয় যাতে তারা সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

পানির বোতল থেকে শেষবারের মত পানি পান শেষে পার্সি ইস্টমন্টকে শেষবারের মত বলেন 'মোষটা যখন এগিয়ে আসবে, এবং আমি বোঝাতে চাইছি যখন সে আসে, যদি সে আসে সেটা না, সে তার নাক বাতাসে উঁচু করে রাখবে। সে সম্ভবত তোমার সামনে দিয়ে যাবার ভান করবে। তুমি হয়ত ভেবে বসবে সে অনেক মন্থর গতিতে চলেছে আর তোমার দিকে তেড়ে আসছে না। নিজেকে বিভ্রান্ত কোরো না। সে খুবই দ্রুত এগিয়ে আসছে আর সে তোমার দিকেই তেড়ে আসছে। তাকে তখন এত বিশাল দেখাবে যে তুমি তখন হয়ত ভাবতে বসবে কোথায় গুলি করবো। তুমি হয়ত তার দেহের মধ্যে গুলি করতে প্রলুব্ধ হবে। সেটা কখনও করতে যেও না। তাকে থামাতে চাইলে কেবল একটা জায়গায় গুলি করেই সেটা করা সম্ভব। তার মস্তিষ্কে গুলি করতে হবে। মনে থাকে যেন তার নাক উঁচু করা রয়েছে। নাক বরাবর গুলি কর। নাকটা ভেজা আর চকচকে থাকার কারণে নিশানা করা সহজ হবে। নাকে গুলি করতেই থাকবে যতক্ষণ না সে ধরাশায়ী হয়। সে যদি ধরাশায়ী না হয়ে এগিয়ে আসতেই থাকে তবে তোমার বামদিকে লাফিয়ে সরে যাবে। আমি তোমার ডান কনুই বরাবর থাকব, এবং আমাকে গুলি করার একটা পরিষ্কার সুযোগ দেবে। বামে! বামে সরে যাবে। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

'ফিলিপস, আমি কচি খোকা নই,' হিজ লর্ডশিপ আড়ষ্ঠকণ্ঠে বলেন। 'আমার সাথে এভাবে কথা বোলো না।'

লিওন তিক্ত মনে ভাবে, না তুমি কচি খোকা কেন হতে যাবে? তুমি হলে সাহসী বীরপুরুষ যে তার প্লাটুনকে যুদ্ধবাজ বোয়াদের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হবার জন্য ফেলে পালিয়েছিল। মাই লর্ড, আমার মনে হচ্ছে আজ আপনি আমাদের যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জোগাবেন।

'আমাকে মার্জনা করবেন,' পার্সি উত্তর দেয়। 'আপনি কি যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত?' তারা সমরসজ্জায় বিন্যস্ত হয়। ইস্টমন্ট সামনে, পার্সি তার ডান কনুইয়ের

পেছনে আর সবার পেছনে লিওন। তাদের সবার রাইফেলে গুলি ভর্তি আর সেফটি অন করা। লিওনের বাম হাতে দুটো .৪৭০ এর কার্তুজ ধরা দ্রুত রিলোডের সুবিধার্থে। তারা ট্র্যাকারদের অনুসরণ করে যারা কোনো নির্দেশ ব্যতিরেকে জানে কি করতে হবে। এটাই তাদের কাজ। মোষটা গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আসলে তাদের কাজ দ্রুত সামনে থেকে সরে গিয়ে ইস্টমন্টকে খোলা মাঠে ছেড়ে দেয়া শিকারকে ধরাশায়ী করার স্বার্থে। তারা নিরবে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় আর নিজেদের ভিতরে ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলে।

সূর্য মাথার উপরে উঠে আসে। নরকের নিশ্বাসের মত উষ্ণ এখন বাতাস। ইস্টমন্টের শার্টের পেছনটা ঘামে ভিজে গেছে। লিওন তার ঘাড়ের উপরের চুল থেকে ঘাম চুইয়ে পড়তে দেখে। নিরবতার ভিতরে শ্বাসকষ্টের রোগীর মত লিওন তার ছোট, শনশন করে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পায়। গত এক ঘন্টায় তারা মন্থর গতিতে দুশো গজ সামনে এগিয়েছে। মেঘের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বজ্রপাতের গুরগুর শব্দের মত বাতাসে নিরবতার শব্দ যেন ভাসতে থাকে।

সহসা ঠিক তাদের সামনে থেকে দুটো শুকনো ডালের একসাথে ঠোকা দেবার মত শব্দ ভেসে আসে। ট্র্যাকাররা একদম স্থির হয়ে যায়। লইকত একপায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যজন ধাপ ফেলার মাঝ পথে সেভাবেই থেকে যায়।

'ওটা কিসের শব্দ?' ইস্টমন্ট জানতে চায়। নিরবতার মাঝে তার গলার আওয়াজ দামামার মত বেজে উঠে।

পার্সি তার কাঁধে হাত দিয়ে জোরে চাপ দেয় তাকে নিরব থাকার জন্য। তারপরে সে সামনে ঝুঁকে ইস্টমন্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে। 'মোষটা আমাদের আসার শব্দ পেয়েছে। সে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার শিং একটা ডাল স্পর্শ করেছে। সে কাছেপিঠে কোথাও আছে। অটুট নিরবতা বজায় রাখতে হবে।'

অন্যকেউ কোনো কথা বলে না এবং কেউ নড়ে না। লইকত এখনও একপায়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা সবাই মোমের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে শোনার চেষ্টা করে। মনে হয় কয়েক যুগ নিদেনপক্ষে একটা শতাব্দি এই অবস্থা বিরাজ করছে। তারপরে লইকত তার পা মাটিতে নামায় এবং ম্যানইয়রো মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। সে লিওনের উদ্দেশ্যে তার ডান হাত দিয়ে মহিমাময় আর বাকপটু একটা ভঙ্গি করে। 'মোষটা সামনে এগিয়েছে,' তার হাতটা বলে। 'আমরা অনুসরণ শুরু করতে পারি।'

তারা সাবধানে এগিয়ে যায় কিন্তু কিছু দেখতে বা শুনতে পায় না। উত্তেজনা এখন ছিড়ে যাবার আগ মুহূর্তে টানটান ইস্পাতের তারের মত মড়মড় করতে থাকে। লিওনের বুড়ো আঙ্গুল হল্যান্ডের সেফটির উপরে ঘোরাফেরা করে, আর বন্দুকের বাট তার ডান বগলের নিচে আটকানো। সে এক মুহূর্তের ভিতরে বন্দুক তুলেই নিশানা করে গুলি করতে সক্ষম। সে তখন ঘাসের উপরে বৃষ্টি পড়ার মত কোমল, শিশুর

নিশ্বাসের মত মৃদু শব্দটা শুনতে পায়। সে বাম দিকে তাকায় দেখে মোষটা এগিয়ে আসছে।

সে দৌড়ে পেছনে গিয়েছে, কাঁটা ঝোপের এক দুর্ভেদ্য ঝাড়ে লুকিয়ে হামলা করার জন্য অপেক্ষা করেছে। সে অনুসরণকারী যেতে দিয়েছে এবং এখন বের হয়ে এসেছে, কয়লার মত কালো আর পাথুরে পাহাড়ের মত বিশাল। বাঁকান শিংএর ঢালটা মসৃণ আর চকচক করছে লম্বা লোকের ছড়ান দু'হাতের চেয়েও চওড়া তার ব্যাপ্তি। প্রান্ত দুটো চাকুর মত ধারাল আর মাঝের সমুন্নত স্থানটা আখরোটের খোসার মত ফুলে রয়েছে এবং আগ্নেয়শিলার মত ব্যাপক।

'পার্সি! তোমার বামে! সে আসছে!' লিওন তার ফুসফুসের সব বাতাস বের করে চেঁচিয়ে উঠে। সে ব্যূহ ছেড়ে বের হয়ে আসে গুলি করার পরিষ্কার ক্ষেত্র পেতে, কিন্তু বন্দুকটা কাঁধে উঠান মাত্রই, মোষটা সামনের এক ঘন কাঁটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে যায়। সে নিশানা করার সময় পায় না।

'পার্সি, তোমার শিকার! পেড়ে ফেল! লিওন আবার চিৎকার করে এবং চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পায় পার্সি বামে ঘুরে পা ঘষে এগিয়ে যায় পজিশন নিতে। কিন্তু তার জখম পা তাকে টেনে রেখে তার গতি শ্লথ তরে দেয়। সে নিজেকে শক্ত করে, বন্দুক তুলে, এগিয়ে আসা মোষের বরাবর নিয়ে আসে। লিওন জানে এই দূরত্ব থেকে পার্সি মোষটার মস্তিষ্ক গুড়িয়ে দেবে। পার্সি একজন ঝানু শিকারী। সে কোনো গোলমাল করবে না, এখনও না, কখনওই না।

কিন্তু তারা লর্ড ইস্টমন্টের কথা ভুলে গিয়েছিল। পার্সির তর্জনী ট্রিগারের উপরে চেপে বসার মুহূর্তে ইস্টমন্টের স্নায়ু আর সহ্য করতে পারে না। সে রাইফেল ছুড়ে ফেলে, ঘুরে দাঁড়ায় এবং প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করে। মাতালের মত ছুটে আসবার সময়ে তার মুখ আতঙ্কে ছাইয়ের মত সাদা দেখায়, চোখ দুটোয় বুনো উন্মাদ দৃষ্টি। সে বোধহয় পার্সিকেও দেখেনি কারণ হুড়মুড় করে সে তার উপরে গিয়ে পড়ে। পার্সি ভূপাতিত হয়, এবং কাঁধ আর মাথার পিছন দিকে আঘাত পাবার সময়ে তার রাইফেল হাত থেকে ছুটে যায়। ইস্টমন্টের পালাবার গতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না বরং সে এবার লিওনের দিকে ছুটে আসে। লিওন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে তার বন্দুকটা উল্টো করে ধরে এবং বাটটা দিয়ে ইস্টমন্টের গতি স্তব্ধ করতে চেষ্টা করে।

বৃথা চেষ্টা। ইস্টমন্ট একটা বিশাল লাশ আর সে আতঙ্কে পাগল হয়ে গেছে। কিছুই তাকে থামাতে পারবে না। লিওন তার বন্দুকের বাট দিয়ে ইস্টমন্টের বুকের ঠিক মাঝে আঘাত করে। ওয়ালনাটের বাট পিস্তল গ্রিপের কাছে কড়াৎ শব্দে ভেঙে যায় কিন্তু ইস্টমন্ট আঘাতটা বেমালুম হজম করে ফেলে। সে লিওনের উপরে হিমবাহের মত আছড়ে পড়ে। সংঘর্ষের ফলে লিওন একপাশে ছিটকে যায়। ইস্টমন্ট ঠিকই তার দৌড় অব্যাহত রাখে। সরু রাস্তার পাশে লিওন তার ডান কাঁধের উপরে ভর দিয়ে

পড়ে। ভাঙা বন্দুকের বাটটা তার বাম হাতে ধরা আর ডান হাতে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মরিয়া হয়ে সে সামনে যেখানে পার্সি আছাড় খেয়েছে সেদিকে তাকায়।

পার্সি ততক্ষণে হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। সে তার রাইফেল হারিয়েছে এবং মাথার পিছনে আঘাত পাবার কারণে সামান্য বিভ্রান্তবোধ করছে। লিওন দেখে পার্সির পিছনে মোষটা কাঁটাঝোপের আড়াল ভেঙে দৌড়ে আসছে। তার ছোট চোখ দুটো রক্তলাল আর তাদের লক্ষ্য পার্সি। সে তার বিশাল মাথাটা নিচু করে এবং তাকে লক্ষ্য করে ছুটে যায়। তার পেছনের পাটা ভাঙা হাড়ের সাথে লেপটে থেকে দোল খায় কিন্তু বাকি তিন পায়ের উপর ভর দিয়ে গ্রীষ্মকালের ঘূর্ণিঝড়ের মত দ্রুত আর অন্ধকার হয়ে সে ছুটে আসে।

লিওন তার ভাঙা বন্দুকটা তাক করে। বাট না থাকায় তাকে এক হাতে গুলি করতে হবে। সে জানে রিকয়েল তার কব্জি গুড়িয়ে দিতে পারে। 'পার্সি নিচু হও!' সে চিৎকার করে বলে। 'শুয়ে পড়ো! আমাকে একটা সুযোগ দাও।' কিন্তু তার বদলে পার্সি তার গুলি করার রাস্তা বন্ধ করে সটান উঠে দাঁড়ায়। বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, মাতালের মত টলছে আর চারপাশে অস্পষ্ট চোখে তাকায়। লিওন আবার চিৎকার করতে চায় কিন্তু আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে আসে সে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না। সে দেখে পার্সির কাছে পৌঁছাবার শেষ কয়েক গজ দূরত্বে মোষটা মাথাটা একপাশে সরিয়ে নেয় তাকে বড়শির মতো তুলে নেয়ার জন্য। মোষটার গলা গাছের গুঁড়ির মত মাংসপেশী কিলবিল করছে। সে তার বিশাল অর্ধাকৃতি শিংএর ঘাই দিতে তার পুরো শক্তি ব্যবহার করে।

একটা শিংএর অগ্রভাগ পার্সির কিডনী বরাবর পেছন থেকে তাকে গেঁথে ফেলে। মোষটা মাথা উপরে উঠালে পার্সি শিংবিদ্ধ অবস্থায় শূন্যে উঠে আসে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে লিওন দেখে লম্বা বাঁকান শিংএর অগ্রভাগ পার্সির পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। মোষটা মাথা ঝাঁকায় নিস্তেজ দেহটা আলগা করার অভিপ্রায়ে। পার্সি এপাশওপাশ দোল খায় তার হাত পা নির্জীবভাবে ধান নিড়াবার কস্তুনীর মত নড়ে কিন্তু শিংটা এখন তার পেটে গেঁথে রয়েছে। রেশম ছেঁড়ার মত লিওন তার চামড়া, মাংসপেশী আলাদা হবার আওয়াজ পায়। পার্সি মোষটার চোখের উপরে এসে পড়ে তাকে অন্ধ করে ফেলে। লিওন সামনে দৌড় দেয় এবং ভাঙা বন্দুকের সেফটি ক্যাচ খুলে। সে পার্সির কাছে পৌঁছাবার আগেই মোষটা মাথা নিচু করে মাটিতে ঘষে তার দেহ থেকে শিংটা খুলে নেয়। মুক্ত হওয়া মাত্র সে তার করোটির উপরিভাগ দিয়ে তাকে আঘাত করে এবং তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে মাটির সাথে পিষতে শুরু করে। লিওন পার্সির পাজরের হাড় শুকনো ডালের মত মড়মড় শব্দে ভাঙার শব্দ শোনে। সে মোষটার মাথায় গুলি করতে পারে না, কারণ গুলিটা তাহলে এফোড়ওফোড় হয়ে মাটিতে আটকে থাকা পার্সিকেও আঘাত করবে।

সে মোষটার কাঁধের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে এবং বিশাল ঘাড়ের যেখানে দেহ আর শিংদাড়া মিলিত হয়েছে সেখানে হল্যান্ডের ডবল ব্যারেল চেপে ধরে। সে মনে মনে

একটা মারাত্মক ঝাঁকির জন্য প্রস্তুত হয় কিন্তু ক্রোধ উত্তেজনার প্রকোপ এতটাই বেশি যে সে কিছুই অনুভব করে না বরং ভাবে যে গুলি ঠিকমত ফুটেনি। কিন্তু গুলির আঘাতে মোষটা পিছিয়ে যায় এবং দেহের পেছনের অংশে ভর দিয়ে বসে পড়ে সামনের পা ভিতরের দিকে মোড়ান। তার মাথা নিচু করা এবং লিওন এবার তার মস্তিষ্কে গুলি করতে পারে। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং আবার সামনে এগিয়ে যায় সতর্ক থাকে মারাত্মক শিংয়ের নাগালের বাইরে থাকতে। সে বন্দুকের নল আবার খুলির পেছনে শিংএর উৎপত্তি স্থানের শেষে চেপে ধরে এবং গুলি না করা ব্যারেলের ট্রিগার চাপ দেয়। বুলেট হাড়ের প্রকোষ্ঠে পশুটার মস্তিষ্ক ছাতু করে দেয়। সে অসহায়ভাবে ধড়ফড় করে এবং একপাশে গড়িয়ে কাত হয়ে পড়ে। তার পেছনের ভালো পা-টা উন্মত্তের মত ঝাঁকি খায় এবং এবং একটা দীর্ঘ করুণ আর্তনাদ করে তারপরে নিথর পড়ে থাকে।

লিওন তার ভাঙা বন্দুকটা ছুড়ে ফেলে এবং হামাগুড়ি দিয়ে পার্সি যেখানে শুয়ে আছে সেখানে আসে। সে তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে। পার্সি পিঠের উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে হাত দুটো ক্রুশবিদ্ধ হবার মত ছড়ান। তার চোখ বন্ধ। তার পেটের ক্ষত ভয়ঙ্কর। মোষটার ভীম ঝাঁকানি ক্ষতস্থান বড় করে ফেলেছে এবং পেটের নাড়িভূড়ি ছিঁড়ে জট পাকিয়ে বেড়িয়ে এসেছে, ছেঁড়া নাড়ি দিয়ে ভিতরের বর্জ্য বেড়িয়ে পড়েছে। কালচে রক্ত দেখে লিওন টের পায় পার্সির কিডনী থেকে রক্তপাত হচ্ছে।

'পার্সি!' লিওন ডাকে। সে তাকে ছোঁয়ার সাহস পায় না পাছে তাকে আরও ব্যথা দিয়ে বসে সেই ভয়ে। 'পার্সি?'

তার পার্টনার বহু কষ্টে চোখ খুলে এবং লিওনের দিকে তাকায়। সে খেদপূর্ণ বিষণ্ন হাসি হাসে। 'বেশ, দ্বিতীয়বার আর পালাতে পারলাম না। প্রথমবার গিয়েছিল আমার পা আর এবার আক্ষরিক অর্থেই সত্যিকারভাবেই সে আমার দফারফা করে দিয়েছে।'

'এসব ফালতু কথা বন্ধ কর। লিওনের কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায় কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। সে তার গালে আর্দ্রতা টের পায়, আশা করে সেটা বোধহয় ঘাম। যত দ্রুত আমি তোমাকে মুড়তে পারব আমি তোমাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাব। তুমি ঠিক হয়ে যাবে।' সে তার শার্টের দুটো হাতাই ছিঁড়ে নেয় এবং মুড়িয়ে সেটা দিয়ে একটা বল বানায়। 'একটু অস্বস্তিকর লাগবে কিন্তু তোমার এখানের ছিদ্রটা বন্ধ করা জরুরী।' সে বলটা পার্সির পেটের ফুটোয় গুঁজে দেয়। ক্ষতস্থানটা গভীর আর চওড়া হবার কারণে সহজেই পুরোটা ভিতরে ঢুকে যায়।

'আমি কিছুই অনুভব করছি না,' পার্সি বলে। 'আমি যা কল্পণা করেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক সহজ।'

'বুড়ো হাবড়া, চুপ করবে।' লিওন তার চোখের দিকে তাকাতে পারে না যেখানে ছায়া জমতে শুরু করেছে। 'আমি এখন তোমাকে তুলে তোমার ঘোড়ার কাছে নিয়ে যাব।'

'না,' পার্সি ফিসফিস করে বলে। 'ব্যাপারটা এখানেই ঘটতে দাও। আমি এর জন্য প্রস্তুত, যদি তুমি আমাকে পার হতে সাহায্য কর।'

'তোমার জন্য সবকিছু,' লিওন তাকে বলে। 'পার্সি তুমি যা চাও। তুমি জান সেটা।'

'তাহলে তোমার হাতটা আমাকে দাও।' পার্সি হাত বাড়িয়ে দিয়ে দুর্বলভাবে ধরতে গেলে লিওন তার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। পার্সি তার চোখ বন্ধ করে। 'আমার কোনো ছেলে ছিল না,' সে মৃদুকণ্ঠে বলে। 'আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু কখনও হয়নি।'

'আমি সেটা জানি না,' লিওন বলে।

পার্সি চোখ খুলে তাকায়। 'আমার মনে হয় তার বদলে আমি তোমাকে পেয়েই খুশী হয়েছিলাম।' বুড়োর চোখে পুরান দীপ্তি আবার ফিরে আসে।

লিওন উত্তর দিতে চায় কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বাধ সাধে। সে কেশে উঠে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। তার একমুহূর্ত লাগে নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে। 'আমি ব্যাপারটার জন্য খুব একটা উপযুক্ত নই, পার্সি।'

'আমার জন্য এর আগে কেউ কাঁদেনি।' পার্সির কণ্ঠে বিস্ময়ের ছোঁয়া।

'শিট!' লিওন বলে।

'*মার্দ্রে*,' পার্সি তাকে শুধরে দেয়।

'*মার্দ্রে*,' লিওন পুনরাবৃত্তি করে।

'এখন কাজের কথা শোনো।' সহসা পার্সির কণ্ঠে ব্যস্ততা ভর করে। 'আমি জানতাম একদিন এমন কিছু একটা ঘটবে। এটাকে আমার পূর্ববোধ, স্বপ্ন যা ইচ্ছা বলতে পার। তানডালায় আমার আমার বিছানার নিচে টিনের পুরান কেবিন ট্রাঙ্কে তোমার জন্য একটা জিনিস আমি রেখে যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, পার্সি বুড়ো ষাঁড় কোথাকার।'

'একথাও কেউ কখনও বলেনি।' নীল চোখের দ্যুতি হ্রাস পেতে থাকে। 'তৈরি হও। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। প্রস্তুত হও, আমার হাতে চাপ দিয়ে আমাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করো।' সে তার চোখ এক মিনিট বন্ধ করে রাখে, তারপরে তার চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। 'চাপ দাও, বাছা। শক্ত করে চেপে ধরো!' লিওন চাপ দিয়ে বুড়োর পাল্টা চাপের শক্তি দেখে অবাক হয়ে যায়।

'হা, ঈশ্বর, আমার ত্রুটি মার্জনা কোরো। ওহ, প্রেমময় পিতা! আমি আসছি।' পার্সি শেষবারের মত বড় করে একটা শ্বাস নেয়। তার শরীর আড়ষ্ঠ হয়ে যায় এবং তারপরেই লিওনের হাতের মুঠোয় তার পাঞ্জা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

লিওন অনেকক্ষণ তার পাশে চুপ করে বসে থাকে। অনুসরণকারীরা সবাই ফিরে এসে তার পিছনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে সে টের পায় না। লিওন যখন কোমলভাবে পার্সির খোলা চোখ বন্ধ করতে যায়, কো'টয়া লাফিয়ে উঠে এবং ফিরতি পথে তার *অ্যাসেগাই* আন্দোলিত করে ছুটে যায়।

লিওন যত্ন করে পার্সির দেহটা একটা কাপড়ের উপরে শোয়ায় এবং কোলে তুলে নেয় যেন সে একটা ঘুমন্ত শিশু। সে, তারা আসবার সময়ে যেখানে ঘোড়া ছেড়ে

এসেছে সেদিকে হেঁটে যায়। পার্সির মাথা তার কাঁধে হেলান দিয়ে রাখা। সে পঞ্চাশ পা যাবার পরে পিছন থেকে বুনো চিৎকার শুনতে পায়।

'বাওয়ানা, জলদি আসেন! কো'টয়া মিজুগুকে খুন করে ফেলল!' লিওন ম্যানইয়রোর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর চিনতে পারে। পার্সিকে কোলে নিয়েই সে দৌড়ে যায়। সে বুনো পথে একটা বাঁক ঘুরতেই চরম বিভ্রান্তিকর একটা দৃশ্যের সম্মুখীন হয়।

পথের মাঝে ইস্টমন্ট কুঁকড়ে মাতৃজঠরে ভ্রূণের মত শুয়ে রয়েছে। তার হাঁটু বুকের কাছে টেনে নেয়া আর হাত দুটো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মাথা ঢেকে রেখেছে। *অ্যাসেগাই* এফোড়ওফোড় করে দেবার ভঙ্গিতে মাথার উপরে তুলে কো'টয়া তার সামনে রণচণ্ডী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আতঙ্কে নিথর হয়ে পড়ে থাকা দেহটার উদ্দেশ্যে সে চিৎকার করছে। 'শূয়োর আর শূয়োরের লাদি বাচ্চা! তুমিই সামাবতিকে খুন করেছো! তুমি পুরুষের জাতই না! তুমি তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছো। সে ছিল পুরুষদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, তুমি অর্কমার ধাড়ি তাকে হত্যা করেছো। এখন আমি তোমাকে খুন করবো।' সে *অ্যাসেগাই* ধরা হাতটা ইস্টমন্টের পিঠের উপরে নামিয়ে আনতে চায় কিন্তু ম্যানইয়রো আর লইকত তার বর্শা ধরা হাত আঁকড়ে রেখে তাকে সেটা করা থেকে বিরত রাখে।

'কো'টয়া!' বন্দুকের আওয়াজের মতই শোনায় লিওনের কণ্ঠস্বর এবং অনুসরণকারীর কানে সেটা পৌঁছে। সে লিওনের দিকে তাকায় কিন্তু রাগ আর দুঃখে তার চোখের ভাষা দৃষ্টিহীন।

'কো'টয়া, তোমার সাহায্য দরকার তোমার *বাওয়ানার*। এসো, তাকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে।' প্রাণহীন দেহটা তার দিকে এগিয়ে দিলে সে লিওনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সে নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় আর তার চোখ থেকে ক্রোধের উন্মত্ততা মুছে যায়। সে তার *অ্যাসেগাই* ফেলে দিয়ে তার হাত ধরে ঝুলে থাকা দুই মাসাইকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সে লিওনের সামনে এসে দাঁড়ায়, সারা মুখ অশ্রুসিক্ত এবং লিওন তার হাতে পার্সিকে তুলে দেয়। 'কো'টয়া যত্ন করে নিয়ে যাবে।' সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ে এবং ঘোড়া যেদিকে বাধা আছে সেদিকে এগিয়ে যায়।

ইস্টমন্ট যেখানে শুয়ে আছে লিওন সেদিকে এগিয়ে যায় এবং বুটের ডগা দিয়ে তাকে একটা খোঁচা দেয়। 'উঠে পড়ো। নাটক শেষ। তুমি এখন নিরাপদ। উঠে দাঁড়াও।' ইস্টমন্ট মৃদু কণ্ঠে ফোপায়। 'উঠে দাঁড়াও, নিকুচি করি তোমার কান্নার কাপুরুষের ডিম কোথাকার!' লিওন এবার খেঁকিয়ে উঠে।

ইস্টমন্ট তার বিশাল দেহের জট খুলে এবং দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'কি হয়েছে?' অনিশ্চিত কণ্ঠে সে জানতে চায়।

'আপনি লেজ তুলি পালিয়েছিলেন, মাই লর্ড।'

'এটা আমার দোষ না।'

'পার্সি ফিলিপ বা স্ল্যাঙ নেকে আপনি যাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছিলেন তারা কথাটা শুনে সান্ত্বনা পাবে। উলসওয়াটারে আপনি যাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন আপনার সেই স্ত্রীর কাছে কথা হয়ত কোনো মূল্য আছে।'

ইস্টমন্টের চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় অভিযোগগুলো সে বুঝতেই পারেনি। 'আমি চাইনি এমনটা ঘটুক,' সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে। 'আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আবার ঘটা থেকে আমি নিজেকে আটকাতে পারিনি। দয়া করে আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করো, করবে না?'

'না, মাই লর্ড, আমি বুঝতে কোনো চেষ্টাই করবো না। অবশ্য একটা পরামর্শ দেব আমি আপনাকে। ভবিষ্যতে আমার সাথে কখনও কথা বলবেন না। আমি যদি আপনার এই বিলাপ আর একবার শুনি আমি জানি না আমি কি করে বসবো। হতে পারে আপনার এই দানবের মত বিকৃত দেহটা থেকে তরমুজের মত মাথা ছিড়ে নিলাম।' লিওন ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যানইয়রোকে ডেকে পাঠায়। 'এই অপদার্থটাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাও।' সে তাদের বিদায় করে মোষটার মৃতদেহের কাছে যায়। সে তার বন্দুকের টুকরো ঝোপের পাশে যেখানে সে তাদের ছুড়ে ফেলেছে ঠিক সেখানেই পড়ে থাকতে দেখে। সে ঘোড়ার কাছে পৌছে দেখে কো'টয়া তার জন্য অপেক্ষা করছে। পার্সিকে সে তখনও ধরে আছে।

'ভাই এবার সামাবতিকে আমার কাছে দাও কারণ সে ছিল আমার বাবার মত।' সে পার্সির শোকাক্রান্ত অনুসরণকারীর কাছ থেকে তার দেহটা নেয় এবং পার্সির ঘোড়ার কাছে তাকে নিয়ে যায়।

লেকের পাশে স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পে এসে লিওন দেখে তানডালা থেকে ম্যাক্স রোজেনথাল অন্য ট্রাকটা নিয়ে সদ্য পৌছেছে। সে তাকে ইস্টমন্টের বাক্সপ্যাটরা বেধে ফেলে ট্রাকে তোলার নির্দেশ দেয়। ম্যানইয়রোর সাথে ইস্টমন্ট একটা বেতো কুকুরের মতো মাথা নিচু করে হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ পরে এসে পৌছে।

'আমি তোমাকে নাইরোবি ফেরৎ পাঠাচ্ছি।' লিওন তাকে শীতল কণ্ঠে বলে। 'মোমবাসা যাবার ট্রেনে রোজেনথাল তোমাকে তুলে দেবে এবং ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া পরবর্তী জাহাজে সে তোমার জন্য একটা বার্থও বুক করবে। আমি তোমার মোষের মাথার স্মারক আর অন্যসব কিছু শুকান মাত্রই আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি জেনে ভোদরের মত খুশি আর শেয়ালের মত গর্বিত হবে যে তোমার মোষটা পঞ্চাশ ইঞ্চিরও বেশি বড় ছিল। সাফারি সংক্ষিপ্ত করতে হল বলে আমার কাছ থেকে তুমি কিছু টাকা ফেরৎ পাবে। পরিমাণটা হিসাব করা মাত্রই আমি তোমাকে একটা চেক পাঠিয়ে দেব। এখন ঐ ট্রাকে গিয়ে উঠ আর আমার দৃষ্টির আড়ালে থাক। যে লোকটাকে তুমি হত্যা করেছো এখন আমি তাকে সমাধিস্থ করবো।'

লেকের পাড়ে একটা বিশাল বোআব গাছের নিচে তার পার্সির জন্য গভীর করে একটা কবর খোঁড়ে। তার বিছানার চাদর দিয়ে তারা তার দেহটা মুড়ে দেয় এবং কবরের নিচে তাকে শায়িত করে। তারপরে তারা তার দেহটা তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব এমন সব বড় পাথরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেয়। লিওন মাটির ঢিবির উপরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যখন ম্যানইয়রো অন্যদের নিয়ে সিংহনাচ নাচে।

সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাবার পরেও লিওন অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বোআব গাছের একটা ভাঙা ডালের উপরে সে চুপ করে বসে লেকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এখন, সূর্যটা লেকের উপরে ভেসে থাকায়, এর পানি পার্সির চোখের মত নীল দেখায়। সে নিরবে তার শেষ বিদায় জানায়। পার্সির আত্মা যদি তখন কাছাকাছি কোথাও ভেসে বেড়ায়, তাহলে সে ঠিকই জানতে পারবে উচ্চারণ না করেও লিওন কি চিন্তা করছিলো।

লেকের চারপাশে তাকিয়ে লিওন পার্সির শেষ বিশ্রামের জন্য তার পছন্দ করা জায়গাটার সৌন্দর্য্য দেখে সন্তুষ্ট বোধ করে। সে ভাবে তার অন্তিম সময় যখন আসবে এমন একটা স্থানে সমাহিত হতে তার মোটেই খারাপ লাগবে না। সে কবরের পাশ থেকে শেষ পর্যন্ত যখন ক্যাম্পে ফিরে আসে দেখে ইস্টমন্টকে নিয়ে রোজেনথাল নাইরোবির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে।

লিওন বিষণ্ন মনে ভাবে, যাক এবার তার হুইস্কি খেলে সে আর কিছু বলবে না। মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত সাফারি সম্পর্কে পার্সিও হয়ত একই মনোভাব পোষণ করতো।

লিওন ভাঙা এবড়োথেবড়ো পথ ধরে আরুশা, জার্মান ইস্ট আফ্রিকার স্থানীয় সরকারী কেন্দ্র। সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সে পার্সির মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করে একটা হলফনামা নেয়। বিচারক তাকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেয়।

কয়েকদিন পরে সে তানডালা ক্যাম্পে যখন পৌছায়, দেখে পার্সি মারা যাবার পরে হেনী ডু রান্ড আর রোজেনথাল তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটা জানার জন্য একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে তার চন্য অপেক্ষা করছে। সে তাদের বলে যে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানার পরেই সে তাদের সাথে কথা বলতে বসবে।

গলা থেকে ধুলোর রেশ কাটাতে এক মগ চা পান করে সে শেভ আর গোসল সারে আর ইসমাইলের ইস্ত্রি করা পোষাক পড়ে। তারপরে সে বুঝতে পারে পার্সির বাংলোতে যাওয়া যত বিলম্বিত করা যায় সে ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাই করছে। পার্সি একজন নিভৃতচারী লোক ছিল আর তার ব্যক্তিগত জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করাটা লিওনের কাছে ভ্রষ্টাচারের মতই মনে হয়। যাই হোক সে শেষ পর্যন্ত মনকে শক্ত করে এই ভেবে যে পার্সিই তাকে এটা করার দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

সে পাহাড়ের উপরে ছোট খড়ের বাংলোয় উঠে আসে যা গত চল্লিশ বছর পার্সির বাসা ছিল। ভিতরে প্রবেশ করতে তার এখনও অস্বস্তি লাগে তাই সে বারান্দায় উঠার সিঁড়ির ধাপে বসে, সেগুন কাঠের চেয়ারে হাতির চামড়া দিয়ে তৈরি গদিতে আয়েশ করে বসে সে আর পার্সি কত আড্ডা দিয়েছে সে সেসব স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করে, চেয়ারের হাতলে হুইস্কির গ্লাস রাখার জন্য গোল করে ছাচ কাটা ছিল। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ায় এবং ভিতরে প্রবেশ করে। আস্তে স্পর্শ করতেই দরজাটা হাট হয়ে খুলে যায়। এতগুলো বছর পার্সি কখনওই দরজায় তালা দেবার গরজও দেখায়নি।

লিওন ভিতরের শীতল আলো আধারিতে প্রবেশ করে। সামনের ঘরের একটা দেয়ালের পুরোটা জুড়ে বইয়ের তাক, কয়েকশো বই গাদাগাদি করে সেখানে রাখা। আফ্রিকানা বিষয়ে পার্সির লাইব্রেরীকে অনায়াসে গুপ্তধনের সাথে তুলনা করা যায়। সহজাত প্রবৃত্তির বশে লিওন মাঝের শেলফটার দিকে এগিয়ে যায় এবং পার্সি 'সামাবতি' ফিলিপসের লেখা *মনসুন ক্লাউডস ওভার আফ্রিকার* একটা কপি বের করে। লিওন বইটা বেশ কয়েকবার পড়েছে। এখন সে কেবল পাতা উল্টে যায় আর মাঝে মাঝে ছবি দেখে। বইটা শেলফে রেখে সে পার্সির শোবার ঘরে প্রবেশ করে। সে আগে কখনও এই ঘরে প্রবেশ করেনি এবং এখন চারপাশে ভিন্ন চোখে তাকিয়ে দেখে। এক দেয়ালে একটা ক্রুশ ঝুলতে দেখে। লিওন মুচকি হাসে। 'পার্সি, চালাক বুড়ো, আমি সবসময়ে ভেবে এসেছি তুমি অনুতাপশূন্য নাস্তিক, কিন্তু তুমি আসলে পুরোটা সময়ই ছিলে গোপন ক্যাথলিক।'

উপাসনা গৃহ সমতুল্য আড়ম্বরহীন দেয়ালে আরো একটা স্মারক রয়েছে। একটা দম্পতির প্রাচীন হাতে রঙ করা ডেগুয়েরোটাইপ ছবি বিছানার দিকে মুখ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠ রবিবারের পোষাক পরে তাকিয়ে রয়েছে। মহিলার কোলে একটা ছোট শিশু ছেলে না মেয়ে বোঝা মুস্কিল। মুখে রোদে পোড়া দাগ সত্ত্বেও লোকটার মুখ অবিকল পার্সির মত। বোঝাই যায় পার্সির বাবা মা এবং লিওন চিন্তা করে, বাচ্চা ছেলেটা পার্সি, না তার কোনো ভাই!

সে বিছানার প্রান্তে বসে। গদিটা কংক্রিটের মতই শক্ত, আর কম্বলগুলো ঘোড়ার লোমের। সে বিছানার নিচে হাত দিয়ে ইস্পাতের একটা পুরান কেবিন ট্রাঙ্ক বের করে আনে। ট্রাঙ্কটা বের হবার সময়ে কিছু একটাতে আটকায়। সে হাঁটু ভেঙে বসে দেখতে চেষ্টা করে কিসে আটকেছে।

'কাণ্ড দেখো!' সে বিড়বিড় করে বলে। 'আমি এদিকে ভেবে মরি তুমি জিনিসটা কি করলে!' বেশ কসরত করে সে ভারী জিনিসটা দৃষ্টিপটে টেনে বের করে আনে। মি. গুলাম ভিলাবজি এসক্যোয়ারের কাছে সে যেটা বন্ধক রেখেছে তারই জোড়াটার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি এটা বিক্রি করে দিয়েছো, আর তুমি পুরোটা সময় এটাকে যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছিলে।'

সে আবার এসে বিছানার কিনারে বসে এবং মালিকের গর্বে গজদন্তের উপরে দু'পা রেখে সে ট্রাঙ্কের ডালা খোলে। ভিতরে পার্সির তাবৎ পার্থিব সম্পত্তি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, তার পাসপোর্ট, ব্যাঙ্কের পাসবই আর চেক থেকে ছোট জুয়েলারী বাকসে কাফ লিঙ্ক আর ড্রেস স্টাড আরও আছে ছাপসা হয়ে যাওয়া ছবি আর জাহাজের টিকিটের অংশ। সুন্দর করে রিবন দিয়ে জড়িয়ে রাখা অবস্থায় কিছু দলিলও দেখা যায়। লিওন আবার হেসে ফেলে যখন দেখে দলিলগুলোর একটা লিওনকে যে সাফারি বিখ্যাত করেছে সেই সাফারি সংক্রান্ত খবরের কাগজের কাটিং। এসব কিছুর উপরে রয়েছে একটা লাল মোম দিয়ে সীলমোহর করা একটা ভাঁজ করা কাগচ যার উপরে বড়বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আমার মৃত্যু হলে কেবল লিওন কোর্টনী এটা খুলবে।'

লিওন হাতে নিয়ে কাগজটার ওজন দেখে তারপরে তার বেল্টের খাপ থেকে শিকারের ছুরিটা বের করে। সে সাবধানে সিলটা ভেঙে ভাজ খুললে দেখা যায় সেটা একটা ভারী ম্যানিলা কাগজের পাতা। কাগজটার শিরোনাম 'আমার ইচ্ছাপত্র আর স্বীকারোক্তি'। লিওন পাতার নিচে চোখ বুলায় দেখে সেখানে পার্সি আর তার দু'জন সাক্ষী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেনরড ব্যালেনটাইন আর হাগ, ডেলামেয়ার তৃতীয় ব্যারন।

লিওন ভাবে, নিখুঁত। পার্সি এরচেয়ে ভালো সাক্ষী আর কোথায় খুঁজে পেত! সে আবার কাগজের শুরুতে চোখ রাখে এবং মনোযোগ দিয়ে হাতে লেখা কাগজটা পুরো পড়ে। বিষয়বস্তু সাধারণ এবং পরিষ্কার। পার্সি তার পুরো স্টেট, কিছু বাদ না দিয়ে, তার পার্টনার আর প্রিয় বন্ধু লিওন রাইডার কোর্টনীকে দান করে গেছে।

পার্সির শেষ উপহারটার সাথে ধাতস্থ হতে লিওনের কিছুটা সময় লাগে। ঠিকমত বুঝতে সে ইচ্ছাপত্রটা আরো তিনবার পড়ে। পার্সির সম্পত্তি সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, কিন্তু তার বন্দুকের সংগ্রহ আর সাফারির উপকরণের মূল্য হবে কম করে হলেও পাঁচ হাজার পাউন্ড, সে যে গজদন্তের উপরে বসে আসে সেটার কথা ধর্তব্যের ভিতরে না আনলেও। লিওন স্টেটের মূল্য নিয়ে মোটেই চিন্তিত না, পার্সির আন্তরিক ভালবাসা আর শ্রদ্ধা সেটাই আসল উপহার সত্যিকারের মূলধন।

ট্রাঙ্কের বাকী কাগজপত্র দেখার জন্য লিওন খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না এবং চুপচাপ বসে থেকে উইলের কথা ভাবে। অবশেষে সে ট্রাঙ্কটা টেনে বারান্দায় বের করে আনে যেখানে আলো রয়েছে এবং পার্সির প্রিয় ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে। 'তোমার জন্য উষ্ণ রাখছি বুড়ো খোকা,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে বলে এবং কাগজপত্র দেখা শুরু করে।

নিজের টাকা-পয়সার হিসাব রাখার ব্যাপারে পার্সি খুব গোছান ছিল। সে তার ক্যাশ বই খোলে এবং বার্কলে ব্যাঙ্ক, ডমিনিয়ন, কলোনিয়াল ব্যাঙ্কের নাইরোবি শাখায় পার্সি নামে জমা থাকা টাকার অঙ্কের পরিমাণ দেখে বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে

যায়। সব মিলিয়ে অঙ্কটা পাঁচ হাজার পাউন্ডের কিছু বেশি হবে। পার্সি তাকে বড়লোক বানিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু এটাই সবকিছু না। সে কেবল নাইরোবি আর মোমবাসায় না, লন্ডনে পার্সির জন্মস্থান ব্রিস্টলের ভূসম্পত্তির দলিল খুঁজে পায়। সেগুলোর মূল্য নির্ণয়ের কোনো কৌশল লিওনের জানা নেই।

তোড়ায় বাঁধা দস্তাবেজের মূল্য খোলার সাথে সাথে প্রতীয়মান হয়, সেগুলো গ্রেট বৃটেন সরকারের ইস্যু করা পাঁচ শতাংশ পারপেচ্যুয়াল বেয়ারার বন্ড, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ। তাদের ফেসভ্যালু সাড়ে বারো হাজার পাউন্ড। যার সুদই বছরে ছয়শো পাউন্ডের বেশি আসবে। রাজরাজড়ার সমতুল্য আয়। 'পার্সি আমার ধারণাই ছিল না! তুমি এতসব কিভাবে সঞ্চয় করলে?'

বাইরে অন্ধকার নেমে আসলে লিওন সামনের ঘরে যায় এবং আলো জ্বালায়। সেদিন মাঝরাত পর্যন্ত লিওন দলিল দস্তাবেজ আর ব্যাংকের হিসাব দেখে পাড় করে দেয়। তার চোখ যখন ঘুমে ঢলে আসে সে ভিতরের নিরাভরণ শোবার ঘরে গিয়ে মশারী তুলে পার্সির বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। শক্ত জাজিম ক্লান্ত শরীরকে স্বাগত জানায়। বেশ আরাম লাগে। এতদিন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াবার পরে সে একটা স্থান পেয়েছে যেটাকে বাসা বলা যায়।

সকালবেলা জানালার নিচে এক শরালি পাখির গানে তার ঘুম ভাঙে। সে নিচে নেমে দেখে মেস টেন্টে হেনী আর রোজেনথাল উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছে। ইসমায়েল তাদের সামনে নাস্তা রেখে গেছে কিন্তু কেউ সেটা স্পর্শ করেনি। লিওন টেবিলের মাথায় গিয়ে বসে।

'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার আর চেয়ারের ধারে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকা বন্ধ কর। ডিম আর বেকন ঠাণ্ডা হবার আগেই তাদের সদ্ব্যবহার কর, নতুবা ইসমায়েল আরেক কিদ্দির শুরু করবে,' সে তাদের বলে। 'সি এন্ড পি সাফারি এখনও টিকে আছে। কিছুই বদলায়নি। তোমাদের চাকরীও বহাল রয়েছে। আগের মতই কাজ করতে থাক।'

নাস্তা শেষ করেই সে ভক্সহলের দিকে এগিয়ে যায়। ম্যানইয়রো হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, সে আর লইকত লাফিয়ে পিছনে উঠে বসে এবং লিওন শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার প্রথম গন্তব্যস্থল সরকারী ভবনের পেছনে একটা ছোট পুরাতন জীর্ণ বাসা যা দলিলের দপ্তর হিসাবে কাজ করে। সেখানের তেরাণী পার্সির ডেথ সার্টিফিকেট আর তার উইল নোটারী করে দেয় এবং লিওন ঢাউস একটা চামড়া দিয়ে বাধান বইতে স্বাক্ষর করে।

'মি. পার্সির স্টেটের নির্বাহক হিসাবে আপনি ত্রিশ দিন সময় পাবেন স্টেটের সম্পত্তির বিবরণী দাখিল করার জন্য,' কেরানীটা তাকে বলে। 'তারপরে অবশিষ্ট

সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর নামে মুক্ত করার পূর্বে তোমাকে অবশ্যই খাজনা পরিশোধ করতে হবে।'

লিওন চমকে উঠে। 'কি বলতে চাও তুমি? তুমি কি বলতে চাও যে কেউ মারা গেছে সে জন্যও টাকা দিতে হবে?'

'ঠিক তাই, মি. কোর্টনী। মৃত্যু কর। আড়াই শতাংশ হারে।'

'এত দেখছি ডাকাতি রীতিমত জুলুম,' লিওন বিস্ময় প্রকাশ করে। 'আমি যদি পরিশোধ করতে রাজি না হই?'

'আমরা সম্পত্তিটা সীজ করবো আর তোমাকে জেলে পাঠাবো।'

কাল ব্যারাকের সামনের গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময়েও লিওন এই অবিচারের কারণে ফুসতে থাকে। সে সদর দপ্তরের প্রধান ভবনের সামনে গাড়িটা পার্ক করে এবং সেন্ট্রিদের সেল্যুটের জবাব দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। নতুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ডিউটি রুমেই বসে ছিল। লিওন অবাক হয় যখন দেখে অফিসারটা আর কেউ না তার বন্ধু ববি সিম্পসন। এখন তার কাঁধে ক্যাপ্টেনের মর্যাদাসূচক তারকাচিহ্ন। 'দেখে মনে হচ্ছে এখানে গণহারে পদোন্নতি চলছে, এমনকি নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুও দেখি বাদ যায়নি,' লিওন দরজার কাছ থেকে বলে।

ববি তার দিকে এক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তারপরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং উৎফুল্ল ভঙ্গিতে ছুটে গিয়ে লিওনের বাড়িয়ে দেয়া হাত চেপে ধরে। 'লিওন আমার হারাধনের ছেলে! সুন্দর মুখ সর্বদাই মনে পড়ে! আমি জানি না কি বলা উচিত? কি?'

'ববি, তুমি এইমাত্র সব বলে ফেলেছো।'

'আমাকে বলো,' ববি জোর, 'আমাদের শেষবার দেখা হবার পর থেকে তুমি কি করে কাটিয়েছো?'

তারা হাত-পা নেড়ে কিছুক্ষণ কথা বলে, তারপরে লিওন বলে, 'ববি, আমি জেনারেলের সাথে দেখা করতে চাইছিলাম।'

'আমি জানি জেনারেলও দেখা করতে পেরে আনন্দিত হবেন, কি? এখানে একটু দাঁড়াও এবং আমি দ্রুত তার সাথে কথা বলে আসছি।' মিনিটখানেক পরে সে পথ দেখিয়ে তাকে কমান্ডিং অফিসারের কামরায় নিয়ে যায়।

পেনরড তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায় এবং ডেস্ক ঘুরে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে তারপরে ইঙ্গিতে উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বলে। 'তোমাকে এখানে দেখে একটু অবাক হয়েছি, লিওন। তোমারতো আরও মাসখানেক পরে নাইরোবি আসবার কথা ছিল। কি হয়েছে?'

'স্যার, পার্সি মারা গেছে।' নগ্ন সত্যটা বলতে গিয়ে লিওনের গলা কেঁপে যায়।

পেনরড হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে সামনের প্যারেড-গ্রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাত

দুটো পেছনে পরস্পরকে আঁকড়ে রেখেছে। তারা কিছুক্ষণ মৌনতা পালন করে আর পেনরডও জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে। 'কি হয়েছিল আমাকে বল,' সে আদেশ করে।

লিওন পুরোটা খুলে বলে এবং তার বলা শেষ হয়ে, পেনরড বলে, 'পার্সি জানত এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। শহর ছেড়ে যাবার আগে সে আমাকে তার উইলের সাক্ষী হতে অনুরোধ করেছিল। তুমি কি জান সে উইল তৈরি করেছিল?'

'হ্যাঁ, চাচা। সে আমাকে বলে গিয়েছিল কোথায় সেটা পাওয়া যাবে। আমি সেটা ইতিমধ্যে রেজিস্টারের কাছে দাখিল করেছি।'

পেনরড উঠে দাঁড়ায় এবং টুপিটা মাথায় দেয়। 'একটু সকাল সকাল হবে, সূর্য এখন এক হাতও উপরে উঠেনি, কিন্তু পার্সির স্মরণে সুরাপান করাটা আমাদের জন্য কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। চল।'

বারম্যান ছাড়া, পুরো মেস খালি। পেনরড আর লিওন কমান্ডিং অফিসার আর তার অতিথিদের জন্য প্রথাগতভাবে নির্ধারিত নির্জন কোণে গিয়ে বসে এবং ড্রিঙ্কের অর্ডার দেয়। তারা কিছুটা সময় পার্সি আর সে কিভাবে মারা গেল সেটা নিয়ে আলোচনা করে। অবশেষে পেনরড জানতে চায়, 'তুমি এখন কি করবে?'

'পার্সি সবকিছু আমাকে দিয়ে গেছে; আমি তাই ঠিক করেছি ব্যবসাটা চালু রাখব, কোনো কিছুর জন্য যদি না হয় কেবল তার স্মৃতির সম্মানার্থে।'

'আমি শুনে খুশী হলাম, তুমি ভালো করেই জান কি কারণ,' পেনরড আন্তরিক কণ্ঠে বলে। 'অবশ্য আমার মনে হয় নামটা তোমার বদলান উচিত।'

'আমি ইতিমধ্যে সেটা করেছি। আজ সকালে ডিডস অফিসে আমি নতুন নাম রেজিস্ট্রি করে এসেছি।'

'কোর্টনী সাফারি?'

'না। ফিলিপ আর কোর্টনী। পি এন্ড সি সাফারি।'

'তুমি তার নাম বাদ দাওনি। তার বদলে তুমি তোমার নামের চেয়ে তার নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছো যা আগে কখনও ছিল না!'

'পুরাতন নামটা ঠিক করা হয়েছিল কয়েনের বরাভয়ে। এখন যেভাবে আছে সেভাবে দেখলে পার্সি খুবই খুশী হত। এটা আসলে সে আমার জন্য যা করেছে সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমার সামান্য চেষ্টা।'

'বেশ করেছো, বাছা। এখন, আমার কাছে তোমার জন্য কিছু সুসংবাদ আছে। পি এন্ড সি সাফারির শুরুটা দারুণ হয়েছে। রাজকুমারী ইসাবেলা তোমার কোম্পানীকে অনুমোদন করেছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্, তার পারিবারিক বন্ধু, সে জার্মানী ফিরে যাবার পরে তার সাথে কথা বলেছে, আর রাজকুমারীও তোমার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আমি পার্সির যে কোটেশন তাকে পাঠিয়েছিলাম সেটা সে গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে নির্ধারিত টাকার পরিমাণ তোমার ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা দেয়া

হয়েছে। সে আগামী বছরের শুরুতে তার পুরো বহর নিয়ে ছয় মাসের সাফারিতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া আসছে বলে নিশ্চিত করেছে।'

মুখটা বিকৃত করে লিওন গ্লাসের বরফটা নাড়ায়। 'পার্সিই যখন চলে গেছে তখন আর বাকীটা নিয়ে ভেবে কি হবে।'

'মন শক্ত করো, বাছা। মীরবাখ্ তার সাথে নিজের তৈরি কয়েকটা নমুনা ফ্লাইং মেশিন নিয়ে আসবে। নিরক্ষীয় আবহাওয়ায় সে মেশিনগুলো কেমন কাজ করে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে ডাক বিলি করার জন্য সে মেশিনগুলো তৈরি করেছে কিন্তু আসন্ন সাফারিতে সে আকাশ থেকে শিকার সনাক্ত করার জন্য ওগুলো ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেছে। যা হোক, এটা তার কথা, কিন্তু জার্মান সেনাবাহিনীর সাথে তার সখ্যতার কথা বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে পুরোটা সত্যি না। আমার সন্দেহ, জার্মান ইস্ট আফ্রিকার সাথে আমাদের সীমানার প্রত্যন্ত অংশ জরিপের কাজে সে মেশিনগুলো ব্যবহার করবে, ভবিষ্যতে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানে যাতে সেটা কাজে লাগে। সে যাই হোক না কেন, আকাশে মেঘের ভিতরে উড়ে বেড়াবার তোমার যে স্বপ্ন তুমি এবার সেটা বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ পাবে আর সেই সাথে আমার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এখন, তোমার পান শেষ হলে আমি আমার অফিসে ফিরে যেতে পারি। মীরবাখের পাঠান কনফার্মেশনের একটা কপি আমি তোমাকে দেব। আমার গ্রহণ করা সবচেয়ে দীর্ঘ তারবার্তা সেটা, তেইশ পাতা যাতে সে তার সাফারিতে কি কি চায় সেটা বর্ণনা করেছে। এটা পাঠাতে নির্ঘাত তার গুচ্ছের টাকা খরচ হয়েছে।'

জার্মান স্টীমার এসএস *সিলভারভোগেল* রাস্তার পরিবর্তে সাগরে নোঙর করার সময়ে লিওন কালিন্দি হ্রদের বেলাভূমিতে অপেক্ষা করছিলো। প্রথম খালাসকারী লাইটারে চড়ে সে তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখে আফটারডেকে পাঁচজন যাত্রী তার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের ভিতরে রয়েছে মীরবাখ্ মোটর ওয়ার্কর্সের প্রকৌশলী আর তার মেকানিক, অটো ভন মীরবাখ তার অগ্রদূত হিসাবে যাদের পাঠিয়েছেন তাদের ভিতরে অন্যতম।

দলনেতা নিজেকে গুস্তাভ কিলমার হিসাবে পরিচয় দেয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের, পেশল শরীরের কেজো চেহারার এক লোক, মুখের চোয়াল ভারী আর মাথায় ছোট করে কাটা ইস্পাত-ধূসর চুল। তার হাতে পাকাপোক্তভাবে গ্রিজের দাগ লেগে রয়েছে, এবং ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করার কারণে তার নখের আকৃতি এবড়োথেবড়ো। জাহাজ থেকে অবতরণের আগে যাত্রী সেলুনে সে লিওনকে তার সাথে একপাত্র পিলসনার পান করার আমন্ত্রণ জানায়।

বিশাল পানপাত্র নিয়ে তারা আসন গ্রহণ করলে, সেইফাঁকে গুস্তাভ *সিলভারভোগেল*-এর হোল্ডে যত্ন নিয়ে রাখা মালপত্রের তালিকা পরীক্ষা করে, যার ভিতরে ছাপ্পান্নটা বিশাল বাক্স রয়েছে যাদের মোট ওজন আঠাশ টন। আরো আছে মেশিনের রোটারী ইঞ্জিনের জন্য পঞ্চাশ গ্যালনের ড্রামে দু'হাজার গ্যালন বিশেষ ফুয়েল এবং আরো একটন বিভিন্ন ধরনের লুব্রিকেশন আর গ্রীজ। এসব ছাড়াও তিনটা মীরবাখ্ গাড়ি আফটার ডেকে সবুজ ত্রিপলের নিচে ঢাকা রয়েছে। গুস্তাভ ব্যাখ্যা করে দুটো হল ভারী পরিবহন ট্রাক আর তৃতীয়টা তার আর অটো ভন মীরবাখের যৌথভাবে নক্সা করা খোলা শিকারে ব্যবহার যোগ্য খোলা গাড়ি যা তাদের ওয়েসক্রিচ কারখানায় নির্মাণ করা হয়েছে। এধরনের গাড়ি কেবল একটাই আছে।

লাইটার জাহাজে তিন দিন ধরে সেইসব মালপত্র তীরে নিয়ে আসা হয়। ম্যাক্স রোজেনথাল আর হেনী ডু রান্ড দুশো কালো কুলির একটা বিশাল বহর নিয়ে অপেক্ষা করছিল এইসব ড্রাম আর বাক্সগুলো লাইটার থেকে ট্রাকে নিয়ে যাবার জন্য, কালিন্দি রেলস্টেশনের পাশে ট্রাক দুটো দাঁড়িয়ে ছিল।

তিনটে মটরগাড়ী তীরে নিয়ে আসা হলে, গুস্তাভ তাদের ত্রিপলের আচ্ছাদন সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখে সমুদ্র যাত্রায় তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, লিওন তার প্রতিটা কাজ বিস্মিত হয়ে দেখে। ট্রাকগুলো বিশাল এবং ঘাতসহ লিওন যা দেখেছে এগুলো তারচেয়ে অনেক উন্নত। ট্রাক দুটোর একটাতে এক হাজার গ্যালনের ট্যাঙ্ক বসান আছে উড়োজাহাজ আর গাড়ির জন্য, জ্বালানী বহনের উদ্দেশ্যে আর ট্যাঙ্ক আর ড্রাইভারের কেবিনের মাঝে রয়েছে একটা কমপ্যাক্ট টুলরুম আর ওয়ার্কশপ। গুস্তাভ লিওনকে আশ্বস্ত করে যে ওয়ার্কশপটা থেকে সে তিনটা গাড়ীর বহর আর বিমানগুলো যেকোনো স্থানে সবসময়ে কার্যক্ষম রাখতে পারবে।

এসব কিছুই লিওনকে বিস্মিত করে কিন্তু উন্মুক্ত শিকারের গাড়িটা তাকে একেবারে বিমোহিত করে ফেলে। এত সুন্দর যন্ত্র সে আগে কখনও দেখেনি। সীটসহ আনুষঙ্গিক সবকিছুতে চামড়ার আচ্ছাদন যুক্ত, সাথে ককটেল বার আর বন্দুক রাখা ক্যারিজ থেকে বনেটের নিচে ছয় সিলিন্ডারের একশ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন সবকিছুতেই রয়েছে প্রকৌশলী প্রতিভার মূর্চ্ছনা।

গুস্তাভ এতক্ষণ লিওনের ছেলেমানুষি দেখে ভালোই মজা পেয়েছে। আর পরে তার সৃষ্টির প্রতি লিওনের আগ্রহ আর নিখাদ প্রশংসা তাকে তাকে এতটাই বিগলিত করে যে সে নাইরোবি থেকে ক্যাম্প পর্যন্ত দীর্ঘপথে তাকে যাত্রী হিসাবে আমন্ত্রণ জানায়।

রেলগাড়িতে আসল মালপত্র উঠাবার পরে, লিওন রোজেনথাল আর হেনীকেও তাতে চড়ে বসতে বলে নাইরোবি পর্যন্ত মালগুলো পাহারা দেবার জন্য। ট্রেন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে উপকূলীয় পাহাড়ের ভিতরে ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে হারিয়ে যাবার পরে, গুস্তাভ আর তার মেকানিকের দল তিনটা মীরবাখ্ গাড়িতে চড়ে বসে এবং ইঞ্জিন চালু করে। লিওন শিকারের গাড়ির যাত্রী আসনে উঠে বসতে গুস্তাভ

ট্রাক দুটোকে আগে যেতে দেয়। রাস্তা যেন নিমেষেই শেষ হয়ে যায় যাত্রার প্রতিটা মুহূর্ত সে উপভোগ করে। সে যে চামড়ার সীটে বসেছে সেটা মুথাইগা কান্ট্রি ক্লাবের বারান্দার ইজি চেয়ারের চেয়েও আরামদায়ক আর মীরবাখের প্যাটেন্ট করা সাসপেনশন তাকে আগলে রাখে। আপাত সোজা আর মসৃণ রাস্তায় গুস্তাভ গাড়ির স্পীড সত্তরে তুলতে লিওন স্পিডোমিটারের দিকে বেকুব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

'কিছুদিন আগেও তর্ক হত এই গতিতে মানুষের শরীর টিকতে পারবে কি না, সেটা নিয়ে,' গর্বিত কণ্ঠে বলে গুস্তাভ।

'শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা,' লিওন স্বীকার করে।

'তুমি একবার চালিয়ে দেখবে নাকি?' উদার কণ্ঠে গুস্তাভ বলে।

'অর্ধেক সুযোগ পেলেও আমি বর্তে যাব,' লিওন স্বীকার করে। গুস্তাভ অট্টহাসি হেসে গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করায় স্টিয়ারিং হুইলে স্থানবদল করতে।

মালগাড়ির পাঁচ ঘন্টা আগে তারা নাইরোবি পৌঁছায়, এবং বাষ্পীয় বাঁশি তীক্ষ্ণভাবে বাজিয়ে ধুকতে ধুকতে সেটা যখন স্টেশনে প্রবেশ করে তারা তাদের স্বাগত জানাবার জন্য প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। পরদিন সকালবেলা মাল নামাবার জন্য ড্রাইভার ট্রাকগুলো একটা পার্শ্ববর্তী লাইনে ঢুকিয়ে দেয়। লিওন একজন ঠিকাদার নিয়োগ দিয়েছে যার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ভারোত্তোলক যন্ত্র রয়েছে, শেষ গন্তব্যে মালগুলো পৌঁছে দেবার জন্য সে সাহায্য করবে।

ওইসক্রিচে মীরবাখের সদর দপ্তর থেকে তার করে যে অসংখ্য নির্দেশ পাঠান হয়েছিল তার একটার সাথে সঙ্গতি রেখে লিওন ইতিমধ্যে ত্রিপলের ছাদযুক্ত একদিক খোলা বিশাল হ্যাঙ্গার তৈরি করেছে ওয়ার্কশপ আর গুদাম হিসাবে ব্যবহারের জন্য। পার্সির কাছ থেকে সে যে খালি জমি পেয়েছে সেখানে সে হ্যাঙ্গারটা তৈরি করেছে। এর পাশেই একটা পোলো খেলার মাঠ রয়েছে যেটা উড়োজাহাজের অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার ইচ্ছা তার আছে, যেগুলো এখন জোড়া দেবার অপেক্ষায় বাক্সে পড়ে রয়েছে।

লিওনের দিনগুলো আজকাল ব্যস্তার ভিতরেই কাটছে। গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের একটা তারবার্তার বিষয়বস্তু ছিল তার আর তার সঙ্গিনীর জন্য কি ধরনের আরাম-আয়েশের বন্দোবস্ত করতে হবে। শিকারের প্রতিটা লোকেশনে এই দম্পত্তির জন্য লিওনকে বাংলোর ব্যবস্থা করতে হবে; বাংলোতে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে সেটাও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আসবাবপত্র, চাদর আর বিছানা রয়েছে একটা কন্টেনারে। খাবারের বিষয়টা কিভাবে আয়োজন করতে হবে সেটারও নির্দেশ সে পেয়েছে। মীরবাখ্ বাসনপত্র আর রূপার কাটলারির পুরো সেট সাথে দুটো বিশাল খাঁটি রূপার তৈরি মোমদানি প্রতিটার ওজন বিশ পাউন্ড হবে, যার উপরে আবার বুনো শূকর আর হরিণ মারার দৃশ্য অলঙ্কৃত করা আছে, পাঠিয়ে দিয়েছে। বোন চায়নার সুদৃশ্য ডিনার সেট আর ক্রিস্টালের কাচের সামগ্রী যাতে আবার মীরবাখের পারিবারিক স্মারক

সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত করা, যার বিষয়বস্তু তরবারি আন্দোলিত করছে এমন একটা সশস্ত্র বাহিনী আর নিচে একটা ব্যানারে লেখা মূলমন্ত্র '*ডুরাবো!*'। 'আমি টিকে থাকবো' লিওন ল্যাটিন থেকে ভাষান্তরিত করে। সাদা লিনেনের চাদরেও একই মোটিফ এমব্রয়ডারী করা।

শ্যাম্পেন, ওয়াইন, আর লিকারের ক্রেটের সংখ্যা দুশো বিশ আর টিনের ক্যান আর বোতলজাত অন্য ডেলিকেসি সস, দুর্লভ মশলা যেমন লিওনের জাফরান, জয়ফল, ড্যানিশ জলপাই, ওয়েস্টফেলিয়ান হ্যাম, এসব রয়েছে আরো পঞ্চাশ ক্রেট ভর্তি। ম্যাক্স রোজেনথাল যখন এসব ভোগবিলাসের ভাণ্ডার যখন প্রথমবার দেখে সে আরেকটু হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছিল।

এসব ছাড়া আরও আছে ছয়টা বিশাল কেবিন ট্রাঙ্ক যার উপরে লেখা রয়েছে 'ফ্রাউলিন ইভা ভন ওয়েলবার্গ। মালিক না আসা পর্যন্ত কোনোভাবেই খোলা চলবে না।' অবশ্য একটা ট্রাঙ্ক আসার সময়ে পথেই ফেটে গেছে আর তার ভিতর থেকে বের হয়েছে মেয়েদের যে কোনো উপলক্ষ্যে পরার যোগ্য সুন্দর পোষাক আর জুতা। ম্যাক্স লিওনকে এই বিপর্যয় সামাল দিতে ডেকে নিয়ে আসলে সে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে অপূর্ব সব অন্তর্বাস, প্রতিটা আলাদা আলাদা ভাবে টিস্যুপেপারে মোড়ান। সে রেশমের তৈরি একটা নরম ফিতা তুলে নিতে সেটা থেকে মাতাল করা কামনা উদ্রেককারী গন্ধ ভেসে আসে। তার কল্পনায় কৌতূহলী সব দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠে। সে কঠোরভাবে তাদের দমন করে এবং ফিতাটা কাপড়ের স্তূপে রেখে সে ম্যাক্সকে ট্রাঙ্কটা আবার প্যাক করার আদেশ দেয়, তারপরে ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকনা মেরামত করে পুনরায় সীল করার আদেশ দেয়।

পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে, লিওন সব খুচরা কাজের দায়িত্ব হেনী আর ম্যাক্সের উপরে চাপিয়ে দিয়ে, সে পোলো মাঠে স্থাপিত হ্যাঙ্গারে যতটা সময় পারা যায় কাটাতে চেষ্টা করে, গুস্তাভ আর তার দল সেখানে দুটো উড়োজাহাজ সংযোজনের কাজে ব্যস্ত। গুস্তাভের কাজ নিখুঁত আর গোছান। প্রতিটা বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে ভিতরে কি আছে তাই সঠিক ক্রমে তাদের খোলা হয়। দিনের পর দিন ধীরে ধীরে, ইঞ্জিনের খোলা অংশের নানা টুকরোর জিগস্য পাজেল, তারের বহর আর ডানা এবং মূল কাঠামো উড়োজাহাজের চেনা অবয়ব গ্রহণ করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত গুস্তাভের যখন সংযোজন করা শেষ হয়, লিওন তার আকৃতি দেখে বেকুব হয়ে যায়। উড়োজাহাজের মূল কাঠামো পয়ষট্টি ফিট লম্বা আর ডানার বিস্তার চমকে দেবার মত বিশাল একশ দশ ফিট। পুরো কাঠামোটা ক্যানভাস দিয়ে আবৃত যার সাথে প্লাস্টিক জাতীয় কিছু যোগ করে তাকে ইস্পাতের মত কাঠিণ্য আর ঘাতসহ করা হয়েছে। পুরো উড়োজাহাজটা আবার সুন্দর রঙ আর নকশা দ্বারা উদ্ভাসিত। প্রথমটা লাল আর কালো বর্গক্ষেত্রের একটা দাবার ছক এবং নাকের নিচে লেখা রয়েছে– দি *বাটারফ্লাই*। আর দ্বিতীয়টা কালো আর সোনালী স্ট্রাইপ দ্বারা সজ্জিত। গ্রাফ অটো এর নাম রেখেছে– দি *বাম্বল বি*।

মূল কাঠামো জোড়া দেয়া হলে উড়োজাহাজ দুটি ইঞ্জিন বসাবার উপযুক্ত হয়। প্রতিটার জন্য রয়েছে চারটা করে ২৫০ অশ্বশক্তির সাত-সিলিন্ডার চৌদ্দ-ভাল্বের মীরবাখ্ রোটারী ইঞ্জিন। সেগুন কাঠের রেলওয়ে স্লিপার দিয়ে তৈরি টেস্ট বেডে গুস্তাভ পর্যায়ক্রমে তাদের সংযুক্ত করার পরে, তাদের চালু করে। এক মাইল দূরের মুথাইগা কান্ট্রি ক্লাব থেকে শব্দ শোনা যায়, এবং শীঘ্রই নাইরোবির সব বেকার এসে হ্যাঙ্গারের পাশে মাছির যেমন মৃত কুকুরের চারপাশে ভীড় জমায় তেমনিভাবে ভীড় জমান শুরু করে। তারা কাজে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করলে কৌতূহলী লোকজনকে দূরে রাখার জন্য লিওন হেনীকে দিয়ে মাঠের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেয়।

ইঞ্জিনগুলো গুস্তাভ একবার চালু করার পরে, সে ঘোষণা দেয় সে দুই উড়োজাহাজের ডানায় তাদের সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তুত। ডানার উপরে স্থাপিত কপিকলের সাহায্যে একে একে তাদের উপরে তোলা হয়। তারপরে সে আর তার মেকানিকের দল ইঞ্জিনগুলো জায়গামত নিয়ে এসে মাউন্টিঙের সাথে সংযুক্ত করে, ডানার প্রতি পাশে দুটো করে।

কাজ শুরু হবার তিন সপ্তাহ পরে জোড়া দেবার কাজ শেষ হয়। গুস্তাভ লিওনকে বলে, 'এখন তাদের পরীক্ষা করাটা জরুরী।'

'তুমি কি তাদের নিয়ে আকাশে উড়তে চাও?' লিওন বহুকষ্টে তার উত্তেজনা প্রশমিত করে জানতে চায়, কিন্তু গুস্তাভ তার উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়ে জোরে মাথা নাড়ে।

'*নেইন!*' আমি পাগল না। গ্রাফ অটো কেবল এসব অদ্ভুত যন্ত্র নিয়ে আকাশে ভাসে।' লিওনের মুখের হতাশ ভাব দেখে সে তাকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। 'আমি কেবল মাটিতে তাদের নিয়ে ট্যাক্সি করবো, তুমি আমার সাথে চড়তে পার।'

পরের দিন খুব সকালে, লিওন সিঁড়ি বেয়ে উঠে *বাটারফ্লাই*য়ের প্রশস্ত ককপিটে আরোহণ করে। গুস্তাভ, চামড়ার একটা লম্বা কালো কোট, সাথে মানানসই চামড়ার হেলমেট সাথে মাথার উপরে তুলে দেয়া গগলস পরে তাকে অনুসরণ করে এবং ককপিটের পিছনে পাইলটের বেঞ্চে গিয়ে বসে। প্রথমে সে লিওনকে দেখায় কিভাবে নিজেকে বাঁধতে হবে। লিওন সেখান থেকে বসেই জয়স্টিক দিয়ে গুস্তাভকে এলিভেটর আর এইলিরস নাড়াতে দেখে তারপরে সে রাডার বারও একইভাবে পরীক্ষা করে। সে যখন সন্তুষ্ট হয় যে কন্ট্রোলগুলো স্বাভাবিক রয়েছে তখন সে নিচে দাঁড়ান তার সহকারীদের ইশারা করে এবং তারা ইঞ্জিন চালু করার জটিল রুটিন শুরু করে। অবশেষে চারটা ইঞ্জিনই সাবলীলভাবে ঘুরতে থাকে এবং গুস্তাভ তার সহকারীদের বুড়ো আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখালে তারা চাকার সামনে থেকে বাঁধা সরিয়ে নেয়।

ক্যাথেড্রাল অর্গানের চাবির মত গুস্তাভ থ্রটল নিয়ে খেলা শুরু করতেই, *বাটারফ্লাই* হ্যাঙ্গারের ভিতর থেকে রাজকীয় ভঙ্গিতে গড়িয়ে আফ্রিকার উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে দাঁড়ানো কয়েক শত দর্শক উৎফুল্ল ভঙ্গিতে করতালি

দিতে থাকে। গুস্তাভের লোকেরা ডানার পাশে পাশে দৌড়াতে থাকে যন্ত্রটাকে চলতে সাহায্য করার জন্য, *বাটারফ্লাই*, লাফাতে লাফাতে আর ঝাঁকি খেতে খেতে পোলো মাঠটা চারবার চক্কর দিয়ে আসে।

গুস্তাভ লিওনের আকুল আকাঙ্খা অনুভব করে এবং আরো একবার তার প্রতি সদয় হয়। 'এসো, এখানে এসে নিয়ন্ত্রণ নাও!' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে সে চিৎকার করে বলে। 'দেখি বেটিকে তুমি চালাতে পার কিনা?'

পাইলটের বেঞ্চে লিওন তার জায়গায় খুশী মনে গিয়ে বসে এবং লিওন দ্রুত জয়স্টিক রাডার বার এবং চারটা থ্রটল লিভার ব্যবহারে সাবলীল হয়ে উঠলে গুস্তাভ মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। '*জ্যা*, আমার ইঞ্জিন টের পেয়েছে যে তুমি তাদের শ্রদ্ধা কর এবং অনুভব কর। তুমি শীঘ্রই তাদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ কাজটা আদায় করে নিতে পারবে।'

অবশেষে তারা হ্যাঙ্গারে ফিরে আসে এবং লিওন যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে সে আলতো পায়ে হেঁটে গিয়ে *বাটারফ্লাই*য়ের লাল কালো বর্গাকার নাকে চাপড় মারে। 'সুন্দরী, একদিন আমি তোমাকে নিয়ে ঠিকই আকাশে উড়াল দেব,' সে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যন্ত্রটাকে ফিসফিস করে বলে। 'আমাকে দুয়ো দিও যদি আমি কথা রাখতে না পারি!'

গুস্তাভ তার পেছনেই নেমে আসে এবং লিওন তার মাথায় কিছুক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকা কিছু প্রশ্ন সুযোগ বুঝে তাকে জিজ্ঞেস করে। মূল কাঠামোর দু'পাশে ডানার নিচে হুক আর ব্রেসের সারির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। 'গুস্তাভ এগুলো কিসের জন্য?'

'এগুলো বোমা বহনের জন্য,' গুস্তাভ কোনো ধরনের ছলাকলা না করে সোজা বলে দেয়।

লিওনের চোখের পলক কেঁপে উঠে কিন্তু সে খুব বেশি একটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। 'অবশ্যই,' সে বলে, 'কতগুলো বহন করতে পারবে?'

'অনেক!' গুস্তাভ গর্বিত কণ্ঠে উত্তর দেয়। 'বেটি অসম্ভব শক্তিশালী। দাঁড়াও তোমাকে ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলি, তাহলে তুমি হয়ত ভালো বুঝতে পারবে। সে দুই হাজার পাউন্ডের বোমা সাথে পাঁচজন বৈমানিক এবং পেটভর্তি জ্বালানি নিয়ে উড়তে সক্ষম। ঘন্টায় একশ দশ মাইল বেগে নয় হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে পাঁচশ মাইল গিয়ে আবার বাসায় ফিরে আসতে পারবে।'

'অসাধারণ!'

গুস্তাভ উড়োজাহাজের চকচকে গায়ে প্রথমবার বাবা হওয়া পিতার মত আলতো করে চাপড় দেয়। 'পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো নমুনা নেই যার সাথে এর তুলনা চলতে পারে,' সে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে।

পরের দিন দুপুর নাগাদ পেনরড ব্যালানটাইন মীরবাখ্ মার্ক থ্রি এক্সপেরিমেন্টালের নিখুঁত বর্ণনা লন্ডনের ওয়ার অফিসে তার করে দেয়।

লিওনের পরবর্তী কাজ হল বনের মধ্যে চারটা অবতরণ ক্ষেত্র বাছাই করা, মক্কেলের সাথে সে যেসব অঞ্চলে শিকার করবে বলে ঠিক করেছে দূরদূরান্তে অবস্থিত প্রতিটা লোকেশনে একটা করে। গ্রাফ অটো তাকে বিশদ বর্ণনা তার করে পাঠিয়েছে, যার ভিতরে রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাত্রা এবং বিদ্যমান বাতাসের সাথে তাদের কৌলিক অবস্থান। পছন্দসই স্থান নির্বাচিত হওয়া মাত্রই, লিওন থিওডোলাইট দিয়ে লেভেল নির্ণয় করে গোঁজ পুঁতে অবতরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ফেলে। ইত্যবসরে হেনী ডু রান্ডের কাজ হল পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে কয়েকশো লোক জোগাড় করে গাছ কাটা আর মাটি সমান করা। কিছু এলাকায় সে ডিনামাইট ব্যবহার করে উই পোকার ঢিবি গুড়িয়ে দিতে, আবার কিছু স্থানে তাকে এ্যান্টবিয়ার আর ডোঙ্গার গর্ত ভরাট করতে হয়। একেকটা অবতরণ ক্ষেত্র যখন সমাপ্ত হয় সে পোড়া চুন ব্যবহার করে রানওয়ের সীমানা চিহ্নিত করে দেয় যাতে দিনের বেলা আকাশ থেকে দেখতে সুবিধা হয়। তারপরে সে গুস্তাভের দেয়া বাতাসের গতি নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত আস্তিনের মত কাপড়ের লম্বা হাতা খুঁটিতে টাঙিয়ে দেয়। বাতাস বইলে কাঠের খুঁটির মাথায় গর্বিত ভঙ্গিতে সে উড়তে থাকে।

হেনী যখন অবতরণ ক্ষেত্র নির্মাণ শেষ করে, ম্যাক্স রোজেনথালকে দায়িত্ব দেয়া হয় গ্রাফ অটোর নির্দেশিত বর্ণনা অনুযায়ী বিশদ সুবিধাদি সম্বলিত ক্যাম্প তৈরি করার। তাদের অতিথির আসন্ন আগমনের পূর্বে সব কিছু তৈরী করার জন্য লিওন দু'জনকেই দৌড়ের উপরে রাখে। শেষ পর্যন্ত তাদের চেষ্টা সফল হয়, কিন্তু গ্রাফ অটোকে বহনকারী সমুদ্রগামী জাহাজের কালিন্দি উপসাগরে নোঙর করার তখন আর কয়েক দিন বাকী থাকে।

ব্রেমারহেভেন থেকে ছেড়ে আসা জার্মান যাত্রীবাহী লাইনার এসএস *এ্যাডমিরাল* দিগন্তে দেখা দিতে কালিন্দি উপহ্রদের মুখের মাঝে দিয়ে পথ দেখিয়ে ভেতরে আনবার জন্য রওয়ানা দেয়া পাইলট বোটে লিওন ঘুষ দিয়ে উঠে পড়ে। সমুদ্র সেদিন শান্ত থাকায় পাইলট বোট থেকে সে সহজেই জাহাজে উঠতে পারে। যাত্রীবাহী সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠতে থাকলে জাহাজের ফোর্থ অফিসার তাকে থামায়। সে তার মক্কেলের নাম উল্লেখ করা মাত্রই লোকটার ব্যবহার বদলে যায় এবং সে পথ দেখিয়ে লিওনকে ব্রীজে নিয়ে আসে।

কারমিটের বর্ণনার কারণে প্রথম দর্শনেই সে গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্‌কে চিনতে পারে। ব্রীজের ডানার উপরে দাঁড়িয়ে কোহিবা সিগারেট সেবনরত অবস্থায় সে ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলছে, যার আচরণ তার প্রতি অনেকটা বশংবদের ন্যায়। বিশাল জাহাজটাকে নোঙর করানোর মত জটিল পরিচালনার সময়ে ব্রীজে যাত্রীদের

ভিতরে কেবল গ্রাফ অটোকেই আসবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। লিওন তার কাছে নিজের পরিচয় দেবার আগে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে কিছু সময় পর্যবেক্ষণ করে।

গ্রাফ অটোর পরনে ক্রিম কালারের একটা ট্রপিক্যাল স্যুট। কারমিট যেমন লিখেছিল, সে আদতে ঠিক সেরকমই ওক গাছের মত বিশাল আর শক্তিশালী। তাকে দেখলে বুনো শক্তির একটা ধারণা মনে জন্ম নেয় কিন্তু সীমাহীন অর্থ আর ক্ষমতার একটা মানুষের স্বেচ্ছাচারী আত্মবিশ্বাস এবং ভারসাম্যের একটা খোলস সে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। প্রচলিত বিচারে তাকে কোনোভাবেই সুদর্শন বলা যাবে না; বরং তার মুখের অভিব্যক্তি আপোসহীন আর রূঢ়। তার মুখ চওড়া কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটা কুঁচকান সাদা ক্ষতচিহ্ন মুখের এককোণ থেকে ডান কানের ঠিক নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সেখানে ভারসাম্যহীন একটা বিদ্রুপ জমে রয়েছে বলে মনে হয়। তার ধূসর সবুজ চোখে সচেতন বুদ্ধির দীপ্তি। তার বাম হাতে একটা সাদা পানামা হ্যাঁ রয়েছে কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মাথা খালি। তার করোটির গঠন নিখুঁত এবং আনুপাতিক আর তার ঘন ছোট করে কাটা চুলের রঙ উজ্জ্বল লালচে হলুদ।

এক অদম্য জানোয়ারের পাল্লা পড়তে চলেছি! লিওন তার দিকে এগিয়ে যাবার আগে নিজের মনে মনে রায় দেয়। 'আমি কি গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের সাথে পরিচিত হতে পারি?' লিওন সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে বলে।

'*জাহোল*, অবশ্যই পারেন। কিন্তু জানতে পারি কি আপনি কে?' কাউন্টের গলা বাজখাই, আর স্বর একনায়কসুলভ।

'আমি লিওন কোর্টনী, স্যার। আপনার শিকারী। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ায় আপনাকে স্বাগতম।'

পৃষ্ঠপোষকের উদারতায় গ্রাফ অটো হেসে উঠে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। লিওন দেখে একটা শক্তিশালী থাবা আর উল্টোপিঠে সোনালী তিল আর কোঁকড়ানো লালচে চুলে ঢাকা। তার তৃতীয় আঙ্গুলে একটা বিশাল সাদা হীরক খণ্ড সোনার আংটির উপরে বসান। লিওন করমর্দনের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করে। সে বুঝতে পারে অভিজ্ঞতাটা সুখকর হতে যাচ্ছে না।

'কারমিট রুজভেল্ট আর রাজকুমারী ইসাবেলার সাথে কথা বলার পর থেকেই, কোর্টনী, আমি তোমার সাথে পরিচিত হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।' লিওন লক্ষ করে সে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার তিল পড়া হাতের জোর নস্যাৎ করতে পেরেছে। 'দু'জনেরই তোমার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা। আমি আশা করি তুমি আমাকেও কিছু ভালো শিকার দেখাতে সক্ষম হবে, *জ্যা?*' দেখা যায় গ্রাফ অটো চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে।

'অবশ্যই, স্যার। সেটা যাতে বজায় থাকে সেজন্য আমি আশাবাদী। আফ্রিকায় যত ধরনের বন্যপ্রাণী আছে আমি আপনার নামে তার সবগুলো শিকারের পারমিট নিয়ে রেখেছি। কিন্তু আমাকে বলতে হবে আপনি কি শিকার করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

সিংহ? হাতি?' অবশেষে গ্রাফ অটো তার হাত ছাড়ে এবং রক্ত চলাচল শুরু হতে এমন ঝিনঝিন করতে থাকে যে লিওন প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে হাত মালিশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সে ধূসর সবুজ চোখে হাল্কা তারিফ লক্ষ করে। সে জানে যে অপর হাত একই ধরনের অবশ হয়ে আছে যদিও সে ব্যথার বিন্দুমাত্র আভাস দেয় না।

আমি শুনেছি তুমি ভালো জার্মান বলতে পারো,' গ্রাফ অটো একই ভাষায় জবাব দেয়। 'আর তোমার প্রশ্নের উত্তর হল, আমি দুটোই শিকার করতে আগ্রহী, তবে সিংহ শিকার করতে পছন্দ করি। মাহ্‌দির সাথে কিচেনারের যুদ্ধের সময়ে আমার বাবা কায়রোয় রাষ্ট্রদূত ছিল। সুদান আর আবিসিনিয়ায় সে তখন শিকার করেছে। ব্ল্যাক ফরেস্টে আমার শিকারের আস্তানায় তার শিকার করা অনেক সিংহের চামড়া রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বয়স হয়েছে আর কীটপতঙ্গের আক্রমণেও অনেক নষ্ট হয়েছে। আমি শুনেছি এখানকার কালোরা কেবল বর্শা দিয়ে সিংহ শিকার করে, এটা কি সত্যি?'

'পুরোপুরি সত্যি, স্যার। মাসাই আর সামবুরুর তরুণ যোদ্ধাদের কাছে এটা নিজের পৌরুষ আর সাহস প্রমাণের পরীক্ষা।'

'আমি এই ধরনের শিকার দেখতে আগ্রহী।'

'আমি আপনার জন্য সেটার আয়োজন করতে পারি।'

'বেশ, আর বেশ কয়েক জোড়া হাতির দাঁত সংগ্রহের ইচ্ছাও আমার আছে। আচ্ছা কোর্টনী আমাকে তার আগে বল, তোমার মতে আফ্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক বন্য প্রাণী কোনটা? হাতি না সিংহ?'

'গ্রাফ অটো, আফ্রিকার প্রবীণরা বলে সেটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী যে তোমাকে হত্যা করবে।'

'*জ্যা*, আমি বুঝতে পেরেছি, পুরান ইংলিশ কৌতুক।' সে মুচকি হাসে। 'কিন্তু কোর্টনী, তোমার কি মতামত? কোন প্রাণী?'

কোর্টনীর চোখের সামনে পার্সি ফিলিপের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বাঁকান কালো শিং ভেসে উঠে এবং হাসি বন্ধ হয়ে যায়। 'মোষ,' সে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়। 'ঘন ঝোপের আড়ালে আহত মোষ আমার ভোট পাবে।'

'তোমার মুখের ভাব দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি তোমার হৃদয় থেকে কথাটা বলেছো। আর কোনো ইংলিশ কৌতুক না, *নেইন?*' গ্রাফ অটো বলে। 'তো আর কি, আমরা হাতি আর সিংহ শিকার করবো। আর সবচেয়ে বেশি শিকার করবো মোষ।'

'আপনাকে স্যার একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, আমি আপনাকে সর্বাত্মক সহায়তা করব শিকারের স্মারক সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা বন্যপ্রাণীর কথা বলছি আর এখানে ভাগ্যের একটা বিশাল অবদান রয়েছে।'

'আমি সবসময়েই ভাগ্যবান,' গ্রাফ অটো উত্তর দেয়। আর সেটা বিদ্যমান পরিস্থিতির বয়ান কোনো দম্ভোক্তি না।

'স্যার, খুব সাধারণ লোকের কাছেও সেটা প্রবলভাবে প্রতীয়মান।'

'আর এটাও আপাতভাবে প্রতীয়মান যে আপনি খুব সাধারণ লোক নন, মি. কোর্টনী।'

দুই হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার মত তারা লড়াইয়ের প্রথম রাউন্ডে তারা একে অপরের চোখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে বা হাসবার ভান করে, অপরের ওজন বোঝার ফাঁকে নিজের নিজের গার্ড বজায় রাখে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের ভিতরে বহমান শক্তিশালী লড়াইয়ের প্রতিটা মাত্রার মোকাবেলা করতে নিজেদের প্রয়াসে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনেন।

তারপরে অপ্রত্যাশিতভাবে, লিওন উষ্ণ নিরক্ষীয় বাতাসে সূক্ষ্ম সুগন্ধির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। হাল্কা সুখকর সুরভি সেই একই বিমোহিত করা সুগন্ধি, ভাঙা কেবিন ট্রাঙ্কের রেশমের কাপড় হাতে ধরা অবস্থায় যা তাকে আগে আরও একবার বিবশ করেছিল। তারপরে সে গ্রাফ অটোকে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে চোখ নাচাতে দেখে। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে লিওন মাথা ঘোরায়।

সে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারমিটের চিঠি পড়ার পর থেকে সে এই সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করছিল কিন্তু তারপরেও সে এই মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে তার বুকের ভিতরে একটা আলোড়ন অনুভব করে, যেন সেখানে আটকে পড়া কোনো পাখি বেরিয়ে আসবার জন্য প্রাণপণে ডানা ঝাপটাচ্ছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়।

হতভাগা কারমিটের মামুলি বিবরণের চেয়ে তার সৌন্দর্য্য হাজারগুণ বেশি। কারমিটের কেবল একটা বর্ণনা সঠিক– তার চোখ। তার চোখের মণির রঙ গাঢ় নীল, বাইরের দিকে বেগুনীর চেয়ে তীব্র আর ঘুঘুর ধূসরতার চেয়ে হাল্কা মাত্রায় বেঁকে রয়েছে। দু'চোখের মাঝে যেন যোজন ব্যবধান আর তাদের কিনারে ঘন, লম্বা পাপড়ির ঝালর যখন সে পলক ফেলে তখন তারা পরস্পরের সাথে মিশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়। তার কপাল চওড়া আর গভীর এবং চোয়াল যেন কোনো ভাস্করের সারা জীবনের তপস্যার ফল। তার ঠোঁট নিটোল এবং হাসলে হাল্কা ফাঁক হয়ে ভিতরের সাদা ছোট দাঁতের সারির উপস্থিতির কথা জানান দেয়। তার চুল আফ্রিকার কৃষ্ণসারকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। তার চুল এখন মাথার পেছনে গোছা করা এবং এক চোখের উপরে হাল্কা তেরচাভাবে বসান চলতি কেতার টুপির কিনারার নিচে গোজা, নরম চুলের ডগা কাঁটার বাঁধন এড়িয়ে তার ছোট গোলাপী কানের উপরে লতিয়ে রয়েছে। সে প্রায় তার কাঁধের সমান লম্বা কিন্তু কোমর বেশ চিকন।

তার ভেলভেটের জ্যাকেটের হাতা কনুইয়ের কাছে এসে শেষ হয়ে বাকী হাত অনাবৃত রেখেছে। তীরন্দাজের হাতের মত সেগুলো নিখুঁত আর হাল্কা পেশীযুক্ত। তার হাতের পাঞ্জার গঠন অভিজাত এবং আঙ্গুলগুলো লম্বা আর প্রান্তের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে, নখগুলো মুক্তোর মত; চিত্রকরের হাত। তার লম্বা স্কার্টের নিচে সাপের চামড়ার তৈরি রাইডিং বুটের মাথা উঁকি দিয়ে রয়েছে। সে কল্পনা করে জুতার ভিতরে পায়ের গঠনও সম্ভবত হাতের মতই নিখুঁত।

'ইভা, এসো পরিচিত হও, মি. কোর্টনী? আমাদের আফ্রিকা অভিযানের সময়ে যে শিকারী আমাদের সবকিছুর তত্ত্বাবধায়নে থাকবেন। মি. কোর্টনী, পরিচয় করিয়ে দেই, ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গ,' অটো বলে।

'ফ্রলিন, আমি বিমোহিত,' লিওন উত্তর দেয়। সে হেসে উঠে তালু নিচু করে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। সে হাতটা ধরে দেখে সেটা ঋজু আর উষ্ণ। সে মাথা নত করে এবং তার ঠোঁট থেকে এই ইঞ্চি দূরে না আসা পর্যন্ত সে তার আঙ্গুলগুলো তুলতে থাকে এবং তারপরে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে আসে। সে তার চোখের দিকে এক মুহূর্ত বেশি তাকিয়ে থাকে। সে তার চোখের গভীরতায় তাকিয়ে দেখে সেখানে তার চাহনি বিভ্রান্তকর আর সেখানে কটাক্ষ খেলা করছে। তলের নাগাল পাওয়া সম্ভব না এমন একটা পুকুরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন অনুভূতি হয় লিওনের।

সে যখন গ্রাফ অটোর দিকে কথা বলার জন্য তাকায়, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা অনুভূতির দংশন সে নিজের ভিতরে অনুভব করে যার সাথে তার আগে কখনও পরিচয় ছিল না। প্রাপ্তি আর হতাশার অবশ করা, অনুপ্রেরণা আর খেদের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। তার মনে হয় পলকের ভিতরে সে মূল্যবান কিছু একটা আবিষ্কার করেছে যা আবার পরের পলেই তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। গ্রাফ অটো যখন তার তিল পড়া বিশাল হাত দিয়ে তার কোমড় ধরে তাকে কাছে টানে এবং সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে লিওন তাকে তিক্ত স্বাদের মত ঘৃণা করে যা তার গলার পিছনে পোড়া বারুদের মত অনুভূতির জন্ম দেয়।

তীরে আসতে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হয় না, গ্রাফ অটো আর তার সুন্দরী সঙ্গিনীর সাথে মালপত্র তেমন একটা নেই, বারোটার কিছু বেশি ঢাউস কেবিন ট্রাঙ্ক আর গ্রাফ অটোর রাইফেল, শটগান আর বন্দুক আর গোলাবারুদের কয়েকটা কন্টেনার। বাকী সব কিছু আগেই প্রথম শিপমেন্টে এসএস *সিলভারভোগলে* পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড় মীরবাখ্ ট্রাকে যখন এসব মালপত্র তোলা হচ্ছে, গ্রাফ অটো সেই ফাঁকে উইসক্রিচের কর্মচারীর দল, যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে স্বাগত জানাতে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করে। ছোট ছেলের প্রতি একজন বাবার যে মনোভাব তার ঠিক একই মনোভাব তাদের প্রতি– সে সবাইকে নাম ধরে সম্বোধন করে আর প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে খুনসুটি করে। তার এই প্রসন্ন উদারতায় তারা কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে যায়, হাসে আর খুশীতে কুকুরের লেজ নাড়ার মত করতে থাকে। লিওন দেখে তারা গ্রাফ অটোকে ঈশ্বরের মত ভক্তি করে।

সে তারপরে লিওনের দিকে তাকায়। 'তুমি তোমার সহকারীদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে না,' সে জানতে চাইলে, লিওন হেনী আর ম্যাক্সকে সামনে

আসতে বলে। গ্রাফ অটো তাদের সাথেও সেই একই ধরনের সহজ, উদার আচরণ করে এবং লিওন দেখে তারা মুহূর্তের ভিতরে তার সম্মোহনী শক্তির কাছে পরাভব মানে। মানুষের সাথে সে সহজভাবে মিশতে পারে, কিন্তু লিওন জানে কেউ যদি কখনও তাকে নিরাশ করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে ক্ষমাহীন নির্মমভাবে সে তাদের শাস্তি দেবে।

'খুব ভালো ছেলেরা। এবার তাহলে আমরা নাইরোবির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে পারি,' গ্রাফ অটো ঘোষণা করে। মীরবাখের মেকানিকের দল, হেনী, ম্যাক্স, আর ইসমায়েল অপেক্ষমান ট্রাকের পিছনে উঠে বসে, গুস্তাভ চালকের দায়িত্ব নেয় আর বিশাল ট্রাকটা সগর্জনে নাইরোবির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

'কোর্টনী, তুমি কি আমার সাথে শিকারের গাড়িতে যাতে পারবে,' গ্রাফ অটো লিওনকে জিজ্ঞেস করে। 'ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গ, আমার পাশে বসবে আর তুমি পেছনের সীটে বসে যাবার সময়ে রাস্তা আর দর্শনীয় বস্তু দেখাতে দেখাতে গেলে।' ভন ওয়েলবার্গকে সামনের সীটে বসাবার আগে গুচ্ছের নাটক করে সে, প্রথমে একটা কাশ্মিরী শাল তার কোলের উপরে রাখে, বাতাসের হাত থেকে চোখ বাঁচাতে চোখে গগলস, সূর্যের আলোয় হাতের নিখুঁত ত্বক যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য দস্তানা পরিয়ে রেশমের একটা স্কার্ফ দিয়ে তার থুতনির নিচে একটা গিট্টু দিয়ে দেয় যাতে টুপি বাতাসে উড়ে না যায়। অবশেষে, সে তার সীটের পেছনের বন্দুকের র‍্যাকে রাখা তিনটা রাইফেল পরীক্ষা করে দেখে সে চালকের আসনে বসে, চোখের গগলস ঠিক করে নিয়ে ইঞ্জিন চালু করে এক্সিলেটার দাবায় তাদের আগে রওয়ানা দেয়া ট্রাককে ধরতে। অনায়াস দক্ষতায় সে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালায়। একাধিকবার লিওন খেয়াল করে, দ্রুতগতিতে বাঁক নেবার সময়ে, বিপজ্জনকভাবে পিছলে যাওয়া পেছনের চাকায় উড়া ধুলোর মেঘের ভিতরে সেটা সামলাবার সময়ে, আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তা একটানে অতিক্রম করার সময়ে, দরজার পাশে রাখা তার হাত শক্ত হয়ে গিয়ে আঙ্গুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে যায়, কিন্তু মুখের প্রসন্ন অভিব্যক্তিতে কোনো ধরনের চিড় পড়ে না।

উপকূল থেকে রাস্তা একবার উপরে উঠতে শুরু করলে তারা শিকারের মাঠে প্রবেশ করে আর শীঘ্রই গ্যাজেল আর বড়বড় এ্যান্টিলোপের ঝাঁক তারা অতিক্রম করে। তাদের দৌড়াবার গতি দেখে ইভার মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়– দ্রুতগতিতে গাড়ি পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তাদের চমকে উঠার ভঙ্গি আর বিপুল উপস্থিতি দেখে হাততালি দেয় আর হেসে উঠে।

'অট্টো!' সে চিৎকার করে উঠে। 'ঐ ছোট প্রাণীটার কি নাম, ঐ যে ঐটা উৎফুল্ল ভঙ্গিতে নর্তন কুর্দন করছে।'

'কোর্টনী, ফ্রলিনের কৌতূহল নিবারণ কর,' বাতাসের ঝাপটার কারণে গ্রাফ অটো চিৎকার করে বলে।

'ফ্রলিন, ওগুলোকে বলে টমসন'স গ্যাজেল। আগামী দিনগুলোতে এদের হাজার হাজার দেখতে পাবেন। এই দেশের সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতি। যে অদ্ভুত চলার ভঙ্গি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেটাকে স্টটিঙ বলে। এটা সতর্কতার পরিচায়ক যা আশেপাশের অন্য গ্যাজেলদের বিপদের হুমকির কথা জানায়।'

'অটো, প্লিজ, গাড়ি থামাও। আমি ওদের স্কেচ করব।'

'তোমার ইচ্ছাই আদেশ, সুন্দরী।' সে প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকায় এবং রাস্তার পাশে গাড়ি থামায়। ইভা তার কোলের উপরে স্কেচবুক রাখে। কাগজের উপরে তার হাতের চারকোল ভেসে বেড়ায় এবং সে সামনের দিকে অপ্রগলভ ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাকে। চারপায়ের উপরে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠা প্রাণী, পিঠ বাঁকান আর চার পা সোজা হয়ে আছে, তার চোখের সামনে কাগজের উপরে জাদুর মত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠে। ইভা ভন ওয়েলবার্গ জাত শিল্পী। তার মনে পড়ে তার আগমনের পূর্বেই এসএস *সিলভারভোগেলে* ইজেল, রঙের বাক্স, তেল রঙ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সে সময়ে জিনিসগুলো তার খুব একটা মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, কিন্তু এখন তাদের গুরুত্ব পরিষ্কার।

এরপর থেকে আঁকবার মত পছন্দসই বিষয় খুঁজে পেলেই ইভার অনুরোধে ঘনঘন যাত্রা বিরতি হতে থাকে– একাসিয়া গাছের উপরে বাসায় বিশ্রামরত ঈগল, বা মা চিতা লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রখর রোদের মাঝে সাভান্নায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার তিনটা শাবক তার পেছনে পেছনে এক সারিতে অনুসরণ করছে। যদিও সে তাকে উৎসাহ দেয় কিন্তু শীঘ্রই প্রতীয়মান হয় গ্রাফ অটো এভাবে বারবার যাত্রা বিরতির কারণে বিরক্ত বোধ করছে। পরের বার গাড়ি থামালে সে নেমে বন্দুকের র‍্যাক থেকে একটা রাইফেল বের করে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সে পাঁচ গুলিতে পাঁচটা গ্যাজেল মারে বেচারারা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। নিশানা ভেদের একটা অবিশ্বাস্য নমুনা, লিওন যদিও এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন হত্যা একেবারেই অপছন্দ করে, লিওন তাকে জিজ্ঞেস করার সময়ে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখে, 'মৃত পশুগুলো দিয়ে কি করতে চান, স্যার?'

'বাদ দাও,' রাইফেলটা র‍্যাকে রাখতে রাখতে হাত ঝাপটা দিয়ে রাগত কণ্ঠে সে বলে।

'একবার কি দেখবেনও না? একটার কিন্তু দারুণ শিং রয়েছে।'

'*নাইন।* তুমি বলেছো এসব প্রচুর রয়েছে। এগুলো শকুনের খোরাক হিসাবে রেখে দাও। আমি কেবল আমার বন্দুকের সাইট পরীক্ষা করছিলাম। চলো যাওয়া যাক।'

তারা রওয়ানা দেবার পরে লিওন লক্ষ করে, ইভার গাল ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে আর ঠোঁট পরস্পরের সাথে চেপে বসে আছে। সে ব্যাপারটাকে তার অসম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেয়, এবং তার ব্যাপারে নিজের মনোভাব এতে আরও বৃদ্ধি পায়।

গ্রাফের মনোযোগ পুরোটাই রাস্তায় নিবদ্ধ আর ইভা জাহাজের ব্রীজে তাদের প্রথম আলাপের পরে আর লিওনের চোখের দিকে সরাসরি তাকায়নি। সে তার সাথে কথাও

বলেনি, সে তার যাবতীয় আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসা গ্রাফের মাধ্যমেই তাকে জানিয়েছে। সে এর কারণ ভাবার চেষ্টা করে। এক হতে পারে সে সহজাতভাবেই অসম্ভব উদার অথবা সে চায় না ইভা অন্য লোকের সাথে কথা বলুক। তারপরে তার মনে পড়ে গুস্তাভের সাথে তার আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ আর কালিন্দিতে ম্যাক্স আর হেনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে সে তাদের সাথে সহজভাবে কথা বলেছে। তাহলে সে তার প্রতি কেন এত উদাস থাকছে আর অবহেলা করছে। পিছনের সিটে বসে সে গোপনে তার অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। একবার কি দুইবার সে নিজের সিটে অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসে বা সচেতন ভঙ্গিতে কানের নিচের আলগা চুল স্কার্ফের ভিতরে গুঁজে দেয় এবং তার দিকে ঘুরিয়ে রাখা গাল সূক্ষভাবে কয়েকবার আরক্তিম হয়ে উঠে যেন সে তার আগ্রহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

দুপুরে সামান্য পরে তারা ধুলোময় রাস্তায় আরেকটা বাঁকের কাছে পৌঁছে এবং গুস্তাভকে তার কিনারে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে হাত নেড়ে গাড়ি থামাতে বলে এবং গ্রাফ গাড়ি ব্রেক করে থামালে সে দৌড়ে ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে যায়। 'অপরাধ মার্জনা করবেন, কিন্তু আপনার জন্য দুপুরের খাবার প্রস্তুত করেছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে যোগ দেন।' সে দুশো গজ দূরে ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে।

'চমৎকার। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে,' গ্রাফ অটো উত্তর দেয়। 'রানিং বোর্ডে উঠে পড় আমি তোমাকে একটা লিফট দেবো।' গুস্তাভ গাড়ির পাশে ঝুলে দাঁড়ালে তারা রুক্ষ রাস্তা দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ট্রাকের দিকে এগিয়ে যায়।

ইসমায়েল চারটা গাছের মধ্যে সূর্যের আলো থেকে আড়াল করার জন্য ক্যানভাসের তৈরি একটা আচ্ছাদন যাকে কানাত বলে টাঙিয়েছে এবং তার ছায়ায় অস্থায়ী টেবিল আর ক্যাম্প চেয়ার স্থাপন করেছে। টেবিলের উপরে দুধসাদা লিনেনের চাদর বিছান উপরে রূপার কাটলারি আর চায়নার প্লেট সাজান। তারা আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে হাত-পায়ের খিল কাটাবার চেষ্টা করছে ইসমায়েল, মাথায় তার লাল ফেজ টুপি আর লম্বা সাদা *কানজা পরিহিত* অবস্থায় একপাত্র গরম পানি, সুগন্ধি সাবান আর একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে পর্যায়ক্রমে তাদের তিনজনের কাছেই এসে দাঁড়ায়।

তাদের হাতমুখ ধোয়া শেষ হলে, ম্যাক্স তাদের টেবিলে বসতে ইশারা করে। সেখানে বারকোশে রান্না করা শূকরের মাংসের টুকরো আর পনির রাখা, সাথে ঝুড়ি ভর্তি কালো রুটি, মাখনের স্তূপ আর রূপার ডিসে রাশিয়ান বেলুগা কেভিয়ার রাখা। পাশের টেবিলে সারি দিয়ে রাখা উজ্জ্বল হলুদ রঙের গিউর্জট্রামিনারের বোতলের প্রথমটার কর্ক খুলে লম্বা গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করে।

ইভা খুব বেছে খায়। সে কয়েক ঢোক ওয়াইন পান করে একটা বিস্কুটের উপরে এক চামচ ক্যাভিয়ার মাখিয়ে খায় কিন্তু গ্রাফ অটো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা বুভুক্ষু সৈন্যের মত খাবারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাবার শেষ হলে দেখা যায় সে একাই

গিউর্জট্রামিনারের দুটো বোতল সাবাড় করেছে এবং ক্যাভিয়ার, শূকরের মাংস আর পনিরের বারকোশের বুক খালি খালি করে ফেলেছে। গাড়ির চালকের আসনে বসার পরে তার ভিতরে ওয়াইনের কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না এবং তারা নাইরোবির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, কিন্তু এবার তার চালাবার গতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, হাসির বেগ অসংযত আর তার রসবোধ কম বিনয়ী।

তারা যখন রাস্তার পাশে এক সারিতে হেঁটে যাওয়া কালো মেয়েদের একটা দলের, মাথায় কাটা ঘাসের বোঝা, মুখোমুখি হয় সে গাড়ির গতি শ্লথ করে কোনো রাখঢাক ছাড়াই তাদের অনাবৃত স্তন দেখতে থাকে। তারপরে তারা যখন আবার রওয়ানা হয়, সে ইভার কোলের উপরে আধিকারিক আর পরিচিত ভঙ্গিতে হাত রেখে বলে, 'কেউ চকলেট পছন্দ করে– কিন্তু আমার পছন্দ ভ্যানিলা।' ইভা তার কব্জি ধরে পুনরায় স্টিয়ারিং হুইলের উপর সরিয়ে দেয় এবং বলে, 'অটো, রাস্তা এখানে বিপজ্জনক,' তার মন্তব্যে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পায় না, এবং লিওন ইভাকে এত সহজে তার হাতে অপমানিত হতে দেখে ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। সে তাকে রক্ষা করতে তাদের কথার মাঝে নাক গলাতে চায় কিন্তু ওয়াইনের প্রভাবাধীন গ্রাফ বিপজ্জনক আর খেয়ালী বিবেচনা করে বিরত থাকে। ইভার জন্যই, সে নিজেকে সংযত রাখে।

কিন্তু তারপরে সে ইভার উপরেই রেগে উঠে। সে কেন এধরনের আচরণ সহ্য করে? সেতো কোনো রাস্তার মেয়ে না। তারপরে সে আবিষ্কার করে বিস্মিত হয় যে সে আসলেই ঠিক তাই। সে একজন উচ্চ শ্রেণীর বারবণিতা। সে গ্রাফ অটোর খেলার পুতুল এবং সে নিজেকে কিছু চটকদার সস্তা অলঙ্কার আর খুব সম্ভবত বেশ্যার বেতনের বিনিময়ে নিজের শরীর তার হাতে তুলে দিয়েছে। সে তাকে অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করে। সে তাকে ঘৃণা করতে চায় কিন্তু আরেকটা চিন্তা দু'চোখের মাঝে ঘুষি মারার মত করে তাকে চমকে দেয়। যদি সে বেশ্যা হয় তাহলে সেও তো একই কাতারে পড়ে। সে রাজকুমারীর কথা ভাবে এবং আরও অনেকের কথা যাদের কাছে টাকার বিনিময়ে সে নিজেকে আর নিজের সেবা বিক্রি করেছে।

আমরা সবাই চেষ্টা করি ভালোভাবে টিকে থাকতে, নিজের আর ইভার পক্ষে যুক্তি দিতে সে চেষ্টা করে। যদি ইভা বেশ্যা হয় তাহলে আমরা সবাই তাই। কিন্তু সে জানে এর কোনোটাই প্রাসঙ্গিক না। তাকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করার এখন আর সম্ভব না, কারণ সে ইতিমধ্যেই অসহায়ভাবে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সূর্যাস্তের সময় তারা টানডালা ক্যাম্পে প্রবেশ করে এবং গ্রাফ অটো বিশেষভাবে তাদের জন্য তৈরি করা বিলাসবহুল কামরায় কোনো কথা না বলে ইভাকে নিয়ে উধাও হয়। ইসমায়েল আর তার তিন সহকারী তাদের ব্যক্তিগত ডাইনিং কক্ষে ডিনার সাজিয়ে রেখে আসে কিন্তু পরের দিন সকালের আগে দু'জনের টিকিটাও দেখা যায় না।

'*গুটেন টাগ*, কোর্টনী। এই চিঠিগুলো এখনই পোস্ট করার ব্যবস্থা করো।' গ্রাফ অটো তার হাতে এক গোছা, বার্লিনে অবস্থিত জার্মান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের দু'-মাথা বিশিষ্ট ঈগলের এমবস করা খাম, যা লাল মোম দিয়ে সীল করা, ধরিয়ে দেয়। চিঠিগুলো উপনিবেশের গভর্নর, এবং নাইরোবির অন্যান্য হোমরাচোমরা যাদের, ভিতরে লর্ড ডেলামেয়ার এবং বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকায় সম্রাটের রাজকীয় বাহিনীর অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেনরড ব্যালেনটাইনও আছে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত। 'চিঠিগুলো কাইজার সরকারের পক্ষে আমার পরিচিতিপত্র,' সে ব্যাখ্যা করে, 'চিঠিগুলো আজই প্রাপকের ঠিকানায় পৌছাতে হবে, দেরি করা চলবে না।'

'অবশ্যই, স্যার। আমি দেখছি সেটা যেন দ্রুত সম্পন্ন হয়।' লিওন ম্যাক্স রোজেনথালকে ডেকে পাঠায় এবং গ্রাফ অটোর সামনেই তাকে চিঠিগুলো পৌছে দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে। 'ম্যাক্স, একটা ট্রাক নিয়ে যাও। আর সবগুলো চিঠি বিলি করে ফিরে আসবে।'

ম্যাক্স বিদায় নিতে ইভা তাদের সাথে এসে যোগ দেয়। তার পরনে আজ ঘোড়সওয়ারির পোষাক, বিশ্রাম নেবার কারণে তাকে সতেজ দেখায় এবং সূর্যের আলোয় তার চুল চমকায় আর ত্বকের নিচ দিয়ে বহমান মিষ্টি নবীন রক্তের কারণে তা দীপ্তি ছড়ায়।

গ্রাফ অটো অনুমোদনের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণচোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে লিওনের দিকে তাকায়। 'আর কোর্টনী, আমরা এখন এয়ারফিল্ডে যাব। আমি আমার পাখিগুলো একটু উড়িয়ে দেখব।' রাতের বেলা শিকারের গাড়ি ধুয়ে মুছে পালিশ করে রাখা হয়েছে। তারা তিনজন সেটায় গিয়ে উঠে এবং গ্রাফ অটো নাইরোবির ভিতর দিয়ে পোলো গ্রাউন্ডের উদ্দেশ্যে গাড়ি হাঁকায়।

তারা পৌছে দেখে গুস্তাভ ইতিমধ্যে *বাটারফ্লাই* আর *বাম্বলবি* টেনে নিয়ে অবতরণ ক্ষেত্রের একপ্রান্তে রেখেছে। গুস্তাভের সাথে ব্যগ্রকণ্ঠে আলাপ করতে করতে গ্রাফ অটো প্রতিটা প্লেনের চারপাশ দিয়ে হেঁটে সতর্ক চোখে তাদের জরিপ করে। শেষপর্যন্ত সে ডানায় উঠে নিজেই ডানার সাথে আটকানো তারের প্রসারণ এবং কম্পন পরীক্ষা করে। সে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ফুয়েল লাইন আর থ্রটল কেবল খুঁটিয়ে দেখে। সে ফুয়েল ট্যাঙ্কের ফিলার ক্যাপ খুলে মাপনকাঠি দিয়ে লেভেল পরীক্ষা করে।

সকালের মাঝামাঝি সময়ে সে দুটো উড়োজাহাজের ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে এবং তারপরে সিঁড়ি দিয়ে *বাম্বলবি*র ককপিটে উঠে। হেলমেটের চিনস্ট্র্যাপ বেঁধে নিয়ে সে গুস্তাভকে ইশারা করে। দু'জন কিছুক্ষণ মূকাভিনয় করে এবং গ্রাফ অটো শিকারের গাড়ি দেখিয়ে যেন কি বলে। তারপরে গুস্তাভ ইঞ্জিন চালু করে। ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠলে আর ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে চলতে থাকলে, গ্রাফ ট্যাক্সি করে পোলো গ্রাউন্ডের শেষপ্রান্তে গিয়ে বিশাল বিমানটার নাক, যতক্ষণ না বাতাসের গতির সমান্তরালে আসে, ঘুরাতে থাকে।

ইঞ্জিনের শব্দে নাইরোবির প্রায় সব লোক কাঁটাতারের বেড়ার পাশে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং আরো একবার তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। চারটা ইঞ্জিন সিংহনাদে ফেটে পড়ে এবং *বাম্বলবি* হ্যাঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইভা আর লিওনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। লিওন তার সমকক্ষ হবার চেয়ে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। *বাম্বলবি* দ্রুত গতি সঞ্চয় করে। তার পেছনের চাকা মাটি থেকে শূন্যে ভেসে উঠে এবং লিওন নিশ্বাস আটকে দেখতে থাকে মাটির উপরে বিমানটার বিশাল পেট হাল্কা ঝাঁকি খায় তারপরে মাধ্যাকর্ষণের নাগাল এড়িয়ে শূন্যে ভেসে উঠে। বিশ ফিট বাকী থাকতে বিমানটা তাদের মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে যায়। উপস্থিত সবাই সহজাত প্রবৃত্তির বশে মাথা নিচু করে, কেবল ইভা সটান দাঁড়িয়ে থাকে।

লিওন সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়ে খেয়াল করে সে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে হাল্কা উপহাসের হাসি ঝুলে রয়েছে। 'হা ঈশ্বর!' সে তাকে মৃদু উত্যক্ত করে। 'তুমিই কি সেই বন্য প্রাণীর নির্মম হন্তারক অকুতোভয় শিকারী?'

তাদের পরিচয় হবার পরে এটা কেবল দ্বিতীয়বার সে সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং এই প্রথম সে তার সাথে সরাসরি কথা বলছে। গ্রাফ অটো ধারেপাশে না থাকলে তার আচরণ কেমন বদলে যায় সেটা খেয়াল করে সে চমকে উঠে। 'ফ্রলিন, আশা করি এটাই শেষবার আমি আপনার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলাম।' সে তার দিকে তাকিয়ে মাথাটা সামান্য নোয়ায়।

সে ঘুরে দাঁড়ায়, সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছিন্ন করে সে মাঠের উপরে ঘুরতে থাকা *বাম্বলবি*কে দেখার জন্য হাত দিয়ে চোখের উপরে আড়াল তৈরি করে। মৃদু প্রত্যাখ্যান কিন্তু লিওন তার হাসির স্মৃতি, হোক সেটায় বন্ধুত্বের চেয়ে উপহাসের ছটা বেশি, দারুণ উপভোগ করে। সে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে, *বাম্বলবি* অবতরণের জন্য ইতিমধ্যে মাঠের কাছে নেমে এসেছে।

গ্রাফ অটো অবতরণের পর ট্যাক্সি করে হ্যাঙ্গারে প্রবেশ করে। সে ইঞ্জিন বন্ধ করে এবং সিঁড়ি দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেমে আসে। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা বুনো চিৎকারে ফেটে পড়ে, আর সেও দস্তানা পরা হাত নেড়ে তাদের ধন্যবাদ জানায়। গুস্তাভ তার দিকে দৌড়ে যায় এবং দু'জনে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে *বাটারফ্লাই*য়ের দিকে এগিয়ে যায়। গ্রাফ অটো সিঁড়ির কাছে তাকে রেখে একা ককপিটে উঠে যায় এবং ইঞ্জিন চালু করে। সে ট্যাক্সি করে তাকে পোলো মাঠের একপ্রান্তে নিয়ে যায় এবং অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সগর্জনে তাদের দিকে ধেয়ে আসে। লিওন আরো একবার উড্ডয়নের যাদু দেখে বিমোহিত হয় যখন *বাটারফ্লাই* মাটি ছেড়ে শূন্যে ভেসে তাদের মাথার উপর দিয়ে খুব নিচু হয়ে উড়ে যায়। এবার সে পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যখন সে তার দিকে তাকায়, দেখে আবার সে আড়চোখে তাকে দেখছে। সে তার মাথা কাত করে আর তার বেগুনী চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে উঠে। তার গলার স্বর

সমবেত জনতার উল্লসিত চিৎকারে চাপা পড়ে যায় কিন্তু লিওন তার ঠোঁটের ভাষা পড়তে পারে যা একটা শব্দ উচ্চারণ করে 'ব্রাভো!' বিদ্রুপের মাত্রা আরেকটা ছোট গোপন হাসিতে হ্রাস পায়। তারপরে সে ঘুরে আবার বিমানের দিকে তাকায় সেটা তখন মাঠের উপরে দু'বার চক্কর দিয়ে অবতরণের জন্য বাতাসের গতির সমান্তরালে এসেছে। আলতো করে নেমে এসে তারা হ্যাঙ্গারের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে এসে থামে।

লিওন আশা করে গ্রাফ ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে আসবে কিন্তু তার বদলে ককপিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে সে নিচের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখে। ইভার উপরে চোখ পড়ামাত্র সে তাকে তার কাছে আসতে ইশারা করে। ইভা তার কথা মত দ্রুত এগোতে থাকে। গুস্তাভ দু'জন সহকারীর সাথে সিঁড়ি নিয়ে তার সামনে দৌড়ে যায়। *বাটারফ্লাইয়ের* দিকে অর্ধেক এগোবার পরে প্রপেলারের কাটা বাতাসের স্রোত ইভার নাগাল পায় আর তার পায়ে স্কার্ট পেঁচিয়ে দেয়। তার মাথার দীর্ঘ কিনারাযুক্ত টুপি উড়াল দেয় আর একরাশ কালো চুল তার মুখ ঢেকে ফেলে। সে হেসে উঠে এবং দৌড় বজায় রাখে। তার টুপি গড়িয়ে লিওন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আসে এবং তার পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাবার সময়ে সে টুপিটা তুলে নেয়।

ইভা সিঁড়ির কাছে পৌঁছে এবং ডাসা ধরে লঘু পায়ে উঠে যায়। বোঝাই যায় আগে বহুবার সে এই একই কাজ করেছে। লিওন তাকে ককপিটের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে। তারপরে গ্রাফ অটোর হেলমেট পরা মাথা তার দিকে তাকায় এবং তাকে ইশারা করে। চমকে উঠে লিওন নিজের বুকে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে স্পর্শ করে। 'কে আমি?' গ্রাফ অটো প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আবার তাকে ডাকে, এবার একটু অধৈর্য্য মনে হয় তাকে।

লিওন প্রপেলারের বাতাসের স্রোতের ভিতর দিয়ে দৌড়ে যায়, উত্তেজনায় তার বুক কাঁপতে থাকে এবং দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে। সে ককপিটে পৌঁছে ইভার হাতে তার টুপিটা ফিরিয়ে দেয়। টুপিটা তার হাত নেবার সময় সে তার দিকে একবারও তাকায় না। কিছুক্ষণ আগের হাসিখুশী আন্তরিকতার কিছুই তার ভিতরে দেখা যায় না, যেন সেরকম কিছুই আদৌ ঘটেনি। তার মাথায় এখন একটা চামড়ার ফ্লাইং হেলমেট, তার থুতনির নিচে সেটার স্ট্র্যাপ আটকানো। তারপরে সে তার চোখে ধোয়াটে কাঁচের একটা গগলস আটকায়। 'মইটা তুলে নাও,' গ্রাফ চিৎকার করে এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বোঝায়। লিওন ঝুঁকে মইটা তুলে নিয়ে বিমানের ভিতরের একটা হুকে সেটা আটকে দেয়।

'বেশ, এবার এখানে বসো!' গ্রাফ তার পাশের সিটটা দেখিয়ে বলে। লিওন সেখানে বসে নিজের কোলের উপরে সেফটি বেল্ট আটকায়। গ্রাফ নিজের হাত চোঙার মত করে তার কানের পাশে এনে চিৎকার করে, 'তুমি আমাকে পথ দেখাবে, *জ্যা?*'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' লিওন পাল্টা চিৎকার করে জানতে চায়।

'তোমার সবচেয়ে কাছের শিকারের ক্যাম্পে?'

'সেটা এখান থেকে একশো মাইলেরও বেশি দূরে,' লিওন আপত্তির সুরে বলে।

'মাত্র, অল্পই দূরত্ব! আমরা সেখানে যাব। সে থ্রটল রিলিজ করে এবং ট্র্যাক্সি করে মাঠের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যায়, সামান্য সময় থেমে ড্যাশবোর্ডের ডায়ালগুলো একবার পরীক্ষা করে এবং ধীরে চারটা থ্রটলই তাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় ঠেলে দেয়। মীরবাখ্ ইঞ্জিনের গর্জন কানে তালা লাগিয়ে দেয়। *বাটারফ্লাই* বাধন ছিঁড়ে সামনে এগোয়, অবতরণক্ষেত্রের প্রতিটা অসঙ্গতি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জানান দেয়, দ্রুত গতি বাড়ার সাথে সাথে তার দু'পাশের ডানা কাঁপে আর সামান্য ওঠানামা করে। লিওন ককপিটের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে সামনে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে। বাতাসের ঝাপটায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে কিন্তু ইঞ্জিনের মতই তার হৃৎপিণ্ড আওয়াজ করতে থাকে। তারপরে সহসা সমস্ত কাঁপাকাঁপি এক নাটকীয় আকস্মিকতায় থেমে যায়। লিওন পাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে পৃথিবী তার নিচে খসে পড়ছে। 'আমরা উড়ছি!' রস বাতাসে চিৎকার করে বলে। 'আমরা সত্যিই উড়ছি!' সে তার নিচে শহর দেখতে পায় কিন্তু এক মুহূর্ত সময় লাগে সেটা চিনতে। উপর থেকে সবকিছুই ভিন্ন রকম দেখায়। অন্যসব দালানকোঠা চেনার আগে আঁকাবাঁকা রেললাইন দেখে তাকে দিক ঠিক করতে হয় গোলাপি দেয়াল মুথাইগা কান্ট্রি ক্লাব; ডেলামেয়ারের নতুন হোটেলের চকচকে টিনের ছাদ; সাদা চুনকাম করা সরকারী ভবনসমূহ এবং গভর্নরের বাসভবন।

'কোন দিকে?' গ্রাফ অটো তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তার হাত ধরে ঝাঁকি দেয়।

'রেললাইন অনুসরণ করতে থাকেন।' লিওন পশ্চিম দিক দেখিয়ে বলে। সে দু'হাতে তার চোখ শত মাইল বেগে ধেয়ে আসা বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে যা তার মুখে চাবুকের মত আঘাত করে। গ্রাফ তার পাজরে হাড় সর্বস্ব আঙ্গুল দিয়ে একটা খোঁচা মেরে ককপিটের পাশে একটা ছোট কাবি হোল ইশারায় দেখায়। লিওন সেটা খুলে ভেতরে আরেকটা চামড়ার হেলমেট দেখতে পায়। সে সেটা মাথায় পড়ে স্ট্র্যাপটা থুতনির নিচে আটকে গগলসটা চোখে পড়ে। এখন আর দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না আর হেলমেটের ফ্ল্যাপ তার কানকে বাতাসের গর্জন থেকে রক্ষা করে।

সে যখন হেলমেট পরতে ব্যস্ত ছিল সেই ফাঁকে ইভা উঠে দাঁড়িয়ে ককপিটের সামনে গিয়ে ককপিটের কিনারায় সন্নিবেশিত রেইল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। *বাটারফ্লাইয়ের* গতির সাথে তাল মিলিয়ে সাবলীলভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকলে, তাকে দেখে তখন ম্যান-ও'-ওয়ার এর অগ্রভাগের ফিগারহেডের মত মনে হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানটা অপ্রত্যাশিত আর বিরক্তিকর ভঙ্গিতে দ্রুত উচ্চতা হারায়। লিওন আতঙ্কে অধীর হয়ে সামনের হাতল আঁকড়ে ধরে। তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না, সে বুঝতে পারে যে তারা আকাশ থেকে খসে পড়তে চলেছে, আর

নিচের পৃথিবীর বুকে ধ্বংসস্তূপের মাঝে দ্রুত কিন্তু নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করাই লেখা রয়েছে তার নিয়তিতে। কিন্তু *বাটারফ্লাই* ব্যাপারটা পাত্তাই দেয় না– মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে মার্জিত ভঙ্গিতে ক্ষোভ প্রকাশের মত সে কয়েকবার তার ডানা আন্দোলিত করে এবং নির্বিকার ভঙ্গিতে পশ্চিম দিকে উড়ে চলে।

বিমানের নাকের কাছে ইভা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তখনই কেবল সে লক্ষ করে যে কোমড়ে সেফটি বেল্ট বাধা রয়েছে আর সেখান থেকে ঝোলান রশির অন্যপ্রান্তে সন্নিবেশিত ডি আকৃতির কারাবিনার স্ন্যাপ-লিঙ্ক তার দু'পায়ের মাঝে অবস্থিত একটা ইস্পাতের আই বোল্টের সাথে আটকানো রয়েছে। *বাটারফ্লাই* যখন ধপাস করে নিচে নেমেছে তখন এটা তাকে জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

গ্রাফ এখনও তার বিশাল তিল পড়া হাত দিয়ে মার্জিত ভঙ্গিতে কন্ট্রোলের লিভার নাড়াচাড়া করছে। ঠোঁটের কোণে না জ্বালান কোহিবা সিগার আটকে সে লিওনের দিকে তাকিয়ে দেতো হাসি হাসে। 'থার্মাল!' বাতাসের ঝাপটার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে সে বলে, 'ও কিছু না।'

নিজের আতঙ্কিত আচরণের কারণে লিওন মর্মে মরে যায়। উড্ডয়নের সূত্র সম্পর্কে তার যথেষ্ট পড়াশোনা রয়েছে এবং সে জানে যে পানির মত বাতাসেও স্রোত আর আবর্ত রয়েছে যার মতিগতি বোঝা মুশকিল।

'সামনে যাও।' গ্রাফ ইশারা করে তাকে। 'সামনে যাও যেখান থেকে তুমি আমাকে পথ দেখাতে পারবে।' লিওন আড়ষ্টভঙ্গিতে ককপিটের সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ইভা সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয় এবং সে তার পাশে দাঁড়ায় এবং নিজের সেফটিবেল্ট রিঙ বোল্টের সাথে আটকায়। তারা দু'জনেই রেলিং এর উপরে দু'হাত দিয়ে রেখেছে। তারা দু'জন এত কাছাকাছি যে লিওন কল্পনা করে, যে বাতাসের ঝাপটা কাটিয়ে সে তার বিশেষ সুগন্ধির রেশ অনুভব করতে পারছে। সামনের দিকে মুখ করে সে চোখের কোণা দিয়ে তার দিকে তাকায়। ইঞ্জিনের প্রপেলার থেকে বের হওয়া বাতাস স্কার্ট আর ব্লাউজ তার শরীরের সাথে সেঁটে দিয়েছে যে প্রতিটা বাঁক আর বর্ধিত অংশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই প্রথমবার সে তার পায়ের গড়ন দেখতে পায়, লম্বা আর সুগঠিত। তারপরে সে তার দেহের সামনে ভেলভেটের জ্যাকেটের নিচে ফুলে থাকা জোড়া ঢিবির দিকে তাকায়। এক নজরেই সে বুঝতে পারে যে বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, তাদের আকৃতি তার চেয়ে বিশাল এবং ভ্যারিটি ও'হারার চেয়ে সুডৌল আর বর্তুলাকার। সে জোর করে চোখ সরিয়ে সামনে তাকায়।

তারা ইতিমধ্যে গ্রেট রিফট ভ্যালীর প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সে ইস্পাতের পাতের চমকানি খুঁজে বের করে, যেখানে রেললাইন পাহাড়ের ঢাল থেকে নিচের উপত্যকার আগ্নেয় সমভূমির বুকে নামা শুরু করেছে। সে পিছনে তাকিয়ে গ্রাফ অটোকে তার ইশারায় নব্বই ডিগ্রী দক্ষিণে বাঁক নিতে বলে। জার্মান মাথা নাড়ে এবং *বাটারফ্লাই*

একদিকের ডানা নিচু করে আর অলস ভঙ্গিতে বামদিকে বাঁক নিতে থাকে। কেন্দ্রবিমুখী বল ইভাকে তার দিকে সামান্য ঠেলে দেয় এবং তার উষ্ণ ঊরুর বহিরাংশের চাপ নিজের উপরে দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক মুহূর্ত অনুভব করে। ব্যাপারটা ইভা লক্ষই করেনি বলে মনে হয়, কারণ নিজেকে সরিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টাই সে করে না। তারপরে গ্রাফ অটো পোর্ট সাইডের ডানা উঁচু করলে *বাটারফ্লাই* তার অক্ষের উপরে সোজা হয়। সেই সাথে সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়।

গ্রেট রিফট ভ্যালী তাদের সামনে নিজেকে উন্মোচিত করে। এই উচ্চতা থেকে তাকে একটা স্বর্গীয় দৃশ্যের মত দেখায় যাতে কেবল মানুষেরই না ঈশ্বর আর তার দূতদেরও অধিকার রয়েছে। লিওন এখনই কেবল নিচের ভূখণ্ডের বিশালত্ব অনুভব করতে পারে– শুকনো পাথুরে পাহাড়, সিংহের গায়ের মত সমভূমির উপরে ঘন অরণ্যের বিস্তার এবং নীলপাহাড়ী চূড়া অনির্ণেয় দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত।

সহসা তাদের পায়ের নিচের পাটাতন মড়মড় করে উঠে। দেখা যায় গ্রাফ *বাটারফ্লাই*য়ের নাক নিচু করেছে এবং নিচের বায়বীয় শূন্যতায় সে নামতে থাকে। পাহাড়ের চূড়াগুলো দ্রুত তাদের নিচ দিয়ে অতিক্রম করে, এত কাছে যে মনে হয় প্লেনের চাকা পাথরের বুকে ধাক্কা দেবে। লিওন দেখে ইভার হাত রেইলের উপর মুঠি হয়ে রয়েছে। সে দেখতে পায় উদ্বিগ্নতা তার শরীর পেছন দিকে বাঁকিয়ে ফেলেছে। তার পূর্বের উপেক্ষা ফেরৎ দেবার অভিপ্রায়ে লিওন রেইল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কোমরের উপরে রাখে এবং প্লেনের গোত্তা খাওয়ার দিকে ঝুঁকে সহজভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার আর সে তাকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং অসাম্য বল যা তার শরীরকে টানছে, তার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে সে দ্রুত তার দিকে তাকায়। তারপরে সে সামনের দিকে তাকায় এবং রেইল থেকে একটা হাত তুলে নিয়ে পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে সেটার তালু উপরের দিকে করে রাখে।

গ্রাফ *বাটারফ্লাই*য়ের নাক নিচের উপত্যকার দিকে গোত্তা খাওয়া অবস্থা থেকে সোজা করে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে লিওনের পা কুঁকড়ে যেতে চায় এবং আরো একবার ইভা তার উপরে ভর দেয়। *বাটারফ্লাই* আরো একবার তার অক্ষের উপরে সোজা হলে সে দূরে সরে যায়। তারা এখন পাহাড়ের ঢালের পাশ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে পোর্টসাইডের জানালা দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল ছিটকে সরে যেতে থাকে, এত কাছে মনে হয় যে যেকোনো মুহূর্তে বিমানের ডানা দেয়ালে গুঁতো দেবে।

সহসা লিওন মাইলখানেক সামনে কালো গুবরে পোকার একটা বিশাল ঝাঁক দেখতে পায়। *বাটারফ্লাই* সেদিকে ধেয়ে গেলে কেবল তখনই সে বুঝতে পারে সেটা আসলে তাদের আগমনের শব্দে ভীত হয়ে দৌড়াতে থাকা মহিষের একটা বিশাল ঝাঁক। সে গ্রাফকে আরো একবার হাতের ইশারা করে এবং সে পালাতে থাকা ঝাঁকের অভিমুখে *বাটারফ্লাই*কে খাড়াভাবে নামিয়ে আনে। ইভা আরো একবার তার উপরে সমস্ত ওজন নিয়ে এসে পড়ে, কিন্তু এবার সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোমর দিয়ে তাকে একটা

গুঁতো দেয়। তার কোমরের ভিতরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। সে বুঝতে পারে ইভা তাকে জানাতে চাইছে– এসব শারীরিক স্পর্শের বিষয়গুলো সম্পর্কে তার মত সেও সচেতন।

তারা দৌড়াতে থাকা মহিষের পিঠের উপর দিয়ে উড়ে যায়, এত নিচ দিয়ে যে লিওন তাদের চুলের সাথে আটকে থাকা কাদার টুকরো আলাদা করে চিনতে পারে এবং সামনের মহিষের পিঠে আড়াআড়িভাবে থাকা সমান্তরাল আঁচড়ের দাগ দেখতে পায়, যা কোনো হামলাকারী সিংহের তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা সৃষ্ট।

তারা উড়তে থাকে যতক্ষণ না ইভা উত্তেজিত ভঙ্গিতে তার পাশের জানালা দিয়ে কিছু ইঙ্গিত করে। তার নির্দেশিত দিকে গ্রাফ বিমান ঘুরায়। *বাটারফ্লাই* আবার সোজা হলে দেখা যায় তাদের কিছুটা সামনে ঘন কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে পাঁচটা মর্দা হাতি হেলেদুলে হেঁটে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাব অনুপস্থিত তারপরেও ইভা কোমর দিয়ে তাকে আরেকটা গুঁতো দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়। আক্ষরিক অর্থেই গ্রাফ অটোর নাকের সামনে এক বিপজ্জনক কিন্তু ছেলেমানুষি খেলায় তারা মেতে উঠে। লিওন বাতাসের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং মাথা একটুও না ঘুরিয়ে ইভা পাপড়ির নিচ দিয়ে তার দিকে তাকায় এবং লুকিয়ে হাসে।

ধাবমান হাতির দিকে তারা ধেয়ে যায়। লিওন খেয়াল করে পালের প্রতিটাই বুড়ো আর অন্তত দুটোর দাঁত একশ পাউন্ডের বেশি ওজন হবে। বাকিগুলোর ভিতরে একটার একটা অবশিষ্ট রয়েছে, অন্যটা গোড়া থেকে ভাঙা কিন্তু যেটা আছে সেটা বিশাল দলের সবার দাঁত সেটার কাছে খর্বকায় দেখায়। অটো নিচে নামে, তারপরে আরেকটু নিচে, শেষে মনে হয় সে সোজা উড়ে গিয়ে পালের উপর আছড়ে পড়বে। হাতির দল বোধহয় বুঝতে পারে এই নাছোড়বান্দা বেল্লিকটার কবল থেকে নিস্তার নেই। তারা ঘুরে দাঁড়ায়, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যূথবদ্ধ হয় এবং দুর্ভেদ্য ব্যূহ গড়ে তোলে আকাশের আপদটার মোকাবেলা করতে। তাদের উচ্চকণ্ঠের ডাক লিওন ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে শুনতে পায়, তারা একজোট হয়ে বিমানটার সোজাসুজি ধেয়ে আসে। তাদের উপর দিয়ে সগর্জনে অতিক্রম করার সময়ে হাতির পাল ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে তাকায়, কান প্রসারিত আর সাপের মত শুড় উঁচু করা যেন সেটা দিয়েই আকাশ থেকে *বাটারফ্লাই*কে টেনে নামাবে।

গ্রাফ এবার ভূমি থেকে কয়েকশ ফিট টানা উপরে উঠে আসে এবং দক্ষিণদিকে উড়ে চলে। নতুন অপ্রত্যাশিত দৃশ্যপট তাদের সামনে উন্মোচিত হয়। লুকান উপত্যকা, গোপন প্রবেশপথ আর রিফটের দেয়ালের গায়ের ফাটলের উপর দিয়ে উড়ে যায়, যার কিছু কিছু লিওন কোনো সার্ভে ম্যাপেই দেখেনি। দু'তিনটা উপত্যকায় ঝর্ণা রয়েছে এবং সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত যার উপরে জিরাফ থেকে গণ্ডার সব ধরনের তৃণভোজীরা এসে ভীড় করেছে। লিওন প্রতিটার সঠিক অবস্থান মনে রাখার চেষ্টা করে যাতে পরে সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার জন্য ফিরে আসতে পারে কিন্তু তারা এত দ্রুত উড়ে চলেছে যে তাদের গতিপথের চিহ্ন মনে রাখা তার জন্য অসম্ভব হয়ে উঠে।

তারা উপরে উঠতেই থাকে যতক্ষণ না একশো কি তারও বেশি মাইল দূরে দক্ষিণের দিগন্তে কিলিমানজারোর বিশাল স্তূপ পর্বত তাদের সামনে ভেসে উঠে। দূরত্বের কারণে পাহাড়কে নীল দেখায় এবং এর চূড়ায় রূপালি মেঘের আবরণ জড়িয়ে রয়েছে যার ভিতর দিয়ে সূর্যের সোনালী আলোর ফলা বের হয়ে এসেছে। গ্রাফ অটো তারপরে ডানা আন্দোলিত করে লিওনের মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং কাছেই বিশ কি ত্রিশ মাইল দূরের এক পাহাড় তাকে দেখায়। পাহাড়টার চ্যাপ্টা মাথা ভুল হবার কোনো কারণই নেই আর সেটাই সম্ভবত তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

'লনসনইয়ো পাহাড়!' লিওন চেঁচিয়ে উঠে বলে কিন্তু বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জনে তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। 'ওদিকে চল!' সে হাত তীব্রভাবে আন্দোলিত করে বলে আর গ্রাফও তার আবেদনে সাড়া দেয়। *বাটারফ্লাই* উপরে উঠতে শুরু করে কিন্তু লনসনইয়ো সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু আর বিমানটার উড্ডয়নের সীমার কাছাকাছি। প্রথম দিকে সে দ্রুত উঠে যায় কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তার উড্ডয়নের গতি হ্রাস পেতে থাকে। সে এতটাই স্থবির হয়ে পড়ে যে পাহাড়ের চূড়ার পঞ্চাশ ফিট উপরে তারা কোনোমতে উঠে আসে।

তাদের নিচে, লুসিমার গরুর পাল উঁচু সমতল ভূমির মিষ্টি ঘাসের উপর চরে বেড়াচ্ছে। গরুর পালের পিছনে লিওন কুঁড়েঘর আর খোয়ারের আকৃতি সনাক্ত করে, *ম্যানইয়াত্তা* আর গ্রাফকে গ্রামের দিকে ঘুরতে বলে। তাদের যাত্রাপথের নিচে মুরগী, উলঙ্গ ছেলের দল ছড়িয়ে থাকে। লুসিমার বাসাটা অনেক বাসার ভীড়ে সনাক্ত করা সহজ, কারণ সেটাই সবচেয়ে বড় আর চাকচিক্যময়, তার বৈঠকের গাছের প্রসারিত ডালপালার কাছেই বাসাটার অবস্থান। তারা একেবারে মাথার উপরে উঠে না আসা পর্যন্ত লুসিমাকে দেখা যায় না। তারপরে, সহসা, মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে তাকে বের হতে দেখা যায় সোজা তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার লজ্জাস্থান কেবল ঢাকা আর তার গলা, হাতে আর পায়ের গোড়ালীতে রঙিন মালা আর বালা। সে *বাটারফ্লাই*য়ের দিকে ছেলেমানুষী আতঙ্কে তাকিয়ে থাকে।

'লুসিমা!' লিওন চিৎকার করে, পাগলের মত হেলমেট গগলস খুলে সে হাত নাড়তে থাকে। 'লুসিমা মা! দেখো আমি! ম'বোগো তোমার ছেলে!' তার চিৎকারের কারণেই হয়ত সে তাকে চিনতে পারে এবং তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সেও পাল্টা হাত নাড়ে কিন্তু তারপরেই তারা তাকে অতিক্রম করে যায় এবং পাহাড়ের দূরবর্তী দিক দিয়ে নিচে নামতে শুরু করে।

গ্রাফ অটো আরো একবার ডানা উঁচুনিচু করে এবং হাতের ইশারায় লিওনের কাছে জানতে চায় হান্টিং ক্যাম্পে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে। লনসনইয়ো পাহাড়ের শেষপ্রান্ত দিয়ে তারা পাহাড় অতিক্রম করেছে, লিওন তাই টেবিল ল্যান্ডের নিচের খাড়া পাহাড় বৃত্তাকারে ঘুরে ডানহাত বরাবর যেতে বলে। সে পাহাড়ের এই দিকটা সে আগে কখনও দেখেনি। এতদিন পর্যন্ত সে দক্ষিণের দিক দিয়েই কেবল ওঠানামা করেছে।

মধ্যযুগীয় বিশালাকার দুর্গের বাইরের দেয়ালের মত পাথুরে পাহাড় খাড়া এবং দুর্ভেদ্য এবং ছত্রাকের কল্যাণে সেটা নানা রঙে শোভিত। তারপরে, অপ্রত্যাশিতভাবে, *বাটারফ্লাই* দেয়ালে একটা ফাটলের পাশে এসে হাজির হয়, পাথরের গায়ে একটা উল্লম্ব ফাটল চূড়া থেকে ক্লিফ আলাদা করে একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত নেমে গেছে। ফাটলের শীর্ষে ক্লিফের প্রান্ত থেকে পানির একটা উজ্জ্বল ধারা গড়িয়ে পড়ছে, একটা স্রোতধারা যা উপরের টেবিল ল্যান্ডের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করে এবং ঢেউ খেলান ফিতার শ্যাওলা জমা কালো পাথরের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। তারা পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বাতাস তাদের মুখে সূক্ষ্ম পানির চক্র ছিটিয়ে দেয়। তাদের গগলসের কাঁচ ঝাপসা হয়ে যায় আর মুখে এসে পড়তে বোঝা যায় পানি বরফের মত ঠাণ্ডা।

কয়েকশো ফুট নিচে ক্লিফের পাদদেশে একটা কুণ্ডের এসে আছড়ে পড়ছে পানির ধারা। সূর্যের আলো সেই রহস্যময় আর অন্ধকার গিরিসঙ্কটে পৌছাতে পারে না– সবসময়ে ছায়াময় যা কণ্ডটাকে কালির দোয়াতের মত কালো করে তুলেছে। এত নিখুঁতভাবে কুণ্ডটা বৃত্তাকারে কাটা যে মনে হয় প্রাচীন রোমান বা মিশরীয় স্থপতিদের কীর্তি বলে মনে হয়। তার এই অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য কয়েক সেকেন্ড দেখতে পায়, তারপরেই তারা কুণ্ডটা অতিক্রম করে আসে; পাথরের সরু ফাটলটা পেছনে বিশাল ক্যাথিড্রালের দরজার মত জলপ্রপাতের সমস্ত নিদর্শন তাদের দৃশ্যপট থেকে আড়াল করে নেয়।

পাহাড়ের ছায়া থেকে তারা বেরিয়ে আসলে, দেখা যায় সূর্য ইতিমধ্যে ধুলো আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে লাল হতে শুরু করেছে এবং দিগন্তের উপরে ঝুলে রয়েছে। লিওন বেগুনী সমভূমির দিকে তাকায়, তার চোখ হান্টিং ক্যাম্পের নিশানা খুঁজছে। অবশেষে, অনেক দূরে, লম্বা খুঁটির শীর্ষে অবতরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকা রূপালি হাতার মত পতাকাটা দেখতে পায়। সে গ্রাফ অটোকে বিমান সেদিকে ঘুরাতে বলে এবং শীঘ্রই তারা ক্যানভাসের জটলা আর নতুন ছাওয়া খড়ের ছাদ দেখতে পায়, লিওন যার নাম রেখেছে পার্সিস ক্যাম্প। ঠিক পেছনেই রয়েছে একটা ছোট টিলা কয়েকশো ফিট উঁচু হবে কিন্তু আশেপাশে অনেকদূর থেকে দেখা যায়।

গ্রাফ ক্যাম্পের চারপাশে চক্কর দেয় অবতরণ ক্ষেত্রের প্রকৃতি আর বাতাসের গতিবেগ বুঝতে। তারা ক্যাম্পের দূরবর্তী দিকে গিয়ে ঘুরলে, লিওন ডানার পাশ দিয়ে নিচের হুকথর্নের আপাত দুর্ভেদ্য ঝোপের দিকে তাকায়। আশেপাশে কয়েক মাইল পর্যন্ত ঝোপটা বিস্তৃত এবং এর ভিতরে সে আরেকটা গাঢ় রঙের জোট লক্ষ করে। তাদের আকৃতি দেখে সে সাথে সাথে বুঝতে পারে সেগুলো মোষের পাল, তিনটে বুড়ো মর্দা। একটা জিনিস নিশ্চিত আর সেটা এই ঐ বুড়ো নিঃসঙ্গ মোষগুলো গোয়ার আর বিপজ্জনক। তারা যখন মাথা তুলে বিমানের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকায়, লিওন দ্রুত

তাদের জরিপ করে এবং নিজেই বিড়বিড় করে বলে, 'তাদের ভিতরে একটাও ভালো মাথা নেই। তারা সবাই *ইয়ারমুলকাস*। ইহুদি প্রার্থনা টুপির অপ্রাসঙ্গিক তুলনা, পুরানকালের শিকারীরা ক্ষয়ে যাওয়া বুড়ো মোষের শিং বোঝাতে ব্যবহার করতো। এতই পুরাতন আর বুড়ো যে সবকিছু ক্ষয়ে গিয়ে কেবল খুলির উপরে শিংয়ের গোড়াটা টিকে আছে।

গ্রাফ অটো অবতরণ করে রানওয়ের শেষপ্রান্তে *বাটারফ্লাই*কে নিয়ে যাবার সময়ে, তারা ক্যাম্প থেকে রুক্ষ রাস্তা দিয়ে ধুলোর একটা ঝড় ধেয়ে আসতে দেখে। কিছুক্ষণ পরে দৃশ্যপটে একটা ট্রাক ভেসে উঠে যার চালকের আসনে হেনী আর ম্যানইয়রো এবং লইকত পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দুঃখিত, বস!' ককপিট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে হেনী লিওনকে স্বাগত জানায়। 'আমরা আগামী কয়েক সপ্তাহ পরে আপনাদের আগমন প্রত্যাশা করেছিলাম। আপনারা আমাদের চমকে দিয়েছেন।' তাকে দৃশ্যত হতভম্ভ দেখায়।

'আমাকে দেখে যেমন তুমি অবাক হয়েছো, তেমনি আমিও এখানে এসে অবাক হয়েছি। গ্রাফ সবকিছু নিজের সময়সূচী অনুযায়ী করে। খাবার আর পানীয় রয়েছে ক্যাম্পে?'

'*জ্যা!*' হেনী মাথা নাড়ে। 'ম্যাক্স তানডালা থেকে প্রচুর নিয়ে এসেছে।'

'গোসলখানায় গরমপানি আছে? বিছানা তৈরি আর থানডারবক্সে টিস্যু দেয়া হয়েছে?'

'আপনি আবার জিজ্ঞেস করার আগেই দেয়া হবে,' হেনী প্রতিশ্রুতি দেয়।

'তাহলে আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। গ্রাফের পারিবারিক মটো হলো "*ডুর‍্যাবো*", আমি টিকে থাকবো। আজ সন্ধ্যায় তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে,' লিওন বলে, এবং সিঁড়ি দিয়ে গ্রাফ নেমে আসলে তার দিকে ফিরে তাকায়।

'আমি আপনাকে বলতে পেরে আনন্দিত যে সবকিছু আপনার জন্য তৈরি অবস্থায় রয়েছে, স্যার,' সে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে মিথ্যা কথাটা বলে এবং দু'জনকে নিয়ে তাদের কোয়ার্টারের দিকে যায়।

হেনী আর তার বাঁধুনির দল কোনোভাবে এক অসম্ভব সম্ভব করে। তানডালা থেকে ম্যাক্সের নিয়ে আসা খাবারের ক্রেট থেকে তারা চলনসই খাবার প্রস্তুত করে এবং লিওন মেস টেন্টে তার অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করে। ইভা প্রথমে ঢুকলে সে তাকে দেখে চমকে উঠে। সে এই প্রথম কুলোট্টি পরিহিত কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখলো, সাহসী আর আভা-গার্ডে ফ্যাশন শৈলী যা এখন কলোনীতে এসে পৌঁছায়নি। যদিও পায়ের দৈর্ঘ্য বরাবর আর পিছনের দিকে কাটা রয়েছে, কিন্তু সুন্দর কাপড়ের নিচে কি রয়েছে সেটা অনুমান করতে তার কষ্ট হয়না। তার পিছন পিছন গ্রাফ অটো প্রবেশের ঠিক আগে সে তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

হেনী বুদ্ধি করে ক্যানভাসের ওয়েট-ব্যাগে কয়েক কেস মীরবাখ্ এইসব লাগ্যার বিয়ার ঠাণ্ডা করে রেখেছিল। মিউনিখে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক অক্টোবর বিয়ারফেস্টে এই বিয়ারটা অসংখ্য পদক জিতেছে। মীরবাখ্ উৎপাদনকারী সাম্রাজ্যের একটা ছোট হিস্যা জার্মানীর এক বিশাল ভাটিখানায় এটা প্রস্তুত হয়। নিজেই নিজের জিনিসের সেরা খদ্দের, গ্রাফ প্রায় আধ গ্যালন বিয়ার একাই পান করে ডিনার পরিবেশনের পূর্বে রুচিটাকে চাঙ্গা করতে।

টেবিলের মাথায় যখন সে তার নির্ধারিত আসন গ্রহণ করে তখন সে বিয়ার ছেড়ে বার্গ্যান্ডি নিয়ে পড়ে, বিখ্যাত রোমানী কনটি ১৮৯৬, যা উইসক্রিচের সেলার থেকে সে নিজে পছন্দ করেছে। লালচে খয়েরী রঙের এ্যান্টিলোপের লিভার কুঁচিয়ে তৈরি করা হরস ডি'ওয়িউবরের আর ক্ষুধাবর্ধক হিসাবে বুনো হাঁসের বুকের মাংস ফালি করে ভাজা লিভারের বিছান এনট্রির সাথে এটা সুন্দর যায়। গ্রাফ অটো পঞ্চাশ বছরের পুরান পোর্ট কয়েক গ্লাস পান করার পরে হাভানার মন্টেক্রিস্টো সিগার ধরিয়ে ভোজন পর্ব শেষ করে।

সে কষে সিগারে দম দেয় আর চেয়ারে হেলান দিয়ে তৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়ে এবং ইতিমধ্যে সে তার প্যান্টের বেল্ট কয়েক ঘর পিছিয়ে দিয়েছে। 'কোর্টনী, আমরা অবতরণের সময় যখন উড়ে আসছিলাম, তখন তুমি ঐ মোষগুলো দেখেছো, *জ্যা?*'

'দেখেছি, স্যার।'

'তারা দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে রয়েছে, *নাইন?*'

'তারা বেশ দুর্ভেদ্য আড়ালেই রয়েছে। তবে কোনোটারই মূল্য কার্তুজের চেয়ে বেশি হবে না।'

'আহ, তাহলে তারা বিপজ্জনক না?'

'তারা খুবই বিপজ্জনক। আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে যদি আহত হয়,' লিওন স্বীকার করে, 'কিন্তু–'

গ্রাফ অটো তাকে থামিয়ে দেয়। 'কিন্তু শব্দটা আমার খুব একটা পছন্দ না, কোর্টনী।' তার মেজাজ তাৎক্ষণিক আর নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। 'সাধারণত কেউ যখন আমার অবাধ্য হবার জন্য অজুহাত খুঁজতে চায়, তারা এই শব্দটা ব্যবহার করে।' সে গর্জে উঠে আর তার গালে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাটা দাগটা সাদা থেকে টকটকে গোলাপি হয়ে উঠে।

লিওন এখনও জানে না যে সেটা একটা বিপজ্জনক লক্ষণ। সে কোনো কিছু না ভেবেই বলে যায় :

'আমি কেবল বলতে চাইছি যে–'

'কোর্টনী, তুমি কি বলবে সেটা নিয়ে আমি মোটেও উদগ্রীব নই। আমি তোমাকে বলবো আমি কি বলতে চাই সেটা শুনো।'

তিরস্কার শুনে লিওন লাল হয়ে উঠে, কিন্তু তখন সে ইভাকে দেখে, যে গ্রাফের সরাসরি দেখার বাইরে বসে আছে, ঠোঁট চেপে ধরে বোঝা যায় কি যায় না ভঙ্গিতে

মাথা নাড়ছে। সে একটা বড় শ্বাস নেয় এবং অনেক চেষ্টা করে, তার সতর্কবাণী আমলে নেয়। 'আপনি ঐ মোষগুলো শিকার করতে চান, স্যার?'

'আহ্! কোর্টনী তোমাকে দেখে যতটা *আহাম্মকের বাটখারা* মনে হয় তুমি আসলে তা না!' সে হেসে উঠে তার মেজাজ প্রশমিত হয়েছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি ঐ মোষগুলো শিকার করতে চাই। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দেব তারা সত্যিই কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সেটা দেখাবার, *জ্যা?*'

'আমি তানডালা থেকে আমার রাইফেল নিয়ে আসিনি।'

'তোমার সেটা প্রয়োজনও পড়বে না। আমিই কেবল গুলি করব।'

'আপনি চান আমি নিরস্ত্র অবস্থায় আপনার সাথে থাকবো?'

'খাবারটা কি তোমার হজম হয়নি কোর্টনী? যদি তাই হয় তুমি আগামীকাল বিছানার উপরে বা নিচে যেখানে তোমার পছন্দ থাকতে পার। যেখানে তুমি নিজেকে নিরাপদ আর উষ্ণ অনুভব কর।'

'আপনি যখন শিকার করবেন, আমি আপনার পাশেই থাকবো।'

'আমি খুশী হলাম যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি। সবকিছু কেমন সহজ হয়ে যায়, তাই না?' সে সিগারে দম দিতে থাকে যতক্ষণ না সেটার মাথা টকটকে লাল হয়ে উঠে, তারপরে সে একটা নিখুঁত রিঙ বানিয়ে টেবিলের অন্যপাশে লিওনের দিকে সেটা ভাসিয়ে দেয়। লিওন তার মুখ পর্যন্ত আসবার আগেই সেটার ভিতরে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে বৃত্তটা ভেঙে দেয়।

তাদের মাঝে মেজাজের এই চাপানউতোর ভাঙতে ইভা আলতো ভঙ্গিতে হস্তক্ষেপ করে। 'আজ দুপুরে আমরা যে সমতল মাথাবিশিষ্ট একটা সুন্দর পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে এলাম সেটা কি?'

'কোর্টনী, আমাদের জ্ঞান দান কর,' সে আদেশ দেয়।

'পাহাড়টার নাম লনসনইয়ো, মাসাইদের কাছে একটা পবিত্র স্থান, এবং তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাধর আধ্যাত্মিক নেতার একজনের বাসা ঐ পাহাড়ে। সে একজন ভবিষ্যৎদর্শী যে রহস্যময় ভবিষ্যৎ তুমুল নির্ভুলতায় বলতে পারে।' লিওন উত্তর দেবার সময়ে ইভার দিকে একবারও তাকায় না।

'ওহ, অটো!' সে উল্লসিত হয়ে উঠে। 'ঐ বিশাল কুঠিরটা থেকে যে বের হয়ে এসেছিল সেই মহিলা নিশ্চয়ই। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্ঠার, নাম কি?'

'দুষ্টু মেয়ে, এসব ইন্দ্রজাল মামবো-জামবো তোমার খুব পছন্দ না?' অটো প্রশ্রয়ের সুরে বলে।

'তুমি জান আমার ভবিষ্যৎবাণী শুনতে ভালো লাগে।' সে মিষ্টি করে হাসে এবং ক্রোধের শেষ উত্তাপটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। 'প্রাগের সেই জিপসী মহিলার কথা মনে নেই? সে আমাকে বলেছিল আমার হৃদয় এক শক্তিশালী প্রেমিকের বশ, যে আমাকে সব সময় যত্ন করবে। অবশ্যই সেটা তুমি!'

'অবশ্যই। আর কে হতে পারে?'

'অটো এই রহস্যময়ীর নাম কি?'

সে তার দিক থেকে লিওনের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুচকায়।

'স্যার, তার নাম লুসিমা।' লিওন শব্দ বর্জনের এই খেলার নিয়ম ভালোই রপ্ত করেছে।

'তুমি তাকে কতটা চেনো?' গ্রাফ অটো জানতে চায়।

লিওন মৃদু হাসে। 'সে আমাকে তার পালক পুত্র বলে, তাই আমরা পরস্পরের বেশ ভালোই পরিচিত।'

'হা, হা! সে যদি তোমাকে দত্তক নিয়ে থাকে, তবে তার বিবেচনাবোধের বিষয়ে আমি সন্দিহান। যাই হোক. ' ইভার দিকে তাকিয়ে সে দু'হাত ছড়িয়ে আত্মসমর্পণের ভান করে ' আমি বুঝতে পারছি যে তোমার এই খেয়াল না পূরণ হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তিতে থাকতে পারব না। খুব ভালো, আমি তোমাকে পাহাড়ের এই বুড়ো মহিলার কাছে নিয়ে যাব তোমার সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য।'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, অটো।' ইভা তার মাথার পিছনে আলতো করে টোকা দেয়। লিওন টের পায় তার পেটের ভিতরে হিংসার তিতকুটে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। 'এখন দেখো প্রাগের সেই জিপসীর কথা ফলেছে। তুমি আমার প্রতি বিশেষ যত্নবান। তুমি আমাকে কখন সেখানে নিয়ে যাবে? হয়ত তোমার এই বুড়ো মোষ শিকার করা শেষ হলে?'

'সেটা দেখা যাবে,' অটো আলোচনাটা আর বাড়তে দেয় না এবং প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। 'কোর্টনী কাল খুব সকালে আমি প্রস্তুত থাকবো। আমরা শেষবার যেখানে মোষগুলো দেখেছি সেটা এখান থেকে কয়েক কিলোমিটারের বেশি হবে না। সূর্য ওঠার আগেই আমি সেখানে পৌঁছাতে চাই।'

পৃথিবী তখনও সূর্যের প্রতিক্ষায় নিশ্চুপ এবং বাতাসে তখনও রাতের শীতলতা বিদ্যমান। এমন সময়ে গ্রাফ অটো শিকারের গাড়িটা এনে রানওয়ের শেষপ্রান্তে কাঁটাঝোপের ঘন জঙ্গলের কাছে থামায়। রাতের বেলা তার লোক সেটা চালিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছে। শুকনো লতাপাতা দিয়ে একটা ছোট আগুন জ্বালিয়ে ম্যানইয়রো আর লইকত তার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আগুনের উত্তাপ উপভোগ করছে। লিওন গাড়ি থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে এলে তারা পা দিয়ে আগুনের উপর ধুলো ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়ায়। 'তোমাদের কি বলার আছে আমাকে?'

'চাঁদ ডুবে যাবার পরে আমরা ক্যাম্পের কাছের ওয়াটার হোলে তাদের পানি পান করার শব্দ শুনেছি। আজ সকালে আমরা তাদের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে সেটা অনুসরণ করে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারা কাছেই ঝোপের আড়ালে রয়েছে। একটু

আগেই আমরা তাদের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি,' ম্যানইয়রো তার বক্তব্য শেষ করে এবং বলতে থাকে, 'মোষগুলো আসলেও বুড়ো আর হতকুৎসিত দেখতে। কিচওয়া মুজুরো কি সত্যিই একটা শিকার করতে চান?' তারা গ্রাফ অটোর চুলের কারণে তার নাম রেখেছে 'আগুনে মাথা' এবং তার আপাত ভয়শূন্য অভিব্যক্তি মাসাইরা দারুণ পছন্দ করেছে।

'হ্যাঁ, সে তাই চায়। আমার কথায় সে মত পরিবর্তন করবে না,' লিওন বলে।

হাত ছাড়ার ভঙ্গিতে ম্যানইয়রো কাঁধ ঝাঁকায়। তারপরে সে জিজ্ঞেস করে, 'ম'বোগো তোমার হাতে কি *বন্দুকি* থাকবে? তোমার বড়টা আমরা তানডালায় ফেলে এসেছি।'

'আজ আমার কাছে *বন্দুকি* থাকবে না। সেটা কোনো বিষয় না। কিচওয়া মুজুরো ভূতের মত গুলি করতে পারে।'

ম্যানইয়রো তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। 'আর কেউ যদি বিয়ারের পট উল্টে ফেলে, তাহলে কি হবে?'

'তাহলে, ম্যানইয়রো, আমি মোষের চোখে এটা দিয়ে গুঁতো দেব,' আসবার সময়ে পথের রাস্তার পাশ থেকে কুড়িয়ে নেয়া একটা শক্ত লাঠি উঁচু করে সে দেখায়।

'এটা কোনো অস্ত্র না। ওইটা দিয়ে ঠিকমতো পিঠও ঘষা যাবে না। ধরো।' ম্যানইয়রো তার দুটো শিকারী বর্শার একটার বাট প্রথমে তার দিকে এগিয়ে দেয়। 'তোমার বহনের জন্য একটা সত্যিকারের অস্ত্র।'

বর্শাটা তিনফুট লম্বা, ফলাটা চমৎকার আর দু'পাশে ধার রয়েছে। লিওন তার হাতের উপরে বর্শার ফলাটা ঘষে। তার ক্ষুর দিয়ে সে যতটা অনায়াসে শেভ করতে পারে ঠিক ততটাই মসৃণতায় বর্শার ফলাটা হাতের লোম চেছে দেয়। 'ধন্যবাদ, ভাই তোমাকে, তবে আশা করি এটার প্রয়োজন হবে না। ম্যানইয়রো আবার অনুসরণ শুরু করো আর কিচওয়া মুজুরো যদি বেগড়বাই করে তবে দৌড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকবে!'

লিওন তাদের বিদায় করে শিকারের গাড়ির কাছে ফিরে আসে, সেখানে গ্রাফ অটো চামড়ার খাপ থেকে বন্দুক বের করছে। লিওন একটু আশ্বস্ত হয় যখন দেখে বন্দুকটা বড় ক্যালিবারের দো-নলা, সম্ভবত কন্টিনেন্টাল ১০.৭৫ এমএম। মোষকে শুইয়ে দেবার জন্য এর একটা কার্তুজই যথেষ্ট।

'কি কোর্টনী, খেলাধুলার জন্য তৈরিতো?' লিওন গ্রাফের দিকে এগিয়ে গেলে সে জানতে চায়। তার ঠোঁটে একটা না ধরান সিগার আর মাথায় মোটা পানিরোধক লোডেন কাপড়ের টুপি পেছন দিকে ঠেলে দেয়া। সে তার রাইফেলের খোলা ম্যাগাজিনে স্টিলের পাত দেয়া কার্তুজ ভরছে।

'আমার বিশ্বাস আপনি খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ করাবেন না, স্যার, হ্যাঁ আমি তৈরি।'

'আমি সেটা দেখতেই পাচ্ছি,' লিওনের হাতের বর্শাটা দেখে সে হাসিমুখে বলে। 'ওটা দিয়ে কি শিকার করবে, হাতি না খরগোশ?'

'ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলে এতেই কাজ হবে।'

'কোর্টনী, তাহলে একটা কথা শোনো। তুমি যদি ঐ বর্শাটা দিয়ে একটা মোষ মেরে দেখাতে পার তাহলে আমি তোমাকে উড়োজাহাজ চালান শেখাব।'

'আমি আপনার উদারতায় মুগ্ধ, স্যার,' লিওন সামান্য মাথা নুইয়ে বলে। 'আপনি কি ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গকে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত গাড়িতেই অবস্থান করতে অনুরোধ করবেন। এসব বন্যজন্তু মতিগতি বোঝা ভার, আর প্রথম গুলির পরে কি হবে কেউ বলতে পারবে না।'

সে মুখ থেকে সিগারটা সরায় ইভার সাথে কথা বলার সময়। 'আজকে লক্ষ্মী মেয়ের মত থাকবে, *মেইনে সাহাটজে*, আর আমাদের তরুণ বন্ধু কথামতো কাজ করবে।'

'আমি কি অটো সবসময়েই লক্ষ্মী মেয়ে নই?' সে জানতে চায়, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার মিষ্টি কথার সাথে খাপ খায় না।

সে আবার সিগারটা মুখে নেয় এবং তার রূপার ভিসটা কেস তার হাতে দেয়। সে কেসটার মুখ খুলে ভিতর থেকে একটা লাল মাথার ম্যাচের কাঠি বের করে, তার বুটের তলায় সেটা ঘষে, এবং আগুন জ্বললে সে হাত বাড়িয়ে ধরে সালফারের ঝাঁজটুকু উড়ে যেতে দেয় আর তারপরে সিগারের ডগায় কাঠিটা ধরে। কোহিবায় টান দিতে দিতে গ্রাফ লিওনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। লিওন জানে কর্তৃত্ব আর দাস্য মনোবৃত্তির এই সামান্য নিদর্শন সম্ভবত তার মঙ্গলের জন্য। অন্য মানুষটা এখানে অন্ধ নয়– বাতাসে আবেগের বাড়াবাড়ি সে ঠিকই অনুভব করতে পেরেছে এবং ইভার উপরে তার সম্মোহনী শক্তি প্রয়োগ করে। লিওন তার মুখের ভাব নির্বিকার রাখে।

ইভা তখন আবার মৃদুস্বরে কথা বলে 'অটো, দয়া করে সতর্ক থাকবে। তোমার কিছু হলে আমার কি হবে।'

লিওন কল্পনা করার চেষ্টা করে সে কি গ্রাফের ঈর্ষান্বিত ক্রোধের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চাইছে, যদি সেটাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে বলতে হবে কাজ হয়েছে।

গ্রাফ মুখ টিপে হাসে। 'মোষগুলোর জন্য দুশ্চিন্তা কর, আমার জন্য না।' সে বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাসাইয়ের পিছনে ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করে। লিওন তাকে অনুসরণ করে এবং তারা নিঃশব্দে সামনে এগোয়।

মোষ তিনটে ঝোপের দুর্ভেদ্য অংশে প্রবেশ করার পরে তারা খাবার জন্য ছড়িয়ে গিয়েছে ফলে তাদের পায়ের দাগ সামনে পিছনে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছে। একটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাই ত্রয়ীর আরেকটার উপরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, তাই তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কয়েক পা পরপরই সামনেটা ভালো করে দেখে। কয়েকশো পা এভাবে এগোবার পরে সামনে থেকে শুকনো ডালপালা ভাঙার আর তারপরেই মৃদু নাসিকা গর্জন সামনে থেকে ভেসে আসে। ম্যানইয়রো হাত উঁচু করে যার মানে দাঁড়িয়ে থাকো আর শব্দ কোরো না। পুরো এক মিনিট নিরবতা বজায়

থাকে আর গাছপালার মড়মড় শব্দে কারণে সময়টা আরো বেশি মনে হয়। একটা বিশাল কিছু সামনের কাঁটাঝোপ সরিয়ে সোজা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লিওন আস্তে গ্রাফ অটোর আস্তিন স্পর্শ করে আর সে নিঃশব্দে রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকের সামনে আড়াআড়ি করে ধরে।

এমন সময়ে ঠিক সামনের কাঁটাঝোপের দেয়াল দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং সেখান দিয়ে একটা মোষের কাঁধ আর মাথা বেরিয়ে আসে। একটা ক্ষতবিক্ষত পর্যুদস্ত বুড়ো মোষ, যার একটা শিং গোড়ায় অসমৃণ দাগের জন্ম দিয়ে ভেঙে গেছে আর অন্যটা গাছের কাণ্ডে আর উইয়ের ঢিবিতে অনবরত ঘষার কারণে প্রায় ক্ষয়ে এসেছে। গলার কাছটা হাড্ডিসার আর জায়গায় জায়গায় চুল উঠে গেছে। কাছের চোখটা সাদা আর চকচক করছে, মাছিবাহিত ওপথালমিয়ায় ওটা পুরোপুরি অন্ধ। প্রথমে সে তাদের দেখতে পায়নি। এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাসের একটা গোছা চিবোয় তার মুখের কোণে শুকনো খড় লালার সাথে মিশে আটকে ঝুলে থাকে। সে অন্ধ চোখের পাতার উপর থেকে কালো মাছির দল তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকায়, তারা মোষটার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পিচুটি খাবার জন্য জড়ো হয়েছে।

বুড়ো অথর্ব কোথাকার, লিওন ভাবে। মাথায় গুলি করলে তার প্রতি আসলে দয়া প্রদর্শন করা হবে। সে গ্রাফ অটোর কাঁধ স্পর্শ করে। 'গুলি কর,' সে ফিসফিস করে বলে এবং গুলির শব্দ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু যা ঘটে তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই যথেষ্ট না।

অটো মাথা পিছনে হেলিয়ে বুনো চিৎকার করে 'আয় তবে! দেখি কতটা বিপজ্জনক তুমি হতে পার।' সে মোষটার মাথার উপর দিয়ে ফাঁকা গুলি করে। মোষটা তীব্রভাবে গুটিয়ে গিয়ে ঘুরে তাদের মুখোমুখি হয়। সে তার ভালো চোখ দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে একটা বিকট ক্রুদ্ধ গর্জন করে করে সোজা উল্টোদিকে দৌড় দেয়। তীব্রগতিতে দৌড় দিয়ে সে সোজা কাঁটাঝোপের ঘন জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ করে। সে জঙ্গলে হারিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে গ্রাফ আবার গুলি চালায়।

লিওন মোষটার পশ্চাদদেশের উপরিভাগ থেকে ধুলো উড়তে দেখে, মেরুদণ্ডের গ্রন্থিল কশেরুকা থেকে এক হাত পাশে যা তার ক্ষত-বিক্ষত ধূসর চামড়ার নিচে দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। সে পলাতক মোষটার দিকে চোখে হতাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। 'তুমি ওকে ইচ্ছা করে আহত করেছো!' কণ্ঠে চরম অবিশ্বাসের সুর ফুটিয়ে সে অভিযোগ করে।

'*জায়োহ্!*' অবশ্যই। তুমিই না বললে খেলা দেখতে হলে আগে তাদের সামান্য আহত করতে হবে। বেশ, এখন সে আহত হয়েছে, এবং আমি বাকি দুটোকেও হাল্কা সুড়সুড়ি দেব!' লিওন তার বেকুবি দশা পুরোটা কাটিয়ে উঠার আগেই গ্রাফ আরেকটা বুনো হুঙ্কার দিয়ে আহত প্রাণীটা যেখানে হারিয়ে গেছে সে দিকে ধাওয়া করে। দুই মাসাইয়েরও লিওনের মত বেকুব অবস্থা এবং তারা তিনজন হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জার্মান মোষটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ব্যাটা পাগল!' লইকত আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে।

'হ্যাঁ,' লিওন বিষণ্ন কণ্ঠে বলে। 'সে তাই। ঐ তার চিৎকার শোনো।'

ঠিক সামনের ঝোপঝাড় থেকে একটা সম্মিলিত গর্জন ভেসে আসে– অনেকগুলো খুরের আওয়াজ এবং ডালপালা ভাঙার শব্দ, ক্রুদ্ধ আর আতঙ্কিত গর্জন, রাইফেলের গুলির শব্দ এবং *ধুপ! ধুপ!* শব্দে ভারী বুলেটের মাংস আর হাড়ে বিদ্ধ হবার আওয়াজ। লিওন বুঝতে পারে গ্রাফ একই সাথে তিনটা মোষকে গুলি করেছে তাদের আহত করার উদ্দেশ্যে। সে ঘুরে মাসাইদের দিকে তাকায়। 'তোমাদের এখানে আর কিছু করবার নেই। কিচওয়া মুজুরো বিয়ারের পাত্র উল্টে না ফেলে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। গাড়ির কাছে ফিরে যাও,' সে নির্দেশ দেয়। 'মেমসাহিবের খেয়াল রাখবে।'

'ম'বোগো, ব্যাপারটা আহাম্মকির পর্যায়ে পড়ে। আমরা সবাই একসাথে সামনে যাই আর নয়তো সবাই এখানেই থাকি।'

আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসে এবং এর পরেই একটা মোষের মৃত্যু চিৎকার ভেসে আসে। অন্তত একটা কমলো, লিওন ভাবে, কিন্তু আরো দুটো দাবড়ে বেড়াচ্ছে। তর্ক করার সময় বা সুযোগ কোনোটাই এখন নেই। 'ঠিক আছে, চলো তাহলে,' লিওন সপাটে বলে। তারা সামনের দিকে দৌড় দেয় এবং কাঁটাঝোপের ভিতরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাফের উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার পায়ের কাছে একটা মোষের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় তখনও তার পেছনের পা অনবরত লাথি মেরে চলেছে। পশুটা নির্ঘাত খোলা স্থানে এসে সে দাঁড়ান মাত্র তার দিকে ধেয়ে এসেছিল। মাথায় গুলি করে সে তার দফারফা করেছে।

'কোর্টনী, তোমার কথা ঠিক না। তারা মোটেই বিপজ্জনক না,' বন্দুকের ভিতরে আরেক রাউন্ড কার্তুজ ভরার অবসরে সে শীতল কণ্ঠে মন্তব্য করে।

'আর কতগুলোকে আহত করেছো?' লিওন চেঁচিয়ে উঠে বলে।

'অবশ্যই বাকি দুটোকেও। চিন্তা কোরো না। এখন উড়োজাহাজ চালান শিখবার সুযোগ তোমার রয়েছে।'

'স্যার, আপনি আপনার সাহসের যথাযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন, সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখেননি। এবার আপনার বন্দুকটা আমাকে দেন এবং আমাকে আমার কাজ করতে দিন।'

'কোর্টনী, আমি কখনও একটা বাচ্চাছেলেকে বয়স্ক লোকের কাজ করতে পাঠাই না। তাছাড়া, তোমার কাছে ভালো বর্শা রয়েছে। বন্দুকের তোমার কেন প্রয়োজন হল বুঝতে পারলাম না?'

'আপনার কারণে কেউ মারা যেতে পারে।'

'*জ্যা*, সম্ভবত। তবে আমি নিশ্চিত সেটা আমি নই।' খোলা জায়গার দূরবর্তী প্রান্তের কাঁটাঝোপের দিকে সে এগিয়ে যায়। 'একটা এর ভেতরে ঢুকেছে। আমি ব্যাটার লেজ ধরে টেনে বের করে আনব।'

তাকে থামাবার চেষ্টা করা বৃথা। গ্রাফ কাঁটাঝোপের দেয়ালের কাছে পৌঁছেছে দেখে লিওন দম বন্ধ করে রাখে।

আহত মোষটা লতাগুল্মের আড়ালে তার জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। সে তাকে কাছে আসতে দেয় এবং মাত্র পাঁচ গজ দূরত্ব থেকে আক্রমণ করে বসে। সামনে এগোবার আগে কাঁটাঝোপ বিস্ফোরিত হয়। চোখের পলকে গ্রাফ বন্দুকটা কাঁধের কাছে তুলে আনে, এবং যখন সে গুলি করে বন্দুকের নলটা সম্ভবত তখন মোষের ভেজা কালো নাক স্পর্শ করেছিল। মস্তিষ্কভেদী আরেকটা নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। মোষটার সামনের পা তার দেহের নিচে চাপা পড়ে। অবশ্য তার আক্রমণের গতিবেগ তাকে সামনে নিয়ে আসে এবং তার দমনকারীর পা কালো জলোচ্ছ্বাসের মত পিছলে দেয়। সে ঘুরতে ঘুরতে পিছিয়ে আসে, বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে যায় এবং পিঠের উপরে ভর দিয়ে ধরাশায়ী হয়। লিওন তার ফুসফুস থেকে বাতাস সশব্দে বের হয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পায়। সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে উঠে বসে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে থাকে, লিওন যখন সাহায্য করার জন্য তার দিকে ছুটে যায়।

লিওন খোলা জায়গাটার মাঝখানে যখন তখন পেছন থেকে ম্যানইয়রো হুশিয়ারী উচ্চারণ করে, 'ম'বোগো, তোমার বামদিক সামলে। বাকী বেঁচেবর্তে থাকাটা কিন্তু আসছে।'

লিওন বামপাশে ঘুরে যায় এবং তৃতীয় মোষটাকে প্রায় তার গায়ের উপরে উঠে আসতে দেখে, এতটাই কাছে যে শিংয়ের সাথে তাকে গেঁথে ফেলার জন্য সে ইতিমধ্যে মাথাটা নিচু করে ফেলেছে। সে মোষটার পুঁজ জমে থাকা অন্ধ চোখটা দেখতে পায়– এটাকেই গ্রাফ প্রথমে আহত করেছিল। তার মুখোমুখি হবার জন্য লিওন প্রস্তুত হয়, নিজেকে সংযত করে এবং পায়ের গোড়ালীর উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, দেহ ভারসাম্য অবস্থায় রেখে সে তার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। মোষটা তার কাছে এগিয়ে এলে সে তার অন্ধচোখের দিকে সরে যায় এবং সে তাকে হারিয়ে ফেলে, ক্রুদ্ধ হয়ে মোষটা এক সেকেন্ড আগে লিওন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে শিং আন্দোলিত করে। শিংটা যদি ভাঙা আর ছোট না হত তাহলে সেটা সম্ভবত লিওনের পেট ফুটো করে বেরিয়ে যেত এবং সে যদিও ব্যালে নর্তকীর মত ঘুরে গিয়ে তার নাগাল এড়িয়েছে কিন্তু অমসৃণ প্রান্তদেশ তার শার্ট আঁকড়ে ধরে আর ছিঁড়ে ফেলে ছুটে যায়। লিওন পেছন দিকে বেঁকে যেতে মোষটার বিশাল দেহ তাকে ছুয়ে বেরিয়ে যায় এবং যাবার সময়ে তার প্যান্টের পায়ে রক্ত লাগিয়ে দিয়ে যায়।

'হেই টোরো! বাবা মোষ!' গ্রাফ অটো চেঁচিয়ে বাহবা জানায়। সে উঠে দাঁড়াবার জন্য যুদ্ধ করছে, হাসির কারণে তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ শোনায়, যদিও আছাড় খেয়ে সে ভালোই ব্যথা পেয়েছে। 'হেই টোরেরো!' সে এখনও হাসফাস করতে করতেই হাসছে তার মাঝেই সে তার বন্দুকটা কুড়িয়ে নেবার জন্য নিচু হয়।

'মোষটাকে গুলি কর!' মোষটা পিছলে গিয়ে থেমে পড়লে, লিওন চেঁচিয়ে উঠে বলে, তার সামনের দু'পা শক্ত হয়ে রয়েছে।

'নেইন!' গ্রাফ পাল্টা চিৎকার করে বলে। 'আমি তোমার ঐ ছোট বর্শাটার উপযোগিতা দেখতে ইচ্ছুক।' সে তার বন্দুকের নল মাটির দিকে নামিয়ে রাখে। 'আকাশে উড়া শিখতে হলে তোমাকে ঐ বর্শা দিয়ে যাদু দেখাতে হবে।'

তার প্রথম গুলিটা মোষের পিছনের পা কোমরের কাছে ভেঙে দিয়েছে, তাই ব্যর্থ আক্রমণের ঝাপটা সামলে নিতে তার সময় লাগে। কিন্তু তারপরে সে বেকায়দা ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ায় এবং একচোখ দিয়ে লিওনকে খুঁজে নেয়। সে সামনের দিকে ঝুঁকে থেকে লিওনের দিকে পূর্ণবেগে ধেয়ে আসে। মোষের প্রথম আক্রমণের সময়েই লিওন বুঝে নিয়েছে– বর্শাটা সে ধ্রুবপদী মাসাই ভঙ্গিতে ধরে, লম্বা ফলাটা তার বাহুর সাথে এক রেখায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের তরবারির মত অবস্থান করে এবং মোষটাকে এগিয়ে আসতে দেয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে তারপরে নিজেকে আক্রমণের গতিপথ থেকে পুনরায় মোষের অন্ধচোখের দিকে সরিয়ে নেয়। বিশাল কালো দেহটা তাকে ছুয়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে সে কাঁধের উপরে ঝুঁকে এসে পাজরের হাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় বর্শার তীক্ষ্ণ ফলাটা স্থাপন করে। সে আঘাত করার কোনো চেষ্টাই করে না। তার বদলে মোষের আক্রমণের গতিবেগ ফলাটার উপরে কাজ করতে দেয়। ব্লেডের মত ধারাল ফলাটা এত অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যায় যে সে অবাক হয়ে যায়। কালো সচল দেহটার ভেতরে তিন ফুট ফলার পুরোটা ঢুকে যায় আর সে একটু ঝাঁকিও অনুভব করে না। সে হাতল থেকে হাত সরিয়ে নেয় এবং বর্শাবিদ্ধ অবস্থায়, মাথা দোলাতে দোলাতে, ফলাটার তীব্র যন্ত্রণার সাথে লড়াই করে মোষটাকে এগিয়ে যেতে দেয়। লিওন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় এসব তীব্র ঝাঁকুনির সাথে তার বুকের খাঁচার ভেতরে ঘুরছে এবং হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস সব ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

খোলা জায়গার দূরবর্তী প্রান্তে গিয়ে সে আরো একবার দাঁড়ায়। তখন মাথা দুলিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত মোষটা তাকে খুঁজে পায় এবং তার দিকে ঘুরে কিন্তু তার নড়াচড়া এখন অনেকবেশি মন্থর আর অনিশ্চিত। সে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে আসে। তার কাছে পৌঁছাবার আগে সে মুখ খুলে এবং নিচু, লম্বা একটা গর্জন করে। ছিন্নভিন্ন ফুসফুস থেকে তাজা রক্তের একটা ঘন দলা তার চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। তারপরে একদিক কাত হয়ে যায়।

'ওলে!' গ্রাফ অটো চিৎকার করে উঠে, আর এবার তার কণ্ঠস্বরে কোনো বিদ্রুপের ছাপ নেই এবং লিওন তার চোখের দিকে তাকালে সেখানে জন্ম নেয়া নতুন সম্মান তার চোখে পড়ে।

ম্যানইয়রো ধীরে মোষটা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে এগিয়ে যায়। সে ঝুঁকে দু'হাতে বর্শার হাতলটা ধরে এবং পাজরের হাড়ের মাঝ থেকে সেটা টেনে বের করে

আনে। সে সোজা হয়, পেছনে ঝুঁকে, তারপরে রক্তাক্ত ইস্পাতের ফলাটা বের করে আনে। তারপরে সে বর্শাটা দিয়ে লিওনকে সেল্যুট করে। 'আমি তোমার প্রশংসা করছি। তোমার ভাই বলতে পেরে নিজেকে আমি গর্বিত বোধ করছি।'

তারা যখন ক্যাম্পে ফিরে আসে, গ্রাফ অটো প্রাতঃরাশের পর্বকে নিজের দক্ষতা উদযাপনের উৎসবে পরিণত করে। সে টেবিলের মাথায় বসে হ্যাম আর ডিমের উপরে হামলে পড়ে এবং কফির সাথে উদারভাবে কনিয়্যাগ মিশিয়ে দেবার ফাঁকে ইভাকে শিকারের গল্প রঙ চড়িয়ে বলে। গল্পের শেষে সে লিওনের কথা মামুলিভাবে উল্লেখ করে। 'একটা বুড়ো অন্ধ মোষ যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন সেটা আমি লিওনকে মারতে দেই। অবশ্য তার আগে আমি এমনভাবে জখম করি যে সেটা তখন মোটেই ভীতিকর ছিল না, কিন্তু আমি তাকে এই কৃতিত্বটা অবশ্যই দেব যে সে মোষটা একেবারে শ্রমজীবি মানুষের মত হত্যা করেছে।'

সেই মুহূর্তে তাবুর বাইরের কার্যকলাপ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। হেনী ডু রান্ড, সাথে কসাইয়ের দল, তারা ট্রাকের পিছনে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে কুঠার আর কসাইয়ের ছুরি রয়েছে। 'কোর্টনী, এই লোকগুলো কি করছে?'

'আপনার হাতে মৃত মোষগুলোকে আনতে যাচ্ছে তারা।'

'কিসের জন্য? মাথাগুলোর কোনো মূল্য নেই, তুমিই বলেছো আমাকে, আর মাংসও নিশ্চয়ই এত বুড়ো আর শক্ত হবে যে খাবার যোগ্য আর নেই।'

'পোড়াবার পরে যখন শুকান হবে তখন কুলি আর অন্যান্য শ্রমিকরা বেশ আয়েস করেই তখন সেটা খাবে। এই দেশে মাংস তা সে যে রকমই হোক মূল্যবান।'

গ্রাফ ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। 'আমি তাদের সাথে যাব দেখতে।'

এটা তার আরেকটা মাথামোটা সিদ্ধান্ত কিন্তু লিওন তবুও বেশ অবাক হয়। 'অবশ্যই, আমি আপনার সাথে আসছি।'

'কোর্টনী তার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি এখানেই থাকো আর নাইরোবি ফিরে যাবার জন্য *বাটারফ্লাই*য়ের রিফুয়েলিং তদারকি কর। আমি ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। ক্যাম্পে বসে থেকে সে বিরক্ত হবে।'

আমাকে অর্ধেক সুযোগ দিলে আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব তার মনোরঞ্জনের, লিওন ভাবে, কিন্তু সেটা নিজের কাছেই সীমাবদ্ধ রাখে। 'গ্রাফ, তোমার যেমন ইচ্ছা,' সে রাজি হয়।

হেনী ট্রাকে তার সাথে এমন নামীদামী লোককে দেখে কেমন ভড়কে যায়, হোক না সেটা মোষের দেহ পর্যন্ত সামান্য দূরত্বের জন্য। সে চালকের আসনে বসার সময় গ্রাফ তাকে একটা সিগার অফার করে তাকে আরও সহজ করে তোলে। প্রথম কয়েকটা

টান দেবার পরে হেনী এতটাই স্বাভাবিক হয়ে আসে যে সে গ্রাফের প্রশ্নের উত্তর অস্বস্তিকরভাবে বিড়বিড় করে দেবার বদলে স্বাভাবিকভাবে দেয়।

'তা ডু রান্ড, তুমিতো সাউথ আফ্রিকান, *জ্যা?*'

'না, স্যার। আমি বোয়ার।'

'দুটো কি আলাদা?'

'*জ্যা*, খুবই আলাদা। সাউথ আফ্রিকানরা বৃটিশ রক্ত। আমার রক্ত খাঁটি। আমি খাঁটি *ভোল্কের* একজন।'

'তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমি বৃটিশদের খুব একটা পছন্দ কর না।'

'আমি তাদের কাউকে কাউকে পছন্দ করি। আমার বস, লিওন কোর্টনীকে আমি পছন্দ করি। সে একজন ভালো *সোউট পিয়েল।*'

'*সোউট পিয়েল?* সেটা আবার কি?'

হেনী অস্বস্তি নিয়ে ইভার দিকে তাকায়। 'স্যার, এটা পুরুষ মানুষদের বিষয়। তরুণীদের জন্য খুব একটা সুখশ্রাব্য না।'

'চিন্তা কোরো না। ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গ ইংলিশ জানে না। আমাকে বল এটার মানে কি?'

'এর মানে হল "লবণাক্ত লিঙ্গ", স্যার।'

একটা মজার কৌতুকের আভাস পেয়ে গ্রাফ মুখ টিপে হাসতে শুরু করে। 'লবণাক্ত লিঙ্গ? আমাকে ব্যাখ্যা করে বলো।'

'তাদের এক পা থাকে লন্ডনে আরেক পা থাকে কেপটাউনে আর আটলান্টিকের উপরে ঝুলে থাকে তাদের লিঙ্গ,' হেনী বলে।

গ্রাফ অটো হো হো করে হেসে উঠে। '*সোউট পিয়েল! জ্যা*। আমার পছন্দ হয়েছে। ভালো রসিকতা।' সে হাসি বন্ধ করে এবং যেখান থেকে তারা ভিন্ন প্রসঙ্গে সরে গিয়েছিল ঠিক সেখান থেকে সে শুরু করে। 'আচ্ছা, তুমি তাহলে বৃটিশদের পছন্দ কর না? তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে, তুমি ছিলে?'

হেনী, খুব খারাপ একটা রাস্তার উপর দিয়ে গাড়িটা নিয়ে যাবার সময়ে প্রশ্নটা নিয়ে খুব ভালো করে ভাবে। 'যুদ্ধ এখন শেষ,' শেষ পর্যন্ত সে উত্তর দেয়, তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক আর তাতে প্রত্যয় প্রকাশ পায় না।

'*জ্যা*, শেষ হয়েছে বটে কিন্তু যুদ্ধটা নির্মম ছিল। বৃটিশরা তোমাদের খামার, গবাদিপশু পুড়িয়ে দিয়েছিল।'

হেনী উত্তর দেয় না কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ভারী হয়ে আসে। 'তারা তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অনেকে মারা যায়।'

'*জ্যা*, সেটা সত্যি,' হেনী ফিসফিস করে বলে। 'অনেকে মারা গেছে।'

'এখন ফসল নেই এবং বাচ্চাদের জন্য কোনো খাবার নেই, এবং তোমার ভল্ক বৃটিশদের দাস, *নেইন?* সে জন্যই কি তুমি চলে এসেছো, স্মৃতির দংশন থেকে বাঁচতে।'

হেনীর চোখ পানিতে ভরে উঠে, সে তার কড়াপড়া হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চোখ মোছে।

'তুমি কোনো কমান্ডোর সাথে ছিলে?'

হেনী এই প্রথমবারের মত সরাসরি তার চোখের দিকে তাকায়। 'আমি কখনও বলিনি যে আমি কোনো কমান্ডোর সাথে ছিলাম।'

'আমাকে বলতে দাও,' গ্রাফ পরামর্শের ঢঙে বলে। 'তুমি সম্ভবত স্মুটের সাথে ছিলে।'

হেনী বিতৃষ্ণার একটা অভিব্যক্তি করে মাথা নাড়ে। 'জেনী স্মুট তার লোকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আর লুইস বোথা খাকির কাছে গিয়েছে। তারা বৃটিশদের কাছে আমাদের জন্মগত অধিকার বিক্রি করেছে।'

'আহ্!' গ্রাফ অটো উত্তরটা জেনে ফেলেছে এমন একটা ভঙ্গিতে বলে উঠে। 'তুমি স্মুট আর বোথা দু'জনকেই ঘৃণা কর। তাহলে জানি তুমি কার সাথে ছিলে। তুমি ছিলে কুউস ডি ল্যা রে'র সাথে।' সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না। 'ডু রান্ড আমাকে বল, জেনারেল জ্যাকোবাস হারকিউলাস ডি ল্যা রে, কেমন মানুষ? আমি শুনেছি স্মুট আর বোথাকে একসাথে করলে যা দাঁড়াবে তারচেয়েও সে দক্ষ যোদ্ধা। কথাটা কি সত্যি?'

'সে কোনো সাধারণ লোক না।' হেনী ট্রাকের নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে। 'আমাদের কাছে সে ছিল ঈশ্বরের মত।'

'আবার যদি কখনও যুদ্ধ হয় তুমি কি ডি ল্যা রেকে আবার অনুসরণ করবে, হেনী?'

'আমি তাকে নরকের দ্বার পর্যন্ত অনুসরণ করবো।'

'তোমাদের অন্য কমান্ডোরা, তারা কি তোমার মত তাকে অনুসরণ করবে?'

'তারা করবে। আমরা সবাই করবো।'

'ডি ল্যা রের সাথে আবার দেখা করতে চাও? আরো একবার কি তার সাথে করমর্দন করতে চাও?'

'সেটা সম্ভব না,' হেনী বিড়বিড় করে বলে।

'আমার কাছে সবই সম্ভব। আমি যেকোনো কিছু ঘটাতে পারি। এটা নিয়ে কারো সাথে আলাপ করতে যেও না। এমনকি তোমার *সোউট পিয়েল* বস যাকে তুমি পছন্দ কর তার সাথেও না। এটা কেবল তোমার আর আমার ভিতরেই থাকবে। একদিন, খুব শীঘ্রই, আমি তোমাকে জেনারেল ডি ল্যা রের সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাব।'

ইভা তার পাশে চ্যাপ্টা হয়ে রয়েছে। সে নিশ্চিতভাবেই অস্বস্তিবোধ করে আর সে বোঝে না এমন একটা ভাষায় আলোচনা অব্যাহত থাকলে তার বিরক্তিবোধ বাড়তে থাকে। গ্রাফ অটো জানে যে সে কেবল জার্মান আর ফরাসী ভাষায় পারদর্শী।

লিওন পঞ্চাশ গ্যালনের একটা ড্রাম, গুস্তাভ যেটা বড় মীরবাখ্ ট্রাকে করে নিয়ে এসেছে, থেকে *বাটারফ্লাই* রিফুয়েলিং সম্পন্ন করে। সে কাজটা করার সময়ে ম্যানইয়রো আর লইকতকে মাসাই গ্রেপভাইনে কিছু দরকারী খবর পাওয়া যায় কিনা সেজন্য তাদের পাহাড়ের মাথায় পাঠিয়ে দেয়। রিফুয়েলিংয়ের সময়ে সে দু'একবার মাথা তুলে কর্কশ দূরাগত শব্দ শুনে, পাহাড়ের শীর্ষ থেকে আরেক পাহাড়ের শীর্ষে ডাক পাঠাচ্ছে। *চাঙি* একধরনের বাক্যাংশের শর্টহ্যান্ড, সে দু'একটা কথা আলাদা করে বুঝতে পারে কিন্তু তাদের পুরো মানে বোঝার সাধ্য তার নেই।

*বাটারফ্লাই*য়ের চার নম্বর ফুয়েল ট্যাঙ্ক পূর্ণ করার পরে সে তার টেন্টের সামনের বেসিনে যখন হাত ধোয়, দুই মাসাই তখন পাহাড় থেকে ফিরে আসে। তারা তাদের কাছে আগ্রহজনক বলে মনে হয়েছে এমন বিষয়গুলো বয়ান করা শুরু করে।

আগামী পূর্ণিমার সময়ে, বছরের এই সময়ে যেটা স্বাভাবিক, লুসিমা, লনসনইয়ো পাহাড়ে মাসাই গোত্র প্রধানদের একটা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবে। পূর্বপুরুষদের স্মরণে সে একটা সাদা গরু বলি দেবে। এই কৃত্যানুষ্ঠান পালনের উপরে গোত্রের মঙ্গল নির্ভর করে।

নানদি ওয়ার পার্টির আক্রমণের একটা সংবাদ আছে। তারা মাসাইদের তেত্রিশটা ভালো গরু নিয়ে পালিয়ে যায় এবং প্রতিশোধপরায়ণ *মোরানি*রা ইশহিমি নদীর তীরে তাদের ধরে ফেলে। তারা খোয়া যাওয়া সব গরু উদ্ধার করে এবং গরুচোরদের মৃতদেহ নদীর পানিতে ফেলে দেয়। কুমিরের পাল কৃতজ্ঞতার সাথে সব প্রমাণ হজম করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে জেলা প্রশাসক নারোসুরায় একটা অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করছেন, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পুরো এলাকা স্মৃতি বিভ্রান্তির একটা প্রকোপে আক্রান্ত। কেউই গরুর পাল বা নানদি যোদ্ধাদের কোনো খবরই জানে না।

আরো খবর আছে, কিকোরক থেকে রিফট ভ্যালীতে চারটা সিংহ নেমে এসেছে, প্রত্যেকটাই অল্পবয়সী মর্দা। বড় প্রাপ্তবয়স্ক মর্দার হাতে পর্যুদস্ত হয়ে তারা তাদের জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সে কোনোমতেই তার সিংহীদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করাটা সহ্য করবে না। দুই রাত আগে লনসনইয়ো পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত *ম্যানইয়াত্তা*র ছয়টা বকনা বাছুর তাদের হাতে মারা পড়েছে। *মোরানিদের* কাছে সাহায্যের জন্য ডাক পাঠান হয়েছে, তাদের সনজো গ্রামে জমায়েত হতে বলা হয়েছে। প্রথাগত উপায়ে এই চারটা বাছুর হত্যাকারী সিংহের সাথে তারা মোকাবেলা করবে।

এই সংবাদটা লিওনকে খুশী করে তোলে। গ্রাফ আনুষ্ঠানিক সিংহ শিকার দেখতে দারুণ আগ্রহী আর এরচেয়ে আকস্মিক যোগাযোগ হতে পারে না। সে ম্যানইয়রোকে সনজো *ম্যানইয়াত্তা*র উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়, যেখানে সিংহ শিকারীরা সমবেত হয়েছে, তার সাথে সে গ্রামের মোড়লের জন্য একশ শিলিং উপহার হিসাবে দিয়েছে এবং অনুরোধ করেছে যে সে যেন *ওয়াজুনজু*কে শিকার দেখতে অনুমতি দেয়।

মহিষের মাংস কাটা শেষ হতে যতক্ষণে গ্রাফ হেনীর ভক্সহল ট্রাক নিয়ে ফিরে, লিওন ঘোড়া প্রস্তুত করে ভারবাহী গাধার পিঠে যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী চাপিয়ে সনজো অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়। গ্রাফ এসে পৌঁছালে লিওন তড়িঘড়ি করে তাকে সুখবরটা জানায়।

গ্রাফ খবরটা শুনেই উল্লাসে ফেটে পড়ে। 'ইভা, জলদি করো! আমাদের এখনই ঘোড়সওয়াড়ির পোষাক পড়ে রওয়ানা দিতে হবে। এই নাটক আমি কোনোভাবেই মিস করতে চাই না।'

তারা দুলকি চালে ঘোড়া ছোটায় এবং সামনের ভূমি অন্ধকারে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়লেই কেবল বিশ্রামের জন্য থামে, ইতিমধ্যে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। তারপরে তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে এবং জ্বিন নামায়। ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে কোনোমতে একটু ঘুমিয়ে নেয়। পরেরদিন সকালে আলো ঠিকমত ফোটার আগেই তারা আবার রওয়ানা হয়।

পরেরদিন দুপুরের কিছু আগে, সনজো গ্রামের নিকটবর্তী হলে, তারা ড্রাম আর গান-বাজনার শব্দ শুনতে পায়। ম্যানইয়রো তাদের আগমনের প্রতিক্ষায় গ্রাম থেকে বের হয়ে এসে রাস্তার পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে। ঘোড়া দেখে সে উঠে দাঁড়ায় এবং তাদের দিকে এগিয়ে আসে। 'ম'বোগো, সবকিছুর বন্দোবস্ত হয়েছে। *ম্যানইয়াত্তার* মোড়ল তোমরা পৌঁছান পর্যন্ত শিকার স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তোমাদের দ্রুত করতে হবে। *মোরানি*রা অস্থির হয়ে উঠেছে। তারা তাদের বর্শার ফলা রক্তরঞ্জিত করতে এবং নিজেদের সম্মানিত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। মোড়ল তাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না।'

গরুর খোয়াড়ের মধ্যেখানে, বয়স্কদের বাছাই করা, সাহসী আর সেরা, *মোরানি*রা অভিজাত যোদ্ধাদের একটা দল একত্রিত হয়েছে। সবাই তরুণ, পঞ্চাশজনের একটা দল, কড়ি আর হাতির দাঁতে শোভিত লাল চামড়ার ঘাগড়া পরনে। তাদের খালি গায়ে চর্বি আর লাল গিরিমাটি লেপা। লম্বা চুল বেণী করে বৃত্তাকারে পেঁচিয়ে বাধা হয়েছে। তারা সবাই শক্ত-সমর্থ, লম্বা চওড়া, আর সুঠামদেহী, দেখতে সুদর্শন আর ঈগলের ন্যায়, চোখ উজ্জ্বল এবং হিংস্র, শিকার শুরু করতে তাদের উদগ্র বাসনার কথাই যেন প্রকাশ করছে।

তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়ায়। তাদের সামনে একজন বয়স্ক *মোরানি*, একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা তার ঘাগড়ায় পাঁচটা সিংহের লেজ যার প্রতিটা সম্মুখ সমরে একজন নানদি যোদ্ধা হত্যা করার স্মারক। তার শিরস্ত্রাণ একটা কালো কেশরের সিংহের মাথার চামড়া দিয়ে তৈরি, তার দক্ষতার চূড়ান্ত নজির। একলা, *অ্যাসেগাই* দিয়ে সে সিংহ শিকার করেছে। তার গলায় রীড বাকের হাড় থেকে তৈরি বাঁশি একটা সুতার সাহায্যে ঝুলছে।

কয়েকশো প্রাপ্তবয়স্ক লোক, তাদের সাথে নারী এবং শিশুরাও রয়েছে খোঁয়াড়ের বাইরে জমা হয়েছে, নাচ দেখার জন্য। মেয়েরা হাততালি আর উলুধ্বনি দেয়। তিন শ্বেতাঙ্গ ঘোড়া নিয়ে *ম্যানইয়াত্তায়* প্রবেশ করলে ঢোলের বোল আরও উদ্দাম আরও উত্তাল হয়ে উঠে। ঢুলীর দল ফাঁপা কাঠের টুকরো দিয়ে ঢোলে বাড়ি দেয়, যোদ্ধার দলকে লড়াকু উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলে যতক্ষণ না তারা গান গেয়ে শক্ত পায়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে এবং মাটিতে নামার সময়ে সিংহের মতো গর্জন করে সিংহ নাচ শুরু করে।

দলপতি এরপরে তার বাঁশিতে একটা তীক্ষ্ণ আদেশ ধ্বণিত করে এবং যোদ্ধার দল তাদের সারিবদ্ধতা বজায় রেখে খোঁয়াড় থেকে বের হতে শুরু করে। সমান দূরত্বে অবস্থান করার কারণে তাদের দেখতে সর্পিল সরীসৃপের মত দেখায় যা ঘাসের ঢাল বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে যায় এবং তাদের *অ্যাসেগাই*য়ের ইস্পাতের ফলা সূর্যের আলোতে চমকাতে থাকে। তাদের কাঁধে রয়েছে রহাইডের লম্বা বর্ম আর সবগুলোতে কালো গিরিমাটি দিয়ে একটা চোখ আঁকা এবং মণিটা চকচকে সাদা।

'অটো তাদের বর্শায় চোখ আঁকা কেন, অটো?' ইভা জানতে চায়।

'কোর্টনী, প্রশ্নের জবাব দাও।'

'*মোরানি* উপকথায় রয়েছে তারা সিংহকে আক্রমণে প্ররোচিত করবে। এসো, পিছিয়ে পড়লে চলবে না। যখন ঘটনাটা ঘটবে, তখন সেটা খুব দ্রুত ঘটবে।' ঘোড়সওয়ারত্রয়ী লম্বা সর্পিল যোদ্ধার সারি অনুসরণ করে।

'ওরা কিভাবে বুঝতে পারে কোথায় শিকার পাওয়া যাবে?' গ্রাফ অটো জিজ্ঞেস করে।

'সিংহের উপরে নজর রাখার জন্য তাদের আলাদা লোক রয়েছে,' লিওন উত্তর দেয়। 'কিন্তু সিংহের দল এমনিতেও বেশি দূরে যাবে না। তারা ছয়টা গরু মেরেছে, আর মাংস পুরো শেষ না করে তারা এখান থেকে নড়বে না।'

ম্যানইয়রো লিওনের রেকাবের পাশে পাশে দৌড়ে চলে। সে কিছু একটা বলতে, লিওন স্যাডলের উপরে ঝুঁকে তার কথা শোনে। সে সোজা হয়ে গ্রাফ অটোকে বলে, 'ম্যানইয়রো বলছে সামনের চড়াইটার পরে একটা অগভীর অববাহিকায় মৃত গরুর পাল পড়ে রয়েছে।' সে সামনের দিকে দেখায়। 'আমরা যদি ডানদিকে ঘুরে যাই আর উঁচু স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি তবে শিকারের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখা যাবে।' সে তাদের মেঠো পথ থেকে সরে আসায় নেতৃত্ব দেয় এবং তারা দুলকি চালে ঘোড়া ছোটায় *মোরানি*র দলের সামনে, পর্যবেক্ষণ স্থানে যাবার জন্য, তাদের লম্বা সারির মাথা ইতিমধ্যে ঢালের উপরে উঠে নিচের অববাহিকায় নামতে শুরু করেছে।

ম্যানইয়রো তাদের ভালো পরামর্শই দিয়েছে। তারা যখন ঢালের মাথায় ঘোড়া থামায়, সামনের তৃণভূমির একটা সুন্দর দৃশ্য সেখান থেকে দেখা যায়। গরুর মৃতদেহগুলোর পেটে গ্যাস জমে বেলুনের মত ফুলে উঠেছে, তারা সেখান থেকে

দেখতে পায়। কিছু গরুর কয়েক স্থানে মাংস খাবার চিহ্ন রয়েছে, বাকীগুলো এখনও স্পর্শ করা হয়নি।

যোদ্ধাদের লম্বা সারির ধরন এবার পরিবর্তিত হয়। তারা একটা পূর্বনির্ধারিত স্থানে পৌঁছালে, প্রতিটা *মোরানি* তার সামনের জনের ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কোরিওগ্রাফির দক্ষতায় একটা সারি থেকে দুটো সারির জন্ম হয়। দুটো সারি এবার একটা ফাঁসের আকার ধারণ করে যা পুরো তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ঘিরে ফেলে। তারপরে, বাঁশির একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে যোদ্ধার দুই সারি পরস্পরের সাথে মিশতে শুরু করে। দ্রুত এই আচরণ সমাপ্ত হয়। বর্ম আর বর্শার একটা দেয়াল অববাহিকায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

'আমি কোনো সিংহ দেখতে পাচ্ছি না,' ইভা বলে। 'তুমি নিশ্চিত তারা পালিয়ে যায়নি?'

কিন্তু দু'জনের কেউই তার প্রশ্নের জবার দেবার আগেই একটা সিংহের পূর্ণ অবয়ব চোখের সামনে ভেসে উঠে। ব্যাটা মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে ছিল আর তার গায়ের রঙ রোদে পোড়া ঘাসের সাথে একেবারে মিশে গিয়েছে। সিংহটার বয়স কম, তবে তারপরেও বিশাল আর সুঠাম গড়ন। তার কেশর এখনও ছোট আর বিক্ষিপ্ত, কেবল লাল চুলের একটা জটলা। *মোরানি*দের দিকে তাকিয়ে সে গরগর করে উঠে, লম্বা উজ্জ্বল শাদন্ত থেকে তার ঠোঁট পিছনের দিকে সরে আসে।

তারা সিংহের গর্জনের প্রত্যুত্তর দেয় : 'শয়তানের ছেলে, আমরা তোমাকে দেখছি! আমরা তোমাকে দেখছি, আমাদের গরুর হত্যাকারী।'

পঞ্চাশটা গলার শব্দে অন্য সিংহগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ছোট ঘাসের আড়াল ছেড়ে তারা ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়, নিচু হয়ে হামাগুড়ি দেয় এবং হলুদ টোপাজের মত চোখ দিয়ে বর্মের বৃত্তের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাদের লেজ অস্থির ভঙ্গিতে মোচড়ায়, তারা ভয়ে আর ক্রোধে গরগর শব্দে গর্জন করে।

বাকহর্ণের হাড়ের বাশি আবার গর্জে উঠে আর *মোরানি*র দল সমস্বরে সিংহের গান গাইতে শুরু করে। তারপরে, গান গাইতে গাইতে পা আগুপিছু করতে করতে তারা একসাথে সামনে এগোয়। ধীরে ধীরে তারা একটা বড় অজগরের মত চারটা সিংহের চারপাশে তাদের বৃত্তটা ছোট করে আনতে থাকে। একটা সিংহ বর্মের দেয়ালের দিকে ধেয়ে আসবার ভান করলে *মোরানি*র দল তাদের বর্ম ঝাঁকিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, ' এসো! এসো! আমরা তোমাকে স্বাগত জানাতে তৈরি রয়েছি!'

সিংহটা ধেয়ে আসবার চিন্তা বাদ দিয়ে সামনের আড়ষ্ট পায়ের উপরে ঝুঁকে আসে। সে তারপরে লোকগুলোর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দলবলের কাছে ফিরে যায়। তারা যূথবদ্ধ হয়ে অস্বস্তির সাথে গুতোগুতি করে, গর্জন করে, এবং ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে কেশর ফুলিয়ে তোলে, বর্মের দেয়ালের

দিকে দৌড়ে আসবার ভঙ্গি করে, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার দলবলের কাছে ফিরে যায়।

'লালচে কেশরের সিংহটা সবার আগে আক্রমণ করবে।' গ্রাফ অটো তার রায় দেয় এবং তার কথা শেষ হবার আগে চারটা সিংহের ভিতরে সবচেয়ে ধাড়িটা দ্রুত দৃঢ়পায়ে বর্মের দেয়ালের দিকে সোজা দৌড়ে আসে। কালো কেশরের টুপি পরিহিত, বয়স্ক *মোরানি* তার গলার হাড়ের বাঁশিতে তীব্র ফুঁ দেয়। তারপরে, সিংহের ধাওয়ার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা সারির লোকটার দিকে নিজের বর্শা দিয়ে ইঙ্গিত করে। সে লোকটার নাম চিৎকার করে বলে 'কাটচিকই!'

যে যোদ্ধাকে পছন্দ করা হয়েছে সে লাফিয়ে উঠে তাকে বাছাই করার জন্য অভিবাদন জানায়, তারপরে সারি থেকে বের হয়ে এসে আগুয়ান সিংহের দিকে লম্বা দৃঢ় পায়ে দৌড়ে যায়। তার সঙ্গীরা উচ্চকণ্ঠে বুনো উলুধ্বনি দেয় তাকে উৎসাহ দিতে। সিংহ তাকে আসতে দেখে এবং তার দিকে ঘুরে যায়, প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ করে, মাটির উপর দিয়ে একটা তামাটে সাপের মত আঁকাবাঁকা দৌড়ে আসে, তার কালো পুচ্ছযুক্ত লেজ দেহের পাশে চাবুকের মত আছড়াতে থাকে। কাটচিকইয়ের উপরে তার চকচকে হলুদ চোখ স্থির হয়ে রয়েছে।

তারা কাছাকাছি আসতে *মোরানি* তার আক্রমণের দিক পরিবর্তন করে, সে সোজা সিংহের দিকে ঘুরে যায়, তাকে বাধ্য করে ডান দিকে তার বর্শা ধরা হাতের দিকে ধেয়ে আসতে। তারপরে সে তার বর্মের আড়ালে এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। *অ্যাসেগাই*য়ের ফলাটা থাকে সিংহের বুক বরাবর নিশানা করা এবং পশুটা ধেয়ে এসে ইস্পাতের ফলার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মায়াজালের মন্দ্রতায় লম্বা রূপালি ফলাটা তামাটে দেহের পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর অদৃশ্য হয়ে যায়। কাটচিকই বর্শার হাতল থেকে হাত সরিয়ে নেয়, বর্শার ফলাটা সিংহের দেহেই গেঁথে থাকতে দেয়। সে তার রহাইডের ঢালটা উঁচু করে এবং সিংহটা এসে সোজা সেটার উপরে আছড়ে পড়ে। সে সিংহের লাফের ওজন বা ভরবেগ প্রতিহত করার কোনো চেষ্টাই করে না করে, সে পিছনে গড়িয়ে যায় এবং নিজেকে একটা বলের মত কুঁকড়ে ফেলে এবং তার আর সিংহের ভিতরে ব্যবধান সৃষ্টি করে ঢালটা। *অ্যাসেগাই*টা আমূল গেঁথে থাকা সত্ত্বেও, তার শক্তি বা ক্রোধ কিছুই হ্রাস পায়নি। সামনের দু'পায়ের থাবা দিয়ে সে ঢালটা ভেঙে ফেলে, হলুদ নখ দিয়ে গভীর আঁচড় বসিয়ে দেয়। সে বিকট গর্জন করতে থাকে এবং ঢালটা কামড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু শুকনো চামড়া ইস্পাতের মত শক্ত আর তার লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁত তাকে বিদ্ধ করতে পারে না।

শিকারের মূল সঞ্চালক আবার তার বাঁশিতে একটা ছোট ফুঁ দেয় এবং কাটচিকইয়ের চারজন সহযোদ্ধা শিকারীদের বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসে এবং সামনে ছুটে যায় তারপরে দু'জন করে দু'পাশে আলাদা হয়ে যায়। সিংহের সমস্ত মনোযোগ কাটচিকইয়ের উপরে নিবদ্ধ থাকায় বাকি চারজন এসে তাকে ঘিরে ফেলার আগে সে

তাদের খেয়ালই করে না। তারা তাদের *অ্যাসেগাই* তুলে ধরে এবং পর্যায়ক্রমে সিংহের ভাইটাল অর্গানসমূহ লক্ষ করে লম্বা ফলা আমূল ঢুকিয়ে দেয়। পশুটা একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠে, যা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়সওয়াড়িদের অবস্থান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়, তারপরে নিস্তেজ হয়ে ঢালের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। সে টানটান হয়ে যায় এবং সেভাবেই থাকে।

কাটচিকই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার *অ্যাসেগাইয়ের* হাতলটা আঁকড়ে ধরে, সিংহের বুকে একপা তুলে দিয়ে ফলাটা তার দেহের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনে। রক্তাক্ত ইস্পাতের ফলাটা আন্দোলিত করতে করতে সে তার সহযোদ্ধার সাথে শিকারীদের বৃত্তে ফিরে আসে। সবাই বর্শা উঁচু করে প্রশস্তির চিৎকার করে তাকে স্বাগত জানালে তাদের আওয়াজ যেন আকাশের বুকে ধাক্কা খায়। *মোরানি*দের বৃত্তটা আবার সামনে এগোয় এবং বাকী তিন সিংহের চারপাশে নির্মম ভঙ্গিতে আঁট হয়ে আসতে থাকে। বৃত্তটা ছোট হয়ে আসলে, তাদের ঢালের বাইরের প্রান্ত একটা আরেকটার উপরে উঠে গিয়ে যোদ্ধার দল একটা নিরেট দেয়ালে পরিণত হয়।

বৃত্তের কেন্দ্রে তিনটা সিংহ পাগলের মত দৌড়াতে থাকে এবং পালাবার পথ খোঁজে। তারা আক্রমণের প্রয়াস নেয়, তারপরে পিছিয়ে আসে এবং ঘুরে দাঁড়ালে দেখা যায় লেজ তাদের দু'পায়ের মাঝে গুটিয়ে রয়েছে। অবশেষে তাদের ভিতরে একজন আতঙ্কে পাগল হয়ে উঠে এবং আক্রমণ করে বসে। সিংহটা যে *মোরানি*র উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার *অ্যাসেগাই*য়ের পুরোটা ফলা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু সে সিংহটাকে তার বুকের উপর নিয়ে যখন পিছনে গড়িয়ে পড়ে, সিংহের থাবা ঢালের দু'পাশে আঁকড়ে ধরে খড়কুটোর মত সেটা ছিঁড়ে ফেললে নিচের লোকটার মাথা আর দেহের ঊর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তার থাবা লোকটার বুক চিরে ফেলে এবং মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও সে তার চোয়াল পুরোটা ফাঁক করে লোকটার মাথা পুরোটা গিলে ফেলে। উপরের আর নিচের পাটির তীক্ষ্ণ শাদন্ত পরস্পরকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত সে চাপ প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখে এবং হতভাগ্য লোকটার মাথা বাদামের খোসার মত পিষে ফেলে। নিহত লোকটার সহযোদ্ধারা প্রতিশোধের স্পৃহায় সিংহটাকে বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

বাকি দুটো সিংহ যোদ্ধাদের সামনের সারিতে দ্রুত আক্রমণ করলে, পাথরের উপরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার মত তারা সিংহের উপরে লাফিয়ে পড়ে। বর্শার ক্ষুরধার ফলা আমূল গেঁথে গেলে তারা কর্কশ গর্জন করে, বেপরোয়া উন্মত্ততায় থাবা হাঁকায় আর শেষে বর্শার বিক্রমের কাছে পরাস্ত হয়।

মৃত *মোরানি*র লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদী ভাইয়েরা ঘাসের উপর থেকে তার মৃতদেহটা তুলে নিয়ে তার ঢালের উপরে তাকে শুইয়ে দেয়। তারপরে হাত পুরো প্রসারিত করে তারা তাকে শূন্যে তুলে ধরে এবং তার প্রশস্তি গাঁথা গাইতে গাইতে গ্রামের দিকে ফিরে চলে। পাহাড়ের উপরের দর্শনার্থীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে গ্রাফ অটো

মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মৃতলোকটাকে সম্মান জানায়। *মোরানির* দল *অ্যাসেগাই* তুলে ধরে আর বুনো চিৎকার করে সেটা সাদরে গ্রহণ করে।

'লোকটা বীরের মৃত্যু বরণ করেছে।' গ্রাফ অটো গম্ভীর মন্দ্রতায় কথা বলে, এমন একটা স্বর যা লিওন আগে কখনও শোনেনি, এবং নিরব হয়ে যায়। তিনজনই তীব্র বিয়োগান্তক ঘটনায় গভীরভাবে আন্দোলিত হয়। কিছুক্ষণ পরে গ্রাফ অটো আবার কথা বলে। 'আমি আজ এখানে যা প্রত্যক্ষ করলাম তার সামনে শিকারের তাবৎ নীতি যা আমি বিশ্বাস করতাম তাকে হীন প্রতিপন্ন করেছে। কেবল একটা বর্শা হাতে অসাধারণ পশুটার মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে কিভাবে একজন শিকারী বলে দাবী করি?' সে স্যাডলের উপরে ঘুরে লিওনের দিকে গনগনে চোখে তাকায়। 'এটা কোনো অনুরোধ না, কোর্টনী, এটা আমার আদেশ। আমাকে একটা কালো কেশরের প্রাপ্তবয়স্ক সিংহ খুঁজে দাও। আমি সামনাসামনি তার মোকাবেলা করব। কোনো বন্দুক ছাড়া। কেবল সিংহ আর আমি।'

সনজোর *ম্যানইয়াত্তায়* তারা সে রাতে ক্যাম্প করে এবং সিংহ শিকারের সময়ে মারা যাওয়া *মোরানির* জন্য শোক প্রকাশ করতে বিষণ্ন সুরে বাজান ঢোলের শব্দ, মেয়েদের বিলাপ আর ছেলেদের গানের আওয়াজ শুনে জেগে থাকে।

ভোরের ঠিক আগের অন্ধকারের ভিতরে তারা আবার যাত্রা শুরু করে। রিফটভ্যালীর ঢালের উপরে সূর্যোদয় হলে পুবের আকাশ সোনালী আর লালের এক উজ্জ্বল মিশ্রণে আলোকিত হয়ে উঠে তাদের চোখ ধাধিয়ে দেয় এবং উষ্ণতা বাড়তে ওভারকোট খুলে তারা কেবল শার্ট গায়ে দিয়ে থাকে। কিভাবে যেন আজকের সূর্যোদয় সিংহ শিকারের যথার্থ সমাপ্তি ঘোষণা করে। সূর্যোদয় তাদের বোধকে আলোড়িত করে এবং তাদের মেজাজ হাল্কা করে দেয়। ফলে তারা চারপাশে আজ কেবল সৌন্দর্য্য অবলোকন করে এবং অন্যসময়ে হয়ত খেয়াল করত না এমনসব খুঁটিনাটি বিষয় তাদের বিস্মিত করে। তাদের সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া মাছরাঙার বুকের উজ্জ্বল নীল রঙ, সোনালী আকাশের বুকে অনেক উপরে উড়তে থাকা ঈগলের প্রসারিত ডানার সাবলীলতা, মায়ের পেটের নিচে সামনের পা মুড়ে বসে থাকা গ্যাজেল শাবক আর লোভীর মত মায়ের স্তনে তার গুতো মারা আর গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া দুধের ধারা। বিশাল আর্দ্র চোখে নির্ভিকভাবে মা গ্যাজেল তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইভাকেও প্রগলভতায় পেয়ে বসে। সে তার চাবুকের হাতল নির্দেশ করে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠে, 'ওহ অটো! ঐখানে ঘাসের উপরে বুড়ো মানুষের মত হারিয়ে যাওয়া চশমা সশব্দে শ্বাস নিতে নিতে খুঁজছে ঐ খুদে প্রাণীটা? ওটার নাম কি?'

সে যদিও গ্রাফকে সম্বোধন করে প্রশ্নটা করেছে কিন্তু লিওনের মনে হয় যে সে কেবল তার সাথে মুহূর্তটা উপভোগ করছে এবং উত্তর দেয়, 'ফ্রলিন, ওটা একটা

মধুচোর নিশাচর ব্যাজার। তাকে দেখতে ভদ্র মনে হলেও, সে আফ্রিকার অন্যতম হিংস্র প্রাণী। তার ভয় বলতে কিছু নেই। আর অসম্ভব শক্তিশালী। তার গায়ের চামড়া এত মোটা যে মৌমাছির হুল তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং অনেক বড় বড় প্রাণীর দাঁত আর থাবাও তার ঐ চামড়ার কাছে পরাভব মানে। এমনকি সিংহও তাকে ঘাঁটাতে চায় না। নিজেকে জখম করতে চাইলে যে কেউ তার সাথে ঝামেলা করে দেখতে পারে।'

ইভা তার বেগুনী চোখ দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই গলায় মিষ্টি হাসির আবেগ ফুটিয়ে তুলে সে গ্রাফ অটোর দিকে তাকায়। 'সবদিক দিয়েই দেখি সে তোমার মত। ভবিষ্যতে আমি তোমাকে আমার মধুচোর ব্যাজার বলেই মনে করবো।'

লিওন কল্পনা করে, সে তাদের দু'জনের ভিতরে আসলে কার সাথে কথা বলছে? কোনো লোক এই মেয়ের কোনো কিছু নিয়েই কখনও নিশ্চিত হতে পারবে না। তার ভিতরে এমন কিছু একটা রয়েছে যা রহস্যময় বা দুর্বোধ্য।

সে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় এবং রেকাবের উপরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের দিগন্তের দিকে ইশারা করে। 'ঐখানে ঐ পাহাড়টা!' দূরের চ্যাপ্টা-মাথা পাহাড়টার চূড়া উদিয়মান সূর্যের আলোয় নাটকীয় রকমের উজ্জ্বল দেখায়। 'আমরা যে পাহাড়টার উপর দিয়ে উড়ে এসেছি ঐ নিশ্চয়ই সেই পাহাড়, যেখানে মাসাই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাস করে।'

'হ্যাঁ, ফ্রলিন। ওটাই লনসনইয়ো,' লিওন তার কথায় সায় দিয়ে বলে।

'ওহ অটো! কত কাছে পাহাড়টা,' সে প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে।

সে মুচকি হাসে। 'তোমার কাছে কাছে কারণ তুমি সেখানে যেতে চাও। আমার কাছে সেটা একদিনের কষ্টকর যাত্রা।'

'তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে সেখানে নিয়ে যাবে!' হতাশায় তার কণ্ঠস্বর ম্লান শোনায়।

'অবশ্যই আমি বলেছি,' সে সম্মতি জানিয়ে বলে। 'কিন্তু কখন নিয়ে যাব সেটার প্রতিশ্রবতি দেইনি।'

'এখন আমাকে প্রতিশ্রবতি দাও। কখন?' সে জানতে চায়। 'কখন, ডার্লিং অটো?'

'এখন না। আমাদের এই মুহূর্তে নাইরোবি ফিরে যেতে হবে। এই দেরিটাই আমাদের পক্ষে বেশি হয়েছে। আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। এই আফ্রিকান সাফারিতে আমি কেবল আনন্দ করতে আসিনি।'

'অবশ্যই না,' সে চাপা হেসে বলে। 'তোমার কাছে সব সময়ে ব্যবসাই প্রধান।'

'তোমাকে বন্ধু হিসাকে আর কিভাবে পেতে পারতাম?' গ্রাফ অটো স্থূল রসিকতা করে বলে এবং লিওন মুখ ঘুরিয়ে নেয় যাতে গ্রাফের এই নির্দয় মন্তব্যের কারণে তার লাল হয়ে উঠা মুখ কেউ দেখতে না পায়। কিন্তু ইভাকে দেখে বোঝা যায় না সে কথাটা শুনতে পেয়েছে কিনা, আর পেলেও সে পাত্তা দেয় না এবং গ্রাফ বলতে থাকে, 'আমি

হয়ত এখানে জমি কিনতে পারি। নতুন দেশে অফুরন্ত সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়।'

'তোমার ব্যবসার কাজ শেষ হলে তখন আমাকে লনসনইয়ো নিয়ে যেতে তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে না?' ইভা নাছোড়বান্দার মতো বলে।

'তুমি কখনও হাল ছাড়ো না,' গ্রাফ অটো কপট হতাশায় মাথা নেড়ে বলে। 'ঠিকাছে। এসো আমরা একটা চুক্তি করি। আমি *অ্যাসেগাই* দিয়ে আমার সিংহটা শিকার করার পরে আমি তোমাকে সেই ডাইনীর সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাব।'

ইভার মেজাজ আরো একবার সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায় কি যায় না ভঙ্গিতে বদলে যায়। তার চোখে একটা পর্দার আড়াল নেমে আসে, অভিব্যক্তি শীতল আর নির্লিপ্ত হয়ে উঠে। লিওন যখন কেবল অনুভব করতে শুরু করেছে যে পর্দার আড়ালে কিছু একটা রয়েছে তখনই সে আবার স্পর্শের বাইরে অতলান্ত এক গভীরতায় নিজেকে নিয়ে যায়।

দুপুরে তারা ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্য এক নাম না জানা প্রস্রবিনীর আগাছা পূর্ণ ছোট একটা কুঁ-র পাশে মেহগনী গাছের বনে যাত্রাবিরতি করে। এক ঘন্টা পরে তারা পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু নিজের মেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ইভা বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠে, 'আমার ডান রেকাবের সেফটি লক আটকে গেছে। আমি যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ি তবে সে আমাকে ছেচড়ে টেনে নিয়ে যাবে।'

'কোর্টনী, দেখো কিছু করা যায় কিনা,' গ্রাফ অটো আদেশ করে। 'আর দেখো এমনটা যেন আর না হয়।'

লিওন নিজের ঘোড়ার লাগাম লইকতের হাতে দিয়ে দ্রুত ইভার কাছে যায় ব্যাপারটা দেখতে। সে একটু সরে গিয়ে তাকে রেকাব দেখতে দেয় কিন্তু লিওন স্টীলের লকটা দেখার জন্য নিচু হলে সে তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। ঘোড়াটার জন্য গ্রাফ অটো তাদের দেখতে পায় না। লিওন দেখে ইভার কথাই ঠিক– সেফটি লক আটকে রয়েছে। সনজো *ম্যানইয়াত্তা* থেকে সকালে রওয়ানা দেবার সময় লকটা ঠিকই খোলা ছিল– রওয়ানা দেবার আগে সে নিজে পরীক্ষা করেছে। এমন সময় ইভা তার হাত স্পর্শ করলে তার হৃৎপিণ্ড দৌড়াতে শুরু করে। সে নিশ্চয়ই নিজেই লকটা আটকেছে, তাকে মুহূর্তের জন্য একলা পেতে একটা অজুহাত তৈরি করেছে। সে আড়চোখে ইভার দিকে তাকায়। সে তার এত কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে লিওন নিজের গালে তার নিশ্বাস অনুভব করতে পারে। সে কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করেনি, তবুও দুগ্ধপোষ্য বিড়াল ছানার মতই উষ্ণ আর মিষ্টি একটা গন্ধ তার গা থেকে পাওয়া যায়। এক মুহূর্তের জন্য সে ইভার বেগুনী চোখের গভীরতার দিকে তাকায় এবং পর্দার পেছনের নারীর প্রেমময় মুখ দেখতে পায়।

'আমাকে পাহাড়ে যেতেই হবে। সেখানে আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা রয়েছে।' তার গুঞ্জন এতটাই মৃদু সে বোধহয় পুরোটাই অনুমান করেছে। 'সে আমাকে কখনও সেখানে নিয়ে যাবে না। তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে। মুহূর্তের জন্য থেমে সে

আবার বলে, 'ব্যাজার, আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে না?' কাতর অনুনয় আর ইভার দেয়া নতুন ডাকনাম সব মিলিয়ে লিওন যেন নিশ্বাস নিতেই ভুলে যায়।

'কোর্টনী, কি ব্যাপার?' গ্রাফ অটো জানতে চায়। সবসময়ে সর্তক, সে কিছু একটা গোলমাল আঁচ করতে পেরেছে।

'লকটা আটকে গিয়েছে, আমার নিজেকে জুতাপেটা করতে ইচ্ছা করছে। ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের জন্য এভাবে ঘোড়ায় চড়া বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হতে পারে।' লিওন তার চাকু বের করে লকের দাঁত জোর করে খোলার চেষ্টা করে। 'এখন আর কোনো সমস্যা হবে না,' সে ইভাকে আশ্বস্ত করে। ইভার ঘোড়াটা এখনও তাদের আড়াল করে রেখেছে, আর তাই সে সাহস করে স্যাডলের উপরে রাখার ইভার হাতের উল্টো পিঠে আলতো করে একটা চাপ দেয়। সে হাত সরিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টাই করে না।

'ঘোড়ায় ওঠো। আমাদের হাতে দেরি করার মতো সময় নেই,' গ্রাফ অটো তাড়া দিয়ে বলে। 'এখানে আমরা যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি। আমি আজই নাইরোবি ফিরে যেতে চাই। দিনের আলো থাকতে থাকতে আমি অবতরণ ক্ষেত্রে পৌঁছাতে চাই, যাতে বিমান নিয়ে উড্ডয়ন করা যায়।' তারা দ্রুত ঘোড়া ছোটায়, অবশেষে যখন *বাটারফ্লাই*য়ের সিঁড়ি ককপিটে দৌড়ে উঠে তখন নিজের ঢালের উপরে শুয়ে থাকা মৃতপ্রায় *মোরানি*র মত দিগন্তের উপরে লাল আর রক্তাক্ত সূর্য কোনমতে টিকে আছে। লিওনের মত অনভিজ্ঞও বুঝতে পারে, গ্রাফ অটো নিরাপদ সীমার অনেক আগেই বিমান আকাশে তুলে এনেছে। বছরের এই সময়ে আকাশে গোধূলির আলো খুব অল্প সময় থাকে। আর এক ঘন্টার ভিতরেই অন্ধকার নেমে আসবে।

রিফট ভ্যালীর দেয়াল অতিক্রম করার সময়ে তারা সূর্যের শেষ আলোটুকু কাজে লাগাবার জন্য যতটা সম্ভব নিচ দিয়ে উড়তে থাকে, কিন্তু হলে কি হবে, নিচের ভূখণ্ড ততক্ষণে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ঘোমটায় নিজেকে মুড়ে ফেলেছে। সমসা মোমবাতির সলতেটুকু ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়ার মত সূর্য ডুবে যায় আর গোধূলির আলো বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

অন্ধকারের ভিতরে তারা উড়তে থাকে যতক্ষণ না লিওন সামনে অন্ধকার ভূখণ্ডের ভিতরে শহরের চিহ্ন হিসাবে আলোর একটা ঝলক আবিষ্কার করে। পোলো-গ্রাউন্ডের উপরে তারা যখন পৌঁছে তখন পুরোপুরি আফ্রিকার অন্ধকার নেমে এসেছে। গ্রাফ অটো মাঠের চারপাশে চক্কর দেবার সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে বারবার ইঞ্জিনের আওয়াজ করে। সহসা মাঠের উল্টোদিকে মীরবাখ্ ট্রাকের চারটা হেডলাইট জ্বলে উঠে নিচের সবুজ অবতরণ ক্ষেত্র আলোকিত করে তোলে। গুস্তাভ কিলমার বিমানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার প্রাণপ্রিয় প্রভুকে উদ্ধার করতে হাজির হয়েছে।

নিচের আলোর দ্বারা পরিচালিত হয়ে তা দেয়া মুরগী যেভাবে আলতো করে ডিমের উপরে এসে বসে, গ্রাফ অটো ঠিক তেমনি আলতোভাবে *বাটারফ্লাই* অবতরণ ক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে আসে।

লিওন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে রিফট ভ্যালীর অভ্যন্তরে পার্সির ক্যাম্পে যাওয়া আর মোষ শিকারের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সাফারি আরম্ভ হয়েছে। সে ভাবে যে গ্রাফ অটো শিকারের জন্য আকাশের অনাবিল বিস্তারের নিচে বেরিয়ে পড়ার জন্য এখন সম্পূর্ণ তৈরি। কিন্তু তার ধারণা ভুল ছিল।

পার্সির ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে অন্ধকারে পোলো-গ্রাউন্ডে অবতরণের পরের দিন সকালে তানডালা ক্যাম্পে প্রাতঃরাশের টেবিলের সামনে গ্রাফ অটোকে এক গাদা খাম নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। প্রতিটা খাম মার্ক রোজেনথাল বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে বার্লিনে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যেসব সরকারী চিঠি পৌঁছে দিয়েছিল তার উত্তর।

গ্রাফ প্রতিটা দীর্ঘ, গুরুগম্ভীর চিঠির সারাংশ অনুবাদ করে ইভাকে শোনায়, টেবিলে গ্রাফের উল্টোদিকে বসে পুরোটা সময় সে সুস্বাদু ফলের টুকরো ঠোকরায়। চিঠির সারাংশ শুনে মনে হয় নাইরোবির পুরো সিভিল সোসাইটি তাদের মাঝে গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের মত কাউকে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অন্যসব সীমান্ত শহরের মত নাইরোবিও যেকোনো উসিলায় উৎসবে মেতে উঠতে পছন্দ করে, আর তিন বছর আগে মুথাইগা ক্লাব উদ্বোধনের পরে এমন সুযোগ আর আসেনি। প্রতিটা চিঠিতেই রয়েছে আমন্ত্রণের বাড়াবাড়ি।

তার সম্মানে উপনিবেশের গভর্নর একটা বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করেছেন গভর্নর হাউজে। লর্ড ডেলামেয়ার তার নতুন হোটেল নরফোর্কে তার আর ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের এই অঞ্চলে আগমন উপলক্ষ্যে একটা আনুষ্ঠানিক বল-নাচের আয়োজন করেছেন। মুথাইগা ক্লাবের সদস্যরা ভোট দিয়ে তাকে ক্লাবের একজন সাম্মানিক সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ডেলামেয়ারকে টেক্কা দিতে তার সদস্যপদের আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য তারাও একটা বল-নাচের আয়োজন করেছে। ইস্ট আফ্রিকায় সম্রাটের রাজকীয় বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেনরড ব্যালানটাইন তাকে রেজিমেন্টাল মেসে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লর্ড চার্লি ওয়াটার বয় এই যুগলকে রিফট ভ্যালীর প্রান্তে তার পঞ্চাশ হাজার একরের জমিদারিতে চারদিনের বরাহ নিধনের অভিযানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নাইরোবির পোলো ক্লাবও তাকে পূর্ণ সদস্য পদ দিয়ে আগামী মাসের প্রথম শনিবার কিংস আফ্রিকান রাইফেলসের বিরুদ্ধে এক ম্যাচে তাদের ক্লাবের প্রথম একাদশের হয়ে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

তার আগমনের কারণে সৃষ্ট আলোড়ন দেখে গ্রাফ অটো বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ইভার সাথে প্রতিটা নিমন্ত্রণ নিয়ে তাকে আলোচনা করতে শুনে, লিওন বুঝতে পারে নাইরোবি থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে ছিটকে গিয়েছে। প্রতিটা নিমন্ত্রণ গ্রাফ অটো গ্রহণ করে এবং প্রত্যুত্তরে তানডালা ক্যাম্প, মুথাইগা ক্লাব বা নরফোর্কে নিজের পক্ষ থেকে দর্শনীয় নৈশভোজ, ভোজসভা

বা বল-নাচের আমন্ত্রণ পাঠায়। লিওন এবার বুঝতে পারে এসএস *সিলভারভোগেলে* কেন সে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আর পানীয় পাঠিয়েছিল।

অবশ্য গ্রাফের আতিথেয়তার শেষ চালটা ছিল মারাত্মক, যার ফলে সে উপনিবেশের সবার মন জয় করে নিয়েছিল আর সবাই সাথে সাথে তাকে নিপাট ভালোমানুষ বলে স্বীকার করেছে, সেটা ছিল একটা সাধারণ ভোজসভার আয়োজন। পোলো-গ্রাউন্ডে সে শহরের সবাইকে একদিন বনভোজনের আমন্ত্রণ জানায়। সেদিনের সমাবেশে, নির্বাচিত অতিথিবৃন্দ যেমন– গভর্নর, লর্ড ডেলামেয়ার, ওয়ারবয় এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্যালানটাইনকে সে তার দুটো বিমানের একটাতে করে শহরের উপরে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনবে। ইভা তার প্রভাব খাটিয়ে তাকে রাজি করায় আমন্ত্রণটা ছয় থেকে বারো বছরের সব ছেলেমেয়ে পর্যন্ত বর্ধিত করতে আর তাদের সবাইকে বিমানে করে ঘুরিয়ে আনা হবে।

পুরো উপনিবেশে একটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। মেয়েরা প্রতিজ্ঞা করে বনভোজনের দিনটা তারা আফ্রিকার অ্যাসকট রেসের সমতুল্য করে তুলবে। সাধারণ বনভোজন থেকে রাই কুড়িয়ে বেলের মত ব্যাপারটা প্রায় রাজকীয় সমাবেশে পরিণত হয়। লর্ড ওয়ারবয় সেদিন কয়লার উপরে ঝলসে কাবাব তৈরির জন্য তিনটা স্বাস্থ্যবান ষাঁড় দান করেন। মহিলা সংঘের প্রতিটা সদস্য বাসায় ওভেন নিয়ে কেক আর পাই তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। লর্ড ডেলামেয়ার বিয়ার সরবরাহের দায়িত্ব নেন। মোমবাসার ভাটিখানায় তিনি জরুরী সরবরাহের জন্য তার করেন এবং সেখান থেকে তাকে নিশ্চিত করা হয় তার চাহিদা মাফিক বিয়ার কয়েকদিনের ভিতরেই পাঠান সম্ভব। আমন্ত্রণের খবর দেশের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে খামারে বসবাসকারী পরিবার নাইরোবি যাত্রার জন্য গাড়িতে মালপত্র তুলতে শুরু করে।

শহরে কেবল চারজন দর্জি এবং শীঘ্রই তারা নতুন অর্ডার নেয়া বন্ধ করে দেয়। মেইন স্ট্রিটের ফুটপাথে খোলা স্থানে পসরা সাজিয়ে বসা নরসুন্দরাও দাড়ি ছাটা আর চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে। সেদিনটাকে ছেলেদের হাইস্কুল আর মেয়েদের কনভেন্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে এবং বাতাসে গুজন ছড়িয়ে পড়ে সেদিন যেসব ছেলে মেয়ে বিমানে উঠবে গ্রাফ অটো তাদের *বাটারফ্লাইয়ের* নিখুঁত স্কেল মডেলের একটা করে বিমান স্মারক উপহার হিসাবে দিবে।

চারপাশের এসব উৎসবের আমেজে লিওন আরও বিরক্ত হয়ে উঠে। গ্রাফ অটো সিদ্ধান্ত নেয় যে উৎসবের দিন বিমানে উড়ার জন্য আসা ছেলেমেয়ের ভীড় সামলাবার জন্য তার আরেকজন বৈমানিকের প্রয়োজন। সে শহরের পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গ দেবে কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের কোনো ইচ্ছা তার নেই। লিওনকে শুনিয়ে সে ইভাকে বলে বাচ্চাদের কোলাহলপূর্ণ উপস্থিতির চেয়ে তাদের মিষ্টি রসাল সম্ভাবনাই তার বেশি পছন্দ।

'কোর্টনী, আমি তোমাকে বিমান চালনা শিখাব বলেছিলাম।'

লিওন বিস্মিত হয়। মোষ শিকারের পর এই প্রথম গ্রাফ অটো বিমান চালনা প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা উল্লেখ করল এবং সে ভেবেছিল প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা গ্রাফ নিজের সুবিধার্থে ভুলে গিয়েছে। 'আমরা তাই এখনই এয়ারফিল্ডে যাব। কোর্টনী, আজ তোমার পাখা গজাবে!'

*বাম্বলবি*র ককপিটে লিওন গ্রাফ অটোর পাশে বসে এবং প্রতিটা ডায়াল, সুইচ, কন্ট্রোল, যন্ত্রপাতি আর লিভারের বর্ণনা আর কাজ যখন সে বোঝায় মনোযোগ দিয়ে শোনে। জটিলতা সত্ত্বেও, লিওন ইতিমধ্যেই ককপিটের লে-আউট সম্পর্কে চলনসই জ্ঞান অর্জন করেছে, যার অনেকটাই 'বানরের টুপি খোলা'র মত করে অর্জিত। লিওন গ্রাফকে তার সদ্য শেখা জ্ঞান পুনরাবৃত্তি করে শোনালে সে মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। '*জ্যা!* আমি যখন বিমান চালিয়েছি তুমি সবকিছু তখন মনোযোগ দিয়ে দেখেছো। কোর্টনী, তোমাকে দিয়ে হবে। খুব ভালো!'

লিওন কখনও ভাবেনি গ্রাফ ভালো প্রশিক্ষক হবে, কিন্তু খুঁটিনাটি সবকিছু ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তার সতর্কতা আর ধৈর্য্য দেখে সে বেশ অবাকই হয়। তারা শুরু করে ইঞ্জিন চালু আর বন্ধ করা দিয়ে, তারপরে মাটিতে বিমান চালনা করা দ্রুত শিখে নিয়ে– উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী বাতাস আর অভিমুখী বাতাস সম্পর্কে গ্রাফ তাকে বিশদভাবে বোঝায়। ঘোড়ার লাগাম আর রেকাবের মত, লিওন কন্ট্রোল আর বিশাল যন্ত্রটার সেইসব নির্দেশে সাড়া দেবার প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে উঠে। গ্রাফ তার দিকে একটা চামড়ার হেলমেট ছুড়ে দিলে সে তখন সত্যিই অবাক হয়। 'মাথায় চাপিয়ে নাও।' তারা ট্যাক্সি করে পোলো-গ্রাউন্ডের শেষ প্রান্তে যায় এবং ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলে, 'অভিমুখী বাতাস!' লিওন স্টারবোর্ড রাডার পুরোটা খুলে দেয় এবং দুটো পোর্ট ইঞ্জিন চালু করে। সে ইতিমধ্যে বিপরীতমুখী ধাক্কা সামলে কিভাবে বিশাল যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। *বাম্বলবি* দ্রুত জীবন্ত হয়ে উঠে এবং বাতাসে নাক ভাসিয়ে দেয়।

'তুমি উড়তে চেয়েছিলে? তাহলে দেরি করছো কেন!' গ্রাফ অটো তার কানে চিৎকার করে বলে।

অবিশ্বাস আর আতঙ্ক নিয়ে লিওন তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সে এখনও প্রস্তুত না। আরো একটু সময় প্রয়োজন।

'*গট্ট ইন হিমেল!*' গ্রাফ অটো এবার গর্জে উঠে। 'কিসের জন্য অপেক্ষা করছো? বেটিকে আকাশে তোলো!'

একটা লম্বা গভীর শ্বাস নিয়ে লিওন থ্রটলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। একে একে সে তাদের চালু করে এবং বিমানের ইঞ্জিনের আলাদা আলাদা শব্দ মিলিয়ে গিয়ে একটা ছন্দোবদ্ধ সুর ভেসে উঠার জন্য অপেক্ষা করে। বাসের জন্য এক বুড়ি মহিলার দৌড়ের মত *বাম্বলবি* প্রথমে এলোমেলো পায়ে, তারপরে দুলকি চালে এবং সবার শেষে

ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান হয়। লিওন তার হাতের মুঠোয় জয়স্টিককে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখে। নিজের আঙ্গুলের ডগায়, রাডার বারের উপরে রাখা পায় আর আত্মার অভ্যন্তরে আসন্ন উড়ানের নিরুদ্বিগ্ন হাল্কাভাব অনুভব করে। চরম ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণের একটা অপার অনুভূতি। বাতাসের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। বিমানের নাক সামান্য দিকভ্রান্ত হয় কিন্তু সে রাডারের সামান্য আন্দোলনে তাকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনে। সে টের পায় তার পায়ের নিচে *বাম্বলবি* অস্থিরভাবে লাফিয়ে উঠছে। সে ভাবে, যন্ত্রটা উড়তে চাইছে। আসলে তারা দু'জনেই উড়তে উদগ্রীব!

তার পাশে বসা গ্রাফ সামান্য ইশারা করে এবং লিওন বুঝতে পারে সে কি বলতে চাইছে। জয়স্টিক তার হাতের মুঠির ভিতরে কাঁপছে, শিহরিত হচ্ছে এবং সে আলতো করে তাকে সামনে অভিষ্ট লক্ষ্যে ঠেলে দেয়। তার পিছনে বিমানের অতিকায় লেজ ঘাসের উপর থেকে শূন্যে ভেসে উঠে, এবং *বাম্বলবি* সাবলীলভাবে হ্রাস পাওয়া টানে সাড়া দেয়। সে নিজের হাতের ভিতরে তাকে ছটফট করতে দেখে এবং গ্রাফের পরবর্তী ইশারার আগেই সে তার হাতের জয়স্টিক পুনরায় সামনে এগিয়ে এনেছে। বিমানের চাকা মাটিতে একবার কি দু'বার লাফিয়ে উঠে এবং তারপরে আলতো করে শূন্যে ভেসে উঠে। সে বিমানের নাকটা উঁচুতে উঠার ভঙ্গিতে সামনের দিগন্ত বরাবর স্থির করে। তারা অনন্তকাল ধরে যেন উপরে উঠতে থাকে। সে আড়চোখে পাশের জানালা দিয়ে তাকায় এবং পৃথিবীকে দ্রুত নিচের দিকে সরে যেতে দেখে। সে উড়ছে। স্টিকের উপরে আর রাডার বারে কেবল তারই আধিপত্য। সে সত্যিই উড়ছে। উৎফুল্ল চিত্তে সে ঊর্ধ্বমুখী গতি উপভোগ করে।

তার পাশে বসে থাকা গ্রাফ সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নাড়ে। তারপর তাকে ইশারা করে উড়ান থামিয়ে একবার ডানে একবার বামে কাত করতে বলে। স্টিক আর রাডারের যুগপৎ ক্রিয়ায় লিওন *বাম্বলবিকে* আদেশ করলে সে পোষা প্রাণীর মত লাজুকভাবে সাড়া দেয়।

গ্রাফ অটো পুনরায় মাথা নাড়ে এবং সে যাতে শুনতে পায় সে জন্য যথেষ্ট চেঁচিয়ে বলে: 'চুলে বাতাসের আলিঙ্গন আর চোখে তারার স্মৃতি নিয়ে কারো কারো জন্ম হয়। কোর্টনী, আমার মনে হয় তুমি আমাদেরই একজন।'

তার নির্দেশ মতো লিওন তার চক্করের পরিধি বড় করে, তারপরে রানওয়ের সমান্তরালে বিমানটা নিয়ে আসে। মুশকিল হল সে এখনও শিখেনি কিভাবে যন্ত্রটার গতি কমিয়ে একই সাথে উচ্চতা হ্রাস করতে হয়। বিমানের নাকটা উঁচু রেখে যাতে নিজে থেকেই গতি কমে সে আপন ভারে নিচে নেমে আসে, এটা সে জানে না। সে নাক উঁচু না করে বরং গোত্তা দেবার ভঙ্গিতে নিচু রেখে মাঠের দিকে ধেয়ে আসে, বিমানের গতিবেগ তখনও অনেক বেশি। বিমান যখন ভূমি স্পর্শ করে *বাম্বলবি* তখনও উড়বার মেজাজে রয়েছে এবং ঘাসের মাটিতে ধাক্কা খেয়ে বেলুনের মত সে আবার

উঁচুতে উঠে যায়। সে বাধ্য হয় থ্রটল খুলতে এবং আবার চক্কর দেয়া শুরু করে। তার পাশে বসে থাকা গ্রাফের হাসি তখন দেখে কে! 'তোমার এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে, কোর্টনী। আবার চেষ্টা করো।'

পরের বার সে আগের চেয়ে একটু ভালো করে। ডানার প্রসার বেশি হবার কারণে *বাম্বলবি*র স্টল স্পিড একটু কম। সে পোলো-গ্রাউন্ডের সীমানার কাছে যখন পৌঁছায়, তখন মাটি থেকে তার উচ্চতা ত্রিশ ফিট আর এয়ারস্পিড তখন ইন্ডিকেটরে দেখা যায় চল্লিশ নট। সে বিমানের নাকটা এবার উঁচু রাখে, এবং তাকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে দেয়। সে একটা ঝাঁকি দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে যাতে লিওনের দাঁতে দাঁতে বাড়ি খায় কিন্তু আগের মত লাফিয়ে উঠে না এবং গ্রাফ অটো এবারও হাসে। 'ভালো! অনেক ভালো! আবার চক্কর দাও!'

লিওন খুব দ্রুত পুরো বিষয়টা আত্মস্থ করে নেয়। অবতরণের পরবর্তী তিনটা প্রচেষ্টার প্রত্যেকটা আগেরটার চেয়ে ভালো হয় এবং চতুর্থবার নিখুঁত তিন-পয়েন্ট টাচডাউন, মেইন আন্ডারক্যারিজ আর লেজের চাকা একই সাথে মাটিতে নেমে আসে।

'অসাধারণ!' গ্রাফ অটো চিৎকার করে বলে। 'ট্যাক্সি করে এবার হ্যাঙ্গারে চলো!'

নিজের সাফল্যে লিওন নিজেই অহঙ্কারী হয়ে উঠে। তার প্রথম দিনের প্রশিক্ষণকে অবশ্যই সফল বলতে হবে এবং সে জানে আগামী দিনগুলোতে সে তার এই নতুন শেখা বিদ্যার আরও উন্নতি সাধন করতে পারবে।

সে হ্যাঙ্গারের সামনে *বাম্বলবি*কে ঘুরিয়ে নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করতে ফুয়েলের নবের দিকে হাত বাড়ায়, গ্রাফ অটো তাকে নিষেধ করে। 'না! আমি কেবল নামব, কিন্তু তুমি থাকছো।'

'আমি বুঝতে পারলাম না,' লিওন বিস্মিত কণ্ঠে বলে। 'তুমি আমাকে আর কি করতে বল?'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম কিভাবে উড়তে হয় সেটা শেখার এবং আমি আমার কথা রেখেছি। এখন যাও আকাশ তোমার, কোর্টনী, অথবা আছাড় খেয়ে মর। আমার কাছে দুটোই সমান।' গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্ ককপিটের অন্যপাশ দিয়ে তড়বড় করে নেমে যায়, এবং সাকুল্যে তিন ঘন্টার প্রশিক্ষণ শেষে লিওনকে তার প্রথম একাকী উড়ানের মুখে দাঁড় করিয়ে হারিয়ে যায়।

মানসিক আর দৈহিক শক্তির ইচ্ছাকৃত যুগপৎ সম্মিলনের ফলে লিওন সামনে এগিয়ে থ্রটলের হাতল আঁকড়ে ধরে। তার মনের ভিতরে নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। তার মনে হয় এইমাত্র সে যা কিছু শিখেছে সব ভুলে গেছে। সে টেক-অফ করার জন্য দৌড় শুরু করে বিপরীতমুখী বাতাসে। *বাম্বলবি* দৌড়াতে থাকে আর কেবল দৌড়াতেই থাকে, এয়ারস্পিড বৃদ্ধির হার এতটাই মন্থর যে সে সীমানা প্রাচীরে ধাক্কা খাবার আগের মুহূর্তে কোনোমতে তাকে টেনে আকাশে তুলে আনে। তিনফুট বাকি

থাকতে সে আকাশে উড়ে। যাই হোক, সে অন্তত উড়তে পেরেছে। সে ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখে নিচে হ্যাঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে দু'হাত রেখে সে হাসিতে ফেটে পড়েছে, হাসির দমকে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, মাথাটা পিছনে হেলান।

'ভন মীরবাখ্, তোমার রসবোধের সত্যিই তুলনা নেই। ইচ্ছা করে মোষকে আহত করে আবার মৃত্যুর মুখে সম্পূর্ণ নভিসকে একা পাঠাও। ফূর্তির জন্য সবকিছুই হালাল!' কিন্তু তার ক্রোধ স্বল্পস্থায়ী হয় এবং প্রায় সাথে সাথেই সে ভুলে যায়। সে একা আকাশে উড়ছে। আকাশ আর পৃথিবী তার একার নিয়ন্ত্রণে।

আকাশ উজ্জ্বল আর পরিষ্কার, কেবল তার হাতের মাপের এক টুকরো রূপালী মেঘ রয়েছে এক কোণে। সে *বাম্বলবি*কে ঊর্ধ্বমুখী করে এবং তাকে মেঘ অভিমুখী রাখে। পৃথিবীর মতই নিরেট মনে হয় মেঘটা এবং সে এর খুব কাছ দিয়ে উড়ে যায়। সে আবার ঘুরে এবং ফিরে আসে এবার সে অবতরণের ভঙ্গিতে বিমানের চাকা দিয়ে রূপালী মেঘের স্রোতে শীর্ষদেশ স্পর্শ করে। 'মেঘের সাথে খেলা,' সে উল্লসিতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে। 'ঈশ্বর আর তার দেবদূতেরা কি অবসর সময় এভাবেই কাটায়?' সে মেঘের ভিতর দিয়ে বিমান নিয়ে যায় এবং কয়েক মুহূর্ত রূপালী কুয়াশা তাকে অন্ধ করে রাখে, তারপরেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে বেরিয়ে আসে, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা। নিচে সে নিচের দিকে নেমে আসে এবং খয়েরী ভূখণ্ড দ্রুত উপরে তার কাছে উঠে আসে। সে বিমানকে ভূমি সমান্তরালে নিয়ে আসলে গাছের মাথার উপর দিয়ে বিমানের চাকা দ্রুত ধেয়ে যায়। অথী সমভূমির বিশাল আয়তন তার সামনে ভেসে উঠলে সে বিমান আরও নিচে নামিয়ে আনে। মাটির ত্রিশ ফুট উপর দিয়ে ঘন্টায় একশো মাইল বেগে সে বৃক্ষহীন বুনো প্রান্তরের উপর দিয়ে উড়ে চলে। বিমানের চাকার নিচেবন্য প্রাণীর দল আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছুটে পালায়। সে এতই নিচ দিঁয়ে উড়ে যায় যে একবার একটা বিশাল জিরাফের বাড়ান মাথার সাথে ধাক্কা এড়াবার জন্য পোর্টসাইডের ডানার প্রান্তদেশ উপরে তুলতে হয়।

সে আবার উপরে উঠে আসে এবং নগঙ পর্বত সারির দিকে এগিয়ে যায়। দুই মাইল দূরে থাকতেই সে তানডালা ক্যাম্পের খড়ের ছাদ চিনতে পারে। সে নিচু দিয়ে উড়ে যাবার কারণে ক্যাম্পের বিস্মিত কর্মচারীদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পায়। ম্যানইয়রো আর লইকতও তাদের ভিতরে রয়েছে। সে ঝুঁকে ককপিটের পাশের জানালা দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লে তারা বুনো উদ্দীপনায় নেচে গেয়ে হুল্লোড়ে মেতে উঠে।

সে ভীড়ের ভিতরে একটা বিশেষ মুখ খুঁজে, যেকোনো মুখ না কিন্তু একটা বিশেষ মুখ এবং ইভাকে তাদের ভিতরে না দেখে সে একটু হতাশ হয়। সে অগত্যা বিমানক্ষেত্রের দিকে ঘুরে যায় এবং নগঙ পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে ঘোড়াটা তার চোখে পড়ে। ঠিক তার সামনে দিগন্তরেখা বরাবর, ইভার সবসময়ের

পছন্দের ধূসর মেয়ারটা সে দেখতে পায়। তারপরে ইভাকে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আজ তার পরনে হলুদ জ্যাকেট আর মাথায় একটা বিশাল স্ট্র হ্যাট। সে ধাবমান বিমানের দিকে তাকায় কিন্তু তার চেহারায় কোনো ভাব প্রকাশ পায় না।

আরে তাইতো, সে জানে না আমি একা রয়েছি বিমানে। সে আমাকে মনে করেছে গ্রাফ অটো। লিওন আপন মনে হাসে এবং তাকে লক্ষ করে বিমানটা নামিয়ে আনে। সে তার চোখ থেকে গগলস কপালে উঠিয়ে দিয়ে ককপিটের জানালা দিয়ে নিচে তাকায়. সে তার এত কাছ দিয়ে উড়ে যায় যে তাকে চিনতে পারার মুহূর্তটা পর্যন্ত সে দেখতে পায়। সে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে হেসে উঠলে লিওন তার সাদা দাঁতের সারি ঝলসাতে দেখে। মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে যাবার সময়ে মাথার স্ট্র হ্যাটটা নামিয়ে ইভা তার উদ্দেশ্যে আন্দোলিত করে। নিচু দিয়ে উড়ে যাবার কারণে ইভার ঘোড়া সামনের দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং আতঙ্কে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। তার মনে হয় সে যদি ইভার চোখের রঙ দেখতে পেত!

উপরে উঠে আসার সময়ে সে ঘুরে ইভার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তখনও হাত নাড়ছে। সে চায় ইভা ককপিটে তার পাশে এসে বসুক। সে তাকে স্পর্শ করতে, ছুতে চায়। তখন পাশের লকারে রাখা সিগন্যাল প্যাডের কথা তার মনে পড়ে। গ্রাফ অটো একটা বিষয় বোঝাবার জন্য সেটার পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছিল। দড়িতে বাধা একটা পেনসিলও রয়েছে প্যাডটার সাথে। সে একহাতে থ্রটল ধরে অন্য হাতে দ্রুত প্যাডের উপরে লিখতে থাকে। 'আমার সাথে লনসনইয়ো পাহাড়ে উড়ে যাবে। ব্যাজার।' সে পাতাটা ছিঁড়ে নেয় এবং দ্রুত সেটাকে ভাঁজ করে একটা ছোট পুটলিতে পরিণত করে। লকারে যেখানে সে প্যাডটা খুঁজে পেয়েছে সেখানেই লাল রঙের ম্যাসেজ রিবনও রয়েছে, প্রতিটা ছয় ফুট করে লম্বা। সে একটা বের করে আনে। রিবনের এক প্রান্তে বাঁধা আছে মাস্কেটের গুলির মত একটা বল, আর অন্যপ্রান্তে রয়েছে একটা ছোট বোতামযুক্ত পকেট। সে পাতাটা পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম আটকায়, তারপরে *বাম্বলবি*র নাক ঘুরিয়ে নেয়।

ইভা তখনও পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এখন সে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। *বাম্বলবি*কে ফিরে আসতে দেখে সে রেকাবের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। লিওন উচ্চতা আর গতিবেগ দ্রুত হিসাব করে নিয়ে, তারপরে রিবনটা ককপিটের জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয়। স্লিপস্ট্রিমে সেটা লুটোপুটি খেয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে যায়।

ইভা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লাল রিবনটা লক্ষ করে ঘোড়া ছোটায়। লিওন একটা আঁটসাঁট বৃত্তে বিমানের নাক ঘুরিয়ে নেবার সময়ে দেখে রিবনটা খুঁজে পেতে ইভা স্যাডলের উপরে ঝুঁকে সেটা তুলে নিচ্ছে। সে বোতাম খুলে তার নোটটা বের করে এবং তারপরে পাগলের মত মাথা নাড়তে নাড়তে সে দু'হাত মাথার উপরে তুলে আন্দোলিত করে। হাসলে তার সাদা দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠে।

গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের সাধারণ পিকনিকের মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে উপনিবেশের ইতিহাসের অন্যসব ঘটনাকে, উপকূল থেকে আসা প্রথম ট্রেন বা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের আগমনকেও ছাপিয়ে যাবার যোগাড় হয়।

মুথাইয়া কান্ট্রি ক্লাবের এক রসিক সদস্য লঙ বারে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করে, থিওডর রুজভেল্ট মাগনা বিমানে চড়ার সুযোগ বিলি করেননি।

পিকনিকের দিন সূর্যোদয়ের আগেই পোলো-গ্রাউন্ডের চারপাশে তাবুর একটা ছোটখাট শহর গড়ে উঠে। বেশিরভাগ তাবুই উপনিবেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত অভিবাসী পরিবারের কিন্তু কিছু তাবু ছিল যেখানে লর্ড ডেলামেয়ার বিনামূল্যে বিয়ার আর লেমোনেড বিলি করছে আর কিছু তাবুতে মহিলা সঙ্ঘের সদস্যরা চকলেট, কেক আর আপেল পাই দিচ্ছে।

নরফোর্ক হোটেলের শেফ জ্বলন্ত কয়লার উপরে ষাঁড়ের মাংসের কাবাব তৈরি তদারকি করছে। গভর্নরের আগমন প্রত্যাশায় কার রেজিমেন্টের বাদ্যযন্ত্রীর দল তাদের যন্ত্রগুলো শেষবারের মত পরীক্ষা করে নেয়। বাচ্চা ছেলের দল আর নেড়ী কুকুরের পাল পোলো গ্রাউন্ডে খাবারের খোঁজে আর নানা দুষ্টু বুদ্ধি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। জলঘরগুলো আক্ষরিক অর্থে রমরমা চলে আর বাজারে বাজির দর তিনে এক দাঁড়ায় যে বিয়ারের নতুন সরবরাহ সারা দিনের জন্য যথেষ্ট নয়। গুস্তাভ কিলমারের মেকানিকের দল বিমান দুটোর ফাইন টিউনিং আর ফুয়েল ট্যাঙ্ক পূর্ণ করতে ব্যস্ত সময় কাটায়। প্রতিশ্রুত উড্ডয়নের জন্য ছেলেমেয়ের দল লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে আর বিমানের কোনো ইঞ্জিন প্রতিবার চালু হবার সাথে সাথে বিপুল উদ্যমে চেঁচিয়ে উঠে।

লিওন ইতিমধ্যে *বাম্বলবি* নিয়ে মোট বারো ঘন্টা আকাশে উড়েছে এবং গ্রাফ অটো সন্দিহান অভিভাবকদের নিশ্চিত করে যে তাদের ছেলেমেয়েরা অভিজ্ঞ পাইলটের তত্ত্বাবধানে ভালোই থাকবে। বাচ্চাদের সামলাবার দায়িত্ব ইভা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নেয়। পোলো ক্লাব কমিটির সদস্যদের আর উড়তে আসা ছেলেমেয়েদের মায়েদের সে তার সহকারী হিসাবে কাজ করতে রাজি করায়। তাদের কেউ হয়ত অল্প জার্মান জানে বা কেউ ফরাসি, কিন্তু কার্যত দেখা যায় কারোই অন্যের কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। পুরোটা সকাল লিওন যখনই ইভাকে দেখেছে তার কোলে একটা বাচ্চা রয়েছে আরও পাঁচ ছয়জন তার স্কার্ট আর শার্টের হাতা ধরে ঝুলে রয়েছে।

গ্রাফ অটোর রহস্যময়ী সুন্দরী সঙ্গিনী থেকে একদমই আলাদা একটা মহিলা। তার ভিতরের মাতৃত্বের সত্তা জেগে উঠেছে, তার মুখ দীপ্তিময় চোখ উজ্জ্বল। বাচ্চাদের একে একে বিমানে উঠিয়ে দেবার সময়ে সে অনবরত হাসতে থাকে, আর লিওন এবং হেনী ডু রান্ড সবাইকে ভিতরে বেঞ্চে বসিয়ে বেঁধে দেয়। বিমানের ভিতরটা খুদে মানবতায় বোঝাই হয়ে গেলে লিওন ইঞ্জিন চালু করে আর বাচ্চারা আনন্দিত আতঙ্কের

কিচিরমিচির শুরু করে। কারের বাদ্যযন্ত্রীর দল পাশে দাঁড়িয়ে একটা উদ্দীপনাময় সামরিক সুর বাজায়। *বাম্বলবি* তারপরে গ্রাফ অটোর বর্ণিল অভিজাত যাত্রী ভর্তি *বাটারফ্লাই*কে অনুসরণ করে মাঠের উপর ট্যাক্সি করে। বিমান দুটো পরপর আকাশে উড়ে এবং শহরের উপরে দু'বার চক্কর দিয়ে আবার অবতরণ ক্ষেত্রে ফিরে আসে। ইভা *বাম্বলবি*র মইয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের নামতে সাহায্য করে। হেনী আর ম্যাক্স রোজেনথাল তাদের হাতে খেলনা বিমানের নমুনা ধরিয়ে দেয় এবং পরের দল বিমানে উঠতে শুরু করে।

ইভার এই নতুন চেহারা দেখে লিওন তাজ্জব বনে যায়। সে তার ভিতরের উষ্ণতা আর দয়া এবং ভালোবাসার মেয়েলী ক্ষমতার পুরোটা যেন কোনো রাখঢাক না করেই চারপাশে বিলিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চারা এটা ঠিকই অনুমান করতে পারে এবং পিঁপড়ের দল চিনির পাত্রের দিকে যেভাবে ধাবিত হয় তেমনিভাবে তারাও তাকে ছেঁকে ধরে। লিওনের মনে হয় ইভা নিজেও যেন বাচ্চা মেয়েতে পরিণত হয়েছে, সুখী আর স্বাভাবিক। দিন বাড়তে থাকে কিন্তু বাচ্চাদের লাইন যেন কমতেই চায় না, ইভার বেশির ভাগ সহকারী গরমের প্রচণ্ডতায় হাঁপিয়ে উঠে, কিন্তু ক্লান্তি যেন ইভাকে স্পর্শই করতে পারে না। লিওন দেখে সে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসতে ঘামে ভেজা চুল তার চোখের সামনে এসে পড়লে সে ঠোঁট ভ্রুকুঞ্চিত করে ফুঁ দিয়ে চোখের উপর থেকে চুলের গোছা সরাবার অবসরে বিমান যাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়া বাচ্চা মেয়ের যত্ন নিচ্ছে। তার বুট নোংরা, স্কার্টের এখানে সেখানে কচি কচি হাতের ছাপ, কিন্তু তার চোখ-মুখ ঘামের সাথে মিশে থাকা আনন্দে উজ্জ্বল।

লিওন চারপাশে দ্রুত তাকায়। গ্রাফ অটো *বাটারফ্লাই* নিয়ে পরবর্তী উড়ানে গেছে, এবার তার যাত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেনরড ব্যালেনটাইন আর বার্কলের স্থানীয় ম্যানেজার। গুস্তাভ কিলমার হ্যাঙ্গারের পাশে দাঁড়িয়ে আরেকটা ফুয়েলের ড্রামের মুখ খুলছে। এই মুহূর্তে কেউ তাদের লক্ষ করছে না।

'ইভা!' সে ডাক দেয়।

কোলের বাচ্চাটাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সে বিমানের পাশে এসে দাঁড়ায় সে, এমনভাব করে যেন অপেক্ষমানদের সাথে সে কথা বলছে। লিওনের দিকে না তাকিয়ে সে তার সাথে কথা বলে। 'ব্যাজার, তুমি বড্ড বেশি ঝুঁকি নিতে পছন্দ কর। জনসাধারণের ভিড়ে আমাদের কথা না বলাই উচিত।'

'তোমাকে একা পাবার কোনো সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না।'

'কি বলবে বল, এবার?' তার অভিব্যক্তি কোমল হয় কিন্তু তারপরেও চকিতে চারপাশে একবার তাকিয়ে নেয়।

'বাচ্চাদের সাথে তুমি দারুণ সাবলীল,' সে তাকে বলে। 'আমি তোমার মত এমন অভিজাত মেয়ের কাছে এটা একেবারেই আশা করিনি।'

হেসে উঠে, এবার সে তার দিকে তাকায়, তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল আর আন্তরিক, সেখানে কিছুই লুকান নেই। 'আমাকে যদি তোমার অভিজাত বলে মনে হয়, তাহলে বলতেই হবে আমাকে এখনও তুমি ভালোমতো চেনই না।'

'তোমার প্রতি আমার অনুভূতির কথা আশা করি তুমি জান।'

'হ্যাঁ, ব্যাজার সোনা। আমি জানি। গোপনীয়তা রক্ষা করতে তুমি খুব একটা পটু না।' সে হেসে উঠে।

'আমরা কি কোনোভাবেই একটু একা দেখা করতে পারি না? আমার কত বলার ছিল তোমাকে!'

'গুস্তাভ তাকিয়ে আছে। আমরা এখনই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি। আমার এখন যাওয়া উচিত।'

দুপুর নাগাদ অপেক্ষমান বাচ্চাদের সংখ্যা কমে আসে, সেই সাথে লিওন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। সে এর ভিতরে কতবার বিমান নিয়ে উড়েছে মনে করতে পারে না। সবগুলোই যে নিখুঁত ছিল তা বলা যাবে না, কিন্তু *বাম্বলবি* অক্ষত রয়েছে আর তার খুদে যাত্রীরাও কোনো অভিযোগ জানায়নি। সে এবার লাইনের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায়। দিনের শেষ উড়ানের যাত্রী বলতে মাত্র পাঁচজন রয়েছে।

তারপরে কিছু একটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সীমানা প্রাচীরের বাইরে থেকে কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ছে। মুখটা চিনতে তার একটু দেরি হয়, এবং আরো হয়ত দেরি হত যদি না তার পাশে উজ্জ্বল শাড়ি পরে ছোট ছোট মেয়েদের একটা সারি দাঁড়িয়ে না থাকতো।

'ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার!' লিওন সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায়। 'গুলাম ভিলাবজি এসকোয়্যার আর তার খুদে দেবদূতের দল।' তারপরে সে সবচেয়ে খুদেটাকে কাঁদতে দেখে আর বাকিদের মুখের ভাব দেখে মনে হয় তাদের হৃদয় বুঝি ভেঙে যাচ্ছে। সে ককপিটে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের ইশারা করে কাছে আসতে বলে। তারা মাঠে প্রবেশের গেটের দিকে একটা ঘন সঙ্ঘবদ্ধ পরিবারের মত এগিয়ে আসতে থাকে, কিন্তু গেটে পোলো ক্লাবের এক সদস্য পাহারা দিচ্ছে অনাহুত কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। একটা অতিকায় পেষল লোক, পিপের মত উদর আর লাল রোদেপোড়া মুখ তার। লিওন তাকে চেনে সম্প্রতি ওল্ড কান্ট্রি থেকে আগত অভিবাসনকারী যে তার চার হাজার একর অনুদান বুঝে নিতে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে লর্ড ডেলামেয়ারের মাগনা বিয়ার সে সারাদিন ভালোই সাটিয়েছে। মাথা নাড়তে নাড়তে সে ভিলাবজিকে আটকায়। বাচ্চাদের মুখে করুণ একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠে।

লিওন ককপিট থেকে নেমে গেটের দিকে দৌড়ে যায় কিন্তু সে দেরি করে ফেলেছে, ইভা তার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। শিয়ালের দিকে ধেয়ে যাওয়া গ্রে হাউন্ডের মত সে ধেয়ে আসে এবং তার আক্রমণের মুখে বেচারা পালাবার পথ পায় না। সে ভিলাবজির দুই মেয়ের দু'হাত ধরে এবং লিওন বাকিদের ভার নেয়। সে

তাদের মাথার উপর দিয়ে ইভাকে বলে 'আমরা কখন একা দেখা করার সুযোগ পাব?'

'ব্যাজার, সোনা, জান না, ধৈর্য্য একটা মহৎ গুণ। এখন একদম চুপ। সোনা, বোঝার চেষ্টা কর। গুস্তাভ তাকিয়ে আছে।' সে বাচ্চাদের সিঁড়ি দিয়ে ককপিটে উঠিয়ে দিয়ে গেটে যেখানে ভিলাবজি উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ফিরে যায়। উড়ান শেষে *বাম্বলবি*কে ফিরিয়ে আনার সময়েও সে দেখে ইভা তখনও ভিলাবজির সাথে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আন্তরিকভাবে আলাপ করে চলেছে।

উপনিবেশের সবাই তার প্রতি মুগ্ধ আর আমি কিনা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে আছি। লিওন নিজের ঈর্ষার শক্তি দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

★

কারের রেজিমেন্টাল মেসে মেয়েদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ কেবল লিওন ছাড়া সবার কাছেই ছিল একটা উৎসব মুখর অনুষ্ঠান। সে বারে দাঁড়িয়ে পেনরড ব্যালানটাইনকে ইভার সাথে ওয়ালটজ নাচতে দেখে। পুরোদস্তুর সামরিক পোষাকে তার চাচাকে দারুণ দেখায় আর নাচেও মার্জিত সাবলীল ভঙ্গিতে। তার বাহুতে ইভাকে সুন্দরী আর রেশমের মত হাল্কা মনে হয়, আজ রাতে তার চুল চূড়া করে বাঁধা আর কাঁধ নিরাভরন। তার পোষাকের রঙ বেগুনীর এমন জটিল একটা মাত্রার যা তার চোখকে আরও দীপ্তিময় করে তুলেছে আর তার উন্মুক্ত কাঁধের *ডিকোলেটির* স্যাটিনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার পশ্চাদদেশ নিটোল আর নিখুঁত। তার বাহু লম্বা আর সুঠাম। তার ত্বক থেকে একটা আভা বিকিরিত হয় এবং পেনরডের একটা চুটকি শুনে হেসে উঠলে তার গাল হাল্কা লাল হয়ে উঠে। নাচতে নাচতে তার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লিওন তাদের কথোপকথন এক লহমার জন্য শুনতে পায়। তারা ফরাসিতে কথা বলছে আর পেনরডের ব্যক্তিত্ব মনোমুগ্ধকর আর শিষ্টাচারের তুঙ্গস্পর্শী।

ব্যাটা বুড়ো শকুন! লিওন তিক্তকণ্ঠে ভাবে। সে ইভার দাদার বয়সী হবে কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তারপরে সে ইভাকে দীপ্তিময় চোখে তার দিকে তাকিয়ে এবং নিজের ঝকঝকে নিখুঁত দাঁতের সারি বের হাসতে দেখে। বুড়োর চেয়ে এই মেয়েই বা কম কিসে? জীবনে যার সাথে দেখা হবে তার দিকেই কি তাকিয়ে এমন মোহনীয় হাসি হাসতে হবে?

বিকেল যেন আর শেষ হতে চায় না। তার অফিসার ভাইদের জোকগুলো বস্তাপচা, কথাবার্তায় প্রাণ নেই, সংগীতে নেই সুর আর ছন্দের কোনো ঠিকানা, এমনকি আজকে হুইস্কিও তেতো লাগে। রাতে বেশ গরম পড়েছে আর হলের ভিতরে কেমন দম বন্ধ করা একটা গুমোট পরিবেশ। নিজেকে তার খাঁচায় বন্দি বলে মনে হয়। সঙ্গীর অভাবে নাচের আসরে চুপচাপ বসে থাকা যে মেয়ের সাথে সে দায়িত্বপালনের নাচ

নাচছিলো তার মুখে দুর্গন্ধ এবং সে তাকে তার বিশাল মোটা আশাবাদী মায়ের হাতে গছিয়ে দিয়ে, তারপরে খুশী মনে রাতের আঁধারে কেটে পড়ে।

বাতাস মিষ্টি, আকাশ পরিষ্কার আর তারারা বিস্ময়কর। তার মাথার উপরে বৃশ্চিক দংশনের জন্য হূল উঁচিয়ে প্রস্তুত। লিওন পকেটের ভিতরে হাত গুঁজে বিষণ্ন মনে প্যারেড-গ্রাউন্ডে হেঁটে বেড়ায়। পুরো মাঠে একটা চক্কর দিয়ে সে পুনরায় মেসে ফিরে আসলে বারান্দায় একদল লোককে বসে থাকতে দেখে। তারা ধূমপান করছে এবং লিওন দলের ভিতর থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠকে গাধার মত কর্কশ স্বরে কথা বলতে শুনে। অপর আরেকটা কণ্ঠ প্রথমটার মতই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক উত্তর দিলে তার স্নায়বিক পীড়া শুরু হতে কেবল বাকি থাকে। বিরক্তির সাথে সে ভাবে ফ্রগি স্নেল আর তার চামচ আ ফ্রেডি রবার্টস। ঠিক যখন আমি একটু ভালো বোধ করছি ঠিক সেই সময়ে এদেরই মুখ আমার দেখতে হবে।

সৌভাগ্যবশত নাচঘরে প্রবেশের জন্য পিছন দিকে একটা রাস্তা ছিল আর তাই সে কোনো শব্দ না করে ভবনের পাশের দেয়াল দিয়ে নিরবে হাঁটা দেয়, দেয়ালটা ডিম্বাকার পাতা আর বিশাল লাল ফুলের ট্রাম্পেটার ঝোপে ছাওয়া।

সে বাঁক ঘুরতেই তার কাছেই একটা দেয়াশলাই জ্বলে উঠে এবং সে ঝোপের লতা পাতার আড়ালে এক যুগলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ভদ্রমহিলা তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়াশলাইটা সেই মহিলাই জ্বালিয়েছে এবং লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, যে সিগার ধরাবার জন্য আগুনের শিখার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সিগার ধরান শেষ হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, সিগারে কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। দেয়াশলাইটা তখনও জ্বলছে আর সেই আলোতে লিওন দেখে লোকটা আর কেউ না, তার চাচা পেনরড। সে বা তার সঙ্গিনী কেউ তার উপস্থিতি টের পায়নি।

'ধন্যবাদ তোমাকে, বাছা,' পেনরড ইংরেজীতে বলে। তারপরে লিওনের উপরে তার চোখ পড়তে সামান্য শঙ্কিত অভিব্যক্তি তার চেহারায় ফুটে উঠে। 'ওহ, লিওন তুমি!' সে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে।

লিওন ভাবে, মন্তব্যটা কেমন বেসুরো শোনাচ্ছে। সতর্কবাণীর মতো মনে হয় তার কাছে কথাটা, আন্তরিক সম্ভাষণ বলে মনে হয় না। মহিলা ঝটিতে ঘুরে দাঁড়ায় তার মুখোমুখি হতে, তার হাতে দেয়াশলাই তখনও জ্বলছে। সে দেয়াশলাইটা মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে পিষে সেটা নিভায়, কিন্তু ততক্ষণে লিওন তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে ফেলেছে। তার আর পেনরডের আচরণ অনেকটা ষড়যন্ত্রকারীদের মত।

'মসিয়ে কোর্টনী, আপনি আমাকে চমকে দিয়েছেন। আমি আপনার আসবার শব্দ পাইনি।'

সে ফরাসিতে কথা বলে, কিন্তু কেন? একটু আগেই পেনরড তার সাথে ইংরেজীতে কথা বলছিলো? 'মার্জনা করবেন। আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি।'

'একেবারেই না,' পেনরড তার কথা পাত্তাই দেয় না। 'হলঘরের আবহাওয়া কেমন দম আটকানো। ঐসব খুদে পাঙ্খা ফ্যান আসলে কোনো কাজেরই না। ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গ অসুস্থ বোধ করছিলেন, তার একটু তাজা বাতাসের প্রয়োজন ছিল। আর আমি সিগারেটের তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছিলাম।' সে আবার ফরাসিতে ফিরে যায় যখন ইভার সাথে কথা বলে 'আমি আমার ভাস্তেকে বলছিলাম যে তুমি গরম আর বদ্ধ আবহাওয়ায় সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে।'

'আমি এখন একদম ঠিক আছি,' সে একই ভাষায় উত্তর দেয় এবং লিওন যদিও তার মুখ দেখতে পায় না কিন্তু তার গলার স্বর আবার আগের মতই পুরোপুরি শান্ত সংযত শোনায়।

'আমরা যন্ত্রী আর তাদের বাজনা নিয়ে আলাপ করছিলাম,' পেনরড কথা চালিয়ে যাবার জন্য বলে। 'ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের ধারণা যে তাদের স্ট্রাউসের উপস্থাপন অনেকটা উপজাতীয় সমর নৃত্যের মত আর তাদের পোলকা বাজনা তার পছন্দ হয়েছে।'

হাল্কা বিরক্তির সাথে লিওন ভাবে, চাচা তুমি বড্ড বেশি কথা বলছো। এখানে কিছু একটা ঝামেলা না থেকেই পারে না। সে কিছুক্ষণ তাদের এক বিশ্রস্ত আলাপে যোগ দেয় তারপরে ইভার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ায়। 'ফ্রলিন আমাকে মার্জনা করবেন, কিন্তু আমি আপনাদের মত এত শক্তিশালী নই। আমি এখন বাসায় গিয়ে একটু ঘুমাব। বল শেষ হলে আপনি আর গ্রাফ কি তানডালা ক্যাম্পে ফিরে আসবেন নাকি নরফোর্কে থাকবেন?'

'আমি যতদূর জানি গুস্তাভ আমাদের শিকারের গাড়িতে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে,' ইভা উত্তর দেয়।

'বেশ কথা। আমি আমার কর্মচারীদের বলব আপনাদের জন্য সবকিছু ঠিক করে রাখবে। আপনাদের যদি কিছু প্রয়োজন হয় তবে তাদের কেবল বললেই চলবে। আমার ধারণা কালকে আপনি আর গ্রাফ একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠবেন। প্রাতঃরাশ আপনাদের চাহিদা মাফিকই সরবরাহ করা হবে।' সে পেনরডের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ায়। 'স্যার, দায়িত্বের আহবান যদিও পরিষ্কার এবং প্রকট, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে দেহ দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আর একটা কি বড়জোর দুটো নাচের ডিউটি, তারপরেই আমি এখান থেকে হারিয়ে যাব আমার বিছানার উদ্দেশ্যে যাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না।'

'বাছা, তোমার রেকর্ডে আমি তোমার সম্বন্ধে বেশ ভালো কিছু কথা লিখে দেব। রেজিমেন্টের সম্মান আজ তুমি ভালোই রক্ষা করেছো। চার্লি ওয়ারবয়ের ধুমসী মেয়েটার সাথে তুমি যেভাবে চটুল ভঙ্গিতে নেচে বেড়ালে তা সত্যিই দর্শনীয়। ভালোই ভারসাম্য বজায় রেখেছো আর সেটা কখনও নষ্ট হয়নি।'

'চাচা, আপনি সত্যিই দয়ালু।' সে তাদের সেখানে রেখেই রওয়ানা দেয়, কিন্তু হলের দরজার কাছে পৌঁছে সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। দুটো অন্ধকার অবয়বের মত তাদের দেখা যায় এবং সে তাদের মুখ দেখতে পায় না কিন্তু তারা যেভাবে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মাথার ভঙ্গিতে একটা সতর্কতা ফুটে আছে, যা তাকে নিশ্চিত করে যে এই মুহূর্তে তারা যন্ত্রী দলের পোলকা বাজনা নিয়ে কথা বলছে না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা তারা আলোচনা করছে।

দু'জনের মতলবটা আসলে কি? তুমি আসলেই কে ইভা ভন ওয়েলবার্গ? আমি তোমার যতই কাছে আসছি তুমি ততই প্রহেলিকাময় হয়ে উঠছো। আমি যতই তোমার সম্বন্ধে জানছি ততই কম তোমাকে চিনতে পারছি।

পরের দিন সকালে রাস্তা দিয়ে ধেয়ে আসা মীরবাখ্ হান্টিং কারের শব্দে লিওনের ঘুম ভাঙে এবং গ্রাফ অটো তারস্বরে চেচিয়ে বিয়ার-হল পানশালার গান গাইছে। সে উঠে বসে একটা ভেসটা জ্বালায় এবং পার্সির রূপার হান্টারে সময় দেখে, ঘড়িটা সবসময় বিছানার পাশের টেবিলের উপরে রাখা থাকে। ভোর চারটা বাজতে ছয় মিনিট বাকী। ক্যাম্পে প্রবেশ করে সে গাড়ি থামার শব্দ পায় এবং দরজা বন্ধ করার শব্দ, গুস্তাভকে অটো চেঁচিয়ে শুভরাত্রি জানায় আর ইভার হাসির শব্দ শোনা যায়। আবারও ঈর্ষার চাবুক লিওনকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং সে বিড়বিড় করে নিজেকে বলে, 'গ্রাফ শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি তুমি গলা পর্যন্ত গিলে এসেছো। ডেলামেয়ারের সাথে পান করার সময়ে তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমি আশা করি সকালের হ্যাঙওভার তুমি সামলে নিতে পারবে। অবশ্য সেটা তোমার পাওনা, ধেড়ে খোকা।'

তাকে কিন্তু সকালে হতাশ হতে হয়। আট বাজার সামান্য পরে গ্রাফ মেস টেন্টে প্রবেশ করে, তাকে উৎফুল্ল আর সতেজ দেখায়। তার চোখের সাদা অংশ বাচ্চাছেলের মত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। সে চেঁচিয়ে ইসমাইলকে কফি দিয়ে যেতে বলে এবং কফি এলে সে এক ড্রাম কনিয়্যাক ধোঁয়া উঠতে থাকা মগে ঢালে। 'মদ খেলেই আমি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠি। ঐ পাগল ডেলামেয়ার কাল রাতে টোস্ট করার মতো লোক আর খুঁজে না পেয়ে শেষে আমরা তার প্রিয় ঘোড়া আর কুকুরের নামে টোস্ট করেছি। সে একটা পাগল, ঐ লোকটা। নিজের আর তার চারপাশের লোকের মঙ্গলের জন্য তাকে আটকে রাখা উচিত।'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে, নাচের জায়গায় যে লোকটা মাথার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এবং সেই অবস্থায় এক গ্লাস কনিয়্যাক পান করেছিল সেটা ডেলামেয়ার ছিল না।'

'না, সেটা আমার কর্ম,' গ্রাফ স্বীকার করে। 'কিন্তু ডেলামেয়ার আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সে ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না। তুমি কি জান তার যখন বয়স কম ছিল তখন তাকে সিংহ কামড়েছিল? আর সেজন্য সে খুড়িয়ে হাঁটে।'

'উপনিবেশের সবাই তার গল্পটা জানে।'

'সে একটা চাকু দিয়ে সিংহটা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।' সে বিষাদময় একটা অভিব্যক্তির সাথে মাথা নাড়ে। 'একেবারে পাগল! তাকে আসলেই আটকে রাখা উচিত।'

'গ্রাফ, তার আগে আমাকে বল, একটা *অ্যাসেগাই* দিয়ে সিংহ মারার মতই পাগলামির পর্যায়ে ব্যাপারটা পড়ে কিনা?'

'*নেইন!* একেবারেই না। চাকু দিয়ে চেষ্টা করাটা আহাম্মকির পর্যায়ে পড়ে কিন্তু বর্শা খুবই যুক্তিসঙ্গত।' গ্রাফ তার কফিটা এক নিশ্বাসে গিলে ফেলে মগটা সশব্দে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে। কোর্টনী, আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। পাগল ডেলামেয়ার যেমন বলে, এসব ছেলেখেলা অনেক হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সবার স্বাস্থ্য পান করা শেষ এবং উপনিবেশের প্রতিটা ধুমসী বৃটিশ মহিলার সাথে আমি আন্তরিকভাবে নেচেছি। আমার সুন্দর বিমানে তাদের হাড়বজ্জাত বাচ্চাগুলোকে উড়িয়ে এনেছি। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হল, আমি সব সামাজিকতা একদম যথাযথভাবে পালন করেছি এবং এই উপনিবেশের গভর্নর আর মানুষের প্রতি আমার সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি। এখন আমি অরণ্যে যেতে চাই এবং সেখানে কিছু সত্যিকারের শিকার করতে চাই।'

'স্যার, আপনার মুখের কথা শুনে আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি। আপনার মত আমিও নাইরোরিতে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'ভালো! তুমি এখনই রওয়ানা দিতে পার। তোমার ঐ ঢ্যাঙা দুই ম্লেচ্ছকে ডাকো এবং *বাম্বলবি* নিয়ে শিকারের স্থানে যাও। পুরো রিফট ভ্যালীর উপজাতিদের ভিতরে খবর ছড়িয়ে দাও যে আমি মাসাইল্যান্ডে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সিংহটা খুঁজছি। আমার হয়ে যে উপজাতি সেটা খুঁজে পাবে আমি তাদের গোত্রপতিকে বিশটা ভালোজাতের গরু উপহার দেব। এখন যাও, এবং আমার জন্য সুখবর নিয়েই কেবল ফিরে আসবে। কোর্টনী, মনে থাকে যেন, বিশাল হতে হবে এবং তার কেশর হবে নরকের কুকুরের মত কালো।'

'এখনই, গ্রাফ, কিন্তু যাবার আগে আমি কি আমার কফিটা শেষ করতে পারি?'

'আরেকটা বৃটিশ রসিকতা। *জ্যা*, দারুণ বলেছো। এখন আমি একটা জার্মান কৌতুক বলবো। আমার সিংহ খুঁজে বের করো নয়তো আমি তোমার পাছায় ততক্ষণ লাথি মারতে থাকবো যতক্ষণ না ডেলামেয়ারের চেয়েও খারাপ হাল তোমার হয়। কেমন, আসলেই মজার কৌতুক, তাই না?'

এক ঘন্টা পরে ইভা যখন মেস টেন্টে প্রবেশ করে, তখন লম্বা টেবিলে কেবল গ্রাফ অটোই একলা বসে রয়েছে, তার সামনে এক গাদা কাগজপত্র রাখা। জার্মান যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কালো ঈগলের ছাপ চিহ্নিত একটা খাম সে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে এবং নোটবুকে জরুরী জিনিসগুলো টুকে রাখছে। সে কাগজটা সরিয়ে রাখে এবং মেস

টেন্টের প্রবেশপথে যেখানে ইভা আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে তাকায়। আজ সকালে ইভার পায়ে স্যান্ডেল আর পরনে ফুলের ছোপ দেয়া একটা হাল্কা সামারড্রেস যাতে তাকে একেবারেই স্কুল ছাত্রীর মত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। মাত্র চুল ধুয়ে এসেছে এবং আচড়িয়ে পিঠের উপরে কৃষ্ণসার মৃগের লোমের মত হাল্কা ঢেউ খেলে কালো জল প্রপাতের মত পড়ে রয়েছে। সে এগিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়ায় এবং তার কাঁধের উপরে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। সে তার হাত ধরে হাতের মুঠি খুলে এবং তালুতে আলতো করে চুমু দেয়। 'তুমি এত সুন্দর কেন?' সে বলে। 'তোমার চারপাশের সব মেয়েকে তোমার তুলনায় কুৎসিত আর নিষ্প্রভ করে ফেলতে তুমি কোনো অপরাধবোধ কর না?'

'বিশ্বাসযোগ্য আর চটজলদি তুমি যে মিথ্যা কথা বল তোমার কোনো অপরাধবোধ হয় না?' সে তার মুখে পুরোপুরি চুমু খায় এবং সে তার বুকের দিকে হাত বাড়াতে খিলখিল করে হেসে উঠে তার নাগালের বাইরে সরে যায়। 'না না অটো, আগে আমাকে কিছু খেতে দাও।'

এদিকে ইসমায়েল তার আসার অপেক্ষায় তক্কে তক্কে ছিল। মাথায় আজ তার লাল রঙের সেরা ফেজ টুপিটা এবং পরনের *কানজা* যত্নের সাথে ধুয়ে ইস্ত্রি করায় বরফের মত সাদা দেখায়। হাসলে তার ঝকঝকে সাদা দাঁতের ঝলক দেখা যায়। 'শুভ সকাল মেমসাহিব। কামনা করি আপনার দিনটা গোলাপের সুগন্ধে আর এসব মিষ্টি ফলের ঘ্রাণে ভরে উঠুক।' কাটা আম, পেপে, আর কলার টুকরো ভর্তি পাত্রটা তার সামনে রাখার ফাঁকে সে কথাগুলো ফরাসীতে বলে।

'*মার্সি বিয়্যাওকুপ*, ইসমায়েল। তুমি এত সুন্দর ফরাসী বলা শিখলে কোথায়?'

'মেমসাহিব, আমি বহুবছর মোমবাসায় কনসালের বাসায় কাজ করেছি। ইসমায়েলের খুশী দেখে কে? তানডালা ক্যাম্পের কর্মীদের সে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

'নির্বোধ কাফের কোথাকার, ভাগো এখান থেকে,' গ্রাফ অটো বাগড়া দিয়ে বলে। 'আমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমাকে আরেক পট টাটকা কফি দিয়ে যাও।' ইসমায়েল রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া মাত্র, তার আচরণ পরিবর্তিত হয় এবং সে গম্ভীর আর কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে উঠে। 'বেশ, আমি কোর্টনীকে তাড়িয়েছি। আমাদের আলোচ্য সিংহ খুঁজতে আমি তাকে শিকারের জায়গায় পাঠিয়েছি। আসল কাজ শেষ করতে যতদিন লাগে সে নেবে আশা করা যায় বেশ কয়েকদিন তার টিকিটাও দেখা যাবে না। তার সাধাসিধে আচরণ আর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও আমি তাকে বিশ্বাস করি না। সে আমার চেয়ে বেশি চালাক। । গত রাতে আমি তাকে সামরিক বাহিনীর পোষাকে দেখেছি। আর সেখান থেকে আমি আভাস পেয়েছি যে সে সম্ভবত বৃটিশ সামরিক বাহিনীর অতিরিক্তদের তালিকায় রয়েছে। আমি আরও জেনেছি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্যালানটাইন তার আপন চাচা। বৃটিশ সামরিক বাহিনীর সাথে তার বেশ

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের তার ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

'অবশ্যই অটো।' সে তার পাশের চেয়ারে বসে সামনের ফলের বারকোশের দিকে মনোযোগ দেয়।

'গতকাল বার্লিন থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। সতের তারিখে তারা ভন লেট্টোও'র সাথে আমার বৈঠকের আয়োজন করেছে,' সে বলতে থাকে। 'বিমানে লম্বা যাত্রা সেই আরুশা পর্যন্ত, কিন্তু আমি বেশিদিন সেখানে থাকতে পারব না। অনেক লোক এখন আমাদের উপর নজর রেখেছে। ইভা, তোমার একটা ছোট স্যুটকেস গুছিয়ে রেখো। তোমাকে নিয়ে যেন আমি গর্ব করতে পারি।'

'অটো, আমাকে কি আসলেই তোমার প্রয়োজন? এটা তোমাদের ছেলেদের ব্যাপার আর নিরস একটা বিষয়। আমি বরং এখানেই থাকি এবং কিছু ছবি আঁকি।' সে কাঁটাচামচে আমের একটা টুকরো গেঁথে বলে।

তার বিষয় সম্পত্তি আর ব্যবসার প্রতি ইভার এই মৃদু অনাগ্রহের ভঙ্গি অটোর সাথে তার দীর্ঘ সম্পর্কের সময়ে সে নিখুঁত করে তুলেছে। তার কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা যদি সে করত এই পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে দিয়েছে। আরো একবার নিজের ধৈর্য্যের ভালো ফল সে পায়। তারা উইসক্রিচ ছেড়ে আসার পরে এই প্রথম সে লেট্টোও ভোরবেকের প্রসঙ্গ তুলল। সে খুব ভালো করেই জানে তাদের আফ্রিকা আসার এটাই প্রধান কারণ। শিকার শিকার খেলার ভান করার পেছনে লুকিয়ে আছে এই বিষয়টা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, সোনামণি। তুমি জান যে আমি সবসময়ে তোমাকে আমার পাশে পেতে চাই।'

'ভন লেট্টোওর সাথে আর কে সেখানে থাকবে? আর কোনো মেয়ে থাকবে?'

'সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ভন লেট্টোও চিরকুমার। গভর্নর সেনীর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু লেট্টোও আর তার খুব একটা বনে না, বা আমার অন্তত তাই বিশ্বাস। এটা কোনো সামাজিক মেলামেশার পর্যায়ে পড়ে না। আলোচ্য বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হল দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার নেতা, কুস ডে ল্যা রে। সেই হল খুঁটি যার উপরে সবগুলো বিষয় নির্ভর করছে।'

'তুমি সবসময়ে যেমন বল আমি হয়তো আসলেই তেমন বোকা একটা মেয়ে, কিন্তু বৈঠকের জন্য তোমরা খুব জটিল একটা পন্থা কি অবলম্বন করছো না? তারচেয়ে বোয়ার জেনারেল বার্লিনে এলে বিষয়টা কি অনেক সহজ হত না, বা আমরাই *অ্যাডমিরালের* মত কোনো সমুদ্রগামী জাহাজে করে আরামে কেপ টাউনে যেতে পারতাম না?'

'দক্ষিণ আফ্রিকায় ডে ল্যা রে নজরবন্দি একজন লোক। বৃটিশদের বিরুদ্ধে তার মতো কঠোর আর জোরালোভাবে আর কোনো বোয়ার নেতা যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ বিরতির

পরে সে নিজের বৃটিশ বিরোধী মনোভার লুকাবার কোনো চেষ্টাই করেনি। আমাদের সরকার আর তার সাথে কোনো ধরনের যোগসূত্র খুঁজে পেলে লন্ডন পাগল হয়ে যাবে। বৈঠকটা তাই তার নিজের দেশের বাইরে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দশ দিন আগে, চরম গোপনীয়তার মাঝে, আমাদের একটা ডুবোজাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র সৈকত থেকে তাকে তুলে নিয়েছে, এবং ডার এস সালামে পৌঁছে দিয়েছে। বৈঠকের পরে তাকে আবার একই পথে পৌঁছে দেয়া হবে।'

'ইত্যবসরে তুমি পার্শ্ববর্তী দেশে হাতি, সিংহ শিকার করে বেড়াচ্ছ। কারও মনে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হবে না যে তোমাদের মাঝে কোনো যোগসূত্র রয়েছে। আমি এখন বুঝতে পারছি এটা আসলে একটা নিখুঁত ষড়যন্ত্র।'

'আমি ধন্য হয়ে গেলাম তোমার রায় পেয়ে।' একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি তার মুখে ফুটে উঠে।

'পুরো ব্যাপারটা তোমার কাছে নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই তুমি এত সময় এর পেছনে ব্যয় করছো যখন এই সময়টা শিকার করে আনন্দে কাটাতে পারতে।'

'আসলেই তাই।' সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। 'বিশ্বাস কর, আসলেও তাই।'

তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে যে সে ইতিমধ্যেই অনেক দূর চলে এসেছে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বিড়বিড় করে। 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণ বিরক্তিকর। সে ঠোঁট ফোলায় এবং চোখের বড় বড় পাপড়ি পিটপিট করে সে তার চোখে মুখে একটা আহ্লাদীভাব ফুটিয়ে তোলে। তার মন ভোলাতে সে নিজের যে চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেছে তার সাথে এই অভিব্যক্তি দারুণ মানিয়ে যায়। এ ধরনের স্থূল প্রতিক্রিয়াই সে তার কাছে প্রত্যাশা করে। তাকে প্রীত করতে সে নিজের যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে তার সাথে এমন আচরণই মানানসই। তার কাছে এমন নির্বোধ আচরণই সে প্রত্যাশা করে। তারা দু'জন যখন একত্রে থাকে তখন তাদের ভিতরে উদ্ভূত সব ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং তার প্রত্যাশা পূরণ করার নিখুঁত উপায় সে বের করেছে। সে খুব ভালো করেই জানে অটো তার কাছে ঠিক কি চায়। সে তাকে বন্ধু হিসাবে প্রত্যাশা করে না বা তার কাছ থেকে মানসিক উদ্দীপনা চায় না– সেজন্য অন্য আরো অনেক মেয়ে রয়েছে। তার প্রয়োজন একটা অলঙ্কার, সরল এবং সহজ এক সুন্দরী, যে প্রথমে তার ভিতরে কামোদ্দীপনা জাগাবে তারপরে বেশ্যার কুশলতায় তার পাশবিক প্রবৃত্তি নিবৃত করবে। সে তার ভিতরে লাস্যময়ী এক সঙ্গিনীকে দেখতে চায়, যাকে দেখে অন্য নারী ও পুরুষের ভিতরে একই সাথে ঈর্ষা এবং ভক্তির উদ্রেক ঘটাবে; একটা সম্পত্তি যা তার নিজের অবস্থান আর সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে। অটোর যে মুহূর্তে তাকে বিরক্তিকর বলে মনে হবে, তখনই ছেড়া জুতোর মত সে তাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে। সে খুব ভালো করেই জানে হাজারটা মেয়ে তার স্থান দখলের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। বারবণিতা হিসাবে তার পারঙ্গমতার স্মারক এটাই যে সে তাকে এতদিন পর্যন্ত কাছে রেখেছে।

'পুরো বার্লিনের সবচেয়ে সুন্দর উপহারটা আমি তোমাকে কিনে দেব,' অটো সহজেই রাজি হয়।

'তুমি আমাকে প্যারিসে যে ফরচুনি ফ্রকটা কিনে দিয়েছো সেটা কি আমি সঙ্গে নেব? তোমার কি মনে হয় জেনারেল ভন লেট্টোও ভোরবেকের কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা দেখে?'

'তোমাকে ঐ পোষাকে একবার দেখলে তার মনে যে কামনার ঝড় বইতে শুরু করবে, যে কোনো সভ্য সমাজেই সেটার কারণে সবাই তাকে ধিক্কার দেবে।' গ্রাফ মুচকি হাসে, তারপরে গলা চড়িয়ে ডাকে : 'ইসমায়েল!'

'বাওয়ানা হেনীকে ডাকতে লোক পাঠাও!' ইসমায়েল হাজির হওয়া মাত্রই সে তাকে বলে। 'এই মুহূর্তে তাকে এখানে আসতে বল।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই হেনী টেন্টের পর্দার কাছে এসে হাজির হয়। তার বাদামী পোড় খাওয়া চেহারায় আশঙ্কার মেঘ এসে জমা হয়েছে এবং মাথার দাগ পরা কাপড়ের টুপিটা বুকের কাছে ধরে গ্রিজের দাগ পরা আঙ্গুল দিয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে নাড়ছে।

'হেনী ভিতরে এসো। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়ে অটো তাঁকে স্বাগত জানায়, এবং তারপরে ইভার দিকে তাকায়। 'সোনামণি, আমাদের তোমায় মার্জনা করতেই হবে। তুমিতো জানই যে হেনী জার্মান বলতে পারে না, তাই আমরা ইংরেজী কথা বলবো।'

'গ্রাফ, আমার কথা চিন্তা করে উদগ্রীব হয়ো না। আমার সময় কাটাবার জন্য পাখির বই আর বাইনোকুলার যথেষ্ট। আমি আনন্দেই থাকব।' তার চেয়ার অতিক্রম করার সময় সে ঝুঁকে তাকে চুমো খায় এবং টেন্টের ঠিক বাইরে গিয়ে বসে যেখান থেকে লিওন তার মনোরঞ্জনের জন্য পাখি বসার যে টেবিলটা তৈরি করেছে সেটা ভালো করে দেখা যায়। টেবিলের উপরে অসংখ্য গানের পাখি এসে জমা হয়েছে; বন্য ক্যানারী, তোতা, টিয়া আর পাহাড়ী ময়না।

তাদের কথা যদিও ভেসে আসে কিন্তু সে মেস টেন্টের দু'জনের কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে রত্নের মত খুদে পাখিগুলোকে তার স্কেচ খাতায় ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠে।

গ্রাফ ইভা বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তাকে ভুলে গিয়ে হেনীর প্রতি সমস্ত মনোযোগ দেয়। 'তুমি আরুশা আর তার আশেপাশের জায়গা কেমন চেনো, হেনী?'

'সেখানে একটা কাঠ চেরাইয়ের কলে আমি বছর দুয়েক কাজ করেছি। মাউন্ট মেরুর নিচের ঢালে আমরা কাঠ কলের জন্য কাঠ কেটেছি। জায়গাটা নিজের হাতের তালুর মত আমি চিনি।'

'সেখানে উষা নদীর পাড়ে একটা দুর্গ রয়েছে, *জ্যা?*'

'*জ্যা*। দুর্গটা সেখানের একটা দর্শনীয় স্থান। সেখানের লোক দুর্গটাকে বরফি চিনির দুর্গ বলে। দুর্গটা চোখ ধাধান সাদা রঙ করা এবং দেয়ালের একদম উপরে

কামানের জন্য বলভি আর গুলি করার জন্য প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদ রয়েছে। দুর্গটা দেখলে মনে হবে বাচ্চাদের রূপকথার বই থেকে উঠে এসেছে।'

'আমরা সেখানে বিমানে করে যাব। তোমার কি মনে হয় আকাশ থেকে তুমি দুর্গটা চিনতে পারবে?'

'আমি কখনও উড়োজাহাজে উঠিনি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে একজন অন্ধও পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে দুর্গটা চিনতে পারবে।'

'বেশ। কালকে তাহলে সকালের আলো ফোটার সাথে সাথে আমরা যাত্রা করবো।'

'স্যার, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনার উড়ন্ত যন্ত্রগুলোর একটায় উঠার আমার সৌভাগ্য হবে।' সে একটা দেঁতো হাসি দেয়। 'আমি রক্ষণাবেক্ষণ আর রিফুয়েলিং-এ আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'সেসব তোমার না ভাবলেও চলবে। সেসব দেখার জন্য গুস্তাভ রয়েছে। এসব করার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না। তোমার এক পুরান বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তোমাকে দরকার।'

বাটারফ্লাই পোলো-গ্রাউন্ড থেকে যখন আকাশে উড়ে, সূর্য তখনও দিগন্ত রেখার নিচে। ভোরের বাতাসে একটা ঠাণ্ডা আমেজ, এবং ককপিটে সবাই গ্রেটকোট পড়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। মাটির তিন হাজার ফিট উপর দিয়ে গ্রাফ অটো দক্ষিণে উড়ে যায়, এবং রিফট ভ্যালীর ঢাল অতিক্রম করামাত্র চোখ ধাঁধাঁন দ্রুততায় সূর্য দিগন্তরেখার উপরে উঠে আসে এবং কিলিমানজারো পর্বতের চারপাশটা আলোকিত করে তুলে, পাহাড়টা যদিও একশো মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত, তবুও দক্ষিণের পুরো পটভূমিতে তার দাপুটে অবস্থান।

ককপিটের পেছনের সীটে ইভা একলা বসে আছে, গ্রাফ অটোর দৃষ্টিসীমার বাইরে, সে সামনে কন্ট্রোলের কাছে বসেছে। উইন্ডস্ক্রিনের পেছনে তার ভারী কোটের ভিতরে সে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তার মাথার চুল হেলমেটের কারণে ঢাকা পড়ে আছে; তার চোখের উপরে গগলসের ঘোলাটে কাচের আবরণ। গুস্তাভ আর হেনী ককপিটের সামনের আসনে বসে চোখের সামনের দৃশ্যাবলীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের কেউই একবার পিছনে তাকায়নি। সাধারণত সবসময় সবার চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ থাকে এবং এখন সেটার অনুপস্থিতি তার ভিতরে একটা অস্বস্তিবোধের জন্ম দেয়। এই প্রথম সে কোনো ধরনের অভিনয় করছে না। একবারের জন্য হলেও সে তার আবেগের রাশ আলগা করতে পারে এবং তাদের ইচ্ছামতো বিচরণ করতে দেয়।

ককপিটের স্টারবোর্ড সাইডের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে, সে বাদামী রঙের অবারিত দৃশ্য দেখতে পায়, রিফট ভ্যালীর পুরোটা আয়তন জুড়ে বিস্তৃত। নিচের

বিশাল ব্যাপ্তি তার ভেতরের একাকিত্ব আরও বাড়িয়ে তুলে। নিজেকে তার তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র মনে হয়। মানুষের সাথে কোনো ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কের এই সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি তাকে চমকে দেয়। নিজের ভেতরের হতাশার গভীরতা অনুভব করে সে কেঁদে ফেলে। ছয় বছর আগে নভেম্বরের এক শীতের সকালে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার বাবার কফিন মাটির গভীরে হারিয়ে যেতে দেখে কাঁদার পরে সে এই প্রথম কাঁদল। তারপর থেকেই সে একা। কতদিন আগের কথা সেসব।

হেলমেটের ঘেরাটোপের আড়ালে, সে নিরবে আর গোপনে কাঁদতে থাকে। নিজের এই আকস্মিক দুর্বলতায় সে নিজেই চমকে উঠে। সারাটা জীবন সে স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের জীবন যাপন করেছে, ছায়া আর প্রহেলিকার খেলা খেলেছে, এ ধরনের কোনো অনুভূতির দ্বারা সে আগে কখনও আক্রান্ত হয়নি। সে সবসময়েই শক্ত থেকেছে। নিজের দায়িত্ব সে খুব ভালো করেই জানে, এবং সবসময়েই নিজের সংকল্পে অবিচল থেকেছে। কিন্তু এখন কি যেন একটা বদলে গেছে, এবং মুশকিল হয়েছে সেটা কি সে বুঝতে পারছে না।

তারপরে সে অনুভব করে বিমানটা তার পায়ের নিচে মাত্রাতিরিক্ত কাত হয়ে রয়েছে এবং সামনে একটা বিশাল পর্বত আবির্ভূত হয়। সে নিজের খেয়ালে এমন বিভোর হয়ে ছিল যে তার মনে হয় সে ভুল দেখছে। পর্বতটা এতটাই বায়বীয় যে মনে হয় রূপালি মেঘের উপরে ভেসে রয়েছে। সে জানে এটা সত্যি হতে পারে না। তার হতাশার ভিতরে কি এটা কোনো আশা জাগানিয়া সুর? আকাশের মাঝে এটাই কি তার অভয়াশ্রম যেখানে সে নেকড়ের পালের হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে, যারা তাকে অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এই স্বপ্নীল পাহাড়ের মতো অলীক আর অবাস্তব স্বপ্ন তার মনের ভিতরে বুজকুড়ি কাটতে থাকে।

তারপরে, প্রথমবারের মত সে বুঝতে পারে এটা মোটেই কোনো স্বপ্নের বিষয় না। এটা লনসনইয়ো পাহাড়। যে মেঘের উপরে এটাকে ভাসমান বলে মনে হয়েছে সেটা আসলে এর পাদদেশে রূপালি কুয়াশার একটা ভারী আস্তরণ। তার চোখের সামনেই, সকালের সূর্যের উত্তাপে সেটা মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং লনসনইয়োর সংহত পর্বতস্তূপ দৃশ্যমান হয়।

সে অনুভব করে হতাশা শীতের মরা চামড়ার মত তার হৃদয় থেকে অপসারিত হচ্ছে এবং নতুন উদ্দীপনা জোয়ারের জলের মতো ধেয়ে আসছে। পরিবর্তন যা তাকে সহসা আর সম্পূর্ণভাবে আপ্লুত করেছিল সেটা তার বোধগম্য হয়। এখন পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল কেবল মানসিক শক্তিই তাকে তার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল রেখেছে কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে সেটা ছিল অসহায়তা। তার সামনে অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। কিন্তু সেই অসহায় অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তাকে সহসা যে ভাব আপ্লুত করেছিল সেটা আসলে হতাশা ছিল না, ছিল হঠাৎ আশার ঝলকানি। একটা আশা যা এতটাই প্রবল যা আর সবকিছুকে আড়াল করে ফেলেছে।

'ভালোবাসার ফল্গুধারা থেকে উৎসারিত আশার আলো,' সে ফিসফিস করে নিজেকে বলে। কোনো লোককে সে আগে কখনও ভালোবাসতে পারেনি। কোনো লোককে সে আগে কখনও নিজের গোপন অনুভূতির কথা জানতে দেয়নি। আর সেজন্যই অনুভূতিটা এতটা অপরিচিত মনে হয়েছিল। সে জন্যই সাথে সাথে সেটা বুঝতে পারেনি। এখন সে এমন একজন লোককে খুঁজে পেয়েছে যে তাকে সাহসী হতে হাতছানি দিচ্ছে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত, সে তাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে, কারণ তারা দু'জনেই দু'জনের কাছে অপরিচিত। কিন্তু এখন তার প্রতিরোধ বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়েছে। সে তাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। নিজের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার কাছে হার মেনেছে। জীবনে এই প্রথম সে কোনো পুরুষের প্রতি নিজের বিশ্বাস আর শর্তহীন ভালোবাসা অর্পণ করেছে।

সে বুঝতে পারে এই নতুন আশা তার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে এবং সংকল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে। ব্যাজার, ওহ, ব্যাজার সোনা! আমি জানি, যে রাস্তায় আমরা একসাথে ভ্রমণ করবো সেটা দীর্ঘ আর বন্ধুর। আমাদের পথে ওৎ পেতে রয়েছে ফাঁদ আর মরণখাদ। কিন্তু আমি এটাও সমান নিশ্চয়তায় জানি যে এক সাথে আমরা আমাদের লক্ষ্যের চূড়ায় ঠিকই পৌঁছাতে পারব।

আকাশের বায়বীয় গিরিকন্দর দিয়ে গ্রাফ অটো বিমানটা উড়িয়ে নিয়ে যায়, মাউন্ট কিলিমানজারো তার চিকচিক করতে থাকা হিমবাহ আর তুষারাবৃত প্রান্তর নিয়ে তাদের মাথার উপরে সটান দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের মাথার উপরে তার ছায়া এসে পড়ে। পর্বতের তিনটা মৃত আগ্নেয় চূড়ার চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকা বাতাসের কবলে পড়ে *বাটারফ্লাই* খেয়ালি ভঙ্গিতে দোল খেতে থাকে। তারপরে সে কিলিমানজারোর প্রভাব ছিন্ন করে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাদের ঠিক সামনে আরেকটা পর্বতের সারি রয়েছে এবং পেছনে ছেড়ে আসা সংহত স্তূপপর্বত থেকে মেরু একদমই আলাদা। ইভার কল্পনা কিলিমানজারো যদি পুরুষ হয় তবে মেরু হল নারী। তার উচ্চতা একটু কম এবং আপাতদৃষ্টিতে নম্র, কঠিন শিলা আর বরফের বদলে নিবিড় সবুজ বনাঞ্চলে আবৃত।

হেনী ডু রান্ড গ্রাফ অটোকে ইশারায় নতুন যাত্রপথ দেখায়। মেরুর নিচু ঢাল বরাবর ভেসে থেকে সে সোজা এগিয়ে যায় এবং পাহাড়ের ঢালে গাদাগাদিভাবে গড়ে উঠা আরুশা শহর অতিক্রম করে। হেনী তারপরে সামনের দিকে ইশারা করে এবং নদীর তীরে কামানের গোলা ছোড়ার ছিদ্র বিশিষ্ট উষা ফোর্টের দেয়ালের সাদা আভা তারা সবাই দেখতে পায়। তারা উড়ে আরও কাছে পৌঁছালে মাঝের টারেটে মৃদু বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকা পতাকার লাল, হলুদ আর কালোর জমিনে জার্মানীর দুই মাথাঅলা রাজকীয় ঈগল তারা দেখতে পায়।

সাদা দেয়ালের উপরে খুব নিচু দিয়ে গ্রাফ বিমানটা উড়িয়ে নিয়ে গেলে এবং দুর্গের প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদে সামরিক উর্দি পরিহিত মূর্তিগুলো তাদের দিকে তাকায়। সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত একটা মোটরগাড়ি দুর্গের মূল ফটক দিয়ে বের হয়ে পেছনে ধুলোর একটা কালো মেঘের জন্ম দিয়ে ঊষা নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তর লক্ষ করে এগিয়ে যায়। গ্রাফ সন্তুষ্টির সাথে মাথা নাড়ে– তার নিজের কারখানায় উৎপন্ন সর্বশেষ মডেলের একটা মোটরগাড়ি। গাড়িটার পেছনের সীটে দু'জন লোক বসে আছে।

তাদের আগমনের কারণে নদীর তীরের সমান্তরালে জমির একটা লম্বা অংশ গ্রাফের অনুরোধে পরিষ্কার করা হয়েছে। মাটির সদ্য চাষ করা জমির মত এবড়োথেবড়ো হয়ে আছে এবং উৎপাটিত গাছগুলো অগোছালোভাবে পরিষ্কার মাটির পাশে রাখা। একদম শেষ মাথায় একটা লম্বা দণ্ডের মাথায় পতপত করে বাতাসের গতি বোঝাবার জন্য আস্তিনের মত চটের লম্বা হাতা উড়ছে। কর্নেল ভন লেট্টোও ভোরবেককে টেলিগ্রামে অটো যেমনটা বলেছিল ঠিক তেমনই অবতরণ ক্ষেত্রটা তৈরি করা হয়েছে। সে আলতো করে বিমানটা নামিয়ে আনে এবং স্টাফ কারটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে *বাটারফ্লাই*কে নিয়ে আসে। রানিং বোর্ডের উপরে বুট পরা এক পা রেখে গাড়িটার সামনের আসনের খোলা দরজার পাশে উর্দি পরিহিত এক জার্মান অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গ্রাফ অটো অবতরণের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা মাত্র অফিসার তাকে স্বাগত জানাতে সামনে এগিয়ে আসে। সে একজন লম্বা কৃশকায় কিন্তু চওড়া কাঁধের ফিল্ড গ্রে টিউনিক আর ফেল্ট-কাভারড ট্রপিক্যাল হেলমেট পরিহিত অফিসার। তার কলারে স্টাফ অফিসারের সোনার লাল তারকা রয়েছে এবং তার গলায় ঝুলছে প্রথম শ্রেণীর, আয়রন ক্রস। তার সুন্দর করে ছাটা গোফে ধূসরের ছোঁয়া লেগেছে এবং তার চাহনি সরাসরি আর তীক্ষ্ণ।

'কাউন্ট অটো ভন মীরবাখ্,' চোস্ত ভঙ্গিতে স্যাল্যুট করে, সে জানতে চায়। 'আমি কর্নেল পল ভন লেট্টোও ভোরবেক।' তার কণ্ঠস্বর সতেজ, সুস্পষ্ট, বোঝাই যায় আদেশ দিতেই সে অভ্যস্ত।

'আপনার অনুমান সঠিক, কর্নেল। আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পেরে, বিশেষ করে আমাদের পত্রালাপের পরে, আমি আনন্দিত। গ্রাফ অটো তার সাথে করমর্দন করে এবং আগ্রহ নিয়ে তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে। বার্লিন ত্যাগ করার পূর্বে আনটার ডেন লিনডেনে অবস্থিত সেনা সদরদপ্তর বিশেষ ব্যবস্থায় পরিদর্শনে গিয়েছিল, সেখানে সে ভন লেট্টোও ভোরবেকের সার্ভিস রেকর্ড দেখেছিল। চোখে পড়ার মত। তার সমান র‍্যাঙ্কের আর কোন অফিসার তার মত এত সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেনি। চিনে সে বক্সারদের দমন করার অভিযানে অংশ নিয়েছে। জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় হেরেরোসদের বিরুদ্ধে ভন ট্রথের অধিনায়কত্বে পরিচালিত গণহত্যায় সে

সক্রিয় অংশ নিয়েছে। ভন লেট্টোও ভোরবেক এরপরে ক্যামেরুনে যায় সুস্টজ্ট্রুপের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে, তারপরে সে জার্মান ইস্ট আফ্রিকায় এখন একই দায়িত্ব পালন করছে।

'কর্নেল, পরিচয় করিয়ে দেই, ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গ!'

'মোহিনী, ফ্রলিন।' ভন লেট্টোও ভোরবেক পুনরায় স্যাল্যুট করে এবং তারপরে নিজের বুটের হিল দিয়ে ঠকাস শব্দ করে আর মাথা নুইয়ে স্টাফ কারের দরজা খুলে পেছনের সীটে ইভাকে বসতে ইঙ্গিত করে। হেনী আর গুস্তাভকে *বাটারফ্লাই* দেখাশোনার দায়িত্বে রেখে তারা দুর্গের দিকে রওয়ানা দেয়।

গ্রাফ অটো সরাসরি কাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে জানে কর্নেল খোলামেলা কথা প্রত্যাশা আর পছন্দ করে। 'কর্নেল, আমাদের দক্ষিণের অতিথি কি নিরাপদে পৌঁছেছে?'

'সে আপনার জন্য দুর্গে অপেক্ষা করছে।'

'তাকে দেখে আপনার কি মনে হল? তার সম্পর্কে যা শোনা যায় সেটা কি সত্যি?'

'বলা মুশকিল। সে জার্মান বা ইংলিশ কোনোটাই বলতে পারে না, কেবল আফ্রিকানায় কথা বলে। আমার মনে হয়, তার সাথে আলাপ করতে আপনাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।'

'সে বন্দোবস্ত আমি করেই এসেছি। আমার সাথে যারা এসেছে তাদের ভিতরে একজন আফ্রিকানা জানে। সত্যি বলতে কি, সে আসলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে ডি ল্যা রে'র অধীনে যুদ্ধই করেছে। সে আবার ইংলিশও ভালো বলতে পারে, আর আমি যতদূর জানি কর্নেল আপনিও, পারেন? আলাপ করতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হবে না।'

'চমৎকার! কাজতো তাহলে অনেক সহজ হয়ে গেল।' তারা দুর্গের ভেতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে ভন লেট্টোও মাথা সাড়ে। 'এতদূর ভ্রমণ করে আসবার পরে আপনি আর ফ্রলিন নিশ্চয়ই গোসল আর বিশ্রাম করবেন। আপনাদের জন্য প্রস্তুত কেবিনের দায়িত্বে রয়েছে ক্যাপ্টেন রিটজ। চারটার সময়, মানে এখন থেকে দু'ঘন্টা পরে, রিটজ আপনাদের ডি ল্যা রে'র সাথে বৈঠকের জন্য আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

ভন লেট্টোও ভোরবেকের কথা মত, রিটজ কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারটার সময় তাদের দরজায় এসে নক করে।

গ্রাফ অটো তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। 'ঠিক সময়মতো এসেছে। ইভা, তুমি কি তৈরি?' সময়ানুবর্তিতা সে তার চারপাশের সবার কাছে প্রত্যাশা করে, এমনকি তার কাছ থেকেও। সে তার মাথার উজ্জ্বল চুল থেকে পায়ের পরিষ্কার জুতোর দিকে খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে চোখ বুলায়। ইভা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে সেজেছে এবং সে জানে তাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, অটো আমি প্রস্তুত।'

'এটাই কি সেই ফরচুনি ড্রেস? পোষাকটায় তোমায় দারুণ মানিয়েছে।' সে ক্যাপ্টেন রিটজকে ভিতরে আসতে বললে, সে ভিতরে প্রবেশ করে এবং সম্ভ্রমের সাথে অভিবাদন জানায়। তার পেছনে হেনী ডু রান্ড খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার পরনে একটা পরিষ্কার ধোয়া শার্ট, শেভ করেছে এবং পমেড দিয়ে চুল মাথার সাথে লেপ্টে দেয়া।

'হেনী তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে,' ইভা তাকে বলে। ইভার কথা বোঝার মতো প্রাথমিক জার্মান ভাষা জানা থাকায় তার রোদে পোড়া ত্বক লাল হয়ে উঠে।

'স্যার, আপনারা প্রস্তুত হলে, অনুগ্রহ করে আমার সাথে আসেন?' রিটজ গ্রাফ অটোকে আমন্ত্রণ করে বলে এবং তারা তাকে অনুসরণ করে পাথুরে গলিপথ দিয়ে বৃত্তাকার সিঁড়িতে এসে পৌঁছে যা দুর্গের প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদে উঠে গিয়েছে। সেখানে, বারান্দায় একটা ক্যানভাসের চাদোয়ার নিচে কর্নেল ভন লেট্টোও ভোরবেক তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে সেগুন কাঠের একটা ভারী টেবিলের সামনে বসে রয়েছে যার উপরে নানা ধরনের পানীয় আর জলখাবার রাখা।

ছাদের দূরবর্তী প্রান্তে ফ্রককোট পরিহিত আরেকটা লম্বা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সে তাদের দিকে পিঠ দিয়ে রয়েছে এবং তার হাত দুটো দেহের পেছনে সংবদ্ধ অবস্থায় রাখা। নদীর অপর পাড়ে দূরের অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতরে ভেসে থাকা মাউন্ট মেরুর বিশাল আয়তনের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ভন লেট্টো ভোরবেক তাদের স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ায় এবং প্রাথমিক সৌজন্যতা শেষ হবার পরে সে আগ্রহ নিয়ে হেনীর দিকে তাকায়।

'এই ডু রান্ড, যার কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।' গ্রাফ অটো তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। 'ডি লা রে'র অধীনস্থ বাহিনীতে সে ছিল।' নিজের নামের উল্লেখ শুনে, ছাদের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কালো পোষাক পরিহিত লোকটা তাদের দিকে ঘুরে তাকায়। তার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে, কপালের আর মাথার চাঁদির চুল পাতলা হয়ে এসেছে; টুপির কারণে সূর্যের আলো না পড়ায় সেখানের ত্বক সাদা আর মসৃণ। তার পেছনের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, খুশকির কণা তার কালো কোটের উপরে চকচক করছে। তার মুখের দাড়ি ঘন, বিশাল আর অবিন্যস্ত। নাকটা লম্বা, আর তার ঠোঁটের গড়ন কঠোর অনমনীয়। বাইবেলে বর্ণিত নবীদের মত তীক্ষ্ণ আর গোঁড়া তার কোটরাগত চোখের দৃষ্টি। আর বাস্তবিকই তার হাতে একটা ছোট বাইবেল দেখা যায়, গ্রাফ অটোর দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে সেটা সে ফ্রক কোটের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখে।

'পরিচয় করিয়ে দেই, জেনারেল জ্যাকোবাস হারকিউলাস ডি লা রে,' ভন লেট্টোও ভোরবেক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, কিন্তু সে তার কাছে পৌঁছাবার আগেই হেনী দৌড়ে গিয়ে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।

'জেনারেল কোসস! আমি আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা চাইছি।'

ডি লা রে হাঁটা বন্ধ করে ঘাড় নিচু করে তার দিকে তাকায়। 'আমার সামনে নতজানু হয়ো না। আমি পাদ্রী না আর এখন আমি জেনারেলও না। আমি একজন কৃষক। বাছা, উঠে দাঁড়াও!' তারপরে চোখ কুঁচকে হেনীর দিকে তাকায়। 'তোমার নাম আমার মনে নেই কিন্তু তোমার মুখ আমি চিনি।'

'অধমের নাম ডু রান্ড, জেনারেল। হেনী ডু রান্ড।' তাকে চিনতে পেরেছে দেখে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'নুইগেডাট আর ইসটারস্প্রুটের যুদ্ধে আমি আপনার সাথে ছিলাম।' যুদ্ধের সময় এই দুই জায়গায় বোয়াররা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছিল। ইসটারস্প্রুটে বোয়াররা প্রচুর পরিমাণে বৃটিশ রসদ দখল করেছিল, যা খুদে বোয়ার বাহিনীকে পুনর্জীবিত করে, আরো এক বছর যুদ্ধ করার ইচ্ছা এবং উপকরণ জোগায়।

'*জ্যা*, তোমার কথা আমার মনে পড়েছে। ল্যাঙলাগটের যুদ্ধের পরে খাকি আমাদের ঘিরে ফেললে তুমি আমাদের নদী অতিক্রম করার পথ দেখিয়েছিলে। সে রাতে তোমার জন্যই কমান্ডোরা প্রাণে বেঁচে যায়। বাছা, তুমি এখানে কি করছো?'

'জেনারেল, আমি আপনার সাথে একবার করমর্দন করতে এসেছি।'

'সেতো আমার সৌভাগ্য!' হেনীর হাত শক্তিশালী পাঞ্জায় আঁকড়ে ধরে ডি লা রে বলে। পরিষ্কার বোঝা যায় কেন তার লোকেরা তাকে এত শ্রদ্ধা আর মান্য করে। 'হেনী, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ত্যাগ করেছো কেন?'

'কারণ, সেখানে আর প্রজাতন্ত্র বজায় নেই এবং সে তার স্বাধীনতাও খুইয়েছে। একটা বিদেশী ভূখণ্ডের সাথে তার একে যুক্ত করেছে যাকে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্য বলে,' হেনী উত্তর দেয়।

'আবার সেটা প্রজাতন্ত্র হবে। তখন তুমি কি আমার সাথে ফিরে যাবে? তোমার মত লড়াকু লোক আমার প্রয়োজন।'

হেনী কোনো উত্তর দেবার আগে গ্রাফ অটো আলোচনার খেই ধরে। 'দয়া করে জেনারেলকে বল তার মত সাহসী যোদ্ধা আর দেশপ্রেমিকের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি গর্বিত।' অনুবাদকের ভূমিকায় হেনী দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়, প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, শামিয়ানার নিচে সে ডি লা রে'র পাশে অবস্থান নেয়।

আলোচনার টেবিলে ইভার উপস্থিতির কারণে জেনারেল আর কর্নেল লোট্টোও ভোরবেক সামান্য আড়ষ্ট বোধ করে এবং গ্রাফ অটো তাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নেয় 'আমি আশা করি যে আমাদের মন্ত্রণা সভায় ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের উপস্থিতিতে কেউ কিছু মনে করবে না। তার দায়িত্ব আমার। সে এখান থেকে যাবার সময়ে আজ এখানে যা আলোচনা করা হবে তার কিছুই সাথে নিয়ে যাবে না। ফ্রলিন একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে, এবং আজকের এই ঐতিহাসিক সভার স্মারক হিসাবে আমি তাকে, আমরা যখন আলোচনা করবো, আপনাদের পোট্রেট আঁকতে বলেছি।' ভন লেট্টোও আর ডি লা রে মাথা নাড়ে।

হাসিমুখে ইভা তাদের ধন্যবাদ জানায় এবং টেবিলের উপরে স্কেচপ্যাড আর পেন্সিল রেখে তার কাজ শুরু করে।

গ্রাফ অটো এবার ডি লা রের দিকে তাকায়। 'কর্নেল হেনী ডু রান্ড আপনার জন্য দোভাষীর কাজ করবে। কর্নেল ভোরবেক আর আমি দু'জনেই সাবলীলভাবে ইংরেজী বলতে পারি, সেজন্য সেটাই হবে আজকের আলোচনার মাধ্যম। আশা করি এতে আপনার কোনো আপত্তি নেই?' হেনী সেটা জেনারেলকে অনুবাদ করে শোনালে, ডি লা রে মাথা কাত করে এবং গ্রাফ অটো আবার বলতে শুরু করে, 'আমি প্রথমেই বার্লিনে অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেয়া পরিচিতি আর অধিকার জ্ঞাপক চিঠি উপস্থাপন করতে চাই।' সে চিঠিটা এগিয়ে দেয়।

হেনী উচ্চস্বরে চিঠিটা পড়লে ডি লা রে মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনে, তারপরে জানতে চায়, 'গ্রাফ অটো তোমাকে না চিনলে আমি সাগরের নিচ দিয়ে এত কষ্টকর ভ্রমণ করে এখানে আসতাম না। বৃটিশদের সাথে যুদ্ধের সময় জার্মানী আমার লোকদের ভালো বন্ধু আর বিশ্বস্ত মিত্র ছিল। সেটা আমি কখনও ভুলবো না। আমি এখনও তোমাকে মিত্র আর বন্ধু বলেই মনে করি।'

'ধন্যবাদ জেনারেল। আপনি আমাকে আর আমার দেশকে দারুণ সম্মানিত করলেন।'

'গ্রাফ আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি সহজ আর সত্যি কথা পছন্দ করি। এখন বলো আমাকে কেন এখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছো?'

'অমিত সাহস আর সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করলেও আফ্রিকানার লোকেরা নির্মম পরাজয় আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে।' ডি লা রে কোনো কথা বলে না কিন্তু তার চোখ কালো আর বিষাদময় হয়ে উঠে। গ্রাফ অটো তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপরে আবার শুরু করে– 'বৃটিশরা যুদ্ধবাজ আর লোভী একটা জাতি। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান তারা দখল করে শাসন করছে কিন্তু তবুও প্রভুত্ব করার শখ তার মোটেই প্রশমিত হয়নি। আমরা জার্মানরা যদিও শান্তিপ্রিয় একটা জাতি, কিন্তু আমরা গর্বিত আর আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করতে জানি।'

ডি লা রে অনুবাদটা শোনে। 'আমাদের ভিতরে অনেক মিল আছে,' সে সম্মতি জানায়। 'আমরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আগ্রহী। আমাদের চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে সেজন্য, কিন্তু আমি এবং আমার মতো আরও অনেকের সেটা নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই।'

'খুব দ্রুত এমন একটা সময় এসে উপস্থিত হবে যে আপনাকে আবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সম্মানের সাথে যুদ্ধ করবেন না লজ্জা আর অপমানের কাছে নতি স্বীকার করবেন। জার্মানীকেও এই একই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'সবকিছু শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দুই জাতির ভাগ্য একই সুতায় বাঁধা। কিন্তু শত্রু হিসাবে বৃটেন নির্মম। সমুদ্রের বুকে তাদের নৌবহরই সবচেয়ে শক্তিশালী।

জার্মানীকে যদি তার মোকাবেলা করতেই হয় তবে তার যুদ্ধ পরিকল্পনা কি? কাইজার কি আফ্রিকায় জার্মানীর উপনিবেশ রক্ষা করতে সেনাবাহিনী পাঠাবে?' ডি লা রে জানতে চায়।

'এ বিষয়ে নানা মত রয়েছে। বর্তমানে জার্মানীতে প্রচলিত মত হল উপনিবেশগুলোকে তাদের ভূমিতে না বরং উত্তর সাগরে নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।'

'গ্রাফ, তোমারও কি এই একই মনোভাব? তুমিও কি আফ্রিকার উপনিবেশ আর তোমার পুরান মিত্রদের পরিত্যাগ করবে?'

'আমি এই প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার আগে, আসুন আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি। বিষুবরেখার দক্ষিণে সাব-সাহারান আফ্রিকায় জার্মানীর দুটো উপনিবেশ রয়েছে– একটা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, আর অন্যটা পূর্ব উপকূলে। দুটো উপনিবেশই জার্মানী থেকে হাজার মাইল দূরে আর নিজেদের ভিতরেও তাদের যোজন ব্যবধান। এই মুহূর্তে তাদের নিরাপত্তার জন্য ছোট একটা বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় রয়েছে সেনাবাহিনীর তিন হাজার নিয়মিত সদস্য আর সাত হাজার অভিবাসী, যাদের অধিকাংশই রিজার্ভ বাহিনীর তালিকায় রয়েছে, বা যারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। আর এখানে, জার্মান ইস্ট আফ্রিকারও কমবেশি এটাই চিত্র।' গ্রাফ অটো কর্নেল ভন লেট্টোও ভোরবেকের দিকে তাকায়। 'কর্নেল, আমি কি ভুল বলেছি?'

'হ্যাঁ, অবস্থা অনেকটা এমনই। আমার অধীনে আড়াইশো শ্বেতাঙ্গ অফিসার আর আড়াই হাজার *আসকারি* রয়েছে। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছে পঁয়তাল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ অফিসার এবং দুই হাজারের কিছু বেশি পুলিশ *আসকারি*, যদি যুদ্ধ শুরু হয় তবে এদের উপরেই উপনিবেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে।

'এত বড় একটা অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর আকার মর্মান্তিক রকমের অল্প,' গ্রাফ বিষয়টা উল্লেখ করে বলে। 'মহাদেশের চারপাশে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্ব বজায় থাকলে এই দুটো বাহিনীকে অতিরিক্ত সেনা সদস্য আর রসদ সরবরাহের সম্ভাবনা খুবই সামান্য।'

'এটা সত্যিই ভীতিকর একটা দৃশ্যপট,' ভন লেট্টোও ভোরবেক সম্মতি প্রকাশ করে। 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনারা বোয়ারা তাদের বিরুদ্ধে যে গেরিলা পদ্ধতি সাফল্যের সাথে অবলম্বন করেছেন আমাদেরও সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।'

'পুরো প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলে যাবে, যদি দক্ষিণ আফ্রিকা জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়,' গ্রাফ অটো স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে। সে আর ভন লেট্টোও ভোরবেক দু'জনেই তীক্ষ্ণ চোখে ডি লা রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আপনি যা বললেন তার কোনোটাই আমার কাছে নতুন না। আমি নিজেও এসব ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করেছি আর আমার প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের সাথে আলোচনাও করে দেখেছি।' ডি লা রে চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলায়। 'অবশ্য, স্মুট

আর বোথা মনেপ্রাণে পুরোপুরি বৃটিশ হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতার লাগামে আজ তাদেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। একটা দৃঢ় কিন্তু নাড়ানো যাবে না এমন হাত। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বৃটিশ বংশোদ্ভূত এবং তাদের আনুগত্য আর সমর্থন বৃটেনের প্রতি নিবেদিত।'

'দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাবাহিনীর কি অবস্থা?' গ্রাফ অটো জিজ্ঞেস করে। 'তাদের সংখ্যা কত, আর নেতৃত্বে কে আছে?'

'কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই, সব অফিসার আফ্রিকানার আর বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে,' ডি লা রে জবাব দেয়। 'যার ভিতরে স্মুট আর বোথাও রয়েছে যারা এখন তাদের লোকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আরও অনেকে রয়েছে যারা তাদের পথ অনুসরণ করেনি।'

'যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ প্রায় বারো বছর আগে,' ভন লেট্টোও ভোরবেক মনে করিয়ে দেয়। 'অনেক কিছু বদলে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন চারটা প্রজাতন্ত্রই ইউনিয়ন অব সাইথ আফ্রিকার সাথে একীভূত হয়েছে। পূর্বের চেয়ে বোয়ারদের ক্ষমতা আর প্রভাব এখন দ্বিগুণ। তারা কি এতেই সন্তুষ্ট থাকবে নাকি সবকিছু খোয়াবার ঝুঁকি নিয়ে জার্মানীর সাথে মিত্রতা করবে? বোয়াররা কি যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত? তারা এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। বোথা আর স্মুট কি তাদের পুরান সহযোগীদের জার্মানীর সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে পারবে?' গ্রাফ অটো আর লেট্টোও অপেক্ষা করে পোড় খাওয়া বুড়ো বোয়ার কি উত্তর দেয় সেজন্য।

'তোমাদের কথাই হয়ত ঠিক,' সে অবশেষে বলে। 'সময় হয়ত আফ্রিকানা *ভোল্কের* কিছু ক্ষত নিরাময় করেছে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। যাই হোক আমি হয়ত শুধুই কথা বলছি। তারচেয়ে আমরা বরং দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাবাহিনী, যাকে আজকাল ইউনিয়ন ডিফেন্স ফোর্স বলে অভিহিত করা হয়, সেটা নিয়ে আলোচনা করি। একটা দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, ষাট হাজার সৈন্য আর উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত। আফ্রিকার পুরো দক্ষিণাঞ্চল, নাইরোবি আর উইন্ডহোয়েক থেকে নিয়ে কেপ অব গুপ হোপ পর্যন্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এটা থাকবে সেই উপমহাদেশের সমুদ্রপথ আর বন্দরগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদের নিয়ন্ত্রণে আরও থাকবে উইটওয়াটারস্ট্র্যান্ডের বিশাল সোনার খনি, কিম্বারলির হিরক খনি আর ট্রান্সভালের নতুন ইস্পাত আর অস্ত্র কারখানা। সাউথ আফ্রিকা যদি পুরোটা জার্মানীর সাথে যোগ দেয় তবে বৃটেন দারুণ চাপের ভিতরে পড়বে। তাকে তখন ইউরোপ থেকে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সরিয়ে এখানে আনতে হবে দেশটা পুনরায় দখল করতে হলে, এবং এদের আনা নেয়া আর রসদ যোগাতে গিয়ে রাজকীয় নৌবহরকে পুরো শ্রম এখানেই দিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্ভবত সেই কেন্দ্র যাকে ভর করে এ ধরনের যুদ্ধের মোড় পুরো ঘুরে যেতে পারে।'

'আপনি যদি আবার বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তবে আপনার পুরান সহযোদ্ধারা কোন পক্ষ অবলম্বন করবে? আমরা জানি বোথা আর স্মুট বৃটেনকে সমর্থন করবে, অন্যান্য পুরান কমান্ডো নেতাদের কি অভিমত? ডি উইট, মারিটজ, কেম্প, বেয়ারস, এবং অন্যরা কোন পক্ষে যাবে? তারা কি বোথা না আপনার সাথে থাকবে?'

'আমি এই লোকগুলোকে খুব ভালো করে চিনি,' ডি লা রে মৃদুকণ্ঠে বলে। 'আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি এবং আমি তাদের মনোভাব জানি। অনেক দিন আগের কথা হলেও, তারা এখনও ভুলে যায়নি বৃটিশরা তাদের সাথে, তাদের পরিবার আর তাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির সাথে কেমন নির্মম আচরণ করেছিল। আমি মর্মে মর্মে জানি, শত্রুর বিরুদ্ধে আমার অভিযানে তারা আমার সাথেই থাকবে, আর আমার কাছে শত্রু হল বৃটেন।'

'জেনারেল, আপনার কাছে ঠিক এমন কথাই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। কাইজার আর আমাদের সরকার আমাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছে আপনাকে টাকা, অস্ত্র বা অন্য যে কোনোভাবে সাহায্য করতে।'

'আপনি যা উল্লেখ করলেন তার সবই আমার প্রয়োজন হবে,' ডি লা রে সম্মতি জানায়, 'বিশেষ করে শুরুতে, বোথার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নেবার আগে, এবং সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার আর প্রিটোরিয়ায় অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভল্টে রক্ষিত টাকা লুট করার আগে।'

'জেনারেল আমাকে বলেন এই মুহূর্তে আপনার কি প্রয়োজন। আমি বার্লিন থেকে সেটা আনবার ব্যবস্থা করছি।'

'আমাদের রসদ বা উর্দির প্রয়োজন নেই। আমরা হলাম কৃষক, যারা শস্য উৎপাদন করে তাই আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত আমরাই করবো। আমরা পূর্বে যেমন করেছি, তেমনি এবরাও আমাদের আটপৌরে পোষাকেই যুদ্ধ করবো। আমাদের পিস্তল বা ছোট অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রত্যেকের কাছে এখনও তার মাইজার রয়েছে।'

'তাহলে, আপনার কি প্রয়োজন?' গ্রাফ অটো নাছোড়বান্দার জানতে চায়।

'প্রথমে, আমাদের দেড়শো হেভী মেশিনগান আর দশটা ট্রেঞ্চ মর্টার সাথে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ হলেই চলবে। মেশিন গানের জন্য দশ লাখ রাউন্ড গুলি আর মর্টারের জন্য পাঁচশো শেল। তারপরে আমাদের প্রয়োজন হবে চিকিৎসা সামগ্রী. ' ডি লা রে তার প্রয়োজনের কথা বলতে থাকলে গ্রাফ শর্টহ্যান্ডে সেটা একটা প্যাডে লিখে নেয়।

'ভারী কামান. ' ভন লেট্টোও ভোরবেক পরামর্শ দেয়।

'না, এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রথম আক্রমণগুলো হবে ঝটিকা আক্রমণ। সেটা সফল হলে আমরা সরকারী অস্ত্রাগার দখল করবো আর তাহলে ভারী অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে এমনিই আসবে।'

'আর কি আপনার প্রয়োজন?'

'টাকা,' ডি লা রে মৃদুকণ্ঠে বলে।

'কি পরিমাণ?'

'দুই মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা।'

টাকার অঙ্কের পরিমাণের কারণে কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না। তারপরে গ্রাফ অটো বলে, 'এত টাকা কেন?'

'এটা দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে উর্বর জমির মূল্য। এটা ষাট হাজার দক্ষ আর যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের সহায়তা লাভের মূল্য। বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের মূল্য এটা। গ্রাফ এখনও কি আপনার মনে হচ্ছে আমি অনেক টাকা চেয়েছি?'

'না!' গ্রাফ অটো জোরালোভাবে মাথা নাড়ে। 'আপনি এভাবে বিষয়টা দেখলে, এটা ন্যায্য মূল্য। আপনি পুরো দুই মিলিয়নই পাবেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

'এসব কিছু, টাকা আর অস্ত্র আমাদের ঘাঁটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে না দিলে, কোনো কাজেই আসবে না।'

'আপনি আমাদের বলেন, কিভাবে সেটা পৌঁছে দেয়া সম্ভব।'

'মূল বন্দর ব্যবহার করে এগুলো দেশের ভিতরে আনা সম্ভব না, কেপটাউন বা ডারবান তাই হিসাবের বাইরে। সেখানে শুল্ক কর্মকর্তাদের নজরদারি বেশি। যাই হোক, আপনাদের দক্ষিণ-পশ্চিম উপনিবেশের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। দুটো অঞ্চলের ভিতরে রেল যোগাযোগও ভালো। দক্ষিণ আফ্রিকার রেলের কর্মচারীর ভিতরে আফ্রিকানারের সংখ্যাই বেশি। আমাদের উদ্যোগের প্রতি তাদের সহানুভূতি আমরা পাব। জার্মান ইস্ট আফ্রিকা থেকে নৌকায় বিকল্প পথ ব্যবহার করে লেক ট্যাঙ্গানিকা অতিক্রম করে রোডেশিয়ার তাম্র খনি অঞ্চলে, আবার সেখান থেকে ট্রেনে করে একদম দক্ষিণে।'

ভন লেট্টোও ভোরবেককে গম্ভীর দেখায়। 'এই পথ ব্যবহার করলে আপনার কাছে অস্ত্রের চালান পৌঁছাতে কয়েক সপ্তাহ এমন কি মাসও লাগতে পারে। তার উপরে প্রতি মুহূর্তে রয়েছে চালানের কথা ফাঁস হয়ে সেটা শত্রুর হাতে পড়ার সম্ভাবনা। ঝুঁকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি।' দু'জনেই এবার গ্রাফ অটোর দিকে তাকায় বিকল্প পথের আশায়।

'আর কিভাবে আপনি এসব আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন?' ডি লা রে জানতে চায়। তারা সবাই অধীর আগ্রহে তার উত্তরের প্রতিক্ষা করে।

এসব কথায় কর্ণপাত না করে ইভা অবিচল ভঙ্গিতে ছবি আঁকার কাজ করতে থাকে। আলোচনার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝতে পারেনি, গ্রাফ অটো তবুও তার আর হেনীর দিকে আড়চোখে তাকায় তার ভ্রু কুঁচকে রয়েছে। টেবিলের উপরে আঙ্গুল দিয়ে তবলার বোল তুলে, গভীর চিন্তায় ডুবে যায়, প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণই সে চুপ করে

থাকে। তারপরে সে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বলে মনে হয়। 'এটা করা সম্ভব। এটাই করা হবে। জেনারেল আমি আপনাকে কথা দিলাম। আপনার যা প্রয়োজন, যেখানে প্রয়োজন আমি আপনাকে সেখানেই সেটা পৌঁছে দেব। কিন্তু এখন থেকে আমাদের চরম গোপনীয়তা পালন করতে হবে। খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমি আপনাকে আর কর্নেল ভন লেট্টোও ভোরবেককে সরবরাহের জন্য আমরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করব সেটা জানিয়ে দেব। এই মুহূর্তে আমি কেবল বলতে পারি যে আমার উপরে আস্থা রাখতে পারেন।'

ডি লা রে তার দিকে উগ্রবাদীর গনগনে চোখে তাকিয়ে থাকলে, গ্রাঢ অটো শান্তভঙ্গিতে সেটা ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে ডি লা রে তার সামনে টেবিলের উপরে পড়ে থাকা ঈগলের ছাপযুক্ত কাগজটা তুলে নেয়। 'আপনার সরকার আর সম্রাটের অঙ্গীকারনামা এটা। আমার নেতৃত্বে আমার *ভোল্ক*কে আরো একবার ধ্বংসযজ্ঞের ভিতরে ঠেলে দেবার জন্য এই অঙ্গীকারনামা যথেষ্ট না।'

বাকরুদ্ধ ভঙ্গিতে গ্রাফ অটো আর কর্নেল ভোরবেক তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এতক্ষণের আলোচনা শেষে এসে ভেস্তে যাবার দশা।

উৎকণ্ঠার চরমে পৌঁছে দিয়ে ডি লা রে বলতে শুরু করে, 'গ্রাফ আপনি আমাকে আরেকটা অঙ্গীকার করেছেন। আপনি নিজে আমাকে কথা দিয়েছেন। আমি জানি, আপনার কথার দাম আছে। আপনার কৃতিত্ব কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। আমি জানি আপনি সেইসব মানুষদের একজন যাদের অভিধানে ব্যর্থতা বলে কোনো শব্দ নেই।' সে আবার চুপ করে, সম্ভবত কথা গুছিয়ে নেবার জন্য। 'আমি খুবই বিনয়ী মানুষ কেবল একটা বিষয়ে আমি অহঙ্কারী। আমার মানুষ আর ঘোড়া যাচাই করার ক্ষমতা নিয়ে আমি গর্বিত। আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন এখন আমি আপনাকে আমার কথা দিচ্ছি। আফ্রিকার বুকে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবার দিনে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ষাট হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী নিয়ে আমি আপনার জন্য প্রস্তুত থাকব। গ্রাফ আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেন। আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি আপনার মিত্র থাকব।'

আজ নিয়ে চারদিন লিওন *বাম্বলবি* নিয়ে সাভান্নার বুকে গাছের মাথা ছুইছুই উচ্চতায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উড়ে বেড়াচ্ছে। ম্যানইয়রো আর লইকত ককপিটের সামনের আসনে বসে, ভাসমান শকুনের দক্ষতায় নিচের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। বুড়ো, ধাড়ি, মর্দা, মাদি, বাচ্চা, সব মিলিয়ে তারা প্রায় দু'শো সিংহের দেখা পেয়েছে। কিন্তু কিচওয়া মিজুরো তাদের বলে দিয়েছে, 'তাকে বিশাল হতে হবে আর তার কেশর যেন নরকের কুকুর মংগ্রেলের মত কালো কুচকুচে হয়।' আজ পর্যন্ত এই বর্ণনার সাথে সামান্য মিলে এমন কোনো সিংহ তারা খুঁজে পায়নি।

চতুর্থ দিন সকালে ম্যানইয়রো মাসাইল্যান্ডে খোঁজা বন্ধ করে, লেক ট্যাঙ্গানিকা আর মার্সাবিটের মধ্যবর্তী উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলার বনাঞ্চলে খোঁজার কথা বলে। 'সেখানে প্রতিটা এ্যাকাশিয়া গাছের নিচে একটা করে সিংহ বসে থাকে। কিচওয়া মিজুরোও সেসব সিংহ দেখলে খুশীতে বাকবাক হয়ে যাবে।'

লইকত অবশ্য সেখানে যেতে একদমই রাজি না। লেক ন্যাট্রন আর রিফট ভ্যালীর পশ্চিম প্রান্তের ভিতরের বিশাল এলাকায় একজোড়া প্রবাদপ্রতিম সিংহের কথা সে লিওনকে বলেছে। 'এই সিংহ দুটোকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। বাবার গরুর পাল চড়াতে গিয়ে বিগত বছরগুলোতে অনেকবারই আমি তাদের দেখেছি। তারা একই দিনে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া সহোদর ভাই। এগার বছর আগে যেবার পঙ্গপালের প্রকোপ হয়েছিল, আমি তখন নিতান্তই শিশু, তখনকার কথা এটা। বছরের পর বছর ধরে আমি তাদের গায়েগতরে, শক্তিতে আর সাহসে বেড়ে উঠতে দেখেছি। তারা এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, উৎকর্ষতার শীর্ষে রয়েছে। পুরো এলাকার আর একটা সিংহও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের সাথে তুলনা করার মত। প্রায় একশো কি আরো বেশি গরু মারা পড়েছে তাদের থাবায়,' লইকত বলে। 'তাদের শিকার করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত আঠার জন *মোরানি* প্রাণ হারিয়েছে। তাদের হিংস্রতা আর ধূর্ততার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারেনি। কোনো কোনো *মোরানি* বিশ্বাস করে তারা সিংহের প্রেতাত্মা তাদের শিকার করতে কেউ আসছে বুঝতে পারলেই, গ্যাজেল বা পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।'

লইকতের মতিভ্রমের ব্যাপকতার পরিমাণ বোঝাতে ম্যানইয়রো অবজ্ঞার ভঙ্গিতে চোখ উল্টে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কপালে টোকা দেয়। কিন্তু লিওন তার কথায় গুরুত্ব দেয় আর গত চারদিন তারা খড়ের গাদায় সুই খোঁজার মত করে পুরো এলাকাটা চষে বেড়িয়েছে। তারা মহিষের বিশাল পালের সন্ধান পেয়েছে, অন্যান্য ছোট ছোট শিকারের যোগ্য পশুও অনেক দেখেছে, কিন্তু যেসব সিংহ দেখেছে তারা হয় খুবই অল্প বয়স্ক বা একেবারেই বুড়ো বর্শার ফলার উপযুক্ত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে থাকার সময়ে, লইকত তাদের ঝিমিয়ে পড়া মনোবল চাঙা করার চেষ্টা করে। 'ম'বোগো, আমি তোমাকে বলছি তুমি পরে মিলিয়ে নিও, এই তুই ধাড়ি পুরো এলাকার সিংহদের সর্দার। তাদের চেয়ে বিশাল, শক্তিশালী আর ধূর্ত কেউ না। এদের খুঁজতেই কিচওয়া মিজুরো আমাদের পাঠিয়েছেন।'

ম্যানইয়রো কেশে উঠে আগুনে থুতু ফেলে, তারপরে আগুনে কাশির দমকে উঠে আসা শ্লেষ্মা ফুটতে বুদবুদ উঠতে থাকলে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, নিজের মতামত জানাবার আগে। 'লইকত, তোমার এই গলাবাজির গল্প আমি অনেকদিন ধরে শুনছি। তোমার গল্পের একটা অংশ অবশ্য আমি বিশ্বাস করেছি, সেটা হলো সিংহগুলো নিজেদের পাখিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আর ব্যাটারা সেটাই নির্ঘাত করেছে।

তারা খুদে চড়ুই পাখি হয়ে উড়ে পালিয়েছে। আমার মনে হয় এই চড়ুই-সিংহের পিছনে না ঘুরে মারসাবিটে গিয়ে আসল সিংহ খোঁজাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ইজ্জতে লেগেছে, এমন একটা ভাব করে লইকত বুকের উপরে হাত আড়াআড়ি করে রেখে অহঙ্কারী দৃষ্টিতে ম্যানইয়রোর দিকে তাকায়। 'আমি বলেছি তোমাকে, আমি নিজের চোখে সিংহ দুটো দেখেছি। তারা এখানেই আছে। আমরা এখানে যদি থাকি তাদের খুঁজে পাবই।' তারা দু'জনেই লিওনের দিকে সিদ্ধান্তের জন্য তাকায়।

লিওন মগের কফিটা গলায় চালান করে, ধুলোতে লাথি মেরে আগুনে ফেলার ফাঁকে দু'জনের কথা বিবেচনা করে। *বাম্বলবির* ফুয়েল ফুরিয়ে আসছে, আর এক কি বড়জোর দুই দিন চলবে। তারা যদি আরও উত্তরে যায় তবে সড়কপথে তাদের ফুয়েল নিয়ে আসতে হবে। তাহলে বেশ কয়েকদিন দেরি হবে, আর গ্রাফ অটো অস্থির মানুষ। 'লইকত আর একদিন।' সে সিদ্ধান্ত জানায়। 'তোমার ঐ জোড়া সিংহ আগামীকালের ভিতরে খুঁজে বের করো, নইলে ওদের আশা পরিত্যাগ করে আমাদের মারসাবিটে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না।'

পরের দিন সূর্যোদয়ের আগেই তারা আকাশে ভেসে উঠে এবং আগের দিন যেখানে খোঁজা শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার খুঁজতে শুরু করে। এক ঘন্টা পরে, পার্সির ক্যাম্পের এয়ারফিল্ড থেকে বিশ মাইল দূরে লিওন লেক থেকে পানি পান করে মহিষের একটা বিশাল ঝাঁককে স্রোতের মত সাভান্নার দিকে যেতে দেখে। পালে হাজার খানেকের বেশি মহিষ রয়েছে। সামনে সব প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড় অগ্রগামী হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর তাদের পিছনে মাইলখানেক এলাকায় গাভী, বাছুর এবং এড়েরা চরে বেড়াচ্ছে। সে তাদের উপরে ভেসে থাকে। সে জানে সিংহের দল এসব বড় বড় পালের পিছনে পিছনে থাকে দুর্বল আর বুড়ো মহিষ শিকার করার আশায়।

ককপিটের সামনে থেকে লইকত হঠাৎ উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে শুরু করলে, লিওনও ঝুঁকে দেখতে যায় তার এই উত্তেজিত হবার কি কারণ। এক জোড়া মহিষ মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এক মাইল কি সোয়া এক মাইল পেছনে থেকে মূল দলকে অনুসরণ করছে। পাশাপাশি হেঁটে তারা লম্বা সোনালী ঘাসে পরিপূর্ণ একটা ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করছে। ঘাসের ভিতরে কেবল তাদের পিঠ দেখা যায় এবং সেটা দেখে লিওন আন্দাজ করে যে মরদ মহিষ, বিশাল আর কালো দেহ, তবে তরুণ, কিন্তু সে ভাবে লইকত এটা দেখে এত উত্তেজিত হল কেন।

তারপরে, সে যখন আরো ভালো করে তাদের দেখে, জোড়াটা ততক্ষণে লম্বা ঘাসের এলাকা থেকে ছোট আর খোলা চারণ ভূমিতে উঠে আসলে লিওন টের পায় তার পুরো দেহ উত্তেজনায় কাঠ হয়ে গিয়েছে। মহিষ না সিংহ ছিল ওটা। সে আগে কখনও এই আকৃতির বা বর্ণের সিংহ কখনও দেখেনি। ভোরের সূর্য পেছন থেকে তাদের রাজকীয় ভঙ্গির হাঁটাচলা আরও প্রকট করে তুলেছে। তাদের কেশর কুচকুচে

কালো আর খড়ের গাদার মত ঝাকড়মাকড় হয়ে রয়েছে, আগুয়ান বিমানের বাতাসে তাতে দোলা লাগলে হাঁটা থামিয়ে তারা উপরের দিকে তাকায়।

লিওন বিমানটাকে একদম মাটির কাছে নামিয়ে নিয়ে আসে, *বাম্বলবি*র চাকা মাটি ছুঁইছুঁই করতে থাকে। সেই অবস্থায় বিমানটা সোজা সিংহ জুটির দিকে, তারা তাদের কেশর ফুলিয়ে তোলে এবং লম্বা মাথায় কালো চুলের গোছা যুক্ত লেজ, বেয়াদপ জন্তুটার আস্ফালনে তিড়িক তিড়িক করে চড়তে থাকা মেজাজের কারণে, দেহের দু'পাশে কেবল আছড়াতে থাকে। একটা নিচু হয় এবং ছোট ছোট ঘাসের ভিতরে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে অন্যটা ঘুরে গিয়ে খোলা প্রান্তরের শেষ সীমানায় অবস্থিত ঘন ঝোপের আড়াল লক্ষ করে ভারী ছন্দময় গতিতে ছোটা শুরু করে। লিওন গুটিসুটি হয়ে থাকা জন্তুটার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় তার কৃপাহীন চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে সে দ্বিতীয়টার দিকে ধেয়ে যায়। অন্যটা বিমানের শব্দ কাছে আসছে টের পেয়ে বল্গাহীন দৌড় শুরু করে, তার কেশরযুক্ত কাঁধ মেশিনের মত আন্দোলিত হয় এবং শিকারের মাংসে ভর্তি পেট পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকে। উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে সে তার কেশর ভর্তি বিশাল মাথাটা ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঘুরে তাকায়।

লিওন বিমানটাকে আলতো উপরে উঠিয়ে আনে এবং ক্যাম্পের অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে তার ঘুরিয়ে দেয়। বিশ মিনিট লাগবে আকাশ পথে উড়ে যেতে, কিন্তু লিওনের এখনই অবতরণ করা প্রয়োজন দুই মাসাইয়ের সাথে শিকারের খসড়া তৈরি করতে। ম্যানইয়রো যে একটু আগেও এখানে খোঁজা বন্ধ করার পক্ষে ছিল সেও লইকতের মত বুনো উদ্দীপনায় পা সোজা করে লাফাতে আর হাসতে থাকে।

'এমন আনন্দের পেছনে ঐ সিংহগুলোর অবদান প্রচুর। গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্ তুমি বাপু তোমার *অ্যাসেগাই*য়ে শান দিতে থাকো। তোমার দরকার হবে।' লিওন বাতাসের মুখে হেসে উঠে। আরো একবার অসাধারণ জন্তু দুটোকে দেখে আসবার অদম্য ইচ্ছা সে বহুকষ্টে দমন করে। অবশ্য সে জানে তাদের আর বিরক্ত করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লইকতের কথামতো চালাক আর সর্তক যদি তারা হয় তবে সে হয়তো তাদের সাভান্নার তৃণভূমি থেকে তাড়িয়ে ঢালের ঘন বনাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবে যেখানে তাদের খুঁজে বের করতে জান খারাপ হয়ে যাবে।

সে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা যেভাবে আছে থাকুক। তারা এখানেই থিতু হোক, আমি বরং সেই ফাঁকে গিয়ে উন্মাদ মীরবাখ্‌কে এখানে নিয়ে আসি তাদের সাথে দ্বৈরথে নামতে।

লিওন যখন পার্সির ক্যাম্পের নিচের অবতরণ ক্ষেত্রে *বাম্বলবি* নামিয়ে আনে, দুই মাসাই তখনও লাফালাফি বন্ধ করেনি। সে ইঞ্জিন বন্ধ করলে, লইকত উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে, 'ম্যানইয়রো, কেমন বলেছিলাম না?' আবার নিজের উত্তর দেয়– 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলেছিলাম! কিন্তু ম্যানইয়রো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছিলে? না,

তুমি বিশ্বাস করনি! তবে আমাদের ভিতরে গোঁয়ার আর গাধা কে? ম্যানইয়রো সেটা কি আমি? না আমি না! আমাদের ভিতরে কে সিংহ খোঁজা আর শিকারের ব্যাপারে দক্ষ? সেটা কি ম্যানইয়রো? না, সেটা হল লইকত!' সে বীরের মতো ভঙ্গি করে দাঁড়ায় আর ম্যানইয়রো কপট লজ্জায় মুখ ঢাকে।

'লইকত তুমিই আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাকার এবং অতুলনীয় সুন্দর,' লিওন তাদের কথার ভিতরে বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু এখন তোমাদের জন্য কাজ আছে। তোমরা তোমাদের সিংহের কাছে ফিরে যাবে এবং তাদের সাথে থাকবে যতদিন না আমি কিচওয়া মিজুরুকে নিয়ে ফিরে আসি। তোমরা তাদের কাছে থেকে অনুসরণ করবে, আবার বেশি কাছে চলে যেও না যে টের পেয়ে তারা দূরে পালিয়ে যায়।'

'ঐ সিংহ দুটোকে আমি চিনি। তারা আমাকে ফাঁকি দেবে না,' লইকত শপথ নিয়ে বলে। 'তাদের ছবি আমার চোখে আঁকা আছে।'

'আমি ফিরে আসলে, তুমি বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবার সাথে সাথে আগুন জ্বালাবে। ধোঁয়া দেখে আমি তোমাকে খুঁজে নেব।'

'সিংহের ছবি আমার চোখে আঁকা আর ইঞ্জিনের শব্দ আমার কানে গেঁথে রইল,' লইকত বীরের মত বলে।

লিওন ম্যানইয়রোর দিকে তাকায়, 'সিংহগুলো আমরা যেখানে খুঁজে পেয়েছি সেটা কোন মোড়লের এলাকা?'

'তার নাম মাসানা, এবং তার *ম্যানইয়াত্তা* হল টেম্বু কিকু, বিশাল হাতির আবাসস্থল।'

'ম্যানইয়রো তুমি অবশ্যই তার কাছে যাবে। তাকে বলবে প্রতিটা সিংহের জন্য সে বিশটা করে গরু পাবে। কিন্তু তাকে এটাও বলবে যে আমাদের সাথে একজন *মুজুনগু* আসবে যে প্রথাগত পদ্ধতিতে সিংহ শিকার করতে চায়। মাসানা তার সাথে অন্তত পঞ্চাশজন *মোরানি* নিয়ে আসবে শিকারের জন্য, কিন্তু কিচওয়া মিজুরু নিজেই কেবল শিকার করবেন।'

'ম'বোগো, তোমার কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু মাসানা বুঝবে বলে আমার মনে হয় না। *মুজুনগু* শিকার করবে *অ্যাসেগাই* দিয়ে? এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি। মাসানা ধরেই নেবে সে কিচওয়া মিজুরু পাগল।'

'ম্যানইয়রো, তুমি আর আমি জানি কিচওয়া মিজুরু আসলেই কানের ঘায়ে পাগল কুকুরের মতই পাগল। কিন্তু মাসানাকে বলবে কিচওয়া মিজুরুর মাথার হাল নিয়ে বেশি চিন্তা না করতে। তারচেয়ে তাকে বিশটা গরু কথা ভাবতে বলবে। তোমার কি মনে হয় ম্যানইয়রো? মাসানা আমাদের শিকারে সাহায্য করবে?'

'বিশটা গরু পেলে মাসানা নিজের পনেরটা বউ তাদের বাচ্চাসহ এমনকি নিজের মাকেও বেচে দিতে পারে। নিশ্চিন্তে থাকেন সে সাহায্য করবে।'

'তার *ম্যানইয়াত্তার* কাছে কোথাও বিমান অবতরণের জায়গা আছে?' লিওন জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দেবার আগে ম্যানইয়রো ভাবুকের মত নাক চুলকে নেয়। 'তার গ্রামের কাছে একটা শুকনো লবণ ক্ষেত্র আছে। জায়গাটা সমতল আর কোনো গাছপালা নেই।'

'আমাকে দেখাও জায়গাটা,' লিওন আদেশ দেয়। তারা আবার আকাশে ভাসে এবং ম্যানইয়রো তাকে পথ দেখায়। তার কোনো দরকার ছিল না, অনেক মাইল দূর থেকেই লবণ ক্ষেত্রের বিশাল চওড়া, সমতল আর চকচক করতে থাকা সাদা মাটি দেখা যায়। তারা কাছাকাছি পৌঁছালে লিওন একপাল অরিক্সকে সেটার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে এবং লিওন হাফ ছেড়ে বাঁচে যখন দেখে যে তাদের খুরের আঘাতে উপরের সাদা আবরণ ভাঙছে না। এমন ক্ষেত্র প্রায়শই মরণফাঁদ হয়ে থাকে। ভঙ্গুর উপরিভাগের নিচে আঠার মত চিটচিটে আর পায়েসের মত নরম কাদা ওৎ পেতে থাকে। সে শুচিবাইগ্রস্ত লোকের মত *বাম্বলবি*কে সাদা মাটির উপরে নামিয়ে আনে, চাকা মাটি ছোয় কি ছোয় না, বিমানের নিচের অংশে কাদা জড়িয়ে যাচ্ছে টের পেলেই যেন সে তাকে উড়িয়ে নিতে পারে। কিছুক্ষণ পরে যখন বিমানের ওজন উপরিপৃষ্ঠ নিতে পারবে বলে মনে হয় তখনই কেবল সে তাকে পুরোপুরি নামিয়ে আনে। ট্যাক্সি করে লবণ ক্ষেত্রের এক প্রান্তে গিয়ে বিমানটার নাক ঘুরিয়ে নেয়। সে ইঞ্জিন বন্ধ করে না। 'এখান থেকে *ম্যানইয়াত্তা* কতদূর?' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে সে চিৎকার করে ম্যানইয়রোকে জিজ্ঞেস করে।

'কাছেই,' ম্যানইয়রো সামনে দেখিয়ে বলে। 'কিছু কিছু গ্রামবাসী এখনই চলে এসেছে।' দূরের গাছপালার ভিতর দিয়ে একদল মেয়ে আর বাচ্চাদের ছুটে আসতে দেখা যায়।

'আর, হে মহান শিকারী, আমরা সিংহ দুটোকে কতদূরে রেখে এসেছি?' লিওন লইকতের কাছে জানতে চায়। বর্শার অগ্রভাগ দিয়ে আকাশের বুকে একটা ছোট অংশ সে দেখায়, যেটা অতিক্রম করতে সূর্যের দুই ঘন্টা সময় লাগবে। 'বেশ। তোমরা তাহলে এখানে *ম্যানইয়াত্তা* আর সিংহ দুটোরই কাছাকাছি থাকছো। আমি দু'জনকেই এখানে রেখে যাব। আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবে। আমি যখন ফিরে আসব আমার সাথে কিচওয়া মিজুরু থাকবে।'

লিওন দুই মাসাইকে সেই লবণ ক্ষেত্র রেখে আবার আকাশে উড়ে। নাইরোবি ফিরে যাবার আগে সেটার চারপাশে একবার চক্কর কাটে। দুই মাসাই তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়, তারপরে সে দু'জনকে দু'দিকে যেতে দেখে। লইকত দ্রুত পায়ে ছুটে যায় সিংহের নিশানা খুঁজতে আর ম্যানইয়রো যায় মাসানার গ্রাম থেকে আসা মহিলাদের স্বাগত জানাতে।

নাইরোবি পোলো-গ্রাউন্ডের উপরে পৌঁছান মাত্র সে উদ্বিগ্ন চোখে *বাটারফ্লাই*কে খুঁজতে চেষ্টা করে। তার চিন্তা হয় গ্রাফ অটো আবার না পাগলামি করে রহস্যময়, অপ্রত্যাশিত প্রমোদবিহারে বেড়িয়ে পড়ে এবং অনেক দিন আর তার দেখা পাওয়া যাবে না, সেই ফাঁকে লইকত আর ম্যানইয়রোও সিংহের সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলবে।

'আল্লাহ্ মহান!' সে চেঁচিয়ে উঠে, মাঠের শেষপ্রান্তে হ্যাঙ্গারের সামনে *বাটারফ্লাই*য়ের লাল আর কালো রঙের বিশাল দেহটা দেখা যায়। গুস্তাভ আর তার চ্যালারা সেটার ইঞ্জিনের কি যেন কাজ করছে। অবশ্য হান্টিংকার কোথাও আশেপাশে দেখা যায় না, তাই অবতরণ না করে সে তানডালা ক্যাম্পের উপরে চক্কর দেয়, দেখে গ্রাফ অটোর ব্যক্তিগত কোয়ার্টারের সামনে সেটা রাখা আছে। লিওন আরেকটা চক্কর দিলে গ্রাফ তার তাবুর বাইরে বেড়িয়ে আসে, খালি গায়ের উপরে একটা শার্ট কোনোমতে দিয়ে।

ঈর্ষা আর বিরক্তির যুগপৎ আক্রমণে লিওন শিউরে উঠে। সে ভাবে, তাইতো সে এতক্ষণ ইভার সাথে ছিল। তাকেও তো কাজ করে খেতে হয়। ভাবনাটা আসা মাত্র তার শরীর গুলিয়ে উঠে। গ্রাফ অটো তার উদ্দেশ্যে কোনোমতে হাত নাড়ে, তারপরে হান্টিং কারের দিকে এগিয়ে যায়। লিওনও *বাম্বলবি*র নাক পোলো-গ্রাউন্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেয়, কিন্তু রাগ আর ঈর্ষার তীব্র স্বাদ তার জিহ্বার পেছনটা তেতো করে রাখে।

কোর্টনী, নিজেকে ধাতস্থ করো! আরে বাবা, জানইতো ইভা ভন ওয়েলবার্গ কচি খুকিটি না। অবতরণের জন্য প্রস্তুত হবার ফাঁকে সে নিজেকে বলে, এখানে আসবার পরে প্রতিটা রাতইতো সে তার মশারীর নিচে একসাথে শুয়েছে। বাউন্ডারির সীমানার উপর দিয়ে *বাম্বলবি* এগিয়ে গেলে, তার হৃৎপিণ্ড ঝাঁকি খায় সে তাকিয়ে দেখে, *বাটারফ্লাই*য়ের রঙচঙে ডানার নিচে ইভা তার ইজেল নিয়ে বসে আছে। আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্লেনটার ফিউজালেজ তাকে আড়াল করে রেখেছিল। ছেলেমানুষি কিন্তু গ্রাফ তাবুতে একা ছিল এটা জানতে পেরে কেন জানি তার মনটা ভালো হয়ে যায়।

বিমানটা নামিয়ে ট্যাক্সি করে হ্যাঙ্গারের দিকে এগিয়ে গেলে, ইভা ইজেল ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং আবেগের বশে তার দিকে দৌড়াতে থাকে। এতদূর থেকেও সে তার হাসির ব্যগ্রতা বুঝতে পারে। তারপরে তার মনে হয় গুস্তাভ তাকিয়ে আছে, সে নিজেকে সামলে নেয় এবং প্রশান্ত চিত্তে হাঁটতে শুরু করে। সে অবতরণের সিঁড়ি বিমানের সাথে সংযুক্ত করলে সে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লিওন সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে আসে। অন্য লোকদের মাথার উপর দিয়ে সে ইভার দিকে তাকায়, তাকে বিচলিত আর শঙ্কিত দেখায়। লিওন তাকে ধীরস্থির গোছান ভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু এখন তাকে নাকে চিতার গন্ধ পাওয়া গ্যাজেলের মত দেখায়। তার উদ্বিগ্নতা লিওনের ভিতরেও সংক্রামিত হয়, কিন্তু সে তার অনুভূতি দমিয়ে রেখে স্বাভাবিকভাবে তার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ায়। 'সুপ্রভাত, ফ্রলিন,' সে মার্জিত কণ্ঠে তাকে কথাটা বলে,

ঘুরে গুস্তাভের দিকে তাকায়। 'স্টারবোর্ড সাইডের দুই নম্বর ইঞ্জিন শব্দ করছে আর নীল ধোঁয়া ছাড়ছে।'

'আমি এখনই দেখছি,' গুস্তাভ বলে, এবং চিৎকার করে তার সহকারীদের ডাকে।

তার মাথা ইঞ্জিনের খোলের ভিতরে হারিয়ে গেলে, লিওন আর ইভা ছাড়া সেখানে কেউ থাকে না। 'তোমার কিছু একটা হয়েছে– কিছু একটা বদলে গেছে,' সে মোলায়েম কণ্ঠে ইভাকে বলে। 'ইভা, তোমাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

'আর তোমার কি মনে হচ্ছে? সবকিছুই তো বদলে গেছে।'

'কি হয়েছে? গ্রাফের সাথে কোনো ঝামেলা?'

'তার সাথে আর কি হবে? এটা তোমার আমার ব্যাপার।'

'সমস্যা?' সে ইভার দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে থাকে।

'সমস্যা কিছু না। ঠিক তার উল্টো। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তার গলা নিচু আর ফ্যাসফেসে শোনায় কিন্তু পরমুহূর্তে সে হেসে উঠে।

তার হাসির চেয়ে সুন্দর কোনো কিছু লিওন দেখেনি। 'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না,' সে বলে।

'ব্যাজার, সেটা কি আমিও বুঝতে পারছি?'

এই নামটা শোনার সাথে সাথে লিওনের সব বাঁধ ভেঙে যায়। সে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। ইভা দ্রুত নিজেকে গুটিয়ে নেয়। 'না, আমাকে ছোবে না। আমি আমার নিজেকেই বিশ্বাস করি না, যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে।' ইভা উড়ন্ত ধুলোর দিকে ইশারা করে বলে, 'অটো আসছে। আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত।'

'এ রকম বেশিদিন চললে কিন্তু ভেজাল হয়ে যাবে,' সে তাকে সতর্ক করে দেয়।

'আমিও আর পারছি না,' ইভা নিচু কণ্ঠে বলে। 'কিন্তু এখন আমাদের পরস্পর থেকে দূরে থাকা উচিত। অটো গাধা না। সে ঠিকই আমাদের সম্পর্কের কথা টের পাবে।' সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুস্তাভ যেখানে ডানার উপরে উঠে ইঞ্জিনের খোলের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে রেখেছে সেদিকে হাঁটা দেয়।

গ্রাফ অটো বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে থেকেই চিৎকার শুরু করে, 'কোর্টনী, যাক ফিরে এসেছো তাহলে। বহুযুগ আগে তুমি গেছো। কোথায় ছিলে? কেপটাউন? কায়রো?'

ইভার সাথে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা লিওনের ভিতরে একটা উচ্ছ্বসিত আর বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। 'না স্যার, আমি আপনার সেই সিংহের খোঁজে ছিলাম।'

গ্রাফ অটো লিওনের উচ্ছ্বাস টের পায় এবং সাথে সাথে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, কিছু একটা শোনার প্রতিক্ষায় তার মুখের ক্ষতস্থানটা গোলাপি হয়ে উঠে। সে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জোরে দরজা বন্ধ করে। 'তুমি খুঁজে পেয়েছো?'

'না পেলে তো আমার ফিরে আসবার কথা না, তাই না?'

'খুব বড় কোনো সিংহ?'

'আমি এর চেয়ে বড় সিংহ আর দেখিনি এবং অন্যটা তারচেয়েও বড়।'

'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। কয়টা সিংহের কথা বলছো?'

'দুইটা,' লিওন বলে। 'দুটো বিশাল ধেড়ে।'

'আমরা তাদের শিকার করতে কখন যাত্রা করবো?'

'গুস্তাভ যত তাড়াতাড়ি *বাম্বলবির* ইঞ্জিন ঠিক করে দেবে।'

'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। *বাটারফ্লাইয়ের* ট্যাঙ্ক ভরা আছে, আমার শিকারের সবকিছু ওতে আছে এবং সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আমরা এখনই রওয়ানা দেব। এই মুহূর্তে!'

পার্সির ক্যাম্পের বিমানক্ষেত্র থেকে আবার তারা যখন উড্ডয়ন করে তখন *বাটারফ্লাইয়ের* কন্ট্রোলে থাকে গ্রাফ অটো, নাইরোবি থেকে আসার পথে রিফুয়েলিং-এর জন্য তারা সেখানে যাত্রা বিরতি করেছিল। মাসানার *ম্যানইয়াত্তার* উদ্দেশ্যে দক্ষিণে তারা যাত্রা করে। ইভা ককপিটে তার পাশে বসে, পেছনে ইসমায়েল তার যাবতীয় রান্নার সরঞ্জামাদিসহ গাদাগাদি হয়ে বসে থাকে আর লিওন, হেনী আর গুস্তাভ ককপিটের সামনে।

পঁচিশ মিনিট উড়বার পরে লিওন বিমানের বামের জানালা দিয়ে ধোঁয়ার একটা হাল্কা কুণ্ডলী দেখতে পায়, দুপুরের দমবন্ধ করা গরমে সোজা উঠে গেছে। 'লইকত!' আগুনের পাশে তার হাল্কাপাতলা দেহটা দেখার আগেই লিওন জানে এটা সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। লইকত তার *শুখা*টা নাড়ে নিশ্চিত করতে যে তারা তাকে দেখেছে, তারপরে তার হাতের বর্শার খাঁজকাটা অগ্রভাগ কাছের একটা ছোট টিলার দিকে নির্দেশ করে, শিকারের অবস্থান নির্দেশ করে।

লিওন দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিচার করে। গতির দেবতা তাদের প্রতি সদয় ছিলেন। তার অনুপস্থিতির সময়ে সিংহগুলো নিশ্চিতভাবে মাসানার *ম্যানইয়াত্তার* দিকে এগিয়ে এসেছে। প্রথমবার তাদের চিহ্নিত করার সময়ে তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে এখন অনেক কাছে চলে এসেছে। সে রিফটভ্যালীর দূরবর্তী ঢালের দিকে তাকায় চারপাশের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে, তারপরে লবণ ক্ষেত্রের ভৌতিক আকৃতির দিকে তাকায় যেখানে মাত্র তিনদিন আগে সে দুই মাসাইকে রেখে গিয়েছিল। টিলা আর *ম্যানইয়াত্তার* মধ্যবর্তী স্থানে সেটার অবস্থান। সে উৎফুল্ল মনে ভাবে এরচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, সে দ্রুত গ্রাফের কাছে আসে যেন ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে সে তার সাথে কথা বলতে পারে। 'লইকত ইশারা করেছে সিংহ দুটো টিলার মাথায় রয়েছে।'

'কাছাকাছি কোথায় আমি অবতরণ করতে পারি?'

'ঐ লবণ ক্ষেত্রটা দেখছেন?' লিওন আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে। 'ওখানে অবতরণ করলে আমরা শিকার আর শিকারের জন্য গ্রামে একত্রিত হওয়া *মোরানি*দের কাছাকাছি থাকব।'

উপত্যকার অন্যান্য *ম্যানইয়াত্তার* চেয়ে মাসানারটা বেশ বড়। গরুর খোঁয়াড়ের চারপাশে একশো কি আরও বেশি বড় বড় কুঁড়েঘর বৃত্তাকারে অবস্থিত। নীচু হয়ে গ্রাফ অটো গ্রামটা উপরে একবার চক্কর দেয়। মাঝের খোঁয়াড়ে কালো মানুষের একটা জটলা দেখা যায়। *শুখা* পরিহিত লোকদের মাঝে লিওন যদিও ম্যানইয়রোকে আলাদা করে চিনতে পারে না, কিন্তু সে তার দায়িত্ব পালন করেছে এবং মাসানাকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পেরেছে শিকারের জন্য *মোরানি*দের একত্রিত করতে। সবকিছু কেবল তাদের আগমনের প্রতিক্ষায় রয়েছে এটা বুঝতে পেরে লিওন সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রাফকে বিমানটা লবণক্ষেত্রের দিকে ঘুরিয়ে নিতে বলে। সে অবতরণ করে ক্ষেত্রটার পশ্চিমপাশে অবস্থিত গাছ বরাবর ট্যাক্সি করে কিছুদূর গিয়ে তারপরে ইঞ্জিন বন্ধ করে।

'আমরা এখানে কিছুক্ষণ ক্যাম্প করবো,' লিওন তাকে বলে, 'যাতে *মোরানি*রা এখানে পৌঁছাবার আগে আমরা ফ্রেশ হয়ে নিতে পারি।' *বাটারফ্লাই*য়ের কার্গো হোল্ডে অস্থায়ী ক্যাম্পের সব জিনিসপত্র রাখা আছে। লিওনের বেশি সময় লাগে না সেটা তৈরি করতে। বিমানের ডানার নিচের ছায়ায় সে ক্যাম্পটা স্থাপন করে। ইসমায়েল বিমান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আগুন জ্বেলে রান্নার আয়োজন শুরু করে এবং তাদের গরম গরম কফি আর পুরী ভেজে দেয়।

লিওন নিজের মগ খালি করে আকাশের দিকে তাকায় সময় কত হয়েছে বোঝার জন্য। 'লইকত যে কোনো মুহূর্তে এসে পৌঁছাবে,' সে গ্রাফকে বলে এবং তার কথা শেষও হয়নি লইকতের হাল্কা দেহটা গাছের আড়াল থেকে দুলকি চালে বেড়িয়ে আসে।

লিওন ছায়া থেকে বেরিয়ে সূর্যালোকে আসে তাকে স্বাগত জানাতে। লইকতের কথা শোনার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে থাকে যদিও জানে তাড়াহুড়ো করে কিছুই শোনা যাবে না। তার সংবাদের আলামতের প্রাধান্য যত বেশি থাকবে, লইকত তত বেশি সময় নেবে সেটা প্রকাশ করতে। প্রথমে সে বর্শায় ভর দিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে নস্যি নেয়। তারপরে তারা একমত হয় যে শেষবার দেখা হবার পরে তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, অনেক লম্বা সময়, তারপরে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ হয় বছরের এই সময়ে বেশ গরম পড়ে, আর আজ সূর্যাস্তের আগে বৃষ্টি হতে পারে, চরে খাওয়া প্রাণীদের জন্য সুখবর।

'তো লইকত, অমিত শিকারী আর নিঃশঙ্কচিত্ত গতিবিধি সন্ধানী, তোমার সিংহদের খবর কি? তোমার চোখে কি এখনও তারা আছে?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে লইকত মাথা নাড়ে।

'তুমি তাদের হারিয়ে ফেলেছো?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে লিওন জানতে চায়। 'তুমি তাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছো?'

'না! হ্যাঁ এটা সত্যি যে পুচকে সিংহটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে কিন্তু ধেড়েটা এখন আমার চোখে রয়েছে। দু'ঘন্টা আগেই আমি তাকে দেখেছি। গরমে অতিষ্ট হয়ে পাহাড়ের মাথায় সে শুয়ে আছে, আমি আগেই তোমাকে জায়গাটা দেখিয়েছি।'

'ঠিকাছে, যেটা গেছে সেটার জন্য শোক করার সময় নেই,' লিওন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে। 'একাকী নিঃসঙ্গ একটা সিংহকে শিকার করা অনেক সহজ। দুটো একসাথে অনেক বেশি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো।'

'ম্যানইয়রো কোথায়?' লিওন জানতে চায়।

'তুমি চলে যাবার পরে আমরা উড়ে মাসানার *ম্যানইয়াত্তায়* যাই। সেখানে *মোরানি* শিকারীর দল জমা হয়েছে কিন্তু এতক্ষণে তাদের এসে পড়ার কথা। *ম্যানইয়াত্তা* এখান থেকে বেশি দূরে না। তারা শীঘ্রই এখানে এসে পড়বে।'

'আমি এখন সিংহটার উপরে নজর রাখতে আবার ফিরে যাব,' লইকত নিজেই প্রস্তাব দেয়। 'রাত হলে সে বহুদূরে চলে যেতে পারে। আমি কালকে সকালে ফিরে আসব।'

সন্ধ্যা হতে দু'ঘন্টা যখন বাকি তখন তারা গানের আওয়াজ শুনতে পায় এবং গাছের আড়াল থেকে নৃত্যরত লোকদের বের হয়ে জঙ্গলের খোলা স্থানে জমা হতে দেখে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে ম্যানইয়রো, এবং তার পেছনে *অ্যাসেগাই* আর ঢালে সজ্জিত, শিকারের পুরো পোষাক পরিহিত সশস্ত্র *মোরানি*দের একটা লম্বা সারি তাকে অনুসরণ করছে।

তাদের পেছনে পিলপিল করে আরও কয়েকশো গ্রামবাসী এসেছে মজা দেখতে। আশেপাশের পঞ্চাশ মাইলের ভেতরে যেসব *ম্যানইয়াত্তা* রয়েছে তারা সেগুলোর বাসিন্দা। রঙবেরঙের পাখির একটা ঝাঁকের মতো, অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা বিবাহযোগ্য *মোরানি*দের পেছনে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে। সূর্য অস্ত যাবার আগেই *বাটারফ্লাই*য়ের চারপাশে বহুবিধ সাজে সজ্জিত লোকদের একটা মেলা জমে উঠে এবং রাতের বাতাস রান্নার গন্ধে ভরে যায়। উত্তেজনার ঘোরে যেন সবাই আক্রান্ত এবং সারা রাতই তরুণ-তরুণীর হাসি আর গানের আওয়াজ পাওয়া যায়।

পরের দিন সকালে, ভোরের আলো ফোটার আগে, লইকত তার নৈশ অভিযান থেকে ফিরে আসে। সে এসে রিপোর্ট করে যে চাঁদের আলোয় গত রাতে সিংহটা একটা কুডু গরু শিকার করে এখন মহানন্দে সেটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। 'শিকার ছেড়ে সে শীঘ্রই নড়বে বলে মনে হয় না,' লইকত তার বিশ্বাসের কথা জানায়।

ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় শিকারীরা সূর্য উদয়ের প্রতিক্ষা করে। আগুনের চারপাশে বসে তারা নিজেদের পরিপাটি করে, চুল ঠিক করে, *অ্যাসেগাই*য়ের ফলায় ধার দেয়, এবং বর্শার বাঁধন শক্ত করে বাঁধে। ঢালের উপরে সূর্যের প্রথম আলোটা এসে পড়তেই, শিকারের ওস্তাদ তার বাঁশিতে জোরে একটা ফুঁ দিয়ে শিকারের আয়োজন শুরু করার নির্দেশ দেয়। তারা সাথে সাথে নিজেদের শোবার স্থান থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়

এবং সাদা লবণ ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা ধীরে ধীরে নাচ আর গান শুরু করে কিন্তু পরে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে তাদের নাচ গানের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

যুবতী মেয়েরা তাদের চারপাশে একটা বেষ্টনী তৈরি করে। তারা জোড়া পায়ে লাফিয়ে আর কোমর ঝাঁকিয়ে, হাততালি দিয়ে আর মাথা নেড়ে উলুধ্বনি দিতে থাকে। তারা তাদের নিটোল স্তন ঝাঁকিয়ে, ভরাট পশ্চাদদেশ দোলকের মত আন্দোলিত করে যুবকদের উদ্দেশ্যে তাদের প্ররোচিত করতে চায়। *মোরানি*র দল নাচার সাথে সাথে ঘামতে শুরু করে। কামোদ্দীপনা আর রক্ততৃষ্ণায় তাদের সবার চোখে কেমন ঘোরলাগা একটা দৃষ্টি চকচক করতে থাকে।

সহসা গ্রাফ অটো *বাটারফ্লাই*য়ের ডানার নিচের ছায়ায় তার জন্য তৈরি করা তাবুর ভিতর থেকে বের হয়ে আসে এবং সাদা মাটির উপর দিয়ে হাঁটা শুরু করে। তাকে দেখতে পেলে *মোরানি*দের ভেতর থেকে একটা উল্লসিত চিৎকার ভেসে আসে। তার পরনে এখন একটা লাল *শুখা*। স্কার্টটা তার কোমরে বেল্ট দিয়ে আটকানো আর তার একটা প্রান্ত কাঁধের উপরে ফেলা। দেহের ঊর্ধ্বাংশ আর হাত উন্মুক্ত, বকপাখির মত সাদা তার দেহের ত্বক। তারা বুকের আর বোগলের চুল তামার তারের মত দেখতে। তার কাঁধ চওড়া, বুক চিতান এবং হাত পেশল আর শক্তিশালী কিন্তু বয়স আর আরাম তার উদরে থাবা বসিয়েছে, সেখানটা স্ফীত আর নরম।

তীক্ষ্ণ হাসিতে যুবতী মেয়ের দল ফেটে পড়ে এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। তারা কখনও কল্পনা করেনি যে কোনো *মজুন*গুকে তাদের উপজাতিয় পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখবে। তারা হাসতে হাসতে তার দিকে ধেয়ে যায় এবং তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তারা তার দুধ সাদা ত্বক ছুঁয়ে দেখে এবং সোনালী লোম চোখে বিস্ময় নিয়ে টোকা দেয়। গ্রাফ অটো তাদের সাথে নাচতে শুরু করে। মেয়ের দল ছিটকে পেছনে সরে যায়, এখন আর কেউ হাসছে না। তারা তার নাচের ছন্দে হাতে তালি দিতে থাকে এবং উত্তেজিত চিৎকারে তাকে তাতিয়ে তুলে।

তার মত বিশাল দেহের তুলনায় গ্রাফ অটো ভালোই নাচে বলতে হবে। ডান হাতে ধরা *অ্যাসেগাই* উঁচিয়ে ধরে সে লাফিয়ে উঠে, বৃত্তাকারে ঘুরে, জোড়া পায়ে লাফায় এবং বাতাসে বর্শা আন্দোলিত করে। বাম কাঁধের উপরে রাখা কাঁচা চামড়ার তৈরি ঢালটা সে আন্দোলিত করে। মেয়েদের ভিতরে সুন্দরী আর সাহসী যারা তারা একে একে এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাচে। তারা তাদের লম্বা, মরাল-গ্রীবা উঁচু করে রাখে এবং গলার পুতির মালা ঝাঁকায়। তাদের স্তনে চর্বি আর লাল গিরিমাটির প্রলেপ দেয়া আর প্রতিবার শক্তপায়ে লাফাবার সাথে সাথে তা লোভনীয় ভঙ্গিতে আন্দোলিত হয়। তাদের নগ্ন পায়ের চটুল ছন্দে উড়া ধুলো, তাদের ঘামের গন্ধে বাতাস ভারী আর মাতাল হয়ে উঠে এবং রক্ত, মৃত্যু এবং সম্ভোগের সম্ভাবনায় চারপাশে একটা টানটান উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে।

লিওন *বাটারফ্লাই*য়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এবং তাকে দেখে মনে হবে প্রাচীন রীতির প্রদর্শনী তার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। অবশ্য, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতখানেকের ভিতরে ইভা *বাটারফ্লাই*য়ের ডানার প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কারও মনে সন্দেহের কোনো উদ্রেক না ঘটিয়ে এখান থেকে সে ইভার মুখ খুঁটিয়ে দেখতে পারছে। শিকারের বুনো নাচ দেখে মজা পেলেও ইভার চেহারা দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। নিজের প্রকৃত মনোভাব লুকিয়ে রাখার এই ক্ষমতা দেখে লিওন আরো একবার অবাক মানে।

গ্রাফ অটো তার প্রেমিক এবং আপাতদৃষ্টিতে সে তার প্রেমিকা, তবুও সে কয়েক ডজন অর্ধ-উলঙ্গ, রমণীয়া, আর উত্তেজনায় উন্মাদিত মেয়ের সাথে স্থূল যৌনাবেদনময়ী কৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে। তার এই চাষাড়ে ব্যবহারে সে অপমান বোধ করলেও, তার চেহারা দেখে সেটা বোঝা যাবে না, কিন্তু লিওন তার পক্ষ হয়েই গজগজ করতে থাকে।

ইভা যেন লিওনের তীব্র দৃষ্টি নিজের উপরে অনুভব করতে পারে, সে ডানার উপরে বসা অবস্থা থেকেই ঘাড় নিচু করে তার দিকে তাকায়। তার মুখাবয়ব শান্ত এবং চোখের দৃষ্টিতে অকপটে গোপন অভিপ্রায়ের ছাপ। তারপরে, তাদের দৃষ্টি আপতিত হলে সে নিজের হৃদয়ের লুকিয়ে রাখা গোপন কোন্দরগুলো তাকে দেখতে দেয়। তার বেগুনী চোখে লিওনের জন্য প্রেমের এমন মূর্ত প্রকাশ দেখে লিওনের কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। সেই মুহূর্তে তাদের অগোচরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পরিবর্তনের গভীরতা তার বোধগম্য হয়। আগে কি হয়েছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে তারা দু'জনেই এখন পরস্পরের প্রতি অনুগত। কোনো ঘটনা বা কোনো লোকের কারণে সেটা পরিবর্তিত হবে না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে তারা যে ব্রত বিনিময় করে তা হতে পারে নিরব কিন্তু অলঙ্ঘনীয়।

বাঁশির শব্দ আর *মোরানি*দের সম্মিলিত চিৎকারে সেই সাবলীল মুহূর্তের বিনাশ হয়। শিকারীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। লইকত সামনের সারিতে দাঁড়ায় কারণ সেই তাদের পথ দেখিয়ে শিকারের কাছে নিয়ে যাবে। তখনও সিংহ শিকারের গান গাইতে থাকা *মোরানি*র দল গাছের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে তাকে অনুসরণ করে আর তাদের ভিতরে গ্রাফ অটোর সাদা দেহটা অপার্থিব দীপ্তিময় দেখায়। তাদের পেছনেই দর্শকদের মিছিল। গুস্তাভ আর হেনী সেই মিছিলের তোড়ের মধ্যে পড়লে তারা নিমেষেই হারিয়ে গিয়ে মিছিলের অংশ হয়ে এগিয়ে যায়।

লিওন আর ইভাই কেবল পিছনে পড়ে থাকে। ডানার উপরে যেখানে সে বসে আছে লিওন সেদিকে এগিয়ে যায়। 'আমরা যদি শিকার দেখতে চাই তবে আমাদের জলদি করতে হবে।'

'আমাকে আগে এখান থেকে নামাও,' সে প্রত্যুত্তরে বলে। সে দু'হাত উঁচু করে তার দিকে ঝুঁকে আসে। লিওন উঁচু হয়ে দাঁড়ায়, তার সরু কোমরের পাশে হাত রাখে

এবং যখন সে তাকে পায়ের উপরে এনে দাঁড় করায় তখন সামান্যক্ষণের জন্য ইভা লিওনের গায়ের সাথে লেপটে থাকে। তার বিশেষ সুরভির ঘ্রাণ সে পায় এবং নিজের উদরে তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করে। সে তার চোখের দিকে তাকায় এবং কাপড়ের ভাঁজ ভেদ করে তার আড়ষ্ট হয়ে উঠাটা অনুভব করতে পারে। 'আমি জানি, ব্যাজার। আমি খুবি ভালো করেই তোমার অনুভূতির কথা জানি। আমিও সেই একই ঘোরে আক্রান্ত। কিন্তু আমাদের আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরতে হবে। শীঘ্রই! আমি কথা দিচ্ছি শীঘ্রই আমি তোমার খেদ পুষিয়ে দেব।'

'হা খোদা!' সে গুঙিয়ে উঠে বলে। 'আমার ইচ্ছা... অটো... সিংহটা, খালি যদি...'

সত্যিকারের ভয় এবার তার চোখে এসে ভর করে। 'না, ওকথা বোলো না!' সে তার ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চাপা দেয়। 'ওই কথা ভুলেও মনে এনো না। সেটা তাহলে আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।' সে তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়, এবং সে দেখে ম্যানইয়রো কখন যেন নিঃশব্দে এসে তার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে হল্যান্ড রাইফেল আর অন্য হাতে গুলির ফালিস্কা।

'ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ,' লিওন তার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে বলে।

'গ্রাফ বলেছে আজকের শিকারে কোনো বন্দুক থাকতে পারবে না,' ইভা মনে করিয়ে দেয়।

'তুমি ভাবতে পারো সে যদি সিংহটাকে আহত করে আর সে এত লোকের ভীড়ে হাজির হলে কি হবে?' লিওন চিন্তিতকণ্ঠে বলে। 'শয়তানের সাথে সে একলা দেখা করতে চাইলে মানা করবো না, কিন্তু যাবার সময়ে সাথে বাচ্চা আর মেয়েদের নিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলে অন্য কথা।' সে রাইফেলের ব্রীচ খুলে তাতে পিতলের দুটো মোটা কার্তুজ ঢুকায়, জিজ্ঞেস করে, 'স্কার্ট আর বুট পরে দৌড়াতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাদের দেখাও কেমন পারো।' সে তার বাহু আঁকড়ে ধরে এবং তারা দু'জনে *মোরানির* সারি লক্ষ করে দৌড়াতে শুরু করে, যা দ্রুত দর্শকদের জটলা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

লিওন ইভার দম দেখে অবাক হয়। সে তার গ্যাবার্ডিনের স্কার্ট হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুটের শীর্ষে তুলে সদ্যজাত হরিণ শাবকের চপলতা আর সাবলীলতায় দৌড়ে যায়। বেশি বৃক্ষ এলাকায় সে তার হাত ধরে তাকে সুস্থির রাখতে আর একবার একটা খাড়ির সোজা উঠে যাওয়া তীরে সে তাকে কোমর ধরে উপরে তুলে দেয়। তারা পিছিয়ে থাকাদের অতিক্রম করে মূল শিকারীদলের কাছে পৌঁছে যায় এবং শিকারের নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের কাছে যাবার আগেই হান্ট মাস্টার তার বাঁশিতে আবার ফুঁ দেয়। *মোরানির* দল বাঁকান দুই শিংএর বিন্যাসে সাবলীলভাবে ভাগ হয়ে যায়।

'সিংহের কাছে পৌঁছে গেছে,' দৌড়াবার ধকল সামলে নেবার ফাঁকে লিওন বলে।

'তুমি কিভাবে জানলে? দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে?' সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

'এখান থেকে দেখা যাবে না কিন্তু ওরা দেখতে পেয়েছে। তাদের গতিবিধি দেখে এটুকু বলা যায় সামনের ঐ টিলাটার পাদদেশে ঘন ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে আছে।' তাদের সামনের রূপালী পাতার ঝোপ আর পাথরের বিক্ষিপ্ত সমাবেশের দিকে সে দেখায়।

'অটো কোথায়?' তার গায়ে হেলান দিয়ে সে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয় এবং পরিশ্রমের ফলে হাঁসফাঁস করতে থাকে। ঘামে তার চুল আর কপাল ভিজে রয়েছে, এবং তার দেহের উষ্ণ মেয়েলি গন্ধ লিওন প্রাণভরে উপভোগ করে।

'সে একেবারে সবকিছুর মধ্যখানে রয়েছে। আর কোথায় সে থাকতে পারে বলে মনে হয়?' লিওন ইঙ্গিত করলে ইভা কালো যোদ্ধাদের মাঝে যারা পাহাড়ের পাথুরে অংশ সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের ভঙ্গিতে ঘিরে ফেলছে তাদের মাঝে তার ফ্যাকাশে অবয়বটা দেখতে পায়।

'সিংহটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছ?' তার গলার স্বরে যন্ত্রণা চাপা থাকে না।

'না। আমাদের আরও কাছে যেতে হবে।' সে তার হাত ধরলে তারা আবার দৌড়াতে শুরু করে। *মোরানি*দের প্রথম সারি থেকে তারা যখন দেড়শো গজ দূরে এমন সময় লিওন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। 'ওহ, খোদা! সে ওখানে! আর সিংহটাও!' সে ইশারা করে।

'কোথায়! আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওখানে, উঁচু জমিটার উপরে।' সে এক হাতে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়। 'ঐ উঁচু পাথরটার উপরে কালো জিনিসটা। ওটাই সিংহ। ভালো করে শোনো! *মোরানি*রা তাকে উত্যক্ত করছে।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি না. ' কিন্তু সেই সময়ে সিংহটা উঠে দাঁড়িয়ে তার কেশর ফোলালে সে আঁৎকে উঠে। 'আমি ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। আমি ভাবতেও পারিনি এত বড় হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় একটা বড় পাথর-টাথর হবে।'

সিংহটা তার বিশাল মাথা এপাশওপাশ দোলায়, তাকে ঘিরে ফেলেছে যারা তাদের পর্যবেক্ষণ করে। সে ক্রুদ্ধ গর্জন করে দাঁত বের করে। ইভা আর লিওন যদিও অনেক দূরে তবুও তারা তার শাদন্তের আবছা রূপালী ঝিলিক আর গর্জনের তীক্ষ্ণ গড়গড় শব্দ শুনতে পায়। তারপরে সে কান খুলির সাথে লেপ্টে দিয়ে মাথা নিচু করে সামনের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যোৎস্নার আলোর মত ত্বকের অটো ভন মীরবাখের দেহটা বেছে নেয়। তারা তাকে তার শিকারের কাছ থেকে তাড়িয়ে এনেছে এবং সে এখন ক্রুদ্ধ। এখন এই উৎকট দেহটা চোখে পড়তে তাকে আর উত্যক্ত করার প্রয়োজন হয় না। সে আবার গর্জে উঠে, তারপরে টিলার উপর থেকে গ্রাফ অটোকে লক্ষ করে সোজা হিমবাহের আগ্রাসী উন্মত্ততায় ধেয়ে আসে।

*মোরানি*দের সারি থেকে পাল্টা চিৎকার ভেসে আসে এবং তারা বর্শা দিয়ে ঢালের উপরে ঢাকের মত আঘাত করে সিংহকে আরো ক্ষেপিয়ে তোলে। ঢালের নিচে সমতল এলাকায় সে তার পুরো ওজন আর শক্তি নিয়ে নেমে আসে, বুক সাপের মত মাটির সাথে মিশে আছে, বিশাল থাবার নিচ থেকে ধুলো ছিটকে উঠে, প্রতি পদক্ষেপের সাথে হুমহাম আওয়াজ করতে থাকে।

ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে গ্রাফ অটো তার ঢালটা উঁচু করে ধরে সেভাবেই রেখে বিশাল জন্তুটার মোকাবেলা করতে দৌড়ে যায়। ইভা আর লিওন প্রায় সাথে সাথে সেখানে পৌঁছে এবং অবশ্যম্ভাবী একটা বোধ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা ঘটতে দেখে। ইভা লিওনের হাত আঁকড়ে ধরে এবং সে টের পায় তার নখ মাংসে গেঁথে বসে রক্ত বের করে ফেলছে। 'ওটা তাকে মেরে ফেলবে!' সে ফিসফিস করে বলে, কিন্তু একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদের মত একেবারে শেষ মুহূর্তে অটো সময় আর সক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়ে সরে যায়। সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে এবং র'হাইডের ঢাল দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে। একইসাথে সে তার ডানহাতে ধরা *অ্যাসেগাই*টা ধাবমান সিংহের দিকে বাড়িয়ে ধরে। বুকের ঠিক মধ্যেখানে বর্শাটা আঘাত করে এবং পুরোটা আমূল ঢুকে যায়, এতটাই গভীরে যে গ্রাফ অটোর বর্শার বাট ধরে থাকা ডান হাত সিংহের রুক্ষ কালো কেশরের ভিতরে হারিয়ে যায়, ক্ষুরের মত ধারাল ইস্পাতের ফলা তার হৃৎপিণ্ডে নিখুঁতভাবে গেঁথে গেছে। গর্জে উঠলে তার চোয়াল ব্যাদান হয়ে যায় এবং তার গলা থেকে উজ্জ্বল তাজা রক্তের একটা ধারা গ্রাফ অটোর মাথা আর কাঁধের উপর দিয়ে ছিটকে পড়ে। বুকে বর্শা বিদ্ধ অবস্থায় সে পিছিয়ে যায় এবং টলমল করতে করতে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘাসের উপরে আছড়ে পড়ে, চার পা মৃত্যুযন্ত্রণায় ঝটফট করছে। নিখুঁত বধ হয়েছে সিংহটা।

গ্রাফ অটো ঢালটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং উঠে দাঁড়িয়ে বিজয়দৃপ্ত কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বৃত্তাকারে সুফী দরবেশের মত নাচে, সিংহের রক্তে চকচক করতে থাকা তার মুখ ভেঙেচুরে যায়। বেশ কয়েকজন *মোরানি* ছুটে আসে তাদের বর্শা দিয়ে সিংহটাকে বিদ্ধ করতে। কিন্তু গ্রাফ রুখে দাঁড়ায়, অধিকারসুলভ চিৎকার করে তাদের তার শিকারের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে। সিংহের বুক থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে ঝাঁক বেধে এগিয়ে আসা যোদ্ধাদের দিকে সেটা আন্দোলিত করে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের মুখের উপরে চিৎকার করে, যুদ্ধোন্মাদ ক্রোধে বুকের উপরে মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে আঘাত করে চিৎকার করে, বর্শা উঁচিয়ে তাদের ভয় দেখায়। তারাও তার উদ্দেশ্যে পাল্টা চিৎকার করে বর্শা দিয়ে নিজেদের ঢালে ঢোলের বোল তুলে। তারাও গৌরবের অংশীদার হতে চায়, সিংহের রক্তে বর্শা রঞ্জিত করাটা তাদের অধিকার। গ্রাফ অটো একজনকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে, সেই *মোরানি* ঢাল দিয়ে কোনোরকমে সেই আঘাত প্রতিহত করে। ক্রোধে চিৎকার করে উঠে গ্রাফ অটো এবং *অ্যাসেগাই*টা জ্যাভেলিনের মত করে এবার তাকে লক্ষ করে ছুড়ে দেয়। তরুণ যোদ্ধা

তার ঢাল উঁচু করে কিন্তু বর্শার ফলা র'হাইডের আরবণ ভেদ করে তার কব্জির শিরা কেটে দেয়। তার সঙ্গীরা সবাই ক্রোধে গর্জে উঠে।

'ঈশ্বর করুণাময়! সে পাগল হয়ে গেছে,' ইভা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। 'কেউ একজন মারা পড়বে, হয় সে নিজে অথবা মাসাইদের একজন। তাকে আমার নিরস্ত করা উচিত।' কথাটা বলে সে হাঁটা শুরু করে।

'না ইভা। রক্তের নেশা তাদের সবাইকে পাগল করে তুলেছে। তুমি এখন তাদের থামাতে পারবে না। তুমিই কেবল আঘাত পাবে।' লিওন তার বাহু আঁকড়ে ধরে।

তার মুঠির ভিতরে সে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। 'আমি তাঁকে আগেও শান্ত করেছি। সে আমার কথা শুনবে. ' আবার সে তার হাতের বন্ধন আলগা করতে চেষ্টা করে কিন্তু এবার সে তার কাঁধ বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং ডানহাতে রাইফেলটা ধরা থাকে। তার মত শক্তিশালী মেয়ে এবং সে যতই চেষ্টা করুক, তার মুঠির ভেতরে কেবল অস্থির নড়াচড়াই সার হয়।

'ইভা এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে,' সে ফিসফিস করে তার কানে কথাটা বলে এবং রাইফেলটা পিস্তলের মত ধরে গ্রাফ আর আহত *মোরানি*র মাথার উপর দিয়ে কিছু একটার দিকে সেটা তাক করে। 'ওখানে দেখো, টিলাটার মাথায়।'

তার নির্দেশিত দিকে সে তাকায় এবং জোড়ার হারিয়ে যাওয়া সিংহটাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। টিলার চূড়ায় সে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, গ্রাফ অটো একটু আগে যেটাকে হত্যা করেছে তার চেয়েও বড়, বিশাল একটা প্রাণী, ক্রোধে কেশর ফুলে থাকার কারণে আক্ষরিক অর্থেই তার আকৃতি দ্বিগুণ মনে হয়। সে তার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে, চোয়াল বিশাল করে খুলে এবং গর্জন করে উঠার সময়ে মাটির কাছে নামিয়ে নিয়ে আসে, ধরণী দ্বিখণ্ডিত করার মত গলার সবটুকু জোর দিয়ে সে হুঙ্কার দেয়। দর্শকদের গুঞ্জন, গ্রাফ অটো আর লড়াকু যোদ্ধাদের বিক্ষুব্ধ কোলাহল নিমেষে বন্ধ হয়ে সেখানে মৃত্যুর হিমশীতল নিরবতা নেমে আসে। উপস্থিত সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে টিলার মাথা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পশুটার দিকে তাকায়।

সিংহ দুটো তিনদিন আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যখন জুটির ধেড়েটা ভোরের আগের শীতল বাতাসে ভেসে আসা এক অদম্য ঘ্রাণের টানে সে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক সিংহীর রাগমোচনের ঘ্রাণ ছিল সেটা। বাতাসে ভেসে আসা আমন্ত্রণের জবাব দিতে সে দ্রুত গিয়েছিল তার ছোট ভাইকে একলা রেখে।

সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা পরে সে সিংহীকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু আরেক তরুণ, শক্তিশালী আর গোয়ার প্রতিপক্ষ তার আগেই সিংহীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। খাপখোলা ধারাল নখর আর শাদন্ত নিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জনে তোলপাড় করে আঁচড় আর কামড়ে জেরবার হয়েছে। বয়স্ক সিংহ পাজরে লম্বালম্বি একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আর কাঁধের হাড় পর্যন্ত গভীর কামড়ের দাগ নিয়ে শেষে পালিয়ে এসেছে। সে তার যমজ ভাইয়ের কাছে ব্যথা আর লাঞ্ছনায় আর্তনাদ করতে করতে

ফিরে এসেছে। চাঁদ উঠার সামান্য পরে দু'ভাইয়ের দেখা হতে যমজ ভাইয়ের শিকার করা কুড়ুর মাংস খেয়ে সে টিলার পাশে ঝুলে থাকা পাথুরে কোন্দরের ছায়ায় গিয়ে শুয়েছিল নিজের ব্যথার শুশ্রুষা আর শক্তি পুনরুদ্ধারের আশায়।

মোরানি যোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি বা সামর্থ্য কোনোটাই তার ছিল না কিন্তু ভাইয়ের ক্রুদ্ধ গর্জন আর মরণ চিৎকার তাকে তার গোপন আশ্রয় থেকে বের করে এনেছে। সে এখন বধ্যভূমির দিকে তাকায় যেখানে তার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। মানুষের মত দুঃখ, কষ্ট বা বেদনার কোনো অনুভূতি তার নেই, কিন্তু সে ক্রোধ কি সেটা চেনে, পৃথিবীর প্রতি বিশেষ করে তার সামনে বেয়াদবের মত দাঁড়িয়ে থাকা খুদে বিটকেলগুলোর প্রতি চরাচরগ্রাসী এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাদের ভিতরে বেচারা গ্রাফ অটোই ছিল তার সবচেয়ে কাছে এবং তার ফ্যাকাশে শরীর সিংহের সমুদয় ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সে লাফিয়ে সামনে এগোয় এবং পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেন গড়িয়ে নেমে আসে।

মেয়েদের দিক থেকে একটা আতঙ্কিত হাহাকারের আওয়াজ ভেসে আসে, বাজপাখির আক্রমণের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুরগীর ছানার মত তারা ছড়িয়ে পড়ে। *মোরানি*র দল একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের সম্মুখীন হয়। মুহূর্ত পূর্বে তারা গ্রাফের সাথে ঝগড়া করছিল এখন যেন তার সহায় হয়ে ইন্দ্রজালের বরাভয়ে সিংহের আবির্ভাব হয়েছে।

তারা যতক্ষণে এই নতুন অপ্রত্যাশিত আক্রমণ মোকাবেলা করতে সংঘটিত হয় ততক্ষণে ক্রুদ্ধ পশুটা গ্রাফ অটোর সাথে নিজের দূরত্ব অর্ধেক কমিয়ে এনেছে। লিওন ইভাকে নিজের পেছনে সরিয়ে আনে এবং চিৎকার করে বলে, 'এখানেই থাকো। কাছে আসবার চেষ্টাও কোরো না!' তারপরে সে দৌড়ে এগিয়ে যায় নিজের মক্কেলকে বাঁচাবার চেষ্টায়। কিন্তু *মোরানি* বা সে তাদের সবাই বড্ড দেরি করে ফেলেছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে গ্রাফ অটো আনাড়ির মত দু'হাত তুলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু বিশাল সিংহটা তার সমস্ত ওজন আর গতির তীব্রতা নিয়ে তার উপরে আছড়ে পড়ে। বুকের উপর জন্তুটাকে নিয়ে সে গড়িয়ে পেছনে সরে যায়। প্রথম ধাক্কার সাথে সাথে সে সিংহের ধাবমান সামনের পায়ের ভেতরে কুঁকড়ে যায় এবং কসাইয়ের বাঁকানো হুকের মত সিংহের নখ তার পিঠের মাংসের গভীরে গেঁথে যায়। একই সাথে তার পেছনের পা অটোর দেহের নিম্নাংশ আর উরুর সামনের দিকে আঘাত করে, পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্নের জন্ম দেয় এবং তার উদর উন্মুক্ত করে ফেলে। প্রথম ঝাপটা শেষ হতে সিংহটা তার উপরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে তার মুখ আর গলা লক্ষ করে এগিয়ে যেতে গ্রাফ তার হা হয়ে থাকা চোয়ালের ভিতরে নিজের একটা বাহু ঢুকিয়ে দেয় সেটা প্রতিহত করার প্রয়াসে। সিংহ মুখ বন্ধ করলে, লিওন দৌড়ের ভিতরেই হাড় ভাঙার বিভৎস শব্দ শুনতে পায়। সিংহ আবার কামড় দেয় এবং এবার তার ডান কাঁধ

গুড়িয়ে দেয়। উলের একটা বল নিয়ে খেলা করতে থাকা বিড়াল ছানার মত তার পেছনের পায়ের লম্বা বাঁকা নখ গ্রাফ অটোর ঊরু আর পেটে খামচাতে থাকে।

লিওন তার বন্দুকের সেফটি ক্যাচ বন্ধ করে নলটা সিংহের কানে ঠেসে ধরে। আর সেই সাথে দুটো ট্রিগারেই তার আঙ্গুল চেপে বসে। ভারী কার্তুজ তার মাথার ভিতরটা গুড়িয়ে দিয়ে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে আসার সময় মগজের বেশিরভাগ অংশ সাথে নিয়ে আসে। সিংহটা একপাশে ঢলে পড়ে এবং গ্রাফের উপর থেকে গড়িয়ে সরে যায়।

লিওন তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, বন্দুকের আওয়াজে তখনও কানে ভো ভো শব্দ শুনছে এবং চোখে আতঙ্কিত অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে দেখে মাত্র কয়েক মুহূর্তে পশুটা কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে। কয়েক মুহূর্ত গ্রাফ অটোকে স্পর্শ করার সাহস সে পায় না। তার পুরো দেহে রক্ত মাখা এবং কাঁধ আর বাহুর ক্ষত থেকে তখনও ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তার ঊরুর সামনে আর পেটের ক্ষত থেকেও রক্ত বেড়িয়ে আসছে।

'সে কি এখনও বেঁচে আছে?' পিছনে থাকার নির্দেশ অমান্য করেছে ইভা। 'সে কি মারা গেছে, না বেঁচে আছে?'

'আমার মনে হয়, দুটোই,' লিওন আতঙ্কিত কণ্ঠে উত্তর দেয় কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা আতঙ্কের বিহ্বলতা থেকে লিওনকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। ম্যানইয়রো পাশে এসে দাঁড়ালে সে তার হাতে বন্দুকটা দেয়, তারপরে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে হাঁটু ভেঙে তার মক্কেলের পাশে বসে তার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত *শুখা* কাটতে শুরু করে।

'খোদা, হতচ্ছাড়া তাকে একদম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?' সে ইভাকে জিজ্ঞেস করে।

'আছে,' তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসার ফাঁকে সে জবাব দেয়। 'আমার প্রশিক্ষণ নেয়া আছে।' তার কণ্ঠস্বর নির্বিকার এবং তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রথমে আমাদের রক্তপাত বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

লিওন অটোর দেহ থেকে রক্তাক্ত *শুখার* শেষ টুকরো কেটে ফেলে সেটাই ফালি ফালি করে ব্যান্ডেজ তৈরি করে। তারা দু'জনে মিলে গুড়িয়ে যাওয়া বাহু আর ফাঁক হয়ে যাওয়া ঊরুর ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়। তারপরে সিংহের দাঁতের দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য ক্ষতস্থানে প্রেশার প্যাড বেঁধে দেয়।

ইভা দ্রুত আর পরিপাটি করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে থাকলে লিওন তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'হাতের কনুই পর্যন্ত রক্তাক্ত কিন্তু তার চোখেমুখে কোনো বিতৃষ্ণা বা অনীহার ছাপ পড়ে না।

'তুমি তোমার কাজ ভালোই জান। শিখলে কোথা থেকে?'

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি,' সে পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

'আমি সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি,' সে উত্তর দেয়।

'আমার ক্ষেত্রেও তাই।'

সে বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'জার্মান আর্মি?'

'আমার জীবনের গল্প তোমাকে শোনাব একদিন, কিন্তু এখন এই কাজ আমাদের দ্রুত শেষ করতে হবে।' স্কার্টে রক্তাক্ত হাত মোছার ফাঁকে সে নিজেদের নেয়া সাময়িক ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখে এবং তারপরে সন্তুষ্টির সাথে মাথা নাড়ে। 'আঘাতের ধাক্কা সে সামলে নিতে পারবে, অন্য সবার চেয়ে সে শক্তিশালী, কিন্তু সংক্রমণ আর পচনে সম্ভবত তার মৃত্যু ঘটবে,' সে বলে।

'তোমার কথা ঠিক। বিষাক্ত তীরের চেয়েও ক্ষতিকর সিংহের দাঁত আর নখের আঘাত। শুকনো রক্ত আর পচা মাংসের প্রলেপ পড়ে থাকে সেগুলোর উপরে, জীবাণু গিজগিজ করছে। ড.জোসেফ লিস্টারের খুদে বন্ধুবান্ধব সবাই। আমাদের এই মুহূর্তে তাকে নাইরোবি নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে ডক থমসন তাকে উষ্ণ আয়োনিডে ভালোমত পরিষ্কার করতে পারে।'

'তার পেটের ক্ষতস্থানের কিছু না করে আমরা তাকে নড়াতে পারব না। আমরা এভাবে তাকে তোলার চেষ্টা করলে, পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে আসবে। তুমি ক্ষতস্থান সেলাই করতে পারবে?' সে জিজ্ঞেস করে।

'কিভাবে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না,' লিওন চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দেয়। 'এটা সেলাই করতে সার্জন লাগবে। আমরা কেবল কোনোমতে একটা তপ্পি লাগিয়ে তার জন্য দোয়া করতে পারি।' তার পেটের উন্মুক্ত ক্ষতস্থান *শুখার* ফালি দিয়ে বাঁধে। লিওন ইভার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার অনুভূতি জানার জন্য অপেক্ষা করে। তাকে দেখে একটুও শোকাভূত মনে হয় না। অটোর জন্য কি তার মনে একটুও দুর্বলতা নেই? সে দক্ষ নার্সের মত কাজ করে যায় এবং তার দিকে সরাসরি তাকান থেকে বিরত থাকলে লিওন নিশ্চিত হতে পারে না।

অবশেষে একটা ঢালের উপরে তারা অটোকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ছয়জন *মোরানি* সেটা তুলে ধরে লবণক্ষেত্রের দিকে দৌড় শুরু করে যেখানে *বাটারফ্লাই* অপেক্ষা করছে।

ম্যানইয়রোর তত্ত্বাবধানে তারা জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা খাটিয়াটা ককপিটে তুলে এবং লিওন ডেকের রিঙ-বোল্টের সাথে সেটা শক্ত করে বেঁধে নেয়। কাজ শেষ হলে সে ইভার দিকে তাকায়। বিক্ষিপ্ত, ফ্যাকাশে চেহারায় সে তার উল্টোদিকে আসনপিঁড়ি করে বসে আছে, তার স্কার্টের রঙ রক্ত আর কাদামাটির জন্য চেনা দায়।

'ইভা, আমার মনে হয় না এ যাত্রা সে টিকে যাবে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু সময়মত নাইরোবি পৌঁছাতে পারলে, বলা যায় না ডক থমসন হয়ত তার আরেকটা কারিশমা দেখাতেও পারে।'

'আমি তোমার সাথে যাচ্ছি না,' ইভা মৃদুকণ্ঠে বলে।

সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। সে কেবল কথাটাই না, যে ভাষায় সে কথাটা বলেছে সেজন্য লিওন বেকুব বনে। 'তুমি ইংরেজী বলতে পার! গরর্ডিক বাচন ভঙ্গি,' সে বলে। তার কানে এর বাচনিক চপলতা যেন মধু বর্ষণ করে।

'হ্যাঁ,' সে বিষণ্নকণ্ঠে হেসে বলে। 'আমার জন্ম নর্দাম্বারল্যান্ডে।'

'আমি বুঝতে পারলাম না।'

চোখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে সে মাথা নাড়ে। 'না, ব্যাজার, তোমার বোঝার কথাও না। হা, খোদা, আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি জান না, এবং এখনও যা আমি তোমাকে বলতে. .পারিনি।'

'আমাকে কেবল একটা কথা বল। অটো ভন মীরবাখের প্রতি তোমার সত্যিকারের অনুভূতি কি? ইভা, তুমি কি তাকে ভালোবাস?'

তার চোখ প্রথমে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠে, তারপরে সেখানে আতঙ্কের কালো ছায়া এসে ভর করে। 'ওকে ভালোবাসি?' সে তিক্তকণ্ঠে হেসে উঠে বলে। 'না, আমি তাকে ভালোবাসি না। আমি তাকে আমার পুরো হৃদয় দিয়ে আর অন্তরের সম্পূর্ণ গভীরতা থেকে ঘৃণা করি।'

'তাহলে তুমি কেন তার সাথে রয়েছো? কেন তাহলে তার সাথে এমন প্রেমময় আচরণ কর?'

'ব্যাজার, আমার মতো তুমিও একজন সৈনিক। দেশপ্রেম আর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তুমি ভালো করেই জান।' সে একটা গভীর শ্বাস নেয়। 'কিন্তু আমি আর পারছি না। এভাবে অভিনয় করতে আমি আর পারছি না। আমি তোমার সাথে নাইরোবি যাচ্ছি না। আমি যদি যাই তবে আর কখনও তার নাগাল থেকে বের হতে পারবো না।'

'তুমি কার কাছ থেকে পালাতে চাইছ?'

'সবাই, যারা আমার আত্মা দখল করে রেখেছে।'

'তুমি যাবে কোথায়?'

'আমি জানি না। কোনো গোপন স্থানে যেখানে তারা আমাকে খুঁজে পাবে না।' সে তার দিকে ঝুঁকে এসে লিওনের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। 'লিওন আমি তোমার উপরে ভরসা করে আছি। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই আমাকে কোনো একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারবে। এমন কোথাও যেখানে আমরা দু'জন একসাথে লুকিয়ে থাকতে পারবো।'

'ওর কি হবে?' তাদের পাশে ডেকে শুইয়ে রাখা রক্তরঞ্জিত অটোর নির্জীব দেহটা দেখিয়ে জানতে চায়। আমরা তাকে মরার জন্য এখানে ফেলে রাখতে পারি না, যদি শীঘ্রই আমরা কিছু না করি তবে সে অবশ্যই মারা যাবে।'

'না,' সেও একমত হয়। তাকে আমি যতই ঘৃণা করি কিন্তু আমরা এটা করতে পারি না। আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখো। আমাকে এখানেই রেখে যাও। তারপরে যত দ্রুত সম্ভব আমার কাছে ফিরে এসো। স্বাধীনতা অর্জনের এটাই আমার একমাত্র সুযোগ।'

'স্বাধীনতা? তুমি কি এখন মুক্ত নও?'

'না, আমি পরিস্থিতির শিকার। আমি স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নিয়েছি, তারা যা আমার উপরে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তুমি কি এটাই বিশ্বাস করো?'

'তুমি কি করেছো? তুমি কি বেছে নিয়েছো?'

'আমি একাধারে বারবণিতা, কৈতব এবং মিথ্যাবাদী আর প্রতারক। আমি এক রাহুর কবলে আটকা পড়েছি। একটা সময় ছিল, যখন আমিও ছিলাম তোমার মতই নিষ্পাপ, সত্যবাদী আর ভালো একটা মেয়ে। আমি আবার সেই জীবনে ফিরে যেতে চাই। আমি তোমার মত জীবন যাপন করতে চাই। তুমি আমাকে তোমার সাথে নেবে? আমার মত নোংরা আর জীর্ণ একটা মেয়েকে তুমি কি গ্রহণ করবে?'

'ওহ খোদা, তোমার চেয়ে বেশি আর কিছুই আমার কাম্য না। তোমাকে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'তাহলে এখন কিছু জানতে চেয়ো না। আমি মিনতি করছি। এখানে এই বুনো প্রান্তরে আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখো। অটোকে নাইরোবি নিয়ে যাও। সেখানে কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে মানে কেউ যদি জানতে চায় তাহলে তাদের বলতে যেও না আমি কোথায় আছি। তাদের কেবল এটুকুই বোলো যে আমি হারিয়ে গেছি। অটোকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে আসবে। সে যদি এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায় তবে তারা তাকে জার্মানী পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি যত দ্রুত সম্ভব আমার কাছে এখানে ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাকে সব খুলে বলবো। তুমি এটুকু করবে আমার জন্য? ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার এমন করার কোনো কারণই নেই কিন্তু তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'তুমি ভালো করেই জান সোনা, আমি করবো,' সে মৃদুকণ্ঠে বলেই পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠে, 'ম্যানইয়রো! লইকত!' তারা কাছেই অপেক্ষা করেছিল। সে দ্রুত তাদের বুঝিয়ে দেয় কি করতে হবে। মিনিট খানেকের ভিতরে সে তাদের সাথে কথা শেষ করে। তারপরে সে ইভার দিকে তাকায়। 'ওদের সাথে যাও,' সে তাকে বলে। 'ওদের কথামতো কাজ করবে। তুমি ওদের উপরে ভরসা করতে পার।'

'আমি জানি সেটা। কিন্তু তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'লনসনইয়ো পাহাড়ে। লুসিমা মার কাছে,' সে উত্তর দেয় আর খেয়াল করে তার বেগুনী চোখ থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা নিমেষে হারিয়ে যায়।

'আমাদের সেই পাহাড়ে?' সে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে। 'ওহ লিওন, আমি প্রথম যখন পাহাড়টা দেখি তখন থেকেই আমার মনে হত লনসনইয়োর একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে আমাদের জীবনে।'

তাদের কথার মাঝে ম্যানইয়রো ইভার কার্পেট ব্যাগটা, যাতে তার টুকিটাকি ব্যবহার্য জিনিস রয়েছে সেটা খুঁজে বের করে। ককপিটের পেছনে মালপত্র রাখার হ্যাচ থেকে সেটা সে টেনে নামায় এবং ব্যাগটা বিমানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লইকতের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং নিজেও লাফিয়ে নিচে নেমে আসে। লিওন আর ইভা কিছুটা সময় নিভৃতে কাটাবার সুযোগ পায়। তারা দু'জনেই পরস্পরের দিকে বাকরুদ্ধ হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকে। সে ইভাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ালে সেই এক নমনীয় সাবলীলতায় দ্রুত তার বাহুর নির্ভরতায় চলে আসে। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তখন তাদের দেখলে যে কেউ মনে করবে তারা বুঝি নিজেদের পৃথক দেহ বিলীন করে একটা একক সত্তায় পরিণত হতে চাইছে। ইভা তার ঠোঁট লিওনের গালের পাশে এনে বেতস লতার মত কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে বলে, 'সোনা, আমাকে একটা চুমু দাও। তুমি জানো না আমি কতদিন এর প্রতিক্ষায় রয়েছি। এখনই আমাকে চুমু দাও।'

দুটো উড়ন্ত প্রজাপতির মেলে দেয়া ডানার স্পর্শের মত তাদের ঠোঁট প্রথমে কাছে আসে, তারপরে গাঢ় হয়ে গভীরতা লাভ করলে লিওন তার নির্যাসের স্বাদ পায় এবং মুখের গোলাপী সুগন্ধি অন্তরাল আর তার জিহ্বার উষ্ণতা উপভোগ করে। প্রথম চুম্বনের স্থায়িত্ব কাল কয়েকপল হলেও তার রেশ অনন্তকাল ধরে যেন বজায় থাকে।

'আমি জানি আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এই মুহূর্তের আগে বুঝিনি এত প্রবলভাবে,' সে মৃদুকণ্ঠে বলে।

'আমি জানি, কারণ সেটা আমিও টের পেয়েছি,' ইভা উত্তর দেয়। 'এই মুহূর্তের আগে আমি জানতাম না একজনকে সম্পূর্ণ ভালোবাসা আর বিশ্বাসের অনুভূতি কেমন।'

'তোমার এখন যাওয়া উচিত,' সে তাকে বলে। 'তুমি যদি আর এক মুহূর্তও দেরি কর তবে বিশ্বাস কর আমিই তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না।'

ইভা তার চোখের দৃষ্টি জোর করে সরিয়ে নিয়ে *মোরানি*রা আর গ্রামবাসীদের গ্রাম অভিমুখী স্রোতের দিকে তাকায়। নিহত সিংহ দুটো বাঁশের সাথে বেঁধে নিয়ে তারা বয়ে নিয়ে চলেছে, ওজনের কারণে তাদের মাথা দুলতে থাকে।

'গুস্তাভ আর হেনী আসছে,' ইভা বলে। 'আমি এখানে রয়ে গেছি সেটা তারা যেন দেখতে না পায়, জানতেও না পারে আমি কোথায় গেছি।' সে দ্রুত তাকে আবার চুমো খেয়ে, তারপরে সরে দাঁড়ায়। 'আমি আমার কাছে তোমার ফিরে আসার প্রতিক্ষায় রইলাম এবং জেনো বিচ্ছেদের প্রতিটা মুহূর্ত অনন্তের দ্যোতনায় যন্ত্রণার স্মারক হয়ে রইবে।' তারপরে ধড়ফড় করে স্কার্টের প্রান্ত উড়িয়ে সে ককপিট থেকে লাফিয়ে নামে। ম্যানইয়রো আর লইকতকে দু'পাশে নিয়ে সে গাছের আড়াল লক্ষ করে দৌড়ে যায়, বিমানের দেহটা তাকে গুস্তাভ আর হেনীর চোখের আড়ালে রাখে। গাছের কাছে পৌঁছে ইভা থমকে থেমে পিছনে ঘুরে তাকায়। সে হাত নেড়ে, পরমুহূর্তে জঙ্গলের ভিতরে হারিয়ে যায়। ইভা চলে যেতে তাকে বাণের পানির মত ঘিরে ধরা বিষণ্নতার মাত্রা

দেখে সে অবাক হয়, এবং সে সচেতনভাবে সেটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে এবং হাচড়পাচড় করে ককপিটে উঠে আসা গুস্তাভের সাথে কথা বলার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়।

সে বেচারা ককপিটে উঠেই তার মনিবের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। 'হা খোদা! হা আমার খোদা!' বলে সে কেঁদে ফেলে। 'সে মারা গেছে!' তার কুচকানো গালের চামড়া বেয়ে বাধ না মানা পানির ধারা নেমে আসে। 'খোদা, এবারের মত তাকে বাঁচিয়ে দাও! সে আমার কাছে পিতার চেয়েও আপন।' শোকের তীব্রতায় আপাতভাবে গুস্তাভের আর ইভা ভন ওয়েলবার্গের অস্তিত্বের কথা মনে থাকে না।

'সে মারা যায়নি,' লিওন তাকে ধমকে উঠে বলে, 'কিন্তু তাই যাবে যদি তুমি কান্না বন্ধ করে এখনই বিমানের ইঞ্জিন সচল না কর, যাতে আমি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি।' গুস্তাভ আর হেনী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অচিরেই চারটা ইঞ্জিন গড়গড় শব্দে চালু হয় এবং গরম হয়ে উঠার সাথে সাথে ক্যাস্টর অয়েলের গন্ধযুক্ত নীল ধোঁয়া বের হতে থাকে। লিওন *বাটারফ্লাই*য়ের নাম বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং ইঞ্জিন পুরোপুরি থিতু হয়ে মার্জিত ছন্দে ঘুরতে থাকার জন্য অপেক্ষা করে, তারপরে একটা সময় ঘাড় ঘুরিয়ে গুস্তাভ আর হেনীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, 'ওকে শক্ত করে ধরে থাকো।'

গ্রাফ অটো যে দ্রুত হাতে তৈরি করা খাটিয়ায় শুয়ে আছে তারা সেটার দু'পাশে গুড়ি মেরে বসে এবং শক্ত হাতে সেটা আঁকড়ে ধরে। লিওন থ্রটল পুরোটা সামনে বাড়িয়ে দেয়। বিমান গর্জে উঠে সামনে এগোয়। গাছের উপর দিয়ে উড়ে উপরে উঠার সময়ে সে ককপিটের পাশ দিয়ে ইভাকে খুঁজতে নিচে তাকায়। তখন সে তাকে দেখতে পায়। সে আর তার দুই মাসাই ভালোই এগিয়েছে এবং এরই মধ্যে তারা প্রাকৃতিক নিচু জমিটার উপরে প্রায় সোয়া মাইল এগিয়ে গেছে। বাকী দু'জনের একটু পিছনে সে দৌড়াচ্ছে। সে বিমানের শব্দ শুনে থামে, মাথা থেকে টুপিটা খুলে নেয় এবং নাড়তে থাকে। একরাশ চুল বাধভাঙা পানির মত তার কাঁধে নেমে আসে এবং সে হাসতে থাকে, লিওন জানে তাকে সাহস জোগাতেই সে হাসছে। তার সাহস আর ধৈর্য্য থেকে তার হৃদয়টা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠে, কিন্তু সে নিচের খুদে অবয়বটা লক্ষ করে পাল্টা হাত নাড়ে না, পাছে গুস্তাভ আগ্রহী হয়ে উঠে এই ভয়ে। *বাটারফ্লাই* সগর্জনে রিফট ভ্যালি উপত্যকার ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

লিওন যখন অবশেষে *বাটারফ্লাই* নাইরোবি পোলো-গ্রাউন্ডে নামিয়ে আনে ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে গেছে এবং সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মাঠটা খাখা করে কারণ কেউ জানত না যে তারা আসছে। সে ট্যাক্সি করে হ্যাঙ্গারের দিকে যায় যেখানে হান্টিং কারটা পার্ক করা আছে, ইঞ্জিন বন্ধ করে তারা ধরাধরি করে খাটিয়াটা ককপিট থেকে নামায় এবং গ্রাফকে নামিয়ে মাটিতে শোয়ায়।

লিওন দ্রুত তাকে খুঁটিয়ে দেখে। সে দেখে বুঝতে পারে না শ্বাস চলছে কিনা, এবং গ্রাফের ত্বক ফ্যাকাশে, এবং স্পর্শ করলে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি হয়।

তাকে দেখে বোঝা যায় না বেঁচে আছে না মারা গেছে। লিওনের মনে একটা স্বস্তির অপরাধী উচ্ছ্বাস খেলে যায় যে লোকটার মৃত্যু কামনাকারী তার ইচ্ছা এত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয়েছে দেখে। কিন্তু তারপরে কি মনে হতে সে গ্রাফের কানের নিচের লতি স্পর্শ করলে বৃহদ্ধমনীর অনিয়মিত আর ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করে। তারপরে সে আরও নিশ্চিত হতে তার মুখের কাছে কান নিয়ে এলে তার ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়া আর প্রবেশ করার মৃদু শব্দ শুনতে পায়।

কোনো সাধারণ মানুষ হলে এতক্ষণে মরে টানটান হয়ে যেত, কিন্তু এই বিশেষ বেজন্মা হাতির পোদের চামড়ার মত নাছোড়বান্দা শক্তিশালী, সে তিক্ত মনে ভাবে। 'হান্টিং কারটা এখানে নিয়ে এসো,' সে গুস্তাভকে বলে। তারা ধরাধরি করে ঢালের তৈরি খাটিয়াটা পেছনের সীটে শুইয়ে দেয়, গুস্তাভ আর হেনী সেটা শক্ত করে ধরে থাকে আর লিওন রাস্তার গর্ত আর চড়াই উতরাই সাবধানে অতিক্রম করে গাড়ি চালিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কাঁচা ইটের দেয়াল আর খড়ের চাল দেয়া একটা ছোট ভবনে হাসপাতালটা অবস্থিত, নতুন প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের ঠিক উল্টো দিকে। দুটো ছোট খালি ওয়ার্ড, যেনতেনভাবে জোড়াতালি দেয়া একটা অপারেশন থিয়েটার আর একটা ক্লিনিক এই নিয়ে হলো হাসপাতাল। পুরো হাসপাতালে একটা জনমানুষও নেই, লিওন দ্রুত হাসপাতালের পেছনে অবস্থিত কটেজে ছুটে যায়।

ডক থমসন আর তার স্ত্রী তখন মাত্র রাতের খাবার খেতে বসেছে, কিন্তু তারা সেসব ছেড়ে লিওনের সাথে সোজা হাসপাতালে দৌড়ে আসে। পুরো উপনিবেশে মিসেস থমসনই একমাত্র প্রশিক্ষিত নার্স এবং তিনি দ্রুত পুরো দায়িত্ব সামলে নেন। তার নির্দেশ মত গুস্তাভ আর হেনী গ্রাফ অটোকে ক্লিনিকে নিয়ে আসে এবং খাটিয়া থেকে তাকে তুলে রোগী দেখার টেবিলে শুইয়ে দেয়। ডাক্তার যখন যেনতেন করে বাঁধা ব্যান্ডেজ খোলার কাজে ব্যস্ত তখন হেনী আর গুস্তাভ লোহার একটা নিকেল করা বাথটাব টেনে নিয়ে এসে সেটা গরম পানি পূর্ণ করলে মিসেস থমসন পটাশিয়াম আয়োডিনের একটা কোয়ার্ট বোতলের পুরোটা তাতে ঢেলে দেন। তারপরে তারা টেবিল থেকে গ্রাফের বিধ্বস্ত দেহটা আলতো করে তুলে নিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকা মিশ্রণে তাকে শুইয়ে দেয়।

ব্যথার দমক এতটাই তীব্র যে সে নিমেষে অচেতনতার কুয়াশা ফুঁড়ে জেগে উঠে এবং ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ক্ষারীয় সেই জীবাণুনাশকের মিশ্রণ থেকে উঠতে চেষ্টা করে। তারা তাকে নির্মমভাবে ঠেসে ধরে থাকে যাতে আয়োডিন গভীর, প্রাণঘাতী ক্ষতস্থানের ভিতরে ভালো করে প্রবেশ করতে পারে। মানুষটার প্রতি তার বিদ্বেষ সত্ত্বেও গ্রাফের যন্ত্রণার চাক্ষুষ নিদর্শন তার মর্ম বিদীর্ণ করে। সে আস্তে দরজা দিয়ে বের হয়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে আসে।

সে যখন আবার পোলো-গ্রাউন্ডে ফিরে আসে তখন অনেক রাত হয়েছে। সে দেখে পলাস আর লুডউইগ মীরবাখের দুই স্যাডাৎ তার আগেই সেখানে পৌছেছে। তারা *বাটারফ্লাইয়ের* অবতরণের শব্দ শুনে দেখতে এসেছে কি ব্যাপার। লিওন তাদের সংক্ষেপে গ্রাফের সিংহের আঘাতে ঘায়েল হবার কথা বলে। তারপরে সে বলে, 'আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। তাড়াহুড়ো করে আসার কারণে ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের কোনো খবর নিতে পারিনি। বেচারী সেখানে একলা রয়েছে। না জানি কি বিপদেই তিনি পড়েছেন। *বাটারফ্লাইর* তেলের ট্যাঙ্ক একদম খালি। *বাম্বলবির* কি অবস্থা?'

'আপনি শেষবার সেটা নিয়ে অবতরণের পরে আমরা তাকে উড়বার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছি,' লুডউইগ তাকে বলে।

'ইঞ্জিন চালু করতে আমাকে সাহায্য করো।' লিওন বিমানটার দিকে এগিয়ে গেলে দুই মেকানিক তার পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে।

'অন্ধকারে বিমান চালাবেন, আপনি কি পাগল হলেন?' লুডউইগ প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে।

'পূর্ণিমার আর দুই দিন বাকী আছে এবং ঘন্টাখানেকের ভিতরেই চাঁদ উঠবে। তখন দিনের মতই আলো থাকবে।'

'মেঘ করলে কি হবে?'

'বছরের এই সময়ে মেঘ আসবে কোথা থেকে,' লিওন তাকে বলে। 'অনেক হয়েছে, এখন তর্ক করা বন্ধ করো। আমাকে বিমানটা চালু করতে সাহায্য করো।' সে ককপিটে উঠে উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিতে থাকে, কিন্তু মাঝপথে থেমে গিয়ে ঘাড় কাত করে মনোযোগ দিয়ে শুনে শহরের দিক থেকে মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া দৌড়ে আসার শব্দ। 'ধুত্তোরী, এটা আবার কোন আপদ,' সে বিড়বিড় করে। 'কারও নজরে না পড়ে আমি এখান থেকে পালাবার তালে আছি। এখন আবার দাবড়ে কে আসে?' সে ককপিটের উঁচু কিনারের নিচে গুটিসুটি মেরে চুপ করে থাকে এবং রাতের আঁধারে একটা ঘোড়া আর তার আরোহীর আকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে দেখে। তারপরে স্যাডলে উপবিষ্ট মোটা, লম্বা অবয়বটা চিনতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যদিও অন্ধকারে সে তখনও মুখ দেখতে পায়নি। 'বুড়ো চাচা, তুমি!' সে চেঁচিয়ে উঠে।

অশ্বারোহী তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। 'কে? লিওন নাকি?'

'আর কে হবে,' লিওন আপ্রাণ চেষ্টা করে তার কণ্ঠে হতাশার ভাব চেপে রাখতে।

'কি করছো?' পেনরড জানতে চান। 'আমি হাগ ডেলামেয়ারের সাথে মুথাইগা ক্লাবে রাতের খাবার খেতে বসেছি এমন সময় আকাশে বিমানের শব্দ শুনতে পেলাম। প্রায় সাথে সাথে বারে তুরুন্তাজ গুজবের ফল্গুধারা বইতে শুরু করে। কেউ বলে সে অটো ভন মীরবাখ্‌কে খাটিয়ায় করে নামাতে দেখেছে। তাদের বক্তব্য হল সিংহের আক্রমণে গ্রাফ অটো মারাত্মক আহত হয়েছে এবং ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের কোনো

খবর নেই, কারো কারো ধারণা তিনি মৃত। আমি সাথে সাথে হাসপাতালে যাই কিন্তু ডক থমসন অপারেশন থিয়েটারে বলে তার সাথে আমার কথা হয়নি। তারপরে আমার মনে হয় পুরো উপনিবেশে কেবল দু'জন আছে যারা বিমান চালাতে পারে, তাদের ভিতরে একজন তো কেতরে পড়ে আছে তার পক্ষে চালান সম্ভব না, তার মানে তুমি বিমান চালিয়ে নিয়ে এসেছো। আমি তাই তোমাকে খুঁজতে এসেছি।'

লিওন বিষণ্নভাবে হেসে উঠে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তো আর এমনিই হননি ব্যালানটাইন পেনরড। 'চাচা, সত্যিই তোমার তুলনা হয় না।'

'হ্যাঁ, সবাই অবশ্য তাই বলে। এখন বাছা এসব বাদ দাও, আমাকে পুরো রিপোর্ট দাও। তুমি আসলে কি করতে চাইছো? মীরবাখের আসলেই কি হয়েছে আর সুন্দরী ভন ওয়েলবার্গই বা কোথায়?'

'স্যার, আপনি যে গুজব শুনেছেন তার কিছুটা সত্যি। আমি ভন মীরবাখ্‌কে জঙ্গল থেকে উড়িয়ে এনেছি। আপনি যা শুনেছেন তাই, সিংহের হামলায় অটো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আমি তাকে ডকের জিম্মায় রেখে এসেছি। আমার মনে হয় না সে এ যাত্রা বাঁচবে। জখম খুবই মারাত্মক।'

'লিওন, তুমি থাকতে এসব কিভাবে ঘটল?' পেনরডের কণ্ঠের উষ্মা চাপা থাকে না। 'খোদা, তুমি আমার সব পরিকল্পনা এক তুড়িতে ভেস্তে দিয়েছো।'

'তার *অ্যাসেগাই* দিয়ে মাসাই রীতিতে সিংহ শিকারের শখ হয়েছিল। আমি কিছু করার আগেই সিংহটা তাকে পেড়ে ফেলে।'

'লোকটা, একটা নিরেট আহাম্মক,' পেনরড ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে, 'আর তুমিও দেখছি কম যাও না। তাকে এমন একটা বেকায়দা অবস্থায় পড়তে দেয়াটা তোমার একেবারেই উচিত হয়নি। তুমি তার গুরুত্ব জানতে, জানতে আমরা তার কাছ থেকে কত তথ্য পাবার আশা করছিলাম। সব গুবলেট করে দিলে! তোমার তাকে থামান উচিত ছিল। একটা শিশুর মত তাকে আগলে রাখা, এটাই ছিল তোমার দায়িত্ব।'

'একটা বিগড়ে যাওয়া ধেড়ে খোকার কথা বলছেন, স্যার। খুব একটা সোজা না ব্যাপারটা।' রাগে লিওনের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শোনায়।

পেনরড সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে। 'ভন ওয়েলবার্গ কোথায়? তাকেও তুমি নিশ্চয়ই সিংহের হাতে ছেড়ে আসনি।'

খোঁচাটা কাজে দেয়, পেনরড ঠিক যেমনটা আশা করেছিলেন। সত্যি কথাটা সে প্রায় বলেই ফেলেছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট করে শেষ মুহূর্তে সে নিজেকে বিরত করে। ইভার সতর্কবাণী তার কানে ভাসে *সেখানে কেউ যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে এবং আমি আবার বলছি সে যেই হোক, তাকে বলতে যেও না আমি কোথায় আছি। কেবল এটুকুই বোলো যে আমি হারিয়ে গেছি।*

সে যেই হোক। সে কি পেনরডের কথাও বিবেচনার মধ্যে রেখেছিল? তার মনে চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। রেজিমেন্টাল ডিনারের কথা তার মনে পড়ে যখন সে

বাগানের ভিতর দিয়ে আসছিলো। তার সে সময়ের সন্দেহের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো ভালো কারণ আছে। তাদের ভিতরে নিশ্চয়ই বিশেষ বোঝাপড়া রয়েছে নতুবা ইভা এভাবে নিজের আড় ভেঙে তার সাথে আলাপ করতো না। তারপরে তার আবার মনে পড়ে ইভা একবার নিজের সামরিক যোগাযোগের আভাস দিয়েছিল। পেনরড হলেন উপনিবেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান। তার মনে সবকিছু এখন হাল্কা আবছা একটা রূপ নিতে শুরু করে।

আমি একটা দানবের চোয়ালে আটকা পড়েছি, ইভা তাকে একবার বলেছিল। সেই দানবটা কি আঙ্কল পেনরড? যদি তার অনুমান সত্যি হয়, তবে আরেকটু হলেই সে ইভার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতো। সে একটা গভীর শ্বাস নিয়ে তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'সে উধাও হয়ে গেছে, স্যার।'

'"উধাও হয়ে গেছে?" তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ?' পেনরড ঘেউ করে উঠে।

তার দ্রুত এবং জোরাল প্রতিক্রিয়া লিওনের সন্দেহের যথার্থতা প্রমাণ করে। এই বিদঘুটে রহস্যের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে স্বয়ং পেনরড।

ব্যাজার, তুমি একজন সৈনিক, ঠিক আমারই মত। কর্তব্য আর দেশপ্রেমের কথা তোমাকে শেখাতে হবে না।

হ্যাঁ, সে একজন সৈনিকই বটে, এবং সে এখন তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে সমানে মিথ্যাচার করে চলেছে। পূর্বেও একবার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্য করা আর দায়িত্ব পালনের অবহেলার দোষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন সে ঠিক আবারও সেই একই অপরাধ করছে কিন্তু পার্থক্য একটাই এবার সে স্বেচ্ছায় আর ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রবৃত্ত হয়েছে। ইভার মত সেও একটা দানবের চোয়ালে আটকা পড়েছে।

'বল বাছা, বলে ফেল কি হয়েছে। সে উধাও হয়েছে বলে তুমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছো? মানুষ এমনি এমনি উধাও হতে পারে না।'

'সিংহ আক্রমণের সময়ে আমি অটো ভন মীরবাখ্‌কে রক্ষা করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম। তিনিই সত্যিকারের হুমকির মুখে পড়েছিলেন, অন্য কেউ না সে প্রায় বলেই ফেলেছিল 'ইভা' কিন্তু নিজেকে শুধরে নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত বলে ' বিশেষ করে ভদ্রমহিলা নিরাপদেই ছিলেন। আমি তাকে পেছনে থাকতে বলে মাসাইদের মাঝে দৌড়ে যাই। বিশৃঙ্খলার মাঝে আমি তাকে হারিয়ে ফেলি। তারপরে সিংহ যখন মীরবাখ্‌কে মাটিতে ফেলে তাকে আক্ষরিক অর্থেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তখন আমার মাথায় কেবল একটা বিষয়ই ছিল, সেটা হল তাকে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে ডক থমসনের কাছে নিয়ে আসা। বিমান নিয়ে আকাশে উড্ডয়নের পরেই কেবল আমার ফ্রলিন ভন ওয়েলবার্গের কথা মনে পড়েছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ম্যানইয়রো আর লইকতের কাছে সে নিরাপদেই থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ধারণা তারা তাকে কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি

রাতের বেলা বিমান চালনার ঝুঁকি নিয়ে উপত্যকায় ফিরে যাচ্ছি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।'

পেনরড তার ঘোড়াটা বিমানের কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে লিওনের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, যার বিশ্বাস তার চোখে মুখে নিজের অপরাধের কথা পরিষ্কার ফুটে রয়েছে। সে অন্ধকারকে ধন্যবাদ জানায় যা তার মুখ পেনরডের জোরাল দৃষ্টির হাত থেকে বেশ ভালো করেই আড়াল করে রেখেছে।

'লিওন কোর্টনী, আমার কথা এবার মন দিয়ে শোনো। তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে আমার কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে– একথাটা ভালো করে তোমার মোটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। এখন আমার আদেশ মন দিয়ে শোনো। ভালোমতো সেটা আগে বোঝো। তুমি এখন ইভা ভন ওয়েলবার্গ যেখানে রয়েছে সেখানে ফিরে যাবে আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তুমি তাকে সোজা আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে– কেবল আমার কাছে এবং অন্যকারো কাছে না। আমি কি নিজেকে বোঝাতে পেরেছি?'

'দিনের আলোর মত, স্যার।'

'তুমি যদি আমার আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হও তবে "যন্ত্রণা" আর "কষ্ট" কাকে বলে আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াবো। ফ্রেডি স্নেলের আচরণ তার কাছে মাথায় চাপড় দেবার মত বলে মনে হবে তখন। তোমাকে সাবধান করছি।'

'অবশ্যই, স্যার। এখন, স্যার আপনি যদি বিমানের প্রপেলারের গতিপথ থেকে দয়া করে সরে দাঁড়ান আমি তাহলে আপনার আদেশ পালনে রওয়ানা দিতে পারি।'

লুডউইগ বিশাল ভন মীরবাখ্ ট্রাক পোলো-গ্রাউন্ডের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায় যাতে তার হেড লাইটের আলোয় অবতরণ ক্ষেত্র আলোকিত হতে পারে। লিওন টেক-অফের জন্য মাঠের উপর দিয়ে ট্যাক্সি করে গেলে, সে পেনরডকে হেডলাইটের আলোয় একটা আবছা অবয়বের মতো ঘোড়ার স্যাডলের উপরে ঝুঁকে বসে থাকতে দেখে। সে তার চাচার ক্রোধ যেন ককপিটের ভিতর থেকে অনুভব করতে পারে।

মাঠের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছাতক গাছের উপরিভাগ অতিক্রম করা মাত্র সে বিমানের নাক পার্সির ক্যাম্পের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। বিমান উচ্চতা লাভ করার সাথে সাথে চাঁদের আলো হুড়মুড় করে এসে তার সামনের অন্ধকার দিগন্ত আলোয় ভরিয়ে দেয়। পনের মাইল দূর থেকে, ক্যাম্পের পেছনের পাহাড় চাঁদের আলোয় ঝলমল করতে থাকে, তাকে যাত্রা পথের শেষটুকু পথ দেখায়। মার্ক রোজেনথালের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে ক্যাম্পের উপরে ইঞ্জিনের আবর্তন বাড়িয়ে তিনবার চক্কর দেয় তারপরে থ্রটল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। শেষ চক্কর দেবার সময়ে সে নিচে হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠতে দেখে, তারপরে রুক্ষ প্রান্তরের উপর দিয়ে সে ট্রাককে অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। ম্যাক্স ভালো করেই জানে তার কি

করণীয়। লিওনের অবতরণের সুবিধার জন্য সে ট্রাকটা অবতরণ ক্ষেত্রের সমান্তরাল করে রাখে।

লিওন *বাম্বলবি* নিয়ে অবতরণের সাথে সাথে সে তার ব্যাগটা পাশের জানালা দিয়ে নিচে ছুড়ে ফেলে, তারপরে ম্যানইয়রো রাইফেল আর গুলির ফালিস্কা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে সেগুলো তুলে নেয়। তড়িঘড়ি সে বিমান থেকে নেমে ট্রাকের দিকে এগিয়ে যায়।

'ম্যাক্স আমাদের চারটা ভারি ঘোড়া আর একজন সহিসকে তৈরি হতে বলো আমার সাথে যেতে হবে। আমরা প্রত্যেকে একটা করে ঘোড়ায় চড়বো আর বাড়তিটা পেছন পেছন আসবে।'

'*জাহোল*, বস। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কখন রওয়ানা হবেন আপনি?'

'আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই আর আমি এখনই রওয়ানা হব।'

'*হিমেল!* এখন রাত এগারটা। আপনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন না?'

'ম্যাক্স আমার তাড়া আছে।'

'*জ্যা*, তাইতো মনে হচ্ছে।'

লিওন তার তাবুতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু আনুষঙ্গিক ব্যাগে ভরে নেয়, তারপরে কাঁটাতারের সীমানা প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে, ততক্ষণে ঘোড়া পৌঁছে গেছে, কিন্তু তার কথামতো চারটা প্রাণীর বদলে, সেখানে পাঁচটা ঘোড়া বাধা রয়েছে। কাছাকাছি যেতে লিওনের ভ্রুর কোচকানো স্বাভাবিক হয়ে, মুখে একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠে অন্ধকারে গাধার পিঠে উপবিষ্ট অবয়বটা চিনতে পেরে। 'নবীর আশীর্বাদ তোমার উপরে বর্ষিত হোক!' সে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলে।

চাঁদের আলোয় ইসমায়েলের সাদা দাঁত চিকচিক করে উঠে। 'ইফেন্দি, আমি জানি আমাকে ছাড়া আপনি অভুক্ত অবস্থায় মারা পড়বেন।'

বাকি রাতটুকু তারা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটায়, পথে দু'বার ঘোড়া বদল করে। সকাল নাগাদ লনসনইয়োর নীল অবয়ব দিগন্তের শেষ প্রান্তে আবছা হয়ে দেখা দেয়। দুপুরে পূর্বের প্রেক্ষাপটের অর্ধেকটা জুড়ে সে বিরাজ করে, কিন্তু পাহাড়টার এই চেহারা তার অপরিচিত। সে আগে কখনও পাহাড়ের উদ্দেশ্যে এই পথে আসেনি। এখন এর উত্তরের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ ঢাল তাদের সামনে দৃশ্যমান, গ্রাফ অটো *বাটারফ্লাইয়ের* কন্ট্রোলে থাকা অবস্থায় সে আর ইভা এদিক দিয়েই উড়ে গিয়েছিল।

পার্সির ক্যাম্প থেকে রওয়ানা দেবার পরে তারা প্রায় তের ঘন্টা ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছে এবং সে এবার ঘোড়া আরও দ্রুত ছোটায়। ইভার সাথে দেখা করার তাগিদ সত্ত্বেও সে ঘোড়া বা মানুষের সাধ্যের সীমা সম্পর্কেও জানে। মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন আর ঘোড়াগুলোর দানা পানির দরকার। একটা ছোট জলাশয়ের পাশে তারা ঘোড়া

থেকে নামে এবং তাদের সামনের দু'পা জোড়া করে বেধে দেয় যাতে তারা বেশি দূর যেতে না পারে, তারপরে তাদের চরে খাবার জন্য ছেড়ে দেয়।

তারা যখন ঘোড়া পরিচর্যায় ব্যস্ত সেই অবসরে ইসমায়েল কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে এবং রুটির উপরে জলপাইয়ের আচার আর শুকনো কোল্ড মিট দিয়ে পরিবেশন করেছে। খাবার শেষ করে লিওন অন্ধকার নামা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। তারপরে তারা আবার ঘোড়ায় চড়ে অন্ধকারেই যাত্রা শুরু করে। রাতের শীতল আবহাওয়ায় ঘোড়ারা নিজের ইচ্ছাতেই এগিয়ে চলে এবং সকাল নাগাদ তারা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যায়। লিওন ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমে তার চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। উঁচু দেয়ালগুলো রঙবেরঙের শৈবালের মত ছত্রাকের আস্তরণে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সে একটা গিরিসঙ্কটে আপতিত পানির রূপালি ধারা খুঁজে বের করে যা বিশাল পাহাড়ের বিশাল দেয়াল বিদীর্ণ করেছে। নিচ থেকে যদিও বৃত্তাকার জলাশয়টা চোখে পড়ে না তবে সে আন্দাজ করে আকাশ থেকে ইভা আর সে এই জলপ্রপাতটাই দেখেছিল।

লইকতের কাছ থেকে লিওন আগেই জেনে নিয়েছে জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে গেছে এবং এই পথ দিয়েই তারা ইভাকে লুসিমা মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু দূরবীনের সাহায্যেও সে এই দূরত্ব থেকে পথটা চিনতে পারে না। পথ চেনার চেষ্টা বাদ দিয়ে সে তাই লইকতরা কোনো দিক দিয়ে আসতে পারে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে, আশা করে যে সে হয়ত তারা উপরে উঠার আগেই তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে। অবশ্য তারা এতক্ষণে গিরিপথ দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে, সে সম্ভাবনাই প্রবল।

সম্ভাবনা যাই হোক, সে জানে ইভা তার কাছেই রয়েছে এবং তার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠে। ইসমায়েল আর সহিস তার সাথে তাল রাখতে পারে না যখন সে তার ঘোড়া জোরে হাঁকায়। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে সে তার ঘোড়ার লাগাম আচমকা টেনে ধরে, স্যাডল থেকে দ্রুত নেমে সাভান্নার বুকের উপরে আঁকাবাঁকা অসংখ্য বুনো প্রাণীর চলাচলের পথের একটার পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ে। মসৃণ ধূলোর উপরে মানুষের পায়ের তিনজোড়া তাজা ছাপ সে দেখতে পেয়েছে। ম্যানইয়রো নেতৃত্ব দিচ্ছে– লিওন খোঁড়া পায়ের চিহ্ন যেকোনো স্থানে চিনতে পারবে। সামান্য টেনে চলা গোড়ালীর ছাপ ভুল করা অসম্ভব। লইকত তার পেছনে রয়েছে, লম্বা সাবলীল পদক্ষেপে। ইভা তাদের দু'জনের পিছনে।

'ওহ, সোনা!' তার নিখুঁত সরু পায়ের ছাপে হাত বুলিয়ে সে বিড়বিড় করে। 'তোমার ছোট পায়ের ছাপও কি অসাধারণ সুন্দর!'

পায়ের ছাপ সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে এবং সে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবং দ্রুত সেটা অনুসরণ করে। পথটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খাড়া উঠে গেছে এবং প্রতি পদক্ষেপে আরও খাড়া হয়ে উঠে গেছে। পাহাড়টা উঁচু এবং খাড়া হতে থাকে যতক্ষণ না সেটা পুরোটা আকাশ জুড়ে অবস্থান করতে থাকে আর চূড়াটার মাথার উপর

দিয়ে বয়ে যাওয়া মেঘের দল লিওনের মনে একটা অস্বস্তিকর বিভ্রম সৃষ্টি করে। তার মনে হয় পাহাড়টা বুঝি উপর থেকে যেকোনো মুহূর্তে তার মাথার উপরে ভেঙে পড়বে।

সংকীর্ণ পথটা শীঘ্রই এমন খাড়া হয়ে উঠে যে সে বাধ্য হয় ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে এবং লাগাম ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলে। মাঝে মাঝেই সে ইভার বুটের রেখে যাওয়া ছাপের দিকে তাকায়, যা তাকে নিজের সাধ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে পথ চলতে সাহস জোগায়। ঢালের তীব্রতার কারণে সামনে বেশিদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না, তবুও সে এগিয়ে চলে এবং তার দলের বাকীরা হাচড়েপাচড়ে তাকে অনুসরণ করে বটে কিন্তু দ্রুত তারা পিছিয়ে পড়ে। পাহাড়ের পাশে একটা অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে সে এসে পৌঁছে এবং সেখানে উঠে বিস্মিত দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকে।

তার সামনে সেই বৃত্তাকার জলাশয়টা। বিমান থেকে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বড় জলাশয়টা কিন্তু তার পাশে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের ঢাল আর সেখান থেকে সগর্জনে ধেয়ে আসা জলপ্রপাতের সাদা ধারাসম্পাতের কারণে তাকে অনেক ছোট মনে হয়। পানির ধারা এতটাই প্রবল যে পাথুরে গিরিকোন্দরে শীতল বাতাসের আবর্তের জন্ম দিয়েছে।

তখনই সবেগে নেমে আসা পানির পতনের শব্দ ছাপিয়ে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়। ইভার গলার আওয়াজ আর তার হৃৎপিণ্ড খুশীতে লাফিয়ে উঠে। জলাশয়ের দু'পাশের খাড়া দেয়ালে সে ইতিউতি তাকায়, কারণ প্রতিধ্বনি প্রতারক এবং সে অনিশ্চিত ইভা কোন দিক থেকে তাকে ডেকেছে। 'ইভা!' সে পাহাড়ের ঢাল লক্ষ করে চিৎকার করলে প্রতিধ্বনির দ্রুত হারিয়ে যাওয়া আওয়াজ তাকে ব্যঙ্গ করে।

'লিওন! ডার্লিং!' এইবার সে বুঝতে পারে আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে। সে জলাশয়ের বামদিকে সরে এসে মাথা কাত করে উপরে তাকায়। সে উপরে একটা নড়াচড়া দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে পাহাড়ের ঢালের সাথে আড়আড়িভাবে স্থাপিত একটা সংকীর্ণ তাকের উপরে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে উপরে তাকান মাত্রই সরু পাহাড়ী পথ দিয়ে পাহাড়ী ছাগলের দ্রুততা আর সাবলীলতায় সে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে।

'ইভা!' সে চিৎকার করে উঠে। 'সোনা, আমি আসছি!' সে ঘোড়ার লাগাম ফেলে দিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করে তার সাথে মিলিত হবার আকাঙ্খায়। সে এখন ইভার মাথার উপরে পথের ধারে দুই মাসাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এতদূর থেকেও সে তাদের চেহারায় ফুটে উঠা বিস্ময় স্পষ্ট বুঝতে পারে, ব্যাকুলতার এই অসাধারণ প্রকাশ তাদের চোখে মুখে তার ছাপ পরিষ্কার এঁকে দিয়েছে। তারা দু'জনে একই সাথে পাহাড়ের ঢাল থেকে বের হয়ে আসা সংকীর্ণ পার্শ্বদেশে পৌঁছে, পার্থক্য একটাই সে পার্শ্বদেশের নিচের অংশে পৌঁছে আর ইভা ঢালের উপরের প্রান্তে লিওনের মাথা থেকে ছয় ফিট উপরে।

'ব্যাজার, আমাকে ধরো!' সে বলে উঠে লিওনের শক্তির উপরে আস্থা রেখে সোজা শূন্যে ঝাঁপ দেয়। সে তাকে লুফে নেয় বটে কিন্তু তার ওজন আর গতিবেগের কারণে সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। সে তাকে বুকের কাছে আলতো করে আগলে ধরে ইভার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, দু'জনেই হাসছে।

'পাগলী মেয়ে, এই জন্যই আমি তোমাকে এত ভালোবাসি!'

'আর কখনও আমাকে দূরে যেতে দিও না,' সে ফিসফিস করে বলে তার বাকী কথা দু'জনের ঠোঁট পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে হারিয়ে যায়।

'কখনও না!' সে তার মিষ্টি মুখে কথাগুলো ভাসিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দম নেবার জন্য যখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়– দেখে লইকত আর ম্যানইয়রো ইভাকে অনুসরণ করে নিচে নেমে এসেছে, এবং পাহাড়ী ঢালের প্রান্তে বসে কান পর্যন্ত হাসি নিয়ে তাদের দেখছে।

'ভাগো ইয়াসে, অন্য কোথাও গিয়ে মজা দেখো!' লিওন তাদের কপট ধমক দিয়ে বলে। 'তোমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। আমার ঘোড়াটা নিয়ে নিচে নামতে থাক যতক্ষণ না ইসমায়েলের দেখা পাও। তাকে বলবে ঢালের কাছে আজ রাতের মত ক্যাম্প করতে। সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা আজ রাতটা সেখানেই কাটাব।'

'*নি*ডিও, বাওয়ানা,' ম্যানইয়রো হাসি চেপে উত্তর দেয়।

'আর বেয়াদপের মত হাসিটাও বন্ধ কর।'

'*নি*ডিও, বাওয়ানা।'

হাস্যোচ্ছলতার কারণে ম্যানইয়রোর কণ্ঠস্বর সে নিচে নামার সময়ে অস্পষ্ট শোনায়, কিন্তু লইকত তখনও অনড় ভঙ্গিতে ঢালের উপরে বসে থাকে। সহসা সে ম্যানইয়রোর উদ্দেশ্যে ইভার কণ্ঠ নকল করে নাকি স্বরে বলে উঠে, 'ক্যাসি মিয়া, ব্যাজ্জার!' এবং ইভার মতই নিজেকে ঢালের প্রান্ত থেকে ছুড়ে দেয়। সে ম্যানইয়রোর উপরে এত জোরে গিয়ে আছড়ে পড়ে যে বেচারা তাকেসুদ্ধ গড়িয়ে পড়ে। তারা দু'জনেই ঢাল বেয়ে জড়াজড়ি করে গড়াতে থাকে, হাসি আর উৎফুল্ল চিৎকার ভেসে আসে। 'ক্যাসি মিয়া!' তারা চিৎকার করে বলে। 'ক্যাসি মিয়া, ব্যাজ্জার।'

লিওন আর ইভা তাদের কাণ্ড দেখে নিজেদের সামলে রাখতে পারে না, তারাও হাসিতে ভেঙে পড়ে। অবশেষে লিওন কথা বলার শক্তি খুঁজে পায় 'দূর হও, আহাম্মকের দল!' সে তাদের ধমকে বলে। 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। আমি তোমাদের সুরত আগামী অনেক অনেকক্ষণ দেখতে চাই না।'

তারা পাহাড়ী পথ দিয়ে টলমল করে নামতে থাকে, তখনও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'ক্যাসি মিয়া, ব্যাজ্জার!' ম্যানইয়রো যেন গর্জে উঠে।

'লাফ ইউ, ক্ল্যাজি গাল!' লইকত নিজের গালে থাপ্পড় দেয় এবং মাথা নাড়ে। 'লাফ ইউ!' সে পুনরায় বলে এবং আচমকা বাতাসে তিনফুট লাফিয়ে উঠে।

'কোনো সন্দেহ নেই, মাসাইল্যান্ডের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে হাস্যকর ঘটনা হিসাবে লেখা থাকবে। তোমার আর আমার কথা উপজাতীয় পুরাণে লেখা হবে,' দু'জনকে সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে হেঁটে নিচে নেমে যেতে দেখার ফাঁকে লিওন ইভাকে বলে। সে তাকে আবার নিজের বাহুর মাঝে টেনে আনে আর ইভা তার গলা জড়িয়ে ধরে। সে তাকে পাজকোলা করে তুলে জলাশয়ের পাশে একটা তাকের কাছে নিয়ে যায় এবং সে বসে তাকে কোলের উপরে বসায়। 'তুমি জানো না, তোমাকে এভাবে স্পর্শ করার জন্য আমি কতটা অধীর হয়ে ছিলাম,' লিওন তার গলার কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে।

'আমার সারাটা জীবন,' সে প্রত্যুত্তরে বলে। 'এমন কিছু একটার জন্য আমি ঠিক এতদিনই প্রতিক্ষা করেছি।'

সে তার গালে হাত বুলায়, তার নিখুঁত ভ্রুর বাঁক বরাবর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করে, তারপরে তার চুলের গভীরে আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, হাতের মুঠোয় তার ঘন, উজ্জ্বল চুল আঁকড়ে ধরে, কৃপণ যেমন তার সঞ্চিত ধন পরম মমতায় আগলে রাখে, সেও তেমনি তার সৌন্দর্য্য সবকিছু ভুলে উপভোগ করতে চায়। তাকে এতটা নমনীয় আর কোমল মনে হয় যে লিওনের ভয় করে সে বোধহয় তাকে আঘাত দিয়ে বসবে, চমকে দেবে বা আতঙ্কিত করে তুলবে। ইভার রমণীয়তা তাকে মুগ্ধ করে। তার চেনা অন্য কোনো মেয়ের সাথেই ইভার কোনো মিল নেই। তার পাশে লিওনের নিজেকে দীন, হীন মনে হয়।

ইভা লিওনের সঙ্কট বুঝতে পারে। লিওনের লাজুক মুখচোরা ভাব তার মাঝে এমন একটা স্নেহার্দ্র অনুভূতি জাগিয়ে তোলে বহুদিন যার অভিজ্ঞতা তার হয়নি। কিন্তু সে তাকে বেপরোয়াভাবে কামনা করে এবং বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করতে চায় না। ইভা বুঝতে পারে তাকেই সক্রিয় হতে হবে।

লিওন টের পায় ইভা তার শার্টের বোতাম খুলছে এবং তার একটা হাত খোলা স্থান দিয়ে আলতো করে ভিতরে প্রবেশ করে তার বুকের নিরেট পেশী প্রণয়স্পর্শে মথিত করে। তার স্পর্শের পুলকে সে কেঁপে উঠে। 'তুমি বড্ড কঠোর, দারুণ শক্তিশালী,' সে ফিসফিস করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে।

'আর তুমিও বড্ড কোমল আর নাজুক,' সে প্রত্যুত্তরে বলে।

সে একটু পেছনে ঝুঁকে, যাতে সরাসরি লিওনের চোখের দিকে তাকাতে পারে। 'ব্যাজার সোনা, আমি কিন্তু মোটেই পলকা কিছু নই। আমি রক্ত-মাংসের তৈরি তোমার মতই। তুমি যা চাও আমিও তাই চাই।' সে তার কানের লতি আলতো করে দাঁত দিয়ে ধরে এবং আস্তে করে একটা কামড় দেয়। লিওন টের পায় তার ঘাড়ের পেছনের চুল

দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইভা তার জিহ্বা দিয়ে লিওনের কানে আদর করলে, সে পুলকে কেঁপে উঠে।

'তোমার মত আমারও সংবেদনশীল জায়গা রয়েছে।' সে লিওনের হাতটা তুলে নিয়ে নিজের বুকে রাখে। 'তুমি যদি আমার এখানে আর এখানে স্পর্শ করো, এভাবে আর অন্যভাবে, তুমি নিজেই দেখতে পাবে।'

সে হুক অনুভব করে এবং তার ব্লাউজের দিকে চোখ নামায় আর উপরেরটা খুলে দেয়। সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাজটা করে, প্রতি মুহূর্তে ভর্ৎসনা প্রত্যাশা করে কিন্তু তার বদলে ইভা তার কাঁধ বাঁকা করে। যাতে লিওনের আগ্রাসী আঙ্গুল স্তনের বাঁক সহজেই খুঁজে পায়।

'দুষ্টু ছেলে! আমার সাহায্য ছাড়াই আমার সংবেদনশীল এলাকার একটা ঠিকই খুঁজে বের করেছ!'

তার কথা আর তার বলার ভঙ্গি সহসা তার ভিতরে এক ব্যাকুল অস্থিরতার জন্ম দেয়। সে সব বাধা সতর্কতা ছুড়ে ফেলে তার ব্লাউজের আড়াল সরিয়ে ভেতরের নির্জনতায় প্রবেশ করে। তার স্তনযুগল উষ্ণ আর রেশমের মত কোমল, এবং সে টের পায় তার স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তার নিশ্বাস ভারী হয়ে উঠে যখন সে ফিসফিস করে বলে, 'সোনা আমার, সবই তোমার! আমার যা আছে সব তোমার জন্যই!'

ইভা সামান্য পিছনে সরে এসে একটু নড়ে উঠে, যাতে তার স্তনদ্বয় লিওনের মুখে হাল্কা করে স্পর্শ করে। ইভা তার ব্লাউজ আর সিল্কের অন্তর্বাস কাঁধ থেকে সরিয়ে ফেলে এবং দেহের ঊর্ধাংশ নিরাভরণ করে। সে পুনরায় তার স্তন লিওনের মুখের উপরে হাল্কা আন্দোলিত করলে এবার সে একটা স্তনবৃন্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। সে বড় করে শ্বাস নিয়ে লিওনের বাহুর বেষ্টনীতে নিজের দেহের ভার ছেড়ে দেয়, পরক্ষণেই তার মাথার পেছনের চুল দু'হাতে আঁকড়ে ধরে এবং সেটা হাতলের মত ব্যবহার করে লিওনের মুখ অন্য স্তনের দিকে নিয়ে আসে।

'উহ্ সোনা, ক্ষমা কোরো, আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না,' সে তীব্রকণ্ঠে বলে, তার স্বর বেপরোয়া শোনায়। যখন সে তার কোল থেকে হাল্কা মোচড় দিয়ে নেমে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে, ইভার ভারী আর সুডৌল স্তনদ্বয় তার মুখে আবার ঘষা খায়, সে এবার তার বেল্ট খুলতে থাকে। বেল্ট আর প্যান্টের বোতাম খোলা হতে, লিওন নিজেকে সামান্য উঁচু করে যাতে ইভা তার হাঁটুর কাছে ব্রিচেস টেনে নামিয়ে আনতে পারে। ইভা এবার তার স্কার্ট পাজরের নিচের হাড়ের কাছে তুলে ধরে– সে নিচে কিছু পরে নেই এবং তার কোমর মিঙ ভাসের মত বাঁকান, বাঁকটা কোমরের নিচে এসে ভরাট হয়ে উঠেছে। তার পেটের ত্বক ঝিনুকের খোলের মত মসৃণ ও চকচকে। তার উরুদ্বয় শক্তিশালী ও সুগঠিত আর তাদের সংযোগস্থলে তার নারীত্বের গর্বিত ব-দ্বীপ ঘন, গভীর আর কুঞ্চিত আচ্ছাদনে আবৃত। সে তার এক হাঁটু লিওনের উপরে তুলে

ঘোড়ার মত তার উপরে বসলে মুহূর্তের জন্য তার উরুদ্বয় পৃথক হলে অন্ধকার কালো চুলের মাঝ দিয়ে সে তার যৌনাঙ্গের হা করে থাকা গলিপথ দেখতে পায়। ইভার জেগে উঠা কামনার তাণ্ডবে নির্গত ক্ষরণে সেখানটা সিক্ত আর ফুলে রয়েছে। তারপরে কোমরের এক নিপুণ ঝাঁকিতে সে তাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করে নেয় এবং দু'জনেই একসাথে শব্দ করে উঠে যেন ব্যথা পেয়েছে।

দু'জনের জন্যেই ব্যাপারটা এত দ্রুত আর নিবিড়ভাবে ঘটে যায় যে কেউই কোনো কথা বলতে পারে না, নড়তেও ভয় করে তারা, বিধ্বংসী ভূমিকম্প বা ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের মত কেবল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। মনের গহীন প্রান্ত থেকে ফিরে এসে ধাতস্থ হতে এবং নিজের শরীরের দখল পেতে তাদের সময় লাগে।

ইভাই প্রথমে কথা বলে 'আমি কল্পনাও করিনি ব্যাপারটা এমন হবে।' সে তার বুকের উপরে মাথাটা নামিয়ে এনে লিওনের হৃৎস্পন্দন শুনতে চেষ্টা করে। সে তার চুলে হাত বোলালে ইভা আয়েসে চোখ বন্ধ করে ফেলে। তারা ঘুমিয়ে পড়ে, এবং পাহাড়ের চূড়ায় একপাল বেবুনের ডাকে গিরিসঙ্কটে প্রতিধ্বনি উঠলে তাদের ঘুম ভাঙে। ইভা ঘুম থেকে উঠে আস্তে করে চুলের গোছা পেছনে সরায়। তখনও চুল ঘামে ভিজে আছে এবং কিছুক্ষণ আগের কথা মনে হতে তার গালে রক্তের বাণ ডাকে।

'আমরা কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছি?' সে চোখ পিটপিট করে বলে।

'সেটা জানা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?' লিওন পাল্টা প্রশ্ন করে।

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার সাথে থাকা একটা মুহূর্তও আমি ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চাই না।'

'আমাদের সামনে বাকি জীবনটা পড়ে আছে।'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই যেন হয়। কিন্তু পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর জায়গা।' তাকে সহসা বিষণ্ন আর হতাশ দেখায়। 'আমাকে কখনও ছেড়ে যেও না।'

'কখনও না,' সে তীব্রকণ্ঠে বলে, এবং তার উত্তর শুনে সে হেসে উঠলে তার চোখে বেগুনী আলো চমকে উঠে।

'ব্যাজার, তোমার কথাই ঠিক। আমরা সুখীই হব। এমন চমৎকার দিনটা আমি মনখারাপ করে কাটাতে চাই না। পৃথিবীর সাধ্যি কি আমাদের ধরে!' সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ঢালের উপরে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথায় দাঁড়িয়ে একপাক নেচে নেয়। 'আজকে দিনটা কখনও শেষ হবে না,' সে গানের সুরে বলে এবং নাচের মাঝেই সে তার পরনের কাপড় খুলে চারপাশের পাথরের উপরে ছুড়ে ফেলে।

'এই ধিঙ্গি মেয়ে, তুমি এটা আবার কি শুরু করলে?' সূর্যের আলোয় সে তার জন্য নিরাভরণ হয়ে নাচতে থাকলে পুলকিত হয়ে সে বলে। তার দেহটা অসাধারণ, সতেজ আর সুগঠিত, আর তার অঙ্গভঙ্গি মার্জিত এবং সাবলীল।

'আমাদের সেই মায়াবী জলাশয়ে আমি তোমাকে সাঁতার কাটতে নিয়ে যাব,' সে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে। 'জনাব, আপনার পরনের ঐ নোংরা কাপড় খুলে ফেলে আমার সাথে চলুন।' লিওন একপায়ে লাফাতে লাফাতে পা থেকে বুট খুলতে শুরু করলে, সে নাচ থামিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লিওনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি এমন করলে তোমার সব কিছু ঝাঁকি খায় আর লাফিয়ে উঠে,' সে সব কিছু দেখে মন্তব্য করে।

'তোমারও সোনা তাই হয়।'

'আমারটা তোমার মত এত সুন্দর আর কাজের না।'

'হ্যাঁ, সোনা, তারা খুবই কাজের।' সে তার ব্রিচেস খুলে একপাশে ছুড়ে ফেলে তাকে ধাওয়া করে। 'দাঁড়াও তোমাকে আমি দেখাই তোমারগুলো ঠিক কতটা কাজের।' সে ছদ্ম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে এবং দৌড়ে তাকের শেষ মাথায় গিয়ে একটু থেমে দেখে লিওন তখনও তার পেছনে আসছে নাকি। তারপরে সে তার দু'হাত মাথার উপরে তুলে আঁকড়ে ধরে সোজা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তীরের মতো সোজা সে পানিতে গিয়ে আঘাত করে, তার হাত দেহের সাথে নিখুঁতভাবে সরলরেখায় বিন্যস্ত থাকায় পানিতে খুব একটা আলোড়ন না তুলেই সে উপরিতলের নিচে পিছলে প্রবেশ করে। সে একদম গভীরে চলে যায়, তার প্রতিবিম্ব বুদবুদের ফাঁকে কেঁপে কেঁপে উঠে, তারপরে সে এত দ্রুত উপরে উঠে আসে যে তার ধবধবে সাদা শরীর নাভি পর্যন্ত পানির উপরে উঠে আসে। সে পুনরায় পানিতে আছড়ে পড়ার আগে তার চুল কাঁধের উপর দিয়ে মসৃণভাবে এলিয়ে থাকে, পুরোটাই মাছরাঙার ছো দেয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'পানি ঠাণ্ডা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি এখানে নামলে ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকবে,' সে চিৎকার করে বলে।

'তুমি বাজি হেরেছো আর এই আমি আসছি আমার পাওনা নিতে।'

'সেজন্য আমাকে ধরতে হবে সোনা।' সে হেসে উঠে বলে এবং জলাশয়ের দূরবর্তী প্রান্তে সাঁতরে যেতে শুরু করে, পেছনে তার পায়ের আন্দোলনে শুভ্র ফেনার জন্ম হয়।

সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লম্বা আর জোরাল পাতনে পানিতে আলোড়ন তুলে ইভাকে ধাওয়া করে। অর্ধেকটা পথ অতিক্রমের আগেই সে তাকে ধরে ফেলে এবং পেছন থেকে তাকে আলিঙ্গন করে। 'আমরা পাওনা কোথায়!' সে তার মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে জানতে চায়।

সে তার দু'বাহু তার গলার পাশে রেখে ঠোঁটটা তার ঠোঁটের উপরে নামিয়ে আনে। চুম্বনরত অবস্থায় তারা পানির নিচে ডুবে যায় এবং দম ফুরিয়ে গেলে খাবি খেতে খেতে, হাসতে হাসতে পুনরায় ভেসে উঠে। ইভা তার সুগঠিত পা দিয়ে লিওনের কোমর জড়িয়ে ধরে আর তার হাত লিওনের গলার চারপাশে জড়িয়ে থাকে। সে

নিজেকে পানির উপরে তুলে নিয়ে নিজের ওজন ব্যবহার করে লিওনের মাথা পানিতে ঠেসে ধরে তারপরে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সাঁতরে পালিয়ে যায়। জলাশয়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছেই কেবল সে পেছনে তাকায়। জলপ্রপাত দুটো বিশাল স্রোতে ভাগ হয়ে পানির বুকে আছড়ে পড়ছে আর তাদের মাঝে বেশ কিছুটা এলাকার পানি একদম শান্ত। এই শান্ত এলাকার ঠিক মাঝে একটা পাথর পানির উপরে মাথা বের করে রেখেছে, কালো এবং পানির ঘর্ষণে মসৃণ। সে পাথরের মাথায় উঠে বসে পানির উপরে পা ঝুলিয়ে দেয়। দু'হাত দিয়ে ভিজা চুল চোখের উপর থেকে সরিয়ে সে চারপাশে লিওনের খোঁজে তাকায়। সে প্রথমে হাসতে থাকে, কিন্তু যখন তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় না পানিতে, তার চোখে শঙ্কার মেঘ নিমেষে জমে উঠে। 'ব্যাজার! লিওন সোনা! তুমি কোথায়?' প্রায় কাঁদো কাঁদো শোনায় তার কণ্ঠস্বর।

লিওন তাকে জলাশয়ের প্রান্ত অনুসরণ করেছে এবং ইভা যখন পাথরের উপরে উঠে বসার চেষ্টা করছে তখন সে পা সোজা উপরে দিয়ে বড় একটা শ্বাস নিয়ে হাসের মত ডুব দিয়েছে যাতে তার পায়ের ওজন তাকে দ্রুত নিচে পৌঁছে দেয়। একবার পানির নিচে পৌঁছালে সে সাঁতার কেটে আরও নিচে নামতে শুরু করে। তার একটা ধারণা ছিল যে জলাশয়টার বোধহয় তলদেশ বলে কিছু নেই কারণ সে পাড়ে কখনও পানি উপচে পড়তে দেখেনি। উপর থেকে সতত নেমে পানির ধারা নিশ্চয়ই অন্য কোনো পথে নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু এখন সাঁতার কেটে নিচে নেমে এলে সে দেখে তার অনুমান ভুল। সে তার নিচে তলদেশ দেখতে পায় এবং পানি খুব পরিষ্কার বলে এই গভীরতায়ও সে দেখে তলদেশ পাথরে পরিপূর্ণ। খুব সম্ভবত জলপ্রপাতের সাথে চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে।

কানের ভেতরে এতক্ষণে পানির চাপের ফলে ব্যথা করতে শুরু করে এবং সে নিচে নামা বন্ধ করে, নাক চেপে ইউস্ট্যাচিয়ান টিউব দিয়ে বাতাস বের করে কানের পর্দায় চাপ কমায়। তার কানে একটা ভোতা শব্দ হয়ে সেটা বিস্ফোরিত হলে ব্যথা কমে যায় এবং সে সাঁতরে নিচে নামতে থাকে। সে তলদেশে পৌঁছে দেখে পাথরের মাঝে হরেক রকমের মাসাই দ্রব্যাদি জমে আছে পুরান *অ্যাসেগাই* থেকে শুরু করে কুঠার, অজস্র মাটির পাত্র, গলার মালা আর হাতের বালা সবই পুঁতির তৈরি, কাঠের আর হাতির দাঁতের তৈরি মূর্তি এবং আরও সব প্রাচীন নিদর্শন যা পচে চেনার অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সবই মাসাই জনগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

তার সঞ্চিত অক্সিজেন শেষ হয়ে এলে সে শেষবারের মত চারপাশে তাকায় এবং পানির বাড়তি প্রবাহের রহস্যের সমাধান খুঁজে পায়। জলপ্রপাতের নিচের দেয়ালে বেশ কয়েকটা প্রায় আনুভূমিক খাঁজ রয়েছে। খুব সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক কালে পাহাড়ের নিচের আগ্নেয়গিরি থেকে উঠে আসা উত্তপ্ত লাভার স্রোত আর গ্যাসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্ধকার আর ভূতুড়ে পথেই জলাশয়ের বাড়তি পানি নির্গত হয় এবং পানির মাত্রা কখনও বাড়ে না। তার ফুসফুস এতক্ষণে বাতাসের জন্য প্রায় বিদ্রোহ

করলে সে পরিদর্শন বন্ধ করে উপরের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করে। উপরের আলো জোরালো হলে সে পানির উপরে এক জোড়া লম্বা সুগঠিত মেয়েলি পা তলদেশে ঠিক নিচে আন্দোলিত হতে দেখে। সে ঠিক তাদের নিচে সাঁতার কেটে উপস্থিত হয় এবং গোড়ালি চেপে ধরে পায়ের মালকিনকে সোজা পানিতে টেনে নামালে বেচারী তার উপরে এসে পড়ে। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে করতে তারা পুনরায় ভেসে উঠে।

লিওনের আগে ইভা কথা বলার শক্তি ফিরে পায়। 'নিষ্ঠুর বদজাত কোথাকার! আমি ভেবেছি তুমি ডুবে গেছো নয়তো তোমাকে কুমির টেনে নিয়ে গেছে। এমন নিষ্ঠুর আচরণ তুমি কিভাবে আমার সাথে করতে পারলে?'

তারা কাপড় যেখানে রেখে গিয়েছে সেখানে সাঁতার কেটে ফিরে আসে।

'আমি চাই না ঠাণ্ডা লেগে তোমার নিউমোনিয়া হোক,' লিওন তাকে বললে, সে কোনো কথা না বলে ঢালের প্রান্তে সূর্যের আলোয় গিয়ে দাঁড়ালে লিওন নিজের শার্ট দিয়ে তার গা মুছিয়ে দেয়।

সে দু'হাত মাথার উপরে রেখে আলতো করে ঘুরে যাতে কষ্টকর স্থানেও তার হাত পৌঁছাতে পারে। 'জনাবের চোখ দুটো দেখছি বেশ বড়। মোছার চেয়ে দেখছি আপনার দেখাতেই আগ্রহ বেশি। নিচে ওখানে আপনার একচোখা বন্ধুকেও খুব একটা ভদ্র বলা যাবে না। দু'জনেরই চোখ বেঁধে রাখতে হবে দেখছি,' বলে সে ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'এখন নিষ্ঠুর আচরণ কে করছে, শুনি?' সে জানতে চায়।

'আমি মোটেই না,' সে প্রতিবাদ করে। 'তোমাদের দু'জনকেই আমি দেখাব কতটা দয়াময় আমার হৃদয়।' সে হাত বাড়িয়ে এক চোখা বন্ধুকে জোরাল কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আঁকড়ে ধরে। তাদের আবেগের ঐশ্বরিক পাগলামি যেন এরপরে আর শেষ হতেই চায় না!

অন্ধকার নেমে আসতে তারা হাতে হাত ধরাধরি করে সংকীর্ণ পথটা দিয়ে হাঁটতে থাকে এবং জলাশয়টা আড়াল করে রাখা উঁচু পাড়টা অতিক্রম করতেই অনতিদূরে ক্যাম্পফায়ারের আগুন জ্বলতে দেখে। কাছে পৌঁছালে দেখে তাদের বসার জন্য একটা কাঠের গুড়ি আগুনের সামনে রাখা আছে। তারা সেখানে গুছিয়ে বসতেই ইসমায়েল ধুমায়িত কালো কফির মগ নিয়ে হাজির হয়, তাতে আবার গুঁড়া দুধ দেয়া।

ইভা বাতাসে শ্বাস নেয় : 'ইসমায়েল, কিসের গন্ধ পাচ্ছি?'

তাকে জার্মান আর ফরাসির মত ইংরেজী বলতে শুনে সে আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না। 'মেমসাহিব, কবুতরের রেজালা লেবুর পাতা দিয়ে।'

'ইসমায়েলের আরেকটা দিব্য আয়োজন,' লিওন ফোড়ন কাটে। 'মাথা মুড়িয়ে এক হাঁটু ভেঙে বসেই কেবল যার স্বাদ নিতে হয়।'

'আমার এত খিদে পেয়েছে আমি দু'হাঁটু ভেঙে বসতে রাজি আছি। সাঁতার কাটা বা হয়ত অন্য কিছুর জন্যই এত খিদে পেয়েছে,' সে বলে।

লিওন হেসে উঠে। '*ভিভা!* অন্য কিছুটাই আসল ব্যাপার।'

তাদের খাবার শেষ হতেই এক অদ্ভুত ক্লান্তি তাদের উপরে এসে ভর করে। ম্যানইয়রো আর লইকত তাদের বিশ্রামের জন্য একটা ছোট কুঁড়েঘর তৈরি করেছে, তাদের কুঠির থেকে অনেকটা দূরে এবং ইসমায়েল তাজা ঘাসের একটা গালিচা তৈরি করে সেটার উপরে কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। লিওনের মশারিটা সে বিছানার উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মশারির ভিতরে প্রবেশ করার আগে তারা কাপড় বদলে নেয় এবং লিওন তারপরে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়।

'জায়গাটা দারুণ আরামদায়ক, নিরাপদ আর আন্তরিক,' ইভা ফিসফিস করে বলে এবং লিওন তার পেছনে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। সে তার উষ্ণ নিটোল পশ্চাদদেশ দিয়ে লিওনের উদরে আলতো করে ধাক্কা দিলে দুটো চামচের মত তাদের দেহ পরস্পরের সাথে আটকে যায়। তাদের মাথার উপরে ক্যাম্পফায়ারের আলো নানা বিভঙ্গে খেলা করে এবং বাইরে গাছের ডালে দুটো গায়ক পেঁচার ডাকে একাধারে ঘুম পাড়ানিয়া আর সবিলাপী আচ্ছন্নতা।

'আমার সারা জীবনে এত আনন্দদায়ক ক্লান্তি আমি কখনও অনুভব করিনি,' সে ঘুম জড়ান কণ্ঠে বিড়বিড় করে।

'খুব বেশি ক্লান্ত?'

'অসভ্য কোথাকার! আমি মোটেই সে কথা বলিনি।'

সকালে ঘুম ভাঙলে ইভা দেখে লিওন তার মাথার কাছে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। 'তুমি আমাকে দেখছিলে!' কপট অভিযোগে সে বলে।

'অভিযোগে অভিযুক্ত,' লিওন স্বীকার করে। 'আমি ভাবছিলাম তোমার ঘুম বুঝি আর ভাঙবে না। উঠে পড়!'

'ব্যাজার, এখনও সকাল হয়নি!' ইভা প্রতিবাদ করে উঠে।

'কুঁড়েঘরের ছাদের উপরে ঐ চকচকে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাকে সূর্য বলে।'

'এই উদ্ভট সময়ে তোমার আবার কোথায় যাবার শখ হলো?'

'তোমার মায়াবী জলাশয়ে আরেকবার সাঁতার কাটব।'

'আচ্ছা, সেটা আগে বলবেতো,' বলে সে এক ঝটকায় কম্বলটা সরিয়ে দেয়।

তাদের দেহের উপর দিয়ে জলাশয়ের শীতল পানি রেশমের মত পিছলে যায়। সাঁতার কাটা শেষ হলে তার নিরাভরণ হয়েই তীরে বসে থেকে ভোরের প্রথম আলোয় দেহ শুকিয়ে নেয়। উষ্ণতা তাদের পুরোপুরি জারিত করলে তাদের রক্তে যেন বিদ্যুৎ খেলা করে। তারা আবার একে অন্যের মাঝে মগ্ন হয়। সবকিছু শান্ত হলে ইভা গম্ভীর

ভাবুক কণ্ঠে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম কালকের মত দিন আর জীবনে আসবে না, কিন্তু আজকের দিনটা কালকের চেয়েও সুন্দর।'

'আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই যাতে তোমার আজীবন মনে থাকে আজ আমরা কতটা সুখী ছিলাম।' কথাটা শেষ করে লিওন উঠে দাঁড়ায় এবং ঢালের মাথা থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিওন ডুবসাঁতার দিয়ে নিচে যেতে থাকলে তীরে দাঁড়িয়ে ইভা তাকে ক্রমশ ক্ষুদ্র আর অস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখে, শেষ পর্যন্ত সে গভীরতার অতলে হারিয়ে যায়। সে এতটা সময় পানির নিচে কাটায় যে আশঙ্কার বুদবুদ তার মনে জমতে শুরু করে, অবশেষে তাকে উঠে আসতে দেখে স্বস্তির পরশ অনুভব করে। সে পানির উপরে ভেসে উঠে এবং মাথা নেড়ে চোখের উপর থেকে ভেজা চুল সরায়। সে সাঁতার কেটে ইভা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে আসে এবং তড়বড় করে পাড়ে উঠে। তারপরে হাতের মুঠো থেকে চামড়ার ফিতা দিয়ে গাঁথা হাতির দাঁতের পুঁতি দিয়ে তৈরি একটা মালা বের করে।

'কি সুন্দর!' হাততালি দিয়ে ইভা বলে।

'দু'হাজার বছর আগে শেবার রানী এই পথ দিয়ে যাবার সময়ে জলাশয়ের দেবীর উদ্দেশ্যে এই মালা নিবেদন করেছিল। এখন এটা আমি তোমাকে দিলাম।' সে ইভার গলায় গোল করে মালাটা পরিয়ে ঘাড়ের পেছনে সেটা শক্ত করে বেঁধে দেয়।

সে তার নারীত্বের ভাঁজে শুয়ে থাকা পুঁতির দিকে তাকিয়ে এমন আলতো করে তাদের উপরে হাত বুলায় যেন সেগুলোর প্রাণ আছে। 'শেবার রানী কি আসলেও এ পথ দিয়ে গিয়েছিল?' সে জানতে চায়।

'প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যায়নি।' সে তার কথা শুনে হাসে। 'কিন্তু এভাবে বললে গল্পটা জম্পেশ শোনায়।'

'পুঁতিগুলো কি সুন্দর, কি মসৃণ আর কেমন নাজুক।' সে একটা পুঁতি আঙ্গুলে নিয়ে নাড়তে থাকে। 'ওহ, এখন যদি আমার সামনে একটা আয়না থাকতো!'

সে ইভাকে ঢালের পাশে নিয়ে যায় এবং কোমর জড়িয়ে ধরে তার পাশে দাঁড়ায়। 'নিচে তাকাও,' সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে। নিরবে এবং আন্তরিকভাবে তারা নিজেদের নিরাভরণ দেহ জলাশয়ের আয়নার মত উপরিতলে পর্যবেক্ষণ করে। অনেকক্ষণ পরে লিওন মৃদুকণ্ঠে জানতে চায়, 'পানির ঐ মেয়েটা কে? এটা কি ইভা ভন ওয়েলবার্গের প্রতিচ্ছবি, তাই কি?' সে পানির দিকে তাকিয়ে তার মুখের অভিব্যক্তিতে ভাঙচুর লক্ষ করে এবং তার চোখে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে দেখে। 'আমি দুঃখিত, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম কখনও তোমার মন খারাপ হয় এমন কিছু করব না।'

'না,' ইভা মাথা নাড়ে। 'তুমি ঠিক কাজই করেছো। আমরা এতক্ষণ স্বপ্নের জগতে ছিলাম, এখন বাস্তবের মুখোমুখি হবার সময় হয়েছে।' সে জলাশয়ের প্রতিচ্ছবি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিতে তাকায়। 'লিওন, তুমি ঠিকই বলেছো। ইভা ভন

ওয়েলবার্গ আমার আসল নাম না– ভন ওয়েলবার্গ ছিল আমার মায়ের কুমারী নাম। আমার নাম ইভা ব্যারী।' সে তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। 'এসো আমার পাশে বসো, আমি তোমাকে ইভা ব্যারীর সব কথা খুলে বলবো।' সে তার হাত ধরে তাকে জলাশয়ের তীরের ঢালে নিয়ে এলে সেখানে তারা পরস্পরের মুখোমুখি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।

'আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেই যে বড্ড নিরস আর নোংরা সে কাহিনী, নিজেকে নিয়ে গর্বিত হবার মত কিছুই নেই সেখানে, আর তোমারও শুনতে ভালো লাগবে না, আমি চেষ্টা করব আমাদের উভয়ের জন্যই যেন অভিজ্ঞতাটা কম যন্ত্রণাদায়ক হয়।' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে এবং তারপরে বলতে শুরু করে 'বাইশ বছর আগে নর্দাম্বারল্যান্ডের এক ছোট্ট গ্রামে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিল বৃটিশ বংশোদ্ভূত আর মা ছিল জার্মান। তার কাছেই ছোট বেলায় আমি ভাষাটা রপ্ত করি। আমার বারো বছর বয়স হতে জার্মান আর ইংরেজী দুটো ভাষাই আমি সাবলীলভাবে বলতে শিখে যাই। সে বছরই আমার মা একটা নতুন রোগের প্রকোপে মারা যান, ডাক্তাররা যার নাম দিয়েছিল ইনফেনটাইল প্যারালাইসিস বা পোলিওমাইলিটিস। অসুখটা তার ফুসফুস আক্রান্ত করাতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর কয়েক দিনের ভিতরেই বাবাও এই একই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার পা পঙ্গু হয়ে যায়। বাকী জীবনটা তাকে হুইলচেয়ারেই কাটাতে হয়েছিল।'

শুরুতে অনেক চেষ্টা করে তাকে শব্দ খুঁজতে হয় কিন্তু ধীরে ধীরে ছোট, রুদ্ধশ্বাস তোড়ে কথার লহরী নির্গত হতে থাকে। একবার কথার মাঝেই সে কাঁদতে শুরু করে। সে তখন তাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে। সে তার বুকে মুখ গুঁজে থাকলে লিওন টের পায় উষ্ণ অশ্রুধারা তাকে সিক্ত করছে।

সে তার চুলে হাত বোলায়। 'আমি তোমাকে বিপর্যস্ত করতে চাইনি। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। এখন লক্ষ্মীমেয়ের মত চুপ করে থাকো, ইভা সোনা।'

'ব্যাজার, তোমাকে বলতেই হবে কথাগুলো। আমাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে, কিন্তু তুমি কেবল আমি কথা বলার সময়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে থেকো।'

সে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে জলপ্রপাতের থেকে সামান্য দূরে একটা বেরিয়ে থাকা পাথরের নিচের ছায়ায় নিয়ে আসে যাতে পানির শব্দ তার কথা ভাসিয়ে নিতে না পারে। সে তাকে কোলের উপরে বসায় যেন কোনো বাচ্চা মেয়ে ব্যথা পেয়েছে। 'তোমার যদি বলতেই ইচ্ছা করে তবে শুরু করো,' সে তাকে শুরু করতে বলে।

'আমার বাবার নাম ছিল পিটার কিন্তু আমি তাকে কার্লি বলতাম, কারণ তার মাথায় কোনো চুল ছিল না।' চোখের কান্না ছাপিয়ে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। 'পঙ্গু পা আর টাক মাথা সত্ত্বেও সে ছিল পৃথিবীর সবথেকে সুদর্শন পুরুষ। আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম আর কাউকে তার যত্ন নিতে দিতাম না, সবকিছু আমিই দেখাশোনা

করতাম। আমি তার সবকিছু করে দিতাম। আমার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি ভালো ছিল বলে সে চাইত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যেন পড়তে যাই। আমার ঈশ্বরপ্রদত্ত মেধার বিকাশ ঘটাতে, কিন্তু তাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। পঙ্গু দেহটা সত্ত্বেও তার ছিল একটা ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। সে ছিল একটা প্রকৌশলী প্রতিভা। হুইলচেয়ারে বসেই, সে যুগান্তকারী যান্ত্রিক মূলনীতি আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখতো। একটা ছোট কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে সে দু'জন মেকানিককে কাজে নেয় তার স্বপ্নের নক্সার মডেল তৈরি করতে। মেকানিকদের বেতন দিয়ে আর মালমশলা কিনেই সে টাকা শেষ করতো ফলে আমরা অভাবে থাকতাম। টাকা ছাড়া পেটেন্টের কোনো মূল্য নেই। টাকা থাকলে, হয়তো তার স্বপ্নগুলোকে সার্থক কোনো কিছুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হত।'

সে কথা থামিয়ে, জোরে নাক টানে এবং ভেজা নাক তার বুকে ঘষে। তার এই ছেলেমানুষী আচরণ দেখে লিওনের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে। সে তার মাথার তালুতে চুমো দিলে ইভা তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। 'থাক তোমাকে আর বলতে হবে না,' সে বলে।

'হ্যাঁ, বলতে হবে। তোমার কাছে আমার যদি সামান্যতম মূল্যও থাকে তবে এসব কথা জানার অধিকার তোমার আছে। আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কিছু লুকাতে চাই না।' সে গভীর একটা শ্বাস নেয়। 'একদিন কার্লির ওয়ার্কশপে খুব গোপনে একটা লোক দেখা করতে আসে। সে নিজেকে আইনজীবি বলে পরিচয় দেয় এবং বলে সে তার মক্কেলের হয়ে দেখা করতে এসেছে, যিনি একজন খুবই ধনী শিল্পপতি এবং তার কারখানায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি সবকিছু তৈরি হয়। লন্ডনের প্যাটেন্ট অফিসে সে কার্লির রেজিস্ট্রি করা নক্সা দেখেছে। সে সাথে সাথে তাদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছে। সে সমান সমান অংশীদারীত্বের প্রস্তাব দেয়। কার্লি তার বুদ্ধিবৃত্তিক উপাত্ত সরবরাহ করবে আর সে পুঁজির যোগান দেবে। কার্লি তার সাথে একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। পুঁজিপতি ছিল জার্মান, তাই সব কাগজপত্রই ছিল জার্মান ভাষায়। যদিও তার স্ত্রী একজন জার্মান ছিল সে চুক্তিপত্রের মামুলি কয়েকটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারেনি। সে ছিল একজন বন্ধুবৎসল, ভদ্র, জিনিয়াস কিন্তু ব্যবসায়ী না। আমি তখন পনের বছরের এক কিশোরী এবং কার্লি চুক্তিপত্রে সই করার আগে আমাকে কিছুই জানায়নি। সে যদি আমাকে বলতো তবে আমি তাকে সেটা পড়ে শোনাতে পারতাম। বাসার সবকিছু আমিই দেখতাম আর তাই টাকা-পয়সা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ভালোই ছিল। সে সম্ভবত ভেবেছিল যে আমি যদি চুক্তির কথা জানতে পারি তবে তাকে হয়ত নিরস্ত করতে চেষ্টা করবো, আর কার্লি ঝগড়া পছন্দ করতো না। সে সবসময়ে সোজা পথটাই বেছে নিত এবং এক্ষেত্রে সে আমাকে তাই বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানায়নি।' সে এপর্যন্ত বলে থামে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তারপরে বলার জন্য আবার নিজেকে প্রস্তুত করে।

'কার্লির নতুন পার্টনারের নাম ছিল গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্। কেবল একটাই পার্থক্য সে অংশীদার ছিল না, সে ছিল কোম্পানীর মালিক। শীঘ্রই কার্লি জানতে পারে যে সে কোম্পানী বিক্রি করে দিয়েছে এবং সাথে তার সমস্ত প্যাটেন্ট মীরবাখ্ মোটর ওয়ার্কসের কাছে নামমাত্র মূল্যে বেচে দিয়েছে। কার্লির একটা প্যাটেন্ট থেকে মীরবাখ্ রোটারী ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে এবং অন্য আরেকটা থেকে যুগান্তকারী ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যা মীরবাখের ভারী মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্লি আইনের সহায়তায় যা আইনসঙ্গতভাবে তারই সেটা ফিরে পেতে চেষ্টা করে, কিন্তু মীরবাখ্ চুক্তিপত্রে কোনো খুঁত না থাকায় কোনো আইনজীবিই তাকে কোনো সাহায্য করতে পারেনি।'

'কোম্পানী বিক্রির টাকা অচিরেই শেষ হয়ে আসে। আমি যতই বাঁচাবার কৃচ্ছতা সাধনের চেষ্টা করতাম, কার্লির চিকিৎসায় সব খরচ হয়ে যেত। ডাক্তারের ফি এবং ওষধপত্র... আমি আগে জানতাম না এসবের এত দাম। তারপরে আরো আছে গ্যাস বিল, বাড়ি ভাড়া এবং কার্লির গরম কাপড়। কার্লির পায়ের রক্তসঞ্চালন কম থাকায় তার পায়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগত কিন্তু কয়লার এত দাম। শীতকালে সে তাই পুরোটা সময় অসুস্থই থাকত। কয়েকমাস সে একটা কারখানায় ফোরম্যানের চাকরি করে কিন্তু অসুস্থতার জন্য কামাই বেশি হলে তারা তাকে বরখাস্ত করে। সে নতুন কোনো কাজ আর জোগাড় করতে পারেনি। আর এদিকে বিল, বিল আর অপরিশোধিত বিলের স্তূপ বাড়তেই থাকে।

'আমার ষোলতম জন্মদিনের দু'দিন পরে কার্লির আবার এ্যাটাক হয়। আমি দৌড়ে যাই ডাক্তার আনতে। তিনি ইতিমধ্যে বিশ পাউন্ডের বেশি পেতেন আমাদের কাছে, কিন্তু কার্লির প্রয়োজনে ড. সিমন্ডস কখনও আসতে দেরি করেননি। তাকে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি কার্লি তার পুরান শর্টগানটা মাথায় ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বহুবার আমি বন্দুকটা বেঁচে খাবার কিনতে চেয়েছি কিন্তু সে কখনও আমাকে সেটা বেচতে দেয়নি। আমি তার হা করে খুলে থাকা খুলির পাশে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি সে কেন কখনও বন্দুকটা বেচতে চায়নি। হুইলচেয়ারের পিছনে তার উদ্ভাবনকুশলী মস্তিষ্ক ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লেপটে ছিল। মুর্দাফরাস তার লাশ কবর দেবার জন্য নিয়ে গেলে পরে আমি দেয়াল থেকে দাগটা মুছে ফেলি।'

নিরব কান্নার দমকে তার দেহটা ফুলে ফুলে উঠে এবং লিওন তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোনো শব্দ খুঁজে পায় না। সে কেবল ইভার মাথায় ঠোঁট ঠেকিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে থাকে, যতক্ষণ না সে শান্ত হয়। 'ইভা, অনেক হয়েছে। তোমাকে বড্ড বেশি মাসুল দিতে হচ্ছে।'

'না, ব্যাজার। আজ আমার আবেগমুক্তির দিন। বহু বছর কথাগুলো আমি আমার ভেতরে চেপে রেখেছিলাম। এখন আমি বলতে পারি এমন একজনকে পেয়েছি। বিষ উগরে দেবার ফল ইতিমধ্যেই আমি অনুভব করতে শুরু করেছি।' ইভা ঘাড়টা কাত

করলে লিওনের চোখে কষ্ট জমা হতে দেখে। 'ওহ, আমি কেমন স্বার্থপরের মত আচরণ করেছি! আমি একবারও চিন্তা করিনি, এসব শুনতে তোমার কেমন লাগছে। আমি এখন আর কিছু বলব না।'

'না। তোমার যদি ভালো লাগে তবে বলো, সব কিছু বলে ফেলো। বলো। আমাদের দু'জনের জন্যই এটা একটা কঠিন অভিজ্ঞতা, কিন্তু এভাবেই কেবল আমি তোমাকে জানতে আর বুঝতে পারব।'

'তুমিই আমার প্রায়শ্চিত্তের পাথর।'

'বাকিটা এবার আমাকে বলো।'

'আর বেশী কিছু বলার জন্য বাকী নেই। আমি একা হয়ে পড়ি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জমান শেষ টাকাটুকুও খরচ হয়ে যায়। আমার কাছে বাড়ি ভাড়ার টাকাও ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। দিনে দুই শিলিং মজুরীতে আমি একটা কারখানায় শ্রমিকের কাজ নেই। কার্লির এক বন্ধু ছিল যার সাথে সে দাবা খেলতো, এখন সেই বন্ধু আর তার স্ত্রী আমাকে আশ্রয় দেয়। আমি যতটুকু পারতাম তাদের সাহায্য করতাম আর তার স্ত্রীকে বাচ্চাদের লেখাপড়া দেখতে সাহায্য করতাম।

'একদিন এক আগন্তুক আমার সাথে দেখা করতে আসে। সে ছিল এক অসাধারণ রূপসী মহিলা। সে আমাকে বলে যে সে আমার মায়ের ছেলেবেলার বন্ধু কিন্তু তারপরে আর তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সে সম্প্রতি আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছে এবং তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার মায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে আমাকে খুঁজে বের করবেই আর আমার সব ভার নেবে। তার দয়ালু আর বন্ধুসুলভ ব্যবহারের কারণে আমি কোনো প্রশ্ন না করেই তার সাথে যেতে রাজি হয়ে যাই।

'তার নাম ছিল মিসেস রায়ান আর লন্ডনে তার বাসাটা ছিল দেখার মতো। সে আমাকে একটা ঘরে থাকতে দেয় এবং নতুন কাপড়চোপড় কিনে দেয়। আমার শিক্ষার জন্য একটা টিউটর নিয়োগ করা হয় এবং নাচের জন্য আলাদা শিক্ষক ছিল। এক মহিলা সপ্তাহে দু'দিন আসত আমাকে আদব-কায়দা শেখাতে। ঘোড়ায় চড়া শেখাবার জন্যও আমার একজন শিক্ষক ছিল আর আমার ছিল নিজের একটা ঘোড়া, একটা ছোট টাট্টু ঘোড়া ওর নাম আমি দিয়েছিলাম হাইপেরিয়ন। সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো আমাকে জার্মান শেখাতে মিসেস রায়ানের একাগ্র অধ্যাবসায়। এ বিষয়ে সে ছিল দারুণ কঠোর। একাধিক শিক্ষক ছিল আমাকে জার্মান শেখাবার জন্য এবং আমি প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে সপ্তাহে ছয়দিন তাদের কাছে পাঠ নিতাম। আমার কাজ ছিল জোরে জোরে সবগুলো জার্মান খবরের কাগজ পড়া এবং শেষে সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করতে হতো। হোলি রোমান এম্পায়ার থেকে বর্তমান কালের জার্মান ইতিহাস জোরে জোরে আমাকে পড়ে তাদের শোনাতে হয়েছে। নিটশে, বাখ আর গ্যেটের লেখাও আমাকে সেভাবে পড়তে হয়েছে। এই ধরনের নিবিড়

শিক্ষার ফলে প্রথম বছরেই আমাকে জার্মানভাষী শিক্ষিত কোনো মেয়ে বলে চালিয়ে দেয়া যেত।

'মিসেস রায়ান ছিল আমার মায়ের মতো। আমার আর আমার পরিবারের অনেক কথাই তিনি জানতেন। তিনি আমাকে এমনসব ঘটনার কথা বলতেন যা আমি জানতাম না। তিনি জানতেন কিভাবে কার্লির সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং অটো ভন মীরবাখের কথাও তিনি আমাকে বলতেন। আমরা প্রায়ই তাকে নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনি আমাকে বলতেন সেই কার্লির হত্যাকারী যতই শর্টগানের ট্রিগারে তার আঙ্গুল থাকুক, আমি যদিও কখনও তাকে দেখিনি কিন্তু তার প্রতি একটা উদগ্র ঘৃণা আমার ভিতরে জমা হয়, এবং মিসেস রায়ান ধীরে ধীরে আমার বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলে। সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্বরত ছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তার কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করি, কিন্তু আমি তার সাথে প্রায়ই আলোচনা করতাম, আমরা কতটা ভাগ্যবান যে এমন সম্রাটের অধীনে বাস করছি এবং পৃথিবীতে নজিরবিহীন এক সাম্রাজ্যের আমরা নাগরিক। সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের কোনো কাজে আসার সুযোগ আমাদের স্বাগত জানান উচিত। আমাদের যেকোনো পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্ব আর দেশপ্রেমের খাতিরে যেকোনো আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সতত প্রস্তুত থাকতে হবে।

'আমি তার কথা অন্তরে ধারণ করে তার চাহিদার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করি। বাসার পরিচারিকা, শিক্ষক ছাড়া আর কারো সাথে আমাকে কখনও মেশার সুযোগ দেয়া হয়নি, ফলে নিজের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না বা অধিকাংশ পুরুষই যে আমার প্রেমে পড়তে বাধ্য।' সে কথা শেষ করে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। 'ওহ্ সোনা, আমাকে ক্ষমা করবে। আমি একদম অসভ্যের মত কথাটা বলে ফেলেছি।'

'না। একেবারেই না। নির্ভেজাল সত্যি কথা বলেছ। তোমার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। ইভা, এখন থেমো না, বলতে থাকো।'

'সৌন্দর্য্য আর কদর্যতা একই মুদ্রার দুটো দিক। পার্থক্য হল সৌন্দর্য্য বিলীন হয় এবং হয়ে কদর্যতার একটা ভিন্ন মাত্রায় পরিণত হয়। আমি নিজের সৌন্দর্য্যকে তাই খুব একটা গুরুত্ব দেই না কিন্তু অন্যরা দেয়। আমাকে পছন্দ করার পেছনের তিনটে কারণের ভিতরে এটা অন্যতম। দ্বিতীয় কারণ হল আমার মেধা।'

'আর তৃতীয় কারণ?'

'আমি চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি এবং আমি পরিত্রাণের জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'

'আমার কাছে ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর ধরনের চমকপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। আমার গা দেখো, শিউরে উঠছে।'

'আমার উনিশতম জন্মদিনে আমি একটা চমৎকার বলগাউন উপহার পাই। মিসেস রায়ান আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন প্রথমবারের মত আমি সেটা পড়ি। আমরা একসাথে দাঁড়িয়ে প্রমাণ সাইজের আয়নায় আমার নিজের দিকে তাকাই। সে বলে, 'ইভা, তুমি অপূর্ব সুন্দরী। "আমরা যা আশা করেছিলাম তুমি ঠিক ঠিক সেটাই হয়েছ।" তার কথা বলার ভঙ্গিতে কেমন একটা বেদনা আর খেদের সুর আমি সেদিন শুনতে পাই। আমি অবশ্য বেশিক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সুযোগ পাই না, আর তাছাড়া সেদিন ছিল আমার জন্মদিন আর আমি জানতাম না তারা আমাকে নিয়ে কি পরিকল্পনা করছে। তারপরে সে হেসে উঠলে বিষণ্নতা কোথায় হারিয়ে যায়। "আগামীকাল তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি," সে আমাকে বলে।' ইভা কথা থামিয়ে হেসে উঠে। 'একটা বিচিত্র জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল সেটা। মিসেস রায়ান আর আমি ট্যাক্সিতে করে হোয়াইট হলে একটা বাসায় যাই, চমকপ্রদ সরকারী ভবনগুলোর একটা। আমাদের জন্য চারজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিল। আমি ভেবেছিলাম অনেক ছেলেমেয়ে থাকবে সেখানে, কিন্তু হতাশ চোখে আমি দেখি চারটা বুড়ো লোক, যাদের ভিতরে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীর বয়সই চল্লিশ বছর হবে। তিনজনের পরনে চমকপ্রদ সামরিক পোষাক। তারা সম্ভবত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা হবে, কারণ তাদের তিনজনের পোষাকই বিভিন্ন স্মারকে ভরা ছিল। চতুর্থজন ছিল হাল্কাপাতলা অনেকটা অফিসের কেরানীর মত চেহারা। মিসেস রায়ান তাকে মি. ব্রাউন বলে পরিচয় করিয়ে দেন। টেবিলে তিনিই ছিলেন একমাত্র সিভিলিয়ান। তার পরনে ছিল কালো ফর্ক কোট আর হাই কলারের শার্ট।

'একটা বিশাল ঘরের মধ্যেখানে গোলাকার একটা টেবিলের চারপাশে আমরা রাতের খাবার খেতে বসি, আমাদের মাথার উপরে ঝুলছিল একটা বিশাল শ্যান্ডেলিয়ার। দেয়ালের কাঠের প্যানেলে বিভিন্ন যুদ্ধের দৃশ্যের তৈলচিত্র সজ্জিত– একটা ছবির কথা আমার মনে আছে ট্রাফালগারের যুদ্ধে *ভিক্টোরি*র ডেকে মৃত্যুপথযাত্রী এ্যাডমিরাল নেলসনের আরেকটা ছবিতে কোয়াট্রা ব্রাসে ওয়েলিংটন আর তার সাথীরা, নেপোলিয়নের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছে। গ্যালারীতে যন্ত্রীদল বাজনা বাজাতে থাকলে তিন সামরিক কর্মকর্তাই পর্যায়ক্রমে আমার সাথে নাচে। আর নাচার সময়ে তারা আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন আমি আসামী।

'আমার মনে নেই সেদিন খাবারের মেন্যু কি ছিল, কারণ আমি এত নার্ভাস ছিলাম যে আমার খিদেই নাই হয়ে গিয়েছিল। একজন পরিচারক আমার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দেয় কিন্তু মিসেস রায়ান নিষেধ করলে আমি সেটা ছুঁয়েও দেখিনি। ডিনার শেষ হলে চারজন নিচুস্বরে নিজেদের ভিতরে কি যেন আলোচনা করে আমি শুনতে পাইনি, তারপরে মনে হয় তারা কোনো একটা বিষয়ে একমত হয়েছে, কারণ তারা সকলেই মাথা নাড়ছিলো আর দেখে মনে হয় কোনো একটা কারণে তারা দারুণ খুশী হয়েছে।

অনুষ্ঠানটা শেষ হয় দায়িত্ব আর দেশপ্রেমের উপরে মি. ব্রাউনের একটা ভাষণের মাধ্যমে। আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

'দু'দিন পরে মি. ব্রাউনের সাথে আমার আবার দেখা হয়, এবার অনেক গতানুগতিক পরিবেশে। হোয়াইট হলের আরেকটা অংশে পুরান কাগজ আর ফাইলে ঠাসা ছাতাধরা একটা অফিসরুমে। তিনি দয়ালু আর পৈতৃব্যিক। তিনি আমাকে বলেন, আমি সেই সৌভাগ্যবান যাকে বৃটেনের নিরাপত্তা আর স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাদেশের উপরে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছে এবং শীঘ্রই বিভিন্ন জাতির ভিতরে তা সংঘাতের রূপ ধারণ করবে। আমি বুঝতে পারছিলাম না এর সাথে আমার কি সম্পর্ক এবং তার বাকি সব কথাই আমি এককান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্যকান দিয়ে বের করে দেই, যতক্ষণ না সে গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের নাম উচ্চারণ না করে। আমার মনোযোগ সাথে সাথে তার কথায় নিবদ্ধ হয়। তিনি আমাকে বলেন সম্রাট আর দেশের জন্য স্মরণীয় একটা কাজ করার সুযোগ আমার সামনে রয়েছে এবং সেইসাথে গ্রাফ অটোর কারণে আমার আর আমার বাবার প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতি সামান্য হলেও সুবিচার করা। আমাকে যা করতে হবে তা হলো তার কাছ থেকে নানা তথ্য আদায় করা যা কিনা ভবিষ্যতে বৃটেনের স্বার্থের জন্য জরুরী বলে পরিগণিত হতে পারে।'

সে আবার হেসে উঠে আর এবার তার চোখও হাসে। 'ব্যাজার, ব্যাপারটা চিন্তা করতে পার? আমি এত নভিস আর নিষ্পাপ মেয়ে ছিলাম যে আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে আমি তাকে তার গোপন কথা বলতে রাজি করাব। আমি প্রশ্নটা সোজা মি. ব্রাউনকে করলে তার চেহারায় একটা রহস্যময় অভিব্যক্তি দেখা যায় এবং তিনি মিসেস রায়ানের সাথে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করেন। "আমাদের কথা মত কাজ করতে রাজি হলে সেটা আমরাই তোমাকে শিখিয়ে দেব," তিনি শেষ পর্যন্ত কোনোমতে বলেন।

'আমার আজও মনে আছে আমি তাকে কি বলেছিলাম "অবশ্যই আমি কেবল জানতে চাইছি কিভাবে।"' সে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সোজা উঠে বসে এবং বেগুনী চোখের গভীর দৃষ্টিতে লিওনের দিকে তাকায় যা সে প্রায় পূজা করে। 'প্রায় একবছর পরে আমি তাদের পছন্দ করা চরিত্রে কাজ করার জন্য শয়তানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হই। আমাকে গ্রাফ অটোর সব কিছু জানান হয় কেবল তার গোপন কথা ছাড়া, যেটা আমি তার কাছ থেকে জানব। তখনই আমি জানতে পারি দশ বছর হল স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা হচ্ছে না, কিন্তু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক হবার কারণে তারা কেউই ডিভোর্স দিতে পারবে না। ফলে একবার আমার মারণ মোহে আক্রান্ত হবার পরে জোর করে সে আমাকে বিয়ে করতে পারবে না।' রূপকা নিজে বলে সে নিজেই হেসে ফেলে। 'মি. ব্রাউন আর মিসেস রায়ান আমাকে গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের সামনে টোপ হিসাবে উপস্থিত করে। বার্লিনে অবস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের এক সামরিক

কর্মকর্তার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন হয়, উইসক্রিচের শিকারে আমি আমন্ত্রিত হই। আমাকে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং সেটা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছি,' কথাটা সে সাধাসিধে কণ্ঠে বললেও, গোলাপের পাপড়ির উপরে এককণা শিশির বিন্দুর মত তার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু জমে উঠে। 'গ্রাফ অটো ভন মীরবাখের সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন আমি একজন কুমারী, এবং এই সেদিনও আমার মন আর আত্মা তাই ছিল। সোনা, আমি আর বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না কারণ আমি বললেও সেটা শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।'

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপরে ইভাই আবার কথা শুরু না করে থাকতে পারে না। 'এখন বল আমার সম্বন্ধে সবকিছু জানার পরে, এখন কি তুমি আমাকে ঘৃণা করবে?'

তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার চেহারায় কেমন একটা আতঙ্কিত ভাব ফুটে উঠে। সে দু'হাত বাড়িয়ে তার মুখটা আলতো করে তুলে ধরে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকায়, যাতে সে যা বলতে যাচ্ছে সেটা মেয়েটা দেখতে পায়। 'তোমার কোনো কাজই বা ভবিষ্যতের কোনো কিছুর কারণে আমি কখনওই তোমাকে ঘৃণা করতে পারব না। তুমি তোমরা মন আমার সামনে উজাড় করেছ আর আমি সেখানে কেবল সৌন্দর্য্য আর ভালোবাসাই খুঁজে পেয়েছি। তোমার মনে রাখা উচিত তুমি যখন আমাকে দেখ তখন কোনো সাধুর দিকে তুমি তাকাও না। তুমিই না আমাকে বলেছিলে যে আমরা দু'জনেই সৈনিক। আমি দায়িত্ব জ্ঞান করে মানুষ খুন করেছি আর তোমার মতই আমি এমনসব কাজ করেছি যার জন্য আমি লজ্জিত। এসব আসলে কোনো ব্যাপার না। আসল কথা হল আমরা দু'জনে একসাথে আছি এবং আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।' কথাটা শেষ করে সে তার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দেয়।

অবশেষে তার মুখে হাসি ফুটে। 'তোমার কথাই ঠিক। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি এবং আমরা পরস্পরের জন্য আছি। এটাই আসল কথা।'

আনটার ডেন লিনডেনের পুরোটা দৈর্ঘ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মিছিলে ভরে গিয়েছিল। মিছিলের শুরুটা ব্র্যানডনবুর্গ প্রাসাদে পৌছালে শেষ মাথাটা তখনও বুলেভার্দের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করেনি। একটা বিষণ্ন ভিজে দিন এবং বৃষ্টি উপেক্ষা করে শোকার্ত জনতায় রাস্তা ভরে গিয়েছিল, এক এক সারিতে দশজন করে লোক। মেয়েদের কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। এক নিঃসঙ্গ ড্রামার ডেথ মার্চ বাজিয়ে চলেছে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটা পুরো স্কোয়াড্রন মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের ঘোড়ার খুর পাথুরে রাস্তায় বোল তুলে আর নিস্তেজ সূর্যরশ্মি তাদের উদ্যত তরবারিতে প্রতিফলিত হয়। শোকার্ত জনতার প্রথম সারিতেই ইভা দাঁড়িয়েছিল। তার বাহুর পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত কালো চামড়ার দস্তানা হাতে আর মাথার টুপিতে কালো অস্ট্রিচের

একটা পালক গোজা। একটা নেটের কালো পর্দা তার চোখ আর মুখের উপরের অংশ ঢেকে রেখেছে।

কামানবাহী যে শকটে কফিনটা বহন করা হচ্ছে তার সামনে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম কালো চার্জারে উপবিষ্ট হয়ে সবার আগে রয়েছেন। তার মাথায় একটা চকচকে স্পাইকড হেলমেট যার স্ট্র্যাপটা সোনার এবং তার কালো আলখাল্লা কাঁধের পেছন থেকে ঘোড়ার পশ্চাদদেশের উপরে পড়ে রয়েছে। তার অভিব্যক্তি দারুণ বিষাদময়, বিয়োগান্তক। কালো ঘোড়ার একটা চমৎকার দল কামানবাহী শকটটা টেনে নিয়ে যায়। শকটের উপরে অবস্থিত কফিনটা বিশাল আর স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি যাতে করে শোকার্ত জনগণ সহজেই অটো ভন মীরবাখের মৃতদেহ দেখতে পায়। রোমান সম্রাটের মত তাকে সাজান হয়েছে মাথায় পাতার মুকুট শোভা পায় এবং তার বিশাল দুই হাতের পাঞ্জায় একটা *অ্যাসেগাই* শোভা পায়। ফলাটা তার বুকের উপরে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত। তার দাঁতের মাঝে একটা কিউবান চুরুট বেখাপ্পাভাবে কেউ গুজে দিয়েছে।

অনাবিল আনন্দ আর স্বস্তির আবেশ ইভাকে আপ্লুত করে। অটো শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে এবং লিওনের কাছে যেতে এখন আর কোন বাঁধা নেই। স্ফটিকের কফিনে শুয়ে হঠাৎ অটো একচোখ খুলে সরাসরি তার দিকে তাকায় এবং নিখুঁত একটা ধোঁয়ার রিঙ নির্গত করে। ইভা হাসতে শুরু করে, পাগলের মত হেসেই চলে এবং আনটার ডেন লিনডেনের পুরোটায় পাগলা ঘন্টি বেজে উঠে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম ঘোড়ার পিঠ থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। তারপরে তিনি ঘোড়াটা তারদিকে নিয়ে এসে স্যাডলের উপর থেকে ঝুঁকে আসে তাকে ভৎর্সনা করতে। 'ইভা, ঘুম থেকে উঠ!' সে কঠোর স্বরে তাকে বলে। 'চোখ খোলো, তুমি স্বপ্ন দেখছো!'

'অটো মারা গেছে!' সে তাকে উত্তর দেয়। এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এখন তারা আমাকে যেতে দেবে। আমি এখন মুক্ত। সবকিছু চুকে গেছে।'

'চোখ খোলো, সোনা,' কাইজার ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে এসে তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে। ঘটনা হল সে জার্মানীর সম্রাট আর বেশ কয়েকবারই নানা পার্টিতে তার সাথে আলাপ হলেও এমন পরিচিতের মত ব্যবহার তার কাছে আশা করা যায় না। সে এবার রেগে যায়। কতবড় সাহস ব্যাটার, তাকে কিনা বলে 'ডার্লিং'!

'আমি লিওনের ডার্লিং আর কারো না!' সে রুষ্টকণ্ঠে কথাটা বলেই উঠে বসে। লিওন একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছে বলে লনসনইয়ো পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত কুঠিরের ভেতরটা বেশ আলোকিত যাতে সে তার মুখটা দেখতে পায় এবং তার চোখে মুখের উদ্বিগ্নতা এবার তার নজরে পড়ে। 'অটো মারা গেছে,' সে আবার তাকে বলে।

'ইভা, তুমি স্বপ্ন দেখছো।'

'ব্যাজার, আমি সত্যিই দেখেছি সে মারা গেছে।' সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে বক্তব্যটা হজম করতে। 'আমার স্বপ্ন যদি সত্যি নাও হয় কল্পনা হয়ে থাকে, যদি সে এখনও কোথাও জীবিত থাকে, প্রাণবন্ত আর নিশ্বাস নিচ্ছে, আমার কাছে সে মৃত। তার আর কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। আমি আর তাকে ঘৃণাও করি না। এখন আমি যখন তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, তখন এসব অনাবশ্যক অনুভূতির আর কোনো মূল্য নেই আমার কাছে, ঘৃণা আর প্রতিশোধ এসব এখন মূল্যহীন।'

সে তার দিকে ঝুঁকলে সে তাকে আলিঙ্গন করে এবং শক্ত করে জড়িয়ে থাকে। 'আমরা দু'জনে একসাথে এসব কদর্যতা পরিবর্তিত করে সুন্দর আলোকময় কিছু সৃষ্টি করবো,' সে কথা দেয়।

'আমাকে তুমি লুসিমা মায়ের কাছে নিয়ে যাবে?' ইভা ফিসফিস করে জানতে চায়। 'তুমি প্রথমবার যখন তার কথা বলেছ, তখনই আমার মনে হয়েছে আমি তাকে অনেকদিন থেকেই চিনি। আমার কেন জানি মনে হয় তার সাথে আমার কোনো আত্মার সম্বন্ধ রয়েছে। আমি জানি আমাদের সুখী হবার চাবিকাঠি তার কাছেই রয়েছে।'

'কাল আলো ফোটার সাথে সাথে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় তার কাছে যাব।'

ম্যানইয়রো আর লইকত লিওনকে সাবধান করল যে, পাহাড়ের এদিকটা অনেক বেশি খাড়া এবং সংকীর্ণ ঘোড়ার পক্ষে। তখন সে ইসমায়েল আর সহিসকে নিচে পাঠিয়ে দেয় যাতে তারা দক্ষিণের পরিচিত আর সহজ রাস্তা দিয়ে ঘোড়াগুলো উপরে নিয়ে আসতে পারে।

তারা রওয়ানা হলে, লিওন, ইভা আর দুই মাসাই জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে। প্রতি পদক্ষেপেই উপরে উঠাটা কষ্টকর হয়ে উঠে। কিছু কিছু স্থানে তারা বাধ্য হয় সংকীর্ণ বের হয়ে থাকা পাথরের উপর দিয়ে পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করতে, যেখান দিয়ে একবারে একজন লোকই কেবল যেতে পারবে আর উচ্চতা প্রতি পলে পলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। জলপ্রপাতের বেশির ভাগ অংশই পাথরে লুকান কিন্তু অন্তত দু'বার তারা বাধ্য হয়ে দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষে চললে পানির উপরে সূর্যের আলোর ঝলকানির অপরূপ দৃশ্য তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। জলের ধারা তাদের পাশ দিয়ে রূপার একটা চাদরের মত নিচের দিকে ছড়িয়ে গেছে, তাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে। পাথুরে দেয়াল আর তাদের পায়ের নিচের মেঝেতে পাতলা শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। তাদের উর্ধ্বমুখী যাত্রা ক্রমশই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে।

সূর্য মধ্যগগনে পৌঁছালে তারা চূড়ার সমতল ভূমিতে শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়। ম্যানইয়রো আর লইকত গাছের ছায়া খুঁজে এবং বিশ্রাম আর নস্যি নেবার জন্য সটান শুয়ে পড়ে। লিওন ইভার হাত ধরে কিনারার দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে তারা

শূন্যে পা ঝুলিয়ে বসে। লিওন, তারা যে পাথরের উপরে গিয়ে বসে সেখান থেকে ভেঙে আসা তার হাতের মুঠির আকৃতির একখণ্ড পাথর নিয়ে সেটা কিনারার উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করে। তারা মুগ্ধদৃষ্টিতে কোনো পাথর স্পর্শ না করে সোজা তিনশো ফিট পর্যন্ত তার অবাধ পতন তাকিয়ে দেখে।

নিচের জলাশয়ে পাথরটার ক্ষুদ্র আলোড়ন প্রায় চোখেই পড়ে না। তারা কেউই কোনো কথা বলে না। তাদের মনে হয় এমন অসাধারণ পরিবেশে যত কথাই বলা হোক তা অপ্রতুল। অবশেষে ম্যানইয়রো তাদের ডাকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা উঠে দাঁড়ায় এবং বিশাল দিগন্তের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'লুসিমা মায়ের *ম্যানইয়াত্তা* আর কত দূরে?' লিওন অধৈর্য্য কণ্ঠে জানতে চায়।

'আর বেশি দূর না,' লইকত উত্তর দেয়। 'সূর্যাস্তের আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

'বেশি না, আর মাইল বিশেক হবে,' লিওন হেসে বলে। 'চলো যাওয়া যাক।' দুই মাসাই বুনো আগাছাপূর্ণ পথ নির্দ্বিধায় চিনে নিয়ে দুলকি চালে এগিয়ে যেতে থাকে। কারো কোথাও পৌঁছাবার কোনো তাড়া নেই এবং তিনজন পুরুষই রিফট ভ্যালীর পরিবেশ থেকে একদম আলাদা চারপাশে বৃক্ষরাজি চোখ ভরে দেখে এগোতে থাকে। ইভা এই প্রথম পাহাড়ে এসেছে, তাই বৃক্ষরাজি আর পর্ণশাখা তাকে স্বাভাবিক কারণেই বিমোহিত করে। বৃষ্টিপ্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের বনাঞ্চলের বৃক্ষের উঁচু শাখা থেকে রঙিন ফেস্টুনের মত ঝুলে থাকা পুষ্পিত অর্কিড তাকে বিমোহিত করে এবং কলোবাস বানরের বাদরামি দেখে তার হাসি যেন আর বাধ মানতেই চায় না। একবার তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে বড় প্রাণীর একটা দল ধুপধাপ শব্দ তুলে পালাতে থাকলে তারা দাঁড়িয়ে দেখে।

'মোষের পাল,' ইভার নিরব প্রশ্নের উত্তরে সে বলে। 'বেশ কিছু দানব এই কুয়াশাঘেরা উচ্চতায় বাস করে।'

একবার একটা খাড়া গিরিকন্দরে তারা নেমে আসে এবং অন্যপাশ দিয়ে বেয়ে উঠে একটা বৃক্ষশূন্য সমতল জমিতে অনেকটা পোলো মাঠের মতো উপস্থিত হয়। মাঠের এক প্রান্ত সহসা কয়েকশো ফিট খাড়া নেমে গেছে। খোলা জায়গাটার শেষে যেখানে আবার জঙ্গল শুরু হয়েছে সেখানে দুটো লাল এ্যান্টিলোপ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কাঁধে আড়াআড়িভাবে দুধের মত সাদা দাগ এবং কানগুলো বিশাল অনেকটা ট্রাম্পেটের মতো। তাদের শিং প্যাঁচান আর বিশাল, মাথাটা সাদা। 'ওমা, কি সুন্দর দেখতে!' ইভা চেঁচিয়ে উঠে এবং তার বাজখাই গলার স্বরে বেচারারা জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচে। অবাক করার ব্যাপার হল তাদের চলাচলে গাছের একটা পাতাও কাঁপে না। 'ওগুলো কি ছিল?'

'বঙ্গো,' লিওন তার তৃষ্ণা নিবারণ করে। 'আমাদের সব প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিরল আর লাজুক প্রজাতি।'

'আমি আগে বুঝিনি তোমাদের এই দেশটা এত সুন্দর!'

'আর সেটা তুমি কখন বুঝতে পারলে সুন্দরী?' তার উৎসাহ দেখে সে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করে।

'আমি তোমার আর এই দেশটার প্রেমে বোধহয় একসাথেই পড়েছি।' সে হেসে উঠে। 'আমি এদেশটা কখনও ছেড়ে যেতে চাই না। ব্যাজার, আমরা এখানেই বসবাস করতে পারি না?'

'কি চমৎকার আইডিয়া,' সে মুখে বললেও ইভা ঠিকই তার চোখে বিভ্রান্তি লক্ষ করে।

'কি হয়েছে সোনা?' সে জানতে চায়।

'এটা!' সে হাতের একটা আন্দোলনে তাদের সামনের খোলা প্রান্তরটা দেখায়। তারপরে সে জায়গাটার দৈর্ঘ্য বরাবর পায়ের ধাপ গুনে আর তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে করতে হাঁটতে থাকে। ইভা লক্ষ করে কোনো স্থানেই আগাছার দৈর্ঘ্য তার হাঁটু অতিক্রম করে না। সহসা সে ক্লান্ত আর গরম বোধ করে। সে একটা গাছের গুড়ি খুঁজে বের করে আয়েস করে সেখানে বসে ব্যানডানা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে। খোলা জায়গাটার দূরবর্তী প্রান্তে লিওন দুই মাসাইয়ের সাথে গভীর আলাপে মগ্ন এবং সে নিশ্চিত এই অস্বাভাবিক খোলা প্রান্তেরের তাৎপর্য নিয়ে তারা আলোচনা করছে। কিছুক্ষন পরে লিওন তার কাছে ফিরে আসে। 'কি খুঁজে পেলে? সোনা না হিরে?' ইভা হাল্কা খোঁচা দিয়ে বলে।

'লইকতের ভাষ্য তার দাদা মকুবা মকুবার সময়ে মাসাইদের দেবতা রুষ্ট হয়ে গোত্রের লোকদের নিজের ক্ষোভ প্রদর্শন করতে আগুনের গোলা ছুড়ে মেরেছিলেন। সেদিন থেকে কোনো গাছপালা আর এখানে জন্মেনি।'

'আর তুমিও সেটা বিশ্বাস করলে?' ইভা প্রশ্নবোধক স্বরে জানতে চায়।

'অবশ্যই না,' লিওন উত্তর দেয়, 'কিন্তু লইকত সেটাই বিশ্বাস করে আর সেটাই আসল।'

'এই খালি প্রান্তরটা তোমাকে কেন এত আগ্রহী করে তুলেছে?'

'কারণ এই জায়গাটা একটা প্রাকৃতিক অবতরণক্ষেত্র, ইভা সোনা। আমি যদি ঐ মাথার লম্বা গাছগুলোর মাঝ দিয়ে উড়ে আসতে পারি তাহলে *বাম্বলবি*কে টোস্টের উপরে মধু মাখাবার মত করে এখানে নামিয়ে আনতে পারব।'

'আর আমার বীর প্রেমিক, এমনটা করার চিন্তা হঠাৎ তোমার মাথায় কেন আসল?'

'বিমান চালনার এই একটা জিনিসই আমার অপছন্দ,' সে উত্তর দেয়। 'প্রতিবার বিমান উড্ডয়নের পরেই ভাবতে হয় ঘোড়ার ডিমটাকে কোথায় নামাব। আমি তাই সম্ভাব্য সব অবতরণ ক্ষেত্রই হিসাবের ভিতরে রাখার অভ্যেস গড়ে তুলেছি। আমার হয়ত এটার কোনো দরকার হবে না, কিন্তু কখনও যদি প্রয়োজন হয় আমার ধারণা জরুরী কোনো কারণেই হবে।'

'কিন্তু তাই বলে এই পাহাড়ের উপরে? তোমার কি মনে হয় না তুমি একটু বেশিই খুঁজছো? তুমি কেন বিমান এখানে অবতরণ করাবে তার একটা সঙ্গত কারণ বলতে পারলে আমি এখনই তোমাকে একটা চুমু দেবো।'

'একটা চুমু? বেশ ভালো টোপই দিয়েছো।' সে মাথার টুপি নামিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল। 'ইউরেকা! পেয়েছি!' সে চেঁচিয়ে উঠে। 'আমাদের মধুচন্দ্রিমার সময়ে আমি তোমাকে এখানে শ্যাম্পেন পিকনিকের জন্য নিয়ে আসতে পারি।'

'এদিকে এসো, চালু ছেলে, তোমার চুমু নিয়ে যাও!'

তারা উন্মুক্ত প্রান্তরটা থেকে নামতে শুরু করলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রক্তের মত উষ্ণ হওয়ায় তারা কোথাও থামবার কথা চিন্তাও করে না। এক ঘন্টা পরে, সহসাই বৃষ্টি যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল তেমনিভাবেই থেমে যায় এবং সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। একই সময়ে দূর থেকে ঢোলের শব্দ ভেসে আসে।

'কি উত্তেজনাময় শব্দ!' ইভা ঘাড় কাত করে শুনতে থাকে। 'আফ্রিকার প্রাণস্পন্দন যেন এই ঢোলের শব্দ। কিন্তু এই ভরদুপুরে হঠাৎ ঢোলে বাড়ি পড়ছে কেন?'

লিওন দ্রুত ম্যানইয়রোর সাথে আলাপ করে তাকে কারণটা বলে। 'তারা আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।'

'কিন্তু আমরা তো কাউকে বলিনি যে আমরা আসছি।'

'লুসিমা জানে, আমরা আসছি।'

'তোমার আরেকটা রসিকতা?' সে জানতে চায়।

'এবার অন্তত না। কোনো কোনো সময় আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার আগেই সে জেনে যায় যে আমরা আসছি।'

ঢোলের শব্দ যেন তাদের দ্রুত চলতে আহ্বান করে এবং তারাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। জঙ্গল থেকে তারা যখন বের হয়ে আগুন আর গোবরের গন্ধ পায় সূর্য ততক্ষণে অনেক নিচুতে নেমে এসেছে আর কেমন ধোয়াটে বর্ণ ধারণ করেছে। তারপরে তাদের কানে নানা কণ্ঠস্বর আর গরুর ডাক ভেসে আসে এবং তারপরেই ম্যানইয়াত্তার বৃত্তাকার ছাদ দেখতে পায় এবং লাল শুখা পরিহিত একটা মিছিল স্বাগত সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

মিছিলটা তাদের ঘিরে ফেলে এবং হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে তুলে গ্রামে নিয়ে যায়। তারা সবচেয়ে বড় কুঠিরটার দিকে এগিয়ে গেলে অন্যরা আর তাদের সাথে আসে না, এবং লিওন আর ইভাকে কুঠিরের সামনে একলা রেখে নিরবে প্রস্থান করে।

'এখানেই কি সে থাকে?' ইভা সম্ভ্রমমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ,' সে তার হাত অধিকারসুলভ ভঙ্গিতে আঁকড়ে ধরে। 'আমাদের কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠায় রেখে তারপরে সে দর্শন দেবে। লুসিমা এসব নাটুকেপনা বেশ উপভোগ করে।'

তার কথার ভিতরেই লুসিমা বড় কুঠিরটার সদর দরজায় আবির্ভূত হলে ইভা তাকে দেখে চমকে উঠে। 'সেতো দারুণ সুন্দরী আর প্রায় যুবতীই বলা চলে। আমিতো ভেবেছিলাম কুৎসিত কোনো বুড়ি হবে।'

'মা আমি তোমাকে দেখছি,' লিওন তাকে স্বাগত জানিয়ে বলে।

'ম'বোগো, বাছা আমার, আমিও তোমাকে দেখছি,' লুসিমা উত্তর দেয় বটে কিন্তু সে তার সম্মোহনী কালো চোখে ইভার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে রাজকীয় আভিজাত্যে সে তার দিকে এগিয়ে যায়। ইভা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, লুসিমা তার দিকে এগিয়ে যায়। 'তোমার চোখের রঙ ফুলের মত,' সে বলে। 'আমি তোমাকে মউয়া বলে ডাকব– যার মানে "ফুল"।' তারপরে সে লিওনের দিকে তাকায়। 'হ্যাঁ, মবোগো,' সে মাথা নাড়ে। 'আমি আর তুমি এর কথাই আলোচনা করেছিলাম। তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছো। সেই তোমার মেয়েমানুষ। এখন তাকে আমি এতক্ষণ যা বললাম– পুরোটা বলো।'

অনুবাদ শুনে ইভার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'ব্যাজার, তাকে বলো যে বিশেষ করে তার আশীর্বাদের জন্য আমি এখানে এসেছি।'

সে কথামতো কাজ করে।

'সেটা আমি তোমাকে যথাসময়ে দেব,' লুসিমা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। 'কিন্তু বাছা, আমি দেখছি তুমি মাতৃহীনা, কোনো একটা দুরারোগ্য রোগে তিনি মারা গেছেন।'

ইভার মুখ থেকে হাসি মুছে যায়। 'সে আমার মায়ের কথা জানে?' সে ফিসফিস করে লিওনকে জিজ্ঞেস করে। 'এখন আমার বিশ্বাস তোমার সব কথা বিশ্বাস হল, তুমি আমাকে আগে যা বলেছিলে।'

লুসিমা দু'হাত বাড়িয়ে ইভার মুখটা দু'হাতে তার মসৃণ তালুতে উঁচু করে ধরে। 'ম'বোগো আমার ছেলের মতো আর তাই তুমি আমার মেয়ে হও। পূর্বপুরুষের কাছে তোমার যে মা চলে গেছে আমি তার স্থান নেব। এখন আমি তোমাকে এক মায়ের আশীর্বাদ দিচ্ছি। সুখী হও যা এখনও তোমার অধরা রয়ে গেছে।'

'তুমিই আমার মা, লুসিমা মা। আমি তোমাকে মেয়ে হিসাবে একটা চুমু খেতে পারি?' ইভা জানতে চায়।

লুসিমার হাসিটা এতই আন্তরিক যে মনে হয় আঁধার ফিকে হয়ে যায়। 'আমাদের মাঝে যদিও এই প্রথার প্রচলন নেই কিন্তু আমি জানি মজুনগুদের মাঝে ভক্তি আর শ্রদ্ধা এভাবেই দেখান হয়ে থাকে। হ্যাঁ, বাছা তুমি আমাকে চুমু দিতে পার। আমিও তোমাকে পাল্টা চুমু দেব।' লাজুক ভঙ্গিতে ইভা তার সান্নিধ্যে আসে। 'ফুলের মতই তোমার দেহের সুগন্ধ,' সে বলে।

'আর তোমার গায়ে মাটির সোঁদাগন্ধ,' লিওনের অনুবাদ শোনার পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইভা বলে।

'তোমার হৃদয়ে কেবল কাব্যধারা,' লুসিমা বলে, 'কিন্তু তুমি আহত এবং এর গভীরতায় বিপর্যস্ত। তোমার জন্য আমরা যে কুঠিরটা তৈরি করেছি তোমার এখন সেখানে বিশ্রাম নেয়া উচিত। লনসনইয়ো পাহাড়ের এই আশ্রয়ে হয়ত তোমার ক্ষত নিরাময় হবে এবং তুমি আবার আগের মতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

লুসিমার ভৃত্যরা তাদের যে কুঠিরের সামনে নিয়ে আসে সেটা সদ্য নির্মিত। ভেতরের আবহাওয়া পবিত্র করতে যে আগুনে যেসব লতাগুল্ম পোড়ান হয়েছে তার গন্ধ এখনও বিদ্যমান আর মেঝেটা তাজা গোবর দিয়ে নিকানো। ভেতরে হাড়ি ভর্তি মুরগীর মাংস, সিদ্ধ সব্জি আর রুটি রাখা এবং তাদের খাওয়া শেষ হলে ভৃত্যের দল পশুর চামড়া বিছিয়ে শোবার আয়োজন করে আর দুটো কাঠের বালিশ পাশাপাশি রেখে দেয়। 'তোমরাই প্রথম এ ঘরে ঘুমাবে। তোমাদের আগমনের ফলে আমরা যেমন আনন্দিত তোমরাও যেন তেমনই আনন্দিত হও,' তাদের ঘরে রেখে চলে যাবার আগে তারা বলে।

সকালে ভৃত্যের দল আবার আসে। এবার ইভাকে নিয়ে যাবার জন্য এবং তারা তাকে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আলাদা জলাশয়ে নিয়ে আসে। গোসল শেষ হলে তারা ফুল দিয়ে তার চুল বেঁধে দেয়। তারপরে তারা একটা আনকোরা নতুন *শুখা* নিয়ে এলে সে পুরান নোংরা কাপড় পরিত্যাগ করে। হাসির লহর বইয়ে যেন সে একটা সুন্দর বাচ্চামেয়ে, তারা তাকে রোমান টোগার মত *শুখা* পরতে শেখায়। তারপরে, খালিপায়ে তারা তাকে সেই বিশাল গাছের নিচে নিয়ে আসে, যেখানে লুসিমা তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। লিওনও সেখানে রয়েছে এবং তারা তিনজন দই আর পরিজ দিয়ে সকালের নাস্তা করে।

খাবারের পরে বাকি সকালটা তারা গল্পগুজব করে কাটায়। ইভা আর লুসিমা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে বসে এবং কিছুক্ষণ পর পরই দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তাকায়। তাদের ভিতরের পারস্পরিক সমঝোতা এতটাই প্রবল যে লিওনের অনুবাদ অনেক সময়ই বাড়তি বলে মনে হয়, কারণ তারা ভাষার অতীত কোনো একটা অনুভূতির সাহায্যে মনের ভাব আদান-প্রদান করে।

'তুমি অনেকদিন ধরেই নিঃসঙ্গ,' লুসিমা আলাপের একটা পর্যায়ে হঠাৎ বলে।

'হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই আমি নিঃসঙ্গ,' সে কথাটা বলেই লিওনের দিকে তাকায় এবং হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বলে, 'কিন্তু এখন আর না।'

'নিঃসঙ্গতা– পানি যেমন পাথরকে ক্ষয় করে তেমনি করে মানুষের আত্মাকে বিনাশ করে।' লুসিমা মাথা নাড়ে।

'আমি কি আবারও নিঃসঙ্গ হব, মা?'

'তুমি ভবিষ্যৎ জানতে চাও, তাই না মউয়া?' সে বলে।

ইভা মাথা নাড়ে। 'তোমার ছেলে ম'বোগো বলেছে তুমি আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাও।'

'সে একজন পুরুষ, আর পুরুষের কাজই হল সবকিছুকে সরল করে দেখা। ভবিষ্যৎ মোটেই সহজ কোনো ব্যাপার না। উপরে তাকাও।' ইভা বাধ্য মেয়ের মত ঘাড় কাত করে উপরে আকাশের দিকে তাকায়। 'পুষ্প, কি দেখতে পাও?'

'আমি দেখছি মেঘ।'

'তাদের রঙ আর গড়ন কেমন?'

'অসংখ্য আকৃতি আর রঙ তাদের, আমার চোখের সামনেই তা বদলে চলেছে।'

'ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ঠিক একই কথা খাটে। নানা বিন্যাস সে নিতে পারে আর আমাদের প্রাণবায়ুর প্রবাহের সাথে সাথে তার সুরে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।'

'তার মানে আমার আর ম'বোগোর ভাগ্যে কি লেখা আছে সেটা তুমি বলতে পারবে না?' ইভার ছেলেমানুষী হতাশা দেখে লুসিমা হেসে ফেলে।

'আমি মোটেই সে কথা বলিনি। মাঝে মাঝে অন্ধকারের পর্দা উঠে যায় আর আমি সামনে কি ঘটতে চলেছে তার একটা ঝলকমাত্র দেখতে পাই, কিন্তু পুরোটা দেখার সাধ্য আমার নেই।'

'মা, মিনতি করি, আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে বলো। বলো সেখানে তুমি সুখের কোনো ঝলক দেখতে পাও কিনা,' ইভা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে।

'আমাদের সবেমাত্র পরিচয় হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তোমার সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না। আমি যখন তোমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করতে পারব তখনই সম্ভবত আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভালোমতো বলতে পারব।'

'ওহ মা! আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।'

'তোমার কি তাই মনে হয়? আমি হয়ত তোমাকে ভালোবেসে ফেলব আর তখন হয়ত আমি তোমাকে বলবো না আমি কি দেখেছি।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ভবিষ্যৎ সবসময়ে উজ্জ্বল হয় না। আমি যদি এমন কিছু দেখি যা শুনলে তোমার মন খারাপ হবে, তেমন কিছু কি তুমি শুনতে চাইবে?'

'আমি কেবল একটা বিষয়ে জানতে চাই, ম'বোগো আর আমি কি আজীবন একসাথে কাটাতে পারব?'

'আমি যদি বলি যে না, পারবে না, তখন তুমি কি করবে?'

'আমি তাহলে মারা যাব,' ইভা নির্দ্বিধায় বলে।

'আমি চাই না যে তুমি মারা যাও। তুমি খুব ভালো আর সুন্দর একটা মেয়ে। তা আমি যদি দেখি যে ম'বোগো আর তুমি ভবিষ্যতে একসাথে থাকবে না, তখন কি আমি তোমাকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলবো?'

'মা, বিষয়টা তুমি ভয়ানক জটিল করে তুলছো।'

'জীবনটাই জটিল। কোনো কিছুই নির্ধারিত না। আমরা কেবল আমাদের আয়ু সম্বল করে তাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারি।' সে ইভার মুখের দিকে তাকিয়ে, সেখানে দুঃখ দেখতে পেলে তার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠে। 'আমি তোমাকে এতটুকু এখনই বলতে পারি। তুমি আর ম'বোগো যতদিন একসাথে থাকবে তোমরা সত্যিকারের সুখী হবে। কারণ তোমাদের হৃদয় এই দুটো গাছের মত সম্পর্কিত।' সে একটা পুরান লতাগাছের দিকে ইঙ্গিত করে যা প্রাচীন গাছটা অবলম্বন করে অজগর সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। 'লক্ষ করেছ লতাগাছটাও কেমন করে নিজের অজান্তে গাছটার অংশে পরিণত হয়েছে। দেখেছো একজন কিভাবে অন্যজনকে পুষ্ট করছে। তুমি চাইলেই তাদের আলাদা করতে পারবে না। তোমাদের দু'জনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা এমনই।'

'তুমি যদি আমাদের নিকট ভবিষ্যতে কোনো বিপদ দেখতে পাও তবে কি তুমি আমাদের সে বিষয়ে সাবধান করবে না? মামা, এতবড় অন্যায় আমাদের সাথে কোরো না।'

লুসিমা কাঁধ ঝাঁকায়। 'হয়ত বলব, যদি আমার মনে হয় তাতে তোমার উপকার হবে। ওসব কথা বাদ দাও, সূর্য মধ্যগগনে চলে এসেছে। সকালটা আমরা কথা বলে কাটালাম। বাছারা এখন যাও। দিনের বাকী সময়টুকু নিজেরা একত্রে কাটাও আর সুখী হও। আমরা আগামীকাল আবার কথা বলব।'

দিন এভাবেই কাটতে থাকে, লুসিমার সহৃদয় সহযোগিতা আর নির্দেশনায়, ইভার ভিতরে জমা হওয়া ভয় আর অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে কেটে যায় এবং সে সুখ আর সন্তুষ্টির এমন একটা জগতে বিচরণ কওে, যার উপস্থিতি সম্পর্কেই সে এতদিন সন্দিহান ছিল।

'আমি জানতাম এখানে আমাকে আসতে হবে, কিন্তু আসবার আগে বুঝিনি কেন? লনসনইয়ো পাহাড়ে কাটান এই সময়গুলো হিরকখণ্ড সমতুল্য। যাই ঘটুক না কেন, এই দিনের কথা আমার আজীবন মনে থাকবে,' সে লিওনকে বলে।

গ্রামে আসবার পাঁচদিন পরে ইসমায়েল দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে নিচের সমভূমি থেকে ঘোড়া নিয়ে উপরে আসে। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ঘুরে আসার কারণে তার সময় এত বেশি লেগেছে। ইভাকে *শুখা* পরিহিত অবস্থায় খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে বেচারী মর্মে মারা যায়। 'আপনার মত মহান এবং সুন্দরী মহিলার এইসব বর্বর কাফেরদের মত পোষাক পরা মোটেই উচিত হয়নি,' সে ফরাসী ভাষায় তাকে কঠোরভাবে বকা দিয়ে বলে।

'কেন, কি হয়েছে!, *শুখা* পরতে আমার বেশ ভালোই লাগছে আর তাছাড়া আমরা পরনের কাপড় সব ত্যানা হয়ে গিয়েছিল,' সে তাকে বলে।

তাকে হতবিহ্বল দেখায়। 'আমি অন্তত আপনাকে সভ্য কিছু খাওয়াতে পারব, মাসাইদের এসব অখাদ্য আর আপনাকে খেতে হবে না।'

দিনগুলো এমন স্বপ্নের মত কাটতে থাকে যে তারা একটা পর্যায়ে সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের মত তারা হাত ধরাধরি করে লনসনইয়োর মায়াবী বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। ছোটখাট চমকপ্রদ যাই তাদের সামনে পড়ুক– দুর্দান্ত লেজবিশিষ্ট খুদে সানবার্ড বা বিশাল শৃঙ্গবিশিষ্ট গুবরে পোকা যার গায়ের বর্মের মত আবরণ হাঁটার সময় খড়মড় শব্দ করে– বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের দুশ্চিন্তা আরও কমিয়ে দেয়। লিওন প্রথমবার যখন তাকে দেখেছিল, সে তার সত্যিকারের প্রকৃতি একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে মাঝে মাঝে হাসতে দেখা যেত এবং উচ্ছ্বলতা প্রায় কখনই প্রকাশ পেত না। কিন্তু এখন তারা যখন একা এবং পাহাড়ের আশ্রয়ে নিরাপদ সে বিষণ্নতার মুখোশ খুলে ফেলে তার সত্যিকারের প্রকৃতির দীপ্তি বেরিয়ে আসতে দিয়েছে। তার হাসি আর উচ্ছ্বলতা লিওনের কাছে তার সৌন্দর্য্য বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যতটা সময় পারা যায় একসাথে থাকতে চেষ্টা করে। সামান্য সময়ের অনুপস্থিতি দু'জনের কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে তার প্রথমেই মনে হয়, অটো মারা গেছে আর কেউ জানে না তারা এখানে লুকিয়ে আছে। তারা এখানে নিরাপদ এবং আর কেউ তাদের দু'জনের মাঝে আসবে না।

এমন কি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা সত্ত্বেও যখন ইসমায়েলের কফির ভাড়ার খালি হয়ে পড়ল, সে এই দুঃসংবাদ তাদের জানালে ব্যাপারটা তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। 'এতে তোমার কিছু করার নেই। হে নবীর পেয়ারের উম্মত। পাপপুণ্যের খাতায় এজন্য তোমার নামের পাশে কোনো পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে না।' লিওন তাকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু ইসমায়েল বিষণ্ন চিত্তে বিড়বিড় করতে করতে কাজে ফিরে যায়।

গ্রামের সকলেই তাদের পছন্দ করে, তারা যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যায় হেসে মাথা নাড়ে, ইভার জন্য ছোটখাট উপহার, আখের টুকরো, বুনো অর্কিডের তোড়া, পাখির পালকের তৈরি ছোট হাতপাখা বা তাদের বানান পুঁতির মালা নিয়ে আসে। তাদের ভালোবাসায় লুসিমা যেন তাদের মতই আনন্দিত। প্রতিদিন অনেকটা সময় সে তাদের সাথে একত্রে কাটায়, নিজের জ্ঞান আর অনুভূতির কথা তাদের সাথে আলোচনা করে।

বৃষ্টিপাত শুরু হলে রাতের বেলা তারা একে অন্যের আলিঙ্গনে শুয়ে ছাদে বৃষ্টির বোল শুনে, ফিসফিস করে, হাসে এবং নিজেদের প্রেমের বলয়ে নিরাপদ বোধ করে। তারপরে একটা সময় বৃষ্টিপাত শেষ হলে লিওন অনুধাবন করে জলপ্রপাতের পাশের সংকীর্ণ পথ দিয়ে চূড়ায় আগমনের পরে প্রায় দু'মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। সে যখন কথাটা ইভাকে বলে সে হেসে তাকে আশ্বস্ত করে। 'ব্যাজার, কেন আমাকে এসব কথা বলছো? সময় আর কোনো দাগ কাটতে পারবে না যতক্ষণ আমরা একসাথে আছি। আমরা আজ কি করবো?'

'লইকত ঈগলের বাচ্চা দেবার জায়গা চিনে, এখান থেকে বেশি দূরে না, শেবার জলপ্রপাতের কাছে পাহাড়ের চূড়ার ওপাশে জায়গাটা। মানুষের ইতিহাসের সূচনা পর্ব থেকেই ঈগল বংশ পরম্পরায় সেখানে বাসা তৈরি করে আসছে। বছরের এই সময়ে বাসায় পাখির ছানা দেখতে পাওয়া যায়। তুমি কি সেখানে গিয়ে পাখির বাচ্চা দেখতে আগ্রহী?'

'ওহ্, হ্যাঁ, ব্যাজার, কখন যাব আমরা!' জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রতিশ্রুতি শুনে বাচ্চা মেয়ে যেমন লাফিয়ে উঠে, ঠিক তেমনিভাবে খুশীতে সে হাততালি দেয়। 'ফিরে আসবার সময়ে আমরা তাহলে সেই জলাশয়ে গিয়ে আরও একবার তার মোহনীয় পানিতে সাঁতার কাটতে পারব!

'সেটাতো অনেকদিনের পথ। আমরা তাহলে বেশ কয়েকদিন বাইরে থাকবো।'

'সময়ের পরোয়া কে করে?'

পাহাড়ের চওড়া অংশ দিয়ে তিনদিনের সহজ পথ তারা অতিক্রম করে, গিরিকন্দর এখানে গভীর আর এবড়োথেবড়ো, জঙ্গল অনেক ঘন আর প্রতি পদেই তাদের জন্য বিস্ময়ের পসরা সাজিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পাহাড়ের খাড়া পিঠের প্রান্তে বসে এবং তাদের অনেক নিচে একজোড়া ঈগলকে সাবলীল ভঙ্গিতে উড়তে দেখে, পরস্পরকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকার পাশাপাশি বাসায় থাকা শাবকের উদ্দেশ্যে নানা শব্দ করে, তাদের জন্য খাবার হিসাবে শিকার করা প্রাণীর দেহ নিয়ে এসেছে, খরগোশ এবং শজারু, বানর এবং নানা রকম তৃণভোজী পাখির দেহ তাদের তীক্ষ্ণ নখের থাবা থেকে ঝুলে রয়েছে।

অবশ্য, ঈগলের বাসা তারা যেখানে বসে রয়েছে, সেখানের বাড়তি পাথুরে উপাশ্রয়ের আড়ালে লুকান রয়েছে। ইভা হতাশ হয়, 'আমি ঈগলের বাচ্চা দেখতে চাই। লইকত নিশ্চয়ই এমন কোনো সুবিধাজনক জায়গা চেনে যেখান থেকে বাসায় উঁকি দেয়া যাবে। ব্যাজার, ওকে বলো না?' সে অস্থিরভাবে বসে মাআআতে তাদের আলোচনা শুনে যার এক বর্ণও তার বোধগম্য হয় না।

লিওন অবশেষে মাথা নাড়তে নাড়তে তার দিকে ফিরে। 'সে বলছে নিচে নামার একটা পথ আছে কিন্তু সেটা সংকীর্ণ আর বিপজ্জনক।'

'ওকে বলো পথটা আমাদের দেখাতে। সে এতদূর আমাদের নিয়ে এসেছে এই কথা বলে যে পাখির বাচ্চা দেখতে পাব এখন আমি তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিচ্ছি না।' লইকত তাদের পাহাড়ের কিনারা দিয়ে একটা পাথরের ফাটলের কাছে নিয়ে আসে। সে তার *অ্যাসেগাই* মাটিতে শুইয়ে রেখে ভিতরে প্রবেশ করে। ফাটলটা দিয়ে কোনোমতে লিওন তার বিশাল দেহটা নিয়ে ঢুকতে পারে। ভিতরে প্রবেশ করার আগে সে তার হল্যান্ড রাইফেলটা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখে এবং ফাঁকা স্থান দিয়ে কোনোমতে ভিতরে প্রবেশ করে। ইভা তার *শুখার* লম্বা ঝুল কোমরে গুড়ে নিয়ে তাদের পিছন পিছন ভেতরে প্রবেশ করে।

আধো অন্ধকারে তারা প্রায় উল্লম্ব একটা প্রাকৃতিক শুঁড়িপথ দিয়ে নামতে থাকে বাইরের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভেতরটা সামান্য আলোকিত তারা কোনোমতে হাত আর পা রাখার স্থান দেখতে পায়। তারপরে, ধীরে ধীরে, তাদের চোখ অন্ধকারে সয়ে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত তারা একটা সরু ফাটল দিয়ে একটা খোলা স্থানে বের হয়ে আসে। ফাটলটা তারা পাথরের উপরে যেখানে বসে ছিল ঠিক তার নিচে নিয়ে এসেছে। অবশ্য, ঈগলের বাসার এখনও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু ঈগল ঠিকই নিজের বাসার উপরে তাদের বের হয়ে আসতে দেখে চিৎকার শুরু করে দেয়, ক্রুদ্ধ হলুদ চোখের গনগনে দৃষ্টি নিয়ে তারা তাদের কাছ দিয়ে উড়ে যায়, আতঙ্ক আর উদ্বেগে তারা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে।

তারা যেখানে বের হয়ে এসেছে সেই জায়গাটা আশঙ্কাজনক রকমের সংকীর্ণ, তারা তাই তাদের পিঠ পাহাড়ের দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে আড়াআড়িভাবে এগোতে থাকে, সহসা তাদের পায়ের নিচের পাহাড় প্রশস্ত হয়ে উঠে। লইকত মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে কিনারা দিয়ে নিচে উঁকি দেয়, তারপরে ইভার দিকে তাকিয়ে মিচকি হাসি দিয়ে তাকে তার পাশে আসতে বলে। সে সতর্কতার সাথে হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে যায় এবং নিচে তাকায়। 'ঐ যে ওখানে!' সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠে। 'ওহ, ব্যাজার, তাড়াতাড়ি এসো, দেখে যাও!'

সে তার পাশে শুয়ে একহাত দিয়ে ইভার কাঁধ আঁকড়ে ধরে থাকে। তাদের ঠিক ত্রিশ ফিট নিচে ঈগলের বাসা রয়েছে, পাথরের ফাটলে গোজা শুকনো ডালপালার একটা বিশার চাতাল। উপরটা একটা থালার মত, চারপাশে সবুজ পাতা আর শিকড়বাকর দিয়ে ঘেরা। উপরিতলের ঠিক মধ্যেখানে দুটো ঈগলের ছানা দুর্বল পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, এত বাচ্চা যে মাথাটাও ঠিকমতো তুলতে পারছে না। তাদের ধূসর দেহের তুলনায় ঠোঁটটা বেখাপ্পা ধরনের বড় এবং ডিমের শক্ত খোলস ভেঙে বের হয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত ঠোঁটের ডগার আকর্ষি তখনও খসে পড়েনি।

'কি নপুসপু রকমের কুৎসিত। দেখো কি সুন্দর বিশাল দুধ-সাদা চোখ।' ইভা কথাটা বলেই আঁৎকে উঠে মাথা নাড়ায়। তাদের চারপাশের বাতাস বিশাল ডানার ঝাপটায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। ক্রোধে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করতে প্রথমে মা ঈগল পরে বাবাটা তাদের দিকে ধেয়ে আসে, নিজেদের বাসা আর ছানাদের রক্ষা করতে ক্ষুরধার নখের থাবা প্রসারিত করা।

'মাথা নিচু করে থাকো,' লিওন সতর্ক করে দেয়, 'নতুবা ঐ নখের খোঁচা খেতে হবে। একদম নড়াচড়া করবে না। চুপ করে থাকো।' তারা পাথুরে তাকে টানটান হয়ে শুয়ে রয়। ধীরে ধীরে ঈগলের ক্রোধ আর আক্রমণ করার প্রবণতা প্রশমিত হয়, যখন তারা বুঝতে পারে তাদের বাচ্চাদের জন্য কোনো হুমকি নেই। অবশেষে মা পাখিটা তার বাসায় ফিরে আসে এবং সেখানে অবতরণের পরে নিজের বিশাল ডানা গুটিয়ে নেয়, এবং বুকের কাছে শাবকদের গুঁজে নেবার আগে দাঁড়িয়ে চারপাশে সতর্ক একটা

দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। উপরের পাথুরে তাকে লিওন আর ইভা ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা কওে, একদম নড়াচড়া না করলে পাখির ঝাঁক আরও স্বাভাবিক হয়ে আসে, এবং অবশেষে তারা তাদের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক আচরণ শুরু করে।

এত সুন্দর বন্য পাখিকে এতটা কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা বিশেষ করে নিজের কচি ছানার যত্ন নেয়া, তাকে খাওয়াতে দেখার আমেজটাই আলাদা। লিওন আর ইভা দিনের বাকি সময়টা সেখানেই সেই পাথুরে তাকে কাটিয়ে দেয়। অবশেষে সূর্য অস্ত গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সেখান থেকে বিদায় নেয়। ম্যানইয়রো আর লইকতের তৈরি করা যেনতেন ধরনের রাতের ক্যাম্পের আয়োজন সম্পন্ন হলে তারা একটা কম্বলের নিচে শুয়ে রাতটা পার করে।

'আমি আজকের দিনটার কথা কখনও ভুলব না,' ইভা ফিসফিস করে বলে।

'আমাদের একসাথে কাটান প্রতিটা দিনই অবিস্মরণীয়।'

'তুমি আমাকে কখনও আফ্রিকা থেকে দূরে নিয়ে যাবে না, কথা দাও!'

'আমাদের বাসা এখানেই,' সে সম্মতি জানায়।

'ঈগলের ঐ খুদে শাবকগুলো দেখে আমার কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছে।'

'এটা মেয়েদের একটা সাধারণ অনুভূতি, একে সন্তান বাৎসল্য বলে,' লিওন তাকে মৃদু খোঁচা দিয়ে বলে।

'ব্যাজার, আমাদেরও নিজেদের ছেলেমেয়ে হবে, তাই না?'

'তুমি কি এখন এই মুহূর্তের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'না, মানে আমি ঠিক জানি না,' হার মেনে নিয়ে সে বলে, 'কিন্তু আমরা হয়ত সে জন্য মহড়া শুরু করতে পারি। তোমার কি মনে হয়?'

'আমার ধারণা তুমি একটা দারুণ প্রতিভাবান মেয়ে। খামোখা এতক্ষণ সময় আমরা নষ্ট করলাম!'

লুসিমার গ্রামে তাদের ফিরে আসাটা ছিল একটা আনন্দদায়ক ঘরে-ফেরার অভিজ্ঞতা। রাখাল ছেলের দল দূর থেকেই তাদের দেখতে পায় এবং চিৎকার করে গ্রামবাসীকে খবরটা জানালে তারা সদরবলে গ্রামের বাইরে এসে হাসি আর গানে তাদের স্বাগত জানায়। বিশাল গাছটার নিচে লুসিমা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। সে ইভাকে আলিঙ্গন করে এবং নিজের ডান-পাশে বসায়। লিওন একটা টুল নিয়ে তার অন্য পাশে বসে এবং মা-বেটির পারস্পরিক অনুভূতিজাত বোঝাপড়ায় ছেদ পরলে সে তখন দোভাষির ভূমিকা পালন করে। কথার মাঝে একবার হঠাৎ সে থেমে যায় এবং মাথা তুলে নাক কুচকে বাতাসে শ্বাস নেয়। 'এই সুগন্ধিটা কিসের?' বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে, সে জানতে চায়।

'কফি!' ইভা খুশীতে চেঁচিয়ে উঠে। 'সুস্বাদু, মজাদার কফি!' এক হাতে ধুমায়িত কফি পট অন্য হাতে দুটো মগ নিয়ে ইসমায়েল তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার মুখে বিশ্বজয়ের হাসি। 'তুমি দেখছি অসম্ভব সম্ভব করতে জান!' ইভা ফরাসি ভাষায় তার প্রশংসা করে বলে। 'এই একটা জিনিস হলেই আমার জীবনটা পূর্ণতা পাবে।'

'আমি আপনার সুন্দর পোষাক আর জুতোও নিয়ে এসেছি যাতে আপনাকে কাফেরদের এই পোষাক আর পরতে না হয়।' চোখেমুখে চরম বিরক্তি আর অসম্মতির একটা বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে সে ইভার পরনের *শুখা*টা দেখায়।

'ইসমায়েল!' লিওনের কণ্ঠ আশঙ্কায় তীক্ষ্ণ শোনায়। 'আমরা যখন ছিলাম না, তখন কি তুমি কফি আর মেমসাহিবের কাপড় আনতে নিচে পার্সির ক্যাম্পে গিয়েছিলে?'

'*ন*ডিও, বাওয়ানা।' ইসমায়েল গর্বিত কণ্ঠে কথাটা বলে হাসে। 'আমি আমার গাধার পিঠে চড়ে চারদিনে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি।'

'কেউ কি সেখানে তোমাকে দেখেছে? ক্যাম্পে সে সময় আর কে কে ছিল?'

'বাওয়ানা হেনী কেবল ছিল ক্যাম্পে।'

'তুমি কি তাকে বলেছো যে আমরা কোথায় আছি?' সে জানতে চায়।

'হ্যাঁ, সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো,' ইসমায়েল উত্তর দেয়। তারপরে লিওনের মুখের অভিব্যক্তি দেখে তার মুখ শুকিয়ে যায়। 'ইফেন্দি আমার কি কিছু ভুল হয়েছে?'

লিওন তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নিজের ক্রোধ প্রশমিত আর তাকে ছাপিয়ে উঠা আতঙ্ক আর আশঙ্কা প্রশমিত করতে। তারপরে সে আবার তার দিকে তাকালে সেখানে কোনো অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। 'ইসমায়েল, তুমি যা করেছো ভালো মনে করেই করেছো। তোমার আগে তৈরি করা কফির মতই এই কফিরও জুড়ি মেলা ভার।' কিন্তু ইসমায়েল তার ইফেন্দিকে ভালো করেই চিনে তাই সে তার কথা শুনে মোটেই আশ্বস্ত হয় না। রান্নাঘরে ফিরে যাবার সময়ে কোথায় সে ভুল করেছে সে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে।

ইভা লিওনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, হাত কোলের উপরে পরস্পরকে আঁকড়ে রয়েছে। 'মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে, তাই না?' তার কণ্ঠস্বর শান্ত আর মৃদু শোনালেও তার চোখ আশঙ্কার মেঘে থমথমে হয়ে থাকে।

'আমাদের এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হবে না,' লিওন গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বলে এবং পশ্চিমে তাকায় সূর্য ইতিমধ্যেই দিগন্তরেখার নিচে নেমে গেছে। 'আমাদের এই মুহূর্তেই রওয়ানা দেয়া উচিত, কিন্তু আজ রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে আমি পাহাড়ী পথে যাবার ঝুঁকি নিতে চাই না। কাল সকালে আলো ফোটার সাথে সাথে আমরা রওয়ানা দেব।'

'ব্যাজার কি হয়েছে?' ইভা ঝুঁকে তার হাত নিজের কোলে টেনে নেয়।

'আমরা যখন ঈগলের বাসা দেখতে গিয়েছিলাম, ইসমায়েল তখন পার্সির ক্যাম্পে গিয়েছিল রসদ নিয়ে আসতে। হেনী ডু রান্ড ক্যাম্পে ছিল। ইসমায়েল তাকে বলেছে আমরা কোথায় আছি। হেনীর কোনো ধারণা নেই যে তোমার আমার সম্পর্কের কারণে পুরো পরিস্থিতি কতটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ইভা, কোনো সুযোগ নেয়া ঠিক হবে না। গ্রাফ যদি বেঁচে থাকে তবে সে তোমাকে খুঁজতে এখানে আসবেই।'

'কিন্তু সোনা, গ্রাফ মারা গেছে।'

'সেটা তোমার ধারণা, কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই। তারপরে আরও আছে হোয়াইট হলে তোমার প্রাক্তন প্রভুরা। তারা যদি জানতে পারে তুমি কোথায় আছ তবে তারাও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। আমাদের পালাতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমরা যদি কোনোমতে একটা বিমান নিতে পারি, তাহলে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে দার এস সালামে পৌঁছাতে পারব, সেখান থেকে জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা। একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে নাম বদলে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়াটা খুব একটা মুশকিল হবে না।'

'আমাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই,' সে মনে করিয়ে দেয়।

'পার্সির কল্যাণে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি কি আমার সাথে যাবে?'

'অবশ্যই।' কোনো দ্বিধা না করেই সে উত্তর দেয়। 'এখন থেকে তুমি যেখানে যাবে, সেটাই হবে আমার গন্তব্য।'

লিওন তার দিকে তাকিয়ে ভুবনভোলান হাসি হাসে। 'আমার জান, একটা লক্ষ্মী মেয়ে।' সে তারপরে লুসিমার দিকে তাকায়। 'মা, আমাদের যেতে হবে।'

'হ্যাঁ,' সে সাথে সাথে সম্মতি জানায়। 'আমি এটা আগেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের বলতে পারিনি।'

ইভা কিভাবে যেন বুঝতে পারে লুসিমার কথা। 'মা, অদৃষ্টের পর্দার আড়াল সরিয়ে কি তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছো,' সে ব্যগ্রকণ্ঠে জানতে চায়।

লুসিমা মাথা নাড়লে, সে কথা চালু রাখে। 'আমাদের বলবে না কি দেখেছো?'

'খুব বেশি কিছু দেখতে পাইনি, এবং পুষ্প তার সামান্য তোমার শোনার উপযুক্ত।'

'যাই হোক, আমি শুনতে চাই। তুমি হয়ত এমন কিছু দেখেছো যা আমাদের পথ দেখাতে পারবে।'

লুসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তোমার যা ইচ্ছা, কিন্তু আমি তোমাকে সতর্ক করে দেবো।' সে হাততালি দিলে তার পরিচারিকার দল দৌড়ে তার কাছে এসে হাঁটু ভেঙে বসে। লুসিমার আদেশ শুনে তারা দৌড়ে তার কুঠিরে যায় এবং লুসিমার আনুষঙ্গিক নিয়ে ফিরে আসার মধ্যে সূর্য পুরোপুরি অস্ত গিয়ে গোধূলির আলোও ম্লান হয়ে এসেছে। মেয়েরা জিনিসপত্র তার হাতের কাছে রেখে একটা ছোট অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। সে একটা

ছোট চামড়ার বটুকা খুলে ভেতর থেকে শুকনো লতাগুল্ম বের করে। যজ্ঞের একটা মন্ত্র পড়ে সে সেগুলো আগুনে ছুড়ে দিলে একটা ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় চারপাশটা ভরে যায়। মেয়েরা একটা মাটির পাত্র নিয়ে এসেছিল, তারা সেটা এবার তার সামনে আগুনের উপরে রাখে। পাত্রটা কানায় কানায় একটা তরল দ্বারা পূর্ণ যাতে আগুনের শিখা আয়নার মত প্রতিফলিত হয়।

'এসো আমার পাশে বসো।' সে ইভা আর লিওনকে উদ্দেশ্যে করে বলে। পাত্রটার চারপাশে তারা লুসিমার সাথে একটা বৃত্ত তৈরি করে বসে। লুসিমা তরলের ভিতরে হাড়ের তৈরি একটা পানপাত্র ডুবিয়ে সেটা তাদের দু'জনকে পর্যায়ক্রমে পান করতে দেয়। তিক্ত তরলটা তারা দু'জনে পান করতে পাত্রের বাকিটা লুসিমা নিজে গলধঃকরণ করে।

'আয়নার দিকে তাকাও,' সে আদেশ দিলে তারা পাত্রের দিকে তাকায়। তাদের প্রতিকৃতি তরলের উপরে ভেঙে ভেঙে যায় কিন্তু দু'জনেই এর বেশি কিছু দেখে না। লুসিমা মৃদুকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলে পাত্রের ভিতরের তরল টগবগ করে ফুটতে শুরু করে এবং উঠতে থাকা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে তার চোখ ছলছল করতে থাকে। অবশেষে সে যখন পুনরায় কথা বলে উঠে তার কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেসে আর কর্কশ শোনায়: 'দু'জন শত্রু আছে, একজন পুরুষ একজন মহিলা। তারা তোমাদের ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করার সর্বাত্মক প্রয়াস নেবে।'

ইভা যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে উঠে, তারপরে চুপ হয়ে যায়।

'আমি ভদ্রমহিলার হাতে রূপালি পতাকা দেখতে পাচ্ছি।'

'ইংল্যান্ডের মিসেস রায়ান,' লিওন তাকে অনুবাদ করে শোনালে সে ফিসফিস করে বলে। 'তার মাথায় সামনের দিকের চুলে রূপালি একটা ছাপ রয়েছে।'

'লোকটার কেবল একটাই হাত।'

পাত্রের উপর দিয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকায় কিন্তু লিওন মাথা নাড়ে। 'আমি জানি না লোকটা কে হতে পারে। মা আমাদের বলো, আমাদের এই দুই শত্রুর অভিপ্রায় কি সফল হবে?'

লুসিমা গুঙিয়ে উঠে যেন ব্যথা পেয়েছে। 'আমি এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আকাশ ধোঁয়া আর অগ্নিশিখায় ভরা। পুরো পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। পুরো বিষয়টা আবছা, কিন্তু আমি একটা রূপালি মাছ দেখতে পাচ্ছি অগ্নিশিখার উপরে যা প্রেম আর সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বয়ে আনবে।'

'মা, এটা কি মাছ?' লিওন জানতে চায়।

'দয়া করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করো,' ইভা অনুরোধ করে, কিন্তু লুসিমার চোখ পরিষ্কার হয়ে সেখানে প্রাণ ফিরে আসে।

'আর কিছু নেই,' সে কণ্ঠে খেদ ফুটিয়ে বলে। 'পুষ্প আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এসব শুনতে তোমার মোটেই ভালো লাগবে না।' সে সামনে ঝুঁকে এবং

মাটির পাত্র উল্টে, ভেতরের তরল আগুনে ঢেলে দিলে, হিসহিস শব্দে একটা ধোঁয়ার মেঘ উঠে আগুনটা নিভে যায়। 'যাও এখন গিয়ে বিশ্রাম করো। লনসনইয়ো পাহাড়ে আজই তোমাদের শেষ রাত আগামী বহু বহু দিনের জন্য।'

লিওন তাদের কুটিরে শুতে যাবার আগে ইসমায়েল আর দুই মাসাইকে নির্দেশ দেয় পরদিন ভোরে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে যাত্রার বাকি সবকিছু আয়োজন সম্পন্ন করে রাখতে বলে।

রাতটা শান্ত এবং নিরব কিন্তু তবুও থেকে থেকে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে এক অজানা আশঙ্কায় সহজাত অনুভূতিতে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। আশেপাশের বনে পাখিরা ভোরের আগমনে ডাকাডাকি শুরু করলে এবং দেয়ালের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে ভোরের আলো প্রবেশ করলে তারা বেপরোয়া আবেগে পরস্পরকে ভালোবাসে যার উপস্থিতি তারা আগে কখনও অনুভব করেনি; আবেগের একটা ঝড়ো দমকা প্রবাহ যেটা বয়ে যাবার পরে তারা পরস্পরের বাহুতে এলিয়ে থেকে কাঁপতে থাকে, তাদের নগ্ন শরীর ঘামে জবজব করে হৃৎপিণ্ড ঘোড়ার বোল তুলে ছুটতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে তারা যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় লিওন ফিসফিস করে বলে, 'যাবার সময় হয়েছে, সোনা। তৈরি হয়ে নাও।'

সে কথাটা বলে উঠে দাঁড়ায় এবং কাপড় পরে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বাইরে বের হয় এবং সটান হয়ে দাঁড়ায়। তার চারপাশে জঙ্গল তখনও অন্ধকার। শুকতারা আকাশে তখনও বিরাজমান এবং অন্ধকার আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছে। আলো মাত্র ফুটতে শুরু করেছে এবং চারপাশ আবছা দেখা যায়। ইভা তার পেছন পেছন কুটির থেকে বের হয়ে এসে তার পাশে দাঁড়ালে সে তার কাছে একটা হাত রাখে। সে তাকে কি যেন বলতে যাবে এমন সময় সে লোকগুলোকে দেখতে পায়। প্রথমে মনে করে তারা বোধহয় তারই লোকজন, কারণ তারা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।

বনের ধারে অন্ধকারে তারা অপেক্ষা করেছিলো, এখন আলো ফুটতে তাদের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং তারা কাছাকাছি এলে সে দেখে সাতজন রয়েছে দলটায়। পাঁচজন *আসকারি* এবং দু'জন অফিসার। তাদের সবার মাথায় স্লাউচ হ্যাট আর পরনে খাকি উর্দি। *আসকারি*দের সবার কাঁধে রাইফেল ঝুলছে, অফিসারদের সাথে কেবল পিস্তল রয়েছে। বয়স্ক অফিসার তার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামে এবং তাকে উপেক্ষা করে ইভাকে অভিবাদন জানায়।

'আঙ্কল পেনরড, আমাদের কিভাবে খুঁজে পেলেন? পার্সির ক্যাম্পে কি আপনার লোক ছিল যে ইসমায়েলকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছে?'

পেনরড মাথা নাড়েন। 'অবশ্যই।' সে পুনরায় ইভার দিকে তাকায়। 'সুপ্রভাত, ইভা। লন্ডন থেকে মিসেস রায়ান আর মি. ব্রাউনের পাঠান একটা মেসেজ আমি নিয়ে এসেছি।'

ইভা কুঁকড়ে যায়। 'না!' সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে। 'অটো মারা গেছে আর তারসাথে সব শেষ হয়েছে।'

'গ্রাফ অটো মীরবাখ্ মারা যায়নি। আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি, অল্পের জন্য সে এযাত্রা বেঁচে গিয়েছে। গ্যাস গ্যাঙরিনে তার বাম হাতে পচন ধরায় ডাক্তাররা সেটা কেটে বাদ দিয়েছে এবং তার অবশিষ্ট অংশ কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করেছে। গ্রাফ অনেকদিন কোমায় ছিল। সত্যি কথা বলতে সম্প্রতি অতি সম্প্রতিই কেবল তার জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ব্যাটা গ্রানাইটের মত শক্ত আর হাতির চামড়ার মত কষ্টসহিষ্ণু। সে এখনও ভীষণ দুর্বল কিন্তু সে তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছে এবং তোমার অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে আমি একটা গাজাখুরি গল্প বানিয়ে বলে তাকে আপাতত শান্ত করেছি। আমার ধারণা বেচারা তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে আর আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে যাতে তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠান হয়েছে তুমি সেটা সম্পন্ন করতে পার।'

লিওন তাদের মাঝে এসে দাঁড়ায়। 'সে কোথাও যাবে না। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি এবং লোকালয়ে ফিরে যাওয়া মাত্রই আমরা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি।

'লেফটেন্যান্ট কোর্টনী, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমি তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আমাকে সম্বোধন করার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে "স্যার" বা "জেনারেল"? এখন এই মুহূর্তে সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।'

'স্যার, সেটা আমি হতে দিতে পারি না। আমি তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে দেব না।' লিওন একগুঁয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'ক্যাপ্টেন!' পেনরড তার কাঁধের উপর দিয়ে হাঁক দিলে তরুণ অফিসার চৌকষ ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে আসে।

'স্যার?' সে বলে। লিওন কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারে কিন্তু অন্যসব কারণে বিচলিত থাকায় তার এক মুহূর্ত সময় লাগে চিনতে যে সেটা এডি রবার্টস, ফ্রগি স্নেলের চ্যালা।

'এই অবাধ্য লোকটাকে গ্রেফতার কর।' পেনরড গম্ভীর মুখে আদেশ দেয়। 'বাধা দিলে তার ডান হাটুতে গুলি করবে।'

'স্যার! ইয়েস স্যার!' এডি খুশীতে ঘোতঘোত করে উঠে। হোলস্টার থেকে সে তার ওয়েবলি স্কট সার্ভিস রিভলবার বের করলে লিওন তার দিকে এগিয়ে যায়। এডি একপাশে সরে গিয়ে রিভলবারের হ্যামার পেছনে টেনে নিয়ে সেটা লিওনের উদ্দেশ্যে উঁচু করতে শুরু করে কিন্তু তার আগেই ইভা দু'হাত ছড়িয়ে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। রিভলবারটা এখন তার বুকের দিকে তাক করা রয়েছে।

'অফিসার, গুলি করবে না!' পেনরড চিৎকার করে উঠে। 'ঈশ্বরের দোহাই, ভদ্রমহিলার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।' এডি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রিভলবার নামিয়ে আনে।

ইভা সাথে সাথে এডির দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে পেনরডের দিকে নিবদ্ধ করে। 'জেনারেল আপনি আমার কাছে কি চান?' তাকে ফ্যাকাশে দেখালেও তার কণ্ঠস্বর শীতল আর শান্ত শোনায়।

'তোমার মূল্যবান কয়েকটা মিনিট সময় চাইছি।' পেনরড তার হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে শুরু করলে লিওন আবার বাগড়া দেয়।

'ইভা যেও না তার সাথে। সে তোমাকে কথা দিয়ে ভুলিয়ে ফেলবে।'

সে তার দিকে তাকালে লিওন দেখে তার চোখে আবারও সেই আচ্ছাদন নেমে এসেছে এবং চোখের দ্যুতি নিভে গেছে। তারা আত্মা শুকিয়ে যায়। সে আবার সেই প্রত্যন্ত প্রান্তরে নিজেকে নিয়ে গেছে যেখানে কেউ তাকে পাবে না, এমনকি যে তাকে ভালোবাসে সেও সেখানে আগন্তুক। 'ইভা!' তার কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ে। 'সোনা, আমার সাথে থাকো।'

তাকে দেখে মনে হয় না কথাটা সে শুনতে পেয়েছে এবং পেনরডের সাথে সে হেঁটে যায়। সে তাকে পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে যায় যাতে লিওন তাদের আলাপের বিন্দু বিসর্গও শুনতে না পারে। পেনরড তার মাথা আর ঘাড়ের উপরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। আকৃতিতে সে তার প্রায় দ্বিগুণ। ইভাকে তার পাশে বাচ্চা মনে হয় যখন সে বিষণ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার কথা শোনে। সে তার কাঁধে দু'হাত রেখে মৃদুভাবে ঝাঁকি দেয়, তার মুখভঙ্গি গম্ভীর। লিওন কোনোমতে নিজেকে সামলে রাখে। তার মনে হয় সে তাকে বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে আজীবন তাকে আড়াল করে রাখতে পারত।

'হ্যাঁ, কোর্টনী, কাজটা শুধু একবার করো!' এডি প্ররোচিত করার কণ্ঠে তাকে বলে। 'আমাকে কেবল একটা সুযোগ দাও। শেষবাব তুমি বেঁচে গিয়েছিলে কিন্তু এবার আর সেটা হবে না।' রিভলবারের হ্যামার টানাই রয়েছে, তার আঙ্গুল ট্রিগারে আর নলটা লিওনের ডান হাঁটু বরাবর তাক করা। 'হতভাগা কর না! আমাকে একটা সুযোগ দে তোর ডান হাঁটু বরবাদ করে দেই।'

লিওন জানে সে আসলেও তাই করতে মুখিয়ে রয়েছে। সে হাত মুঠো করে থাকে যতক্ষণ না নখ তালুতে গেঁথে বসে যায় এবং দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে অক্ষম ক্রোধে। ইভা তখনও কথা বলতে থাকা পেনরডের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাঝেমাঝে সে কেবল অভিব্যক্তিশূন্যভাবে মাথা নাড়ে এবং পেনরড নিজের সমস্ত মনোহরী ক্ষমতা ব্যবহার করে কথা বলে যায়। অবশেষে ইভার কাঁধ ঝুঁকে আসে এবং সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। পেনরড তার কাঁধের চারপাশে পিতৃসুলভ, সহৃদয় ভঙ্গিতে হাত রাখে এবং তাকে নিয়ে আসে যেখানে লিওন এডির ক্ষুধার্ত রিভলবারের

মুখে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মুখের দিকে তাকায় না। তাকে অনুভূতিশূন্য বলে মনে হয়।

'ক্যাপ্টেন রবার্টস!' পেনরড আদেশ দেয়। সে লিওনের দিকে ভুলেও তাকায় না।

'স্যার?'

'বন্দিকে নিবৃত্ত করতে তোমার হাতকড়া ব্যবহার কর।'

এডি তার কথামতো নিজের কোমড় থেকে রূপালি ইস্পাতের চেইন খুলে নিয়ে লিওনের কব্জিতে পরিয়ে দেয়।

'তাকে এখানেই আটকে রাখ। কোনো ক্ষতি করবে না যদি না সে কোনো বাড়াবাড়ি করে,' পেনরড আদেশ দেয়। 'তাকে পাহাড় ত্যাগ করতে দেবে না আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত। তারপরে তাকে পাহারা দিয়ে নাইরোবি নিয়ে আসবে। সেখানে কারো সাথে তাকে কথা বলতে দেবে না। সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

'ইয়েস স্যার!'

'লক্ষ্মী মেয়ে চলো তবে, আমরা এবার রওয়ানা দেই।' সে ইভার দিকে তাকায়। 'আমাদের অনেকটা পথ ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।' তারা দু'জনে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলে লিওন পেছন থেকে ডাক দেয়, তার কণ্ঠস্বর হতাশায় বিকৃত শোনায়। 'ইভা তুমি এখন যেতে পারবে না। আমাকে এখানে একাকী রেখে কোথায় যাচ্ছো তুমি? যেও না, সোনা!'

সে থেমে দাঁড়িয়ে বিশাল আশাহত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আমরা দুই অবুঝ শিশু নিজেদের স্বপ্নরাজ্যে এতদিন বাস করছিলাম। সেসব শেষ হয়েছে। আমাকে এখন যেতে হবে। বিদায় লিওন।'

'হা খোদা!' সে গুঙিয়ে উঠে। 'আমাকে কি তবে তুমি ভালোবাস না?'

'না লিওন। আমি কেবল আমার কর্তব্যকে ভালোবাসি।' এবং সে টেরও পায় না হেঁটে যাবার সময়ে তার হৃদয় মুচড়ে উঠে, মিথ্যা কথাটা তখনও গনগনে ইস্পাতের মত তার ঠোঁটে জ্বালা ধরায়।

পেনরড আর ইভা পাহাড় থেকে অবতরণ শুরু করা মাত্র, এডি রবার্টস তার *আসকারি*দের দিয়ে লিওনকে তার কুটিরে টেনে নিয়ে আসে এবং ছাদের প্রধান খুঁটির দু'পাশে দু'পা দিয়ে তাকে বসতে বাধ্য করে। তারপরে সে তার কব্জি থেকে হাতকড়া খুলে নিয়ে সেটা তার হাঁটুতে পরিয়ে দেয়। 'কোর্টনী তোমার বেলায় আমি কোনো সুযোগ নেব না। আমি জানি তুমি সাংঘাতিক ধূর্ত একটা চিড়িয়া,' এডি একটা পৈশাচিক তৃপ্তিতে কথাগুলো বলে। সে ইসমায়েলকে দিনে একবার কুটিরে প্রবেশ করতে দেয় খাবার নিয়ে আসার এবং প্রস্রাবের পাত্র নিয়ে যাবার জন্য আর সে তখন

তার পিঠ মুছিয়ে দিত যেন লিওন একটা দুধের শিশু। কিন্তু এসব সত্ত্বেও লিওনকে বারোটা দীর্ঘ, অবমাননাকর দিন এভাবে বসে কাটাতে হয়, কারণ তারপরেই কেবল হলুদ কাগজে লেখা আদেশ নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে পেনরডের বার্তাবাহক এসে পৌঁছে। এডি কেবল তারপরেই তাকে কুটিরের বাইরে নিয়ে আসবার অনুমতি দেয় এবং *আসকারি*দের দিয়ে তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপায়। হাঁটুতে কড়া থাকার কারণে জায়গাটা ফুলে উঠায় বেচারার হাঁটতেই কষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও এডি তার লোকদের আদেশ দেয় ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে তার দু'হাঁটু আবার বেঁধে দিতে।

রিফট ভ্যালীর উপর দিয়ে রেললাইন পর্যন্ত শুরু হয় একটা কষ্টদায়ক যাত্রা। এডি সেটাকে আরও কষ্টকর করে তুলে লিওনের ঘোড়ার পেছনে থেকে রুক্ষ পথের উপর দিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাতে বাধ্য করে। হাঁটু বাধা থাকার কারণে, লিওন তার ঘোড়ার গতির সাথে তাল মেলাতে পারে না এবং স্যাডেলের উপরে নির্মম ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে থাকে।

নাইরোবিতে কারের সদর দপ্তরে দু'জন *আসকারি* তার ভাস্তেকে প্রায় কোলে করে তার অফিস কক্ষে পৌঁছে দিলে পেনরড ক্রোধে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে না। সে ডেস্কের পেছন থেকে বের হয়ে এসে তাকে বসতে সাহায্য করে। 'তারা এমন আচরণ করবে আমি ভাবিনি,' সে বললে, লিওনের কানে কথাটা প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার মত শোনায়।

'স্যার, সেটা ঠিক আছে। আমার মনে হয় আমিই আপনাকে বাধ্য করেছিলাম আমাকে শূকরের মত বেঁধে রাখার জন্য।'

'তুমিই ব্যাপারটা করতে বাধ্য করেছো,' সে সম্মতি জানিয়ে বলে। 'তোমাকে ভাগ্যবান বলতে হবে যে সেখানে আমি তখন তোমাকে গুলি করার আদেশ দেইনি। কথাটা একবার অবশ্য আমার মনে হয়েছিল।'

'আঙ্কল, ইভা কোথায়?'

'এতক্ষণে সে সম্ভবত বার্লিনের পথে, সুয়েজ খাল অতিক্রম করছে। জাহাজ মোমবাসা ত্যাগ করার পরেই আমি কেবল তোমাকে নিয়ে আসবার আদেশ দিয়েছি।' তার মুখের অভিব্যক্তি নরম হয়। 'বাছা, বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। আমার মনে হয় তোমার হুশ ঠিকানায় এনে আমি তোমার উপকারই করেছি এবং তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছি।'

'স্যার, হয়ত আপনি ঠিক কাজই করেছেন কিন্তু সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ এমনটা ভাববেন না।'

'এখন হয়ত না, কিন্তু ভবিষ্যতে একদিন হবে। সে একজন গুপ্তচর জান? সে এক কুটিল বিবেকহীন মেয়ে।'

'না, স্যার। সে একজন বৃটিশ এজেন্ট। সে আপনার আর বৃটেনের জন্য দেশপ্রেমিকের দায়িত্বের চেয়েও বেশি কিছু করা এক অসাধারণ সুন্দরী মহিলা।'

'তার মতো মেয়েদের অভিহিত করার জন্য আরেকটা শব্দ আছে।'

'স্যার, শব্দটা আপনি যদি জোরে উচ্চারণ করেন তবে আমি আমার কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হব না। এবার আমাকে থামাতে হলে আপনাকে আসলেই গুলি করতে হবে।'

'লিওন কোর্টনী, তুমি আসলেই একটা গোয়ার গোবিন্দ, প্রেমপাগল কৃষ্ণ, স্বাভাবিক চিন্তার কোনো ক্ষমতাই তোমার নেই।' সে কথাটা শেষ করে চেয়ারের পেছন থেকে তার সামরিক উর্দিটা নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

সে সেটার বোতাম আটকাবার সময় লিওন খেয়াল করে কাঁধে তিনটা তারকা আর আড়াআড়ি তরবারির স্মারক খেয়াল করে। 'স্যার, আমাকে অপদস্ত করা শেষ হলে মেজর জেনারেল পদে তড়িৎ পদোন্নতির জন্য আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাবার অবকাশ পেতে পারি।'

লিওন তাদের ভিতরে জমে উঠা অস্বস্তির বাষ্প কাটাবার প্রয়াস পায় এবং পেনরডও শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 'বেশ, আমরা সবকিছু ভুলে যাব। আমরা সবাই আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। লিওন, অভিনন্দনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কি জান তুমি যখন লনসনইয়ো পর্বতে মধুচন্দ্রিমা উদযাপন করছো তখন সার্বিয়ার এক উন্মাদ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের হবু সম্রাট আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং সার্বদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে হিংসার একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে? অর্ধেক ইউরোপ ইতিমধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং কাইজার উইলহেলম যুদ্ধে নামবার পাঁয়তাড়া করছেন। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটতে চলেছে। কয়েকমাসের ভিতরেই পুরো দস্তুর যুদ্ধ শুরু হবে।' সে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে এবং একটা প্লেয়ারস ধরায়। 'বুয়র যুদ্ধের সময় আমি "ব্লাডি বুল" এ্যালেনবি'র পাশে যুদ্ধ করেছি এবং এখন সে মিশরে বৃটিশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তারা পারস্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং তার ইচ্ছা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতির পদ আমি গ্রহণ করি। আগামী সপ্তাহে আমি কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। আমি কয়েকদিনের জন্য বাসায় গেলে তোমার চাচী খুশীই হবে।'

'দয়া করে তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, স্যার। আপনার স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছে নাইরোবিতে?'

'তোমার শুনে ভালোই লাগবে। তোমার পুরাতন বন্ধু আর শুভাকাঙ্খি ফ্রগি স্নেল কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছে এবং সে আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।' সে তাকিয়ে দেখে হতাশায় লিওনের মুখ ঝুলে পড়েছে। 'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কি চিন্তা করছো। অবশ্য যাবার আগে আমি তোমার চামড়া বাঁচাবার জন্য শেষ একটা ব্যবস্থা করেছি। হাগ ডেলামেয়ার কারের খবরদারির বাইরে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটা হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করছে। আমি অতিরিক্তের কোটা থেকে তোমাকে তার বাহিনীর গোয়েন্দা আর যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসাবে বদলী করে দিয়েছি। সে তার ইউনিটের

জন্য আকাশ পথে জরিপ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। সে স্নেলের সাথে তোমার ঝামেলার কথা জানে এবং তোমাকে তার রোষ থেকে সে আগলে রাখবে।'

'তিনি আমাকে কেন জানি ভীষণ পছন্দ করেন। কিন্তু একটা ছোট সমস্যা রয়েছে। জরিপ পরিচালনার জন্য কোনো উড়োজাহাজ আমাদের এখানে নেই।'

'কাইজার উইলহেলম যুদ্ধ ঘোষণা করা মাত্র তুমি তোমার কাঙ্খিত উড়োজাহাজ পেয়ে যাবে– বিমান আসলে একটা না দুটো। ডেলামেয়ার মোমবাসার রাজকীয় নৌবাহিনীর ঘাঁটি থেকে সিপ্লেনের একজন বৈমানিক নিয়ে এসে পার্সির ক্যাম্প থেকে *বাম্বলবি*কে এখানে উড়িয়ে এনেছে। পোলো-গ্রাউন্ডের হ্যাঙ্গারে দুটো বিমানই নিরাপদে রাখা আছে।

'আমি ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝেছি কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না। এখান থেকে যাবার সময়ে সে বিমানগুলো তার সাথে নিয়ে যায়নি?'

'না, সে বিমানগুলো তার মেকানিক গুস্তাভ কিলমারের তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র সেগুলো শত্রু দেশের সম্পদে পরিণত হবে। আমরা কিলমারকে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দিয়ে বিমানের দায়িত্ব গ্রহণ করবো।'

'নিঃসন্দেহে সুখবর। আকাশে উড়াটা আমার নেশায় পরিণত হয়েছে এবং সেটা পরিত্যাগ করার চিন্তা করতেও আমার ভয় হয়। আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি এখানে থেকে যেতে দেবেন আমি তত তাড়াতাড়ি তানডালা ক্যাম্পে গিয়ে দেখতে চাই ম্যাক্স রোজেনথাল আর হেনী ডু রান্ড আমার অনুপস্থিতিতে এতদিন কি করেছে। তারপরে আমি পোলো-গ্রাউন্ডে গিয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখতে চাই গুস্তাভ বিমানগুলোর ঠিকঠাক যত্ন নিয়েছে কিনা।'

'ওহ্, তোমাকে বলা হয়নি হেনীকে তুমি তানডালায় পাবে না। সে ভন মীরবাখের সাথে জার্মানী গিয়েছে।'

'হা, ঈশ্বর।' লিওন সত্যিই চমকে উঠে। 'এটা কিভাবে সম্ভব হল?'

'গ্রাফ নিশ্চয়ই তাকে মুগ্ধ করে থাকবে। যাই হোক সে এখানে নেই। আমি যেমন আগামী শুক্রবার থেকে থাকব না। আমি আশা করব তুমি স্টেশনে উপস্থিত থেকে আমাকে বিদায় জানাবে।'

'জেনারেল, সেই সুযোগ আমি কোনো কিছুর বদলে হারাতে চাই না।'

'আমার কেন যেন তোমার কথাটা *double-entendre* এর মতন মনে হচ্ছে।' পেনরড সাক্ষাৎ সমাপ্ত এমন একটা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। 'তুমি এখন বিদায় নিতে পার।'

'স্যার, আপনি অনুমতি দিলে একটা শেষ প্রশ্ন ছিল।'

'জিজ্ঞেস করো, কিন্তু আমার মনে হয় আমি জানি তুমি কি জানতে চাইবে, আমি উত্তরের প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।'

'ইভা ব্যারী জার্মানীতে থাকার সময়ে তার সাথে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আপনি করেছেন?'

'আহ্!' ভদ্রমহিলার তাহলে এটাই আসল নাম। আমি জানতাম ভন ওয়েলবার্গ ছিল *nom de guerre*। দেখা যাচ্ছে তার সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখো। এটা যদি আরেকটা *double-entendre* হয় তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'জেনারেল, আপনার কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।'

'সেটা থাকার কথাও না, তাই না?' পেনরড সম্মতি জানিয়ে বলে। 'আমরা ব্যাপারটা এভাবেই রেখে দিতে পারি না?'

লিওন বের হয়ে সোজা তানডালা ক্যাম্পে যায় এবং সে তার তাবুতে ঢুকে দেখে ম্যাক্স রোজেনথাল নিজের বাক্সপ্যাটরা গোছগাছ করছে। 'ম্যাক্স, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?' লিওন জানতে চায়।

'স্থানীয়রা আমাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ নির্যাতন শুরু করেছে। কিচেনার দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন কনসেনট্রেসন ক্যাম্প স্থাপন করেছিলো সেরকম কোনো বৃটিশ ক্যাম্পে আমি যুদ্ধের সময়টা কাটাতে চাই না, তাই আমি জার্মান সীমান্তের দিকে যাবো বলে ঠিক করেছি।'

'বিচক্ষণ লোক,' লিওন তাকে বলে। 'এখানকার পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাবে। আমি পোলো-গ্রাউন্ডে যাব বিমান দুটোর ব্যাপারে গুস্তাভের সাথে কথা বলতে। আগামীকাল খুব সকাল সকাল তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাক আমি তাহলে তোমাদের দু'জনকে নিরাপদে দক্ষিণে আরুশা পর্যন্ত একটা লিফট দিতে পারি।'

নাইরোবির প্রধান সড়ক দিয়ে লিওন যখন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যায় তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, কিন্তু পুরো শহরটা গমগম করছে। প্রত্যন্ত খামার থেকে আগত অভিবাসী পরিবার আর তাদের গাড়ির ভিড়ের মাঝে এঁকেবেঁকে লিওনকে এগোতে হয়। বাতাসে জোর গুজব রয়েছে যে ভন লেট্টোও ভোরবেক নাইরোবি আক্রমণের জন্য সীমান্তের কাছে তার বাহিনী সমাবেশ ঘটিয়েছে, পথে আসবার সময় খামারগুলো লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। মেজর জেনারেল ব্যালানটাইনের বাহিনীর সদস্যরা কারের প্যারেড-গ্রাউন্ডে শরণার্থীদের জন্য তাবুর ব্যবস্থা করছে। মেয়ে আর বাচ্চার দল ইতিমধ্যে জমিয়ে বসেছে আর ছেলেরা বার্কলে ব্যাংকের ভবনে স্থাপিত রিক্রুটমেন্ট অফিসের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিয়েছে যেখানে লর্ড ডেলামেয়ার তার অনিয়মিত হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করছে।

লিওন যখন ভবনের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন স্বেচ্ছাসেবী হতে আসা লোকেরা ধূলি ধূসরিত রাস্তায় জটলা পাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে যুদ্ধ আর উপনিবেশে এর জন্য তাদের উপরে কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে আলোচনা করছে। তাদের ঘোড়ার

পিঠে জ্বিন চাপান রয়েছে আর সবার পরনে শিকারে যাবার পোষাক। বেশির ভাগ লোকের সাথেই শিকারের বন্দুক রয়েছে, ভন লেট্রোও ভোরবেক আর তার দুর্ধষ *আসকারি* বাহিনীর মোকাবেলায় যাত্রা করতে প্রস্তুত। লিওন জানে তাদের ভিতরে খুব কম লোকেরই সামরিক প্রশিক্ষণ রয়েছে। তার মুখে অনুকম্পার একটা হাসি খেলে যায়। বেকুবের দল! তারা ভেবেছে ব্যাপারটা পাখি শিকারের মত সহজ হবে! তাদের মাথাতেই নেই যে জার্মানরা পাল্টা গুলি ছুড়তে সক্ষম।

সেই মুহূর্তে ব্যাংকের উল্টোদিকে অবস্থিত টেলিগ্রাফের অফিস থেকে একটা লোক দৌড়ে রাস্তায় বের হয়ে আসে, হলুদ রঙের একটা বাফ ফর্ম সে মাথার উপরে তুলে নাড়ছে। 'লন্ডন থেকে তার এসেছে! শুরু হয়ে গেছে!' সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলে। 'বৃটেন আর তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কাইজার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে! ছেলেরা মাতৃভূমি রক্ষার্থে প্রস্তুত হও!'

চারপাশে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। বিয়ার বোতল উঁচু করে ধরে সবাই একসাথে চেঁচিয়ে উঠে, 'গোল্লায় যাক বেজন্যার দল!'

ববি সিম্পসন একটা দলের সাথে দাঁড়িয়ে, যাদের বেশিরভাগ লোককেই লিওন চেনে। লিওন ঘোড়া থেকে নেমে তাদের সাথে যোগ দিতে যাবে এমন সময় তার মনে একটা চিন্তা খেলে যায়। গুস্তাভ এই যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারটা কিভাবে দেখবে? এই অনিবার্যতা মোকাবেলা করতে গ্রাফ অটো তাকে কি নির্দেশ দিয়ে গেছে?

সে তার ঘোড়ার গতি সহসা বাড়িয়ে দেয় এবং সোজা পোলো-গ্রাউন্ডের দিকে ঘোড়া ছোটায়।

সে যখন সেখানে পৌঁছে ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। হ্যাঙ্গারের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে সে তার ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হবার কারণে মাটি নরম হয়ে আছে। মাটিতে ঘোড়ার ক্ষুরের কোনো শব্দ হয় না এবং সে তারপুলিনের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে হ্যাঙ্গারের ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে। প্রথমে সে মনে করে ভেতরে কেউ একজন লণ্ঠন হাতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপরে সে খেয়াল করে আলোর আভা বড্ড ম্যাড়মেড়ে, এবং সেটা কমছে বাড়ছে।

আগুন!

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিবেচিত তার অস্বস্তিবোধ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। সে স্টিরাপ থেকে পা বের করে দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে। সে কোনো শব্দ না করে দরজার কাছে দৌড়ে যায় এবং সেখানে থেমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। সে যে শিখা বাইরে থেকে দেখেছে সেটা আসলে গুস্তাভের হাতের একটা মশাল যা সে উঁচু করে ধরে রেখেছে। মশালের আলোকে সে দেখে দুটো বিমানই হ্যাঙ্গারের দু'পাশে লেজের সাথে লেজ মিলিয়ে সাধারণত তাদের যেভাবে রাখা হয় সেই অবস্থানেই রয়েছে। দুটোরই পৃথক পৃথক বহির্গমন পথ থাকায় একটাকে কোনো রকম না সরিয়ে অন্যটাকে বের করে আনা সম্ভব।

জার্মানী থেকে যেসব প্যাকিং বাক্সে করে বিমানগুলো আনা হয়েছিল গুস্তাভ তাদের বেশির ভাগ ভেঙে পিরামিডের মত একটা স্তূপ তৈরি করেছে *বাটারফ্লাই*য়ের কাঠামোর নিচে। সে তার দিকে পিঠ দিয়ে থাকায় এবং বিমানে আগুন দেবার কাজে ব্যস্ত থাকায় পেছনের প্রবেশ পথে লিওনের উপস্থিতি সে টের পায় না। জ্বলন্ত মশালটা তার ডান হাতে ধরা, বাম হাতে রয়েছে একটা খোলা হুইস্কির বোতল। সে দুটো বিমানকে মাতাল বিদায় সম্ভাষণ দেবার মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে।

'এটা হলো আমাকে আদেশ করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। তোমরা ছিলে আমার সন্তানের মত। এই হাতে আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি। তোমাদের অনিন্দ্য সুন্দর দেহের প্রতিটা বাঁক আমার একেকটা স্বপ্নের প্রতিফলন এবং আমি নিজ হাতে তোমাদের তৈরি করেছি। দীর্ঘ দিন আর দীর্ঘ রাত আমি তোমাদের পেছনে ব্যয় করেছি। তোমরা ছিলে আমার দক্ষতা আর প্রতিভার একটা স্মারক স্বরূপ।' তার গলা কান্নায় ভেঙে আসে, সে হুইস্কির বোতলে একটা লম্বা চুমুক দেয় এবং বোতলটা নামাবার সময়ে মাতালের মত টলে উঠে। 'এখন আমাকেই তোমাদের বিনাশ করতে হবে। আমার আত্মার একটা অংশ জেনো তোমাদের সাথে মারা যাবে। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে আমিও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেই, কারণ তোমরা চলে যাবার পরে আমার জীবনও ভস্মে পরিণত হবে।' সে তার হাতের মশালটা কাঠের স্তূপ লক্ষ করে ছুড়ে দেয়, কিন্তু হুইস্কির প্রভাব তার বিবেচনা শক্তি প্রভাবিত করায় মশালটা স্ফুলিঙ্গের একটা লেজ তৈরি করে বাঁকাভাবে উপরে উঠে যায়। পোর্ট সাইডের ইঞ্জিনের প্রপেলারে ধাক্কা খেয়ে সেটা হ্যাঙ্গারের মাটিতে এসে পড়ে এবং গড়িয়ে গুস্তাভের পায়ের কাছে এসে থামে। একটা গাল বকে সে ঝুঁকে মশালটা তুলে নেবার জন্য।

লিওন তার দিকে ধেয়ে আসে। জ্বলন্ত মশালের হাতলে তার আঙ্গুল যে মুহূর্তে আঁকড়ে বসেছে লিওন তার উপরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তার ধাক্কায় বিশালদেহী জার্মানের পা হড়কে যায় এবং হাতের হুইস্কির বোতল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে খানখান হয় কিন্তু এসব কিছুর পরেও তার হাতে মশাল ঠিকই ধরা থাকে।

তার মতো বিশালদেহীর তুলনায় যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে সে পড়েই একটা গড়ান দিয়ে হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে উঠে বসে গনগনে চোখে লিওনের দিকে তাকায়। 'জানে মেরে ফেলব যদি আমাকে থামাতে চেষ্টা কর!' সে আবার মশালটা ছুড়ে দেয় এবং এবার সেটা কাঠের স্তূপের উপর গিয়ে পড়ে। লিওন ভাবে ব্যাটা আবার কাঠে কেরোসিন ঢেলে রাখেনি তো, কিন্তু আগুন জ্বলতে থাকে বটে কিন্তু সেটা বিস্ফোরিত হয় না। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই সে মশালটা সরিয়ে নেবার প্রয়াসে সামনের দিকে এগোতে চায়।

গুস্তাভ টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার পথ রুদ্ধ করে। মাথা নিচু করে রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে সে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে সে জ্বলন্ত মশালের কাছে পৌঁছাতে না পারে। লিওন সোজা তাকে লক্ষ করে দৌড়ে আসে, এবং গুস্তাভ তাকে

ধরার আগেই সে নিজের ভরবেগের সদ্ব্যবহার করে তার দুই উরুর সংযোগ স্থল বরাবর একটা মোক্ষম লাথি চালায়। তার পায়ের স্পারের রোয়েলের খাঁজকাটা অংশ বেচারার উরুর মধ্যবর্তী নরম অংশে গেঁথে যায়। ত্রাহি চিৎকার করে সে পেছনে সরে যায়, দু'হাতে আহত জননেন্দ্রিয়ের নাজুক স্থান ধরে থাকে।

কাঁধের ধাক্কা তাকে সরিয়ে দিয়ে লিওন কাঠের কাছে পৌঁছে। সে মশাল তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুঁড়ে দেয়। কাঠের স্তূপের একটা কাঠে আগুন ধরেছে। সে সেটাকে টেনে বের করে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে সশব্দে পদাঘাত করে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

গুস্তাভ এই সময়ে পেছন থেকে বনমানুষের মত এসে তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে আর তার পেষল হাত দিয়ে লিওনের গলার চারপাশে একটা মোক্ষম প্যাঁচ কষে। সে তার দু'পা দিয়ে লিওনের কোমড় আঁকড়ে ধরেছে, অনেকটা ঘোড়ায় চড়ার মত করে সে তার পিঠে চেপে বসেছে। সে তার হাতের প্যাঁচ শক্ত করলে লিওন বাতাসের অভাবে খাবি খায়।

ঝাপসা চোখে সে মীরবাখের বিশাল রোটারী ইঞ্জিনের একটা পাখা তার মাথা বরাবর উচ্চতায় ঝুলে থাকতে দেখে। আস্তরণ দেয়া কাঠের তৈরি পাখার প্রান্তদেশে চাকুর ফলার মত ধাতুর পাত লাগানো রয়েছে। সে দ্রুত পায়ের গোড়ালির উপরে ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুস্তাভকে ব্লেডের সমান্তরালে নিয়ে এসে তারপরে সজোরে পেছনের দিকে দৌড়ে যায়। পাতটা বিশালদেহীর মাথার পেছনে সজোরে আঘাত হেনে করোটির হাড়ে গিয়ে ঠেকলে সে হতবাক হয়ে পড়ে। তার হাতের প্যাঁচ হাল্কা হয়ে পড়লে লিওন তাকে কাঁধের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে। গুস্তাভ একটা বৃত্ত তৈরি করে টলোমলো করে ঘুরতে থাকে, মাথার ক্ষত থেকে ফিনকী দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। লিওন ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তার চোয়ালের পাশে একটা নিখুঁত ঘুষি বসিয়ে দেয়। গুস্তাভ কাটা কলাগাছের মত সোজা পেছন দিকে টলে পড়ে যায়।

দম ফিরে পাবার ফাঁকে লিওন পাগলের মত চারপাশে তাকায়। মশালটা দরজার কাছে সে যেখানে ছুঁড়ে ফেলেছিল সেখানেই পড়ে আছে। মশালটা তখনও জ্বলছে কিন্তু পোড়াবার মত কিছুই তার আশেপাশে নেই। কাঠের স্তূপ তার চেয়েও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। গুস্তাভ তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার কারণে সে কাঠের আগুন ঠিকমতো নেভাতে পারেনি। আগুন এখন আবার জ্বলে উঠেছে এবং দাউ দাউ করে জ্বলছে। লিওন টুকরোটা তুলে নিয়ে দৌড়ে দরজার কাছে যায়। টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে সে এবার মশালের দিকে মনোযোগ দেয়। মশালটা কুড়িয়ে নেবার জন্য সে নিচু হতেই পেছনে একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায় এবং সহজাত প্রবৃত্তির বশে একদিকে ঝুঁকে পড়ে। ডান কানের পাশ দিয়ে ভারী কিছু একটা বাতাস কেটে বের হয়ে যাবার শব্দ শুনতে পায়। সে ঘুরে দাঁড়ায়।

দেয়ালের পাশের ওয়ার্কবেঞ্চ থেকে গুস্তাভ আট-পাউন্ডের একটা স্লেজহ্যামার তুলে নিয়েছে। দু'হাতের হ্যামারের লম্বা হাতলটা ধরে সে লিওনের দিকে তাড়া করে

এসে সোজা সেটা তার মাথা লক্ষ করে চালিয়েছিল। লিওন যদি নিচু না হত, তবে এক আঘাতেই তার খুলির দফারফা হয়ে যেত। হাতুড়ির ভরবেগে গুস্তাভ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তাল সামলাবার আগেই লিওন তাকে ভালুকের মত জাপটে ধরলে তাদের দু'জনের দেহের মাঝে হাতুড়িটা আটকা পড়ে। মরণমারণ নাচে দু'জনে ঘুরতে থাকে, ভর আর ভারসাম্য বদল করে একজন অন্যজনকে আছাড় দিতে বা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

লিওন গুস্তাভের চেয়ে চার ইঞ্চি লম্বা হলেও, সারা জীবনের কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে পরিশীলিত ও শক্ত মাংসপেশী আর ওজন সেটা পুষিয়ে দিয়েছে। অন্য কেউ হলে লিওনের আঘাতে এতক্ষণে ধরাশায়ী হয়ে যেত এবং গুস্তাভের মার হজম করার ক্ষমতা ভীতিকর। আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য দেহ কর্তৃক নিঃসৃত এড্রেনালিনের প্রভাবে তার শক্তি মনে হয় আর বেড়ে গেছে। সে লিওনকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে নিয়ে যায় যেখানে মশালটা পড়ে রয়েছে। লিওন তার পায়ের পেছনে মশালের উত্তাপ অনুভব করে। গুস্তাভ তখন ঘুরে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোমড় দিয়ে একটা বেমক্কা ঠেলা দেয়। মুহূর্তের জন্য লিওন ভাসসাম্য হারালে গুস্তাভ মশালটা লক্ষ করে মোক্ষম একটা লাথি হাঁকায়। তার লাথির বেগে মশালটা মেঝের উপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে কাঠের পিরামিডে গিয়ে ধাক্কা দেয়। হ্যাঙ্গারের ভিতরটা নিমেষে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে ভরে উঠে।

চিতার মত ক্রোধে উন্মাদ হলে লিওনের মাঝে একটা অজানা শক্তি এসে ভর করে। গুস্তাভের বাহুর ভিতরে সে নড়ে উঠে এবং তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে তার একটা পা আঁকড়ে ধরে এবং তাকে পেছনে আছড়ে ফেলে। লিওনের পুরো ওজন নিজের উপরে নিয়ে গুস্তাভ ভূমিশয্যা গ্রহণ করে। তার বুকের সমস্ত বাতাস এক নিমেষে বের হয়ে যায়। লিওন তার নাগাল থেকে মুক্ত হয়ে দক্ষ শরীরকলাবিদের মত পায়ের উপরে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে মশালটা কাঠের স্তূপ থেকে সরাবার জন্য সেদিকে দৌড়ে যায়। দুটো কাঠে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে কিন্তু গুস্তাভ পেছন থেকে তার উপরে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাদের কাঠের স্তূপ থেকে টেনে বের করে একপাশে ছুঁড়ে ফেলার জন্য সে যথেষ্ট সময় পায়। লিওনের মুখ লক্ষ্য করে সে স্লেজহ্যামারটা সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলিত করতে থাকলে সে বাধ্য হয় পিছু হটতে। জার্মানটা ফোসফোস করে নিশ্বাস নিতে থাকে। মাথার ক্ষতস্থান থেকে পড়া রক্তে তার শার্টের পেছনটা কালো হয়ে আছে এবং ব্রিচেসের সামনের অংশ লিওনের স্পারের কল্যানে রক্ত রঞ্জিত, কিন্তু ব্যথা বেদনাবোধের উর্ধ্বে সে উঠে গেছে। হ্যামারটা সে তাল যন্ত্রের মত, সামনে আর পেছনে, আন্দোলিত করে, এবং লিওন ভারী ইস্পাতের হুমকির মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

শীঘ্রই হ্যাঙ্গারের দেয়ালে এক কোণে তার পিঠ ঠেকে যায়। কোণটা তাকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং সে বুঝতে পারে গুস্তাভ তাকে ফাঁদে ফেলেছে। দু'হাতে

হাতুড়িটা মাথার উপরে তুলে সে লিওনের মাথা বরাবর নিশানা স্থির করে। লিওন বুঝতে পারে হাতুড়ির নেমে আসা অভিঘাত সে কোনোমতেই এড়াতে পারবে না। তাকে বিভ্রান্ত করা বা এড়িয়ে যাবার কোনো জায়গা নেই। সে সরাসরি গুস্তাভের চোখের দিকে তাকিয়ে তার অভিপ্রায় বোঝার চেষ্টা করে, দৃষ্টি দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে কিন্তু হুইস্কি আর ব্যথা তাকে পশুতে পরিণত করেছে। তার চোখে করুণা বা পরিচয়ের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না।

তারপরে গুস্তাভের অভিব্যক্তি সূক্ষ্মভাবে বদলে যায়। উন্মাদ, ক্রোধ মিলিয়ে যায় চোখ থেকে, সেখানে স্থান করে নেয় বিভ্রান্তিবোধ। সে মুখ খোলে, কিন্তু কিছু বলার আগেই সেখানে থেকে তাজা উজ্জ্বল রক্তের একটা ঝলক ছিটকে বের হয়ে আসে। হাতুড়িটা হাত থেকে খসে পড়ে হ্যাঙ্গারের মেঝেতে ধাতব শব্দ তোলে। দৃষ্টি নামিয়ে সে নিজের শরীরের দিকে তাকায়।

তার বুকের কেন্দ্রস্থল থেকে তিন আঙ্গুল পাশে মাসাই *অ্যাসেগাই*য়ের চওড়া ফলা বের হয়ে এসেছে। সে মাথা নাড়ে যেন যা দেখছে সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরে তার পা আর দেহের ভর নিতে পারে না। ম্যানইয়রো তার পেছনে খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং গুস্তাভ পড়ে যেতে সে সেখানে দাঁড়িয়েই বর্শাটা টেনে বের করে আনে। জার্মানটার হৃৎপিণ্ড- তখনও কাজ করছিলো কারণ উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয়ে আসে এবং একবার কেঁপে উঠে গুস্তাভ মারা যায়।

লিওন ম্যানইয়রোর দিকে তাকায়। বুনো অনুমানে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে সে লনসনইয়ো পাহাড়ে শেষবার ম্যানইয়রোকে দেখেছিল। সে কিভাবে এমন যুৎসই সময়ে এসে উপস্থিত হল? তারপরে সে লইকতকে তার পাশে দেখতে পায় এবং তাকে বিরত করার আগেই সে নিজের *অ্যাসেগাই* নিথর দেহটায় ঢুকিয়ে দেয়।

আতঙ্ক আর আশঙ্কায় লিওন অস্থির হয়ে উঠে। যে পরিস্থিতিতেই ঘটনাটা ঘটুক না কেন, তারা একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করেছে। জল্লাদের ফাঁসির দড়ি যার একমাত্র প্রতিবিধান। উপনিবেশের প্রশাসন কোনভাবেই এই ঘটনার সমর্থন করবে না, বিশেষ করে যেখানে উপজাতি আর শ্বেতাঙ্গদের অনুপাত পঞ্চাশ জনে একজন। অন্য কোনো কিছু বড্ড বিপজ্জনক নজিরের জন্ম দেবে। তার মনে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলতে থাকে, লিওন দুই মাসাইকে একসাথে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা এখানে এলে কিভাবে?'

'সৈন্যরা তোমাকে লনসনইয়ো পাহাড় থেকে নিয়ে আসবার মুহূর্ত থেকে আমরা তোমাকে অনুসরণ করছি।'

'প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি তোমাদের কাছে ঋণী। বুলা মাতারি আমাকে মেরেই ফেলতো যদি তোমরা ঠিক সময়ে এসে না পড়তে, কিন্তু জানত পুলিশ ধরতে পারলে কি হবে?'

'কোনো ব্যাপার না,' ম্যানইয়রো নির্ভীকভাবে উত্তর দেয়। 'তারা আমার সাথে যা ইচ্ছে করতে পারে। তুমি আমার ভাই। আমি দাঁড়িয়ে থেকে বেঘোরে তোমার মারা যাওয়া দেখতে পারি না।'

'নাইরোবিতে কেউ তোমাদের দেখেছে?' লিওন জানতে চাইলে তারা মাথা নাড়ে।

'ভালো। আমাদের এখন দ্রুত কাজ করতে হবে।'

স্টোর রুম থেকে একটা ত্রিপল এনে গুস্তাভের মৃতদেহ তারা সেটা দিয়ে মুড়ে নিয়ে পঞ্চাশ পাউন্ডের একটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট তার পায়ের সাথে ভালো করে বেধে দেয়। তারা নারকেলের আঁশের তৈরি দড়ি দিয়ে ত্রিপলটা এবার ভালো করে মুড়িয়ে নেয় এবং সেটা *বাটারফ্লাই*য়ের বোমা রাখার স্থানে নিয়ে আসে। তারপরে তারা দ্রুত হ্যাঙ্গারটা পরিষ্কার করে, রক্ত বা আগুনের সব চিহ্ন সযত্নে মুছে ফেলে। তারা কাঠের প্যাকিং কেসের অবশিষ্টাংশ নিয়ে গিয়ে পোলো-গ্রাউন্ডের পেছনে কাঠের আড়তে রেখে আসে। তারপরে মাটির রক্তের দাগের উপরে তাজা মাটি ফেলে সেটা ভালো করে পা দিয়ে চেপে দেয় এবং দাগ যাতে বোঝা না যায় সেজন্য ইঞ্জিন অয়েল ছিটিয়ে দেয় জায়গাটায়। গুস্তাভের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে তবে তাকে তখন বলে দিলে চলবে যে গ্রেফতার আর কনসেনট্রেসন ক্যাম্প এড়াবার জন্য সে পালিয়ে গেছে।

লিওন যখন সন্তুষ্ট হয় যে সব চিহ্ন তারা যথাযথভাবে মুছে দিয়েছে, তখন তারা ঠেলে *বাটারফ্লাই*কে হ্যাঙ্গার থেকে বের করে আনে এবং সে ককপিটে উঠে বিমান চালু করার আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করতে শুরু করে। দুই মাসাই নিচে প্রপেলার ঘুরাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে অন্ধকার থেকে জোরে একটা ঘোড়া দাবড়ে আসার শব্দ শুনতে পেলে তারা আতঙ্কিত চোখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'পুলিশ,' লিওন বিড়বিড় করে। 'সদ্য খুন হয়ে যাওয়া এক লোকের লাশ রয়েছে আমাদের সাথে, যার মানে সমস্যা হতে পারে।'

ম্যাক্স রোজেনথালকে অন্ধকার থেকে ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে আসতে দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। *বাটারফ্লাই*য়ের পাশে দ্রুত হেঁটে এলে দেখা যায় তার কাঁধে একটা বিশাল রুকস্যাক ঝুলছে। 'তুমি বলেছিলে আমাকে সাহায্য করবে,' কথাগুলো বলার সময়ে তার চেহারায় একটা অভিশপ্ত আর আতঙ্কিত ভাব ফুটে থাকে। 'প্যারেড় গ্রাউন্ডে একটু আগে তারা তিনজন জার্মানকে গুলি করে মেরেছে গুপ্তচর সন্দেহে। মি. কোর্টনী আপনি জানেন আমি কোন গুপ্তচর না।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না ম্যাক্স, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেব,' লিওন তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করে। 'উপরে উঠে এসো।'

সবগুলো ইঞ্জিন চালু হতে দুই মাসাই হন্তদন্ত হয়ে ককপিটে উঠে এসে ম্যাক্সের সাথে যোগ দেয় এবং চারপাশ পূর্ণিমার আলোয় আলোকিত থাকার কারণে লিওন সহজেই টেক-অফ করে এবং দক্ষিণে বিমানের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে জার্মান ইস্ট

আফ্রিকার সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়। তিন ঘন্টা পরে, চাঁদের আলোয় আয়নার মত চমকাতে থাকা লেক ন্যাট্রনের রূপালি বিস্তার তাদের সামনে ভেসে উঠে। লিওন *বাটারফ্লাই*কে নিচে নামিয়ে আনে যতক্ষণ না তারা পানির বুক ছুঁয়ে উড়ে যায়। লিওন লেকের মাঝ দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে বোমা বর্ষণের জন্য যে লিভার, সেটা টান দেয় এবং ককপিটের পাশ দিয়ে ক্ষারযুক্ত পানিতে ত্রিপল মোড়া লাশটা অকপটে তলিয়ে যেতে দেখে। লাশটা পানিতে পড়ার সময়ে কেবল সাদা বুদ্বুদের একটা উচ্ছ্বাস তৈরি করে। সে পানির বুক ছুঁয়ে পুনরায় বৃত্তাকারে ফিরে আসে নিশ্চিত হতে যে লাশটা ভেসে উঠেনি, লোহার ভর তাকে সোজা তলদেশে টেনে নিয়ে গেছে। এখন আর কোনো বুদবুদও দেখা যায় না।

সে এবার পূর্ব তীরের দিকে বিমান ঘুরায়। লেক ন্যাট্রন জার্মান আর বৃটিশ ভূখণ্ডের মাঝে অবস্থিত। বছরের এই সময়ে খরার মৌসুমে তীরবর্তী ভূখণ্ডের পানি শুকিয়ে যায় এবং পানিতে ক্ষার থাকার কারণে তলদেশের সাদা হয়ে জমে থাকা শক্ত চুনের আস্তরণ বের হয়ে পড়ে। লিওন অনায়াসে যেকোনো এক স্থানে *বাটারফ্লাই* অবতরণ করাতে পারবে। মুশকিল হল সে কিভাবে স্থান নির্বাচন করবে। সে তীরের একটা অংশের উপর দিয়ে উড়ে যায়, নিচের ভূখণ্ড শক্ত আর কঠিন বলেই মনে হয়, সে আবার ঘুরে আসে এবং আলতো করে বিমানটা নামিয়ে আনে। *বাটারফ্লাই* নিরাপদে অবতরণ করে এবং গতিবেগ হ্রাস পেতে থাকে। তখনই, তাদের চমকে গিয়ে সে অনুভব করে বিমানের চাকা উপরের চুনের আস্তরণ ভেঙে নিচের কাদায় গিয়ে আঘাত করেছে। বিমানটা এত আকস্মিকভাবে থেমে দাঁড়ায় যে ককপিটের সবাই নিরাপত্তা বন্ধনীর মাঝে প্রবল একটা ঝাঁকুনি খায়।

লিওন দ্রুত ইঞ্জিন বন্ধ করে এবং সবাই তীরে নেমে আসে। দ্রুত অনুসন্ধান করে দেখা যায় ক্ষতি তেমন মারাত্মক না। ল্যান্ডিং গিয়ার বা বিমানের দেহ অক্ষত রয়েছে, কেবল চাকা উপরের শক্ত আবরণ ভেদ করে এক্সেল পর্যন্ত পুরোটা কাদায় দেবে গেছে। লিওন *বাটারফ্লাই*য়ের চারপাশ দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে উপরিতলটা পরীক্ষা করে দেখে। তাদের কপাল যে একটা কাদার গর্তে তাদের বিমানের চাকাটা আটকে গেছে। পঞ্চাশ ফুট আগেই চমৎকার শক্ত জমি রয়েছে, কিন্তু তাদের চারজনের পক্ষে বিশাল বিমানটা সেখান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

'ম্যানইয়রো, আমরা ঠিক কোথায় আছি?'

'আমরা এই মুহূর্তে বুলা মাতারির এলাকায় রয়েছি। এখান থেকে সীমান্ত অর্ধেক দিনের পথ।'

'কাছে পিঠে কোথায় জার্মান সেনাবাহিনী রয়েছে?'

ম্যানইয়রো মাথা নাড়ে। 'সবচেয়ে কাছের ক্যাম্পটা লঙগিডোতে।' সে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইশারা করে। 'সেখান থেকে এখানে আসতে সেনাবাহিনীর একদিনেরও বেশি সময় লাগবে।'

'আশেপাশের কোনো গ্রাম থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব?'

'*নডিও*, ম'বোগো। এখান থেকে তীর বরাবর একঘন্টা হাঁটলে জেলেদের একটা বড় বসতি রয়েছে।'

'তাদের হাল চাষের বলদ আছে?'

ম্যানইয়রো লইকতের সাথে কথা বলে এবং দু'জনে সম্মতি প্রকাশ করে। 'হ্যাঁ। গ্রামটা বড় আর সর্দার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার অনেক হালের বলদ আছে।'

'ভাইয়েরা আমার, যত দ্রুত সম্ভব তার কাছে যাও। তাকে গিয়ে বল সে যদি তার বলদ দিয়ে আমাদের এই কাদা থেকে টেনে তুলতে সাহায্য করে তবে আমি তাকে আরও ধনী করে দেব। তাকে সাথে দড়িও নিতে বলবে।'

ম্যাক্স আর লিওন ককপিটে অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু মশার ঝাঁক তাদের কানের চারপাশে ভনভন করে সারা রাত তাদের একফোঁটাও ঘুমাতে দেয় না। অবশেষে সকালের দিকে ম্যানইয়রো আর লইকত যে দিকে হেঁটে গেছে সেদিক থেকে তারা গরুর ডাক আর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তীর বরাবর গরু আর মানুষের একটা বিশাল দল এগিয়ে আসছে। ম্যানইয়রো সামনে থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

লিওন লাফিয়ে ককপিট থেকে নেমে তাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে যায়।

'আমি দু'জোড়া হালের বলদ নিয়ে এসেছি।' ম্যানইয়রো কান পর্যন্ত হাসি হেসে তাকে বলে।

'ম্যানইয়রো আমি তোমার প্রশংসা করছি। তুমি দারুণ একটা কাজ করেছো। দড়ি নিয়ে এসেছো নিশ্চয়ই?' লিওন জানতে চায়।

ম্যানইয়রোর হাসি ফ্যাকাশে হয়ে যায়। 'চামড়ার ছোট ছোট টুকরো যা টেনেটুনে মাটির গর্ত থেকে সামান্য দূরত্ব পর্যন্ত হবে লম্বায়, সে স্বীকার করে। সে চেষ্টা করে চেহারায় হতাশার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার কিন্তু লিওন তার চোখে হাসির একটা ঝিলিক দেখতে পায়।

'যার জ্ঞান এমন বিশাল সে নিশ্চয়ই বিকল্প কোনো উপায় ভেবে রেখেছে?' লিওন জানতে চায়।

ম্যানইয়রোর মুখ এবার উজ্জ্বল হাসিতে ঝলমল করে উঠে।

'আর কি নিয়ে এসেছো ভাই তুমি?'

'মাছ ধরার জাল!' সে চিৎকার করে উঠে এবং উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে।

'অনেক তামাশা হয়েছে,' লিওন গম্ভীরকণ্ঠে বলে, 'কিন্তু এবার আমাকে সত্যি কথাটা বল।'

'এটা সত্যি কথা,' হাসি থামিয়ে ম্যানইয়রো কোনোমতে বলে। 'ম'বোগো জিনিসটা একবার দেখো তখন তুমি আমার আরো প্রশংসা করবে।'

কয়েকশো জেলের একটা দল ছত্রিশটা গরুর একটা পাল লেকের তীর থেকে নিচের দিকে নিয়ে আসে, তাদের সাথে স্ত্রী আর বাচ্চারাও রয়েছে। প্রতিটা গরুর পিঠে খয়েরী রঙের বিদঘুটে আকৃতির অতিকায় কিছু একটা বাঁধা আছে। ম্যানইয়রো আর লইকতের কঠোর নজরদারিতে সেগুলো গরুর পিঠ থেকে নামিয়ে তীরে বিছান হয়। সেগুলো খোলা হলে দেখা যায় সেটা আসলে দুশো পা লম্বা হাতে বোনা একটা জাল। জালের বুনানি এক ইঞ্চির মত চওড়া আর বাঁধন নিখুঁত এবং শক্ত। লিওন জালের একটা অংশ কাঁধের উপরে নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ছিঁড়তে চেষ্টা করে। তার সর্বাত্মক প্রয়াস ব্যর্থ হলে গ্রামবাসীর হাসি আনন্দের কোলাহলে কান পাতা দায় হয়।

'তার মুখের চেহারাটা একবার দেখো!' তারা পরস্পরকে খোঁচা দিয়ে বলে। 'বন মোরগের ঝুঁটির মত হয়েছে। আমাদের জাল অত্র এলাকার সবচেয়ে শক্তিশালী আর নিখুঁত। বড় বড় ধাড়ি কুমীরও এর কিছু করতে পারে না।'

জালগুলো মাটিতে বিছিয়ে একসাথে জোড়া দেয়া হয়, তারপরে সতর্কতার সাথে পেঁচিয়ে দুই কি তিনফিট ব্যাসের একটা লম্বা আর মোটা দড়িতে পরিণত করা হয় যা সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙরে ব্যবহৃত ইস্পাতের দড়ির চেয়েও শক্ত আর ভারী। একদল গ্রামবাসী দড়িটার একপ্রান্ত *বাটারফ্লাই* যেখানে আটকে আছে সেখানে নিয়ে যায়, তার ডানা একটা অসহায় পরিত্যক্ত ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে। ল্যান্ডিং গিয়ারের চারপাশে লিওন দড়িটা ভালো করে পেঁচিয়ে নেয় এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে আসা চামড়ার ফালি দিয়ে সেটা শক্ত করে আটকায়। গ্রামবাসীদের অন্যদলটা গরুর পাল কাদার শেষপ্রান্তে জালের দড়ির সাথে তাদের জুড়ে দেয়। ম্যাক্স, লিওন আর দুই মাসাই *বাটারফ্লাই*য়ের দুই ডানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় যেন টানার সময় নড়ে উঠে সেটা কাদার আরো গভীরে তলিয়ে যেতে না পারে। তারপরে উপস্থিত দর্শকদের উল্লসিত চিৎকার আর উৎসাহ বাণী এবং চাবুকের দাপটে গরুর পাল সামনে এগোয়। দড়িটা কাদার উপরে টানটান হয়ে উঠে এবং সোজা আর শক্ত হয়ে থাকে। একমিনিট কেউ কোনো কিছু বুঝতে পারে না, অবশেষে *বাটারফ্লাই*য়ের ল্যান্ডিং গিয়ার কাদা থেকে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে এবং বিমানটা শক্ত জমিতে উঠে আসে।

আনন্দ-উল্লাস আর আত্ম-প্রশংসার ঝাপটা কমে এলে, লিওন গ্রামের মোড়লকে উপযুক্ত সম্মানী দেয় যা দিয়ে সে আরও কয়েকটা হালের বলদ কিনতে পারবে। লিওন তারপরে ম্যাক্সকে বিদায় জানালে সে দৃপ্ত পায়ে, কাঁধে তার র‍্যাকস্যাকটা ঝুলিয়ে নিয়ে লনগিডো পুলিশ স্টেশনের দিকে হাঁটা দেয়। ছোপের আড়ালে সে হারিয়ে যাওয়া মাত্র লিওন আর দুই মাসাই *বাটারফ্লাই*য়ের ইঞ্জিন চালু করে এবং ককপিটে উঠে বসে। আকাশে উঠে আসার পরে লিওন বিমানের নাক উত্তরে নাইরোবির দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

পরবর্তী কয়েকটা দিন লিওন লর্ড ডেলামেয়ারের সাথে দেখা করে তার বাহিনীর গোয়েন্দা আর যোগাযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকে। এতসব ব্যস্ততার ভিতরেও তার মন জুড়ে থাকে ইভা। দিনের প্রতিটা ক্ষণে তার চেহারা যখন তখন তার মনে ভেসে উঠে তাকে বিব্রত করে।

পেনরড মিশরে তার নিজের নতুন দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য রওয়ানা হবার প্রাক্কালে লিওন রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিল তাকে বিদায় জানাতে। তাদের মাঝে ইভার প্রসঙ্গ উপস্থিত হবার পরে তাদের সম্পর্ক অনেকটাই শীতল হয়ে গিয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে, তারা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে এবং ট্রেনের কন্ডাকটর ট্রেন ছাড়ার বাঁশি দিলে লিওন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। সে আরো একবার তার চাচার কাছে জানতে চায় বৃটেন আর জার্মানী এখন যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ যোগাযোগের সব স্বাভাবিক উপায় বন্ধ তার সাথে যোগাযোগের অন্য কোনো উপায় আছে কিনা।

'সেই তরুণীকে তোমার ভুলে যাওয়াই উচিত। আমি ইতিমধ্যে তোমাকে একবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছি এবং আবারও তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক সেটা আমি চাই না। তোমার জন্য সে কেবল মনোকষ্ট আর সমস্যাই সৃষ্টি করবে,' পেনরড জবাব দেয় এবং তার ক্যারিজের সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে যায়। 'আমি তোমার চাচীকে তোমার শুভেচ্ছা জানাব। সে খুশীই হবে।'

সেই ঘটনার পরে প্রায় এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং লিওন বার্কলে ব্যাঙ্ক ভবনে অবস্থিত লর্ড ডেলামেয়ারের অফিস থেকে একদিন বের হচ্ছে। ভবনের মূল ফটক দিয়ে সে বাইরের রাস্তায় বের হয়ে এলে একটা নরম ছোট হাত তাকে স্পর্শ করে। চমকে উঠে লিওন মাথা নিচু করে তাকায়– দেখে ভিলাবজির বড়বড় কালো চোখের খুদে পরীদের একজন দাঁড়িয়ে আছে। 'লতিকা, আমার জান!' সে তাকে সহর্ষে সম্ভাষণ জানায়।

'আমার নাম তোমার মনে আছে,' খুশীতে আত্মহারা হয়ে সে বলে।

'অবশ্যই আমার মনে আছে। আমরাতো বন্ধু, তাই না?'

সে কি কাজে এসেছে এতক্ষণে তার মনে পড়ে। সে লিওনের হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ ধরিয়ে দেয়। 'বাবা এই কাগজটা তোমাকে দিতে বলেছে।'

লিওন ভাঁজ খুলে দ্রুত ভেতরের লেখাটা পড়ে 'তোমার সাথে আমাকে কথা বলতেই হবে। তোমার যত শীঘ্রই সময় হবে লতিকা তোমাকে আমার এম্পোরিয়ামে নিয়ে আসতে পারবে। নিচে মি. গুলাম ভিলাবজি এসক্যোয়ারের স্বাক্ষর।'

লতিকা অস্থির ভঙ্গিতে তার হাত ধরে টানতে থাকলে সে তার আগ্রহের কাছে নতি স্বীকার করে এবং লতিকা তাকে টেনে রাস্তার যেখানে হিচিং রেইলে তার ঘোড়া বাধা আছে সেখানে তাকে নিয়ে আসে। সে ঘোড়ায় উঠে বসে এবং নিচু হয়ে মেয়েটার

বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে নিজের পেছনে বসিয়ে দেয়। সে পেছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরে এবং রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে পুরোটা পথ পিচ্চি মেয়েটা আনন্দে খিলখিল করে হাসে।

মি. ভিলাবজির দোকানে প্রবেশের পরে সে দেখে তার নিজস্ব খুদে পূজার মণ্ডপ যত্নের সাথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাতে এখন আরও স্মরণীকা যুক্ত হয়েছে বৈমানিকের পোষাক পরিহিত তার ছবি, এবং পোলো-গ্রাউন্ডে বনভোজনের খবর সম্বলিত পেপার কাটিং।

তাকে স্বাগত জানাতে মি. ভিলাবজি পেছনের কামরা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসে এবং তার স্ত্রী একটা ট্রেতে মিষ্টি আর কড়া আরবী কফি দিয়ে যায়। তার পেছন পেছন সব মেয়েরা এসে হাজির হয় কিন্তু তারা জাঁকিয়ে বসার আগেই তাদের বাবা প্রশ্রয়ের চিৎকার করে তাদের বের করে দেয়, 'ভাগো, দুষ্ট আর গল্পবাজ মেয়েদল!' তারা বের হয়ে গেলে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। 'একটা গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী বিষয়ে আপনার বিচক্ষণ পরামর্শ আমার প্রয়োজন।'

লিওন কফিতে চুমুক দিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনার চাচা মেজর জেনারেল ব্যালানটাইন সাহিব তার পক্ষে সুন্দরী মেমসাহিব ভন ওয়েলবার্গের তরফ থেকে আসা চিঠিগুলো গ্রহণ করে সেগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিবার আদেশ দিয়ে গেছেন।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে সে লিওনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিওন এ বিষয়ে যে কিছু জানে না এমন উত্তর দিতে যাবার আগমুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়, বুঝতে পারে সেটা বলা ভুল হবে, তাই সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। 'অবশ্যই জানি,' সে স্বীকার করে এবং মি. ভিলাবজিকে ভারমুক্ত দেখায়। 'জেনারেল সাহিব দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছেন কারণ লেক বোডেনিসের উত্তর তীরে সুইটজারল্যান্ডের একটা ছোট শহর আলটনাউতে আমার এক ভাস্তি তার স্বামী নিয়ে থাকে। লেকের অপরপ্রান্তে ব্যাভারিয়ার শহর উইক্রিচ অবস্থিত। সেখানেই জার্মান কাউন্টের প্রাসাদ অবস্থিত এবং মীরবাখ্ মোটর ওয়ার্কসের মূল কারখানাও। আবার এখানেই মেমসাহিব ভন ওয়েলবার্গ বসবাস করেন।' মি. ভিলাবজি বেশ যত্ন করে শব্দ চয়ন করেন। 'আমার ভাস্তি সুইস তারবার্তার কোম্পানীতে কাজ করে। তার স্বামীর একটা ছোট মাছ ধরার নৌকা আছে, যেটা লেকে চলাচল করে। লেকের তীরে কুখ্যাত জার্মান বাহিনীর নজরদারি ততটা তীব্র না হওয়াতে তারা রাতের বেলা সহজেই লেক অতিক্রম করে উইসক্রিচে পৌঁছে কোনো সংবাদ থাকলে সেটা গ্রহণ করে রাতের আঁধারেই আবার ফিরে এসে সেটা আমাকে তার করে দেয়। আমি কেবল তারবার্তাটা জেনারিল সাহিবকে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু এখন মহামান্য জেনারিল সাহিব বিদেশে যাবার আগে তিনি আমাকে বলে গেছেন কার সদর দপ্তরে তার স্থলাভিষিক্ত যিনি হয়েছেন বার্তাগুলো তার কাছে পৌঁছে দিতে।'

'হ্যাঁ, কর্নেল স্নেল,' লিওন শান্তকণ্ঠে বলে, যদিও ইভার কাছ থেকে সরাসরি বার্তা গ্রহণের সম্ভাবনায় তার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়।

'অবশ্যই, তাইতো, এসবই আপনি আগে থেকেই জানেন। অবশ্য একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে।' মি. ভিলাবজিকে বিষাদময় দেখায় এবং চোখ উল্টে সে একটা বিয়োগান্তক ভঙ্গি করে।

আশঙ্কায় লিওনের হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠে। 'মেমসাহিব ভন ওয়েলবার্গের কি কিছু হয়েছে?' আতঙ্কিত কণ্ঠে সে জানতে চায়।

'না, না, না মেমসাহিবের কিছুই হয়নি যা হয়েছে সেটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জেনারেল সাহিব চলে যাবার পরে আমার ভাস্তির কাছ থেকে আগত তারবার্তার প্রথম চালান আমি কর্নেল সাহিবের কাছে নিয়ে যাই। আমি সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি লোকটা জেনারেল সাহিবের শত্রু। এখন যখন তিনি মিশরে রয়েছেন, স্নেল তখন আপনার সম্মানিত শুভাকাঙ্খি আত্মীয়ের কোনো উদ্যোগ সমর্থন করবে না বা বহাল রাখবে না। আমার ধারণা এ সব উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত সম্মান আপনার আত্মীয়ের প্রতি আরোপিত হবে বিধায় তার এই হীন মনোবৃত্তি। আর এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে সে জানে আমি আর আপনি বন্ধু তাই সে আমাকেও নিজের শত্রু মনে করে। সে জানে যে সে যদি আমার সততা নিয়ে প্রশ্ন করে আমাকে অপমান করে সেটা প্রকারান্তরে আপনাকেই অপমান করা হবে। কড়া কড়া কথা বলে সে আমাকে তার অফিস থেকে বের করে দিয়েছে।' মি. ভিলাবজি দম নেবার জন্য থামেন। বোঝাই যায় বেচারা স্নেলের সাথে মোলাকাত করে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে। তারপরে সে তিক্তকণ্ঠে বলে, 'সে আমাকে "শয়তানের উপাসনাকারী কুকুর" বলেছে এবং আমাকে আমার গোপন তারবার্তার এসব ছেলেভুলান খেলনা নিয়ে তার অফিসে পুনরায় যেতে নিষেধ করেছে।' তার কালো গভীর চোখ থেকে অশ্রু নেমে আসে। 'আমার বিচারবুদ্ধি সীমিত। কি করতে হবে বুঝতে না পেরে আমি আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি।'

লিওন চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুক চুলকায়। তার মনে চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। সে বুঝতে পারে ইভার সাথে পুনরায় দেখা হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা যদি সে সৃষ্টি করতে চায় তবে মি. ভিলাবজির বন্ধুত্ব তার প্রয়োজন হবে। সে তাই সতর্কতার সাথে কথা বলে। 'আমি আর আপনি রাজা পঞ্চম জর্জের প্রজা, তাই না?'

'অবশ্যই সাহিব।'

'শয়তার স্নেল বিশ্বাসঘাতক হতে পারে কিন্তু আমি বা আপনি তা নই।'

'না! কখনও না! আমরা সত্যিকারের আদর্শ বৃটিশ প্রজা।'

'সম্রাটের নামে এই উদ্যোগ আমাদের চালিয়ে যাওয়া আর একে সাফল্যমণ্ডিত করা আমাদের উচিত।' লিওন মি. ভিলাবজির অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার করে।

'সাহিব, আপনার কাছে এমন বিচক্ষণ পরামর্শই আমি আশা করেছিলাম! আমি জানতাম আপনি ঠিক একথাই বলবেন।'

'প্রথমত আপনার আর আমার উচিত স্নেলের ফিরিয়ে দেয়া চিঠিগুলো গুরুত্বের সাথে পাঠ করা। আপনি নিশ্চয়ই সেগুলো নিরাপদে রেখেছেন?'

ভিলাবজি টেবিলের পিছনে আগ্রহের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে দেয়ালে আটকানো একটা সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যায়। সে একটা ঢাউস লাল চামড়ায় বাঁধান ক্যাশবই বের করে। বইয়ের পেছনের চামড়ার কাভারে পোস্ট অফিসের সীলযুক্ত খামগুলো লুকান ছিল। সে চিঠিগুলো লিওনের হাতে দিলে দেখা যায় তাদের মুখ আটকানো রয়েছে।

'আপনি চিঠিগুলো পড়েননি?'

'অবশ্যই না। এসব আমার এক্তিয়ারে পড়ে না।'

'বেশ, এখন এসব আপনার এক্তিয়ারে পড়ে,' লিওন তাকে কথাটা বলে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে একটা চিঠি খুলে। সে খামের ভিতর থেকে একগোছা বাদামী বাফ শিট বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে সেগুলো টেবিলের উপরে বিছায়। তারপরে হতাশায় তার চোখমুখ কালো হয়ে উঠে। পৃষ্ঠাগুলোয় অক্ষরের বদলে কেবল কতকগুলো নম্বর দেয়া রয়েছে।

'বেশ ভালো! এসব দেখছি সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা,' সে তিক্তকণ্ঠে বলে। 'আপনার কাছে এই সংকেতের বইটা আছে?'

মি. ভিলাবজি মাথা নাড়েন।

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিভাবে উত্তর পাঠাতে হয়?'

'অবশ্যই জানি। আমি আমার ভাস্তির মাধ্যমেই মেমসাহিবের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখি।'

বাগানবাড়ির সুন্দর মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ইভা লঘু পায়ে নিচে নেমে আসে। কার্পেট মোড়ান সিঁড়ির ধাপে তার পায়ের রাইডিং বুট কোনো শব্দ করে না। প্যানেল করা দেয়ালে অট্টোর পূর্বপুরুষদের ছবি শোভা পাচ্ছে এবং প্রতিটা ল্যান্ডিং এ আপাদমস্তক বর্মে আবৃত ডামি শোভা পায়। প্রথম প্রথম তার এসব নির্মাণশৈলী আর আসবাবপত্রের বাহুল্য তাকে বিষণ্ন করে তুলত, কিন্তু এখন এসব সে আর লক্ষই করে না। সে সিঁড়ির নিচের ধাপে পৌঁছাতে সিঁড়ির উপর থেকে কথার আওয়াজ ভেসে আসে। সে শোনার জন্য থামে।

অটো অন্তত আরো দু'জন লোকের সাথে কথা বলছে, সে আলফ্রেড লুটজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে– অটোর বিমান বহরের প্রধান এবং অন্যজন হানস রিট্টার সিনিয়র নেভিগেটর, যে মনে হয় কোনো বিষয়ে অটোর সাথে বাদানুবাদে রত।

অটোর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বাঁধা এবং সে তর্জনগর্জন করছে। সিংহের হাতে হেনস্তা হবার পর থেকেই অটোর পূর্বের স্বেচ্ছাচারী আচরণ বদলে সেটা প্রভুত্বপরায়ণ হয়ে

উঠেছে। ইভা ভেবেছিল রিট্টার সেটা এতদিনে টের পেয়ে গেছে এবং তাকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকবে। 'আমরা উইসক্রিচ থেকে আকাশে উঠে তুরস্ক আর বুলগেরিয়ার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মেসোপটেমিয়ার দিকে যাব, যেখানে আগে থেকেই আমাদের বীর বাহিনী সেখানকার উত্তরের অংশ দখল করে রেখেছে। সেখানে অবতরণ করে আমরা আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্ক আর পানির পাত্র আবার ভর্তি করে নেব। সেখান থেকে আমরা দামেস্ক যাব, তারপরে লোহিত সাগর অতিক্রম করে নাইল ভ্যালি হয়ে খার্তুম এবং তারপরে সুদান।'

অটোর কথা শুনে তার মনে হয় লাইব্রেরির দেয়ালে অবস্থিত বিশাল কোনো মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে রিট্টার আর লুটজকে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে।

সে কথা বলতে থাকে, 'সুদান থেকে আমরা গ্রেট আফ্রিকান লেকস অতিক্রম করে রিফট ভ্যালীর উপর দিয়ে আরুশা যাব, যেখানে শিনি আর ভন লেট্টো ভোরবেক আমাদের জন্য জ্বালানী আর তেল মজুদ করে রেখেছে। সেখান থেকে আমরা লেক নিয়াসা হয়ে রোডেশিয়া যাব। কালাহারি মরুভূমির মধ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত আমরা কড়াকড়িভাবে রেডিও ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব। সেখানে পৌঁছাবার পরেই কেবল আমরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ওয়ালভিস বে রিলে স্টেশন থেকে কুস ডি ল্যা রে'র সাথে রেডিও মারফত যোগাযোগ করব।'

তার মন গভীর একটা কার্যসিদ্ধির অনুভূতিতে ভরে উঠে। আজ পর্যন্ত সে যে সব খবর জানতে পেরেছে তার ভিতরে আজকের এই তথ্যটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন সে নিশ্চিতভাবে জানে অটো কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্রোহীর কাছে অস্ত্র আর স্বর্ণমুদ্রা পৌঁছে দেবে। পেনরড মনে করেছিল সাবমেরিনে করে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো জনমানবহীন সমুদ্র উপকূলে অস্ত্র আর সোনা খালাস করা হবে। কেউ বিমানপোতের কথা ভাবেনি। কিন্তু এখন সে পুরো পরিকল্পনার কথা জানে, বিশেষ করে আফ্রিকায় অটোর নির্বাচিত যাত্রাপথ। এই তথ্যের সাহায্যে সে পেনরড ব্যালানটাইনকে যাত্রার তারিখ ছাড়া তার প্রয়োজনীয় সবকিছু জানাতে পারবে।

লাইব্রেরীর দরজা খুলে গিয়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার আর জোরে শোনা গেলে সে সেখান থেকে সরে আসে। পায়ের শব্দে সে বুঝতে পারে অটো আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা হলরুমের দিকেই আসছে। সে আঁড়ি পেতে তাদের কথা শুনছিলো সেটা কোনোমতেই যেন সে টের না পায়। সে সিঁড়ির শেষধাপগুলো দৌড়ে নেমে আসে, পায়ের শব্দ লুকাবার কোনো চেষ্টাই সে করে না। তারা সবাই হলঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল। বৈমানিক দু'জন ভক্তি সহকারে তাকে স্যাল্যুট করে এবং অটোর মুখ তাকে দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

'তুমি কি ঘোড়া নিয়ে কোথাও যাচ্ছ?' সে জানতে চায়।

'শেফকে আমি বলেছি যে আমি নিজে ফ্রাইডরিকসসাফেনে গিয়ে দেখবো বাজারের বুড়ি মহিলার কাছে তোমার ডিনারের জন্য কোনো বাড়তি কালো ট্রাফেল

আছে কিনা। আমি জানি এটা তুমি কেমন পছন্দ কর। অটো, আমি কয়েকঘন্টা না থাকলে তুমি নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না? ফেরার পথে আমি লেকের কয়েকটা স্কেচ করার জন্য থামতে পারি।'

'একেবারেই না, সোনা। যাই হোক, আমিও অবশ্য নতুন বিমানের শেষ সংযোজন নিজে পরীক্ষা করতে লুট্জ আর রিট্টারকে নিয়ে কারখানায় যাচ্ছি। আমার আসতে দেরি হবে। সিনিয়র ম্যানেজারদের মেসেই আমি খেয়ে নেব। আর আগামী সপ্তাহে কোনো কাজ হাতে রেখো না।'

'নতুন বিমান কি উড্ডয়নের জন্য তৈরি?' হাততালি দিয়ে উল্লসিত কণ্ঠে সে বলে উঠে।

'হয়ত, হয়ত না,' রহস্যময় কণ্ঠে সে তাকে উত্যক্ত করে। 'কিন্তু আমি চাই আমরা যখন তাকে হ্যাঙ্গার থেকে বের করবো তার প্রথম উড্ডয়নের জন্য তুমি সেখানে উপস্থিত থাক।' সে বাম হাত উপরে তুলে এবং হাতের ছিন্ন অংশে সংযোজিত কৃত্রিম যান্ত্রিক হাতের ধাতব বৃদ্ধাঙ্গুলি আর মধ্যমা উন্মুক্ত করে। সে একটা কিউবান সিগার উন্মুক্ত ধাতব চোয়ালের মাঝে স্থাপন করে কব্জির আনুভূমিক মোচড়ে সেটা জায়গামত পৌঁছে দেয়। তারপরে সে হাতটা তুলে এবং ঠোঁটের মাঝে সিগারের মাথাটা আঁকড়ে ধরে আর লুটজ একটা ভেস্তা জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দেয়, তখন সে ধোঁয়ার একটা মেঘের জন্ম দেয়।

ইভা অস্বস্তির একটা অনুভূতি গোপন রাখে। কৃত্রিম হাতটা দেখলেই সে আতঙ্কিত বোধ করে। অটোর নিজের নক্সায় তার কারখানার প্রকৌশলীর দল সেটা তার জন্য তৈরি করেছে। নিঃসন্দেহে একটা অসাধারণ সৃষ্টি যেটা ব্যবহারে সে ইতিমধ্যেই দক্ষ হয়ে উঠেছে। ওয়াইনের বোতল ধাতব আঙ্গুলের সাহায্যে ধরে সে তার ডিনারের মেহমানদের জন্য গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে পারে, এক ফোঁটাও বাইরে পড়ে না, কোটের বোতাম আটকাতে পারে, দাঁত মাজতে, কার্ড ধরতে বা জুতার ফিতাও বাঁধতে পারে।

ধাতব বৃদ্ধাঙ্গুলি আর আঙ্গুল ছাড়াও সে আরও আনুষঙ্গিক তৈরি করেছে যার ভেতরে রয়েছে পোলোর স্টিক ধরার মুষ্টি, কয়েকটা চাকুযুক্ত হাত এবং নিশানাবাজির জন্য রাইফেলের বাট স্থির রাখতে একটা রেস্ট। অবশ্য, এসবের ভিতরে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা সেটা হল একটা কাঁটাযুক্ত যুদ্ধের গদা। হাতের কব্জি খুলে গদাটা যুক্ত করা হলে অটো সেটা দিয়ে ভারী ওক কাঠের গুঁড়িও ছাতু করে দিতে পারে। সে পা ভেঙে যাওয়া একটা ঘোড়াকে সেই গদার এক ঘায়ে তার ভব যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটাতে দেখেছে, বেচারার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

অটো তাকে একটা সৌজন্যমূলক চুমো দিয়ে নিজের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রাসাদের প্রধান ফটক দিয়ে বের হয়ে যায়। বাইরে অপেক্ষমান একটা কালো চকচকে মীরবাখ্ সিডানে তারা গিয়ে উঠে, অটো তার শেফারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই চালকের স্থানে বসে এবং ধাতব মুষ্টি দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরে সে সোজা কারখানা অভিমুখে গাড়ি

হাঁকায়। চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ইভা তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে থাকে। তারপরে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে সামনের আঙ্গিনায় নেমে আসে, যেখানে সহিস তার প্রিয় মেয়ারের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে প্রাসাদের আড়ালে আসা মাত্রই মেয়ারের পেটে স্পারের গুতো দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লেকের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ গতিতে ঘোড়া ছোটায়। অটো আর তার বিষণ্ন বুড়ো দুর্গের হাত থেকে এসব একাকী যাত্রাই তার একমাত্র অবসর।

লিওনের সাথে পরিচয়ের পর থেকেই অটোর দায়িত্বশীল আর প্রেমিকা রক্ষিতার ভূমিকায় নিজের সযত্নে চর্চিত অভিনয় বজায় রাখা আর তার অফুরন্ত শারিরীক কামনার চাহিদা মেটান তার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছে। অনেক রাতেই যখন অটোর নগ্ন শরীরটা সিংহের থাবায় যেখানে পরিষ্কার আর বিভৎস ক্ষতচিহ্ন জর্জরিত তার উপরে উঠে আসে, আবেগে আর কামনায় তার মুখটায় তখন অভিব্যক্তি, কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে তার গায়ে, তখন বহুকষ্টে সে তার চোখে খামচি দিয়ে বিশাল খাটটা থেকে লাফিয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলে রাখে। খুব বেশিদিন আর সে এই ভূমিকা বজায় রাখতে পারবে না, সে যেকোনো দিন একটা ভুল করে বসতে পারে এবং অটো টের পাবে তাকে ঠকান হয়েছে। আর সেটা যখন হবে তখন তার প্রতিশোধ হবে নির্মম। তার ভয় হয়, ইচ্ছে করে, লিওনের বাহুর বেষ্টনীতে লুকিয়ে রাখে, তার ভালোবাসা ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করবে। জেগে থাকা প্রতিটা মুহূর্ত সে কেবল তার কথাই চিন্তা করে।

'আমি তাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি জানি আমি আর তার দেখা পাব না,' সে ফিসফিস করে বলে, এবং মেয়ারের দুলকিচালে অশ্রুবিন্দু তার গালে বিক্ষিপ্তভাবে গড়িয়ে যায়। অবশেষে তুষারাবৃত সুইস আল্পসের নিচে লেক বোডেনিসের নয়নাভিরাম দৃশ্য তার চোখের সামনে প্রকাশ পায়। সে উঁচু পাড়ের কাছে ঘোড়া থামিয়ে চোখের কান্না মুছে নীল পানিতে ইতিউতি তাকায়। লেকে অনেক নৌকাই রয়েছে কিন্তু একটা ছোট মাছ ধরার নৌকা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাতাস কেটে তরতর করে এগিয়ে আসছে যদিও তার মূল পাল গুটান রয়েছে। স্টার্নে একটা লোক অলসভাবে হাল ধরে বসে আছে আর ফোরডেকে একটা বাদামী রঙের মেয়ে উজ্জ্বল পোষাক পরে পা আড়াআড়িভাবে দিয়ে বসে রয়েছে। চেহারার ভাব পরিবর্তিত না করে সে পানির উপর দিয়ে ইভার দিকে তাকায়। যদিও তারা পরস্পরকে চেনে কিন্তু তারা কখনও কথা বলেনি এবং তারা কখনও এরচেয়ে কাছাকাছি আসেনি। ইভা তার নামও জানে না। মি. গুলাম ভিলাবজি আর পেনরড ব্যালেনটাইন তাদের ভিতরে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

নৌকার মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে স্টার্নে বসা লোকটাকে কিছু একটা বলে। লোকটা দাঁড়ের হাতল ঘুরিয়ে নৌকার গতিপথ বাতাসের বিপরীতে নিয়ে আসে। মুখ ঘোরান মাত্রই মাস্তুলের মাথায় একটা নীল মাছের লেজের মত পতাকা খুলে যায় আর উড়তে

থাকে। যার মানে ইভার জন্য খবর আছে। নৌকাটা পুনরায় দিক পরিবর্তন করে এবং লেকের সুইস তীরের উদ্দেশ্যে ভেসে যায়।

ইভা হাফ ছেড়ে বাঁচে। তার শেষ সংকেতের পরে নাইরোবি থেকে পেনরডের উত্তর সে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রত্যাশা করছে। অন্যপ্রান্তের নিরবতায় নিজেকে তার আরও বেশি অরক্ষিত বলে মনে হয়। তাকে আর লিওনকে পৃথক করার জন্য যদিও সে তার উপরে এখনও ক্ষেপে আছে, তারপরেও এই পৃথিবীতে পেনরডই তার একমাত্র বান্ধব। সে মেয়ারের লাগাম তুলে দিয়ে ফ্রাইডরিকসসাফেনের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মীরবাখ্‌দের জমিদারী প্রায় বিশ মাইল প্রশস্ত।

একটা পর্যায়ে সামনের জঙ্গল লেকের ধারে চলে আসে, গাছের আড়াল লেকের পাড় থেকে প্রাচীরটা ঢেকে রেখেছে। সে দেয়ালের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামে এবং দেয়ালের মধ্যে অবস্থিত গেট খুলে। দেয়ালটা পাথরের বড়বড় খণ্ড দিয়ে তৈরি। অটো একবার গর্ব করে তাকে বলেছিল রোমান সম্রাট তিবেরিয়াসের সেনাপতি এটা নির্মাণ করেছেন। সে মেয়ারটাকে গেটের সাথে বাঁধে, পাথরের চাঁই বেয়ে উপরে উঠে এবং আকার খাতা খুলে চারপাশে তাকায় যেন সে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছে। সে যখন নিশ্চিত হয় যে কেউ তাকে লক্ষ করছে না, সে তখন আড়মোড়া ভাঙার ছলে নিচু হয় এবং দেয়ালের ফাটল থেকে একটা সবুজ পাথর তুলে নেয়। ফাটলের নিচে বাদামী ত্বকের মেয়েটা তার জন্য পাতলা ভাঁজ করা একটা কাগজ রেখে গেছে।

কাগজের ভাঁজ খোলার আগে ইভা পাথরটা জায়গামতো স্থাপন করে। সে আতঙ্কিত হয়ে উঠে যখন দেখে চিঠিতে সংকেতের বদলে পরিষ্কার ভাষায় বক্তব্য লেখা রয়েছে। তার প্রথমেই মনে হয় এটা একটা ফাঁদ। সে দ্রুত চিঠিটার প্রথম দুই পঙক্তি পড়ে, তারপর বিস্ময়ে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 'চাচা বাইরে গেছে। তুমি কি সংকেত ব্যবহার করো অনুসন্ধানী ব্যাজার।'

আনন্দের একটা ঢেউ তাকে প্লাবিত করে। 'ব্যাজার!' সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে। 'আমার সোনা, আমার ব্যাজার, তুমি ঠিকই আমাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছো।' সে যদিও অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্বে রয়েছে কিন্তু নিজেকে তার আর একলা মনে হয় না। খবরটা তার হৃদয়ের ক্ষত সারিয়ে দেয়, তাকে সাহস জোগায়। সে কাগজের টুকরোটা মুখে পুড়ে এবং চিবিয়ে গিলে ফেলে। তারপরে নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ফাঁকে সে উইসক্রিচের গম্বুজ প্রেক্ষাপটে রেখে লেকের দৃশ্য আঁকতে চেষ্টা করে। অবশেষে সে যখন নিশ্চিত হয় অটো তার কোনো লোককে তার উপরে নজর রাখতে পাঠায়নি, তখন খাতার নিচের অংশ থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে বড়বড় অক্ষরে সে লেখে 'ম্যাকমিলান ইংলিশ অভিধান ১৯০৮ সংস্করণ দাড়ি প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠা নম্বর দাড়ি দ্বিতীয় সংখ্যা সারি দাড়ি শেষ সংখ্যা উপর থেকে নেমে আসার শব্দের ক্রম দাড়ি।' সে থেমে নিজের অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দ খোঁজে। অবশেষে সে লিখে, 'তুমি আজীবন আমার হৃদয় জুড়ে থাকবে।' সে নিচে কোনো স্বাক্ষর করে না। সে

কাগজটা ভাঁজ করে এবং সাবধানে পাথরের ফাটলে ঢুকিয়ে রাখে। লেকের অপর পাড়ের মেয়েটা রাতের বেলা এটা সংগ্রহ করতে আসবে। সে তারপরে সেটা ভিলাবজিকে তার করবে। আশা করা যায় আগামীকাল বিকেল নাগাদ নাইরোবিতে অবস্থিত লিওন এটা হাতে পাবে। সে আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকে, খাতার উপরে ঝুঁকে আঁকার ভান করে কিন্তু তার ভেতরে সদ্য খোলা ডম পেরিগনন শ্যাম্পেনের মত অনবরত খুশীর বুদবুদ উঠতে থাকে।

'আফ্রিকায় আমার মানুষের কাছে আমি ফিরে যেতে চাই। আমার এটুকুই কামনা। খোদা আমাকে রহম করো,' সে চিৎকার করে প্রার্থনাটা বাতাসে ছড়িয়ে দেয়।

সকালে লিওন হাগ ডেলামেয়ার আর তার কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। খর্বকায় লোকটা আন্তরিকভাবেই তার ক্ষুদ্র বাহিনী গঠনে আর তাদের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছে। ইতিমধ্যে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দুশো অতিক্রম করেছে এবং নিজের পকেটের টাকা দিয়ে সে তাদের জন্য ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে। ডেলামেয়ার তার উৎসাহ আর উদ্দীপনার জন্য উপনিবেশে বিখ্যাত কিন্তু তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা ক্লান্তিকর। দুই সপ্তাহের ভিতরে ধমকে তোয়াজ করে সে তার বাহিনীকে যুদ্ধের উপযোগী করে তুলে। এখন যুদ্ধ করার জন্য তার একটা শত্রু প্রয়োজন আর সেটা খুঁজে দেবার ভার পড়ে লিওনের উপরে।

'কোর্টনী, তুমিই আমাদের একমাত্র বৈমানিক। হুনদের সাথে আমাদের সীমান্ত দীর্ঘ আর ঘন জঙ্গলে আবৃত। আমি তোমার সাথে একমত ভন লেট্টো ভোরবেকের *আসকারি*দের গতিবিধি আকাশ থেকেই সবচেয়ে সহজে পাহারা দেয়া সম্ভব। সেটা দেখাই তোমার কাজ। আমার ধারণা আরুশা থেকে রিফট ভ্যালী পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে তারা নাইরোবি আক্রমণের চেষ্টা করবে। আমি চাই তুমি নিয়মিত পার্সির ক্যাম্প থেকে তোমার রেকি বজায় রাখবে। আমি আরও জানি মাসাই *চুনগাজি*দের একটা দল তোমার রয়েছে যারা তোমার এলাকায় হাতির চলাচলের খবরাখবর আদান-প্রদান করে। তুমি তোমার লোকদের জানিয়ে রাখতে পার এই মুহূর্তে হাতির চেয়ে আমরা হানদের গতিবিধি জানতে বেশী আগ্রহী।'

দুপুর নাগাদ লিওনের ডায়েরীর পাতা অর্ধেক ভর্তি হয়ে যায় হিজ লর্ডশিপের নির্দেশ আর পরামর্শে। ডেলামেয়ার আবার দুটার সময়ে দ্রুত হাজির হবার আদেশ দিয়ে তার অফিসারদের লাঞ্চের জন্য ছুটি দেয়। হিজ লর্ডশিপ তার খাবার আর সিয়েস্তা দারুণ পছন্দ করেন, তাই দু'ঘন্টা সময় যথেষ্ট ক্লাবে গিয়ে খাবার খেয়ে পুনরায় ডেলামেয়ারের দেশপ্রেম জাগ্রত হবার আগে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু বাইরে বের হয়ে সে ব্যাঙ্কের সামনে হিচিং রেইলের কাছে লতিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে তার ঘোড়াকে চিনির দানা খাওয়াচ্ছে, দু'জনেই ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছে।

'হ্যালো, ললিপপ। তুমি আমার সাথে নাকি আমার ঘোড়ার সাথে দেখা করতে এসেছ?'

'বাবা, তোমাকে এটা দিবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।' সে তার এপ্রনের পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ করা খাম বের করে লিওনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারবার্তাটা পড়বার সময়ে সে গভীর মনোযোগের সাথে তার মুখের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে। 'তোমার ভালোবাসার কোনো লোকের কাছ থেকে কি বার্তাটা এসেছে?' সে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কিভাবে বুঝলে?'

'তুমিও কি তাকে ভালোবাস?'

'হ্যাঁ, অনেক।'

'ভুলে যেও না, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।' সে ফিসফিস করে বলে এবং লিওন দেখে তার চোখে কান্না ভেসে উঠেছে।

'তাহলে আমি যদি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে করে বাসায় পৌঁছে দেই তবে নিশ্চয়ই তুমি রাগ করবে না?'

লতিকা নাক টেনে কান্না থামায় এবং তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা আপাতত ভুলে যায়। লিওনের পেছনে উঠে বাবার দোকান পর্যন্ত পুরোটা রাস্তা সে খুশীতে বকবক করতে থাকে।

মি. গুলাম ভিলাবজি দোকান থেকে বের হয়ে ফুটপাথের উপরে এসে দাঁড়ান তাদের স্বাগত জানাতে। 'স্বাগতম! স্বাগতম! মিসেস ভিলাবজি আজ তার বিখ্যাত মুরগীর রেজালা আর পোলাও রান্না করেছেন। আমাদের সাথে আজ সেটার স্বাদ পরখ না করলে তিনি যারপরনাই দুঃখিত আর কষ্ট পাবেন।'

মিসেস ভিলাবজি আর তার মেয়েরা যখন খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত লিওন সেই ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে বইয়ের শেলফের কাছে গিয়ে বই দেখতে থাকে। তারপরে কাঙ্খিত বইটা খুঁজে পেতে তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে এবং *ম্যাকমিলানের ইংরেজী অভিধানটা* সে শেলফ থেকে নামিয়ে আনে। 'আমি কি কিছুদিনের জন্য বইটা নিতে পারি?' সে জিজ্ঞেস করে।

মি. ভিলাবজি নাকের পাশে একটা আঙ্গুল রেখে সর্বজান্তার একটা ভাব করে। 'জেনারেল ব্যালানটাইন তার টেবিলে সবসময়ে এটার একটা কপি রাখতো। সুইটজারল্যান্ড থেকে তারবার্তা আসবার সাথে সাথে তিনি এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মেমসাহিব ভন ওয়েলবার্গ হয়ত তোমাকে সংকেতের রহস্য বলে পাঠিয়েছেন।' তারপরে সে নিজের কানে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আমি সেটা শুনতে চাই না। আমি সেই বানরের মত যে খারাপ কোনো কথাই শুনতে চায় না। আমরা গুপ্তচরদের বিচক্ষণ হওয়া উচিত।'

রেজালাটা দুর্দান্ত হয়েছিল, কিন্তু ইভার উদ্দেশ্যে বার্তা সাজাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকায় সে ভালো করে খেয়েও দেখে না। মেয়েরা খাবার টেবিল থেকে খালি বাসনপত্র নিয়ে গেলে সে মি. ভিলাবজির অফিসে একলা গিয়ে বসে এবং বিশ মিনিটের ভিতরে ইভাকে পাঠাবার জন্য বার্তা প্রস্তুত করে ফেলে। সে বার্তাটা শুরু করে নিজের ভালোবাসার একটা তীব্র ঘোষণা দিয়ে এবং তারপরে পেনরডের অনুপস্থিতি আর বাকি সব খবর বয়ান করে, 'চাচা কায়রোতে বদলী হয়ে যাবার কারণে আমি অন্ধকারে রয়েছি দাড়ি তোমার কাছে রয়েছে এমন সব তথ্য আমার প্রয়োজন দাড়ি আমার ভালোবাসা নিও দাড়ি ব্যাজার।'

চারদিন পরে সে ইভার উত্তর হাতে পায়। সে মি. ভিলাবজির অফিসে বসে অভিধান দেখে সেটার বার্তা উদ্ধার করে। সে অটো আর হেনী ডু রান্ডের সাথে আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশে ঝটিকা ভ্রমণের সময়ে কুস ডি লা রে আর ভন লেট্টো ভোরবেকের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখে পাঠিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা বিদ্রোহ পাকিয়ে তোলার ষড়যন্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করেছে। ডি লা রে'র অনুরোধ করা অস্ত্র আর সামগ্রীর একটা তালিকাও সে পাঠিয়েছে যেটা তাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অটো।

তালিকাটা পড়া শেষ হলে লিওন মৃদুস্বরে একটা শিস দেয়। 'পাঁচ মিলিয়ন জার্মান মার্ক তাও আবার স্বর্ণমুদ্রায়! প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং এর সমপরিমাণ অর্থ। পুরো আফ্রিকা কেনার জন্য যথেষ্ট অর্থ, দক্ষিণ আফ্রিকার কথা না হয় বাদই দিলাম।' মি. ভিলাবজির চেয়ারে বসে সে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করে। তারপরে সে হেনী ডু রান্ডের ক্ষোভ আর তিক্ততার কথা চিন্তা করে তারপরে ভাবে, আরো এক লক্ষ বুয়র রয়েছে, যারা ঠিক তার মতোই ক্ষুব্ধ, প্রশিক্ষিত আর যুদ্ধের পোড় খাওয়া সৈন্য। ঠিক ঠিক উপকরণ সরবরাহ করা হলে কয়েকদিন লাগবে তাদের পুরো দেশটা দখল করতে। ঈশ্বরের দিব্যি ষড়যন্ত্রটা যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এটা ব্যর্থ করার কোনো উপায় আছে কি?

মি. ভিলাবজি দরজায় উঁকি দেন। 'আরেকটা তারবার্তা এইমাত্র এসেছে।' সে ভিতরে প্রবেশ করে লিওনের সামনে খামটা রাখে।

লিওন দ্রুত অভিধানের সাহায্যে বার্তাটা উদ্ধার করে পড়ে। তারপরে চেয়ারে হেলান দেয়। 'বিমানপোত! জাহাজে করে না বিমানে করে তারা সরবরাহ নিয়ে আসবে আর আমার প্রেয়সী তাদের পরিকল্পিত যাত্রাপথের নির্দেশনা পাঠিয়েছে। এখন সে যদি কেবল জানতে পারে তারা কবে রওয়ানা দিবে।'

বাসায় আয়োজিত প্রাতঃরাশ পর্ব শেষ হবার পরে গ্রাফ অটো পথ দেখিয়ে তাদের প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষমান গাড়ির বহরের কাছে নিয়ে আসে, যেখানে পাঁচটা কালো

রঙের অতিকায় মীরবাখ্ সিডান পাশাপাশি রাখা আছে। বার্লিনের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এসেছেন, তাদের সবার সাথে স্ত্রীরাও আছে। মেয়েদের পোষাক দেখলে মনে হবে তারা, পালক আর রোদনিবারক ছাতার প্রতিযোগিতায় মেতেছে, আর পুরুষদের পরনে রয়েছে সামরিক উর্দি, কোমরের বেল্টে ঝুলছে কোষবদ্ধ তরবারি, আর বুকে জ্বলজ্বল করছে নানা মেডেল আর হীরক খচিত তকমা। কঠোরভাবে কেতা মেনে গাড়িতে উঠার জন্য যাতে কোনোমতেই জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ না হয়, বেশ সময় লাগে অবশেষে ইভা তৃতীয় গাড়িতে এক এ্যাডমিরাল অব দি ফ্লিট আর তার ঘোড়ামুখী স্ত্রীর সাথে সঙ্গী হিসাবে উঠার সুযোগ পায়।

মীরবাখ্ কারখানা বিশ মিনিটের পথ এবং উঁচু কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হবার সময়ে প্রথম গাড়ির চালকের আসনে আসীন গ্রাফ অটো হর্ণ বাজায়। গেট দ্রুত খুলে যায় এবং রক্ষীবাহিনী চৌকষ ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ির বহর তাদের অতিক্রম করার সময়ে।

মীরবাখ্ ইঞ্জিনিয়ারিং সাম্রাজ্যের মূল আস্তানায় ইভার এটাই প্রথম সফর, যা প্রায় বিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। পুরো এলাকাটা পাথরের তৈরি রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত এবং ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সদর দপ্তরের সামনে একটা মার্বেলের ফোয়ারা পঞ্চাশ ফুট উপরে বাতাসে পানি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কমপ্লেক্সের একেবারে শেষপ্রান্তে বিমানগুলো একটা শেডের নিচে রাখা আছে। তাদের আকৃতি সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না, একেকটা গথিক ক্যাথেড্রালের মত উঁচু।

উষ্ণ আর উজ্জ্বল সূর্যালোকিত পরিবেশে অতিথিবৃন্দ প্রধান ভবনের উঁচু আর ঘূর্ণায়মান দরজার সামনে গাড়ি থেকে নামে এবং বিশাল সব ছাতার নিচে সাজিয়ে রাখা আর্মচেয়ারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়, প্রতিটা চেয়ারে মীরবাখের পারিবারিক স্মারক উৎকীর্ণ রয়েছে। তারা সবাই আসন গ্রহণ করলে সাদা উর্দি পরিহিত বেয়ারার দল রূপার ট্রেতে ক্রিস্টালের পাত্রে শ্যাম্পেন পরিবেশন করে। সবার হাতে পানপাত্র পৌঁছে দেবার পরে গ্রাফ অটো ডায়াসে উঠে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু আবেগপূর্ণ স্বাগত ভাষণ দেয়। তারপরে সে তার বিমান বহরের ভূমিকা সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে আগামী সংঘাতপূর্ণ দিনগুলোতে তাদের কার্যক্রমের একটা বর্ণনা দেয়।

'আকাশে অধিক সময় ভেসে থাকার সামর্থ্যই তাদের আসল বৈশিষ্ট্য। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে কোনো বিরতি ছাড়া ভ্রমণ আজ আমাদের নাগালের ভিতরে। যাত্রী অথবা একশো বিশ টন বোমা নিয়ে আমার বিমান জার্মানী থেকে উড্ডয়নের তিনদিন পরে নিউইয়র্কে পৌঁছাতে সক্ষম। সে জ্বালানী না নিয়েই আবার ফিরতে পারবে। বিমানগুলো আমাদের সামনে অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। ইংলিশ চ্যানেলের উপরে পর্যবেক্ষকের দল সপ্তাহব্যাপী অবস্থান করে জাহাজ চলাচলের খবরাখবর বার্লিনে রেডিও মারফত জানাতে পারবে।' ধূর্ত বিক্রেতার মত সে তার ক্রেতাদের খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়ে বিরক্তি উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকে, যাদের

ভিতরে অর্ধেকই আবার মহিলা। সে একটা বিশাল প্রেক্ষাপটে মোটা তুলি ব্যবহার করে উজ্জ্বল একটা ছবি আঁকে। ইভা জানে তার বক্তব্য সাত মিনিট স্থায়ী হবে যা সাধারণ শ্রোতার সর্বোচ্চ মনোযোগ দেবার পরিধি অনেক আগেই সে হিসাব কষে সেটা বের করে রেখেছে। তার হাতের সোনা আর হীরক খচিত রিস্টওয়াচে সে সবার অলক্ষ্যে সময় দেখে। মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড সময় কম নিয়েছে।

'আমার বন্ধু আর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।' শেডের অতিকায় দরজার দিকে সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অর্কেস্ট্রার কন্ডাকটরের মতো দু'হাত প্রসারিত করে যেন সে তার যন্ত্রীদলকে আহবান করছে। 'আমি আপনাদের সামনে হাজির করছি *অ্যাসেগাই!*' গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে দরজা গড়িয়ে গড়িয়ে খুলে যায় এবং একটা অসাধারণ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠে। তার অতিথিরা আপনা থেকেই উঠে দাড়ায় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হাততালিতে চারদিক মুখরিত করে তুলে, সবার মাথা পেছন দিকে হেলান ১১০ ফিট উঁচু দানবটাকে ভাল করে দেখার জন্য যা বিশাল হ্যাঙ্গারের একপাশের দেয়াল থেকে অন্য পাশের দেয়াল পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার উচ্চতা ছাদের মাত্র দু ফুট নিচে শেষ হয়েছে। বিমানটার নাকের কাছে দশ ফিট উঁচু লার অক্ষরে তার নামটা লেখা হয়েছে, *অ্যাসেগাই*। আফ্রিকায় সিংহ শিকারের স্মৃতি রক্ষার্থে সে এই নামটা বেছে নিয়েছে। খুব যত্ন নিয়ে বিমানটার 'ওজন-হ্রাস' করা হয়েছে যাতে হাইড্রোজেন-পূর্ণ গ্যাস চেম্বারের লিফট তার হাল বা অধঃশরীরের ১৫০,০০০ পাউন্ড ডেড ওয়েটের সাথে নিখুঁত ভারসাম্যে থাকে। দশজন শ্রমিক ল্যান্ডিং বাম্পারে, মাটিতে অবস্থানের সময়ে এর উপরে তাকে স্থির রাখা হয়, নিচে থেকে তলদেশ সরিয়ে নিলে উপস্থিত দর্শকরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখে। বিশাল জেলীফিস বহনকারী পিঁপড়ের মত তাদের ক্ষুদ্র দেখায় এর অতিকায় আকৃতির পাশে।

তারা ধীরে ধীরে তাকে টেনে নিয়ে লম্বা দরজার নিচ দিয়ে সূর্যালোকে নিয়ে আসলে, তার বহিরাবরণে আলো প্রতিফলিত হয়ে উপস্থিত সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অবশেষে তার পুরো দেহটা বাইরে বের হয়ে আসে। তার নিয়ন্ত্রকের দল মাঠের মাঝে অবস্থিত মজবুত মুরিং টাওয়ারের কাছে তাকে টেনে নিয়ে আসে এবং তার নাকটা টাওয়ারের সাথে শক্ত করে আটকায়। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এতক্ষণে যেন তার প্রকৃত আকৃতি সবার বোধগম্য হয়। সে লম্বায় একটা ফুটবল মাঠের দ্বিগুণ, ৭৯৫ সরল ফুট একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। তার তলদেশের নিচে থেকে বর্ধিত ইস্পাতের বাহুতে নৌকা আকৃতির চারটা কাঠামোর ভিতরে চারটা বিশাল মীরবাখ্ রোটারী ইঞ্জিন সংযুক্ত রয়েছে। মেইন কেবিন থেকে বিমানের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত কম্প্যানিয়ন ওয়ে দিয়ে তাদের কাছে পৌছান সম্ভব। দুটোর অবস্থান বো'র নিচে আর বাকি দুটো স্টার্নে অবস্থিত, সেখান থেকে তারা বিমান চালনায় সাহায্য করবে। প্রতিটা সাসপেনশন বাহুর সাথে মইযুক্ত রয়েছে, যার সাহায্যে দায়িত্বরত মেকানিক কম্প্যানিয়ন ওয়ে থেকে ইঞ্জিনের পাশে যেতে পারবে, মেরামত করতে অথবা ব্রিজ

থেকে প্রেরিত ইঞ্জিনের পাওয়ার সেটিং বদলার নির্দেশ সম্বলিত টেলিগ্রাফ বার্তার নির্দেশ পালন করতে।

আস্তরণযুক্ত কাঠ দিয়ে প্রপেলার তৈরি করা হয়েছে এবং ডানার ছয়টা ভারী বাহুর প্রান্তদেশ তামার পুরু প্রলেপ দিয়ে আবৃত।

বিমানের পুরো অধঃশরীর জুড়ে বিস্তৃত তলদেশ বৈমানিকদের জন্য চলাচলের পথ বা জ্বালানি, পিচ্ছিলকারী তৈল, হাইড্রোজেন বা পানি নিষ্কাষণ নল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। উড্ডয়ন অবস্থায় বিমানের ভারসাম্য তরল কার্গো সামনে বা পিছনে পাম্প করে এডজাস্ট করা যাবে।

নাকের নিচে একেবারে সামনের দিকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষটা অবস্থিত। সেখানে ক্যাপ্টেন তার নেভিগেটরের সাহায্যে বিমান পরিচালনা করবেন। একমাত্র যাত্রীবাহী কক্ষ আর কার্গো হোল্ড ঠিক মধ্যেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে যেখানে তাদের ওজন সমানভাবে বন্টন করা হয়েছে।

তার সৃষ্টির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দর্শকদের যথেষ্ট সময় দেবার পরে, গ্রাফ অটো তাদের বিমানে আরোহণ করার আমন্ত্রণ জানায় এবং তারা বিমানের বিলাসবহুল লাউঞ্জে আসন গ্রহণ করে। লম্বা ঘরটায় বাইরের দেয়ালের পুরোটা জুড়ে রয়েছে কাঁচের পর্যবেক্ষণ জানালা। অতিথিরা চামড়ার গদি আটা আরাম কেদারায় আসন গ্রহণ করলে উর্দি পরিহিত পরিচারকের বাহিনী দল তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া অতিথিদের শ্যাম্পেন পরিবেশন করে। তারপরে গ্রাফ অটো, লুটজ আর রিট্টার গাইডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পুরো আকাশযানটা তাদের ঘুরয়ে দেখায়, উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আর তাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা পুনরায় প্রধান লাউঞ্জে অয়েস্টার, ক্যাভিয়ার আর ভাপান স্যালমন আরও শ্যাম্পেন সহযোগে উদরপূর্তির উদ্দেশ্যে ফিরে আসে।

তাদের খাওয়া শেষ হলে উৎফুল্ল কণ্ঠে অটো জানতে চায়, 'আপনাদের ভিতরে কার কার এর আগে আকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

ইভা কেবল হাত তুলে।

'আহ! তাইতো!' সে হেসে উঠে। 'আজকে আমরা সেটা বদলে দিব।' সে লুটজের দিকে তাকায়। 'ক্যাপ্টেন অনুগ্রহ করে আমাদের অতিথিদের বোদেনিজের উপরে একটু উড়িয়ে নিয়ে আসবেন।' তারা সবাই পর্যবেক্ষণ জানালার পাশে এসে ভীড় করে, লুটজ ইঞ্জিন চালু করতে তারা সবাই উত্তেজনায় বাচ্চাদের মত করতে থাকে। *অ্যাসেগাই* মুহূর্তের ভিতরে যেন জীবন্ত হয়ে উঠে এবং মুরিংএর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার জন্য নড়াচড়া শুরু করে। তারপরে আলতো করে সে শূন্যে ভেসে উঠলে মুরিং টাওয়ারের সাথে তার বাঁধন ছিন্ন হয়।

লুটজ তাদের ফ্রেডরিকসাফেন পর্যন্ত নিয়ে যায় তারপরে লেকের মধ্যে উড়ে আসে। পানির রঙ মায়াবী নীল রঙের এবং সূর্যের আলোয় দূরের সুইস আল্পসের বরফ

আর হিমবাহ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আকাশযানটা তারপরে উইসক্রিচের কারখানার উপরে ফিরে আসে এবং মাঠের হাজার ফিট উপরে স্থির হয়ে ভাসতে থাকে। গ্রাফ অটো এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কন্টোল কার থেকে লাউঞ্জে ফিরে আসে, এবং তার অতিথিবৃন্দ বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকায়। তার পিঠে ভারবাহী গাধার বোঝার মত একটা ভারী র‍্যাকস্যাক চওড়া চামড়ার বেল্টের সাহায্যে বাধা রয়েছে।

'ভদ্রমহোদয় আর ভদ্রমহিলাগণ আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন *অ্যাসেগাই* বিস্ময় আর চমকে পূর্ণ একটা আকাশযান। আমি আপনাদের এখন আরো একটা চমক দেখাব। চারশো বছর আগে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আমার পিঠে যে বোঝাটা রয়েছে তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি তার কল্পনা ধার করে একে বাস্তবে পরিণত করে ক্যানভাসে ব্যাগবন্দি করেছি।'

'এটা কি?' এক মহিলা প্রশ্ন করেন। 'দেখে ভারী আর অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে?'

'আমরা এর নাম দিয়েছি *ফালসক্রিম*, কিন্তু বৃটিশ আর ফরাসিরা একে বলে প্যারাস্যুট।'

'এর কাজ কি?'

'এর নামের যা মানে ঠিক সেটাই। এটা আপনার পতন রোধ করবে।' সে ঘুরে দু'জন বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। তারা বিমানে উঠার দরজা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিরা অজানা আশঙ্কায় সেখান থেকে সরে আসে।

'বিদায়, বন্ধুরা! আমি যখন থাকব না তখন আমার কথা ভেবো।' কেবিনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে অটো মাথা আগে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ঝাপ দেয়। মহিলারা আঁৎকে উঠে মুখে হাতচাপা দেয়। তারপরে সবাই দৌড়ে পর্যবেক্ষণ জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলে দেখে গ্রাফের ক্রমাগত ছোট হয়ে আসা দেহটা দ্রুত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে চলছে। তারপরে, সহসা তার পিঠের র‍্যাকস্যাক থেকে একটা সাদা লম্বা আর সরু পতাকার মত কিছু একটা বের হয়ে এসে দ্রুত ছাতার মতো খুলে গিয়ে একটা অতিকায় ব্যাঙের ছাতার আকৃতি ধারণ করে। গ্রাফ অটো মরণ পতন সহসা রুদ্ধ হয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাঝ আকাশে সে প্রকৃতির নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ঝুলে থাকে। দর্শকদের আতঙ্ক তখন বিস্ময়ে পরিণত হয়, তাদের হতাশ ফিসফাস উৎফুল্ল হাততালিতে বদলে যায়। তারা তাকিয়ে দেখে পড়ন্ত মূর্তিটা ধীরে ধীরে মাঠের মধ্যে নেমে যায় এবং সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে একটা পোটলার মত গড়িয়ে পড়ে। গ্রাফ অটো দ্রুত উঠে পড়ে এবং তাদের দিকে হাত নাড়ে।

লুটজ আকাশযানের প্রধান হাইড্রোজেন ট্যাঙ্কের ভাল্ব খুলে দিলে উড়ন্ত হাঁসের বুক থেকে খসে পড়া পালকের মত সেটা আলতো ভঙ্গিতে মাটিতে নেমে আসে। তলদেশে স্থাপিত বাম্পারের উপরে সেটা স্থির হয়ে বসলে গ্রাউন্ড ক্রুরা দ্রুত এগিয়ে এসে এ্যাঙ্কর মাস্টের সাথে মুরিং লাইন বেঁধে ফেলে।

কেবিনের মেইন ডোর খুললে দেখা যায় চৌকাঠের নিচে গ্রাফ অটো দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীতে তার অতিথিদের স্বাগত জানাতে। তারা তার সাথে করমর্দনের জন্য তাকে ঘিরে ধরে এবং সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারপরে সবাই আবার গাড়িতে উঠে বসে এবং প্রাসাদে ফিরে চলে, পুরোটা রাস্তা গ্রাফের এই অসাধারণ সাফল্যের প্রতি স্তুতিবাদ আর হাসির শব্দ বনের ভিতর প্রতিধ্বনি তুলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মূল ডাইনিং রুমের লম্বা ওয়ালনাট টেবিলে আনুষ্ঠানিক ভোজসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে অনায়াসে দু'শো জন অতিথিকে বসান সম্ভব, হাই গ্যালারিতে এক যন্ত্রীদল পুরোটা সময় সঙ্গীত পরিবেশন করে। ডাইনিং রুমের দেয়ালটা ওক কাঠের প্যানেল করা যার গায়ে সময়ের ছাপ পড়েছে এবং মীরবাখ্‌দের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি, শিকারের দৃশ্য আর শিকারের স্মারকে সজ্জিত যার ভিতরে রয়েছে স্ট্যাগ এন্টলারের শৃঙ্গ আর বন্য দাঁতাল শূকরের দাঁত।

ছেলেদের পরনে সেদিন সন্ধ্যাবেলা পুরোদস্তুর সামরিক পোষাক, কোষবদ্ধ তরবারি এবং উপাধিসূচক স্মরণীকা। মেয়েদের পরনে সিল্ক আর সার্টিনের বাহারী পোষাক আর চোখ ধাঁধান অলঙ্কার। ইভা ভন ওয়েলবার্গ উপস্থিত সবাইকে সৌন্দর্য আর আভিজাত্যে ছাড়িয়ে যায় এবং অবাক করার মত ব্যাপার হল অটো ভন মীরবাখ্ ভোজসভায় তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব যা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। বেশ কয়েকবার সে টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে তাকে সম্বোধন করে কোনো ঘটনার বিষয়ে তার মন্তব্য জানতে চায়, তার পরামর্শ কামনা করে বা কোনো আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়।

যন্ত্রীদল স্ট্রসের ওয়ালটজের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করলে সে অন্য কারো সাথে তাকে নাচতে না দিয়ে একাই নিজের কুক্ষিগত করে রাখে। অটো তার বিশাল দেহের তুলনায় যথেষ্ট ভালো নাচে এবং আফ্রিকার বিশাল মোষের মত একটা পাশবিক প্রবৃত্তি তখন তার ভিতরে কাজ করতে থাকে। চপল আর মার্জিত ইভা তার বাহুর ভিতরে লেক থেকে প্রবাহিত বাতাসে বুনো লতার মত আলোড়িত হয়। অটো জানে তাদের জুটি কেমন আকর্ষণীয় আর নাচের স্থানে সবার মুগ্ধ দৃষ্টি সে দারুণ উপভোগ করে।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘনিয়ে এলে এক ট্রাম্পেট বাদক উপস্থিত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারপরে যন্ত্রীদল আর পরিচারক বাহিনী ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বাটলার জানালা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। সশস্ত্র প্রহরীর দল শব্দ নিরোধক বন্ধ দরজার বাইরে অবস্থান নিলে মনোনীত অতিথিরা ছাড়া ঘরে আর কেউ থাকে না। অটো নিজের সাফল্যের কথা জাঁকালভাবে উদযাপনের সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। নিজের সাফল্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সে তার অতিথিদের জানাতে এবং তোষামদ উপভোগ করতে চায়।

অবশেষে উপস্থিত সিনিয়র সেনাকর্মকর্তা, ভাইস অ্যাডমিরাল আর্নেস্ট ভন গ্যালউইটজ, গৃহকর্তাকে তার আতিথ্য, এবং উইসক্রিচে প্রদর্শিত কারিগরি নৈপুণ্যের

জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করার জন্য উঠে দাঁড়ায়। তারপরে, দক্ষ কূটনীতিবিদের মতো সময়মতো সে বলে, 'পৃথিবী আর আমাদের শত্রুরা শীঘ্রই গ্রাফ অটোর অভূতপূর্ব সৃষ্টির ক্ষমতা আর সামর্থ্যের একটা প্রদর্শনী দেখতে পাবে। এখানে কেবল আমাদের বন্ধুরা উপস্থিত রয়েছে, তাই আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা, কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম শুরু থেকেই এই অসাধারণ যন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ডিনারের জন্য প্রস্তুত হবার সময়ে টেলিফোনে আমি তার সাথে যোগাযোগ করে তাকে আমাদের আজকের অভিজ্ঞতা পুরোটা জানিয়েছি। আমি আপনাদের আনন্দের সাথে জানাতে চাই শীঘ্রই আরম্ভ হওয়া গ্রাফ অটোর এক সাহসী অভিযান যা নিজের অভিনবত্বে শত্রুদের চমকে দেবে, তার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন প্রদান করেছেন।'

টেবিলের মাথায় উপবিষ্ট গ্রাফের দিকে সে তাকায়। 'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, এটা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা হয় আসন্ন যুদ্ধের ফলাফল আমাদের মাঝে উপস্থিত লোকটার হাতে রয়েছে। শীঘ্রই সে একটা যুগান্তকারী যাত্রা শুরু করবে, যেটা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে পারলে আমাদের শত্রুদের বিভ্রান্ত করে একটা পুরো মহাদেশে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।'

হর্ষোৎফুল্ল অভিবাদন গ্রহণ করতে গ্রাফ অটো উঠে দাঁড়ায়। গর্বে তার চোখ চমকাতে থাকে যদিও অ্যাডমিরালকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেয়া তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিনয় আর সংযম প্রকাশ পায়। তার ভাষণে তারা আরও মুগ্ধ হয়।

সেদিন রাতে, অনেক পরে, তারা যখন প্রাসাদে অটোর ব্যক্তিগত অন্দরমহলে শোবার প্রস্তুতি নেয়, ইভা তার বাথরুম থেকে অটোর গান আর থেকে থেকে ভেসে আসা অট্টহাসি শুনতে পায়।

তার মুডের সাথে সঙ্গতি রেখে সে অটোর প্রিয় সার্টিনের নাইট ড্রেস পরে। সে তার চুল ব্রাশ করে কাঁধের উপরে ফেলে রাখে, কারণ অটো এভাবেই তার চুল পছন্দ করে, চোখের পাপড়িতে মাশকারা লাগিয়ে দক্ষতার সাথে নিজের চেহারায় একটা দুঃখী অভিশপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে। নিজেকে প্রস্তুত করার ফাঁকে সে আয়নার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে নিজেকে বলে, 'প্রিয় অটো, আসল ব্যাপারের কোনো কিছু সম্বন্ধেই তোমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই, কিন্তু আমি জানি তুমি কোথায় যাবে এবং আমিও তোমার সাথে আফ্রিকায় যাচ্ছি... আফ্রিকা আর আমার জান ব্যাজারের কাছে।'

অটো যখন শোবার ঘরে আসে, দেখে তার পরনের ড্রেসিং-গাউনটা সে আগে কখনও দেখেনি। সেটা কোনো আজব ঘটনা না, কারণ চারজন ফুল-টাইম ভ্যালেট রয়েছে তার ওয়ারড্রোবের যত্ন নেবার জন্য। অর্ধেক কাপড় সে কোনোদিনই পরে দেখেনি। সোনালী আর রাজকীয় বেগুনী রঙের গাউনটা, ভেতরটা লাল রঙের আর ঝুল প্রায় মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ণাঢ্যতা সত্ত্বেও গাউনটা পরার ফলে তার হামবাক ভাব একটুও কমেনি। দিনটার সাফল্যের উচ্ছাস তখনও তার মাঝে বজায় আছে, তাকে

প্রদর্শন করা সম্মান আর প্রাপ্তিতে তার চেহারা তখনও জ্বলজ্বল করছে। অটোর কাছে পুরো ব্যাপারটা কামনার আরেকটা উচ্চতর মাত্রা মাত্র, তার দিকে এগিয়ে আসবার সময় ইভা গাউনের উপর দিয়ে তার উদ্দীপ্ত পৌরুষ সহজেই দেখতে পায়।

ঘরের একেবারে মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল ইভা, বিষাদময় একটা ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে। কয়েক মুহূর্ত সে তার বিষাদময়তা লক্ষই করে না, কিন্তু তাকে আলিঙ্গন করে তার বুকে মুখ নামিয়ে আনার সময়ে তার অভিব্যক্তির শীতলতা খেয়াল করে এবং সাথে সাথে মাথা পেছনে হেলিয়ে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। 'সোনা, কি হয়েছে, মন খারাপ কেন?'

'তুমি আবার অভিযানে চলেছো, আর আমি জানি এবার আমি তোমাকে সত্যিই হারিয়ে ফেলব। গতবার আমি তোমাকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম আর তারপরে অসভ্য নানদিরা আমাকে তুলে নিয়ে গেল। এখন আবার একই রকমের ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে।' তার বেগুনী চোখ পানিতে ভরে উঠে। 'তুমি আমাকে রেখে যেতে পারবে না,' সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে। 'যেও না! আমাকে একলা রেখে যেও না!'

'আমাকে যেতেই হবে।' তার কণ্ঠস্বর অনিশ্চিত আর বিহ্বল শোনায়। 'তুমি জান, এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। এটা আমার দায়িত্ব আর তাছাড়া আমি কথা দিয়েছি।'

'তাহলে আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চলো। আমাকে একা রেখে যেও না।'

'তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাব?' সে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। ভাবনাটা কখনও তার মাথায় আসেনি।

'হ্যাঁ! অটো, না বোলো না! তোমার সাথে না যাবার কোনো কারণ নেই।'

'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। বিপদ হতে পারে,' সে বলে, 'ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাও অসম্ভব না।'

'তোমার পাশে থেকে বিপদে আমি আগেও পড়েছি,' সে মনে করিয়ে দেয়। 'অটো, তোমার সাথে থাকলে আমি নিরাপদ থাকবো। এখানে আমি আরও বেশি বিপদে পড়ব। বৃটিশরা অচিরেই বিমান থেকে এখানে বোমাবর্ষণ করবে।'

'কি আবোল-তাবোল কথা বলছো,' তার কথা সে পাত্তাই দেয় না। 'কেবল আকাশযানই এতদূর আসতে পারবে। আর বৃটিশদের আকাশযানই নেই।' কিন্তু সে একটু পিছনে সরে দাঁড়ায় নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নেবার জন্য।

এক মুহূর্তের জন্য তাকে অনিশ্চিত দেখায়। এতগুলো বছর সে কখনও গভীরভাবে ভেবে দেখেনি তার কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক সমৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কারণ আছে কিনা এতদিন তার সাথে থাকার পেছনে। কিন্তু এতদিনে সে সব আবেদনও ফেলো হয়ে যাবার কথা। অন্য কোনো গভীর প্রণোদনা রয়েছে অবশ্যই। সে কখনও সেটা খুঁজতে যায়নি কারণ সেটা হয়ত তার পৌরুষকে আহত করতে পারে। এখন সে গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে এতদিন তাকে বিব্রত করতে থাকা প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত তাকে

জিজ্ঞেস করে 'তুমি আমাকে কখনও বলনি আর আমারও সাহস হয়নি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমার প্রতি তোমার সত্যিকারের অনুভূতির কথা, ইভা তোমার মনে আসলেই কি আছে? এখনও কেন তুমি আমার সাথে রয়েছো?'

ইভা মনে মনে অনেকদিন ধরেই জানে, একদিন না একদিন, তাকে এই প্রশ্নটার মুখোমুখি হতেই হবে। সে নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে, তাকে যে উত্তরটা দিতেই হবে তার জন্য এবং সে প্রায়ই মনে মনে উত্তর আওরাত যাতে সেটা আন্তরিক আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

'আমি এখানে আছি কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, এবং তুমি আমাকে যতদিন তোমার কাছে রাখবে আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।' প্রথমবারের মত উত্তরটা শুনে অটোর অবস্থা হয় ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া শিশুর মত।

সে মৃদু কিন্তু গভীর একটা শ্বাস নেয়। 'ধন্যবাদ, ইভা। তুমি কখনও বুঝতে পারবে না তোমার কথাগুলো আমাকে কিরকম প্রভাবিত করবে।'

'তাহলে তুমি আমাকে তোমার সাথে নেবে?'

'হ্যাঁ,' সে মাথা নেড়ে বলে। 'আমরা দুজনেই যখন বেঁচে আছি তখন আলাদা হবার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি তোমাকে বিয়েই করতাম যদি সেটা আমার সাধ্যের ভিতরে হত। তুমি সেটা জান।'

'হ্যাঁ, অটো, জানি। অবশ্য আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো না,' সে তাকে মনে করিয়ে দেয়। অ্যথালা, তার বিশ বছরের স্ত্রী এবং দুই সন্তানের জননী, আজও তাকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিতে রাজি না– ঈশ্বরই কেবল বলতে পারবে অটো কত চেষ্টা করেছে তাকে রাজি করাতে। অবশেষে হেসে উঠে সে কাঁধ সোজা করে। তার আত্মবিশ্বাস এবং সহজাত উচ্ছ্বাস দৃশ্যত তার ভিতরে আবার ফিরে আসে। 'তাহলে তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নাও। বিজয় উদযাপনের জন্য একটা সুন্দর পোষাক নিতে ভুলো না,' সে তাকে বলে। 'আমরা আবার আফ্রিকা ফিরে যাচ্ছি।'

সে দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে দাঁড়িয়ে অটোর ঠোঁটে একটা গাঢ় চুমো দেয়। তার মুখের সিগারের গন্ধ এই প্রথমবারের মত তাকে বিব্রত করে না। 'আফ্রিকা! ওহ্ অটো, আমরা কবে রওয়ানা হবো?'

'শীঘ্রই, খুব শীঘ্রই। আজ তুমি নিজেই দেখলে আকাশ যান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, ক্রুদের সবার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত, এবং তারা জানে তাদের কি দায়িত্ব। এখন সবকিছু নির্ভর করছে চাঁদের আবর্তন বায়ু প্রবাহের আর জলবায়ুর আগাম পূর্বাভাষের উপরে। রিট্টারকে দিন-রাত একনাগাড়ে আকাশযান পরিচালনা করতে হবে এবং পূর্ণিমার আলো তার দরকার। সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে পূর্ণিমা শুরু হচ্ছে এবং এর তিনদিন আগে বা পরে আমরা যাত্রা আরম্ভ করবো।'

সে রাতের বেশিরভাগ সময় ইভা জেগেই কাটিয়ে দেয়, অটোর নাসিকাগর্জন শুনতে শুনতে। মাঝে মাঝেই নিজের নাকের গর্জনের প্রচণ্ডটায় সে নিজেই জেগে উঠে কিন্তু তারপরে সে ঘোঁত একটা শব্দ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। যাত্রা করার আগে নিজের করণীয় সম্বন্ধে ভাববার সময়টুকু পাবার জন্য সে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে। লিওনকে একটা শেষ বার্তা পাঠাতে হবে, যাতে অটোর *অ্যাসেগাই* নিয়ে আফ্রিকা আসার এবং তাতে নিয়ে আসা গোলাবারুদ আর বুয়র বিদ্রোহীদের জন্য স্বর্ণমুদ্রার বিষয়টা নিশ্চিত করা হবে এবং আরো বলা থাকবে দক্ষিণে অগ্রসর হবার সময়ে সে নিশ্চিতভাবেই নীলনদের গতিপথ ধরে রিফটভ্যালীর উপরে দিয়ে উড়ে যাবে। সে যখন তাকে তারিখটা নির্দিষ্ট করে বলবে কবে *অ্যাসেগাই* আসছে তখন লিওনের দায়িত্ব হবে যেকোনো মূল্যে আকাশযানের যাত্রা ব্যাহত করা। প্রয়োজন হলে আক্রমণ করতে হবে মারণশক্তিতে। অবশ্য তার এখনকার বিড়ম্বনা হল আকাশযানে নিজের থাকবার বিষয়টা তাকে জানাবে কি না। সে যদি জানে যে আকাশযানে ইভা রয়েছে তবে তার মনোবল চিড় খেতে পারে। নিদেনপক্ষে তার দায়িত্বপালনের সাবলীলতার উপরে নিশ্চিতরূপেই প্রভাব ফেলবে। সে ঠিক করে তাকে জানাবে না এবং আফ্রিকার আদিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের নিচে তাদের দেখা হবে কিনা সেটা ভবিতব্যের উপরে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কোনো একক নিয়তিনির্দিষ্ট ঘোষণা বা কলমের একটা আঁচড়ের ফলে মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটেনি। অনেকটা রেলগাড়ির দুর্ঘটনা বা ডোমিনোর উল্টে পড়ার মত ব্যাপারটা ঘটে যায় যেখানে একটার পর একটা বগি এসে আগেরটার উপরে আছড়ে পড়ে এক বিশাল ধ্বংসস্তূপ গড়ে তুলে। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির ধারাবাহিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালের আগস্টের চার তারিখ বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানীর বিরুদ্ধে। লুসিমা যে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়েছিল তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

সদ্য একীভূত হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ আরো একবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সদ্য বিলুপ্ত বুয়র সেনাবাহিনীর সাবেক সর্বাধিনায়ক লুইস বোথা এবং তার সহযোদ্ধারা জেনারেল জেনী স্মুটস, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অন্য বুয়র নেতাদের অধিকাংশই বৃটেনকে ঘৃণা করে এবং নতুন করে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে তারা কাইজারের জার্মানীর সাথে যোগ দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। লুইস বোথা অল্প সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে পার্লামেন্টে এই মর্মে বিল পাশ করাতে

সমর্থ হয় এবং সে লন্ডনে বৃটিশ সরকারকে এই তারবার্তা পাঠায় যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত রাজকীয় বাহিনীকে সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছে, কারণ সে নিজে এবং তার বুয়র বাহিনী মহাদেশের দক্ষিণ অংশকে জার্মানীর সম্ভাব্য আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। লন্ডন কৃতজ্ঞচিত্তে তার প্রস্তাব গ্রহণ করে, তারপর তাকে অনুরোধ করে বোথা আর তার বুয়র বাহিনী প্রতিবেশী জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা আক্রমণ করে সোয়াকপমান্ড আর লুডেরিটজবাখটে অবস্থিত রেডিও স্টেশন দুটি অচল করে দিতে, কারণ স্টেশন দুটো দক্ষিণ আটলান্টিকে অবস্থিত রাজকীয় নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত বার্লিনে প্রেরণ করছে। বোথা সাথে সাথে সম্মতি জানায় কিন্তু ততক্ষণে তার লোকজনের ভিতরে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গেছে।

ত্রিমূর্তি হিসাবে পরিচিত বুয়র বীরদের একজন হল বোথা, অন্য দু'জন হল ক্রিস্টিয়ান ডি ওয়েট আর হারকিউলাস 'কুউউস' ডি লা রে। ডি ওয়েট ততদিনে জার্মানীর প্রতি তার সমর্থন জানিয়ে দিয়েছে এবং তার বাহিনী তার প্রতি অনুগত রয়েছে। কালাহারি মরুভূমিতে নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে তারা অবস্থান করছে এবং বোথা তাদের নিরস্ত্র করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। সে সেই পদক্ষেপ নিলে, তারা পুরো মাত্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসবে এবং গৃহযুদ্ধের আগুন দাবানলের মত পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

বোথা আর বৃটেনের বিরুদ্ধে ডি লা রে প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলেও সবাই জানে সেটা কেবল সময়ের ব্যাপার। তারা অবশ্য ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না যে উইসক্রিচ থেকে তার দাবী অনুযায়ী অস্ত্র আর স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে *অ্যাসেগাই*য়ের রওয়ানা হবার খবর জার্মানী থেকে আসবার জন্য অপেক্ষা করছে। বার্লিন থেকে এই সংবাদ জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সোয়াকপমান্ডে অবস্থিত শক্তিশালী রেডিও স্টেশন মারফত তার কাছে পাঠান হবে, জায়গাটা দক্ষিণ আফ্রিকা সীমান্তের কাছে অবস্থিত।

সে সময়ে উইসক্রিচে *অ্যাসেগাই*য়ে তালিকা মোতাবেক সব মালামাল উঠান হচ্ছে। গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্ এবং কমোডর আলফ্রেড লুটজ সারারাত জেগে মালামাল তোলার পুরো প্রক্রিয়াটা তদারক করছে। ওজনের জটিল হিসাবনিকাশের পুরো ব্যাপারটাই অনুমান আর সহজাত অনুভূতির উপরে নির্ভর করে করা হয়েছে। সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে গ্রীষ্মকালে এর আগে কোনো মানুষ আকাশযান নিয়ে পাড়ি দেয়নি যখন বাতাসের তাপমাত্রা দুপুরে পঞ্চান্ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যেতে পারে আবার রাতের বেলা সেটা হিমাঙ্কের নিচে নেমে আসে।

*অ্যাসেগাই*য়ের সম্পূর্ণ গ্যাসীয় আয়তন হাইড্রোজেনের ২.৫ মিলিয়ন ঘন ফুট, কিন্তু প্রতিদিন তাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত তরলের ওজনের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ গ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হলে অতিরিক্ত হাল্কা হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় আরো উপরে উঠে যাবে যেখানে শীত আর

অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে আকাশযানে অবস্থিত সবাই মারা পড়বে। প্রধান জ্বালানী ট্যাঙ্কে ৫৪৯,৮৫০ পাউন্ড গ্যাসোলিন ভর্তি করা হলে সেটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে, এছাড়া ৪৬৮০ পাউন্ড মবিল আর ২৫০০০ পাউন্ড পানি আকাশযানের ব্যালাস্টে ভরা হয়। আকাশযান পরিচালনাকারী বৈমানিক আর একজন মহিলা যাত্রী আর তাদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের ওজন দাঁড়ায় ৩৮৮৫ পাউন্ড। নীতিগতভাবে এর ফলে তারা আকাশযানে ৩৫,৮০০ মাল বহন করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত স্বর্ণমুদ্রার জন্য স্থান সংকুলান করতে অটো ৭০০০ পাউন্ড ওজনের মর্টারের গোলা বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে মাপক যন্ত্রের কাঁটা তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত ঝুঁকে আসে।

প্রতিটা মুদ্রা আঠার ক্যারাট সোনার তৈরি। পুরো টাকাটায় বৃটিশ গিনি আর ডয়েস রাইখের দশ-মার্ক সমান পরিমাণে রয়েছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলো প্রথমে ছোট ক্যানভাসের ব্যাগে ঢুকান হয়েছে, তারপরে সেটা মজবুত অ্যামুনিশনের বাক্সে ভরে মুখ স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়া হয়েছে। মোট ২২০টা বাক্স। প্রতিটা বাক্সে ১১০ ট্রয় পাউন্ড ওজনের স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। সাফারিতে একজন আফ্রিকার কুলি সচরাচর এই পরিমাণ ওজন বহন করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবেই সোনার মূল্য সব সময়ে ডলারে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং গত কয়েক যুগ ধরে সেটা খাঁটি সোনার গুঁড়োর ক্ষেত্রে প্রতি আউন্স বাইশ ডলারে স্থির রয়েছে। গ্রাফ দ্রুত মনে মনে হিসাব কষে: তার পুরো কার্গোর মূল্য মোটামুটি নয় মিলিয়ন ডলার, যা যুদ্ধের এই ডামাডোলের মাঝে মুদ্রা বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠা সত্ত্বেও প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং এর সমতুল্য।

'ব্যাটা বুয়র গোয়ারের দল এই টাকায় অনেকদিন দাঁত কেলিয়ে আমাদের পক্ষে হাসবে!' *অ্যাসেগাই*য়ের প্রধান সেলুনে মালপত্র বহনকারীরা যখন স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি বাক্সগুলো এনে সারিবদ্ধভাবে রাখে তখন অটো সেটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করে এবং প্রতিটা বাক্স ডেকের রিঙ বোল্টের সাথে আটকে দেয়। বাক্সগুলোর উপরে সে রাখে ম্যাক্সিম মেশিনগান আর তার গুলি ভর্তি বাকসগুলো।

সব কিছু জায়গামতো রাখার পরে দেখা যায় আকাশযান পরিচালনা আর অন্যসব দায়িত্ব পালনের জন্য এর বৈমানিকদের চলাফেরাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। নড়াচড়া সহজ করতে অটো কেবিনের মধ্যবর্তী বাল্কহেড আর বাঙ্কগুলো সরিয়ে ফেলতে বলে। বৈমানিকরা মাটিতে ঘুমাবে। সে চার্টরুম আর রেডিও রুম সরিয়ে ফেলে এবং বো'র নিচে অবস্থিত নিয়ন্ত্রকারী গন্ডোলায় প্রবেশ করে। আরো জায়গা খালি করার জন্য সে তিনটা শৌচাগারও সরিয়ে দেয়; ফলে বাইশ আর একজন লোকের জন্য কেবল একটা কোনোমতে টিকে থাকে। লস্কর রাঁধুনি, উচ্চপদস্থ বৈমানিক, নারী, পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা বলে কিছু থাকে না। লন্ড্রিও বাদ দেয়া হয় এবং গ্যালিকে কমিয়ে অর্ধেক করা হয়। একটা স্টোভই যথেষ্ট স্যুপ গরম করা বা কফি তৈরি করার জন্য অথবা সকালে পরিজের জন্য, কিন্তু অন্য কোনো গরম খাবারের বন্দোবস্ত রাখা হয় না। দুধের বিকল্প হিসাবে গুড়ো দুধ নেয়া হয়; সসেজ, কোল্ডমিট আর শক্ত বিস্কুট রাখা হয়,

কোনো কারণে রসদ ফুরিয়ে গেলে ব্যবহার করার জন্য। সে আকাশযানে কোন প্রকার এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় উঠাতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা হল, না হলে নয় এমন সুবিধাদি সম্বলিত একটা আকাশযান।

যাত্রার আগের দিন রাতে *অ্যাসেগাইয়ের* বিশাল রূপালী দেহের নিচে একটা ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে উর্দি পরিহিত শোফার চালিত একটা মীরবাখ্ লিমুজিন প্রাসাদ থেকে ইভাকে নিয়ে আসে। তার পরনে আজ বৈমানিকের উপযুক্ত পোষাক, পায়ে বুট, হাতে দস্তানা আর মাথায় গগলস দেয়া হেলমেট। শোফার তার পেছন পেছন একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বয়ে নিয়ে আসে, এবারের যাত্রায় এটাই তার সম্বল।

ইভা পৌছাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আকাশযানের ক্রুরা জানত না যে সেও তাদের সাথে যাবে। তার সৌন্দর্য্য আর মোহিনী শক্তির কারণে সে যেখানেই যায় তার ভক্তের অভাব হয় না আর এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে না, সবাই তাকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। মোমবাসা থেকে এসএস *অ্যাডমিরাল* করে আসবার পরে হেনী ডু রান্ডের সাথে তার আর দেখা হয়নি। তার মত রুক্ষ আর সামাজিকতা বর্জিত লোকও তার সামনে এসে মাথা নামিয়ে হাতে চুমো খেলে, বাকিরা হৈহৈ করে উঠতে বেচারীর মুখ স্কুলের ছাত্রদের মত লাল হয়ে উঠে।

ইভা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে এবং বোয়ার জেনারেলের সাথে তার বৈঠকের সময়ে না বোঝার ভান করে তাকে ধোকা দিয়েছে মনে পড়তে অপরাধবোধের একটা কাঁটা তাকে বিদ্ধ করে।

তাকে বাঁচাতেই যেন গ্রাফ অটো তাকে ডাক দেয় এবং সে টেবিলের মাথায় গ্রাফের দিকে এগিয়ে যায়। অভিযানের ম্যাসকট হিসাবে সে তাকে সবার সামনে উপস্থাপন করে। সবাই খুশীতে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠে। তারা সবাই যাত্রা শুরু করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে কারণ তারা জানে আকাশযানে ভ্রমণের একটা এপিক ভ্রমণে তারা অংশ নিতে যাচ্ছে।

সবার সামনের প্লেটে ব্যাভারিয়ার সুখাদ্যের স্তূপ জমে উঠে। কেবল এ্যালকোহল বাদ রাখা হয় কারণ অটো চায় আকাশে উড্ডয়নের সময়ে তার লোকদের মাথা আর চোখ যেন পরিষ্কার থাকে। টোস্টের সময় হাল্কা শরবত সবার সামনে রাখা হয় যাতে এ্যালকোহলের উপস্থিতি আঁচ করা যায় কি যায় না।

কাঁটায় কাঁটায় ২১০০ ঘন্টায় গ্রাফ অটো উঠে দাঁড়ায়। 'আহ্ সময় এসেছো! বন্ধুরা আমার, আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবার সময় হয়েছো।' আরেক দফা হৈ হুল্লোড় চিৎকার-চেঁচামেচি হয়, তারপরে সবাই দ্রুত আকাশযানে উঠে যায় এবং সবাই যে যার কাজের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। যত্নের সাথে শেষবারের মত আকাশযানের ওজন মাপা হয়, তারপরে সতর্কতার সাথে তাকে আকাশযান বাঁধার খুঁটির কাছে নিয়ে আসে। অস্থায়ী রেডিও রুমে দাঁড়িয়ে গ্রাফ অটো জার্মান সেন্ট্রালের সাথে শেষবারের মত

যোগাযোগ করে। কাইজারের ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা সে গ্রহণ করে এবং শেষবারের মত রেডিওতে ভেসে আসে 'যাত্রা শুভ হোক।' সে ট্রান্সমিটার বন্ধ করে এবং বমোডর লুটজকে আকাশযান ভাসাবার আদেশ দেয়। *অ্যাসেগাই*কে বেঁধে রাখা দড়িগুলো একে একে তার গা থেকে খসে পড়ে, গ্রীষ্মের সোনালী সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে এবং ১৫৫ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে যাত্রাপথ ঠিক করে।

গত কয়েকটা সপ্তাহ তারা কেবল এই অভিযান সম্পর্কেই বিশদভাবে আলোচনা করেছে বলে এখন খুব একটা আলোচনার প্রয়োজন হয় না। লুটজ খুব ভালো করেই জানে গ্রাফ অটো তার এবং তার বাহিনীর কাছে কি প্রত্যাশা করে। সব আলো নিভিয়ে তারা আকাশযানের চলাচলের সর্বোচ্চ নিরাপদ উচ্চতা দশ হাজার ফুট উঠে আসে বোদেনীজ পৌঁছাবার আগেই এবং সেখান থেকে সরাসরি দক্ষিণে গিয়ে মাঝরাতের সামান্য আগে সাভোনার কয়েক মাইল পশ্চিম দিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল অতিক্রম করে। পোর্ট সাইডে ইতালির উপকূলবর্তী শহরের আলো একই দূরত্বে রেখে তারা দক্ষিনমুখী যাত্রা অব্যাহত রাখে।

সিসিলি অতিক্রম করার সময়ে একটা জোরাল অনুকূল বাতাসের স্রোতের মাঝে পড়ে বেনগাজির পশ্চিমে লিবিয়ান মরুভূমির উপরে এক জনহীন প্রান্তরের উপরে নিয়ে আসে। সকালের দিকে ইভা সেলুনের সামনের দিকের পর্যবেক্ষন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিচের বাদামী রঙের বালিয়াড়ি আর তাদের মধ্যবর্তী ঢালের উপরে আকাশযানের অতিকায় ছায়া দ্রুত ভেসে যেতে দেখে। আফ্রিকা! সে নিরবে উল্লসিত হয়। সোনা আর একটু অপেক্ষা করো, আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসছি।

তাদের চারপাশ ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, সূর্যের আলো পাথরের উপরে ঠিকরে গিয়ে ফেরত আসে আকাশযানের চারিদিকে শক্তিশালী বায়ুচক্র ঘুরপাক খায়, ঠিক অনেকটা মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো। আগের চেয়ে সে এখন অনেকটাই হাল্কা, কারণ চার চারটি শক্তিশালী মীরবাখ্ ইঞ্জিন এরই ভিতরে ছয় হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু সূর্যের তাপে প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন আয়তনে বেড়ে গেলে তাদের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। অপ্রতিরোধ্য ভঙ্গিতে আকাশযান উপরের দিকে উঠতেই থাকলে লুটজ বাধ্য হয়ে ২৩০,০০০ ঘনফুট গ্যাস ছেড়ে দেয় কিন্তু তারপরেও তার উর্ধ্বগতি বজায় থাকে, পনের হাজার ফুটে পৌঁছালে ক্রুরা অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে মস্তিষ্ক আর দেহে অস্বস্তি অনুভব করে। এর সাথে নাটকীয় হারে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই কন্ট্রোলরুমের ভিতরের তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে। বাধ্য হয়ে পর্যায়ক্রমে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের শীতল করতে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় নতুন করে মবিল সরবরাহ করতে।

কন্ট্রোলে দেখা যায় তারা ছয় ডিগ্রী নিম্নমুখী কোণে উড়ে চলেছে। এয়ারস্পিড একশো নট থেকে কমে পঞ্চান্নতে নেমে আসে এবং *অ্যাসেগাই* হালের আবর্তনের প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সামনের ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

আকস্মিকভাবে শক্তি হ্রাস পাবার কারণে আকাশযান সম্মুখগতি হারিয়ে পাথরের মত তের হাজার ফুট থেকে ছয় হাজার ফুটে নেমে আসে, তারপরে আবার হালের সাড়া দিয়ে তার তলদেশ ভারসাম্য ফিরে পায়। পতনটা আতঙ্কিত করার মতই ছিল এবং মূল কার্গোর একটা অংশ এর ফলে বাঁধনচ্যুত হয়ে যায়।

অতিরিক্ত উত্তপ্ত বাতাসের কারণে *অ্যাসেগাই*য়ের এই খাপছাড়া আচরণে গ্রাফ অটোও পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠে এবং লুটজ অবতরণ করে দিনের বাকি অংশটা বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার সময়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করার পরামর্শ দিলে বিনাবাক্য ব্যয়ে সেটা মেনে নেয়। নিচের মরুভূমির উপরে দৃশ্যমান একটা পাথুরে স্থান বেছে নেয় যেখানে নোঙরদড়ি আটকানো সম্ভব এবং বিপুল আয়তনের হাইড্রোজেন ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে।

মরুভূমির উপরিতল থেকে আকাশযান যখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে এমন সময়ে বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকা সাদা বুর্নুস পরিহিত একদল অশ্বারোহী পাথরের ঢাল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট বাঁকান তরবারি উন্মত্তের মত মাথার উপরে ঘুরাতে ঘুরাতে পানিশূন্য নদীখাত, যাকে আফ্রিকায় ওয়াদি বলে, তার উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে তাদের দিকে ধেয়ে আসে এবং মান্ধাতার আমলের লম্বা নলের জেজাইল এক ধরনের গাদাবন্দুক দিয়ে *অ্যাসেগাই* লক্ষ করে গুলি করে। গাফ অটোর দাঁড়িয়ে আছে এমন একটা পর্যবেক্ষণ জানালায় এসে গুলি আঘাত করলে তার গায়ে কাচের টুকরো ছিটকে আসে। সাংঘাতিক রেগে গিয়ে সে নিজেই সামনের গন্ডোলায় স্থাপিত ম্যাক্সিম মেশিনগানের দিকে এগিয়ে যায়।

মেশিনগানের ব্রিচের লিভার টেনে সে একটা গুলি ঢুকিয়ে নিয়ে নলটা নামিয়ে নিচের দিকে তাক করে। সে এক পশলা গুলি চালালে ধাবমান আরব দস্যুদের সামনের ঝাঁকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনটা ঘোড়া তাদের আরোহীসহ মাটিতে আছড়ে পড়ে। সে নলটা এবার ডানদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আরেক পশলা গুলি করে। আরোটা চারটা ঘোড়া ভূপাতিত হয়ে, বালুতে পা ছুঁড়ে এবং এরপরেও যারা বেঁচে ছিল তারা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। ইভা হতাহতের সংখ্যা গোনে। সাতজন লোক নিথর হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু দুটো ঘোড়া লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর বাকিদের পেছন পেছন দৌড়ে যায়।

'আমার মনে হয় না বাবাজিরা আর এদিকে আসবে,' সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে। 'লুটজ তুমি আঠারশো ঘন্টা পর্যন্ত এখানে বসে ঘড়ি দেখতে পার। তারপরে আমরা আবার ইঞ্জিন চালু করে রাতের শীতল বাতাসে যাত্রা শুরু করব।'

মি. গুলাম ভিলাবজি তার আলটনাউয়ের ভাস্তির কাছ থেকে শেষ যে তারবার্তাটা পায় সেটাতে কেবল একটা সংখ্যার সারি ছিল। লিওন সেটা পাঠোদ্ধার করে দেখে সেটা একটা তারিখ, ইভা তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে উইসক্রিচ থেকে *অ্যাসেগাই* কবে যাত্রা

শুরু করছে। আগের বার্তাগুলোতে সে আকাশযানের জন্য গ্রাফ অটোর মনোনীত নাম আর মডেল নাম্বার পাঠিয়েছিল। *অ্যাসেগাই*য়ের মডেল হল জেডএল ৭১। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের সম্ভাব্য গতিপথের বিবরন সে আগেই জানিয়েছে। সেটা দেখে লিওন হিসেব কষে বের করেছে রিফট ভ্যালীর উপরে তারা কবে নাগাদ এসে পৌঁছাতে পারে। এখন কেবল তাদের মোকাবেলা করার পরিকল্পনা করাটা বাকি রয়েছে, যদিও অতিকায় আকাশযান ভূপাতিত করে তার কার্গো আর ক্রুদের গ্রেফতারে সফল হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। পেনরড এখানে না থাকায় ফ্রেডি স্নেল এখন তার সব পরিকল্পনাতেই বাগড়া দেবে। যা করার তাকে একাই করতে হবে।

সে তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সেই অতিকায় আকাশযানের নক্সা ভালো করেই খতিয়ে দেখেছে। সিংহের থাবায় আহত হবার পরে গ্রাফ অটোকে যখন নাইরোবি থেকে জার্মানী নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তানডালা ক্যাম্পে তার নিয়ে আসা বই আর ম্যাগাজিনের একটা বিশাল সংগ্রহ ছেড়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগই ছিল প্রকৌশলের উপরে প্রকাশনা এবং তারই একটায় অতিকায় আকাশযানের নির্মাণ আর তার উড্ডয়নের উপরে বিশাল সচিত্র একটা আর্টিকেল ছিল। বিভিন্ন ধরনের আকাশযানের অসংখ্য নক্সা ছিল সেখানে, যার ভিতরে মার্ক জেডএল ৭১ ছিল। লিওন আবার সেটা খুঁজে বের করে খুঁটিয়ে পড়ে।

নক্সা আর তাদের বর্ণনা বিশদভাবে পড়ার পরে উৎসাহের বদলে হতাশার মেঘ তাকে ঢেকে ফেলে। আকাশযান এতই বিশাল এবং সুরক্ষিত, অনেক উঁচু দিয়ে সে এত দ্রুত উড়ে যেতে সক্ষম যে তাকে বাধা দেবার কোনো পথই সে দেখতে পায় না। সে তার খুদে *বাটারফ্লাই* আর এই আকাশচর দানবের ভিতরে মনে মনে একটা তুলনা করতে চেষ্টা করে মেঠো ইঁদুরের পাশে কালো কেশরের সিংহ নাকি উইপোকার পাশে প্যাঙ্গোলিন?

লুসিমার সাথে দেখা করাতে ইভাকে যখন প্রথমবার সে লনসনইয়ো পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তখন তার বলা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সে স্মরণ করে। ধোঁয়া আর অগ্নিশিখার মাঝে একটা বিশাল রূপালি মাছের অবয়ব সে মানসপটে দেখতে পেয়েছিল। গ্রাফ অটোর বইয়ের ভিতরে সে যখন অলঙ্করণটার দিকে তাকায়, আকাশযানের মাছের লেজের মত বিশাল রাডার এবং আপাত মাছের মত আকার দেখে তার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে লুসিমা এটার অবয়ব মানসচোখে দেখেছিল। সে ভাবে যদি লুসিমা আরও কিছু তাকে বলতে পারত কিন্তু তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। লুসিমা কখনও তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পরে আর কোনো মন্তব্য করে না। সে কেবল মূল কাঠামোটা বলে দেবে তারপরে পুরোটার বিশ্লেষণ তোমার উপরে নির্ভর করবে।

লিওনের হতাশ আর পরিশ্রান্ত লাগে। সে ইভাকে হারিয়ে ফেলেছে এবং মনে মনে জানে তার সাথে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তার দেহের একটা আবশ্যিক

অঙ্গ কেটে বাদ দেয়া হয়েছে বলে তার মনে হয়। পেনরডও এখানে নেই। সে কখনও ভাবেনি চাচার অনুপস্থিতি সে এত তীব্রভাবে অনুভব করবে কিন্তু এখন সে তার অভাব খুব তীব্রভাবে অনুভব করছে। তার সাহায্য আর পরামর্শ প্রয়োজন, এবং এখন কেবল একজনই আছে যে তাকে এখন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

সে ম্যানইয়রো, লইকত আর ইসমায়েলকে ডাকে। 'আমরা লনসনইয়ো পাহাড়ে যাচ্ছি,' সে তাদের বলে।

আধঘন্টার ভিতরে তারা আকাশে উড়ে এবং রিফট ভ্যালীর উপর দিয়ে বাতাসে ভেসে চলে, তাদের গন্তব্য পার্সির ক্যাম্প। সেখানে অবতরণের পরে দেখে সবকিছু বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে আছে। হেনী ডু রান্ড আর ম্যাক্স রোজেনথাল যাবার পরে আর সেও ইভার কারণে অন্যমনস্ক থাকায় ক্যাম্পের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের খোঁজ-খবর রাখেনি। সে তার অদক্ষ কর্মীদের হাতেই ক্যাম্পের দেখাশোনার ভার দিয়ে রেখেছিল।

এসব বিষয়ে মাথা ঘামাবার মত মানসিক অবস্থায় সে নেই। ভবিষ্যৎই যেখানে অনিশ্চিত এবং সংঘাতের অবসান না হওয়া পর্যন্ত শিকারের উদ্দেশ্যে কোন অতিথির আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভবত শান্তি প্রতিষ্ঠার পরেও বহুবছর কেউ এমুখো হবে না। সে ক্যাম্পে খুব কম সময় কাটায় কেবল ঘোড়া বাছতে আর রসদ নিতে যে সময়টুকু প্রয়োজন, তারপরেই পশ্চিমের দিগন্তে নীল ছায়ার মত ভেসে থাকা অতিকায় পর্বতটার উদ্দেশ্যে তারা বেড়িয়ে পড়ে। গন্তব্যের দিকে প্রতি মাইল এগিয়ে যাবার সাথে সাথে সে টের পায় তার মন চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

লনসনইয়োর পাদদেশে সে রাতটা তারা কাটায় এবং রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ারের পাশে পাথরের উপরে বসে রাতের আফ্রিকার আকাশে হীরকখচিত তারার প্রেক্ষাপটে ততধিক কালো পর্বতস্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে পাহাড়টাকে যেন নতুন করে দেখে, আগের চাইতে একেবারেই আলাদা তার সেই দেখার অনুভূতি।

এই প্রথমবারের মত সে পাহাড়টাকে সম্ভাব্য রণক্ষেত্র হিসাবে দেখে যেখানে গ্রাফ অটোর পরাক্রমশালী *অ্যাসেগাই*য়ের সাথে দ্বৈরথে নামবে তার খুদে *বাটারফ্লাই*।

লইকতের *চুনগাজি*রা আকাশযানের আগমনের সংবাদ না দেয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে, সে নিজে তাকে থামাবার কোন প্রয়াস নেবার জন্য, এই বিষয়টাই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলে। ব্যাপারটা তার জন্য বিশাল অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে। *অ্যাসেগাই* তার স্বাভাবিক উচ্চতা দশ হাজার ফুট দিয়ে ভেসে যাবে সেটার সাথে মুখোমুখি হতে হলে তাকে সবগুলো ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে লনসনইয়ো পাহাড়ের আরো উপরে উঠতে হবে, যার মানে *বাটারফ্লাই*কে তার কার্যকরী উচ্চতার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছাতে সে তার রিজার্ভ ফুয়েল প্রায় শেষ করে ফেলবে। এবং এর সাথে বাতাস, তাপমাত্রা আর বায়ূচাপ যদি *অ্যাসেগাই*য়ের পক্ষে থাকে তাহলে লিওন *বাটারফ্লাই*কে কোনোমতে তার উচ্চতায় আনতে আনতে সে তার মাথার উপরে দিয়ে রাজহাঁসের মত ভেসে চলে যাবে।

সে এমন ভরাডুবির সম্ভাবনায় হতাশ আর বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠে এবং পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে রিফট ভ্যালীর বুকে বহুদূরে প্রায় লেক ন্যাট্রনের কাছে আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুচ্চমক বিস্তৃত উজ্জ্বল পাতের মত ঝলসে উঠে তার পেছনের বিশাল উচ্চতাকে আলোকিত করে তুলে। পর্বতটাকে শত্রু দূর্গের মসৃণ দেয়ালের মত দেখায়, একটা বিশাল বাধা যা তাকে অতিক্রম করতেই হবে।

তারপরে বিদ্যুচ্চমক আর তার বিক্ষিপ্ত আলোকরেখা তার দৃষ্টিভঙ্গি নিমেষেই বদলে দেয়। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, পায়ের কাছে থাকা কফি মগ লাথি খেয়ে দূরে ছিটকে যায়। 'খোদা, আমার আসলে হয়েছেটা কি?' সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠে। 'আগাগোড়া আমার চোখের সামনে রয়েছে। লনসনইয়ো মোটেই বাধা নয় সে আমার সম্পূরক সহায়!' বাঁধ ভাঙা ঢলের মত একটার পরে একটা ভাবনা তার মনে খেলা করে যায়।

'ইভা আর আমি রেইনফরেস্টে যে খোলা মাঠটা দেখেছিলাম! আমি যখন মাঠটা দেখি তখনই আমার কাছে মনে হয়েছে এর কোনো একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। লনসনইয়োর সর্বোচ্চ স্থানে একটা প্রাকৃতিক অবতরণ ক্ষেত্র। পঞ্চাশজন লোক হলেই আগাছা পরিষ্কার করে কয়েকদিনেই আমি সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারব, তারপরে সেখানে অবতরণ করে আবার উড্ডয়ন করা পানির মতো। *অ্যাসেগাই*কে তাড়া করতে হবে না। আমি পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করব, তাকে কাছে আসতে দেব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমি উচ্চতার সুবিধা নিয়ে খেলাটা শুরু করতে পারব। আমি নিচ থেকে কষ্ট করে তার উদ্দেশ্যে উড়ে যাবার বদলে উপর থেকে বাজপাখির মত ছো মারতে পারব।' সে এতটাই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে রাতে ভালো করে ঘুমাতেও পারে না, এবং পরের দিন সকাল হবার অনেক আগেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

লুসিমা মা পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সে তার ছেলেদের স্বাগত জানিয়ে দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে বসে। 'ম'বোগো, পুষ্প তোমার সাথে নেই।' প্রশ্ন না অনেকটা বক্তব্যের মত শোনায় কথাটা। 'উত্তরের দিকে বহুদূরের কোনো জায়গায় সে চলে গেছে।'

'মা, সে কখন ফিরে আসবে?' লিওন ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়।

সে হাসে। 'আমাদের যা জানার কথা না সেসব প্রশ্ন আমাকে কোরো না। সে সম্ভাবনাময় দিনেই ফিরে আসবে।'

লিওন অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকায়। 'তাহলে আমাদের এক্তিয়ারে যা আছে সেটাই জানতে চাই। মা, তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।'

'আমার কুটিরের কাছে পঞ্চাশজন লোক তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কপাল ভালো মকুবা মকুবা তার বজ্ররশ্মি দিয়ে বেশিরভাগ জায়গা আগেই পরিষ্কার করে রেখেছে।' সবজান্তার ভঙ্গিতে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। 'কিন্তু, বাছা আমার, কথা নিশ্চয়ই তোমার বিশ্বাস হয়নি, তাই না?'

জলপ্রপাতের উপরের খোলা সমতলভূমিতে লুসিমাও তাদের সাথে আসে। সে একটা ছায়ায় বসে তার লোকদের কাজ দেখে। লিওন খুব দ্রুত বুঝতে পারে সে কেন এসেছে: তার চোখের সামনে লোকগুলো অসুরের মত খাটে এবং দ্বিতীয় দিন দুপুরের মধ্যেই তাদের পরিষ্কার করা জায়গা সে মাপতে সমর্থ হয়। এত উচ্চতায় বাতাস খুব হাল্কা থাকবে আর তাকে তাই তার বিমানকে গতিহারা হবার হাত থেকে রক্ষা করতে এগ্রোচ স্পীড অনেক বেশি রাখতে হবে। *বাটারফ্লাই*কে এত ছোট একটা রানওয়েতে নামানোর অর্থই হল আরেকদিক দিয়ে ছিটকে যাবার ঝুকি নেয়া। বস্তুতপক্ষে, অবতরণ ক্ষেত্রের ঢাল আর ভূপ্রকৃতির কারণেই এখানে অবতরণ করা সম্ভব। চূড়ার একদম প্রান্ত ঘেঁষে অবতরণক্ষেত্রটার অবস্থান। সে যদি উপত্যকার দিক থেকে অবতরণের জন্য এগিয়ে আসে তবে রানওয়ের ঢালটা হবে ঊর্ধ্বমুখী এবং টাচডাউনের সাথে সাথে অবতরণক্ষেত্রই তার গতিবেগ কমিয়ে আনবে। আবার বিপরীতক্রমে, সে যদি ঢাল বেয়ে উড্ডয়ন করতে যায় তবে *বাটারফ্লাই* দ্রুত উড্ডয়নের গতিবেগ অর্জন করবে। তারপরে সে যখন চূড়ার উপর দিয়ে শূন্যে ভাসবে তখন বিমানের নাকটা নিচে করে একটা হাল্কা ডাইভ দিলেই তার এয়ারস্পিড দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

'আমাদের সবার জন্য আগামী দিনগুলো বেশ চিত্তাকর্ষক হবে,' সে নিজেই নিজেকে বলে। সে এখন পর্যন্ত সমস্যার আসল অংশটাই সমাধান করেনি। সবকিছু ঠিকমতো কাজ করলে সে আশা করছে *অ্যাসেগাই* উত্তর দিক থেকে রিফটভ্যালীতে প্রবেশ করবে। সে সমুদ্রপৃষ্ঠের দশ হাজার ফুটের উপরে ভ্রমণ করবে না। সে এর চেয়ে বেশি উপরে দীর্ঘসময় ধরে ভাসমান থাকলে তার ক্রুরা অক্সিজেনের স্বল্পতায় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

তীক্ষ্ণ চোখের *চুনগাজি*দের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রাফ অটোর পক্ষে ভাসমান দানবটাকে উপত্যকার কেন্দ্রে নিয়ে আসা সম্ভব না। তার আসবার খবর লিওন অনেক আগেই পাবে, *বাটারফ্লাই*কে নিয়ে আকাশ উড়বার জন্য সেটা যথেষ্ট সময়। 'কিন্তু তারপরে কি হবে?' সে নিজেকে প্রশ্ন করে। 'আমাদের দু'জনের ভিতরে সম্মুখ সমর?'

সে এই অবাস্তব সম্ভাবনায় নিজেই হেসে ফেলে। সে আকাশযানের যে নক্সা দেখেছে, তাতে *অ্যাসেগাই* নিদেনপক্ষে তিনটা কি চারটা ম্যাক্সিম মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত থাকবে, অভিজ্ঞ জার্মান বৈমানিক ভারসাম্যে থাকা অপারেটিং প্লাটফর্মে সেগুলো পরিচালনা করবে। *বাটারফ্লাই*কে নিয়ে এর মুখে পড়ার সাথে তার দুই মাসাই সহযোগী সার্ভিস রাইফেল নিয়ে সশস্ত্র, ব্যাপারটা আত্মহত্যারই নামান্তর বলে প্রতিপন্ন হবে।

সে হাগ ডেলামেয়ারের কাছ থেকে দুটো হ্যান্ডগ্রেনেড অনেক চেয়ে নিয়ে এসেছে এবং তার ইচ্ছা আকাশযানের উপরে উঠে একটা গ্রেনেড তার বিশাল ফাঁপা দেহে ফেলা। তার খোলসের ভিতরে আড়াই মিলিয়ন অত্যন্ত দাহ্য হাইড্রোজেন গ্যাস রয়েছে; ফলে আশা করা যায় উৎপন্ন অগ্নিকুণ্ড চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের জন্ম দেবে। লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার পরে যেহেতু গ্রেনেডের ডিলে মাত্র ছয় সেকেন্ডের তার মানে *বাটারফ্লাই* নিজেও তখন তার আশেপাশেই থাকবে।

'নিজেকে ঝলসানর চেয়ে আরও ভালো কোনো পরিকল্পনা বের করতে হবে,' সে বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে। 'সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।' সুইটজারল্যান্ড থেকে ইভার শেষ টেলিগ্রামে বলা ছিল উইসক্রিচ থেকে তার পাঁচদিন পরে *অ্যাসেগাই* রওয়ানা দেবে। 'আমি এখনও নতুন অবতরণক্ষেত্রটার কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখিনি। আগামীকালই আমরা পার্সির ক্যাম্পে গিয়ে *বাটারফ্লাই* নিয়ে এখানে উড়ে আসব।'

লিওন সে রাতে লুসিমার কুটিরেই ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে সে পাহাড় থেকে নিচের দিকে রওয়ানা দেবে। আগুনের পাশে সে আর লুসিমা পাশাপাশি বসে থাকে, একই পাত্র থেকে কাসাভা পরিজ দিয়ে রাতের খাবার সারে। সে বেশ কথা বলার মুডে ছিল বলে লিওনও সাহস করে ইভার কথা জানতে চায়। সামনের অভিযানে কাজে লাগবে এমন কোনো পরামর্শ বা বর্ণনা সে লুসিমার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে। সে তার কালো চোখের দ্যুতি দেখে বুঝতে পারে সে কি চাইছে সেটা লুসিমার অজানা না, কিন্তু তবুও সে নাছোড়বান্দার মত হাল না ছেড়ে যতটা পরোক্ষভাবে তার পক্ষে সম্ভব প্রশ্নটা করে। তারা ইভার কথা বলে এবং সে তার জন্য নিজের ভালোবাসা আবারও প্রকাশ করে।

'পুষ্প এমন ভালবাসারই যোগ্য,' লুসিমা একমত হয়।

'তবুও সে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। আমি আশঙ্কিত যে আবার তার সাথে আমার দেখা হবে কিনা।'

'ম'বোগো, তুমি কখনও হতাশ হবে না। আশা ছাড়া আমাদের আর কি আছে।'

'মা, তুমি আমাদের একবার বলেছিলে আকাশে ভাসমান একটা বিশাল রূপালি মাছ সম্পদ আর প্রেম নিয়ে আসবে।'

'বাছা, আমি বুড়ো হয়েছি। আজকাল প্রায় নির্বোধের মত কিসব আবোলতাবোল বলি।'

'মা, এটাই প্রথম আমি তোমার মুখে কোনো বাখোয়াজ শুনলাম।' লিওন তার দিকে তাকিয়ে হাসলে সেও পাল্টা হাসে। 'আমার মনে হচ্ছে যে শীঘ্রই তুমি যে মাছের কথা মনে করতে চাও না সেটা আকাশে এসে ভর করবে।'

'সবকিছুই সম্ভব, কিন্তু মাছের কথা আমি কি জানি?'

'আমিও বোকা তাই ভেবেছি যে আমার মা হবার কারণে তুমি বলতে পারবে সম্পদ আর প্রেমের এই মাছটা আমি কিভাবে শিকার করতে পারি?'

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে এবং তারপরে মাথা নাড়ে। 'মাছ শিকারের কিছুই আমি জানি না। তোমার উচিত কোনো জেলেকে জিজ্ঞেস করা। লেক ন্যাট্রনের কোনো জেলে হয়ত তোমাকে পথ দেখাতে পারে।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে কপাল চাপড়ায়। 'আহাম্মক!' সে বলে। 'মা, তোমার ছেলে আসলেই মূর্খ! লেক ন্যাট্রন! অবশ্যই! মাছ ধরার জাল! তুমি সেটার কথাই আমাকে বলতে চাইছ!'

লইকত আর ইসমায়েলকে পাহাড়ে রেখে, লিওন আর ম্যানইয়রো দ্রুত পার্সির ক্যাম্পে আসে। সে পাহাড়ে অবতরণের সময়ে বিমানের ওজন যতটা সম্ভব কম রাখতে চায়।

পার্সির ক্যাম্প থেকে অবিলম্বে তারা লেক ন্যাট্রনের দিকে উড়াল দেয়। এবার লিওন নরম মাটির উপরে অবতরণের কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। সে চুনের অববাহিকায় *বাটারফ্লাই*কে নিরাপদে নামিয়ে আনে। সে আর ম্যানইয়রো গ্রামের সর্দারের সাথে দরাদরি করে অবশেষে চারটা পুরান, নষ্ট হয়ে যাওয়া মাছ ধরার জাল তার কাছ থেকে কেনে যার প্রতিটা মোটামুটি দু'শো গজ লম্বা। সম্প্রতি ব্যবহার না হবার কারণে জালগুলো খটখটে শুকনো কিন্তু তবুও *বাটারফ্লাই*য়ের মীরবাখ্ ইঞ্জিনের সর্বশক্তি লাগে তাদের নিয়ে আকাশে উড়তে। লিওন প্রতিবারে একটা করে জাল নিয়ে পাহাড়ের উপরের অবতরণক্ষেত্রে রেখে আসে, প্রতিবার অবতরণের সময়ে তার বিমান চালনার দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। সে *বাটারফ্লাই*য়ের গতি নিয়ন্ত্রণ হারাবার পর্যায়ে রেখে বস্তার মতো অবতরণ করে, ফলে তার ল্যান্ডিং গিয়ারের উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের দুপুর নাগাদ তারা চারটা জালই খোলা স্থানে বিছিয়ে রাখতে পারে। তারা দুটো দুটো করে জোড়া দেয় ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে একজোড়া জাল থাকে যার প্রতিটা প্রায় চারশো গজ লম্বা।

জালগুলো মুড়ে কাজে লাগাবার কোনো মহড়া বা তাদের নিয়ে কোন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। *অ্যাসেগাই*য়ের বিরুদ্ধে তাদের সরাসরি ব্যবহার করা হবে এবং সাফল্যের সাথে জালগুলো খোলার জন্য তারা একটা মাত্র সুযোগ পাবে। লিওন আশা করছে প্রথমবারই সে আকাশযানের পেছনের ইঞ্জিন দুটোর প্রপেলারে জট লাগিয়ে দিয়ে তার গতি কমিয়ে আনবে, যাতে সে লনসনইয়ো পাহাড়ে এসে দ্বিতীয় জালটা নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে।

তার পরিকল্পনার অনেকগুলো জটিল বিষয়ের ভিতরে একটা হলো জালগুলোকে ভাঁজ করা যাতে *বাটারফ্লাই*য়ের বোমা বর্ষণের স্থান থেকে খুলে গিয়ে তারা বিমানের পেছনে পতাকার মত দুলতে থাকে। তারপরে, লিওন আকাশযানের প্রপেলার জালে আটকে দেবার পরে, সে যাতে জালটা সময়মতো খুলে দিতে পারে, যাতে সে নিজেই তাতে আটকে না যায়। তাকে নিখুঁতভাবে পালিয়ে আসতে হবে। সে যদি ব্যর্থ হয় তবে আকাশযান তার লেজ ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাবে। তার পাখা আর ফিউজালাজ অস্বাভাবিক শক্তির সম্মুখীন হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পুরো অভিযানে এত

অকল্পনীয় ব্যাপার রয়েছে যে পুরোটা নির্ভর করছে অনুমান, টিমওয়ার্ক, অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু মোকাবেলা করার তড়িৎ ক্ষমতা আর সেই পুরান গৎবাঁধা ভাগ্যের উপরে।

চতুর্থ দিনের বিকেল নাগাদ *বাটারফ্লাই*কে অবতরণক্ষেত্রের ঢালের মাথায় নাক নিচের দিকে করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, রানওয়ের শেষ প্রান্তে চূড়ার দেয়াল হঠাৎ নিচের দিকে নেমে গেছে। বিশজন কুলি তৈরি আছে তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে বিমানটাকে ঠেলা দিবার জন্য এবং ঢাল বেয়ে যাতে সে নামার সময়ে একটা বাড়তি বেগ পায়।

সকাল আর সন্ধ্যাবেলা লইকত লনসনইয়োর সর্বোচ্চ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মাসাইল্যান্ডের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে থাকা *চুনগাজি*দের সাথে চিৎকার আদানপ্রদান করে। তখন মনে হয় এই অঞ্চলের সব *মোরানি*র চোখ যেন উত্তরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সবাই আগুয়ান রূপালি দানবটাকে প্রথমে চিহ্নিত করতে উদগ্রীব।

*বাটারফ্লাই*য়ের দেহের পাশে কোনোমতে বানান একটা ছাউনির নিচে লিওন আর তার সৈনিকেরা বসে থাকে। যখন সময় হবে তখন যেন ককপিটে তারা দ্রুত নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই।

আকাশে একটা অবিচ্ছেদ্য নিরেট দেয়ালের মত দেখায়, পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পিঙ্গল বর্ণের মরুভূমি থেকে স্বর্গের দুধ সাদা নভো নীল পর্যন্ত প্রসারিত। *অ্যাসেগাই*য়ের কন্ট্রোল গন্ডোলায় ইভা একা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশযান এখন মাটিতে রয়েছে, সারাদিনের জন্য নোঙর করে আছে এবং সে অন্যান্য অফিসারদের মত দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। ক্রুদের বাকী সদস্যরা হয় অফ-ডিউটিতে রয়েছে বা রাতের উড়ানের পরে বিশ্রাম করছে বা প্রধান ইঞ্জিনের তদারকিতে ব্যস্ত রয়েছে। গ্রাফ অটো নিজে সামনের পোর্ট ইঞ্জিনের খোলের ভিতরে ঢুকে কাজ করছে। এক নাগাড়ে চারঘন্টা চেষ্টা করার পরেও সে বা তার প্রকৌশলীর দল এখনও ইঞ্জিনটা চালু করতে পারেনি। তারা এখন ক্র্যাঙ্ক কেস খুলছে সমস্যার মূলে পৌঁছাবার লক্ষ্যে।

ইভা খুব ভালো করেই জানে পাগলা ঘন্টির শব্দ কেউ হাল্কাভাবে নেবে না। সে আরও কয়েক মিনিট ইতস্তত করে, কিন্তু চোখের নিমেষে পূর্ব দিগন্ত আগুয়ান হলুদ দেয়ালের আড়ালে চাপা পড়ে যায়, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সেটা সামনে এগিয়ে আসে। সে দেখে এটাকে এখন আর মোটেই নিরেট বলে মনে হয় না, কিন্তু নিজেই ঘুরপাক খায় আবার গুটিয়ে আসে, অনেকটা হলুদ ঘন ধোঁয়ার মতো। সহসা সে বুঝতে পারে জিনিসটা কি। মরুভূমির পর্যটকরা এর কথা লিখে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ। সে এক নিশ্বাসে শব্দটা উচ্চারণ করে, 'খামসিন!' এবং এক দৌড়ে আকাশযানের ব্রিজে প্রধান টেলিগ্রাফের দিকে ছুটে যায়। সে হাতলটা এক ঝটকায় নিচে নামালে পাগলাঘন্টির শব্দের আড়ালে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

মেইন কেবিনে বিশ্রামরত ক্রুরা হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সবার চোখ ঘুমে জড়ান এবং অবাক হয়ে এগিয়ে আসা ধূলিঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝড়ের আকার আর প্রচণ্ডতা দেখে কেউ নির্বাক হয়ে যায় আর বাকীরা ভয় আর বিভ্রান্তিতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে।

ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিনের গন্ডোলা থেকে গ্রাফ অটো দৌড়ে কম্প্যানিয়ন মই বেয়ে উপরে উঠে আসে। নিয়ন্ত্রণ নেবার আগে এক মুহূর্ত সে ঝড়টা দেখে। নিমেষের ভিতরে তিনটা চালু ইঞ্জিনের দুটো গর্জে উঠে এবং সে নোঙরের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের বো থেকে ইস্পাতের কেবল খুলে ফেলতে বলে।

সামনের পোর্ট সাইডের গন্ডোলার তৃতীয় ইঞ্জিনটা নিশ্চুপ থাকে। মেকানিকের দল সেটাকে চালু করতে পারছে না। 'লুটজ, আকাশযানের নিয়ন্ত্রণ নাও!' সে চিৎকার করে বলে। 'আমার নিজেরই নিচে যেতে হবে ইঞ্জিনটা চালু করতে হলে।' সে খোলা ক্যাটওয়াকের উপর দিয়ে দৌড়ে যায় এবং ইঞ্জিনের খোলে প্রবেশের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

লুটজ দৌড়ে কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে এসে আটটা গ্যাস ভাল্বের সবগুলো খুলে দেয়। হাইড্রোজেন নিমেষে এসে *অ্যাসেগাই*য়ের গ্যাস চেম্বার পূর্ণ করে এবং সে এত প্রবল বেগে ঝটকা দিয়ে উপরে উঠতে থাকে যে ইভাসহ অন্যান্য যাদের হাতের কাছে ধরার মতো কোনো অবলম্বন ছিল না তারা সবাই ছিটকে ডেকে পড়ে, অর্ধ মিলিয়ন ঘন ফুট উদ্বায়ী গ্যাসের টানে আকাশযান নাক উপরের দিকে দিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বায়ুচাপ এত দ্রুত কমতে থাকে যে ব্যারোমিটারের কাটা ডায়ালের চারপাশে মাতালের মতো ঘুরতে থাকে। আকাশযানের ক্যাপ্টেন লুটজের সাইনাস থাকায়, সে চাপা স্বরে গুঙিয়ে উঠে নিজের কান খামচে ধরে। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার কারণে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা তার গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। সে কুকড়ে ভাঁজ হয়ে গিয়ে হাঁটুর উপরে বসে পড়ে। ব্রিজে আর অন্য কোনো অফিসার তখন উপস্থিত না থাকায় ইভাই নিজেকে টেনে তুলে এবং ককপিটের হ্যান্ডরেইল ধরে কোনোমতে লুটজ ব্যথায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার আগেই তার কাছে পৌঁছে। 'আমাকে কি করতে হবে?' সে চিৎকার করে বলে।

'ভাল্ব!' সে ব্যথা কাতরাতে কাতরাতে বলে। 'সবগুলো চেম্বার থেকে গ্যাস বের করে দাও। লাল হাতলগুলো!' সে উঠে দাড়িয়ে সেগুলো শক্ত করে ধরে এবং গায়ের পুরো শক্তিতে তাদের নিচের দিকে টানে। উপরের প্রধান নির্গমন পথ দিয়ে হুহু করে গ্যাস বের হয়ে যাবার শব্দ সে শুনতে পায়। আকাশযান থরথর করে কেঁপে উঠে কিন্তু তার অনিয়ন্ত্রিত ঊর্ধ্বমুখী গতি হ্রাস পায় এবং ব্যারোমিটারের কাঁটার পাগলা ঘূর্ণন কমে আসে।

সামনের ইঞ্জিনের গন্ডোলা থেকে জিরাফের গলার মতো আরোহণ সিঁড়ি বেয়ে গ্রাফ অটো উঠে আসে, সেখানে সে গিয়েছিল ইঞ্জিন চালু করতে। সে এখন উন্মুক্ত

ক্যাটওয়াকে আটকা পড়ে, পাশের হাতল ধরে সে কোনোমতে ঝুলতে থাকে, কারণ *অ্যাসেগাইয়ের* ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি তাকে ছিটকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে অনেকটা গুলতি দিয়ে পাথর ছোঁড়ার মত। ইভার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে যখন সে, কণ্ঠে জরুরি ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, 'স্টারবোর্ড সাইডের দুটো থ্রটলই পুরোটা সর্বোচ্চমাত্রায় ঠেলে দাও।'

সে সহজাতপ্রবৃত্তির বশে তার কথামতো কাজ করে এবং ইঞ্জিন গর্জে উঠে, আকাশযানের নাক বিপরীতমুখী দিকে ঘোরাতে শুরু করে। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকে আর সেটাই গ্রাফ অটোর জন্য যথেষ্ট। সে হাতলের থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লঘু পায়ে ক্যাটওয়াকের উপর দিয়ে দৌড়ে আসে। *অ্যাসেগাই* পুনরায় ঘড়িরকাঁটার দিকে ঘুরতে শুরু করার সাথে সাথে সে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। সে ইভার পাশে গিয়ে কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। তার হাত দ্রুত ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে *অ্যাসেগাইয়ের* কন্ট্রোলে উড়ে বেড়ায়। সে অবাধ্য ঘোড়াকে শান্ত করার মত *অ্যাসেগাইকে* বশ মানায় কিন্তু তাকে স্থিতিশীল করতে করতে সে চৌদ্দ হাজার ফুট উঠে এসেছে এবং খামসিনের বাতাস তাকে খোলামকুচির মত আন্দোলিত করতে থাকে। অবশ্য খামসিনের বাতাসের পুরো ধাক্কাটা তার হালের নিচে দিয়ে পার হয়ে যায় এবং সে নয় হাজার ফিট উচ্চতায় নেমে এসে তলদেশ ভারসাম্যে রেখে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলে। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় তার ভালোই ক্ষতি হয়েছে। সামনের পোর্ট সাইডের ইঞ্জিন মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, এবং গ্যাস চেম্বারের একাধিক গোজ খুলে পড়েছে। এসব দুর্বল স্থানে বাইরের ধাতব আবরণ ফুলে উঠে কিন্তু তারপরেও সে ঘন্টায় আশি নট বেগে ছুটে চলেছে আর তার কার্গোও নিরাপদ আর সুরক্ষিত রয়েছে।

তাদের সামনে মরুভূমির ভিতরে নীলনদের গতিপথ আবছা দেখা যায়। সহসা রেডিও জীবন্ত হয়ে উঠলে গ্রাফ অটো চমকে উঠে সেদিকে তাকায়। ভূমধ্যসাগরের উপকূল অতিক্রমের পরে এই প্রথম রেডিও সাড়া দিলো।

'দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ওয়ালভিসে অবস্থিত নৌবাহিনীর রেডিও সংকেত পাঠাচ্ছে।' অপারেটর তার আসন থেকে তাকিয়ে বলে। 'গ্রাফ ভন মীরবাখের সাথে তারা একটা নিরাপদ লাইনে কথা বলতে চায়। আপনার জন্য জরুরী টপ-সিক্রেট সংবাদ আছে।'

গ্রাফ অটো ফার্স্ট অফিসার, থমাস বুয়েলারের হাতে নিয়ন্ত্রণভার দিয়ে এয়ারফোন কানে দেয়। সে সুইচ ঘুরিয়ে শব্দ কমিয়ে দেয় যাতে কেবল সে-ই কথা শুনতে পায়। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে অপর পক্ষের কথা শোনে, তার অভিব্যক্তি গম্ভীর হয়ে উঠে, সেখানে ক্রোধের ঝলক দেখা দেয়। অবশেষ সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং সামনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বহুদূরের প্রমত্তা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবশেষে মনে হয় সে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় এবং বুয়েলারকে রূঢ়ভাবে ধমকে উঠে। 'দশ মিনিটের ভিতরে কন্ট্রোল রুমে আকাশযানের সবাইকে জমায়েত হতে

বলো। মেঝের মধ্যেখানে তারা যেন দুটো সারি করে বসে, সামনের দিকে মুখ করে। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেব।' সে কথাটা বলে ধুপধাপ শব্দ করে বের হয়ে যায় এবং সে আর ইভা যে ছোট কেবিনটা শেয়ার করে সেটার দিকে এগিয়ে যায়।

কেবিন থেকে সে যখন আবার বের হয় তাকে দেখে ইভা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। সে তার কৃত্রিম হাতটা বদলে নিয়েছে। ইস্পাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর আঙ্গুলের বদলে সেখানে এখন ভয়ঙ্কর দর্শন কাঁটাযুক্ত গদা দেখা যায়। ক্রুরাও তার এই আজব অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে যা সে দুই সারিতে বসে থাক। লোকদের মুখোমুখি হবার সময়ে লুকাবার কোনো চেষ্টাই করে না। সে নিরবে তাদের দিকে ক্রুদ্ধচোখে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না তারা আশঙ্কায় উসখুশ করতে আর ঘামতে শুরু না করে। তখন সে শীতল কণ্ঠে বলে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের ভিতরে একটা বিশ্বাসঘাতক আছে।' সে তাদের সময় দেয় কথাটা হজম করার জন্য। তারপরে সে আবার বলে, 'শত্রু আমাদের অভিযানের খবর জানতে পেরেছে। তারা আমাদের গতিপথ আর অগ্রসর হবার কথা জেনে গেছে। বার্লিন আমাদের নির্দেশ দিয়েছে অভিযান বাতিল করতে।'

সহসা সে তার গদাযুক্ত হাত চার্ট টেবিলের উপরে সজোরে নামিয়ে আনে। টেবিলের প্যানেল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। 'আমি ফিরে যাব না,' সে রাগে গরগর করে উঠে বলে। 'আমি জানি কে বিশ্বাসঘাতক।' সে বসে থাকা লোকদের সামনের সারির পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ইভার পাশে দাঁড়ায়। ইভা ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গিয়ে নিজেকে শক্ত করে। 'আমি সেই লোকদের একজন যারা বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না। সে সেটা শীঘ্রই টের পাবে।' ইভার ইচ্ছা করে চিৎকার করে উঠে ক্যাটওয়াক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে আকাশযান থেকে লাফ দিয়ে মৃত্যুকে দ্রুত আলিঙ্গন করতে, ইস্পাতের থাবায় ক্ষতবিক্ষত মৃত্যু অন্তত তাতে সে এড়াতে পারবে। সে তার মাথার উপরটা আলতো করে স্পর্শ করে। 'কে মনে হয়? কার কথা তোমার মাথায় ঘুরছে?' সে ফিসফিস করে জানতে চায়।

চরম অবজ্ঞায় সে মুখ খুলতে যায়, চিৎকার করতে, তার যা ইচ্ছা সে করতে পারে বলার জন্য। তখন সে অনুভব করে সে তার মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বসে থাকা লোকদের সামনে দিয়ে হেঁটে টেবিলের দিকে যায়। ইভা তার গলায় টকটক একটা স্বাদ অনুভব করে, এবং বহুকষ্টে আতঙ্কে বমি করা থেকে নিজেকে কোনোমতে বিরত রাখে।

বসে থাকা সারিবদ্ধ লোকদের শেষপ্রান্তে গিয়ে গ্রাফ অটো ঘুরে দাঁড়ায় এবং আবার ইভার কাছে হেঁটে আসে। তার মনে হয় পেটে যেন গরম পানি ভর্তি রয়েছে এবং তাকে সেটা বর্জন করতে হবে। তার পায়ের শব্দ আবার থেমে যায় এবং ইভা কম্পিত ভঙ্গিতে শ্বাস নেয়। তার মনে হয় সে আবার তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে আঘাতের আওয়াজ শুনতে পায় এবং আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠতে যায়। চার্ট টেবিলে আঘাত করার মত জোরাল শোনায় না শব্দটা। একটা চাপা থ্যাচ

শব্দ এবং সে হাড় ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ পায়। সে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে হেনী ডু রান্ড মুখ নিচের দিকে দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে। গ্রাফ অটো তার সামনে দাঁড়িয়ে আবার আঘাত করে, তারপরে আবার, গদাযুক্ত হাতটা উপরে তুলে ধরে পুরো শক্তি আর জোরে সেটা নামিয়ে আনে। সে যখন সোজা হয় তখন হাঁপরের মত হাঁপাতে থাকে এবং তার মুখ ছিটকে আসা রক্তের ফোঁটায় ভরে গেছে।

'নোংরা কুত্তাটাকে বাইরে ছুড়ে ফেল,' সে মৃদুকণ্ঠে আদেশ দেয় এবং এখন আবার তার মুখে হাসি ফুটে আছে। 'তুমি যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করবে সেই সবসময়ে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমি আবার বলছি, আমরা ফিরে যাব না। কিন্তু আমরা আমাদের কার্গো বৃটিশদের হাতে পড়ুক সেটাও চাই না। আমরা যদি আমাদের বর্তমান গতি বজায় রাখতে পারি তাহলে আগামীকাল দুপুর নাগাদ আমরা জার্মান এলাকায় অবস্থিত আরুশায় পৌঁছাব এবং নিরাপদে তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি পাশ কাটাতে পারব।'

সে ধীরে কেবিন থেকে বের হয়ে যায় আর ইভা দু'হাতে চোখ ঢাকে যখন দু'জন ক্রু হেনীর দোমড়ানো মোচড়ানো লাশটার দু'পা ধরে টেনে ক্যাটওয়াকের দিকে নিয়ে যায় এবং নিচের নীলনদের অববাহিকার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়। ইভা টের পায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কিন্তু অশ্রুকণা মৌমাছির দংশনের মত তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

পূর্ণিমার কয়েকদিন বাকি থাকায় ইভা ঘুম থেকে উঠে যখন পর্যবেক্ষণ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেখে একটা বিশাল স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় পাহাড়ের ঢালের উপরের উচ্চভূমির খুব কাছে সেটা ঝুলে আছে। অন্ধকার দিগন্তে সে তাকে মিলিয়ে যেতে দেখে, ভারত মহাসাগর থেকে আসা মৌসুমী বাতাস তার চারপাশে মালার মত ঘিরে থাকা মেঘরাশিকে দূরে সরিয়ে নেয়। চাঁদ পুরোপুরি অস্ত যাবার আগেই দিনের প্রথম সূর্যকিরণ আকাশযানের রূপালি খোলসকে ঝলসে দেয়, ধীরে ধীরে চারপাশের ভূপ্রকৃতি আঁধারের আড়াল ছেড়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। তখনই তার পরিচিত লনসনইয়ো পর্বতের রূপরেখা দেখতে পেলে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়। প্রতিটা সংক্ষিপ্ত অনুষঙ্গ তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। শেবার জলাশয়ের উপরের লাল পাহাড়ের চূড়া দেখামাত্র সে চিনতে পারে এবং সূর্যের প্রথম আলোয় তার ফেনায়িত জলস্রোত চিকচিক করে উঠে। তার মনে হয় ব্যাজারই বুঝি তার কাছে ফিরে এসেছে। জলপ্রপাতের পানির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা তার নগ্ন দেহের প্রতিটা বাঁক আর বিভঙ্গ তার মানসচোখে ভেসে উঠে, তাকে উত্যক্ত, তার কাছে যেতে প্ররোচিত করে।

ওহ্ সোনা, সে নিরবে বিলাপ করে, কোথায় তুমি? আমি কি আর কখনও তোমাকে দেখতে পাব না?

তারপরে, আশ্চর্যজনকভাবে সে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, এত কাছে যে সে হাত বাড়ালেই তার রোতে পোড়া মুখ স্পর্শ করতে পারে। সে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব অল্প সময়ের জন্যই এমনটা হয়, কিন্তু সে দেখে লিওন তাকে চিনতে পেরেছে, তারপরে আবার যেমন স্বপ্নের মত সে এসেছিল তেমনই কল্পনায় মিলিয়ে যায়।

লিওন তখনও কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমে বিভোর। সে তন্দ্রার মাঝে দূর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনে, ভোরের স্তব্ধতায় *চুনগাজি*রা একে অপরের সাথে কথা বলছে। তাদের কণ্ঠের কিছু একটা তাকে সতর্ক করে তোলে। লইকত তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে চোখ খুলে তাকায়। 'ম'বোগো,' উত্তেজনা ছলকে পড়ে তার কণ্ঠ থেকে। 'রূপালি মাছ আসছে! *চুনগাজি*রা দেখতে পেয়েছে। সূর্য দিগন্তে ভালো করে উঠবার আগেই সে এখানে এসে পড়বে।'

লিওন দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, তার চোখে এখন-আর ঘুমের লেশমাত্র নেই। 'তৈরি হও!' সে চিৎকার করে ম্যানইয়রোকে বলে। 'পোর্টসাইডের এক নম্বর ইঞ্জিন চালু কর।' সে *বাটারফ্লাই*য়ের নিচের ডানা দিয়ে দৌড়ে যায়, তারপরে এক লাফে ককপিটে উঠে যায়।

'বাতাস দাও!' সে চিৎকার করে এবং কার্বোরেটর চালু করে। তার মতোই মেশিনও বোধহয় শিকারের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। প্রপেলারের প্রথম ঘূর্ণনেই ইঞ্জিন ফায়ার করে আর চালু হয়। সে তাদের সর্বোচ্চ কার্যকরী তাপমাত্রা অর্জনের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘের মাঝে সে টের পায় সমুদ্রের দিক থেকে, ছোট অপরিসর রানওয়ে বরাবর একটা জোরাল বাতাস বইছে। টেক-অফের জন্য আদর্শ বাতাস। ভাগ্যদেবতা যেন এখনই তাকে বরাভয় দান করেছে।

লইকত আর ইসমায়েল ককপিটে উঠে আসে, এবং ম্যানইয়রো যখন তাদের পেছন পেছন উঠে আসার পরে দেখা যায় ককপিটে তাদের নড়াচড়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই। সে থ্রটল সামনে ঠেলে দিলে *বাটারফ্লাই*ও সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ডানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাসাই কুলিরা বিমানকে ঘুরিয়ে রানওয়ের বরাবর নিয়ে আসে এবং তারপরে সে থ্রটল আরও সামনে ঠেলে দিলে তারাও সর্বশক্তিতে ডানার প্রান্তদেশ ধরে সামনে ধাক্কা দেয়। *বাটারফ্লাই* দ্রুত গতি লাভ করে কিন্তু সেটা প্রয়োজনের চেয়ে সামান্য বলে প্রতীয়মান হয়, কারণ তারা রানওয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছে তখনও সে উড্ডয়নের জন্য যথেষ্ট গতি অর্জন করেনি এবং তাদের চোখের সামনে পাহাড়ের ঢাল খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। লিওনের সহজাত প্রবৃত্তি তাকে চাকার ব্রেকের উপর দাঁড়িয়ে গিয়ে পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার তাগিদ দেয় কিন্তু সে অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত রাখে এবং থ্রটল একদম শেষ খাঁজ পর্যন্ত ঠেলে দেয়।

ইঞ্জিন পূর্ণ শক্তিতে আবর্তিত হয় এবং সে নিজের মুখে বাতাসের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা টের পায়। সহসা বয়ে যাওয়া দমকা বাতাসের একটা ঝাপটা। সে টের পায় *বাটারফ্লাই*য়ের ডানার নিচ দিয়ে বয়ে গিয়ে আলতো করে তাকে ভাসিয়ে তোলে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয় এটাও বুঝি যথেষ্ট বলে প্রতীময়মান হবে না। সে বুঝতে পারে একটা ডানা ঝুঁকে গিয়ে নিশ্চলতার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে বিমানকে এবং নির্মমভাবে সে বিমানের নাক নিচের দিকে ঠেসে ধরে। সে টের পায় বিমান বাতাস কাটতে শুরু করেছে এবং সহসা তারা বাতাসে উড়তে আরম্ভ করে। সে তখনও নাকটা নিচের দিকে রাখলে বিমানের গতি একশো নট ছাড়িয়ে যায়। এতক্ষণে সে কন্ট্রোল হুইলের পেছনে সুস্থির হয়ে বসে। উচ্ছল ভঙ্গিতে বিমানটা উপরে উঠতে শুরু করে কিন্তু তখনও ভয়ে তার হাত-পা শীতল হয়ে আছে। খুব অল্পের জন্য তারা মৃত্যুকে এযাত্রা ফাঁকি দিতে পেরেছে।

ভয়ভীতি দূরে সরিয়ে রেখে সে সামনের দিকে তাকায়। তারা সবাই একই সাথে ভোরের অস্ফুট আলোয় অতিকায় রূপালি মাছটাকে চকচক করতে দেখে। সে মনে করেছিল আকাশযানকে প্রথমবার দেখার সময় অবাক হবে না কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। *অ্যাসেগাই*য়ের দানবীয় আকৃতি লিওনকে বিস্মিত করে। *বাটারফ্লাই*য়ের কয়েক হাজার ফুট নিচে রয়েছে আকাশযানটা এবং তাদেরকে প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছে। আর কয়েক মিনিটের ভিতরে পুরোপুরি তাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু *বাটারফ্লাই* তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একেবারে নিখুঁত স্থানে রয়েছে। তারা আকাশযানের উপরে আর পেছনে রয়েছে, নীচ থেকে কেউ তাদের দেখতে পাবে না, পুরোপুরি ব্লাইন্ডস্পট যাকে বলে। সে বিমানের নাক নিচে দিকে এনে তার দিকে ছো মারার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। সে আকাশযান লক্ষ্য করে নেমে আসতে থাকলে প্রতি মুহূর্তে তার অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পুরো দৃশ্যপট জুড়ে কেবল আকাশযানই বিরাজ করে। সে দেখে তার সামনের একটা ইঞ্জিন আগেই অকেজো হয়ে রয়েছে, তার প্রপেলার অটল দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীর মত অনড়। পেছনের দুটো ইঞ্জিন যাত্রী আর কার্গো কেবিনের নিচে আর ঠিক পেছনে অবস্থিত। সে এতটাই বিস্মিত হয়ে সবকিছু দেখতে থাকে যে তার ক্রুদের জাল ফেলার আদেশ দিতেই ভুলে যায়।

সে খুব ভালো করেই জানে পুরো পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। জালটা বিমানের পেছনে ছড়াবার সময়ে অনায়াসে তাদের ল্যান্ডিং গিয়ার বা লেজের সাথে আটকে যেতে পারে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে বয়ে আসা মৌসুমী বাতাস জালের ভারী ভাঁজ মসৃণভাবে একপাশে ঠেলে নিয়ে যায়, ফলে *বাটারফ্লাই*য়ের চারশো ফুট নিচে নিখুঁতভাবে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। সে জালটা আকাশযানের গ্যাস-চেম্বারের পাশ দিয়ে পিছলে যেতে দিয়ে, ধীরে ধীরে তাকে

অতিক্রম করতে থাকে যতক্ষণ না পর্যবেক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ ব্রিজের সমান্তরালে সে ভাসতে থাকে।

কাচের জানালার পিছনে জীবন্ত মানুষ দেখতে পেয়ে অনেকটা ধাক্কা খাবার মত একটা অনুভূতি হয়। পুরোপুরি মানবিক উপস্থিতি রহিত একটা সম্পূর্ণ আলাদা দানবীয় অস্তিত্ব রয়েছে যেন আকাশযানের। গ্রাফ অটো ভন মীরবাখ্ এখন তার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে, ক্রোধের অভিব্যক্তি ফুটে রয়েছে তার চোখে মুখে, নিরবে সে তার মুখ নড়তে দেখে, কারণ ইঞ্জিনের শব্দে তার চিৎকার চাপা পড়ে গিয়েছে। তারপরে সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের কোণে অবস্থিত মেশিন-গানের দিকে ছুটে যায়।

হনু জার্মানটার পেছনে ইভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিওনের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য সে তার গভীর বেগুনী চোখের দিকে তাকালে সেও হতচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গ্রাফ অটোর তাদের দিকে নজর দেবার সময় নেই সে বোল্ট লোড করার ফাকে মেশিনগানের পানি-দ্বারা শীতলকৃত জ্যাকেট তার দিকে ঘোরাতে ব্যস্ত। লিওন বিমান উপরে উঠিয়ে আনে আর ঠিক তখনই *বাটারফ্লাই*য়ের নিচের ডানা ছুঁয়ে গুলির প্রথম ঝাপটা পার হয়ে যায়। ট্রেসার বুলেটের ঝাঁক ধনুকের মত বাঁকা হয়ে তার দিকে ছুটে এলে লিওন আকাশযানের কন্ট্রোল ব্রিজের সামনে থেকে তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়। ট্রেসারের ঝাঁক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার পেছনে শূন্যে হারিয়ে যায়।

*অ্যাসেগাই*য়ের তলদেশের নিচে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে পেছনের ইঞ্জিন দুটো। লিওন আড়চোখে *বাটারফ্লাই*য়ের পেছনে উড়তে থাকা লম্বা জালের পতাকার দিকে তাকায় এবং তারপরে তাদের মধ্যকার আপাত কৌণিক বিস্তার আর দুটো বিমানের গতি নিখুঁতভাবে হিসাব করে সে আকাশযানের ইঞ্জিনের প্রপেলার ব্লেডের দিকে আড়াআড়িভাবে জালটা টেনে আনে। প্রপেলার দ্রুত জালের ফাঁদে আটকা পড়ে এবং প্রায় সাথে সাথে জট পাকিয়ে একটা শক্ত বলে পরিণত হয় যা ইঞ্জিনের শ্বাসরোধ করে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে লিওন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

'জাল কেটে দাও!' লিওন চিৎকার করে ম্যানইয়রোকে বললে, সে দ্রুত দু'হাত দিয়ে জাল ধরে থাকা লিভারের হাতল টান দেয়। আকশি হুকের মুখ খুলে যায় এবং ভারী দড়িটা *বাটারফ্লাই*কে বেকায়দায় ফেলার আগেই নিখুঁতভাবে আলগা হয়ে যায়। আকাশযানের মাছের লেজের মতো বিশাল রাডার বিমানের উপরের ডানায় একটা ঘষা দিয়ে তাদের উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। *বাটারফ্লাই* আবার মুক্ত স্বাধীন। লিওন বিমানটা ঘুরিয়ে নিয়ে *অ্যাসেগাই*য়ের পেছনে আর উপরে উঠে আসে যেখান থেকে তাদের দেখা যাবে না। আগের বার বরাত ভালো থাকায় ট্রেসারের ঝাঁপটা থেকে তারা বেঁচে গেছে কিন্তু বারবার ভাগ্য ভালো থাকবে তার কোনো মানে নেই।

সে আকাশযানের পেছনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে। জাল আর সেটার টানার দড়ি এত শক্ত করে প্রপেলারের স্ফীত অংশ এবং অন্যান্য সঞ্চারনশীল পার্টস আঁকড়ে ধরেছে যে দুটো ইঞ্জিনই সীজ করে বন্ধ হয়ে গেছে।

অ্যাসেগাই তার হালের কথামতো নড়া বন্ধ করে দেয়। মৌসুমী বাতাসের বিপরীতে সামনের একটা ইঞ্জিনের পক্ষে তাকে ভাসমান রাখা সম্ভব না এবং সে দ্রুত একটা ভারী পাথরের মত লনসনইয়ো পর্বতের পাথুরে চূড়া লক্ষ করে গোত্তা খায়। হালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা থ্রটল পুরো ছেড়ে দিয়ে তাকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ইঞ্জিনের উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। শীঘ্রই অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠার কারণে একমাত্র সচল ইঞ্জিন থেকে নীল ধোঁয়া বের হতে শুরু করে।

গ্রাফ অটো কন্ট্রোল রুমের ভেতর দৌড়ে গিয়ে হালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কাঁধ ধরে তাকে একপাশে সরিয়ে দেয়। বেচারা ছিটকে গিয়ে কাচের জানালা ধাক্কা খেয়ে ডেকে আছড়ে পড়ে, তার ভাঙা নাক দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত পড়ছে। গ্রাফ অটো এবার নিজেই হাল ধরে এবং পাথুরে ঢালের দিকে তাকায়। তারা আধ মাইল দূরে রয়েছে, চূড়া থেকে কমপক্ষে হাজার ফুট নিচে, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাওয়া থেকে বাঁচতে হলে গ্যাস চেম্বারগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্ফীত করতে হবে যাতে দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে চূড়াটা টপকে যাওয়া যায়। সে কন্ট্রোল ভাল্ব-এর দিকে হাত বাড়ায় এবং সেটা টেনে খুলে দেয়। গ্যাস প্রবেশের পাইপ দিয়ে ঝড়ের বেগে হাইড্রোজেন প্রবেশের শব্দের বদলে একটা দুর্বল হিস শোনা যায়, এবং আকাশযান কাঁপতে থাকা অবস্থায় আড়মোড়া ভাঙার মত সামান্য উপরে উঠে।

'হাইড্রোজেন ট্যাঙ্কগুলো খালি,' সে হতাশায় চেঁচিয়ে উঠে। 'খামসিনের খপ্পড় থেকে বাঁচার জন্য আমরা মরুভূমিতে সব গ্যাস ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমাদের আর কোনো আশা নেই। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাওয়াটা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। আমাদের লাফ দিতে হবে! রিট্টার, প্যারাস্যুটগুলো বের কর। আমাদের সবার জন্য যথেষ্ট প্যারাস্যুট আছে।'

রিট্টার ব্রিজের পেছনে স্টোররুম লক্ষ করে দৌড় দেয় এবং ভেতর থেকে প্যারাস্যুটের প্যাক বাইরের ডেক লক্ষ করে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। আতঙ্কিত লোকগুলো প্যারাস্যুট নেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। অটো কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাদের সরিয়ে দু'হাতে দুটো প্যাক ধরে। সে ইভার কাছে দৌড়ে আসে। 'এটা পরে নাও।'

'আমি জানি না কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়,' সে প্রতিবাদ জানায়।

'বেশ, তোমার হাতে দু'মিনিট সময় আছে সেটা শেখার জন্য,' সে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে এবং ইভার কাঁধে প্যাকের হার্নেসটা পড়িয়ে দেয়। 'আকাশযান থেকে লাফ দেবার পরে তুমি অবশ্যই সাত পর্যন্ত গুনবে আর তারপরে এই দড়িটা ধরে টান দেবে।' সে কথার ফাঁকে হার্নেসের স্ট্র্যাপগুলো শক্ত করে তার বুকের সামনে এঁটে দেয়। 'আর মাটিতে অবতরণের সাথে সাথে এই বকলেসগুলো খুলে দিয়ে স্যুট থেকে বের হয়ে আসবে।' সে নিজের প্যাকটা পরে নিয়ে ডে-প্যাক সাথে নেয় এবং ইভাকে টেনে নিয়ে দরজার কাছে যায়, সেখানে আকাশযানের ক্রুরা ডুবন্ত জাহাজ থেকে লাফ দেবার জন্য উন্মত্ত ইঁদুরের মত হুড়োহুড়ি করছে।

'অটো আমি পারব না!' ইভা আর্তকণ্ঠে বলে, কিন্তু সে তার সাথে এটা নিয়ে কোনো তর্ক করে না। সে তার কোমড় জড়িয়ে ধরে, তাকে দরজার কাছে ধ্বস্তাধ্বস্তিরত অবস্থায় টেনে নিয়ে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন ক্রুকে দুই লাথিতে সামনে থেকে সরিয়ে দেয় এবং দরজা খালি হবার সাথে সাথে ইভাকে বাইরের শূন্যতায় ছুঁড়ে দেয়। সে তখন দ্রুত পতনশীল ইভাকে লক্ষ করে চিৎকার করে বলে, 'সাত পর্যন্ত গুনে তারপরে দড়িটা টান দেবে।'

সে তাকে নিচের রেইনফরেস্টের উপরের সবুজ গালিচার দিকে পড়তে দেখে। ঠিক যখন মনে হচ্ছে যে সে সবুজের গালিচায় আছড়ে পড়তে যাচ্ছে ঠিক তখনই তার স্যুট খুলে যায় এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা পুতুলের মত তাকে ভীষণ ঝাঁকি দেয়। সে তার অবতরণ দেখার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেও শূন্যে পা দেয় এবং নিচের গাছপালা দিকে ধেয়ে যায়।

লিওন পাহাড়ের ঢালের উপরে *বাটারফ্লাই*কে ভাসিয়ে রাখে এবং আকাশযানের কন্ট্রোল কেবিনের হ্যাচ দিয়ে পিলপিল করে পড়তে থাকা মানুষের দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে যে কমপক্ষে তিনটা প্যারাস্যুট খুলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ভরসায় থাকা হতভাগ্য লোকগুলো হাত-পা পাগলের মত ছুড়তে থাকে গাছের উপরে আঁছড়ে পড়া পর্যন্ত। ভাগ্যবান যারা তারা মৌসুমী বাতাসের ঝাপটায় খড়কুটোর মত ভেসে গিয়ে পাহাড়ের পাশে ছড়িয়ে যায়। তারপরে সে অন্য লোকদের তুলনায় হাল্কা আর খুদে একটা অবয়ব ইভাকে শূন্যে ভাসতে দেখে। সে তার স্যুট খোলার অপেক্ষায় ঠোঁট কামড়ে থাকে এবং সাদা রেশমের ছাতা তার মাথার উপরে বিকশিত হলে স্বস্তিতে চেঁচিয়ে উঠে। সে ততক্ষণে এতটাই নিচে নেমে এসেছে যে কয়েক মুহূর্তের ভিতরে সবুজ বনানীর আড়ালে হারিয়ে যায়।

অ্যাসেগাই নাক উপরের দিকে দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে বাতাসে ভেসে যায়। সে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে, কিন্তু এক নজর তাকিয়েই সে বুঝতে পারে আকাশযান পাহাড়ের ঢাল টপকে যেতে পারবে না। তার পেছনটা গাছের মাথা স্পর্শ করে এবং হঠাৎ করে সে থমকে যায়। আটকে পড়া জেলীফিসের মত সে একপাশে কাত হয়ে গুটিয়ে যায় এবং তার গহ্বরের মতো গ্যাসচেম্বার গাছের উপরের শাখায় ধাক্কা দেয়। চেম্বারগুলো দুমড়ে গিয়ে ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মত আকাশযান চুপসে যায়। লিওন হাইড্রোজেনের বিস্ফোরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে যা তার ধারণা নিশ্চিত ঘটবে– ক্ষতিগ্রস্থ জেনারেটরের একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট, কিন্তু কিছুই ঘটে না। গ্যাস বের হয়ে বাতাসে মিশে গেলে, *অ্যাসেগাই* জঙ্গলের মাথায় ক্যানভাসের একটা জবুথবু স্তুপের মত পড়ে থাকে, তার ওজনে বিশাল সব ডালগুলো ভেঙে যায়।

লিওন *বাটারফ্লাই* নিয়ে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ধ্বংসস্তুপের কয়েকফিট উপর দিয়ে উড়ে যায়। সে নিচের জঙ্গলে উঁকি দিতে চেষ্টা করে, আশা, যদি ইভাকে এক ঝলক কোথাও দেখা যায়, কিন্তু সে বৃথাই চেষ্টা করে। সে আরও একবার ঘুরে আসে এবং ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়ে উড়ে যায়। পরের বার উড়ে যাবার সময়ে সে গাছের ডালে রেশমের ফাঁসে আটকে প্যারাস্যুটের আলখাল্লার নিচে একটা প্রাণহীন দেহ ঝুলতে দেখে। নিচ দিয়ে উড়ে যাবার কারণে সে গ্রাফ অটোকে চিনতে পারে।

'ব্যাটা মারা গেছে,' লিওন মনে মনে বলে। 'শেষ পর্যন্ত ঘাড় ভেঙে মারা গেল।' তারপরে *বাটারফ্লাই* ঠিক তার মাথার উপরে উড়ে আসে এবং নিচের ডানার কারণে লিওনের দৃষ্টিপথ বিঘ্নিত হয়। সে দেখতে পায় না মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে গ্রাফ মাথা তুলে বিমানের দিকে তাকিয়ে ছিল।

লিওন লিওন বিমানের নাক ঘুরিয়ে নেয় এবং *বাটারফ্লাই*কে অবতরণ ক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত করে, অবতরণে বেশি সময় যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য পাহাড়ের ঢালের খুব নিচু দিয়ে সে উড়ে আসে। সে পারলে এখনই নিচে নেমে ইভাকে খুঁজে বের করে। নৃত্যরত শুভ্র জলপ্রপাতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে সে তার পাদদেশে শেবার জলাধারের দিকে তাকায়, তার ভূমি স্মারকগুলো ভালো করে দেখে নেয়। *অ্যাসেগাই*য়ের ধ্বংসস্তুপ থেকে উড়ে আসতে কয়েক মিনিট সময় লাগলেও সে খুব ভালো করেই জানে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁতে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। অবতরণ করে ইঞ্জিন বন্ধ করেই সে তার আসনের নিচে থেকে বন্দুকের বাক্স টেনে বের করে আনে। দ্রুত তিন ধাপে সে হল্যান্ডের স্টক আর ব্যারেল সংযুক্ত করে এবং চেম্বারে গুলি ঢুকায়। তারপরে সে পা আগে দিয়ে ককপিট থেকে লাফিয়ে নামে এবং তার দিকে এগিয়ে আসা *মোরানি*দের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে নির্দেশ দেয়।

'জলদি! বর্শা নিয়ে তৈরি হও। জঙ্গলে মেমসাহিব একাকী কোথাও রয়েছে। সে আঘাত পেয়ে থাকতে পারে। আমরা তাকে দ্রুত খুঁজে বের করব।' সে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে দৌড় দেয় পথে ছোটখাট ঝোপগুলো লাফিয়ে পার হয়। তাকে অনুসরণরত যোদ্ধার দল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে বহু কষ্টে তার সাথে তাল মিলায়।

প্যারাস্যুটের আলখাল্লার নিচে পাগলের মত দুলতে থাকা ইভা নিচের দ্রুত এগিয়ে আসা গাছপালার উপরিভাগের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে উপরের ডালপালা ভেঙে নিচের দিকে নামতে থাকে। তার মাথার চারপাশে ছোট ডালপালা, ফেঁকড়ি মড়মড় করে স্থান করে দেয়। প্রতিবার নতুন ডালের সাথে ধাক্কা লাগার সাথে সাথে তার পতনের বেগ কমে আসে, অবশেষে পাহাড়ের পাদদেশে একটা ছোট খোলা স্থানে সে সবেগে এসে আছড়ে পড়ে।

জায়গাটা ঢালু হওয়ায় সে হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসে গড়িয়ে যেতে দেয় যতক্ষণ না একটা জলাশয়ের পাড়ে এসে থামে। গ্রাফ অটোর পরামর্শ তার মনে পড়ে যায় এবং সে তার কাঁধের হার্নেসের বকলেস পাগলের মত টানতে থাকে যতক্ষণ না সে নিজেকে স্যুটের বোঝা থেকে মুক্ত করতে পারে। তারপরে সে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় এবং বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় কোথায় ব্যথা পেয়েছে। হাতে-পায়ে কয়েকটা ছোটখাট কাটা ছেঁড়া ছাড়া বাম কোমড়ের নিচের অংশটা থেতলে গেছে, কিন্তু আকাশযান থেকে ছিটকে বের হয়ে আসার ভয়ঙ্কর স্মৃতির কথা ভেবে এবং নিজের অবস্থা দেখে তার নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে হয়।

সে কাঁধের উপরে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকায় এবং চিবুক উঁচু করে।

'এখন প্রশ্ন হল ব্যাজারকে কিভাবে খুঁজে বের করব? আমার যদি সামান্য ধারণা থাকত সে কোথায় আছে, কিন্তু সে আকাশের নীল থেকে ভেসে উঠেছে।' সে ব্যাপারটা নিয়ে আরো কয়েক সেকেন্ড ভাবে, তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়। 'অবশ্যই, শেবার জলাশয়! সে আমার খোঁজে প্রথমেই সেখানে যাবে।'

লুসিমা মায়ের *ম্যানইয়াত্তায়* তাদের স্বপ্নের মত কাটান সময়গুলোয় সে আর লিওন এসব ঢালে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াবার কারণে সে খুব ভালো করেই এলাকাটা চেনে। আর এখন জঙ্গলের মাঝে পাহাড়ের ঢালের একটা ঝলক দেখে সে নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে। 'এখান থেকে দক্ষিণে কয়েক মাইলের ভিতরেই জলপ্রপাতটা অবস্থিত,' সে নিজেকে অভয় দিয়ে বলে।

ঢালের মুখ পথ-নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করে, সে রওয়ানা দেয় এবং পাহাড় তার ডানদিকে রাখে। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরে সে দ্রুত থেমে যায়। সামনের ঝোপে একটা নড়াচড়া লক্ষ করে এবং একটা হিংস্র ডোরাকাটা হায়েনা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে, তার মুখে কাঁচা মাংসের একটা দলা ঝুলে আছে। বেচারার খাবার সময়ে সে এসে তাকে বিরক্ত করেছে।

সে সতর্কতার সাথে সামনে এগিয়ে টমাস বুয়েলারের মৃতদেহটা লতাগুল্মের মাঝে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকতে দেখে। যাদের প্যারাস্যুট খুলতে ব্যর্থ হয়েছে সে সেইসব হতভাগ্যদের একজন। পরনের ইউনিফর্ম দেখে সে তাকে সনাক্ত করে, কারণ তার মুখের অর্ধেকটা নিখোঁজ। হায়েনা সেটা খাবার উসিলায় ছিঁড়ে নিয়েছে। সে আবার সামনে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নেয় এমন সময় বুয়েলারের হার্নেসের সামনে একটা ছোট র‍্যাকস্যাক বাঁধা দেখতে পায়– যার জন্য প্যারাস্যুট খুলতে পারেনি। এটা তার স্যুটের খোলসটার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার কাজে লাগবে এমন কিছু হয়ত রয়েছে র‍্যাকস্যাকটায়।

সে মৃতদেহটার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে এবং র‍্যাকস্যাকটা হার্নেস থেকে খোলার সময়ে বহু কষ্ট করে নিজেকে তার বিভৎস মুখের দিকে তাকান থেকে বিরত রাখে। সে একটা ছোট প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স খুঁজে পায়, শুকনো ফল আর সিদ্ধ মাংসের

কয়েকটা প্যাকেট, আগুন জ্বালাবার জন্য ভিসতার একটা প্যাকেট এবং সবচেয়ে জরুরী যেটা কাঠের হোলস্টারে একটা নাইন এমএম মাউজার পিস্তল সাথে গুলির দুটো অতিরিক্ত ক্লিপ। সবকিছুই তার জন্য অমূল্য।

সে প্যারাস্যুটের হার্নেস থেকে এবার র‍্যাকস্যাকের স্ট্র্যাপটা খুলে নিয়ে নিজের কাঁধে সেটা ঝুলিয়ে নেয় এবং দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বন্য প্রাণীর চলাচলের পথ ধরে এগিয়ে যেতে শুরু করে। আরো আধ মাইল পথ যাবার পরে সে গ্রাফ অটোর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, ঢালের উপরে কোথাও থেকে কাতর কণ্ঠে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছে 'কেউ কি আমার কথা শুনছে? রিট্টার? বুয়েলার? কোথায় তোমরা? তোমাদের সাহায্য আমার দরকার।' সে তার অনুসরণ করতে থাকা পথটা ছেড়ে সরে এসে সতর্কতার সাথে শব্দের উৎস লক্ষ করে এগোতে থাকে। সে যখন আবার সাহায্যের জন্য ডাকে, সে উপরের দিকে তাকায় এবং তাকে দেখতে পায়। ডালপালার আচ্ছাদনে অনেক উপরে সে ঝুলে রয়েছে। একটা বড় ডালে তার প্যারাস্যুটের আলখাল্লা আটকে রয়েছে, এবং মাটির সত্তর ফুট উপরে সে ঝুলছে, প্রাণপণে সামনে পিছনে দুলে যে ডালটা থেকে সে ঝুলে রয়েছে সেটা ধরতে চাইছে কিন্তু প্রতিবারই তার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চার না করতে পারায়।

ইভা সতর্কতার সাথে চারপাশে তাকায়। *অ্যাসেগাই*য়ের কোনো ক্রুদের আশেপাশে দেখা যায় না। সে যখন চুপিসারে সরে এসে নিজের পথে আবার যাত্রা করবে এমন সময়ে অটো তাকে দেখতে পায়। 'ইভা! যাক বাবা তুমি অন্তত এসেছো।' সে থমকে দাঁড়ায়। 'ইভা, এদিকে এসো, আমাকে নামতে সাহায্য করো। আমি যদি হার্নেসের বকলেস খুলি তবে নিচে আছড়ে পড়ে মারা যাব। কিন্তু আমার পিঠে একটা হাল্কা দড়ি রয়েছে।' সে হাত বাড়িয়ে পাটের দড়ির একটা কুণ্ডলী বের করে। 'আমি এর এক প্রান্ত তোমাকে ধরতে দিচ্ছি। তুমি আমাকে টেনে ঐ ডালটার কাছে নিয়ে চলো যাতে আমি সেটা ধরতে পারি।' একদম না নড়ে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন যখন সে জানে আকাশযানের দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়নি, তারপক্ষে তাকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব না। সে তাহলে তাকে আবার অনুসরণ শুরু করবে। সে কখনও তাকে কোথাও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

'জলদি করো, মেয়ে। ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। দড়ির মাথাটা ধরো।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠে।

তাদের পরিচয় হবার পরে এই প্রথম সে পুরোপুরি তার উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই লোকটাই তার বাবার হত্যাকারী, এই সেই লোক যে তাকে শারীরিক আর মানসিকভাবে অপমান আর নির্যাতন করেছে। প্রতিশোধ নেবার এটাই সময়। সে যদি এখন তাকে হত্যা করে তবে সেইসব যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির হাত থেকে সে রেহাই পাবে। সে আবার পরিপূর্ণ আর পবিত্র হয়ে উঠবে। ঘুমের ঘোরে হাঁটছে এমন একটা

ভঙ্গিতে সে তার দিকে এগিয়ে যায় এবং একই সাথে বুয়েলারের র‍্যাকস্যাকের ভেতরে হাত ঢুকায়।

'হ্যাঁ, ইভা, এইতো। আমি সবসময়ে জানতাম আমি তোমার উপরে নির্ভর করতে পারি। দড়িটা ধরো।' তার কণ্ঠে একটা ছেলেভুলান সুর সে প্রথমবারের মত খেয়াল করে। ইভা নিজের ভিতরে প্রতিজ্ঞা আর দৃঢ়তার একটা জোয়ার অনুভব করে। মাউজারের বাটটা নিখুঁতভাবে তার হাতে খাপ খেয়ে যায়।

'আমিই সেই ডার্ক এঞ্জেল,' তার মাথার উপরে অসহায়ভাবে ঝুলতে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলে। 'আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।' সে পিস্তলটা বের করে এবং লিভারটা পেছনে টানে। চেম্বারে মৃত্যুদায়ক একটা ধাতব শব্দ তুলে গুলি প্রবেশ করে।

'তুমি কি করছো?' আতঙ্কিত কণ্ঠে গ্রাফ চেঁচিয়ে উঠে। 'পিস্তলটা সরাও। তুমি কাউকে আহত করবে!' সে ধীরে ধীরে পিস্তলটা তুলে তার দিকে নিশানা স্থির করে।

'ইভা, থামো! ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি এটা কি করছো?' এবার সে তার কণ্ঠে আতঙ্কের সুর লক্ষ করে।

'আমি তোমাকে খুন করবো,' সে মৃদুকণ্ঠে বলে।

'তুমি কি পাগল হলে? তোমার মাথা ঠিক আছে?'

'মাথার চেয়েও অনেক কিছুই আমার হারিয়ে গেছে। তুমি আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছো। এখন আমি সব ফেরৎ চাই।'

সে গুলি করে।

সে আশা করেনি এত জোরে শব্দ হবে বা এত ভীষণ ঝাঁকুনি হতে পারে। সে তার কুটিল হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে নিশানা স্থির করেছিল কিন্তু গুলিটা গিয়ে তার বাম হাতের কনুইয়ের উপরে গিয়ে আঘাত করে। রক্ত তার বাহু হতে গড়িয়ে পড়ে, হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে টপটপ করে পড়তে থাকে।

'ইভা, এটা কি করছো তুমি! তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি আছি।' সে আবার গুলি করে এবং এবার সেটা আগের চেয়েও দূর দিয়ে যায়। তাকে স্পর্শও করেনি। ইভা আগে জানত না পিস্তল দিয়ে লক্ষ্যভেদ করাটা এত কঠিন। গ্রাফ অটো হার্নেসের বাঁধনের ভিতরে আতঙ্কে মোচড় খেয়ে দুলতে আর ঝাঁকি খেতে থাকে। সে আবার গুলি করে, তারপরে আবার। আতঙ্কে অটো চিৎকার করতে শুরু করে। 'থামো! থামো সোনা! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। তুমি আমার কাছে কি চাও।' সে একটা বড় শ্বাস নিয়ে হৃদয়ের স্পন্দন স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে, শেষবারের মত পিস্তলের নিশানা স্থির করতে চায়, কিন্তু ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে বসার আগেই পেছন থেকে একটা শক্তিশালী হাত এসে তাকে সরিয়ে দেয় এবং তার কোমড় জড়িয়ে ধরে আর পিস্তলটা নামিয়ে দেয়। তার দু'পায়ের মাঝে গুলিটা আঘাত করে।

'সাবাশ রিট্টার!' গ্রাফ অটো উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে। 'ওকে শক্ত করে ধরে রাখো! শয়তানটাকে আমি নিজের হাতে সাজা দেব।'

ইভার হাত মুচড়ে রিট্টার পিস্তলটা নিয়ে নেয় এবং কাঁধের মাঝে হাঁটু দিয়ে তাকে মাটিতে চেপে ধরে রাখে। সে একহাত দিয়ে পেছনে তার হাত ধরে রাখে যখন অন্য একজন ক্রু ইভাকে শ্রমিকের দক্ষতায় আধ ডজন গিঁট দিয়ে বেঁধে ফেলে। রিট্টার মাইজারটা এবার তার হাতে দেয়। 'গুলি করার কোনো অজুহাত পেলে তাকে গুলি করবে,' তাকে আদেশ দিয়ে সে দৌড়ে যায় গ্রাফ অটোকে গাছ থেকে নামাতে। সে ঝুলন্ত দড়িটার এক প্রান্ত ধরে এবং সেটাকে আড়াআড়ি করে টানে। গ্রাফ একটা ডাল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে এবং দোল খেতে থাকে যতক্ষণ না সে ডালটার উপরে উঠতে পারে। সেখানে শুয়ে সে হার্নেসের বকলেস খুলে স্যুটটা নিচে ফেলে দেয়। অতিকায় ভালুকের মত সাবলীলতায়, মূল কাণ্ড বেয়ে সে এবার মাটিতে নেমে আসে। দম ফিরে পাবার জন্য সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, তারপরে ইভা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে এগিয়ে যায়। 'ওকে তোলো,' সে তার ক্রুকে আদেশ দেয়, 'আর শক্ত করে ধরে রাখো।' সে ইভার দিকে তাকিয়ে নিজের ধাতব মুষ্টিটা দেখায়। 'সোনা এটা তোমার বেয়াদবির জন্য,' বলেই সে তাকে আঘাত করে। সে সতর্কতার সাথে আঘাতটা করে: সে তাকে দ্রুত মেরে ফেলতে চায় না, তাহলে মজাটাই মাটি হবে।

'হারামী!' সে তার চুলের গোছা ধরে মোচড় দেয় যতক্ষণ না ইভা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। 'বিশ্বাসঘাতক শয়তান! এবার আমি বুঝতে পারছি হতভাগ্য বুয়রটা তুমিই আগাগোড়া বদমায়েশি করে এসেছো।' সে বৃষ্টিভেজা মাটিতে তার মুখটা চেপে ধরে এবং নিজের বুট দিয়ে তার মাথার পেছনে চাপ দেয়। 'তোমাকে হত্যা করার সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা কি হতে পারে সেটাই বুঝতে পারছি না। তোমাকে কাদায় শ্বাসরুদ্ধ করবো? তোমাকে ধীরে ধীরে গলা টিপে মারবো? নাকি তোমার সুন্দর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব? কি কঠিন একটা সিদ্ধান্ত।' সে তার মাথাটা তুলে তার চোখের দিকে তাকায়। নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত কাদার সাথে মিশে গিয়ে, মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসে থুতনি দিয়ে টপটপ করে পড়ছে। 'এখন আর মোটেই তোমাকে সুন্দরী লাগছে না। তোমাকে এখন নোংরা কুৎসিত বেশ্যার মত লাগছে।'

ইভা মাথাটা পেছনে নিয়ে তার মুখে থুতু ছিটায়।

শার্টের হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। 'দারুণ মজার ব্যাপার হবে। প্রতিটা মুহূর্ত আমি উপভোগ করবো।'

রিট্টার সামনে এগিয়ে এসে অটোকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। 'না, স্যার। এটা আপনি তার সাথে করতে পারেন না। তিনি একজন ভদ্রমহিলা।'

'কমোডর, তোমায় দেখাচ্ছি আমি করতে পারি কি না। তাকিয়ে দেখো।' সে তার ধাতব হাতটা তুলে কিন্তু সে ইভার দিকে ঝুঁকেছে, এমন সময় বজ্রপাতের মত তীক্ষ্ণ

একটা শব্দ উপস্থিত সবার কানে তালা লাগিয়ে দেয়। .৪৭০ নাইট্রো এক্সপ্রেস রাইফেলের নিশ্চিত আওয়াজ সেটা। গ্রাফ অটো পিছনে উড়ে গিয়ে পড়ে, বুকের ঠিক মাঝে ভারী বুলেট আঘাত হেনেছে এবং দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে বের হয়ে যাবার সময়ে ছাতু হয়ে যাওয়া মাংস আর রক্তের উজ্জ্বল একটা ঝরনার জন্ম দিয়েছে।

'আরো একটা বুলেট এখনও আছে, কেউ যদি ঝামেলাটা আরো বাড়াবার আশা পোষণ করে তার জন্য। ভালো মানুষের দল, হাত মাথার উপরে তোল!' ঝোপের আড়াল থেকে ম্যানইয়রোর সাথে বের হয়ে আসবার সময়ে লিওন জার্মানে কথাগুলো বলে, তার সাথে লইকত ছাড়াও যুদ্ধসাজে সজ্জিত আরো বিশজন *মোরানি* রয়েছে।

'ম্যানইয়রো বাজারে নিয়ে যাবার সময়ে যেভাবে মুরগি বাঁধে এদের তেমন করে বাঁধো। *মোরানি*দের বলো লেক মাগাদির দুর্গে এদের নিয়ে গিয়ে সেখানের সৈন্যদের হাতে তাদের তুলে দিতে,' কথাটা শেষ করেই সে ইভা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে ছুটে গিয়ে তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে। কোমড় থেকে চাকুটা বের করে দড়ির বাঁধন কেটে দেয়। তারপরে দু'হাতে তার মুখটা ধরে নিজের দিকে নিয়ে আসে।

'আমার নাক,' ইভা ফিসফিস করে বলে। তার রক্তাক্ত আর কাদামাখা ঠোঁটে লিওন আলতো করে একটা চুমো দেয়।

'নাকটা ভেঙেছে আর চোখেও সুন্দর কাজল পড়েছো, কিন্তু ডক থমসনের কাছে ব্যাপারটা কিছুই না। আমি শীঘ্রই তোমাকে নাইরোবি নিয়ে যাব।' সে তাকে পাজকোলা করে তুলে নিয়ে বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে পাহাড়ের পাশে যেখানে অবতরণ ক্ষেত্রে *বাটারফ্লাই* অপেক্ষা করছে সেদিকে এগিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে সে আলতো করে তাকে ডেকে শুইয়ে দিয়ে একটা ত্রিপল দিয়ে ভালো করে মুড়ে দেয়, কারণ ঘটনার অভিঘাতে বেচারী থরথর করে কাঁপছে।

তাকে ভালো করে ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে দেখে লুসিমা বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আমি ইভাকে নাইরোবি নিয়ে যাচ্ছি,' সে লুসিমাকে বলে, 'কিন্তু আমার একটা কাজ মা তোমাকে করে দিতে হবে।'

'বাছা, তুমি বলো আমি সেটা করবো,' লুসিমা তাকে আশ্বস্ত করে বলে।

'রূপালি দানবটা পাহাড়ের পাশে ভেঙে পড়ে আছে। ম্যানইয়রো তোমাকে আর তোমার *মোরানি*র দলকে সেখানে নিয়ে যাবে। আমি চাই তুমি কাজটা আমার জন্য করো।'

'ম'বোগো আমি তোমার কথা শুনছি।' সে দ্রুত কথা বলে। তার কথা শেষ হলে লুসিমা মাথা নাড়ে। 'আমি এটা করতে পারব। এখন তুমি পুষ্পকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাও আর সে সুস্থ হয়ে উঠা পর্যন্ত তার যত্ন নাও।'

প্রায় চারবছর পরে তারা আবার শেবার জলাশয়ের কাছে ফিরে আসে। পুরান ক্যাম্পের ধারে তারা লুসিমা, ম্যানইয়রো, লইকত আর ইসমায়েলকে রেখে এসেছে এবং জলাশয়ের কাছে ঘোড়া নিয়ে দু'জন এসেছে। লিওন এগিয়ে এসে ইভাকে স্যাডল থেকে নামায় এবং মাটিতে নামিয়ে রাখার আগে ছোট্ট একটা চুমো খায়। 'আজব কাণ্ড,' সে বলে, 'কিন্তু দিন দিন তুমি আরো সুন্দরী আর আরো তরুণী হয়ে উঠছো কিভাবে?'

সে হেসে উঠে নাকের পাশটা স্পর্শ করে। 'হ্যাঁ, সামান্য কিছু ভাঙাচোরা আর তোবড়ান দাগ যদি তুমি বাদ দাও।' ডক থমসন আর সমস্ত বিদ্যা দিয়েও পুরোপুরি ইভার নাকটা সোজা করতে পারেননি।

'তুমি যদি এটাকে সামান্য উঁচু বলো,' বলে সে তার পেটে হাত রাখে। 'তাহলে এটাকে কি বলবে?'

সে গর্বিত চোখে পেটের দিকে তাকায়। 'কেবল বেড়ে উঠতে দেখছি।'

'মিসেস কোর্টনী আমি ব্যাপারটার জন্য অস্থির হয়ে আছি।' ইভার হাত ধরে সে তাকে পাথরের প্রাকৃতিক তাকটার কাছে নিয়ে আসে যেখানে সে আগে বসতো। তারা সেখানে পাশাপাশি বসে নিচের কালো গভীর পানির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি মীরবাখের হারিয়ে যাওয়া অর্থের ব্যাপারে কিছুই জান না,' ইভা জানতে চায়।

'অবশ্যই আমি শুনেছি।' সে সোজা গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকায়। 'আফ্রিকার অনেকগুলো রহস্যের ভিতরে এটাও একটা। রাজা সলোমনের হারিয়ে যাওয়া খনি আর প্রিটরিয়া কিচেনারের সেনাবাহিনী প্রবেশ করার আগে বুড়ো বুয়র প্রেসিডেন্টের লুকিয়ে ফেলা সোনার সাথেই একে এক পঙক্তিতে তুলনা করা হয়।'

'তোমার কি মনে হয় শীঘ্রই কেউ এর সমাধান করতে পারবে?'

'হয়ত আজই,' সে উত্তর দেয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করে।

'প্রায় চার বছর সোনাগুলো এসে পড়ে আছে। কেউ যদি ইতিমধ্যেই তাদের খুঁজে পেয়ে থাকে?' ইভা কথাটা বলে, তার গলার স্বর যদিও ভারি হয়ে এসেছে।

'তেমনটা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই,' সে তাকে আবার আশ্বস্ত করে। 'লুসিমা মায়ের মন্ত্রপূত এই জলাশয়। কারও সাহস নেই এখানে নামে!'

'কিন্তু তোমার কি ভয় লাগছে না?' সে জানতে চায়।

সে হেসে উঠে এবং তার গলায় চামড়ার ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হাতির দাঁতের ছোট লকেটটা স্পর্শ করে। 'লুসিমা মা এটা আমাকে দিয়েছে। এটা আমাকে রক্ষা করবে।'

'ব্যাজার আবার আমাকে ছেলে ভুলাতে চাইছ,' সে প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে।

'সেটা তোমার কাছে প্রমাণের একটা মাত্র উপায় আছে।' সে একপায়ে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারটা খুলে এবং তাকের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ে।

ইভা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং তাকে পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকে, 'ফিরে এসো! উত্তরটা আমার জানার কোনো ইচ্ছাই নেই। ব্যাজার, সব যদি চুরি হয়ে থাকে তাহলে কি হবে?'

সে পানিতে সাঁতার কাটে এবং জলাশয়ের মধ্যেখানে গিয়ে ইভার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমিপূর্ণ হাসি হাসে। 'সোনা, তুমি একটা যাচ্ছেতাই রকমের নৈরাশ্যবাদী আর কিছুক্ষণের ভিতরেই আমরা জানতে পারবো আছে কি নেই।' চারটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে পানিতে ডুব দেয়। কয়েক সেকেন্ড তার পা পানিতে দেখা যায় তারপরে আর সেটাও দেখা যায় না। ইভা বুঝতে পারে আবার ভেসে উঠার আগে বেশ কিছুটা সময় লাগবে এবং সে বসে বসে গত চার বছরের ঘটনাবলী চিন্তা করে। উত্তেজনা আর বিপদে ভরা চারটা বছর কিন্তু প্রেম আর হাসিও ছিল। ধূর্ত শয়তান লেট্টো ভন ভোরবেকের বিরুদ্ধে লর্ড ডেলামেয়ারের লাইট হর্সের প্রতিরোধ যুদ্ধে পুরোটা সময় সে লিওনের সাথেই ছিল। লিওন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে *বাম্বলবি* চালাতে হয় এবং সে তার পর্যবেক্ষক আর দিক-নির্দেশকের কাজ করেছে। তাদের দু'জনের জুটি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। একবার, লিওন তখন তার সাথে ছিল না, সে জার্মানদের ভারী গোলাগুলির ভিতরে বিমান অবতরণ করিয়ে চারজন আহত *আসকারি*কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। লর্ড ডেলামেয়ার তার সমস্ত প্রভাব কাজে লাগিয়ে তার সামরিক খেতাব লাভের বন্দোবস্ত করেছেন।

'কিন্তু যুদ্ধ এখন শেষ আর আমরা জয়লাভ করেছি। এখন উত্তেজনা আর বিপদের চেয়ে আমি প্রেমময় আর হাসিখুশী সময় কাটাতেই পছন্দ করবো।

লিওন একটা বিশাল আলোড়ন তুলে পানির উপরে ভেসে উঠলে ইভা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'খারাপ খবরটা আমাকে এখন বলো!' সে চেঁচিয়ে বলে।

সে কোনো উত্তর না দিয়ে সাঁতার কেটে তার পায়ের কাছে এসে হাতের মুঠি খুলে। তার হাতে কিছু একটা রয়েছে সেটা সে তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়। একটা ভারী ছোট ক্যানভাসের ব্যাগ পাথরে আঘাত লাগতে সেটার মুখ খুলে যায়। সোনার মোহর ছিটকে বের হয়ে এসে সূর্যের আলোয় চিকচিক করে উঠে আর সে আনন্দে-উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। সে তার হাতে মুদ্রাগুলো তুলে নিয়ে অব্যক্ত প্রশ্ন নিয়ে তার চোখের দিকে তাকায়।

'কিছু কিছু বাক্স খুলে গেছে, লুসিমার *মোরানি*রা জলপ্রপাতের মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলার সময় এটা হয়েছে মনে হয়, কিন্তু মনে হয় না কিছুই হারিয়েছে।' ভোঁদরের মত সাবলীল ভঙ্গিতে সে পানি থেকে উঠে এলে ইভা তার মুঠোভর্তি মোহর ছুঁড়ে ফেলে এবং লিওনের ঠাণ্ডা আর ভেজা শরীরটা জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

'আমরা কি এগুলো ফিরিয়ে দেবো?' সে ফিসফিস করে লিওনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে জানতে চায়।

'আমরা এগুলো কাকে ফেরৎ দেব? কাইজার বিল? আমার মনে হয় তার জন্য সামান্য দেরি হয়ে গেছে।'

'আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। এগুলো আমাদের না।'

'এমনটাও তো হতে পারে তোমার বাবার কাছ থেকে চুরি করা পেটেন্টের জন্য এটা মীরবাখের শেষ এবং সম্পূর্ণ পেমেন্ট?' সে পরামর্শের ভঙ্গিতে বলে।

ইভা তাকে দু'হাতে ধরে পিছনে ঝুঁকে এবং মুচকি হাসি ঠোঁটে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'অবশ্যই! ব্যাপারটা এভাবে দেখলে তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়ায় বিষয়টা।' তারপরে সে আনমনে হেসে উঠে। 'ব্যাজার সোনা, তোমার যুক্তিতে আমি কোনো খুঁত দেখতে পাচ্ছি না!'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক অব্যহতির পূর্বের আফ্রিকা মহাদেশের জিম্বাবুয়ে, উপজাতি বিদ্রোহের টালমাটাল পরীস্থিতিতে কাহিনীর সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার ইউরোপীয় পায়তারায় এক সময় প্রকম্পিত হয়ে উঠে পুরো মহাদেশ, হিটালারের দূত হিসাবে প্রেক্ষাপটে হাজির হয় জার্মান মীরবাঘ ব্যাভেরিয়ার অধুন বিস্মৃত শিল্পপতি জমে উঠে কাহিনী, উইলবার স্মিথের কুশলতায় একবারে কাহিনীর তরী তরতর করে এগিয়ে চলে উপন্যাসের মোহনা বেয়ে।

ISBN : 984-70355-0071-3

984-70355-00515